পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীবিরচিত

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষণং নাম

প্রথমোভাগঃ

—— ০:*:০ ——

কলিকাতা-রাজকীয়-সংস্কৃতবিদ্যালয়স্থ-সাংখ্যবেদান্তমীমাংসাদি-

বিবিধ-শাস্ত্রাধ্যাপক-পণ্ডিতপ্রবর-

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-

পরিশোধিতা, তৎকৃত-টীকা-বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য্যসমেতা চ

—— ০:*:০ ——

ন্যায়বেদান্তাদি নানাশাস্ত্রানুবাদক

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদিতা, তৎকৃত-ভূমিকাসহিতা চ।

—— ০:*:০ ——

প্রকাশক—শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ

৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

—— * ——

কলিকাতা

১৮৫২ শকাব্দ, ১৩৩৭ সাল,

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা
৬নং পাশিবাগানলেনস্থিত কমার্সিয়ালগেজেট প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।
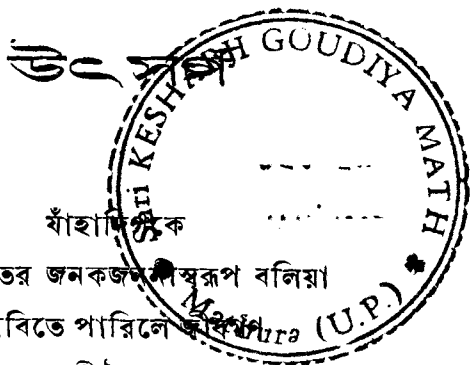
উৎসর্গ

যাঁহাদিগকে

জগতের জনকজননীস্বরূপ বলিয়া

ভাবিতে পারিলে জীবগণ

পরমাভীষ্টলাভ করে

আমাদিগের সেই জনকজননী

৺শ্রীহীরালাল ঘোষ

এবং

৺শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর

প্রীতির উদ্দেশ্যে

এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

সানুজ—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নিবেদন।

ভগবদিচ্ছায় আজ বহুদিনের চেষ্টায় অদ্বৈতসিদ্ধির মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব পর্য্যন্ত অংশটী অনুবাদ, টীকা এবং তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইতে চলিল। টীকাটী মূলমাত্র বুঝিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। যাঁহারা অধিক জানিতে চাহিবেন, তাঁহারা সিদ্ধিব্যাখ্যা, লঘুচন্দ্রিকা ও বিট্ঠলেশীয় মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন।

এই গ্রন্থ মাধ্বসম্প্রদায়ের মহাধুরন্ধর তার্কিক পূজ্যপাদ ব্যাসতীর্থ স্বামী বিরচিত ন্যায়ামৃত নামক গ্রন্থের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ। পূজ্যপাদ ব্যাসতীর্থ স্বামী অদ্বৈতসিদ্ধান্তের গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করিয়া এই ন্যায়ামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতি নিপুণতা সহকারে খণ্ডিত হইয়াছে; পাঠকালে মনে হয়, ইহার আর উত্তর নাই। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধির চমৎকারিতা এই যে, ইহা পাঠকালে ন্যায়ামৃতের সকল আপত্তিই স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মনে হইবে—ন্যায়ামৃতকার এরূপ অসঙ্গত কথা বলিলেন কি করিয়া?

যাহা হউক, ন্যায়ামৃতকার স্বীয় সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এই সকল আপত্তি উদ্ভাবন করেন নাই। কেবলমাত্র অদ্বৈতমতের খণ্ডনমানসেই তিনি ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। এজন্য এই গ্রন্থপাঠে দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতী মহাশয় মাত্র স্বসিদ্ধান্তব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে উক্ত ন্যায়ামৃতের সকল আপত্তিই নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি এমনভাবে স্বসিদ্ধান্তের বর্ণন ও ব্যাখ্যান করিয়াছেন যে, তাহাতে কোনরূপ পূর্ব্ব-

পক্ষেরই অবসর থাকিতে পারে না। আর ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তাও হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রায় কোন কথাই পরিত্যক্ত হয় নাই, প্রত্যুত সমস্ত কথাই অতি বিশদ-ভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ বা অনপেক্ষিত কথার অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষনিরাসের চেষ্টা করা হয় নাই। আর তাহাতে প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বপক্ষসমূহ একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ন্যায়ামৃত গ্রন্থের রচনা এ জাতীয় নহে।

তাহার পর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের রচনাভঙ্গি দেখিলে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, স্বীয় সিদ্ধান্তের রহস্য উদ্ঘাটনই পূর্ব্বপক্ষনিরাসের একমাত্র উপায় রূপে অবলম্বিত হইয়াছে।

ন্যায়ামৃতগ্রন্থে প্রদর্শিত আপত্তি লৌকিক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের বক্তব্য কিন্তু শাস্ত্রোজ্জ্বলিত প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য পূর্ব্বপক্ষ যেমন অনায়াসবোধ্য, সিদ্ধান্তপক্ষ সেরূপ নহে। যাঁহার বেদান্তশাস্ত্র বিশেষভাবে অনুশীলন করা আছে, তিনিই ইহার রহস্য যথার্থ উপভোগ করিতে পারিবেন।

ন্যায়ামৃতগ্রন্থে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের রহস্য না বুঝিয়াই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করা হইয়াছে। যেমন, শুক্তিতে রজতভ্রমের বাধ-জ্ঞানে ব্যাবহারিক রজততাদাত্ম্যাপন্ন প্রাতিভাসিক রজত নিষেধ্যরূপে বিষয় হইয়া থাকে। এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের অভিপ্রায়টী ন্যায়ামৃতকার না বুঝিয়াই ব্যাবহারিকরজতের নিষেধ করা হয়, মনে করিয়া অদ্বৈত-মতের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। তদ্রূপ সৎ ব্রহ্ম ও অসৎ বন্ধ্যা-পুত্র ভিন্ন যে শুক্তিরজতস্থানীয় মিথ্যারূপ একটী তৃতীয়কোটি আছে, তাহাও ন্যায়ামৃতকার অস্বীকার করিতে চাহেন। শুক্তিরজত সৎও নহে অসৎও নহে, ইহা স্বীকার না করিয়া তাহাকে অসৎ কোটির মধ্যেই পরিগণিত করিবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত। বস্তুতঃ সকল বিবাদের

মূলেই কোন না কোন পক্ষে ভুল ধারণাই থাকে। এস্থলেও ন্যায়ামৃত-কারের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। এই অদ্বৈতসিদ্ধির অনুবাদ প্রভৃতির মধ্যে এ কথা পাঠকবর্গ স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের পঠনপাঠন পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। পরমপূজ্যশ্রীচরণ মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয়ের চেষ্টায় এ গ্রন্থের এ দেশে পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। তাহারই বিশেষ চেষ্টায় এই গ্রন্থ সংস্কৃত পরীক্ষায় বেদান্তের উপাধির পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতবিদ্য বিদ্যার্থিগণই এখনও এই গ্রন্থের আলোচনাদি করিয়া থাকেন। ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহার নিকট এই গ্রন্থ দীর্ঘদিন অধ্যয়নের সুবিধা পাইয়াছিলাম। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার উপদেশ যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। এই গ্রন্থে যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহার আমার বুদ্ধিমান্দ্যবশতঃই ঘটিয়াছে। আর কোন-স্থলে যদি ইহার কোন ভাল কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা তাঁহারই কৃপার ফল, আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।

এই গ্রন্থ অতিশয় দুরবগাহ। ইহাতে আমার ভ্রমপ্রমাদ অবশ্য-ম্ভাবী। কারণ, সাধারণতঃ প্রাচীনগণ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ অধ্যাপন করিবার পর সাধারণে প্রকাশ করিতেন, এক্ষেত্রে তাহা করিতে পারা যায় নাই। রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রিত করিতে হইয়াছে। সুধীগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করেন, তবে বারান্তরে উহা মুদ্রিত হইলে সংশোধিত হইবে আশা করি।

এই গ্রন্থের প্রচার এদেশে এখনও বিরল বলিয়া ইহার অনুবাদাদি কার্য্যে কেহই উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। আমারও এই গ্রন্থের অনুবাদাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ছিল না, কিন্তু পরমশাস্ত্ররসিক আর্য্যবিদ্যাপ্রচারক, দর্শনশাস্ত্রনিষ্ণাত পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ রাজেন্দ্র

নাথ ঘোষ মহাশয় এই কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া আমাকে প্রবৃত্ত ও উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন। একমাত্র তাঁহারই উৎসাহ ও তাঁহার প্রাণপাত পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু বৃদ্ধবয়সে যেরূপ উৎসাহ ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা যুবকেরও অসাধ্য।

কিন্তু গ্রন্থসঙ্কলিত হইলেও ইহার প্রকাশ একরূপ অসম্ভাবিতই ছিল। কারণ, এই গ্রন্থপ্রকাশে কোন লৌকিক লাভের সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ, এই গ্রন্থের মুদ্রণাদিকার্য্য বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য। এইরূপ কার্য্যে কোন সাধারণ ব্যক্তিই অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্তু পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয় কেবল শাস্ত্ররক্ষা-মানসে অর্থব্যয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইতঃ পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমগ্র গ্রন্থ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া দুইভাগে তাঁহার অমূল্য উপদেশপূর্ণ প্রায় ৪২খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের চরম গ্রন্থ এই অদ্বৈতসিদ্ধি প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি এবং বঙ্গবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তশাস্ত্রের রক্ষাসাধনও করিলেন। আশীর্ব্বাদ করি—ইঁহারা দুইজনেই ও দীর্ঘজীবনলাভ করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকুন এবং ভগবচ্চরণে অচলাভক্তি সম্পন্ন হউন।

শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা
১২ই চৈত্র, ইং ২৬শে মার্চ্চ
সন ১৩৩৭, ইং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

অনুবাদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

সম্পাদকের নিবেদন।

পূর্ণকামের সকল কামনাই যেমন নিত্য পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, পূর্ণকামের ভক্তেরও তদ্রূপ কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। ভগবানের রাজ্যে মানব যাহা চায়, তাহাই পায়। বিলম্ব বা শীঘ্রতা কেবল চাহিবার দোষ গুণে হয়।

আমাদের বহুদিনের চেষ্টা, আজ ভগবদিচ্ছায় অংশতঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। অদ্বৈতসিদ্ধির "মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব" পর্য্যন্ত অংশের প্রথম ভাগ বঙ্গভাষায় বঙ্গসন্তানের পাঠোপযোগী হইয়া প্রকাশিত হইল। এই প্রকাশব্যাপারের ইতিহাস এই—

বেদান্তশাস্ত্রের চরমগ্রন্থ আলোচনার অভিলাষী হইয়া সন ১৩২২ সালে মদীয় সুহৃদ্‌বর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আমি, পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়দ্বারা খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ও চিৎসুখী গ্রন্থ এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি ও সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া "শাস্ত্রসারসংগ্রহ" নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু মহাযুদ্ধের আরম্ভ হওয়ায় এবং শাস্ত্রী মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয় কাশীধামে চলিয়া যাওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণের কিয়দংশ-মাত্র প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। বহু চেষ্টা করিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত পুনরারম্ভ করিতে পারি নাই; কারণ, কলিকাতায় এই গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনাকারী পণ্ডিতের সন্ধান পাই নাই।

এই সময় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়, হরিদ্বার গুরুকুল সংস্থানের অধ্যাপনাকার্য্য ত্যাগ করিয়া মহামহোপাধ্যায়

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের পদে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অভিষিক্ত হন। শাস্ত্রীয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত পরিচয় হইবার পর তাঁহার শাস্ত্রপারদর্শিতা দেখিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। একদিন কথায় কথায় তর্কতীর্থ মহাশয় আমাকে দুঃখ করিয়া বলেন—"বিদ্যার্থীর অভাবে আমার অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের আলোচনা হইতেছে না; সকল বেদান্ততীর্থপরীক্ষার্থীই অদ্বৈতসিদ্ধির বিকল্প অপেক্ষাকৃত সরল শ্রীভাষ্য পড়িয়াই বেদান্ততীর্থপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে চাহে; আপনারা কেন আমার সহিত অদ্বৈতসিদ্ধি আলোচনা করুন না?" আমার অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থপাঠের পিপাসা তখনও নিবৃত্ত হয় নাই। ইহাতে আমি ও আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমোদেশ্বর সেন মহাশয় উভয়ে তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই আলোচনাকালে আমি আমার অভ্যাসবশে মূলগ্রন্থের একটী আক্ষরিক অনুবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বোক্ত উদ্যমে অদ্বৈতসিদ্ধি-প্রকাশে অসমর্থ হওয়ায়, কিয়দ্দূর লিখিবার পর ইচ্ছা হইল—সমগ্র মূল গ্রন্থটী ঐরূপ অনুবাদসহ প্রকাশিত করিব। কিছুদূর এইভাবে অগ্রসর হইবার পর পণ্ডিত মহাশয় যে সব অতিরিক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদান্তসিদ্ধান্তের কথা বলিতেছিলেন, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাহা তাৎপর্য্যরূপে লিখিতে আরম্ভ করি। এই সময় আমার ইচ্ছা হইল—আমার অনুবাদ ও পণ্ডিতমহাশয়ের তাৎপর্য্যসহ অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি আবার প্রকাশ করিব। এমন সময় একদিন পণ্ডিতমহাশয় আমার উক্ত আক্ষরিক অনুবাদটী দেখেন। কিন্তু আমার অনুবাদটী তাৎপর্য্যগ্রহে কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া পরমোৎসাহী পণ্ডিতমহাশয় পরহিত-কামনায় নিজেই ইহার অনুবাদকার্য্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি ত তাহাই চাহিতেছিলাম, আমি তন্মুহূর্ত্তেই পণ্ডিতমহাশয়কে তজ্জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরে মূলমাত্রের

অর্থাবগতির জন্য একটী টীকার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। তখন আমার সংকল্প হইল—তাঁহার টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ বর্ত্তমান আকারে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রকাশ করিব। পণ্ডিতমহাশয় বলিতে লাগিলেন এবং আমি লিখিতে লাগিলাম। ভগবদিচ্ছায় আজ ছয়, সাত বৎসরের চেষ্টায় বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহাই প্রকাশিত হইল।

কিন্তু সকল কার্য্যেই দোষগুণ দুইটী দিক্ থাকে। তাৎপর্য্য অগ্রে লিখিয়া পরে অনুবাদ লেখায় ইহাতে একটী দোষ হইল এই যে, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যমধ্যে কিছু কিছু পুনরুক্তি হইয়া গেল। অবশ্য মুদ্রণকালে ইহা পরিহার করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বিষয়গুলি এতই দুরূহ যে, সেই পুনরুক্তি ইহার প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হইল। এজন্য আর তাহার পরিহার করিবার চেষ্টা করা গেল না। এইরূপে পরম শ্রদ্ধাস্পদ তর্কতীর্থ মহাশয় এই পরিশ্রম স্বীকর না করিলে আজ এতটুকুও অদ্বৈত-সিদ্ধি প্রকাশে সমর্থ হইতাম না। ইহাই হইল অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রকাশে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ইতিহাস।

যাহা হউক, অতঃপর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থপাঠে পাঠকের মনে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে একটী সার্দ্ধচারিশত পৃষ্ঠার ভূমিকা এই গ্রন্থে সংলগ্ন করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য (১) গ্রন্থপরিচয়, (২) গ্রন্থকারপরিচয়, (৩) গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় এবং (৪) গ্রন্থপাঠের ফলপরিচয় এবং সামর্থ্য উৎপাদন অভিপ্রায়ে (৫) ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়মুখে মীমাংসা ও বেদান্তসিদ্ধান্তের পরিচয় এবং (৬) সংক্ষেপে অপরাপর মতবাদের পরিচয় এই ছয়টী বিষয় অপরাপর নানা কথার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ের মধ্যে 'বেদান্তচিন্তাস্রোতের ইতিহাস' ব্যতীত মধুসূদনের সময় ও জীবনচরিত সম্বন্ধে আমি মহতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই নাই। কারণ, এ বিষয়ে কেহই কিছুই লিপিবদ্ধ

করিয়া যান নাই। ইহা প্রধানতঃ প্রবাদ হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছে। এজন্য খুবই সম্ভব ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ ও ন্যূনতা সকল দোষই আছে। তথাপি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায় বা সংশোধনযোগ্য একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে পারিবে।

ভূমিকামধ্যস্থ 'বেদান্তচিন্তাস্রোতের ইতিহাস' স্বর্গীয় প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রথমে সঙ্কলন করেন। "বরিশাল শঙ্করমঠ" হইতে পরমপ্রীতি-ভাজন শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের যত্নে (ইনি এক্ষণে সন্ন্যাসী) "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" নামে তিন ভাগে উহা প্রকাশিত হয়, এবং উহার প্রথম দুই ভাগ আমিই সম্পাদন করি। এস্থলে আমি তাহারই পুষ্টি-সাধন, পরিবর্ত্তন এবং যথামতি শোধন করিয়া ইহা সঙ্কলিত করিয়াছি। তাঁহার গ্রন্থে শতাব্দী অনুসারে (৯০) নব্বই জন আচার্য্যের পরিচয় ও মতবাদবর্ণন ছিল, কিন্তু ইহাতে আমি "অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে বাধা ও তাহার অতিক্রম"ক্রমে ১৮১ জন আচার্য্যের পরিচয় ও আবির্ভাবক্রম-মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি; তথাপি এখনও অনেকেই অবশিষ্ট রহিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান এখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। বিষয়টী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া একখানি পৃথক্ গ্রন্থও রচিত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত হইবে কি না—জানি না। যাহা হউক, এই ইতিহাসমধ্যে বেদান্তচিন্তাস্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান কোথায়, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

তাহার পর এই অদ্বৈতসিদ্ধির মত দুরূহ গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎ-পাদনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়মুখে যে বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রের পরিচয় দিয়াছি, তাহাতেও আমি গ্রন্থবাহুল্যভয়ে বহু বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াও মুদ্রিত করিতে পারি নাই। অপর দার্শনিকমতের পরিচয়, যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহাও বিস্তৃতভাবে

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাহাও বর্জ্জন করিয়াছি। অবশেষে অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠের জন্য কতিপয় অত্যাবশ্যক পাঠ্য গ্রন্থের তালিকামাত্র প্রদান করিয়াই উক্ত প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছি। ফলতঃ এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য এক্ষেত্রে যথাসম্ভব সাধ্যমত চেষ্টাই করিয়াছি, এখন উদ্দেশ্যসিদ্ধি ভগবানের হস্তে।

যাহা হউক, এই ভূমিকাপ্রণয়নকার্য্যে আমার পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় বহু পণ্ডিতবর্গ আমাকে এতই সাহায্য করিয়াছেন যে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা যায় না, অথবা নাম করিয়াও তাঁহাদের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা হয় না। যেহেতু ইঁহারাই আজ পণ্ডিতসমাজে গণ্য মান্য ও পূজনীয় ব্যক্তি। তথাপি মধুসূদনের জ্ঞাতি-বংশধর গণ্যমান্য বহু পণ্ডিতের নিকট আমি যেরূপ সাহায্য পাইয়াছি, তাহা চিরকাল স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে।

এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি নব্যন্যায়ের রীতিতে লিখিত বলিয়া একদিকে সাধারণের পক্ষে যেমনই দুরূহ, অন্যদিকে ইহা একবার বুঝিতে পারিলে—জীব, জগৎ, ব্রহ্ম, মুক্তি ও তাহার সাধন প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়গুলির সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না। এই গ্রন্থপাঠে এই বিষয়-গুলি এতই পরিষ্কার হইয়া যায় যে, মুমুক্ষু হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পরমার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহা আলোচনা করিলে জীবন সার্থকবোধ হইবে, জীবন্মুক্তি করায়ত্ত হইবে, জীবাভিন্ন অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানধারা অজ্ঞাতসারে এমনই প্রবাহিত হইবে যে, নিদিধ্যাসন সহজ হইবে, এই প্রস্তরসম কঠোর কঠিন এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বেচ্ছাকল্পিত মনোময় জগতের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য বোধ হইবে, ছায়ার মত স্বসত্তাহীন প্রতিভাত হইবে; অন্যদিকে যাবতীয় বিষয় হইতে আমিত্বেরও প্রকাশক সেই স্বয়ংপ্রকাশের অসীম জ্যোতিতে হৃদয় ভরিয়া যাইবে, পূর্ণ পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম-ভাব প্রকটিত হইবে—সকলই আমাতে কল্পিত বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইবে, শোকতাপ

অন্তর্হিত হইবে। অথবা নিঃসংশয়ে অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে এমন গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আজকাল সাধারণতঃ ইহাকে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠার জন্য পাঠ করা হয়, কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মুক্তির উপায়জ্ঞানে ইহা পাঠ করিলে ইহার উক্ত ফল অনিবার্য্য। ইহাতে বাধ্য হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ইহাতে সমাধি স্বতঃই উপস্থিত হয়। সিদ্ধমহাযোগী মহামতি মধুসূদন ইহাকে সিদ্ধাবস্থার অনুভবদ্বারা সিদ্ধির চরম সহায়রূপে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপাদেয়তা, ইহার উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না, অনুষ্ঠান ভিন্ন বুঝাও যায় না। ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ভূমিকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

অন্যদিকে, ভাগ্যক্রমে আমরা ইহার অনুবাদক পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়কে পাইয়াছি। তর্কতীর্থ মহাশয় যেরূপ প্রাণ দিয়া ইহাকে প্রাঞ্জল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বেদান্তসিদ্ধান্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারগুলির মর্ম্মোদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক যথাযোগ্যস্থানে যেরূপ নিপুণতাসহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য যে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠকবর্গ শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করুন, আমাদের কথার সত্যতার আভাস পাইবেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দমনে দীর্ঘজীবন লাভ করুন, তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা করি। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সূক্ষ্মদৃষ্টি, চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মনে হয়—তাঁহার দ্বারা বেদান্তবিদ্যায় বঙ্গদেশের মুখ নিরতিশয় সমুজ্জ্বল থাকিবে। বাঙ্গালী মধুসূদনের 'অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ যেমন বেদান্তবিদ্যাতেও বাঙ্গালীকে পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে, আশা হয়—পণ্ডিত মহাশয় এই জাতীয় গ্রন্থের টীকাদি রচনা করিয়া সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। বাঙ্গালীর রচিত বেদান্তসিদ্ধান্তে চরমগ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধির

"সিদ্ধিব্যাখ্যা" নামক টীকাটী, শুনা যায়, মধুসূদনের শিষ্য একমাত্র বাঙ্গালী "বলভদ্রই" রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও মূলগ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে অনুকূল নহে। কারণ, তাঁহার লক্ষ্য ছিল—অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন-প্রয়াসী ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীকার মহামতি ব্যাসরামের আক্রমণের উত্তর দান করা। কিন্তু আমাদের তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই "বালবোধিনী" টীকাতে মূলের অর্থটী ভাল করিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। অথচ অতিদূরবগাহ লঘুচন্দ্রিকা, সিদ্ধিব্যাখ্যা এবং বিট্‌ঠলেশীয় টীকার অতি প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাগুলিও গৃহীত হইয়াছে। সিদ্ধি-ব্যাখ্যা যদি বাঙ্গালী বলভদ্রের রচিত না হয়, বা বলভদ্র যদি বাঙ্গালী না হন, তবে অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইবার পর এই প্রথম বাঙ্গালী অদ্বৈত-সিদ্ধির টীকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এখন ভগবান্ মধুসূদনের কৃপায় টীকাটী সম্পূর্ণ হউক—ইহাই প্রার্থনা।

মনে করিয়াছিলাম—এই গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহা আর পারিলাম না। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের অবকাশ অল্প, আর মধুসূদনের কৃপায় আমারও ক্ষুদ্র ভাণ্ড পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তির অভাব অনুভূত হইতেছে।

যাহা হউক, এই ভাগে ভূমিকা ও প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয় ভাগে অবশিষ্ট চারিটী মিথ্যাত্বলক্ষণ এবং "মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব" নামক পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত থাকিবে। উহারও অর্দ্ধেকের উপর ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধির চমৎকারিতা ভালরূপে বুঝিতে হইলে, ইহা যে গ্রন্থের খণ্ডন, সেই ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানিরও ভাল করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। এজন্য পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয় সেই ন্যায়ামৃত গ্রন্থেরও একটী বিশদ অনুবাদও করিয়াছেন, আমরা এই সঙ্গে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাকারে তাহারও আবশ্যকীয় অংশ সংযোজিত করিলাম।

এই গ্রন্থপ্রকাশে মদীয় মধ্যম ভ্রাতা পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল ঘোষ ইহার মুদ্রণব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে মুক্তহস্ত না হইলে এ কার্য্য সম্পন্ন হইত না। আমার বহুদিনের আশা আজ তাঁহার দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। দেবদ্বিজ-গুরুগণের আশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হউক। এক্ষণে সেই আনন্দময় সকলকে আনন্দে রাখুন—ইহাই প্রার্থনা। ইতি

শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা
১২ই চৈত্র, ইং ২৬শে মার্চ্চ
সন ১৩৩৭, ইং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অদ্বৈতসিদ্ধিভূমিকা।

অদ্বৈতসিদ্ধিভূমিকার
সামান্য সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

৭৩ পৃষ্ঠা	২০ পং	=১৯৩৩=১৮৬০।
১১৮ "	২৪ "	=ছত্রেশ্বর=ক্ষেত্রেশ্বর।
১১৯ "	১৬ "	=লক্ষিত হয়=লক্ষিত হয় না।

অদ্বৈতসিদ্ধিভূমিকার সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধি

ভূমিকা।

ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা।

তত্ত্ববহুল অপ্রচলিত বা দুর্ব্বোধ গ্রন্থের ভূমিকা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য এরূপ গ্রন্থের ভূমিকা লেখা একটা রীতিই হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই ভূমিকা লিখিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত—ভূমিকা শব্দের অর্থ কি, এবং তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি?

ভূমিকাশব্দের অর্থ।

ভূমিকা শব্দের অর্থ—'ক্ষুদ্র ভূমি' বা 'ভূমি' অর্থাৎ ক্ষেত্র। কোন সুপ্রশস্ত অভীষ্ট উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন অল্প-উচ্চ ক্ষুদ্র ভূমিরূপ সোপান বা পাদপীঠ আবশ্যক হয়, তদ্রূপ কোন প্রমেয়-বহুল দুরূহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে, আসমাপ্তি-গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি এবং গ্রন্থোক্ত বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য ভূমিকাপাঠ আবশ্যক হইয়া থাকে। ভূমিকা ও সোপান এই দৃষ্টিতে একার্থক।

অথবা যেমন কোন বিস্তৃত ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে কোন ক্ষুদ্র ভূমিতে বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরিত হইবার পর সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বপন করিলে অভীষ্ট পরিমাণ শস্যলাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ নানা দুরূহ তত্ত্বপূর্ণ কোন বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া আসমাপ্তি সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও সেই গ্রন্থোক্ত বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করিতে হয়। এই দৃষ্টিতে ভূমিকা বলিতে ক্ষুদ্র ভূমি মাত্র বুঝায়।

ভূমিকা শব্দের অন্য অর্থ—ভূমি বা ক্ষেত্র; অর্থাৎ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফলপ্রসূ পাদপে পরিণত হইবার যোগ্যস্থান। শস্যাদি উৎপাদন করিতে হইলে যেমন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়, আবর্জ্জনা বা জঙ্গল পরিষ্কার, ভূমিকর্ষণ ও বারিসেচনাদি করিয়া শস্য উৎপাদনের সামর্থ্য-সম্পন্ন করিতে হয়, তদ্রূপ বিচারবহুল দুর্ব্বোধ গ্রন্থে আসমাপ্তি অধ্যয়নে প্রবৃত্তি ও বুঝিবার সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য ভূমিকাপাঠ আবশ্যক হয়।

সুতরাং গ্রন্থবিশেষের ভূমিকা বলিতে সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি এবং সেই গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহ বুঝিবার সামর্থ্য যাহা দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাকেই বুঝায়। আর তজ্জন্য ভূমিকামধ্যে এই সকল বিষয়ের আলোচনাই আবশ্যক, অন্য বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। এতদনুসারে এই ভূমিকামধ্যে আমরা এই কয়টী বিষয়ই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ভূমিকামধ্যে আলোচ্য বিষয়।

এখন গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও বুঝিবার সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য কি কি বিষয় আলোচ্য—ইহা যদি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায়—

(ক) গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য—

১। গ্রন্থ পরিচয়,

২। গ্রন্থকার পরিচয়,

৩। গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যবিষয়ের পরিচয়, এবং

৪। গ্রন্থপাঠের ফল

—এই চারিটী বিষয় জানা আবশ্যক হয়। কারণ, ইহাতে প্রবৃত্তির হেতু যে "বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনতাজ্ঞান" তাহাই জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ কি উদ্দেশ্যে ও কিরূপ অবস্থায় গ্রন্থখানি লিখিত—ইহা যদি জানা যায়, আর সেই উদ্দেশ্য যদি সাধু ও মহৎ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই অবস্থাটী যদি বহুজনসম্পর্কিত প্রয়োজনীয়-ঘটনাবহুল হয়,

তাহার পর গ্রন্থকার যদি সাধুচরিত্র পরহিতাকাংক্ষী মহদ্ব্যক্তি হন এবং গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস যদি পাওয়া যায় এবং তাহাতে যদি সুফললাভের আশা হয়, তাহা হইলে শ্রেয়স্কামী মহত্ত্বাভিলাষী কাহার না সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি জন্মে? অতএব গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য—(১) গ্রন্থ, (২) গ্রন্থকার, (৩) গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়, (৪) ও গ্রন্থ-পাঠের ফল—এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। তাহার পর—

(খ) গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য—

১। অনুকূল শাস্ত্রের জ্ঞান এবং

২। প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞান

আবশ্যক হয়। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে সামর্থ্যের জন্য—

৩। যে শাস্ত্রে বুদ্ধি মার্জিত হয় সেই শাস্ত্রের জ্ঞানও

আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে বুদ্ধি মার্জিত করিবার জন্য ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রের জ্ঞান এবং অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য সামান্যতঃ যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের জ্ঞান এবং বিশেষতঃ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং দ্বৈতমতবাদের জ্ঞান আবশ্যক। তথাপি প্রতিকূল মতবাদের জন্য, রামানুজ ও মাধ্ব প্রভৃতি বিরোধী মতের এবং অনুকূল মতবাদের জন্য অদ্বৈতমতের অবান্তরভেদের জ্ঞান আরও বিশেষভাবে আবশ্যক। কারণ, ইহা ব্যতীত এই গ্রন্থের তাৎপর্য্যগ্রহ ভালরূপ হইতে পারে না। অতএব এই ভূমিকামধ্যে একে একে এই কয়টী বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপরিচয়।

অদ্বৈতসিদ্ধি নামের হেতু।

এই গ্রন্থের নাম অদ্বৈতসিদ্ধি। কারণ, এই অসংখ্য বস্তুপূর্ণ বিবিধ বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ হইলেও—অথবা আপাততঃ সর্ব্ববিধ প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যে, এক অদ্বৈতবস্তুই বিদ্যমান রহিয়াছে—

যুক্তি ও শ্রুতিবলে ইহা সিদ্ধ করাই—অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা এবং পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করাই—এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু একাধিক বস্তু থাকিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে না, দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বে অদ্বৈতবোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, দ্বৈত ও অদ্বৈত—পরস্পরবিরোধী। দ্বৈত থাকিলে অদ্বৈত থাকে না, অদ্বৈত থাকিলে দ্বৈত থাকে না। অবশ্য ব্যক্তি-জাতি, অংশ-অংশী প্রভৃতির ন্যায় দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর অবিরোধী বলিলে দ্বৈতসত্ত্বে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে সে অদ্বৈত, দ্বৈতের মত দৃশ্য হয় না। অর্থাৎ যে সম্বন্ধে দ্বৈতের ভান হয় ঠিক্ সেই সম্বন্ধে অদ্বৈতের ভান হয় না। প্রত্যুত সেই অদ্বৈত দ্বৈতেরই আশ্রিত হয়। এজন্য সে অদ্বৈত দ্বৈতের মত দৃশ্যই হয়। যেমন, ঘট-পটাদি দ্বৈত বস্তু সংযোগ সম্বন্ধে দৃশ্য হয়, কিন্তু তাহাতে যে অদ্বৈত 'সত্তা'জাতি আছে, তাহা সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে দৃশ্য হয়। ভিন্নসম্বন্ধে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী বলিয়া ভিন্নসম্বন্ধেই দৃশ্য হয়, একই সম্বন্ধে উভয়ই দৃশ্য হয় না। এই কারণে দ্বৈতের অবিরোধী অদ্বৈত অদ্বৈতই নহে। এতাদৃশ অদ্বৈত সিদ্ধ করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। দ্বৈতবিরোধী অদ্বৈত সিদ্ধ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রকৃত অদ্বৈত সর্ব্বতোভাবে একই হয় বলিয়া অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্বিতীয় রহিত হয় বলিয়া, এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকে—এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ দ্বৈতরাজ্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে। দ্বৈতকে মিথ্যা না বলিলে দ্বৈতবিরোধী অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। এইরূপে সর্ব্ববিধ প্রমাণদ্বারা এই দ্বৈত প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া এক অদ্বৈত বস্তুকে সিদ্ধ করায় এই গ্রন্থের নাম 'অদ্বৈতসিদ্ধি' হইয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার হেতু।

কিন্তু কোন কিছু প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে দেখিলে, পূর্ব্বে তাহা অসিদ্ধ ছিল, অথবা তাহার সিদ্ধিতে সন্দেহ ছিল—এইরূপই অনুমান

হয়। যেহেতু যাহার অসিদ্ধি থাকে, অথবা যাহার সিদ্ধিতে সংশয় থাকে, তাহারই সিদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। যাহার অসিদ্ধি থাকে না, অথবা যাহার সিদ্ধিতে সংশয় থাকে না, তাহা সিদ্ধ করা প্রয়োজন হয় না—ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং অদ্বৈত সিদ্ধ করিবার জন্য—অদ্বৈতনিশ্চয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য—অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইতেছে দেখিয়া এই গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে অদ্বৈত অসিদ্ধ ছিল, অথবা অদ্বৈতের সিদ্ধিতে সংশয় ছিল—ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার উপলক্ষ।

বস্তুতঃ এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থরচনার উপলক্ষই হইতেছে—অতি ভীষণ কূটতার্কিক দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরায় অদ্বৈততত্ত্ব অসিদ্ধ বলিয়া অদ্বৈতমতখণ্ডনের বহুশতাব্দী ধরিয়া চরম চেষ্টার প্রত্যুত্তর-দান। মাধ্বসম্প্রদায় যে ভাবে অদ্বৈত অসিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহাতে এ সময় সত্যান্বেষী সুধীবর্গের মনে, এমন কি বহু অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতধুরন্ধরের মনে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে বিষম সংশয় জন্মিয়া গিয়াছিল, আর তজ্জন্য সেই সব অদ্বৈতবিশ্বাসী বিদ্বৎকুলের মনে অদ্বৈতনিশ্চয়ের দৃঢ়তাসাধনের প্রয়োজনবোধ হয়। এই অদ্বৈত-বিষয়ক সংশয়ের জন্য এবং সেই সংশয়নিরাসপূর্ব্বক স্বমতের দৃঢ়তাসাধন-রূপ প্রয়োজনের জন্য এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের রচনা করা হয়। অদ্বৈত-সিদ্ধি, মাধ্বমতাবলম্বী পণ্ডিতধুরন্ধর মহামতি ব্যাসাচার্য্যের কৃত ন্যায়ামৃত গ্রন্থোক্ত অদ্বৈতবাদখণ্ডনের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষত্ব।

এখন মনে হইতে পারে, অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিয়া অদ্বৈত সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন—কি এই গ্রন্থরচনাকালেই হইয়াছিল? তৎপূর্ব্বে কি হয় নাই? আর তজ্জন্য কি এই জাতীয় গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই? বস্তুতঃ শাঙ্করভাষ্য, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ও চিৎসুখী প্রভৃতি এ

জাতীয় গ্রন্থ ত পূর্ব্বেও রচিত হইয়া গিয়াছে? অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষ হেতু কি?

কিন্তু এই কথাটী বুঝিতে হইলে আমাদের, অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তা-স্রোতের উৎপত্তি, সেই চিন্তাস্রোতে বিভিন্ন সময়ে যে সব বাধা উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সেই সব বাধার প্রতিকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ হইয়া গিয়াছে, তাহার জ্ঞান আবশ্যক। এক কথায় অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের একটী ইতিহাস আলোচনা আবশ্যক। এই বিষয়টী আলোচিত হইলে অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের কোন্ অবস্থায় অদ্বৈতসিদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্বে এই জাতীয় অপর গ্রন্থের উদ্ভব কোন্ অবস্থায় হইয়াছে, সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিরচনায় বিশেষত্ব কি—তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে অদ্বৈতচিন্তা-স্রোতের ইতিহাসের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

বেদান্তচিন্তায় অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান।

কিন্তু এই ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে যদি এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে এক্ষণে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, অদ্বৈত-মতখণ্ডনে মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্য্যের কৃত ন্যায়ামৃতের ন্যায় সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন গ্রন্থ—অদ্বৈতমতখণ্ডনে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ—ইহার পূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই। আর অদ্বৈতসিদ্ধির মত অদ্বৈতমতস্থাপনের—অদ্বৈতমতখণ্ডনমণ্ডনের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন গ্রন্থ—এরূপ ন্যায়ের সূক্ষ্মতা ও বিচারপরিপাটীপূর্ণ গ্রন্থ—ইহার পূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই। ন্যায়ামৃতের পূর্ব্বে—অদ্বৈতমতখণ্ডনের উদ্দেশ্যে যত গ্রন্থ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সমুদায় কথা, এবং ভবিষ্যতে যত কথা উঠিতে পারে, প্রায় সে সমুদয় কথাই ন্যায়ামৃতে যেমন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অদ্বৈতসিদ্ধিতেও তদ্রূপ অদ্বৈতমতস্থাপনের জন্য, অদ্বৈতমত-খণ্ডনের খণ্ডনের জন্য তৎপূর্ব্বে যত কথা হইয়া গিয়াছে, সে সমুদায় কথাই

এবং ভবিষ্যতে যত কথা উঠিতে পারে, প্রায় সে সমুদায় কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক অক্ষরের প্রতিবাদ বলিলেই হয়। এই দুই জাতীয় দুই গ্রন্থের পর যে সব খণ্ডনমণ্ডন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা ইহাদেরই টীকা বা ব্যাখ্যার আকারেই হইয়াছে এবং হইতেছে। অদ্বৈতমতের প্রতিকূলে যত কথা, তাহা যেমন ন্যায়ামৃতে আছে, অদ্বৈতমতের অনুকূলে তদ্রূপ যত কথা, তাহা অদ্বৈত-সিদ্ধিতে আছে। অদ্বৈতসিদ্ধিরচনাহেতুর সংক্ষেপে ইহাই বিশেষত্ব। এক্ষণে দেখা যাউক—অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান কোথায়। এই স্থান নির্ণয় করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির এই বিশেষত্ব চিন্তা করিলে ইহা আরও ভালরূপ বুঝিতে পারা যাইবে।

অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের ইতিহাস।

ঋষিযুগে বৈদিক অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

অদ্বৈতচিন্তার মূল প্রস্রবণ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদ। এই বেদরূপ প্রস্রবণ হইতে অদ্বৈতচিন্তার ধারা প্রথম প্রবাহিত হয়। কালক্রমে বেদপ্রচারের অল্পাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রচারেরও অল্পাধিক্য হয়। পরিশেষে দ্বাপরের শেষে যখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগাদি করিয়া বেদের প্রচারবাহুল্য সাধন করেন, তখন ব্রহ্মসূত্র ইতিহাস পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতিদ্বারা অদ্বৈতচিন্তার প্রচারাধিক্য সংসাধিত হয়। ব্যাসদেবের এই ব্রহ্মসূত্র হইতে মনে হয়, ব্যাসদেবের পূর্ব্বে কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমী, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, জৈমিনি, আশ্মরথ্য, বাদরি ও বাদরায়ণ * প্রভৃতি

---

* ইহাদের মধ্যে কাশকৃৎস্ন অদ্বৈতবাদী। শুনা যায় ইনি পূর্ব্বমীমাংসার সংকর্ষণ-কাণ্ডের, মতান্তরে দেবতাকাণ্ডের রচয়িতা। বেদান্তসূত্র ১।৪।২২তে ইঁহার নাম উক্ত হইয়াছে।

কার্ষ্ণাজিনি—উভয় মীমাংসায় ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ৩।১।৯ দ্রষ্টব্য। ইনি বৈদান্তিক। জৈমিনি ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন, মীঃ ৪।৩।১৭সূত্রে উদ্ধৃত ও ৩৮সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। তদ্রূপ ৬।৭।৩৫ উদ্ধৃত ও ১৮সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে।

মুনিগণের ব্রহ্মসূত্র জাতীয় কোনরূপ বেদান্তদর্শনগ্রন্থ ছিল। মহাভারতের সনৎসুজাতীয় পর্ব্বাধ্যায় হইতে জানা যায়, ভূমণ্ডলে মানবাবির্ভাবের প্রারম্ভে অর্থাৎ সত্যযুগে সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যেও এই অদ্বৈতচিন্তাধারা প্রবাহিত ছিল এবং ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের মধ্যেও এই অদ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল। দ্বাপরে অদ্বৈতবাদের অবস্থা ব্যাসদেবের ভারতাদি এবং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। ব্যাসের পর তৎপুত্র শুকদেব এবং শিষ্য বোধায়নাদি ঋষিগণের মধ্য দিয়া এ সময় অদ্বৈতমত প্রচলিত থাকে। বস্তুতঃ, বেদের পর ঋষিযুগে অদ্বৈত-বাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদের এখন ব্যাসকৃত ইতিহাস ও পুরাণাদিরই শরণগ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই।

আত্রেয়—বেদান্তদর্শন ৩।৪।৪৪ সূত্রে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রকার ঔডুলোমীর মতদ্বারা ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে কার্ষ্ণাজিনির মত খণ্ডনার্থ আত্রেয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্রূপ বাদরির মত খণ্ডনার্থ এই মত গৃহীত হইয়াছে। এজন্য ইনি বোধ হয় পূর্ব্বমীমাংসক ছিলেন।

ঔডুলোমী—বেদান্তদর্শন ১।৪।২১ সূত্রে ইঁহার নাম আছে। এ মতে সংসারদশায় ভেদ ও মুক্তিতে অভেদ হয়। ইহা পাঞ্চরাত্র নিম্বার্ক বা শৈবমতের অনুরূপ ভেদাভেদ-বাদ। পূর্ব্বমীমাংসায় ইঁহার নাম নাই। আত্রেয়মতখণ্ডনার্থ ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৪৫ সূত্রে এই মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

আশ্মরথ্য—বেদান্তদর্শন ১।২।২৯, ১।৪।২০সূত্রে ইঁহার নাম আছে। ভামতীর মতে ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। জৈমিনির মীমাংসাদর্শনে ৬।৬।১৬ সূত্রে ইঁহার মত খণ্ডন করিয়া-ছেন। ইনিও বৈদান্তিক আচার্য্য।

জৈমিনি—ইনি পূর্ব্বমীমাংসক। পূর্ব্বমীমাংসায় ইনি বাদরায়ণের সহিত কোথায় একমত, কোথায় ভিন্নমত হইয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন ১।২।২৮, ১।২।৩১ ইত্যাদি সূত্রে ইঁহার নাম আছে।

বাদরি—ইনি বৈদান্তিক আচার্য্য। বেদান্তদর্শন ১।২।৩০ ও ৩।১।১১, সূত্রে ইঁহার নাম উক্ত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনে ৩।১।২ সূত্রে ইঁহার মতের উল্লেখ আছে। জৈমিনি ৬।১।২৮ সূত্রে ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার মতে সকলেরই বৈদিক কার্য্যে অধিকার আছে। জৈমিনি তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি জৈমিনি অপেক্ষা প্রাচীন। ইনি সগুণব্রহ্মবাদী।

বাদরায়ণ—অদ্বৈতবাদী। ইঁহারই অপর নাম ব্যাসদেব। বাদরি অপর ব্যক্তি ও প্রাচীন। ইনি জৈমিনির সমসাময়িক। ব্রহ্মসূত্রে ১।৩।২৬, ৩৩, প্রভৃতিস্থলে ইঁহার নাম আছে।

কুরুক্ষেত্রের পর অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

ইহার পর কুরুক্ষেত্রসমরে ক্ষত্রিয়নাশের ফলে যখন আবার সদাচার ও শাস্ত্রসেবার অভাব হয়—গীতায় অর্জ্জুনের আশঙ্কাবীজ ফলভরাবনত মহাপাদপে পরিণত হয়—তখন অদ্বৈতচিন্তাস্রোত ক্রমে মন্থরগতি প্রাপ্ত হয় এবং ব্যাসের মতের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে আরম্ভ হয়। এই ভাবে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের অবস্থা দিন দিন মন্দই হইতে থাকে। এই সময় কোন্ গ্রন্থসমূহ রচিত হয়, তাহা ঠিক্ বলিতে পারা যায় না, এজন্য এ সময়ে অদ্বৈতবাদের নিদর্শন ঠিক্ পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই মনে হয়—এই সময় অদ্বৈতচিন্তাস্রোত মন্থরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগে অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রায় তুই সহস্রবৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ-শতাব্দীতে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বেদোক্তপথেই সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অদ্বৈতমতই অবলম্বন করেন, এজন্য কোষগ্রন্থে তাঁহার নাম "অদ্বয়বাদী" বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায়। * এইরূপে এই সময় অদ্বৈতচিন্তাস্রোত বৌদ্ধগণের মধ্যদিয়া প্রবলবেগে বহিতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধদেব তৎকালে কর্ম্ম-পরায়ণ বেদসেবিগণের তুর্ব্বুদ্ধি ও তুর্দ্দশা দেখিয়া বেদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তাহাতে বৌদ্ধমত বেদমূলকমত হইলেও মূলচ্ছেদী মতে পরিণত হইল। এই মূলচ্ছেদী বৌদ্ধমতের সংস্পর্শে বৈদিক অদ্বৈতমত বিকৃতাকার ধারণ করে। যে শূন্যকে † বেদে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই শূন্যকে বৌদ্ধমতে 'অসৎ' বলা হইল। ভ্রমকল্পিত জগতের অধিষ্ঠানকে বেদে সৎস্বরূপ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধমতে

---

* "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতঃ বুদ্ধঃ ...... অদ্বয়বাদী বিনায়কঃ"—অমরকোষ।

† আনন্দঘনং শূন্যম্, ব্রহ্ম আত্মপ্রকাশং শূন্যম্—নৃসিংহ তাঃ উঃ ৬।২, ৪।

তাহাকে অসৎ বলা হইল। বৈদিক অদ্বৈতমতে রজ্জুতে সর্প মিথ্যা, রজ্জু কিন্তু সত্য, সর্প প্রতীত হইলেও নাই; কিন্তু বৌদ্ধমতে বলা হইল—সর্পও নাই রজ্জুও নাই। বৈদিকমতে জ্ঞানস্বরূপই মূলতত্ত্ব, বৌদ্ধমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানধারাই মূলতত্ত্ব। এইরূপে বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধমত-সংস্পর্শে বিকৃতাকার ধারণ করিল। বুদ্ধদেবের কিছু পরে নন্দ রাজার সময়, বর্ষপণ্ডিতের ভ্রাতা এবং পাণিনি মুনির গুরু 'উপবর্ষ' ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের উপর যে বৃত্তি রচনা করেন, তাহাতে বৌদ্ধ-অদ্বৈতবাদ কিছু-মাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। চন্দ্রগুপ্তের সময় বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া বৌদ্ধ-অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতবাদ এ সময় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকিল। এইরূপে বুদ্ধদেবের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য রাজের (৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত অদ্বৈতমত বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

বিক্রমাদিত্যের পর পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত, দেখা যায়—পাতঞ্জল ভাষ্যকার ব্যাসদেব, সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ, বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ, মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী, বেদান্তের ব্যাখ্যাকার দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি বৈদিক দর্শনাচার্য্যগণ শিষ্যানুক্রমে বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ নিজ মতানুসারে বৈদিক ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সময় বৈদিক অদ্বৈতবাদের পক্ষ হইতে কেহই তাদৃশ দৃঢ়তাসহকারে মস্তক উত্তোলন করেন নাই, অথবা করিলেও তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। পক্ষান্তরে অশ্বঘোষ নাগার্জ্জুন দিঙ্নাগ অসঙ্গ বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতমতের প্রভাবে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না; বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতবাদেরই জয়জয়কার হইতেছিল। এজন্য

বুদ্ধদেবের পর প্রথম পাঁচশত বৎসর এবং তৎপরে আবার পাঁচশত বৎসর অর্থাৎ মোট এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ এক প্রকার বৌদ্ধগণের সম্পত্তিবিশেষ হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় অমরকোষে বুদ্ধের একটী নাম অদ্বয়বাদী বলা হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

বুদ্ধদেবের প্রায় একসহস্র বৎসর পরে, অথবা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ শত বৎসর পরে, অর্থাৎ যে সময় উত্তর ভারতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য রাষ্ট্রকূট ও পল্লভ বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতে-ছিলেন, অন্য কথায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে, মীমাংসকাচার্য্য মহামতি 'প্রভাকর' ও 'কুমারিল' প্রভৃতি আচার্য্যগণ বিচারে 'ধর্ম্মপাল,' 'ধর্ম্মকীর্ত্তি' প্রভৃতি বৌদ্ধতার্কিকগণকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নিতান্ত নির্জ্জীব করিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অদ্বৈতমতের সমর্থন করেন নাই। সুতরাং অদ্বৈতাবাদ তখনও যেন বৌদ্ধগণের আশ্রিত ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ই 'ভর্ত্তৃহরি' ঔপানিষদসম্প্রদায়দ্বারা এবং 'সুন্দরপাণ্ড্য' ও 'গৌড়পাদ' বেদান্তসম্প্রদায়দ্বারা অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতবাদ আবার বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীর শরণ গ্রহণ করিলেন। *

(১) **ভর্ত্তৃহরি** প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতমতেরই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অচিরে ভর্ত্তৃহরির ঔপনিষদ্সম্প্রদায় অস্তমিত হইয়া গেল। বৌদ্ধগণের গ্রন্থে 'ভর্ত্তৃহরির' যেরূপ বৌদ্ধপক্ষপাতের কথা শুনা যায়,

---

* ঔপনিষদ্সম্প্রদায়ের মধ্যে ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ বোধ হয়, একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অনেকে মনে করেন এ দুইজন অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এরূপ মনে না করিবারও কারণ যথেষ্ট আছে। তবে এ বিষয়ে এখনও স্থির হয় নাই। শঙ্করবিজয়গ্রন্থে একজন ভদ্রহরি ঔপনিষদ্সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন দেখা যায়। সুন্দরপাণ্ড্য একজন অদ্বৈতমতের আচার্য্য, ইঁহার বাক্য শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে চতুর্থ সূত্রে প্রামাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া-ছেন। কিন্তু ইঁহার গ্রন্থ পাওয়া যায় না বলিয়া ইঁহাকে এস্থলে গ্রহণ করা হইল না।

তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার এই বৌদ্ধমতানুরাগই তাঁহার মতবিলোপের একটী কারণ। যে কারণে বৌদ্ধমত ভারত হইতে বিলুপ্ত হয়, সেই কারণেই বোধ হয়, তাঁহার ঔপনিষদ্সম্প্রদায়ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এদিকে গৌড়পাদের বেদান্তমতপ্রচারের প্রচেষ্টাও যে একটী কারণ নহে, তাহা বলা যায় না। আজ ঔপনিষদ্সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থই নাই। ভর্তৃহরির এক 'ব্যাক্যপদীয়' গ্রন্থ ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না। আর তাহাও ব্যাকরণসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ঔপনিষদ্সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে।

(২) **গৌড়পাদ** দেবীভাগবত পুরাণের মতে 'ছায়া শুকের' সন্তান। ইনি মাণ্ডুক্যকারিকা, সাংখ্যকারিকাভাষ্য, উত্তরগীতাভাষ্য, শ্রীবিদ্যাতন্ত্র-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। বেদান্তমতে এই সব গ্রন্থ আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। অন্য কোন সম্প্রদায়েরই এত প্রাচীন গ্রন্থ আজ আর পাওয়া যায় না। এজন্য বেদান্তের ইতিহাসে ইহাকেই এক্ষণে মূলপুরুষরূপে গ্রহণ করা হইল।

(৩) **গোবিন্দপাদ** গৌড়পাদের শিষ্য। এই গোবিন্দপাদের শিষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত মাণ্ডুক্যকারিকার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবেদান্তমতের আজ প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত হইতেছেন। অদ্বৈতবেদান্তমত বলিতে আজ শঙ্করা-চার্য্যেরই মত বুঝায়। বৌদ্ধমতসংস্পর্শে বিকৃত অদ্বৈতমতের সংস্কারে ভর্তৃহরি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু গৌড়পাদই কৃতকার্য্য হন। গৌড়পাদের মতই তাঁহার প্রশিষ্য শঙ্করাচার্য্য প্রচার করিলেন। সুতরাং বৌদ্ধমতসংস্পর্শে বৈদিক অদ্বৈতমত যেটুকু বিকৃত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত হইল, আর তাহার ফলে বৌদ্ধমতও সুতরাং অস্তমিত হইল। বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধকবল হইতে মুক্তিলাভ করিল।

শঙ্করাচার্য্যের সময় অদ্বৈতবেদান্তের অবস্থা বা ইহার দুই ধারা।

(৪) **শঙ্করাচার্য্য** বৈদিক অদ্বৈতমতপ্রচারের জন্য এক দিকে দিগ্বিজয় এবং অন্য দিকে বহু বেদান্তগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি ভাষ্য বা টীকা গ্রন্থ এবং কতকগুলি স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ। তিনি "ঈশ কেন" প্রভৃতি দ্বাদশ-খানি প্রধান প্রধান উপনিষেদের ভাষ্য, ভগবদ্গীতাভাষ্য বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, ললিতাত্রিশতীভাষ্য, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রভাষ্য, সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য, সনৎসুজাতীয়ভাষ্য, হস্তামলকভাষ্য এবং ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি ২১৷২২খানি বৈদিক ধর্ম্মের সারভূত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া, এবং উপদেশসাহস্রী, প্রপঞ্চসারতন্ত্র, বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, আত্ম-জ্ঞানোপদেশবিধি, আত্মানাত্মবিবেক, অজ্ঞানবোধিনী প্রভৃতি প্রায় ৬০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং নানা দেবদেবীর স্তবস্তুতিরূপে প্রায় শতাধিক অন্য-রূপ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই দ্বিবিধ গ্রন্থদ্বারা শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। গৌড়পাদ যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন শঙ্করাচার্য্য এই দ্বিবিধ গ্রন্থদ্বারা তাহারই পুষ্টিসাধন করিলেন। তিনি যুক্তিদ্বারা, শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা এবং সমাধিসিদ্ধ স্বীয় অনুভবের দ্বারা এই গৌড়পাদের মতেরই বিস্তার সাধন করিলেন। এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোত—"ভাষ্য" এবং "স্বতন্ত্র গ্রন্থ"রূপ দুই ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌড়পাদের সময় বেদান্তচিন্তাস্রোত কেবল ভাষ্যধারায় ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, এক্ষণে শঙ্করাচার্য্যের সময় ইহা উক্ত দুই ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। আর এই প্রবাহ এতই প্রবল হইল যে, যে অদ্বৈতমতের যাবৎ বিরোধী মত, বন্যাপ্রবাহে তৃণগুল্মের ন্যায় ভাসিয়া গেল। বেদান্তের অপরাপর মতের গ্রন্থাদি যে দুই একখানি ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল। অদ্বৈত-বেদান্তমতের বহুলপ্রচার এই সময় হইতেই আরম্ভ হইল। শঙ্করেরই

নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার প্রধান চারিজন শিষ্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা ও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনদ্বারা বেদান্তপ্রধান বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহার সময় ৬৮৬—৭২০ খৃষ্টাব্দ।

অদ্বৈতবেদান্তধারায় বাধা ও প্রতীকারক্রমে বেদান্তের ইতিহাস।

অবশ্য আজকাল অন্যমতে বেদান্তের বহু ভাষ্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব ভাষ্যই শঙ্করের পরবর্ত্তী। অধিক কি, তাহারা শঙ্করাচার্য্যের উদ্ধৃত পূর্ব্বপক্ষমতেরই বিস্তারবিশেষ। শঙ্করের পূর্ব্বের একখানিও বেদান্ত-ভাষ্য আজ আর পাওয়া যায় না। এই সব ভাষ্যের মূল মত শঙ্করের পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ শঙ্করের পূর্ব্বেই বৌদ্ধাদির সংঘর্ষে বিনষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশ শঙ্করাভ্যুদয়ে বিলুপ্ত হয়। * এজন্য ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের পর, লভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ অনুসারে, যদি বেদান্তচিন্তাস্রোতের মূল নির্ণয় করিতে হয়—যদি জীবিত সম্প্রদায় অনুসারে বেদান্তচিন্তার প্রস্রবণ নির্ণয় করিতে হয়—তাহা হইলে গৌড়পাদ ও শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তধারাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাধারাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধারা। ইহা হইতেই ইতিহাস আরম্ভ করিতে হয়। বস্তুতঃ, বেদান্তচিন্তা-স্রোতের ইতিহাস এই স্থান হইতেই যথাক্রমে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস, গ্রন্থাভাবে সঙ্কলন করিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য, আমরা এস্থলে যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় বেদান্তগ্রন্থ আছে, তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই বেদান্তের এই ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছি। কারণ, যে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের স্থাননির্ণয়ের জন্য এই ইতিহাস সংকলিত হইতেছে, সেই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। তাহার পর এই

* রামানুজাচার্য্য ও মাধ্বাচার্য্যের গ্রন্থে যে সব প্রাচীন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে বোধায়ন, উপবর্ষ, ভারুচি, কপর্দ্দী, ভর্ত্তৃহরি, ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ, বিষ্ণুস্বামী, বৃত্তিকার প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসসঙ্কলন অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে "বাধা ও তাহার প্রতীকার"—এই ক্রমে বর্ণিত করিতেছি। কারণ, এই বেদান্তমতে যে সব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতমতখণ্ডনার্থ এবং অদ্বৈতমতস্থাপনার্থ। অদ্বৈত-বেদান্তমতের বিরোধী আচার্য্যগণ, অদ্বৈতমতের প্রচারে, তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর তাহা দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য্যগণ স্বপক্ষস্থাপনার্থ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—এইরূপেই বস্তুতঃ এই বেদান্তচিন্তাধারা অদ্যাবধি প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। অদ্বৈতমতটী লভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থপরিপুষ্ট বলিয়া, আর সেই অদ্বৈতবেদান্তমতের খণ্ডনরূপেই দ্বৈতাদি বেদান্তমতসমূহ বলিয়া সেই দ্বৈতাদি বেদান্তমত-ধারাকে অদ্বৈতমতে বাধা বলিয়া কল্পনা করা হইল। বস্তুতঃ, অদ্বৈত মতের প্রভাব বিস্তৃত না হইলে, অদ্বৈতমতে বেদান্তের ভাষ্যাদি রচিত না হইলে—পরবর্ত্তী এই সব দ্বৈতাদিমতের ভাষ্যাদি জন্মিত কি না, তাহা নিতান্তই সন্দেহের বিষয়।

শঙ্করশিষ্যগণের সময় অদ্বৈতবেদান্তের অবস্থা।

আচার্য্য শঙ্করের বহু শিষ্যের মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও তোটকাচার্য্য—এই চারিচন শিষ্য প্রধান। ইহাদের মধ্যে আবার পদ্মপাদাচার্য্য এবং এবং সুরেশ্বরাচার্য্যই গ্রন্থরচনায় প্রধান।

(৫) **পদ্মপাদাচার্য্য** শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর বেদান্ত-ডিণ্ডিম নামক টীকা রচনা করিয়া বেদান্তভাষ্যধারায় এবং শঙ্করকৃত প্রপঞ্চসার তন্ত্রের উপর একখানি টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়া স্বতন্ত্রগ্রন্থ ধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। শুনা যায়—তিনি শঙ্করের দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়া একখানি শঙ্করচরিত্র গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। উহারই, তৎকাললভ্য কিয়দংশ, প্রায় ১৫০০ শ্লোক, মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকা-মধ্যে ধনপতিসূরী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তডিণ্ডিম টীকা পদ্মপাদের জীবদ্দশায় নষ্ট হয়, উহার মধ্যে ৪টী সূত্রের ভাষ্যের উপর টীকা

মাত্র পাওয়া যায়, ইহার নাম পঞ্চপাদিকা। কিন্তু ইহা এতই গম্ভীর ও সারার্থপূর্ণ যে, তাহার টীকা, টীকার টীকা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ, বহুপণ্ডিত-শিরোমণি রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই পদ্মপাদ, শেষজীবন পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠে অতিবাহিত করেন।

(৬) **সুরেশ্বরাচার্য্যের** পূর্ব্বনাম মীমাংসকাচার্য্য মণ্ডনমিশ্র। ইঁনি বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়ভাষ্যবার্ত্তিক, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রটীকা মানসোল্লাস প্রভৃতি রচনা করিয়া বেদান্তের ভাষ্যধারার পুষ্টি করেন এবং ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি এবং স্বারাজ্যসিদ্ধি গ্রন্থরচনাদ্বারা বেদান্তের স্বতন্ত্রগ্রন্থধারার পুষ্টিসাধন করেন। ইঁনি পূর্ব্বাশ্রমে মীমাংসামতাবলম্বী ছিলেন, শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতবেদান্তমতাবলম্বী হন। ইঁহার সময় ইঁহার তুল্য পণ্ডিত ভারতে আর কেহ ছিলেন না। ইহার সময় ৬৭৫—৭৭৩ খৃষ্টাব্দ।

(৭) **হস্তামলকাচার্য্যকৃত** একখানি হস্তামলক নামক ১৪টী শ্লোকাত্মক গ্রন্থ আছে। আচার্য্য শঙ্কর তাহার ভাষ্য করিয়াছেন।

(৮) **তোটকাচার্য্যের** একটী গুরুস্তবমাত্র আছে। ইহার কৃত অন্যকোন গ্রন্থ নাই।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে প্রথম বাধা।

আচার্য্য শঙ্করের তিরোধানের পরই, শঙ্করের শিষ্যবর্গের বেদান্ত-প্রচারের সময় এই বেদান্তস্রোতে প্রথম বাধা উপস্থিত হয়। একদিকে বৌদ্ধপণ্ডিত শান্তরক্ষিত ও তাঁহার শিষ্য কমলশীল এবং জৈনপণ্ডিত বিদ্যানন্দ ও মাণিক্যনন্দী এবং অন্যদিকে বেদমার্গী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্য, নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট ও শিবাদিত্য বা ব্যোমশিবাচার্য্য এই বাধা উপস্থাপিত করেন। শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার শিষ্য কমলশীল তাহার টীকা রচনা করেন। উভয়ই বৌদ্ধমতস্থাপন এবং অদ্বৈতপ্রভৃতি অপরাপর মতখণ্ডন করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে বৌদ্ধাচার্য্য—

(৯) **শান্তরক্ষিত**—তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থদ্বারা প্রথম বাধা উৎপাদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার শিষ্য—

(১০) **কমলশীল**—উক্ত তত্ত্বসংগ্রহগ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া এই বাধার পুষ্টিসাধন করিলেন।

(১১) **বিদ্যানন্দ**—একজন প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিত। ইনি তাঁহার গুরু অকলঙ্ককৃত অষ্টশতী গ্রন্থের উপর অষ্টসাহস্রী নামক টীকা রচনা করিয়া এবং অপর গ্রন্থাদির দ্বারা অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। বিদ্যানন্দ, সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১২) **মাণিক্যনন্দী**ও—একজন জৈনপণ্ডিত। ইনি পরীক্ষামুখ প্রভৃতি অপরাপর গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

ওদিকে উপবর্ষসম্প্রদায়ভুক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী—

(১৩) **ভাস্করাচার্য্য**—মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের মতে শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইলেও পরে বেদান্তদর্শনের উপর একখানি ভাষ্য রচনা করিয়া শঙ্করের অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। এই সময়ই নৈয়ায়িক—

(১৪) **শিবাদিত্য** বা ব্যোমশিবাচার্য্য—হেতুখণ্ডন, লক্ষণাবলী, সপ্তপদার্থী ও ব্যোমবতী প্রভৃতি গ্রন্থদ্বারা নব্যন্যায়মতের পুষ্টি সাধন করেন, আর তাহার ফলে অদ্বৈতমতের উপর অনাস্থা প্রদর্শিত হয়। ওদিকে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক—

(১৫) **জয়ন্তভট্ট**—ন্যায়মঞ্জরী ও ন্যায়কলিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের উপর যথেষ্ট আক্ষেপ করিলেন। ইঁহাদের রচিত এই সকল গ্রন্থই এক্ষণে কিছু কিছু মুদ্রিত হইয়াছে।

যাহা হউক অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই প্রথম বাধা, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতেই উদ্ভূত হয়। ইহার পূর্ব্বের যাবতীয় বাধা শঙ্করের দ্বারাই প্রতিহত হয়, সুতরাং প্রকৃত বাধা পরেই আরম্ভ হয়।

উক্ত প্রথম বাধার প্রতীকার।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই প্রথম বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈতবেদান্ত-সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, অবিমুক্তাত্মভগবান্, বোধঘনাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র ও প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি বদ্ধপরিকর হন। যথা—

(১৬) **সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি**—সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য। ইনি সংক্ষেপ-শারীরক নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের প্রাধান্য রক্ষা করেন। ইনি শঙ্করের প্রকরণগ্রন্থধারারই পুষ্টি করেন। ইঁহার সময় অনুমান ৭১০—৮১০ খৃষ্টাব্দ।

(১৭) **অবিমুক্তাত্মভগবান্**—অব্যয়াত্মভগবানের শিষ্য। ইনি ইষ্টসিদ্ধি নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এই বাধার প্রতীকার করেন। ইনিও শঙ্করের প্রকরণগ্রন্থের ধারারই পুষ্টি করেন। ইঁহার সময় বোধ হয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ।

(১৮) **বোধঘনাচার্য্য**—সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার সময় ৭৫৮ হইতে ৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইতি তত্ত্বসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তমতের প্রাধান্য রক্ষা করেন। ইঁহার দ্বারাও শঙ্করের প্রকরণধারারই পুষ্টি হয়।

(১৯) **বাচস্পতি মিশ্র**—প্রায় ৮০১ হইতে ৮৮১ খৃষ্টাব্দ। ইনি বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যের উপর ভামতী নামক টীকা রচনা করিয়া এবং সুরেশ্বরের ব্রহ্মসিদ্ধির উপর ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা নামক টীকা রচনা করিয়া উক্ত প্রথমবাধা বিধ্বস্ত করিয়া দেন। ইনি বেদান্তমতের এই গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত, পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যের টীকা, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর টীকা, মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেকের উপর ন্যায়কণিকা নামক টীকা, ন্যায়দর্শনের ভাষ্যবার্ত্তিকের উপর তাৎপর্য্যটীকা এবং ন্যায়সূচীনিবন্ধ নামক টীকা রচনা করিয়া ভারতীয় দর্শনরাজ্যে অতুলনীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইনি শঙ্করের ভাষ্যধারারই পুষ্টি বিধান করেন।

(২০) **প্রকাশাত্মযতি**—অনন্যানুভবের শিষ্য। ইনি পদ্মপাদকৃত ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যের বেদান্তডিণ্ডিম টীকার চারিটী সূত্রের যে টীকাংশ, যাহা পঞ্চপাদিকা নামে বিখ্যাত, তাহার উপর পঞ্চপাদিকাবিবরণ নামে এক টীকা রচনা করিয়া উক্ত বাধার সম্পূর্ণরূপে প্রতীকার করেন। ইনিও শঙ্করের ভাষ্যধারারই পুষ্টি সাধন করেন। ইঁহার সময় খুব সম্ভব ৯ম শতাব্দী।

প্রথম বাধাপ্রতীকারের ফল।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই প্রথম বাধা প্রতিহত হইবার ফলে অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত নৈয়ায়িকধুরন্ধর মহাপণ্ডিতবর্গ অদ্বৈতমতের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে সর্ব্বমান্য ও সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য উদয়নাচার্য্য এবং শ্রীধরাচার্য্য অদ্বৈতমতের উপর বিশেষভাবে আস্থাবান হইয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য নিজেকে "আদার ব্যাপারী" বলিয়া অদ্বৈতমতের উপর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং শ্রীধরাচার্য্য "অদ্বয়সিদ্ধি" নামক একখানি অদ্বৈতমতের গ্রন্থই রচনা করেন।

(২১) **উদয়নাচার্য্যের** গ্রন্থ ন্যায়তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলী, প্রভৃতি। ইহার সময় সম্ভবতঃ ৯৪৪ হইতে ১০৪৪ খৃষ্টাব্দ।

(২২) **শ্রীধরাচার্য্যের** গ্রন্থ প্রশস্তপাদভাষ্যটীকা ন্যায়কন্দলী, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসম্বাদিনী এবং অদ্বয়সিদ্ধি। ইনি বাঙ্গালী এবং উদয়নাচার্য্যের প্রায় সমকক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সময় ৯৯১ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে ও পরে।

বস্তুতঃ, এরূপ মহাধুরন্ধর নৈয়ায়িকগণের যে অদ্বৈতমতে শ্রদ্ধা, তাহা অদ্বৈতাচার্য্যগণকর্তৃক উক্ত প্রথম বাধার প্রতীকারেরই ফল বলা যাইতে পারে।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে দ্বিতীয় বাধার সূচনা ও তাহাতেই বাধা।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে প্রথম বাধা প্রতিহত হইতে না হইতেই দ্বিতীয় বাধার সূচনা হইল। নৈয়ায়িক—

(২৩) **বল্লভাচার্য্য**—(৯৮৪—১১৭৮ খৃঃ) ন্যায়মতানুসারে ন্যায়-লীলাবতীগ্রন্থে দ্বৈতমতের উপর আস্থাপ্রদর্শন করায় অদ্বৈতমতের এক-প্রকার খণ্ডনই করা হইল। ওদিকে মীমাংসক—

(২৪) **পার্থসারথী মিশ্র**—শাস্ত্রদীপিকা, তন্ত্ররত্ন, ন্যায়রত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈতমতের প্রতি অনুরাগাধিক্য প্রদর্শন করিলেন ও অদ্বৈতমতের খণ্ডনই করিলেন। এদিকে শ্রীরঙ্গমে—

(২৫) **যামুনাচার্য্য**—(৯১৬—১০৪২ খৃষ্টাব্দ) বিশিষ্টাদ্বৈতমতে সিদ্ধিত্রয়, গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়, স্তোত্ররত্ন এবং আগমপ্রামাণ্য নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করিলেন। কিন্তু কাঞ্চীর অদ্বৈতবাদী—

(২৬) **যাদবপ্রকাশ**—ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া এক-প্রকার অদ্বৈতবাদেরই প্রচার করিতেছিলেন। যামুনাচার্য্য যাদব-প্রকাশের সহিত কখনই বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই।

ওদিকে মীমাংসক পার্থসারথীর মত অদ্বৈতবিরোধী হইলেও অদ্বৈত-বাদিগণ ব্যবহারে মীমাংসামতাবলম্বীই বটে, এবং বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়-ভাষ্যতাৎপর্য্যটীকা লিখিয়াও অদ্বৈতবাদী বলিয়া বল্লভাচার্য্যের বাধাও বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। এজন্য এই বাধাকে প্রকৃত বাধা বলা যাইতে পারে না। ইহাকে দ্বিতীয় বাধার সূচনামাত্রই বলা যাইতে পারে।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে দ্বিতীয় বাধা।

এই দ্বিতীয় বাধার সূচনাটী রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভিতর দিয়া এবং শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ও শ্রীকরাচার্য্য, শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অভিনবগুপ্ত, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য্য এবং

শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভিতর দিয়া অতি ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহাদের পরিচয়, যথা—

(২৭) **রামানুজাচার্য্য**—(১০১৭-১১৩৭খৃষ্টাব্দ) অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে যে দ্বিতীয় বাধা উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অতি ভীষণ। এ পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ এরূপ বাধার সম্মুখীন হয় নাই। তিনি একদিকে দিগ্বিজয় এবং অন্যদিকে গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদখণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীভাষ্য নামক ভাষ্য, বেদান্তদীপ নামক টীকা, এবং বেদান্তসার নামক বৃত্তি, উপনিষদের তাৎপর্য্যনির্ণয়জন্য বেদার্থ-সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ, গীতাভাষ্য, ভগবদারাধন এবং গদ্যত্রয় নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অদ্যাবধি রামানুজ সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রবল।

(২৮) **শ্রীকণ্ঠাচার্য্য**—শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইহার সময় রামানুজের অব্যবহিত পরে বোধ হয়। ইনি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন। ইনিও অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু, তাহা রামানুজের মত অত ভীষণভাব ধারণ করে নাই। এই মতবাদ অনেকটা রামানুচার্য্যেরই অনুরূপ।

(২৯) **শ্রীকরাচার্য্য**—ঐরূপ মতবাদী। ইনিও ব্রহ্মসূত্রের উপর একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শৈব লিঙ্গায়েৎগণের মধ্যে একোরাম সম্প্রদায়ের ইনি এক জন আচার্য্য।

(৩০) **অভিনবগুপ্ত**—(৯৫০—১০১৫ খৃঃ) শৈব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বা শৈব অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য। অভিনবগুপ্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যথা—পরমার্থসার, বোধপঞ্চদশিকা, তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক, পরত্রিংশিকাভাষ্য তন্ত্রবতধ্বনিক ইত্যাদি। ইনি গীতার উপর ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে। জীব ও শিব অভিন্ন বলিলেও শিবশক্তিকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ইনি বলেন নাই।

(৩১) **নিম্বার্কাচার্য্য**—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। তৈলঙ্গদেশে নিম্বনামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর বেদান্তপারিজাতসৌরভনামক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদ্বৈতমতখণ্ডন না করিলেও ইঁহার ভাষ্যাবলম্বনে ইঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার সময়, রামানুজাচার্য্যের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।

(৩২) **শ্রীনিবাসাচার্য্য**—নিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর "বেদান্তকৌস্তুভ" নামক ভাষ্য রচনা করিয়া গুরুরমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সকল আচার্য্য অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে দ্বিতীয় বাধার সৃষ্টিতে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। শত্রুবিজয়ের পর যেমন গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয়, তদ্রূপ কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধাদি বিজয় করিবার পর শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলে এই সকল আচার্য্যের মধ্য দিয়া গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় বাধার প্রতীকার।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই দ্বিতীয় বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের তিন জন আচার্য্যের নাম করা যাইতে পারে। যথা—শ্রীহর্ষাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি এবং চিদ্বিলাস। ইঁহাদের পরিচয়, যথা—

(৩৩) **শ্রীহর্ষাচার্য্য**—প্রায় ১১৫০খৃষ্টাব্দে কাণ্বকুব্জে আবির্ভূত হন। ইনি শঙ্করাচার্য্যের প্রকরণ গ্রন্থের ধারা ধরিয়া খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থ লিখিয়া যাবতীয় মতবাদীর মত এমনভাবে খণ্ডন করেন যে, প্রতিপক্ষ-গণের মত একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইঁহার অপর গ্রন্থ যথা—অর্ণববর্ণন, শিবশক্তিসিদ্ধি, সাহসাঙ্কচরিত, ছন্দঃপ্রশস্তি, বিজয়প্রশস্তি, গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি, ঈশ্বরাভিসন্ধি, স্থৈর্য্যবিচারণপ্রকরণ, নৈষধচরিত ইত্যাদি। একা শ্রীহর্ষই এই দ্বিতীয় বাধার প্রতীকারে যথেষ্ট হন।

(৩৪) **শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি**—ইনি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক নামক একখানি অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুকূল গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সময় অদ্বৈতবাদ-প্রচারের বিশেষ সহায়তা করেন। ইনি এই নাটক রচনা করিবার পর সন্ন্যাস্ গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদীর আদর্শস্থানীয় হন।

(৩৫) **চিদ্বিলাস** বা **অদ্বৈতানন্দ**—শ্রীহর্ষের বৃদ্ধ বয়সে প্রবল হইয়া উঠেন। অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ দেশে ইহার আবির্ভাব হয়। প্রবাদ আছে—ইনি না কি শ্রীহর্ষকেও বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরমতখণ্ডনে যেমন শ্রীহর্ষ, স্বমতস্থাপনে তদ্রূপ অদ্বৈতানন্দ অদ্বিতীয় হন। ইনি শাঙ্করভাষ্যের উপর ব্রহ্মবিদ্যাভরণ নামক এক অতি অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারার বিশেষ পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শান্তিবিবরণ ও গুরুপ্রদীপ গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১১৬৬—১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার গ্রন্থকর্ত্তৃজীবন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় বাধার প্রতীকারে এক্ষণে এই প্রধান তিন জনের নাম পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, ইঁহাদের দ্বারা অদ্বৈতমতবিরোধের যে কেবল যথেষ্ট প্রতীকার হয়, তাহা নহে, কিন্তু অদ্বৈতমত আরও অধিকতর **উজ্জ্বল** হইয়া উঠে।

তৃতীয় বাধা। (১২শ শতাব্দী)

এক্ষণে দ্বিতীয় বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই ন্যায়শাস্ত্রের দিক্ দিয়া তৃতীয় বাধার সূচনা হইল। মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ইহার হেতু হইলেন। অন্যদিক্ দিয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তমাচার্য্য, দেবাচার্য্য এবং সুন্দরভট্ট, রামানুজসম্প্রদায়ের দেবরাজাচার্য্য এবং বরদাচার্য্য বা বরদার্য্য অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের বিবরণ এইরূপ—

(৩৬) **গঙ্গেশোপাধ্যায়**—১১৭৮—১২৩৮ খৃষ্টাব্দ। ইনি নব্যন্যায়ের আকরস্বরূপ তত্ত্বচিন্তামণি নামক গ্রন্থ লিখিয়া ন্যায়ের দ্বৈতসিদ্ধান্ত

প্রচার করেন। ইহাতে তিনি শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যেরও মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

(৩৭) **বর্দ্ধমানোপাধ্যায়**—১১৯৮—১২৫৮ খৃষ্টাব্দ। ইনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র। ইনি পিতার চিন্তামণির টীকা করিয়া এবং উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা করিয়া ন্যায়মতের বিশেষ প্রচার করেন। সুতরাং ইনিও দ্বৈতবাদেরই প্রচার করেন।

(৩৮) **পুরুষোত্তমাচার্য্য**—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি নিম্বার্কচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া বেদান্তরত্নমঞ্জুসা নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

(৩৯) **দেবাচার্য্য**—এই নিম্বর্কাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহার জন্ম সময় ১০৫৫ খৃষ্টাব্দ। ইনি নিম্বার্কভাষ্যের চতুঃসূত্রীর উপর বেদান্তজাহ্নবী নামক এক বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈতমত বিশেষভাবে খণ্ডন করেন। ইঁহার গুরু রুপাচার্য্য। ইঁহার শিষ্য—

(৪০) **সুন্দরভট্ট**—সিদ্ধান্তজাহ্নবীর উপর সিদ্ধান্তসেতুক নামক টীকা রচনা করিয়া গুরুর কার্য্যের বিশেষভাবে **পুষ্টিসাধন করেন**।

(৪১) **দেবরাজাচার্য্য**—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য। ইনি বরদাচার্য্যের পিতা, এবং শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্য্যের গুরু। ইনি বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করেন।

(৪২) **বরদার্য্য** বা **বরদাচার্য্য**—ইনিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজসম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি রামানুজাচার্য্যের ভাগিনেয় ও শিষ্য। ইঁহার পিতা দেবরাজাচার্য্য। দেবরাজাচার্য্য শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্য্যের গুরু। সুদর্শনাচার্য্য ইঁহার নিকট শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রুতপ্রকাশিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি তত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থ লিখিয়া বিষ্ণুর পরব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেন ও অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

যাহা হউক অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে তৃতীয় বাধায় এই কয়জনকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। তথাপি এই বাধায় নৈয়ায়িকগণ যেরূপ প্রবল হইয়াছিলেন নিম্বার্ক বা রামানুজসম্প্রদায় সেরূপ প্রবল হন নাই।

তৃতীয় বাধার প্রতীকার।

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে এই তৃতীয় বাধার প্রতীকারকল্পে আমরা মহামতি বাদীন্দ্রাচার্য্য, আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক এবং জ্ঞানোত্তমাচার্য্যকে প্রধান বলিয়া মনে করিতে পারি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৪৩) **বাদীন্দ্র বা বাগীশ্বরাচার্য্য** বা সর্ব্বজ্ঞ বা মহাদেব—এই সময় (১৩—১৪শ শতাব্দী) নব্যন্যায়ে একজন অতি ধুরন্ধর পণ্ডিত হইয়া অদ্বৈতবেদান্তমতসমর্থনে প্রবৃত্ত হন। ইনি মহাবিদ্যাবিড়ম্বন নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয়ভাবে অদ্বৈতমতের পুষ্টি করেন। ইঁহার গুরু—যোগীশ্বর বা শঙ্কর। ইনি কিরণাবলীর উপর রসসার টীকা করিয়াছিলেন। হরিভদ্রসূরির ষড়্দর্শনের টীকাকার গুণরত্নের নিকট ইনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্য ভট্টরাঘব ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়সারের উপর ন্যায়সারবিচার নামক এক টীকা লিখিয়াছেন। জৈন ভুবনসুন্দর মহাবিদ্যাবিড়ম্বনের উপর ব্যাখ্যানদীপিকা নামক এক টীকা লিখিয়াছেন। ইঁহার মধ্যজীবন ১২১০—১২৪৭ খৃষ্টাব্দ। চিৎসুখাচার্য্যও ইঁহার নাম করিয়াছেন।

(৪৪) **আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক**—ইনি ১২২৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণদেশে বিখ্যাত হন। ইনি নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মতা লইয়া ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা এবং ন্যায়দীপাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি অদ্বৈতমতের গ্রন্থ লিখিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন এবং যোগবাশিষ্ঠের টীকা করিয়া অদ্বৈতমতের যথেষ্ট প্রচার করেন।

(৪৫) **আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগর**—ইঁহার সময় ১২৫২-১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলা হয়। ইঁহার বিদ্যাগুরু শ্বেতগিরি এবং দীক্ষাগুরু অভয়ানন্দ।

ইনি শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের উপর ফক্কিকাবিভঞ্জন নামক টীকা রচনা করিয়া এবং বাদীন্দ্রের মহাবিদ্যাবিড়ম্বনের উপর এক টীকা রচনা করিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অদ্বৈতমতের দৃঢ়তায় বিশেষ সহায়তা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর এক টীকা, সুরেশ্বরের ব্রহ্মসিদ্ধির উপর ভাবশুদ্ধি নামে এক টীকা, প্রকাশাত্মযতিকৃত পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর সমন্বয়সূত্রবিবৃতি নামে এক টীকা, মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের উপর টীকারত্ন নামক এক টীকা, সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের উপর ন্যায়কল্পলতিকা নামে এক টীকা, বৈশেষিকমতে ন্যায়চন্দ্রিকা নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারা এবং প্রকরণ গ্রন্থধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

(৪৬) **জ্ঞানোত্তমাচার্য্য**—ইনি মহামতি চিৎসুখাচার্য্যের গুরু। ইনি এই সময় এই ১২শ ও ১৩শশতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টি বিধান করেন। ইঁহার অপর নাম গৌড়েশ্বরাচার্য্য ছিল। ইনি সুরেশ্বরাচার্য্যের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির উপর চন্দ্রিকা টীকা, ব্রহ্মসিদ্ধির উপর বেদান্তন্যায়সুধা টীকা, এবং জ্ঞানসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ সহায়তা করেন। সম্ভবতঃ, ইনি পূর্ব্বাশ্রমে চোল দেশের মঙ্গল গ্রামনিবাসী মিশ্রকুলসম্ভূত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন।

যাহা হউক বাদীন্দ্র ও আনন্দবোধ যেমন অদ্বৈতমতকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, আনন্দপূর্ণ ও জ্ঞানোত্তম তদ্রূপ শঙ্করের ভাষ্যধারা ও প্রকরণ গ্রন্থের ধারার পুষ্টি বিধান করেন। এইরূপে এই তৃতীয় বাধার প্রতীকারে আমরা এই চারি ব্যক্তিকে প্রধানরূপে প্রাপ্ত হই।

চতুর্থ বাধা।

কিন্তু এইভাব অধিকদিন স্থায়ী হইবার পূর্ব্বেই অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে চতুর্থ বাধা দেখা দিল। এই বাধায় অগ্রণী হইলেন—দ্বৈতবাদী শ্রীমন্

মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার দুই শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্য এবং পদ্মনাভাচার্য্য বা শোভনভট্ট, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বরদার্য্যনড়াডুম্মল এবং বীর রাঘবাচার্য্য এবং নৈয়ায়িক গৌড় পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী ; যথা—

(৪৭) **মধ্বাচার্য্য**—১১৯৯ বা ১২৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৪ বা ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার অপর নাম বাসুদেব, পূর্ণপ্রজ্ঞ, ও আনন্দতীর্থ। ইঁহার গুরু ছিলেন অদ্বৈত-মতাবলম্বী অচ্যুতপ্রকাশ। ইনি দ্বৈতসংস্কারবশে এবং অদ্বৈতবাদী শঙ্করানন্দের বিরোধিতায় অতিঘোর অদ্বৈতশত্রু হন। ইনি গীতা, ব্রহ্ম-সূত্র, এবং উপনিষদ্‌ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়া এবং বহুপ্রকরণ ও খণ্ডন-গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং পরিশেষে দিগ্বিজয় করিয়া অদ্বৈতমতখণ্ডন ও দ্বৈতমত স্থাপন করেন। ইঁহার গ্রন্থসংখ্যা ৩৭খানি দেখা যায়। ইঁহার খণ্ডন রামানুজাচার্য্যের অদ্বৈতমতখণ্ডন অপেক্ষা ভীষণ।

মধ্বাচার্য্যের গ্রন্থ যথা—১। গীতাভাষ্য, ২। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা অনুভাষ্য, ৩। ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যা বা অনুব্যাখ্যা, ৪। প্রমাণলক্ষণ, ৫। কথালক্ষণ, ৬। উপাধিখণ্ডন, ৭। মায়াবাদখণ্ডন, ৮। প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন, ৯। তত্ত্বসংখ্যান, ১০। তত্ত্ববিবেক, ১১। তত্ত্বো-দ্যোত, ১২। কর্ম্মনির্ণয়, ১৩। বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, ১৪। ঋগ্‌ভাষ্য, ১৫। ঐতরেয়ভাষ্য, ১৬। বৃহদারণ্যকভাষ্য, ১৭। ছান্দোগ্যভাষ্য, ১৮। তৈত্তিরীয়ভাষ্য, ১৯। ঈশাভাষ্য, ২০। কঠভাষ্য, ২১। আথর্বণোপ-নিষদ্‌ভাষ্য, ২২। মাণ্ডুক্যভাষ্য, ২৩। প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৪। কেনোপ-নিষদ্‌ভাষ্য, ২৫। গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়, ২৬। ন্যায়বিবরণ, ২৭। নরসিংহ-নখস্তোত্র, ২৮। যমকভারত, ২৯। দ্বাদশস্তোত্র, ৩০। কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ৩১। তন্ত্রসারসংগ্রহ, ৩২। সদাচারস্মৃতি, ৩৩। ভাগবততাৎপর্য্য ৩৪। মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ৩৫। যতিপ্রণবকল্প, ৩৬। জয়ন্তী-নির্ণয়, ৩৭। শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

(৪৮) **ত্রিবিক্রমাচার্য্য**—মধ্বাচার্য্যের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমত ত্যাগ করিয়া দ্বৈতমত গ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে উষাহরণকাব্য এবং পরে মধ্বাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর পদার্থ-প্রদীপিকা নামে এক টীকা রচনা করেন। ইঁহার এই গ্রন্থ সুতরাং অদ্বৈতমতের বাধার পুষ্টি সাধন করে। ইঁহার অদ্বৈতমতের কোন গ্রন্থ নাই।

(৪৯) **পদ্মনাভাচার্য্য**—পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন পরে মধ্বাচার্য্যের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া দ্বৈতবাদী হন। ইনি মাধ্বমতে পদার্থসংগ্রহ ও তাহার টীকা মধ্বসিদ্ধান্তসার রচনা করিয়া মধ্বমতের প্রচার করেন। ইঁহারও অদ্বৈতমতের কোন গ্রন্থ নাই।

(৫০) **বরদাচার্য্যনড়াডুম্মল**—ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য। ইনি সুদর্শনাচার্য্যের গুরু বরদাচার্য্যের পৌত্র ও শিষ্য। ইঁহার গ্রন্থ তত্ত্বসার এবং সারার্থচতুষ্টয়। ইঁহারও কীর্ত্তি অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে বাধা-স্বরূপ হয়।

(৫১) **বীররাঘবাচার্য্য**—ইনিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং সুদর্শনাচার্য্যের গুরু বরদাচার্য্যের অন্য এক শিষ্য। ইনি উক্ত তত্ত্বসার গ্রন্থের উপর রত্নপ্রসারিণী নামক টীকা রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পুষ্টি করেন এবং অদ্বৈতমতে বাধাস্বরূপ হন।

(৫২) **গৌড় পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী**—ইনি ন্যায়মতানুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে এই সময় মায়াবাদ শতদূষণী বা তত্ত্বমুক্তাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মাধবাচার্য্য ইঁহার নাম করিয়াছেন। এজন্য ইনি সম্ভবতঃ এই সময়ই আবির্ভূত বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপে এই সময় এই কয় মহাত্মার চেষ্টা, অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে চতুর্থ বাধাস্থানীয় হয়। তবে মধ্বাচার্য্যের বাধাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণাকার হয়।

চতুর্থ বাধার প্রতীকার।

এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারকল্পে আমরা অদ্বৈতবেদান্তমতের পক্ষ হইতে পাঁচজন মহাপণ্ডিত সাধকের নাম পাই, যথা—চিৎসুখাচার্য্য, শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর, শ্রীধরস্বামী, প্রত্যক্স্বরূপভগবান্ এবং অমলানন্দযতি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৫৩) **চিৎসুখাচার্য্য**—১৩শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হন। ইঁহার গুরু জ্ঞানোত্তমাচার্য্য। ইনি দক্ষিণভারতে কামকোটি মঠে অধ্যক্ষরূপে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ইনি নব্যন্যায়ে অতি অসাধারণ পণ্ডিত হন এবং নৈয়ায়িক প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিপক্ষের মত খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী নামক এক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। এতভিন্ন শঙ্করভাষ্যের উপর ভাবপ্রকাশিকা-টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা, আনন্দবোধেন্দ্রভট্টারকের ন্যায়মকরন্দের উপর টীকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা, বিবরণতাৎপর্য্যদীপিকা, ব্রহ্মসিদ্ধিটীকা, প্রমাণমালাব্যাখ্যা, শঙ্করচরিত এবং অধিকরণমঞ্জরীসঙ্গতি নামক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া একাধারে অদ্বৈতশত্রুবিনাশ এবং শঙ্করের ভাষ্যধারার প্রচার ও পুষ্টি সাধন করেন। মধ্বাচার্য্য দিগ্বিজয়কালে ইঁহার সঙ্গে বিচার করেন নাই। শ্রীহর্ষ ও আনন্দবোধেন্দ্রের ন্যায় ইনি অদ্বৈত-বেদান্তের একটী স্তম্ভবিশেষ।

(৫৪) **শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর**—ইনি শৃঙ্গেরী মঠে ১২২৮—১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠাধীশ ছিলেন। ইনি যেমন সাধক তদ্রূপই পণ্ডিত ছিলেন। মধ্বাচার্য্য ইঁহার সঙ্গে তিনবার বিচার করিয়া নিরস্ত হন। ইনি ১০৮ খানি উপনিষদের টীকা, বেদান্তসূত্রবৃত্তি, গীতার টীকা রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারার পুষ্টি এবং আত্মপুরাণ নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকরণগ্রন্থধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। মধ্বাচার্য্যের চেষ্টা ইঁহারই দ্বারা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়।

(৫৫) **শ্রীধরস্বামী**—গুর্জ্জর দেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি এই সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া ভাগবতের টীকা, গীতার টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার কীর্ত্তি এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইঁহার পুত্র, কেহ কেহ বলেন বিখ্যাত ভট্টিগ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার গুরু—মাধব ও পরমানন্দপুরী।

(৫৬) **প্রত্যক্স্বরূপভগবান্**—ইনি প্রত্যক্প্রকাশ পূজ্যপাদের শিষ্য। ইনি চিৎসুখীর উপর মানসনয়নপ্রসাদিনী টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইনি নিজ গ্রন্থে শিবাদিত্য, উদয়ন, বাচস্পতি, ভবনাথ, বল্লভ, ভাসর্ব্বজ্ঞ, শ্রীহর্ষ, উম্বেক বা ভবভূতির নাম করিয়াছেন। চিৎসুখের এক শিষ্য সুখপ্রকাশ থাকায় এবং ইঁহার গুরু প্রত্যক্প্রকাশ বলিয়া এবং চিৎসুখের পরবর্ত্তী কাহারও নাম না করায় ইহাকে ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত মনে করা হয়। কিন্তু ভবনাথের নাম করায় মনে হয় ইনি শঙ্কর মিশ্রের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী ষষ্ঠ বাধার প্রতীকারে ইঁহার নাম গ্রহণযোগ্য।

(৫৭) **অমলানন্দযতি**—ইঁহার গুরু অনুভবানন্দ এবং বিদ্যাগুরু সুখপ্রকাশ। এই সুখপ্রকাশ চিৎসুখের শিষ্য, সুতরাং ইনি চিৎসুখের প্রশিষ্য। ইঁহার অপর নাম ব্যাসাশ্রম। ইনি দেবগিরির কৃষ্ণরাজার সময় ১২৪৭—১২৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থকাররূপে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ভামতীর উপর কল্পতরু টীকা, শাস্ত্রদর্পণ নামে ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণ-মালা, পঞ্চপাদিকার উপর দর্পণটীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্য ধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন এবং এই জন্য এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারে ইনি একজন প্রধান বলিয়া বিবেচিত হন।

যাহা হউক মধ্বাচার্য্যপ্রভৃতিকর্ত্তৃক উপস্থাপিত এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈতবেদান্তের পক্ষে এই পাঁচজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম বাধা।

কিন্তু এই বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই আবার অদ্বৈতবিরোধী মতসমূহ মস্তক উত্তোলন করে, আর এজন্য মাধ্বমতে অক্ষোভ্য মুনি, রামানুজমতে সুদর্শনাচার্য্য, বাদিহংসাম্বুবাচার্য্য, বরদবিষ্ণু আচার্য্য, বেদান্তমহাদেশিক, বরদ গুরু আচার্য্য এবং লোকাচার্য্য পিল্লাই এর আবির্ভাব হয়। ইহাদের পরিচয় যথা—

(৫৮) **অক্ষোভ্য মুনি**—দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের শিষ্য অক্ষোভ্য মুনি এই সময় (১৩৫০খৃষ্টাব্দে) মাধ্বমতে এবং ন্যায়শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইনি শৃঙ্গেরীর বিদ্যারণ্যস্বামীকে (১৩৩১—১৩৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) সভামধ্যে বিচারে আহ্বান করেন এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের মহামতি বেদান্তমহাদেশিককে মধ্যস্থ মানেন. বিদ্যারণ্য বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে মধ্যস্থ স্বীকার করিতে আপত্তি না করিয়া বিচার করেন। বিচারে মধ্যস্থ যাহা বলেন তাহাতে উভয়পক্ষ নিজ নিজ আচার্য্যকেই জয়ী বলেন। ফলতঃ বিদ্যারণ্যের ইহাতে কোন ক্ষতিই হয় নাই। ইহার রচিত গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(৫৯) **বাদিহংসাম্বুবাচার্য্য বা ২য় রামানুজাচার্য্য**—ইনি বেঙ্কটনাথের মাতুল ও গুরু। ইহার পিতার নাম পদ্মনাভাচার্য্য। ইনি “ন্যায়কুলিশ” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন ও স্বমতের পুষ্টি করেন।

(৬০) **বরদবিষ্ণু আচার্য্য**—সুদর্শনাচার্য্যের শ্রুতপ্রকাশিকার উপর ভাবপ্রকাশিকা টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন ও স্বমতের পুষ্টিসাধন করেন। বেদান্তমহাদেশিক নিজ ন্যায়পরিশুদ্ধি গ্রন্থে ইহার নাম করিয়াছেন।

(৬১) **বেদান্তমহাদেশিকাচার্য্য বা বেঙ্কটনাথাচার্য্য**—১২৬৭—১৩৮৯খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১০২বৎসর (অথবা ১২৬৮—১২৭৬=১০৮

বৎসর) ইনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার মত পণ্ডিত রামানুজসম্প্রদায়ের মধ্যে আর জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইনি তত্ত্বমুক্তাকলাপ, ন্যায়-পরিশুদ্ধি, যাদবাভ্যুদয় কাব্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধি সটীক, সেশ্বরমীমাংসা, মীমাংসা-পাদুকা, ঈশোপনিষদ্ভাষ্য, গীতার্থসংগ্রহ, শতদূষণী, অধিকরণসারাবলী ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, তত্ত্বটীকা, গীতাভাষ্যটীকা, গদ্যত্রয়টীকা, বাদিত্রয়খণ্ডন, সংকল্পসূর্য্যোদয়, তিরুবাইমুডি প্রভৃতি অতি অপূর্ব্ব বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি রামানুজাচার্য্যের প্রশিষ্যের শিষ্য। অদ্বৈতবেদান্তে ইঁহার বাধা এই সম্প্রদায়ের চরম বাধা বলা যায়।

(৬২) **বরদগুরু আচার্য্য**—ইনি বেদান্তদেশিকের পুত্র ও নয়নারাচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার অপর নাম প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অন্নন ছিল। ইনি তর্কশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হন। ইনি দেশিকের প্রশংসা করিয়া সপ্ততিরত্নমালিকা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দেশিকের অধিকরণসারাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের উপর বিশেষ আঘাত করেন। ইঁহার সময় সুতরাং ১৪শ শতাব্দী।

(৬৩) **লোকাচার্য্যপিল্লাই**—১৪শ শতাব্দীতে ইঁহার স্থিতি-কাল। ইনি তত্ত্বনির্ণয় ও তত্ত্বশেখর রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। ইনি রামানুজ হইতে ৪র্থ পুরুষ।

(৬৪) **সুদর্শনাচার্য্য**—ইনি রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চম পুরুষ। ইঁহার সময় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী। ইনি রামানুজের শ্রীভাষ্যের উপর শ্রুতপ্রকাশিকা নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। সুদর্শনসূরি ও ইনি অভিন্ন হইলে ইনি রামানুজের বেদার্থসংগ্রহের উপর তাৎপর্য্যদীপিকা টীকাও রচনা করিয়াছেন। উপরি উক্ত বরদবিষ্ণু সূরি ইঁহার শ্রুতপ্রকাশিকার উপর ভাবপ্রকাশিকা টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রবাদ এই যে, ইনি ১৩১০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের কর্ণাট বিজয় করিবার

সময় নিহত হন। ইঁহার কীর্ত্তি অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে একটী যে অতি প্রবল বাধা তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে এই সাতজন ব্যক্তি যে সর্ব্ব-প্রধান প্রতিবন্ধকস্বরূপ হন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এ সময় মাধ্বসম্প্রদায় অপেক্ষা রামানুজসম্প্রদায়েরই প্রভাব অধিক হইয়াছিল মনে হয়।

পঞ্চমবাধার প্রতীকার।

এই পঞ্চম বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনজন মহাপুরুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—ভারতী-তীর্থ, সায়নাচার্য্য এবং বিদ্যারণ্য মুনি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৬৫) **ভারতীতীর্থ**—শৃঙ্গেরীতে মঠাধীশ ছিলেন। ইঁহার সময় ১৩২৮—১৩৮০ খৃষ্টাব্দ। মহামতি বিদ্যারণ্য (১৩৩১—১৩৮৬ মধ্যে) ইঁহাকে গুরুজ্ঞান করিতেন। ইনি বেদান্তদর্শনের যে সটীক অধিকরণ-মালা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার কীর্ত্তি এই বাধাপ্রশমনে একটী প্রধান সহায় হয়।

(৬৬) **সায়নাচার্য্য**—বিদ্যারণ্যের ভ্রাতা। ইনি বিদ্যারণ্যের অনুরোধে ও বিজয়নগররাজ বুক্ক ভূপতির উৎসাহে সমগ্র বেদের ভাষ্য রচনা করিয়া একাধারে বেদরক্ষা ও অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার সময় ইঁহার মত বৈদিক পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না।

(৬৭) **বিদ্যারণ্য**—ইঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বা ২য় শঙ্করা-চার্য্য বলা হয়। ইঁহার মত সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না বলা যায় না। জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রায় সর্ব্ববিষয়েই ইঁহার অতুলনীয় গ্রন্থ দেখা যায়। বেদান্তে—পঞ্চদশী, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, অনুভূতিপ্রকাশ, জীবন্মুক্তিবিবেক, অপরোক্ষানুভূতির টীকা, ১০৮ উপনিষদের টীকা,

সূতসংহিতার টীকা, ঐতরেয় উপনিষদ্দীপিকা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দীপিকা, ছান্দোগ্য উপনিষদ্দীপিকা, বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকসার ও শঙ্করবিজয় ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। মীমাংসায়—জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, ব্যাকরণে—মাধবীয় ধাতুবৃত্তি, স্মৃতিতে—পরাশরমাধব, ও কালমাধ ইত্যাদি ইঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইনি বিদ্যাশঙ্করের যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা ইহার জ্যোতিষশাস্ত্রের অগাধপাণ্ডিত্যের পরিচয়। মন্দিরে প্রভাতসূর্য্যালোকদ্বারা মাস তিথি প্রভৃতি সবই নির্ণীত হয়। ইহা একটী দেখিবার বস্তু।

যাহা হউক, এই পঞ্চম বাধার প্রতীকারকল্পে এই তিন মহাত্মার নাম করা যাইতে পারে, আর তন্মধ্যে বিদ্যারণ্যই সর্ব্বপ্রধান। বস্তুতঃ একা বিদ্যারণ্যই তাঁহার সময় সকল মতবাদের প্রভাবই ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ বাধা।

পঞ্চম বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই মাধ্ব ও রামানুজসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আবার মস্তকোত্তলন করিলেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের জয়তীর্থাচার্য্য এবং রামানুজসম্প্রদায়ের রঙ্গরামানুজাচার্য্য এবং অনন্তাচার্য্য এইবার অদ্বৈতমতখণ্ডনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৬৮) **জয়তীর্থাচার্য্য**—অক্ষোভ্যমুনির শিষ্য। ইনি মাধ্বমতে এবং নব্যন্যায়শাস্ত্রে ক্রমে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। গ্রন্থরচনাদ্বারা ইনি নিজ গুরু অক্ষোভ্যমুনিকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইঁহার জন্ম ১৩১৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে এবং দেহান্ত ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে হইবে বোধ হয়। বিদ্যারণ্যস্বামী সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধ্বমতবর্ণনপ্রসঙ্গে ইঁহার নাম করিয়াছেন। ইনি মধ্বাচার্য্যের কৃত সূত্রভাষ্যের উপর তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকা এবং ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্যের উপর ন্যায়সুধা নামক অতি অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া উত্তমরূপে স্বমতের পুষ্টি এবং অদ্বৈত-

মত খণ্ডন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তত্ত্বোদ্যোতটীকা, তত্ত্বসংখ্যানটীকা, তত্ত্ববিবেকটীকা, প্রমাণলক্ষণটীকা, ঋগ্ভাষ্যটীকা, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-টীকা, গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়টীকা, মায়াবাদখণ্ডনটীকা, বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়-টীকা, উপাধিখণ্ডনটীকা, ঈশোপনিষদ্ভাষ্যটীকা, প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যটীকা, প্রমাণপদ্ধতি গ্রন্থ এবং বাদাবলী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া অতি উত্তমরূপে স্বমতপোষণ এবং অদ্বৈতমতখণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার একার কীর্ত্তিই একটী বাধা নামের যোগ্য।

(৬৯) **রঙ্গরামানুজাচার্য্য**—রামানুজসম্প্রদায়ের দশোপনিষদ্-ভাষ্য ছিল না। রঙ্গরামানুজ এই দশোপনিষদ্ভাষ্য রচনা করিয়া সে অভাব মোচন করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতমতের উপর বিষম আঘাতও করিলেন। এজন্য ইঁহার কীর্ত্তি এই ষষ্ঠ বাধার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিল। ইঁহাকে ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া অনুমান করা হয়।

(৭০) **অনন্তাচার্য্য**—এই সময় যাদবগিরিপ্রদেশে মেলকোটে অনন্তাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ইনি ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণগ্রন্থে শ্রুতপ্রকা-শিকার উল্লেখ করায় সুদর্শনাচার্য্যের পরবর্ত্তী। ইনি রামানুজসম্প্র-দায়ের গ্রন্থরচনাদ্বারা বিশেষভাবে পুষ্টিসাধন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইঁহার গ্রন্থ, যথা—১। জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, ২। প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ৩। ব্রহ্মপদশক্তিবাদ, ৪। ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণ, ৫। বিষয়তাবাদ, ৬। মোক্ষকারণতাবাদ, ৭। শরীরবাদ, ৮। শাস্ত্রা-রম্ভসমর্থন, ৯। শাস্ত্রৈক্যবাদ, ১০। সংবিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থ, ১১। সমাসবাদ, ১২। সামানাধিকরণ্যবাদ, ১৩। সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন।

যাহা হউক, এই তিন জনের কীর্ত্তি অদ্বৈতমতে এই ষষ্ঠ বাধাকে অতি প্রবলাকার করিয়া তুলিল। অবশ্য এ সময় বিদ্যারণ্যস্বামী জীবিত থাকায় ইঁহারা বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, তথাপি অদ্বৈতমতের অপর আচার্য্যগণ ইঁহাদের এই বাধার প্রতীকার করেন।

ষষ্ঠ বাধার প্রতীকার।

এই ষষ্ঠ বাধার প্রতীকারকল্পে বিদ্যারণ্য প্রভৃতি ব্যতীত যে সকল আচার্য্য প্রযত্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য, আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি, নরেন্দ্রগিরি, প্রজ্ঞানানন্দ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, অখণ্ডা-নন্দ, রঙ্গরাজাধ্বরিই এবং নানাদীক্ষিত প্রধান বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৭১) **অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য**—আনন্দজ্ঞানের বিদ্যাগুরু। ইনি প্রথমে সারস্বতসূত্রের উপর সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক এক ব্যাকরণ রচনা করেন। বেদান্তে গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্যভাষ্যের টীকা, আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দের উপর সংগ্রহটীকা এবং ন্যায়দীপাবলীর উপর চন্দ্রিকাটীকা এবং প্রমাণমালার উপর নিবন্ধটীকা—ইঁহার প্রধান কতিপয় গ্রন্থ। ন্যায়ের সাহায্যে চিৎসুখের পর অদ্বৈতমতসংরক্ষণে ইঁহার যত্ন এই বাধার প্রতীকারস্বরূপ হয়। ইঁহার সময় ১৩ হইতে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে।

(৭২) **আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি**—ইঁহার দীক্ষাগুরু শুদ্ধানন্দ এবং বিদ্যাগুরু অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য। এই শুদ্ধানন্দ ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত অদ্বৈতমকরন্দের টীকাকার স্বয়ংপ্রকাশের গুরু শুদ্ধানন্দ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ইনি সম্ভবতঃ গুজরাটদেশবাসী ও দ্বারকাপীঠের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল জনার্দ্দন। সেই সময় ইনি তত্ত্বালোক নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুবংশ ও মেঘদূতের টীকাকার জনার্দ্দন পণ্ডিত পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হন। তত্ত্বালোকের উপর প্রজ্ঞানানন্দের টীকা ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে পাওয়া গিয়াছে, এবং প্রজ্ঞানানন্দ অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের শিষ্য ও আনন্দজ্ঞানের গুরুভাই বলিয়া এবং আনন্দজ্ঞান, প্রশ্ন ও ঐতরেয়ভাষ্যটীকামধ্যে শঙ্করানন্দ ও বিদ্যারণ্যের কথা উদ্ধৃত করায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৪শ শতাব্দীতে আনন্দজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, মনে হয়। কেহ কেহ ইঁহাকে

বিদ্যারণ্যের পূর্ব্বে মনে করেন, তাহা কিন্তু সঙ্গত মনে হয় না। আনন্দজ্ঞান—মীমাংসা, বেদান্ত ও নব্যন্যায়ে অসাধারণ পণ্ডিত হন এবং কয়েকখানি স্বরচিত গ্রন্থ ভিন্ন শঙ্কর ও সুরেশ্বরপ্রভৃতির গ্রন্থের উপর টীকা করিয়া অদ্বৈতমতের সংরক্ষণ, পোষণ ও পরমতখণ্ডন একাধারে এমনভাবে করিয়াছেন যে ইঁহার আর তুলনা হয় না। জয়তীর্থ যেমন মাধ্বমতের পক্ষে করিয়াছেন, আনন্দজ্ঞানও ততোধিক অদ্বৈতমতের সম্বন্ধে করিয়াছন। ইঁহার গ্রন্থ যথা—১। ঈশাভাষ্যটীপ্পন, ২। কেনোপনিষদ্‌ভাষ্যটীপ্পন, ৩। কেনোপনিষদ্‌বাক্যবিবরণব্যাখ্যা, ৪। কঠোপনিষদ্‌ভাষ্যটীকা, ৫। মাণ্ডূক্যভাষ্যব্যাখ্যা, ৬। মাণ্ডূক্যগৌড়পাদীয়ভাষ্যব্যাখ্যা, ৭। তৈত্তিরীয়ভাষ্যটীপ্পন, ৮। ছান্দোগ্যভাষ্যটীকা, ৯। তৈত্তিরীয়ভাষ্যবার্ত্তিকটীকা, ১০। বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকটীকা শাস্ত্রপ্রকাশিকা, ১১। বৃহদারণ্যক ভাষ্যটীকা ন্যায়নির্ণয়, ১২। শারীরকভাষ্যটীকা ন্যায়নির্ণয়, ১৩। গীতাভাষ্যবিবেচন, ১৪। পঞ্চীকরণবিবরণ, ১৫। বেদান্ততর্কসংগ্রহ, ১৬। উপদেশসাহস্রীটীকা, ১৭। বাক্যবৃত্তিটীকা, ১৮। আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিটীকা, ১৯। শঙ্করকৃত স্বরূপনির্ণয়ের টীকা, ২০। ত্রিপুরী বা ত্রিপুটীপ্রকরণটীকা, ২১। গঙ্গাপুরী ভট্টারকের পদার্থতত্ত্বনির্ণয়ের উপর বিবরণ, ২২। বেদান্ততত্ত্বালোক, ২৩। প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্যটীকা, ২৪। ঐতরেয়ভাষ্যটীকা, ২৫। শতশ্লোকীটীকা, (২) ২৬। চুলুকোপনিষদ্ শাঙ্করভাষ্যটীকা, ২৭। মিতভাষিণী, ২৮। হরিমীড়স্তোত্রটীকা, ২৯। শঙ্করবিজয় (২), ৩০। বৃহৎ শঙ্করবিজয় (?) ৩১। শঙ্করাচার্য্যের অবতারকথা এবং ৩২। গুরুস্তুতি।

(৭৩) **নরেন্দ্র গিরি**—অনুভূতিস্বরূপের অন্য শিষ্য, আনন্দজ্ঞানের সতীর্থ। ইনি সারস্বত প্রক্রিয়ার উপর টীকা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঈশাভাষ্যটীপ্পন, এবং পঞ্চপাদিকাবিবরণ রচনা করিয়া ইনি অদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

(৭৪) **প্রজ্ঞানানন্দ**—অনুভূতিস্বরূপের অপর শিষ্য, আনন্দ-জ্ঞানের সতীর্থ। ইনি আনন্দজ্ঞানের তত্ত্বালোকের উপর তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন।

(৭৫) **অখণ্ডানন্দ**—ইনি আনন্দগিরির শিষ্য। ইঁহার দীক্ষাগুরু অখণ্ডানুভূতি। ইনি পঞ্চপাদিকার উপর তত্ত্বদীপন নামক টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করেন।

(৭৬) **প্রকাশানন্দ সরস্বতী**—ইনি কাশীধামে থাকিয়া বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের যথেষ্ট দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। ইঁহার গুরু জ্ঞানানন্দ। ইঁহার সময় ১৪০০-১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোধ হয়। ইঁহার বাক্য রামতীর্থ এবং অপ্পয় দীক্ষিত উদ্ধৃত করায় ইঁহাকে তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। অপ্পয়ের সময় ১৫২০-১৫৯৩ এবং রামতীর্থের সময় ১৪৯০ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এজন্য প্রকাশানন্দ ১৪০০ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত মনে হয়। যাহা হউক, ইহার কীর্ত্তিও এই ষষ্ঠবাধার বিশেষ প্রতীকার করে। বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর নানা দীক্ষিতের সিদ্ধান্তদীপিকা নামে এক টীকা আছে। অনেকে মনে করেন, ইঁহাকে মহাপ্রভু চৈতন্যদের স্বমতে আনয়ন করেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মহাপ্রভু পরবর্ত্তী ব্যক্তি।

(৭৭) **রঙ্গরাজ অধ্বরী**—ইনি আচার্য্যদীক্ষিতের পুত্র। ইঁহার অপর নাম বক্ষঃস্থলাচার্য্য। ইহারই পুত্র প্রসিদ্ধ অপ্পয় দীক্ষিত। এজন্য ইহার সময় ১৪৯০ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইনি বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক। ইনি অদ্বৈতবিদ্যামুকুর ও পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর দর্পণ নামক টীকা রচনা করিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের পুষ্টি ও বিরুদ্ধমতের শাসন করেন।

(৭৮) **নানাদীক্ষিত**—ইনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদান্ত-

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর সিদ্ধান্তদীপিকা নামক এক টীকা লিখিয়া এই সময় এই ষষ্ঠবাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন।

যাহা হউক, এই ষষ্ঠবাধার প্রতীকারকল্পে এই আট জন মহাত্মার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠবাধা প্রতীকারের ফল।

এখন এই ষষ্ঠবাধাপ্রতীকারের ফলে দেখা যায়, নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শিরোমণিপণ্ডিতগণও অদ্বৈতমতের উপর অনুরাগী হইয়াছেন। কারণ, নব্যনৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ—

(৭৯) **রঘুনাথ শিরোমণি** এবং মিথিলার মহেশঠক্কুর প্রভৃতি নৈয়ায়িক ধুরন্ধরগণও অদ্বৈতবেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকাই রচনা করিলেন, তৎপরে পদার্থতত্ত্ববিবেচনগ্রন্থে বৈশেষিকের সপ্তপদার্থ অস্বীকার করিলেন। তাঁহার দীধিতির মঙ্গলাচরণে "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদ দেখিয়া তাঁহাকে অনেকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে ইচ্ছা করেন।

সপ্তম বাধা।

কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হইল না। নৈয়ায়িকপ্রবর শঙ্করমিশ্র, দ্বিতীয় বাচস্পতিমিশ্র, বঙ্গীয়ভক্তকুলের আরাধ্যদেব মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী, শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ের বল্লভাচার্য্য, ও তৎপুত্র বিট্ঠলনাথ, সাংখ্যমতাবলম্বী বিজ্ঞানভিক্ষু এবং লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৮০) **শঙ্করমিশ্র**—এই সময় মিথিলার দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক শঙ্করমিশ্রের আবির্ভাব হয়। তাঁহার রসার্ণব গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ১৫১৮ হইতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি একজন প্রবীণ লেখক। তাঁহার ভেদরত্নপ্রকাশের লিখনকাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকার

লিখনকাল ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় ১৪৪২ হইতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন বলা যায়। ভেদরত্নপ্রকাশে তিনি শ্রীহর্ষের মতখণ্ডন করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কার টীকা লিখিয়া দ্বৈতমত প্রচার করিয়াছেন, বাদিবিনোদ লিখিয়া বিচারশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। ইঁহার কীর্ত্তি এই সময় অদ্বৈতবেদান্তে সপ্তমবাধা উপস্থাপিত করিল বলা যায়।

(৮১) **বাচস্পতিমিশ্র ২য়**—ইনিও এই সময় মিথিলাদেশে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডনোদ্ধার নামক এক গ্রন্থ লেখেন। এজন্য ইহারও কীর্ত্তি এই সপ্তম বাধার অঙ্গপুষ্টি করিল বলা যায়।

(৮২) **মহাপ্রভুচৈতন্যদেব**—এই সময় নবদ্বীপে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শ্রীক্ষেত্রে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার কোন গ্রন্থ নাই, কিন্তু ইঁহার মত ইঁহার শিষ্যবর্গ যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইনিও অদ্বৈতবাদের বিরোধী ছিলেন বোধ হয়। কেহ কেহ বলেন—ইনি মাধ্বমতাবলম্বী; কাহারও মতে ইনি নিম্বার্ক-মতাবলম্বী এবং অপরের মতে ইনি অদ্বৈতবাদী। ইঁহার প্রশিষ্য মহা-দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীজীবগোস্বামীর মতে ইঁহার মত অচিন্ত্যভেদাভেদ। বলদেবের মতে ইনি দ্বৈতবাদী। ইনি শ্রীক্ষেত্রে বেদান্তী সার্ব্বভৌমকে এবং কাশীতে অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দকে স্বমতে আনিয়াছিলেন। তবে এই প্রকাশানন্দ বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ নহেন বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, ইঁহার আবির্ভাবে অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই সপ্তমবাধাটী প্রবলাকারই ধারণ করে।

(৮৩) **বাসুদেব সার্ব্বভৌম**—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হন। ইনি পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ইনি বৈষ্ণবমতে আসিয়া তত্ত্বদীপিকা নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের বিরোধিতাচরণ করিয়াছিলেন। ইনি নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম নহেন।

(৮৪) **কেশব কাশ্মীরী**—নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন প্রধান পণ্ডিত এই সময় বৃন্দাবনে আবির্ভূত হন। ইনি নিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাস-কৃত বেদান্তকৌস্তভ নামক বেদান্তভাষ্যের উপর দ্বৈতাদ্বৈতমতে এক অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। এজন্য এ সময়ে ইঁহার এই কীর্ত্তি এই সপ্তমবাধার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিল।

(৮৫) **বল্লভাচার্য্য**—এই সময় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে তৈলঙ্গদেশে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে ইঁহার মৃত্যু হয়। বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য—জ্ঞানদেব, তাঁহার শিষ্য—নাথদেব ও ত্রিলোচন আর তাঁহাদের শিষ্য—বল্লভাচার্য্য। পিতা—লক্ষ্মণভট্ট, মাতা—যল্লমমগরু। কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী হন, তৎপরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। ইনি বিজয়নগররাজ কৃষ্ণ-রাজের সময় ব্যাসরাজ্যের সমক্ষে এক অদ্বৈতবাদীকে বিচারে পরাজিত করেন এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্য, গীতাভাষ্য, ভাগবতের সূক্ষ্ম টীকা ও সুবোধিনী টীকা, সটীক তত্ত্বদীপনিবন্ধ, সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবতলীলারহস্য, ও হিন্দিভাষায় বিষ্ণুপদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজমত প্রচার করেন এবং অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। কাশীতে উপেন্দ্রসরস্বতীর সহিত ইঁহার বিচার হয়, তাহাতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হয় ও ইনি কাশী ত্যাগ করেন। ইহার প্রকরণগ্রন্থের সংখ্যা ১৬ খানি শুনা যায়। ইহার কীর্ত্তি অদ্বৈতবেদান্তের স্রোতে বিশেষ বাধা উপস্থাপিত করে।

(৮৬) **বিট্ঠলনাথ**—বল্লভাচার্য্যের পুত্র। ইনি "বিদ্বন্মণ্ডন" রচনা করিয়া এবং বল্লভকৃত অনুভাষ্যের প্রথম ২॥০ অধ্যায়ের টীকা রচনা করিয়া এবং তৎপরে বল্লভকৃত ভাগবতের টীকার উপর এক টীপ্পনী রচনা করিয়া একাধারে স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন

করেন। ইঁহার কীর্ত্তিও এজন্য অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই সপ্তম বাধার পুষ্টিসাধন করিল।

(৮৭) **বিজ্ঞানভিক্ষু**—সাংখ্যসম্মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদানুসারে এই সময় অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি সাংখ্যসূত্রের উপর প্রবচনভাষ্য, পাতঞ্জলসূত্রের উপর যোগবার্ত্তিক, ঈশ্বরগীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের উপর বিজ্ঞানামৃতনামক ভাষ্য রচনা করিয়া এবং সাংখ্যসার, যোগসারসংগ্রহ, ব্রহ্মাদর্শ এবং দুর্জ্জনমুখচপেটিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতে বিশেষ আঘাত করেন। সর্ব্বদর্শন-সমন্বয়ের জন্য ইঁহার চেষ্টা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ বিজ্ঞানভিক্ষুর চেষ্টাও এই সপ্তম বাধার অঙ্গপুষ্টি করিল।

(৮৮) **নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য**। এই সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের আচার্য্য নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ইনি শঙ্করের সমসাময়িক প্রাচীন নীলকণ্ঠের রচিত বেদান্তভাষ্যের সারসংগ্রহ করিয়া ক্রিয়াসার নামক এক ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন, এবং তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত নির্ব্বাণমন্ত্রী "সর্ব্বস্বভূষণ" নামে তাহার উপর এক টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য স্বমতপ্রকাশ ও অদ্বৈতমতের অল্পবিস্তর খণ্ডন করায় ইঁহার চেষ্টাও অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই সপ্তম বাধার পুষ্টিসাধন করিল। ইহার পূর্ব্বে ও প্রাচীন নীলকণ্ঠের পর বসবাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন আচার্য্য বসবপুরাণাদিতে অদ্বৈত-মতের বিরুদ্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, এক্ষণে এই নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বারা তাহাই করিলেন।

যাহা হউক, এই সপ্তম বাধায়, পূর্ব্বের অদ্বৈতবিরোধী সম্প্রদায় ভিন্ন কয়েকটী নূতন সম্প্রদায় দেখা দিল। তাঁহারা বল্লভসম্প্রদায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়, বিজ্ঞানভিক্ষুসম্প্রদায় এবং লিঙ্গায়েৎসম্প্রদায়। এ সময় রামানুজ ও মধ্বসম্প্রদায়ের চেষ্টা পৃথক্‌ভাবে অষ্টমবাধামধ্যে বর্ণিত হইল।

সপ্তমবাধার প্রতীকার।

এক্ষণে এই সপ্তম বাধার প্রতীকারকল্পে যে সমুদয় অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতধুরন্ধর লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা মল্লনারাধ্যাচার্য্য, নৃসিংহ আশ্রম, নারায়ণ আশ্রম, অপ্পয়দীক্ষিত, সদানন্দ যোগীন্দ্র, রামতীর্থ, ভট্টোজীদীক্ষিত, নীলকণ্ঠসূরি ও সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রকে প্রধান বলা যায়। ইঁহাদের পরিচয় এইরূপ—

(৮৯) **মল্লনারাধ্যাচার্য্য**—দক্ষিণ ভারতে কোটীশবংশে ইঁহার এই সময় আবির্ভাব হয়। ইনি অদ্বৈতরত্ন বা অভেদরত্ন নামক গ্রন্থ লিখিয়া দ্বৈতমতখণ্ডন ও অদ্বৈতমত স্থাপন করেন করেন। ইহা শঙ্কর মিশ্রের ভেদরত্নগ্রন্থের খণ্ডন। জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য নৃসিংহ আশ্রম (১৬শ শতাব্দী) অভেদরত্নের উপর তত্ত্বদীপন নামে এক টীকা লিখিয়াছেন। এজন্য ইঁহার কীর্ত্তিও এই সপ্তম বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ইঁহার সময় নৃসিংহ আশ্রমের পূর্ব্বে বলিয়া ১৫শ হইতে ১৬শ শতাব্দী বলা যায়।

(৯০) **নৃসিংহ আশ্রম**—জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য ও রামতীর্থের সতীর্থ। ইনি ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বেদান্ততত্ত্ববিবেক নামক এক গ্রন্থ লেখেন। এতদ্ভিন্ন ইনি পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর ভাবপ্রকাশিকা টীকা, সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা, তত্ত্ববোধিনী, মল্লনারাধ্যের অভেদরত্নের উপর তত্ত্বদীপনটীকা রচনা করেন এবং ভেদধিক্কার, বৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও অদ্বৈতদীপিকা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাবতীয় অদ্বৈতবিরোধী মতের খণ্ডন এবং অদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করেন। এজন্য ইঁহার কীর্ত্তি এই সপ্তমবাধার সম্পূর্ণ প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ইনিই অপ্পয়দীক্ষিতকে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতমত হইতে অদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। ইঁহার সময় সম্ভবতঃ ১৫২৫ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ। উক্ত বেদান্ততত্ত্ববিবেকের উপর জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য অগ্নিহোত্রীর তত্ত্ববিবেচনী নামক এক টীকা আছে।

(৯১) **নারায়ণ আশ্রম**—নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য। ইনি স্বীয় গুরু নৃসিংহ আশ্রমের অদ্বৈতদীপিকার উপর বিবরণটীকা এবং ভেদধিক্কারের উপর সৎক্রিয়া নামক টীকা রচনা করিয়া এই সপ্তমবাধার প্রতীকারে বিশেষ সহায়তা করেন। এই ভেদধিক্কার সৎক্রিয়ার উপর শুদ্ধানন্দশিষ্য ভেদধিক্কারসৎক্রিয়োজ্জ্বলী নামক এক টীকা রচনা করেন। নারায়ণ আশ্রম নাকি মীমাংসক নারায়ণ ভট্টের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই নারায়ণ ভট্ট বৃত্তরত্নাকরের টীকা ও শাস্ত্রদীপিকার টীকা করিয়াছেন এবং ইনিই বর্ত্তমানে বিশ্বনাথের মন্দিরনির্ম্মাতা। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম এবং ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রন্থকার হন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত বৃত্তরত্নাকরটীকা পাওয়া গিয়াছে।

(৯২) **অপ্পয়দীক্ষিত**—রঙ্গরাজ অধ্বরীর পুত্র। ইনি কাঞ্চীর নিকট অডপ্পয়ন্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময় ১৫২০ হইতে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ স্থির হইয়াছে। ইঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বিরল। ইনি ১০৮ খানি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে যেগুলি প্রধান তাহা এই,—অদ্বৈতবেদান্তে—ন্যায়রক্ষামণি, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, বেদান্তকল্পতরুপরিমল ও ন্যায়মঞ্জরী; বৈষ্ণববিশিষ্টাদ্বৈতমতে—ন্যায়ময়ূখমালিকা; শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদে—শিবার্কমণিদীপিকা, রত্নত্রয়প্রকাশিকা ও তাহার ভাষ্য ও মণিমালিকা; দ্বৈতবেদান্তে—ন্যায়মুক্তাবলী ও তাহার ভাষ্য; অলঙ্কারে—চিত্রমীমাংসা, বৃত্তিবার্ত্তিক, জয়দেবের চন্দ্রালোকটীকা ও কুবলয়ানন্দ; মীমাংসায়—বিধিরসায়ন, তাহার ভাষ্য সুখোপযোজনি, উপক্রমপরাক্রম, বাদনক্ষত্রাবলী এবং চিত্রকূট; ব্যাকরণে—বাদনক্ষত্রাবলী; কাব্যে—মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয় ও রামায়ণতাৎপর্য্যনির্ণয়; প্রাকৃতব্যাকরণে—প্রাকৃতচন্দ্রিকা ও তাহার ভাষ্য; দর্শনে—মতসারার্থসংগ্রহ; খণ্ডনে—মধ্বতন্ত্রমুখমর্দ্দন; স্তোত্রাদি—(বিষ্ণুপক্ষে) বরদরাজস্তব, শ্রীকৃষ্ণধ্যানপদ্ধতি, (শিবপক্ষে) শিবানন্দলহরী, শিখরিণীমালা,

শিবতত্ত্ববিবেক (শিখরিণী ভাষ্য) ; (শক্তিপক্ষে)—দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতি, (সূর্য্যপক্ষে) আদিত্যস্তোত্ররত্ন। অপ্পয়ের কীর্ত্তি একাই এই সমস্ত বাধার প্রতীকারে যথেষ্ট বলিতে পারা যায়। পিতার নিকট ইনি শিক্ষালাভ করেন ও নৃসিংহ আশ্রমের নিকট পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমতে দীক্ষিত হন। নারায়ণ আশ্রম ইঁহার সতীর্থ। ইনি প্রথমে শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে অদ্বৈতবাদী হন। কাশীতেই ইনি বাস করিয়াছিলেন।

(৯৩) **সদানন্দ যোগীন্দ্র**—ইঁহার গুরু অদ্বয়ানন্দসরস্বতী। বেদান্তসার ইঁহার গ্রন্থ। ইহার উপর রামতীর্থ, নৃসিংহসরস্বতী ও আপোদেব টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বারা অদ্বৈতবেদান্ত-মতের যথেষ্ট প্রচার হয়, এজন্য এই সপ্তমবাধার প্রতীকারে ইঁহাকেও গ্রহণ করা যায়। ইনি রামতীর্থের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ইঁহার জীবনের মধ্যসময় ১৫০০ খৃষ্টাব্দ বলা যায়, অর্থাৎ ১৫শ হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে বলা যায়। ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র কাশী।

(৯৪) **রামতীর্থ স্বামী**—কৃষ্ণতীর্থ ও জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য। ইঁহার সময় ১৪৭৫ হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মনে হয়। ইনি মধুসূদনের একজন বিদ্যাগুরু ছিলেন। মধুসূদন "শ্রীরামবিশ্বেশ্বর-মাধবানাম্" বলিয়া যে গুরুনমস্কার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাম বলিতে ইনিই বোধ হয়। কিন্তু কেহ কেহ মধুসূদনের শ্রীরামকে পরমগুরু শ্রীরাম সরস্বতী বলেন। কিন্তু শ্রীরামসরস্বতী বলিয়া কাহাকেও বড় পণ্ডিত দেখা যায় না। ইনি সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বিদ্বন্মনো-রঞ্জিনী টীকা, সংক্ষেপশারীরকের টীকা, উপদেশসাহস্রীর টীকা, পঞ্চী-করণের উপর আনন্দজ্ঞানের টীকার টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সপ্তমবাধার যথেষ্ট প্রতীকার করেন। নৃংসিংহাশ্রম ইঁহার সতীর্থ, সুতরাং ইনি অপ্পয়দীক্ষিত হইতেও প্রবীণ। ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র কাশী।

৯৫। **ভট্টোজী দীক্ষিত**—পাণিনি ব্যাকরণের উপর শব্দকৌস্তুভ ও সিদ্ধান্তকৌমুদির জন্য ইনি অতিবিখ্যাত। ব্যাকরণে ইহার গুরু কৃষ্ণদীক্ষিত বা শেষপণ্ডিত। বেদান্তে—ইঁহার গুরু অপ্পয় দীক্ষিত। বেদান্তে তত্ত্বকৌস্তুভ গ্রন্থ এবং নৃসিংহাশ্রমের বেদান্ততত্ত্ববিবেকের উপর বিবরণ নামক টীকা রচনা করিয়া ইনি এই সময় এই সপ্তম বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠ সুবল পণ্ডিত ভট্টোজীকে গুরু বলিয়াছেন; অতএব ১৫৫০ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইঁহার জীবনকাল বোধ হয়। ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র কাশী।

৯৬। **রঙ্গোজী ভট্ট**—ভট্টোজী দীক্ষিতের ভ্রাতা রঙ্গোজী ভট্ট নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতচিন্তামণি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সময় এই সপ্তম বাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন। ইনিও কাশীবাসী ছিলেন।

৯৭। **নীলকণ্ঠ সূরি**—মহাভারতের অদ্বৈতমতে টীকা করিয়া, ও বেদান্তকতক গ্রন্থ লিখিয়া এবং শিবতাণ্ডব তন্ত্রের টীকা প্রণয়ন করিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিলেন। ইঁহার জন্মস্থান মহারাষ্ট্রদেশে গোদাবরী তীরে কর্পূর নামক স্থানে। ইঁহারও আবির্ভাব-কাল এই সময়। কারণ, ইনি শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামীকে মঙ্গলাচরণে প্রণাম করিয়াছেন। ইঁহারও স্থান কাশী ছিল।

৯৮। **সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র**—অপ্পয় দীক্ষিতের সমসাময়িক। ইনি কাঞ্চী মঠের অধিপতি বা তৎসংলগ্ন কেহ ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্ব্বেদ, গুরুরত্নমালিকা ও ব্রহ্মকীর্ত্তন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি। ইঁহার দ্বারা দক্ষিণ দেশে এই সময় অদ্বৈতমতের প্রাধান্য সংরক্ষিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এইরূপে এই সপ্তমবাধার প্রতীকারোদ্দেশে যে সমস্ত অদ্বৈতমতের পণ্ডিতবর্গ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

অষ্টম বাধা। (চরম বাধা)

কিন্তু ইহার প্রায় অব্যবহিত পরেই আবার অন্যদিক্ দিয়া অদ্বৈত-চিন্তাস্রোতে বাধা দেখা দিল। বল্লভসম্প্রদায়ের গিরিধর রায়জী, বালকৃষ্ণজী এবং ব্রজনাথজী এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরায়াচার্য্য, এই বাধার স্থষ্টিকর্ত্তা হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

৯৯। **গিরিধর রায়জী**—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যের পৌত্র এবং বিট্‌ঠলনাথের পুত্র। ইনি শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সময় স্বমতস্থাপন ও অদ্বৈতবেদান্তের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। বল্লভাচার্য্যের সময়—১৪৯৭ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং ইনি ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত বলা যায়। বোম্বাই প্রদেশে নাথদ্বারা বোধ হয় ইহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।

১০০। **বালকৃষ্ণজী**—ইনিও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যের পৌত্র এবং বিট্‌ঠলনাথের পুত্র। ইনি প্রমেয়রত্নার্ণব গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বমতের পোষণ ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইনি গিরিধর রায়জীর ভ্রাতা। সুতরাং ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র বোম্বাই প্রদেশ মনে হয়।

১০১। **ব্রজনাথজী**—ইনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বালকৃষ্ণের শিষ্য। ইনি বল্লভকৃত বেদান্তভাষ্যের উপর মরীচিকা নামে এক অপূর্ব্ব বৃত্তি রচনা করেন। ইহাতে স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন বিশেষ-ভাবেই দৃষ্ট হয়। ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র সুতরাং বোম্বাই প্রদেশই হইবে।

১০২। **ব্যাসরায়াচার্য্য**—মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি অদ্বৈত-মতখণ্ডনে বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। মধ্বের শিষ্য অক্ষোভ্য, তৎশিষ্য জয়তীর্থ, তৎশিষ্য বিদ্যাধিরাজ, তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, তৎশিষ্য বিজয়ধ্বজ, তৎশিষ্য পুরুষোত্তম, তৎশিষ্য সুব্রহ্মণ্য, আর তাঁহার শিষ্য ব্যাসরায় তীর্থ। ইঁহার বিদ্যাগুরু লক্ষ্মীনারায়ণতীর্থ। ইঁহার সময় ১৪৪৬ হইতে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ। মতান্তরে ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উদীপির

উত্তরবাড়ী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইতি স্বমতের সমুদায় গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এবং অদ্বৈতমতের যাবতীয় গ্রন্থ মন্থন করিয়া ন্যায়ামৃত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে অদ্বৈতমত এমন ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে যে, ইহার আর তুলনা হয় না। এতদ্ব্যতীত তিনি জয়তীর্থকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকার উপর তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা নামক এক বৃত্তি রচনা করেন। ইঁহারই অপর নাম মাধ্বচন্দ্রিকা। তৎপরে ভেদোজ্জীবন নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া দ্বৈতমত সমর্থন করেন। ইহার পর ইনি আনন্দতারতম্যবাদ নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুক্তিতেও বিশেষ সিদ্ধি করেন। মন্দারমঞ্জরী গ্রন্থে ইনি মধ্বচার্য্যকৃত উপাধিখণ্ডন, মায়াবাদখণ্ডন, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান এবং তত্ত্বোদ্যোত নামক গ্রন্থের উপর টীপ্পনী সন্নিবেষিত করিয়াছেন। তর্কতাণ্ডব গ্রন্থে ইতি ন্যায়মত খণ্ডন করিয়াছেন। ফলতঃ ব্যাসরায়ের এই কীর্ত্তি অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধা উৎপাদন করিল। এ পর্য্যন্ত অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে যত আপত্তি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যত উঠিতে পারে, ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃতে সে সমস্ত অতি অপূর্ব্বভাবে সন্নিবিষ্ট করা যইয়াছে।

যাহা হউক, এই অষ্টম বাধাটী অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধাই হইল; অধিক কি, ইহার পর যে সব বাধা হইয়াছে, তাহা ইহা অপেক্ষা নিতান্তই দুর্ব্বল—ইহার ছায়া মাত্র।

অষ্টম বাধার প্রতীকার। (চরম প্রতীকার)

এই অষ্টম বাধার প্রতীকারার্থ অদ্বৈতসম্প্রদায়ে একমাত্র মধুসূদনের নাম করা যাইতে পারে। যদিও এ সময় অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতিও এই কার্য্যই করিয়াছেন, তথাপি ইহার প্রকৃত প্রতীকার করিতে পারে নাই। এ প্রতীকার মধুসূদনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যথা—

১০৩। **মধুসূদন সরস্বতী**—ইনি বঙ্গদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার

পিতার নাম পুরোদন পুরন্দরাচার্য্য। মধুসূদনের গ্রন্থের টীকাকারগণের মতে ইহার দীক্ষাগুরু বিশ্বেশ্বরসরস্বতী, বিদ্যাগুরু মাধবসরস্বতী এবং পরমগুরু শ্রীরামসরস্বতী। কিন্তু মধুসূদন স্বকৃতমঙ্গলাচরণে যে শ্রীরামের নাম করিয়াছেন, তিনি শ্রীরামতীর্থ কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। কারণ, বিশ্বেশ্বরসরস্বতী ও শ্রীরামসরস্বতীর কোন কীর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে মাধবসরস্বতীরও কোন গ্রন্থাদি নাই, কিন্তু শ্রীরামতীর্থ একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। শ্রীরামতীর্থের নিকট তিনি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদও আছে। এজন্য শ্রীরাম নাম-দ্বারা দুইজনকেই তিনি প্রণাম করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। আর তাহা হইলে মধুসূদনের বিদ্যাগুরু মীমাংসায় মাধবসরস্বতী, বেদান্তে শ্রীরামতীর্থস্বামী এবং ন্যায়শাস্ত্রে মথুরানাথ তর্কবাগীশ, আর আশ্রমগুরু বিশ্বেশ্বরসরস্বতী এবং পরমগুরু শ্রীরামসরস্বতী বলা যায়।

মধুসূদন বাল্যবয়সেই পণ্ডিত হন। চন্দ্রদ্বীপের রাজার নিকট উপেক্ষিত হইয়া বৈরাগ্যসম্পন্ন হন এবং চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইয়া জীবনযাপনের সংকল্প করিয়া নবদ্বীপে গমন করেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের দর্শন না পাইয়া মথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকট যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং চৈতন্যদেবের মতে একখানি অকাট্য দার্শনিক গ্রন্থ-রচনায় অভিলাষী হন, আর তজ্জন্য কাশী যাইয়া অদ্বৈতমত শিক্ষা করিয়া তাহার খণ্ডন আবশ্যক বিবেচনা করেন। কিন্তু মধুসূদন কাশীতে রামতীর্থের নিকট অদ্বৈতমত অধ্যয়নকালে অদ্বৈতমতে অনুরাগী হন, এবং সন্ন্যাসী হইয়া অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থ রচনা করিয়া ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃতগ্রন্থের প্রতি-অক্ষর খণ্ডন করেন। এ সময় মধুসূদন দণ্ডায়মান না হইলে অদ্বৈত-বাদের স্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠিত। এইরূপে মধুসূদন অদ্বৈতবাদের রক্ষাসাধন করিয়া গীতাটীকা, সংক্ষেপশারীরকটীকা, মহিম্নস্তোত্রটীকা, ভাগবতের টীকা, রাসপঞ্চাধ্যায়টীকা, ভক্তিরসায়ন, বেদান্তকল্পলতিকা,

অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, নির্ব্বাণদশকটীকা সিদ্ধান্তবিন্দু, ঈশ্বরপ্রতিপত্তিপ্রকাশ, আনন্দমন্দাকিনীস্তোত্র কৃষ্ণকুতূহল নাটক, প্রস্থানভেদ, রাজ্ঞ্যস্প্রতিবোধ(?), শাণ্ডিল্যসূত্রটীকা, বেদস্তুতিটীকা, জটাষ্টবিকৃতিবিবৃতি (?), আত্ম-বোধটীকা, হরিলীলাবিবেক, সিদ্ধান্তলেশটীকা (?), এবং সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধান্ত-বর্ণন প্রভৃতি লিখিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ফলতঃ, এই অষ্টম বাধার প্রতীকার একাই মধুসূদন সম্পূর্ণরূপে করিলেন, অধিক কি, অদ্বৈতবেদান্ত মধুসূদনের সহায়তায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। **ইহাই হইল বেদান্তচিন্তাস্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান**। অতঃপর বেদান্তমতে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সমস্তই এই অদ্বৈতসিদ্ধির অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা করিয়া। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধি, এক কথায়, বেদান্তচিন্তার চরম অবস্থা, বেদান্তচিন্তার সর্ব্বশেষ ফল। ইহার সময় ১৫২৫ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দ ধরা যায়। এজন্য "মধুসূদনের সময় ও জীবনচরিত" অংশ দ্রষ্টব্য।

নবম বাধা।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নবম বাধা উপস্থিত হইল। মাধ্বমতে—ব্যাসরায়ের শিষ্যবিশেষ ব্যাসরামস্বামী, শ্রীনিবাসতীর্থ ও বেদেশতীর্থ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে—অনুপনারায়ণ শিরোমণি এবং শ্রীজীবগোস্বামী, নৈয়ায়িকমতে—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামানুজমতে—দোদ্দয় মহাচার্য্য, সুদর্শন গুরু ও বরদনায়ক সূরি, এবং বল্লভমতে—পুরুষোত্তমাচার্য্য, প্রভৃতি মস্তক উত্তোলন করিলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১০৪। **ব্যাসরামস্বামী**—দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরায়ের শিষ্যবিশেষ। ব্যাসরামস্বামী ব্যাসরায়ের আদেশে কাশীধামে মধুসূদনের নিকট ছদ্মবেশে আসিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠপূর্ব্বক ন্যায়ামৃতের উপর তরঙ্গিণী নামক এক টীকা রচনা করিয়া মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি খণ্ডন করেন। এজন্য ইঁহার এই কীর্ত্তি এক্ষণে এই নবম বাধার সৃষ্টি করিল।

১০৫। **শ্রীনিবাসতীর্থ**—দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরায়ের অপর শিষ্য ও যাদবাচার্য্যের দীক্ষাশিষ্য। শ্রীনিবাসতীর্থ ন্যায়ামৃতের উপর "প্রকাশ" নামক এক টীকা রচনা করিয়া মাধ্বমতের পুষ্টি এবং অদ্বৈত-মতের খণ্ডন করিলেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—শ্রীমদ্ব্যাসবিজয়, জয়তীর্থের ন্যায়সুধার বিবৃতি ও তত্ত্বোদ্যোতটীকাবৃত্তি, কৃষ্ণামৃতমহার্ণবের টীকা, তৈত্তিরীয় ও মাণ্ডূক্য উপনিষদ্বৃত্তি। ইনি মঙ্গলাচরণে বেদেশতীর্থের নাম করায় বেদেশতীর্থ ইঁহার প্রায় সমসাময়িক।

১০৬। **বেদেশতীর্থ**—ইনিও দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। শ্রীনিবাস নিজগ্রন্থে মঙ্গলাচরণে ইঁহার নাম করায় ইনি তাঁহার সমসাময়িক। ইনিও জয়তীর্থের তত্ত্বোদ্যোতটীকার উপর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—পদার্থকৌমুদি, কঠ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের বৃত্তি।

১০৭। **অনুপনারায়ণ শিরোমণি**—ইনি চৈতন্যদেবের মতানু-সরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের উপর সমঞ্জসাবৃত্তি নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। এজন্য ইহাকেও অদ্বৈতমতের বিরোধী বলিয়া গণ্য করা যায়।

১০৮। **শ্রীজীবগোস্বামী**—গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের প্রধান আচার্য্য। ইঁহার মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। ইনি চৈতন্যদেবের প্রশিষ্য ও শ্রীরূপগোস্বামীর শিষ্য। ইনি এই সময় ভাগবতের উপর ক্রমসন্দর্ভ টীকা রচনা করিয়া এবং তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, সর্ব্বসম্বাদিনী, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীগোপালচম্পূ, ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়ের টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা, লঘুভাগবতামৃতের টীকা, সংকল্পকল্পবৃক্ষ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃত-শেষ, মাধবমহোৎসব, গোপালতাপনীর টীকা, যোগসারস্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীভাষ্য, ভাবার্থসূচকচম্পূ, শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকাকর-

পদচিহ্ন, লঘুতোষণী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের উপর বিশেষভাবে আক্রমণ এবং বিশেষভাবে স্বমতের পুষ্টিসাধন করেন। যাহা হউক, ইনিও এই নবম বাধায় একজন অগ্রণী। প্রবাদ আছে—ইনিও মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে মহাপ্রভুর রামকেলি গমনের সময়, অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হয়। ইহার গোপালচম্পূ ১৫১২ শকে অর্থাৎ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইনি নাকি ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং অনুমান ১৫১২ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ ইঁহার জীবিতকাল।

১০৯। **বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন**—ইনি ন্যায়মতে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, এবং গৌতমসূত্রবৃত্তির জন্য বিখ্যাত। ইনি শেষ-জীবনে বৈষ্ণবমতে প্রবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে বাস করেন এবং ভেদসিদ্ধি নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিরই এক প্রকার খণ্ডন করেন। এজন্য ইনিও এই নবম বাধার পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার সময় অনুমান ১৫৬৮ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কারণ, গৌতমসূত্রবৃত্তির রচনাকাল তিনি "রসবাণতিথৌ-শকেন্দ্রকালে" অর্থাৎ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন।

১১০। **দোদ্দয় মহাচার্য্য রামানুজদাস**—রামানুজমতে বেদান্তদেশিকের শতদূষণীর উপর চণ্ডমারুত টীকা লিখিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন এবং অদ্বৈতবিদ্যাবিজয় গ্রন্থে মাধ্বমত ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। উপনিষদ্মঙ্গলদীপিকা গ্রন্থে উপনিষদ্বাক্যের ব্যাখ্যা করেন। পারাশর্য্যবিজয় গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিতের ন্যায়মণিরক্ষাগ্রন্থ খণ্ডন করেন। শ্রীভাষ্যের উপর ভাষ্যোপন্যাস লিখিয়া ব্রহ্মসূত্রের অপর ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ও রামানুজকৃত ব্যাখ্যার সঙ্গতি প্রদর্শন করেন। ইহার অপর গ্রন্থ—সদ্বিদ্যাবিজয়, বেদান্তবিজয়, ব্রহ্মবিদ্যাবিজয় ও পরিকরবিজয়। এইরূপে ইঁহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতবেদান্তে এই নবমবাধাকে বিশেষ পুষ্ট করিল। ইনি বাধুল কুলসম্ভূত শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য।

১১১। **সুদর্শনগুরু**—ইনি রামানুজমতের দোদ্দয় মহাচার্য্যের শিষ্য। ইনি নিজ গুরুকৃত বেদান্তবিজয় বা অদ্বৈতবিজয় গ্রন্থের উপর মঙ্গলদীপিকা নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন।

১১২। **বরদনায়ক সূরি**—ইনি চিদচিদীশ্বরতত্ত্বনিরূপণ নামক গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইনি তত্ত্ব-চুলুকের নাম করায় তাহার গ্রন্থকার ১৪শ শতাব্দীর বরদগুরু আচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিতে হইবে। ইহার চেষ্টা এজন্য অদ্বৈতমতে বাধাবিশেষ।

১১৩। **পুরুষোত্তমজী**—শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বল্লভা-চার্য্যের পৌত্র বালকৃষ্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বল্লভকৃত অণুভাষ্যের উপর টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়াছেন। এজন্য ইনিও এই নবমবাধার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন বলিতে হইবে।

যাহা হউক, এইরূপে এই নবমবাধাতে মাধ্ব, রামানুজ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বাধাই বিশেষ প্রবলাকার ধারণ করিল।

নবমবাধার প্রতীকার।

এই নবমবাধার প্রতীকারকল্পে দেখা যায়—অদ্বৈতমতে বলভদ্র, পুরুষোত্তমসরস্বতী, শেষগোবিন্দ, বেঙ্কটনাথ, সদানন্দব্যাস, ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র, নৃসিংহসরস্বতী এবং রাঘবেন্দ্রসরস্বতীর নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১১৪। **বলভদ্র**—মধুসূদন সরস্বতীর শিষ্য। ইঁহারই জন্য মধুসূদন শঙ্করকৃত নির্ব্বাণদশকের উপর সিদ্ধান্তবিন্দু টীকা লিখেন। মাধ্বমতাব-লম্বী ব্যাসাচার্য্যের শিষ্য (ব্যাসরাম) ছদ্মবেশে মধুসূদনের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী রচনাপূর্ব্বক অদ্বৈতসিদ্ধি খণ্ডন করিয়া গুরু-দক্ষিণা দিলে ইনি সিদ্ধিব্যাখ্যা রচনা করিয়া তরঙ্গিণীর উত্তর প্রদান করেন। ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। ইনি অতঃপর সিদ্ধিসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির একটী সারসংকলন করেন। ইনি

বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার সময় ১৫৫০ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইঁহার কীর্ত্তি এই নবমবাধার প্রতীকার বলা যাইতে পারে।

১১৫। **পুরুষোত্তম সরস্বতী**—মধুসূদনের অপর শিষ্য। ইনি মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর একটী টীকা রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও পরকৃত আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইহার চেষ্টাও এই নবমবাধার প্রতীকার বলা যায়।

১১৬। **শেষগোবিন্দ**—ইনি মধুসূদনের অপর শিষ্য এবং ভট্টোজী দীক্ষিতের গুরু কৃষ্ণদীক্ষিতের পুত্র। ইনি আচার্য্য শঙ্করকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহের উপর এক টীকা লিখিয়া এই নবমবাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন।

১১৭। **বেঙ্কটনাথ**—নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ইঁহার শিষ্য ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। বেঙ্কটনাথ গীতার উপর ব্রহ্মানন্দগিরি টীকা লিখিয়া শঙ্কর-মতভিন্ন অপর সকলমতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার অপর গুরু রাম-ব্রহ্মানন্দতীর্থ। ইনি অভিনবশঙ্করাচার্য্য নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। বেঙ্কটনাথের অপর গ্রন্থ—অদ্বৈতরত্নপঞ্জর, মন্ত্রসারসুধানিধি এবং তৈত্তি-রীয় উপনিষদ্‌ভাষ্য। গুরু বিভিন্ন দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন—এই বেঙ্কটনাথ নামে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, ইহার চেষ্টায় নবমবাধার যথেষ্ট প্রতীকার হয়।

১১৮। **সদানন্দব্যাস**—ইনি মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির সার-সংগ্রহ করিয়া সরল পদ্যে অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শঙ্করমন্দারসৌরভ নামক গ্রন্থে শঙ্করচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার চেষ্টাও এই নবমবাধার প্রতীকার বলা যাইতে পারে।

১১৯। **ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র**—ইঁহার পরমগুরু নৃসিংহাশ্রম এবং গুরু বেঙ্কটনাথ। মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেলাঙ্গুড়ি নামক স্থানে ইঁহার

জন্ম হয়। বেদান্তপরিভাষা ও গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর বিদ্বন্মনোরমা নামক টীকা ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। বিদ্বন্মনোরমা টীকাটী ইনি ১০টী টীকা খণ্ডন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর একটী টীকাও লিখিয়াছেন। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য অদ্বৈতবেদান্তকে ইনি এরূপ অকাট্য এবং অপূর্ব্বভাবে ন্যায়পরিষ্কৃত করিয়াছেন যে তাহার তুলনা হয় না। যাহা হউক, এই নবমবাধার প্রতীকারে ধর্ম্মরাজের চেষ্টা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলবতী হইয়াছিল। ইঁহার সময় মধুসূদন বয়োবৃদ্ধ, অর্থাৎ ১৫৭৫ হইতে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের ভিতর ইঁহার জীবনকাল বোধ হয়।

১২০। **নৃসিংহ সরস্বতী**—ইনি কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। সদা-নন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসারের উপর রামতীর্থের টীকা কঠিন বিবেচনা করিয়া ইনি সুবোধিনী নামে এক টীকা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন।

১২১। **রাঘবেন্দ্র সরস্বতী**—অপর নাম রাঘবানন্দ সরস্বতী। ইনি ১৬শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ন্যায় ও মীমাংসায় ইঁহার পাণ্ডিত্য যথেষ্ট বিখ্যাতি লাভ করে। সংক্ষেপশারীরকের উপর বিদ্যামৃতবর্ষিণী নামে এক টীকা লিখিয়া ইনি এই সময় অদ্বৈতবেদান্তের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—ন্যায়াবলীদীধিতি বা মীমাংসাসূত্রদীধিতি, মীমাংসাস্তবক, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর উপর তত্ত্বার্ণব টীকা, মনুসংহিতার টীকা এবং পাতঞ্জলরহস্য। ইনি মনুর টীকায় ১৫শ শতাব্দীর কুল্লুক-ভট্টের টীকার নাম করায় ইনি ১৬শ শতাব্দীতে আবির্ভূত মনে হয়।

যাহা হউক, অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই নবমবাধায় এই কয়জন মহাত্মা যাহা করিলেন, তাহাতে এই বাধা সম্পূর্ণরূপেই প্রশমিত হইয়া গেল।

দশম বাধা।

কিন্তু অচিরে আবার রামানুজ ও মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ মস্তক

উত্তোলন করিলেন এবং তাহার ফলে এই দশম বাধার সৃষ্টি হইল বলা যায়। কারণ, রামানুজসম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনিবাস তাতাচার্য্য, তাতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং বুচ্চিবেঙ্কটাচার্য্য এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের রাঘবেন্দ্রস্বামী প্রভৃতি অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১২২। **শ্রীনিবাসাচার্য্য**—ইনি রামানুজসম্প্রদারে চণ্ডমারুতকার মহাচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার পিতা গোবিন্দাচার্য্য। ইনি ধর্ম্মরাজের বেদান্তপরিভাষার খণ্ডনাভিপ্রায়ে তাহারই অনুকরণে রামানুজমতের সারসংক্ষেপ সংগ্রহ করিয়া যতীন্দ্রমতদীপিকা নামে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার টীকা না থাকায় সম্প্রতি মঃ মঃ পণ্ডিত অভ্যঙ্কর শাস্ত্রী তাহা রচনা করিয়াছেন। ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় দেবরাজাচার্য্যের পুত্র। ইঁহার অপর গ্রন্থ—বেঙ্কটনাথের শতদূষণীর উপর পাদুকাসহস্র নামে টীকা। ইনি যতীন্দ্রমতদীপিকা রচনাকালে যে সব রামানুজ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তাহা এই—

১। দ্রাবিড়ভাষ্য, ২। ন্যায়তত্ত্ব, ৩। সিদ্ধিত্রয়, ৪। শ্রীভাষ্য, ৫। বেদান্তদীপ, ৬। বেদান্তসার, ৭। বেদার্থসংগ্রহ, ৮। ভাষ্য-বিবরণ, ৯। সঙ্গতিমালা, ১০। ষড়র্থসংক্ষেপ, ১১। শ্রুতপ্রকাশিকা, ১২। তত্ত্বরত্নাকর, ১৩। প্রজ্ঞাপরিত্রাণ, ১৪। প্রমেয়সংগ্রহ, ১৫। ন্যায়-কুলিশ, ১৬। ন্যায়সুদর্শন, ১৭। মানযাথাত্ম্যনির্ণয়, ১৮। ন্যায়সার, ১৯। তত্ত্বদীপন, ২০। তত্ত্বনির্ণয়, ২১। সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ২২। ন্যায়-পরিশুদ্ধি, ২৩। ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, ২৪। পরমতভঙ্গ, ২৫। তত্ত্বত্রয়চুলুক, ২৬। তত্ত্বত্রয়নিরূপণ, ২৭। তত্ত্বত্রয়, ২৮। চণ্ডমারুত, ২৯। বেদান্ত-বিজয়, এবং ৩০। পরাশর্য্যবিজয়।

ইহাদের মধ্যে সকল গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল গ্রন্থের নাম পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে ১, ২, ৮, ৯, ১০,

১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৬ গ্রন্থগুলি বোধ হয় নাই। যাহা হউক, এই শ্রীনিবাসের চেষ্টাও এই দশম বাধার একটী যে অঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২৩। **শ্রীনিবাস তাতাচার্য্য**—ইনি রামানুজসম্প্রদায়মধ্যে শ্রীশৈল বা শঠমর্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাধ্বমতের বিরুদ্ধে আনন্দতারতম্যবাদখণ্ডন নামে এক গ্রন্থ লেখেন। ইঁহার অপর গ্রন্থের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, ইঁহার চেষ্টাও এই দশম বাধার পোষক হয়। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ইঁহার দুই পুত্র জন্মে, যথা—শ্রীনিবাসাচার্য্য ও অন্নয়াচার্য্য। উভয়েই বিশেষ পণ্ডিত হন।

১২৪। **তাতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্য**—এই শ্রীনিবাস উক্ত তাতাচার্য্যের পুত্র। ইহার গুরু কৌণ্ডিণ্য গোত্রজ শ্রীনিবাস-দীক্ষিত। ইনি মহাচার্য্যের শিষ্য যতীন্দ্রমতদীপিকাকার কি না জানা যায় নাই। যাহা হউক, ইনি একজন মহা পণ্ডিত হন এবং রামানুজ-মতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ইতি তত্ত্বমার্ত্তণ্ড গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন ও ব্যাসতীর্থের মাধ্বচন্দ্রিকা খণ্ডন করেন। "অরুণাধি-করণসরণিবিবরণীতে" শঙ্করের আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করেন। "ওঙ্কারবাদার্থ" ও "প্রণবদর্পণ" গ্রন্থে ব্যাসতীর্থের উক্ত চন্দ্রিকার ওঙ্কারসংক্রান্তমত খণ্ডন করেন, "জিজ্ঞাসাদর্পণে" রামানুজ-মতের সমর্থন করেন, "জ্ঞানরত্নপ্রকাশিকা" গ্রন্থে উপাসনা ও ধ্যান-বলে মুক্তি হয় বলিয়া শঙ্করমতের খণ্ডন করেন। "বিরোধনিরোধভাষ্য-পাদুকা" গ্রন্থে শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাকালে অদ্বৈতবাদিগণের আক্ষেপের উত্তর দেন। "নয়দ্যুমণি" গ্রন্থে যতীন্দ্রমতদীপিকার অনুকরণে স্বমত বর্ণন করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তচিন্তামণি" গ্রন্থে রামানুজসিদ্ধান্তের সংগ্রহ আছে। "ভেদদর্পণ" গ্রন্থে জীবব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ করা হইয়াছে। "সহস্র-

কিরণী” নামে শতদূষণীর উপর ইনি এক টীকা লিখিয়াছেন। এইরূপে ইনি এই দশম বাধার একজন প্রধান পুরুষ বলা যাইতে পারে।

১২৫। **বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য**—ইনি তাতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ইনি বেদান্তকারিকাবলী গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি এবং অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। এজন্য ইনিও এই দশম বাধার পোষক বলা যায়।

১২৬। **রাঘবেন্দ্র স্বামী**—ইনি মাধ্বমতাবলম্বী একজন মহাধুরন্ধর পণ্ডিত। ইনি ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃতের পুষ্টি না করিয়া জয়তীর্থচার্য্যের গ্রন্থের উপর বৃত্তি করিয়া তাহার পুষ্টিবিধান করেন। ইঁহার গ্রন্থ—মধ্বাচার্য্যের তত্ত্বোদ্যোতের উপর জয়তীর্থের টীকার বৃত্তি; মধ্বাচার্য্যের প্রমাণলক্ষণের উপর জয়তীর্থের ন্যায়কল্পলতাটীকার বৃত্তি; মধ্বভাষ্যের উপর জয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকার উপর ভাবদীপিকা নামে বৃত্তি; জয়তীর্থের বাদাবলীর উপর টীকা, মধ্বাচার্য্যের অনুভাষ্যের উপর জয়তীর্থের ন্যায়সুধার উপর তত্ত্বমঞ্জরী নামে বৃত্তি, এবং গীতা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্যাখ্যা। রাঘবেন্দ্রের এই কীর্ত্তি মাধ্বমতের যেমন পুষ্টিসাধন করিল তদ্রূপ অদ্বৈতমতেরও বিশেষ খণ্ডন করিল। এজন্য ইঁহার এই চেষ্টা অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে একটী প্রধান বাধা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ফলতঃ এই দশম বাধাটী বড় কম বাধা হইল না।

দশম বাধার প্রতীকার।

এক্ষণে এই দশম বাধার প্রতীকারকল্পে যাঁহাদের নাম করা যাইতে পারে, তাঁহারা এই—রামকৃষ্ণাধ্বরী, পেড্ডা দীক্ষিত, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ তীর্থ, শিবরামাচার্য্য, জগদীশতর্কালঙ্কার, অচ্যুত কৃষ্ণানন্দতীর্থ, আপোদেব, রামানন্দ সরস্বতী, কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, সদানন্দ কাশ্মীরী, রঙ্গনাথাচার্য্য, নরহরি এবং দিবাকর প্রভৃতি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১২৭। **রামকৃষ্ণাধ্বরী**—ইনি ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের পুত্র। ইনি পিতার বেদান্তপরিভাষার উপর শিখামণি টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত-মতের পুষ্টি ও বিরোধী মতের খণ্ডন করেন। এজন্য ইঁহার চেষ্টা এই দশম বাধার প্রতীকার স্বরূপ বলা যায়। ইঁহার সময় ১৬৭৫ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইবে বোধ হয়।

১২৮। **পেড্ডা দীক্ষিত**—ইঁহার অপর নাম হৃষীকেশ দীক্ষিত। ইনি কৌশিকগোত্রীয় রঙ্গনাথ অধ্বরীর পৌত্র ও শিষ্য। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ দীক্ষিত। ইনি তাঞ্জোর দেশে কন্দরমাণিক্যগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বিদ্যাগুরু ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। ইনি ধর্ম্ম-রাজের বেদান্তপরিভাষার উপর "প্রকাশিকা" নামে অতি উত্তম একটী টীকা করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ ছন্দোবিচিত্তিবৃত্তি। ইঁহার কীর্ত্তিও এই দশম বাধার প্রতীকার স্বরূপ বলা যায়।

১২৯। **ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী**—ইঁহার বিদ্যাগুরু শিবরামাচার্য্য এবং নারায়ণ তীর্থ এবং আশ্রমগুরু পরমানন্দ সরস্বতী। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার গুরু নবদ্বীপের হরিরাম সিদ্ধান্তবাগীশ। ইঁহার সহপাঠী মহা-নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির চন্দ্রিকা টীকা করিয়া মাধ্বমতাবলম্বী ব্যাসরামকৃত ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর অকাট্য খণ্ডন করেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে তিনি মীমাংসক খণ্ডদেবের মত এবং গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িকের মতও বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার এই খণ্ডন এমনই অকাট্য খণ্ডন যে, ইহার আর উত্তর হয় না। ব্রহ্মানন্দের চিন্তামধ্যে অপূর্ব্বতা নিতান্ত অসাধারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

অদ্বৈতসিদ্ধির উপর ইনি দুই টীকা করেন; একটী লঘুচন্দ্রিকা, অপরটী বৃহচ্চন্দ্রিকা। কেহ বলেন বৃহচ্চন্দ্রিকা শিবরামের কৃত। তন্মধ্যে লঘুচন্দ্রিকাই এখন সুলভ। ইঁহার অপর গ্রন্থ—শঙ্করের নির্ব্বাণদশকের

উপর মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুটীকার উপর ন্যায়রত্নাবলী। ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি—সূত্রমুক্তাবলী, অদ্বৈতচন্দ্রিকা, অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন ও মীমাংসাচন্দ্রিকা প্রভৃতি। মধুসূদনের বার্দ্ধক্যে ইনি যুবক। সুতরাং ইঁহার সময় ১৫৭৫ হইতে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ হইবে। ব্রহ্মানন্দের একার চেষ্টাই এই দশম বাধা প্রতীকারের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল।

১৩০। **নারায়ণ তীর্থ**—ইনি ব্রহ্মানন্দের বিদ্যাগুরু। ইঁহার গুরু শিবরাম তীর্থ, বাসুদেব তীর্থ এবং রামগোবিন্দ তীর্থ। চিৎলে ভট্টের প্রকরণ গ্রন্থপাঠে জানা যায়—ইনি ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থের উপর টীকা করিয়াছেন, যথা—১০৮ উপনিষদের টীকা, জগদীশতর্কালঙ্কারের শব্দশক্তিপ্রকাশিকার উপর টীকা, উদয়নের কুসুমাঞ্জলীর উপর টীকা, রঘুনাথের চিন্তামণিদীধিতির উপর টীকা, বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদের উপর টীকা, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর টীকা, পাতঞ্জল যোগসূত্রের উপর টীকা, মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর টীকা, বেদান্তবিভাবনা নামক গ্রন্থ, শাণ্ডিল্যসূত্রের উপর ভক্তি-চন্দ্রিকা টীকা, কুমারিলের মতে ভাট্টভাষাপ্রকাশিকা টীকা, ইত্যাদি। ইঁহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতমতকে এ সময় খুব সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এজন্য এই দশম বাধার প্রতীকারে ইহার চেষ্টাও প্রধান।

১৩১। **শিবরাম আশ্রম**—ইনিও ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরু। লঘুচন্দ্রিকায় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—এই গ্রন্থের কর্ত্তা শিবরামবর্ণী আমরা কেবল লেখক। রত্নপ্রভা টীকাকার রামানন্দ সরস্বতী শিবরামকে গুরু বলিয়া মান্য করিয়াছেন। কেহ বলেন—অদ্বৈতসিদ্ধির বৃহচ্চন্দ্রিকা টীকা শিবরামই করিয়াছেন। ইঁহারও সময় সুতরাং নারায়ণতীর্থেরই সময়। যাহা হউক, ইঁহার কীর্ত্তিও এই দশম বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করিল।

১৩২। **জগদীশ তর্কালঙ্কার**—মহামতি জগদীশ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয়—ইহা পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। ইনিও অদ্বৈতমতে গীতার

টীকা রচনা করায় ইঁহার কীর্ত্তিও এই দশম বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ইঁহার সময় সপ্তদশ শতাব্দী। যেহেতু গদাধর ভট্টাচার্য্যের যুবক অবস্থায় ইনি বৃদ্ধ। গদাধরের সময় ১৬০৪ হইতে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ। অতএব ১৫৬০ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইঁহার জীবন হইবে।

১৩৩। **অচ্যুতকৃষ্ণানন্দ তীর্থ**—ইঁহার বিদ্যাগুরু স্বয়ংজ্যোতিঃ সরস্বতী। স্বয়ংজ্যোতির গুরু অদ্বৈতানন্দ। অচ্যুতকৃষ্ণানন্দতীর্থ কাবেরী তীরে নীলকণ্ঠেশ্বর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের উপর কৃষ্ণালঙ্কার নামক এক অপূর্ব্ব টীকা করিয়াছেন। ইহার অন্য গ্রন্থ—তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের উপর বনমালা টীকা। ইঁহার কীর্ত্তি এই দশম বাধার প্রতীকার বলা যাইতে পারে।

১৩৪। **আপোদেব**—ইনি মীমাংসায় বিখ্যাত পণ্ডিত। মীমাংসান্যায়প্রকাশ গ্রন্থ ইঁহার বিখ্যাত। ইঁহার পিতা অনন্তদেব, পিতামহ ১ম আপোদেব, এবং প্রপিতামহ একনাথ। ইঁহার অপর গ্রন্থ—সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বালবোধিনী টীকা। ইনি তত্ত্বদীপন-কার অখণ্ডানন্দের নাম করায় এবং বেদান্তসারের টীকা করায় ইনিও এইরূপ সময়েই আবির্ভূত বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকার স্বরূপ হয়।

১৩৫। **রামানন্দ সরস্বতী**—ইনি গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনিই ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর রত্নপ্রভা টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ পঞ্চপাদিকাবিবরণোপন্যাস, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী, রত্নপ্রভার উপর কৃষ্ণানন্দের এক টীকা আছে। ইঁহার কীর্ত্তি এই বাধার নিবারণে একটী বিশেষ সহায় হয়। অনেকের ধারণা ইঁহার গুরু গোবিন্দানন্দই রত্নপ্রভা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভুল। রামানন্দ গুরুরূপে শিবরামের এবং নৃসিংহাশ্রমের নাম করিয়াছেন। শিবরামের সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ইঁহারও সময় ঐ সপ্তশত শতাব্দী।

রত্নপ্রভামধ্যে আনন্দজ্ঞানের উল্লেখ আছে। সরলভাবে সংক্ষেপে সকল কথা বর্ণন করিয়া সকলের সকল আক্রমণের উত্তর দিয়া এরূপ টীকা আর কেহই বোধ হয় করেন নাই। মাধ্ব ও রামানুজ প্রভৃতির সূত্রব্যাখ্যার যথার্থতা কত, তাহা এই রত্নপ্রভা দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

১৩৬। **কৃষ্ণনন্দ সরস্বতী**—ইঁহার গুরু—বাসুদেব যতীন্দ্র ও পরম গুরু—রামভদ্র সরস্বতী। ইনি শ্রীভাষ্য খণ্ডন্ করিয়া সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনিই রত্নপ্রভার উপর টীকা করিয়াছেন।

১৩৭। **কাশ্মীরী সদানন্দ স্বামী**—ইতি অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ রচনা করিয়া পরমতসমূহের উপর দশটী মুদ্গর প্রহার করিয়াছেন। ইনি আনন্দজ্ঞানের ভাষ্যটীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহার কীৰ্ত্তি এই বাধার বিশেষ প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ইঁহারও সময় ১৭শ শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত হয়।

১৩৮। **রঙ্গনাথাচার্য্য**—ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর একখানি বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। বৃত্তির প্রারম্ভে বিদ্যারণ্য ও নৃসিংহাশ্রমের নাম করায় ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দের পর ইঁহার সময় হইবে। নৃসিংহাশ্রমের তত্ত্ব-বিবেকের রচনা কাল ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার কীৰ্ত্তিও এই বাধার প্রতীকার করে।

১৩৯। **নরহরি**—ইনি বোধসার নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। এজন্য ইঁহার কীৰ্ত্তিও এই বাধার প্রতীকারবিশেষ বলা যায়। ইঁহার শিষ্য—পণ্ডিত দিবাকর ইঁহার উপর টীকা রচনা করিয়ছেন। নরহরি মধুসূদনের ভক্তি-রসায়নের শ্লোককে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এজন্য ইঁহার সময়ও এই সপ্তদশ শতাব্দী হইবে, মনে হয়।

১৪০। **দিবাকর**—ইনি নরহরির শিষ্য এবং নরহরির বোধ-

সারের উপর টীকা লিখিয়া ইঁহার প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য ইঁহার দ্বারাও এই দশম বাধার প্রতীকার সাধিত হয়।

যাহা হউক, এইরূপে এই সব মহাত্মগণের যত্নে অদ্বৈতবেদান্ত-স্রোতের এই দশম বাধার সম্পূর্ণ প্রতীকার হয় বলিতে হইবে।

একাদশ বাধা।

এইরূপে দশম বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই অপর বাধার আবির্ভাব হইল। ইহাতে মাধ্বসম্প্রদাদের বনমালী মিশ্র, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের পরিচয় এইরূপ—

১৪১। **বনমালী মিশ্র**—ইনি মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য। প্রায় এই সময় ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি বনমালা বা পঞ্চভঙ্গী নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বমতের সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে ন্যায়ামৃত, তাহার প্রতিবাদ অদ্বৈতসিদ্ধি, তাহার প্রতিবাদ তরঙ্গিণী ও তাহার প্রতিবাদ লঘুচন্দ্রিকার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া পরিশেষে পঞ্চম নিজ বক্তব্য বলিয়াছেন। এজন্য ইহা এক্ষণে অদ্বৈত-মতে একটী বাধা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইঁহার সময় ব্রহ্মানন্দের পর বলিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী বলা হয়।

১৪২। **বলদেব বিদ্যাভূষণ**—বালেশ্বর জেলায় খাণ্ডায়ত কুলে ইঁহার জন্ম হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য গৌরীদাস, তৎশিষ্য হৃদয়ানন্দ, তৎশিষ্য শ্যামানন্দ, তৎশিষ্য রসিকমুরারী, তৎশিষ্য নয়নানন্দ, তৎশিষ্য রাধাদামোদর, তৎশিষ্য বলদেব। কেহ বলেন—ইনি ব্রাহ্মণ, কেহ বলেন—ইনি বৈশ্য। ইঁহারও সময় সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে ব্রহ্মসূত্রের উপর গোবিন্দভাষ্য, দশখানি উপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য রচনা করিয়া গৌড়ীয়-মতে আচার্য্যপদবী প্রাপ্ত হন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—গোবিন্দভাষ্যের

উপর বিবৃতি—সিদ্ধান্তরত্ন ও তাহার টীকা, প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তটীকা, শ্রীজীবগোস্বামীর ষট্সন্দর্ভগ্রন্থের টীকা, ভাগবতটীকা, স্তবমালাভাষ্য, লঘুভাগবতামৃতটীকা, গোপালতাপনীয়ভাষ্য, ছন্দকৌস্তুভভাষ্য, সাহিত্যকৌমুদী, ব্যাকরণকৌমুদী, নাটকচন্দ্রিকাটীকা, চন্দ্রালোকটীকা, কাব্যকৌস্তুভ, সিদ্ধান্তদর্পণ প্রভৃতি। ইঁহার শিক্ষাগুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে স্তবমালার টীকা করেন। জয়পুরে গলতার গাদিতে দ্বিতীয় জয়সিংহের সমক্ষে এক অদ্বৈতবাদীর সহিত বিচারে ইনি জয়ী হন এবং স্বমতের বেদান্তভাষ্য দেখাইবার জন্য এক রাত্রে উহা রচনা করেন। এই জয়সিংহ ১৭২১ হইতে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লির মহম্মদ শার অধীনে প্রথমে মথুরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং ইহার সময় অষ্টাদশ শতাব্দী। মাধ্বসম্প্রদায়ের পীতাম্বরের নিকট ইনি মাধ্বদর্শন পড়েন। গৌড়ীয় মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামীর মতের সহিত ইহার মতের কিছু ভেদ আছে। শ্রীজীবের মত অপেক্ষা ইহার মতে মাধ্বমতের দ্বৈতগন্ধ অধিক। যাহা হউক, অদ্বৈতমতের ইনি বিশেষ শত্রুতাই করেন।

১৪৩। **বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী**—ইনি বলদেব বিদ্যাভূষণের শিক্ষাগুরু। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য লোকনাথ, তৎশিষ্য নরোত্তম, তৎশিষ্য গঙ্গানারায়ণ, তৎশিষ্য কৃষ্ণচরণ, তৎশিষ্য রাধারমণ এবং তৎশিষ্য বিশ্বনাথ। নদীয়া দেবগ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার গ্রন্থ—১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। চমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটন (খণ্ডকাব্য) ৪। গীতাবলী, ৫। অলঙ্কারকৌস্তুভ টীকা, ৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা, ৭। উজ্জ্বলনীলমণি টীকা, ৮। ললিতমাধব টীকা, ৯। বিদগ্ধমাধবনাটক টীকা, ১০। দানকেলিকৌমুদী টীকা, ১১। চৈতন্যচরিতামৃত টীকা, ১২। ব্রহ্মসংহিতা টীকা, ১৩। গীতা টীকা, ১৪। ভাগবত টীকা, ১৫। কৃষ্ণভাবনামৃত (মহাকাব্য) ১৬। গৌরগণ

চন্দ্রিকা, ১৭। গোপালতাপনীয় টীকা, ১৮। স্তবামৃতলহরী অর্থাৎ (ক) গুরুদত্তাষ্টক, (খ) মন্ত্রদাতৃগুর্ব্বষ্টক, (গ) পরমগুর্ব্বষ্টক, (ঘ) পরাৎপরগুর্ব্বষ্টক, (ঙ) পরমপরাৎপরগুর্ব্বষ্টক, (চ) লোকনাথাষ্টক, (ছ) শচিনন্দনাষ্টক, (জ) গোপালদেবাষ্টক, (ঝ) মদনমোহনাষ্টক, (ঞ) গোবিন্দাষ্টক, (ট) গোপীনাথাষ্টক, (ঠ) গোকুলানন্দাষ্টক, (ড) স্বয়ংভগবদষ্টক, (ঢ) রাধাকুণ্ডাষ্টক, (ণ) জগন্মোহনাষ্টক, (ত) বৃন্দাদেব্যষ্টক, (থ) নন্দীশ্বরাষ্টক, (দ) বৃন্দাবনাষ্টক, (ন) গোবর্দ্ধনাষ্টক, (প) শ্যামকুণ্ডাষ্টক, (ফ) সুরতকথামৃত (আর্য্যশতক) (ব) স্বরূপচরিতামৃত (ভ) স্বপ্নবিলাসামৃত, (ম) রাধিকাধ্যানামৃত, (য) রূপচিন্তামণি, (র) নিকুঞ্জবিরুদাবলী (ল) অনুরাগবল্লী, ১৯। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ২০। ভাগবতামৃতকণা, ২১। উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, ২২। রসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ২৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ২৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, ২৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী, ২৬। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূকাব্য টীকা, ২৭। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা টীকা, ২৮। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, ২৯। গোপীপ্রেমামৃত, ৩০। সাধ্যসাধনকৌমুদী, ৩১। মন্ত্রার্থদীপিকা, ৩২। গৌরাঙ্গলীলামৃত, ৩৩। বৈষ্ণবভাগবতামৃত, প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের পুষ্টিসাধন ও প্রসঙ্গতঃ অদ্বৈতমতখণ্ডন করেন। এজন্য ইঁহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতবেদান্ত-স্রোতে এই একাদশ বাধার পুষ্টি করিল। ইনি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহারও সময় ১৬৫৪ হইতে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়।

১৪৪। **রাধামোহন গোস্বামী**—গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে ইনি একজন আচার্য্য। ইনি জীবগোস্বামীর তত্ত্বসন্দর্ভাদির উপর টীকা রচনা করেন। সুতরাং অদ্বৈতমতের খণ্ডনও করেন। ইহার চেষ্টাও এই বাধার অন্তর্গত বলা যায়। রাধামোহন অদ্বৈতের সন্তান। অদ্বৈতের পর বলরাম, তাহার পর মধুসূদন, এবং তাহার পর রাধামোহন। সুতরাং ইহার সময় বলদেবের সময় বা তাঁহার কিছু পূর্ব্বে।

যাহা হউক, এই একাদশ বাধায় ইঁহাদিগকে প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। রামানুজসম্প্রদায়ে যে কেহ ছিলেন না, তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় দশম ও কতক দ্বাদশ বাধার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

একাদশ বাধার প্রতীকার।

এক্ষণে এই একাদশ বাধার প্রতীকারকল্পে বহু আচার্য্যেরই আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা—বিট্ঠলেশোপাধ্যায়, অমরদাস উদাসীন, মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী, ধনপতি সূরি, শিবদাস, সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী, ভাস্কর দীক্ষিত, হরি দীক্ষিত এবং আয়ন্ন দীক্ষিত প্রভৃতি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১৪৫। **বিট্ঠলেশোপাধ্যায়**—ইনি গুর্জ্জর ব্রাহ্মণ। ইনি নব্যন্যায়ে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধির পক্ষপ্রতিপক্ষের কথা সবিশেষ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকার উপর বিট্ঠলেশী নামক এক অতি অপূর্ব্ব টীকা রচনা করেন। এ পর্য্যন্ত অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টীকা প্রভৃতির যত প্রতিবাদ হইয়াছে, ইনি সে সকলের সমাধান করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিকে অকাট্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার একার এই চেষ্টাই এই বাধার সম্যক্ প্রতীকার করিল। ইনি রত্নগিরির নিকট রাজাপুরের অন্তর্গত কশলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষ পটবর্দ্ধনোপাধি গোবিন্দ ভট্ট। বিট্ঠল তাঁহার নবম বা দশম পুরুষ। মাধব বনমালী মিশ্রের বনমালা গ্রন্থের আক্রমণ ইনি নিরাস করিয়াছেন। ইহার সূক্ষ্মদর্শন, বিচারপটুতা ও সত্যনিষ্ঠা মনে হয় পূর্ব্ববর্ত্তী সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধির চরম অভিব্যক্তি বোধ হয় এই স্থলেই শেষ হইয়াছে। ইহার পর যাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে খণ্ডনমণ্ডন করিয়াছেন, তাহা, পরস্পর পরস্পরকে কতকটা না বুঝিয়াই করিয়াছেন—ইহাই দেখা যায়।

১৪৬। **উদাসীনস্বামী অমরদাস**—ইনি বেদান্তপরিভাষার টীকা শিখামণির উপর মণিপ্রভা টীকা রচনা করেন। এইরূপে ইঁহার চেষ্টা এই বাধার প্রতীকারবিশেষ হইল।

১৪৭। **মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী**—ইঁহার গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ। ইনি তত্ত্বানুসন্ধান ও তাহার টীকা অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ রচনা করেন। ইঁহার এই কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকারে সহায় হয়।

১৪৮। **ধনপতি সুরি**—ইনি "রামেষহীন্দুসংবৎসরে" অর্থাৎ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে গীতার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা নামক টীকা রচনা করিয়া শঙ্কর-মতেরই উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকা রচনা করিয়া এবং পদ্মপাদবিরচিত প্রাচীন শঙ্করবিজয়ের লুপ্তা-বশিষ্ট অংশ সেই টীকামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া এবং ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার যত্নও এই একাদশবাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ধনপতির পিতা—রামকৃষ্ণ বা রামকুমার এবং গুরু—বালগোপাল তীর্থ।

১৪৯। **শিবদাস আচার্য্য**—ইনি বেদান্তপরিভাষার উপর পদার্থদীপিকা টীকা করিয়া এই বাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন। ইহার অপর নাম শিবদত্ত। ইনি ধনপতি সূরির পুত্র। ইনি "গোত্রাঙ্গবসুতারেশমিতে" অর্থাৎ ১৮৬৭ সংবতে সুতরাং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ঐ টীকা লেখেন। ইহার অগ্রপশ্চাৎ ৪০ বৎসরে সম্ভবতঃ ইনি জীবিত ছিলেন। অতএব ১৭৭০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ ইহার সময় বোধ হয়।

১৫০। **সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী**—ইহার গুরু পরমশিবেন্দ্র সরস্বতী। একমতে ইনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাঞ্চী কামকোটি পীঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু পদুকোটার রাজা—বিজয় রঘুনাথ টোণ্ডামানের রাজত্বকালে (১৭৩০—১৭৬৯ খৃঃ) ইনি

ছিলেন বলিয়া ১৬৭৫—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ইহার জীবিতকাল বলিতে হইবে। ইনি সিদ্ধযোগী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইহার গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের উপর ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা নামক বৃত্তি, আত্মবিদ্যাবিন্যাস, ১২খানি উপনিষদের দীপিকা টীকা, সিদ্ধান্তকল্পবল্লী, অদ্বৈতরসমঞ্জরী, যোগসূত্রের উপর যোগসুধাসার নামক বৃত্তি, সিদ্ধান্তলেশসার—কবিতাকল্পবল্লী প্রভৃতি। ইহার কীর্ত্তি এই বাধার প্রতীকারে বিশেষ হেতু হইয়াছিল।

১৫১। **ভাস্কর দীক্ষিত**—১৬৮৪ হইতে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রসিদ্ধ। ইহার গুরু সম্ভবতঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনকার কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী। ইনি সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনের উপর রত্নতুলিকা টীকা রচনা করেন। ইনিও এই বাধার প্রতীকারে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

১৫২। **আয়ন্ন দীক্ষিত**—ইনি ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয় গ্রন্থ লিখিয়া ব্যাসের মত যে অদ্বৈতবাদ তাহাই প্রতিপন্ন করেন। এজন্য ইহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকাররূপ হয়।

১৫৩। **হরি দীক্ষিত**—ইনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে রামরায়ের অনুরোধে ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করমতে অতি সরল এক বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈতমত-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। এজন্য এই বাধার প্রতীকারকল্পে ইহার চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

যাহা হউক, এইরূপে এই কয়জন মহাত্মার চেষ্টায় এই একাদশ বাধা নির্ম্মূল হইল বলা যায়।

দ্বাদশ বাধা।

ইহার কিছুদিন পরে অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এইবার দ্বাদশ বাধা উপস্থিত হইল। ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ বাধা হইলেও ইহাতে উভয় পক্ষে বহু মহাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—রামানুজমতে—মহীশূর অনন্তাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী, কাঞ্চীর প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য, মাধ্বমতে—সত্যধ্যানতীর্থ ও গৌড়গিরি বেঙ্কট-

রমণাচার্য্য, ন্যায়মতে—মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, আর্য্যসমাজী দয়ানন্দ সরস্বতী, শাক্তমতে মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন, ইত্যাদি। ইহাদের পরিচয় এইরূপ—

১৫৪। **মহীশূর অনন্তাচার্য্য**—ইনি রামানুজসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত হইয়া "ন্যায়ভাস্কর" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মধুসূদনের অদ্বৈত-সিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকাদি খণ্ডন করেন। ভূতপূর্ব্ব শৃঙ্গেরীর স্বামী সচ্চিদানন্দ শিরাভিনব নৃসিংহভারতীর পিতা শতকোটী রামশাস্ত্রীর সহিত ইহার বিচার হওয়ায় ইনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৯শ শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। ইহার চেষ্টায় এই দ্বাদশ বাধার সৃষ্টি হইল।

১৫৫। **মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী**—ইনি কাশীধামে রামানুজমতের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামানুজের বেদার্থসারসংগ্রহের উপর স্নেহপূর্ত্তি নামক টীকা করিয়া অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ খণ্ডন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভাষ্য ও রামানুজীয় বেদান্ত-সার প্রভৃতির ভূমিকামধ্যেও অদ্বৈতমতের খণ্ডনচেষ্টা করেন। ইহার চেষ্টাও এই দ্বাদশবাধার পুষ্টি করে। ইনিও ১৯।২০শ শতাব্দীর লোক।

১৫৬। **কাঞ্চীর প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য**—ইনি এই সময় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কাশীতে রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত লিখিত বিচার করেন। বেদান্ত ও মীমাংসার এক-শাস্ত্রত্বমীমাংসা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর শাস্ত্রদীপিকার ভূমিকোক্ত বেদান্ত ও মীমাংসার একশাস্ত্রত্বখণ্ডনের খণ্ডন করেন। এজন্য ইহার চেষ্টাও এই বাধার পুষ্টি করিল।

১৫৭। **মাধ্বস্বামী সত্যধ্যানতীর্থ**—ইনি উদীপির উত্তরবাড়ী মঠের অধীশ্বর। ইনি বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী, রামসুব্বাশাস্ত্রীর মাধ্ব-চন্দ্রিকাখণ্ডনের খণ্ডন "চন্দ্রিকাখণ্ডন" নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমত

খণ্ডন করেন। ইনিও ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং দিগ্বিজয় করিয়াও কাশীতে অদ্বৈতমতখণ্ডনের চেষ্টা করেন, এজন্য ইহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে এই দ্বাদশ বাধাস্বরূপ বলা যায়।

১৫৮। **গৌড়গিরি বেঙ্কটরমণাচার্য্য**—ইনি মহীশূর ব্যাসরায় মঠের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি রামসুব্বাশাস্ত্রীর মাধ্বচন্দ্রিকাখণ্ডনের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া চন্দ্রিকাপ্রকাশপ্রসর নামক গ্রন্থ লেখেন। এজন্য ইহার চেষ্টাও এই বাধায় যোগদান করে।

১৫৯। **মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন**—ভট্টপল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীবাসকালে ইনি ন্যায়মতে "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" এবং "মায়াবাদনিরাস" গ্রন্থ লেখেন। ইনি ন্যায়মতে গদাধর ও শিরোমণিরও ন্যূনতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য ইহার চেষ্টাও এই দ্বাদশ বাধা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

১৬০। **দয়ানন্দ স্বামী**—ইনি আর্য্যসমাজের নেতা। ইনি বহু স্থানে বহু বিচার করিয়া কলিকাতায় ও চুচুড়ায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত লিখিয়া বিচার করেন, এবং কাশীতে বিশুদ্ধানন্দের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বেদভাষ্যাদি নানা গ্রন্থ লিখিয়া ইনি অদ্বৈতমতের বিরোধিতা করেন। এজন্য ইহার চেষ্টাও এই দ্বাদশ বাধার মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কাটিয়ারোড, মার্ভিতে ১৮২৪ খৃঃ তে ইহার জন্ম এবং আজমীরে ১৮৮৩ খৃঃ তে বিপক্ষকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগের ফলে মৃত্যু হয়।

১৬১। **মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চাননতর্করত্ন**—ভট্টপল্লীনিবাসী নানাশাস্ত্রের পণ্ডিত। ইনি দ্বৈতোক্তিরত্নমালা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর শাক্তভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিরোধিতা করেন। ইহার অপর গ্রন্থ—বৈশেষিক সূত্রের উপর পরিস্কার, সাংখ্যকারিকার উপর পূর্ণিমা টীকা প্রভৃতি। ইহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে বাধাবিশেষ বলা হয়।

যাহা হউক, এইরূপে এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে উপরি উক্ত মহাত্মাগণ অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে এই দ্বাদশ বাধার সৃষ্টি করিলেন বলা যায়।

দ্বাদশ বাধার প্রতীকার।

এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারকল্পে যে সব অদ্বৈতবাদিগণ লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা মঃ মঃ রামসুব্বাশাস্ত্রী, মঃ মঃ রাজুশাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পণ্ডিতপ্রবর তারাচরণ তর্করত্ন, পণ্ডিতপ্রবর রঘুনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর দক্ষিণামূর্ত্তি-স্বামী, মঃ মঃ সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী, মঃ মঃ লক্ষণশাস্ত্রী, মঃ মঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, শান্ত্যানন্দ সরস্বতী, মঃ মঃ পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী, কাকারাম শাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর রাজেশ্বর শাস্ত্রী, মঃ মঃ ধর্ম্মদত্ত ঝা, পণ্ডিত চন্দ্রধর ভট্ট বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, কেশবানন্দ ভারতী এবং পণ্ডিতপ্রবর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, ইত্যাদি।

১৬২। **মহামহোপাধ্যায় রামসুব্বাশাস্ত্রী**—ইনি দক্ষিণ-ভারতে কুম্ভকোণমের নিকট তিরুবিশলুর সাহাজী মাহারাজ পুরম্ গ্রামে আবির্ভূত হন। ইনি ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। ইনি রামানুজী মহীশূর অনন্তাচার্য্যকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন ন্যায়ভাস্করের খণ্ডন করেন এবং ব্যাসতীর্থের মাধ্বচন্দ্রিকার খণ্ডন করেন। ইনি এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি এই দ্বাদশ বাধার বিশেষ প্রতীকার করেন।

১৬৩। **মহামহোপাধ্যায় রাজুশাস্ত্রী**—চম্পকারণ্যবাসী রাজু শাস্ত্রী বা ত্যাগরাজ মণিরাজ, তাঞ্জোরের নিকট মান্নারকুড়িগ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনিও ন্যায়াদিশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হন। ইনিও রামানুজী মহীশূর অনন্তাচার্য্যের ন্যায়ভাস্করের খণ্ডন করিয়া ন্যায়েন্দুশেখর নামক গ্রন্থ রচনা করনে। ইনি ৯০।৯৫ বৎসরে ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইনিও এই দ্বাদশ বাধার বিশেষ প্রতীকার করেন।

১৬৪। **তারানাথ তর্কবাচস্পতি**—ইনি কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত লিখিয়া বিচার করেন। ইহার জন্য দয়ানন্দ বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করেন নাই। এজন্য ইনিও এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন। ইনিও ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন।

১৬৫। **মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন**—ইনি বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বস্থলীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও সর্ব্বশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। ইহার কৃত বেদান্তপরিভাষার আশুবোধিনী টীকা এই বাধার প্রতীকাররূপ বলা যায়। এতদ্ব্যতীত ইনি স্মৃতি ও মীমাংসা প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন। ইনিও ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন।

১৬৬। **তারাচরণ তর্করত্ন**—ভট্টপল্লীনিবাসী তারাচরণ তর্করত্ন মঃ মঃ রাখালদাস ন্যায়রত্নের ভ্রাতা। ইনি ন্যায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হন। ইহার পিতা সীতানাথ এবং পুত্র মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ইনিও দয়ানন্দকে কাশীতে ও চুচুড়ায় দুইবার পরাজিত করেন। ইহার গ্রন্থ—কাননশতকম্, রামজন্মভানম্, শৃঙ্গাররত্নাকরম্, মুক্তিমীমাংসা ও ঈশোপনিষদের বিমলাভাষ্য। খণ্ডনপরিশিষ্টম্ গ্রন্থে ইনি ন্যায়মত খণ্ডন করেন এবং পরমাণুবাদখণ্ডনেও তাহাই দৃঢ় করেন। এতদ্ব্যতীত সাকারোপাসনাবিচার, নীতিদীপিকা, কলাতত্ত্বম্ এবং বৈদ্যনাথ স্তোত্রম্—গ্রন্থেরও ইনিই প্রণেতা। ইহার কীর্ত্তিও এজন্য এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়।

১৬৭। **রঘুনাথ শাস্ত্রী**—ইনি বোম্বাই অঞ্চলে কোলাপুর নগরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ন্যায় ও বেদান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন এবং শঙ্করপাদভূষণ নামক শাঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর টীকা করিয়া রামানুজ ও মাধ্বমতের খণ্ডন করেন। ইনি অসাধারণ তার্কিক ছিলেন

এবং সকলকেই বিচারে আহ্বান করিতেন। ইনি কখনও কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই। ইনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইহার কীর্ত্তি এই দ্বাদশ বাধার বিশেষ প্রতীকার করে।

১৬৮। **দক্ষিণামূর্ত্তি স্বামী**—ইনি কাশীধামে হনুমানঘাটে বাস করিতেন। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধাঞ্জন নামক একখানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ যাবতীয় মত অতি সুন্দরভাবে খণ্ডন করেন। ইনি ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার কীর্ত্তিও এই দ্বাদশ বাধার বিশেষ প্রতীকার করে।

১৬৯। **মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী**—ইনি মহীশূরের নঞ্জনগুড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাশীধামেই বাস করিয়াছিলেন। নীলদেও পন্থের নিকট ইনি বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং শৃঙ্গেরীর ভূতপূর্ব্বস্বামী অভিনবসচ্চিদানন্দ নৃসিংহভারতীর ভ্রাতা এবং শতকোটী রামশাস্ত্রীর পুত্র লক্ষ্মীনৃসিংহ শাস্ত্রী এবং তারাচরণ তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি পূর্ব্বোত্তরমীমাংসার সম্বন্ধ, অধ্যাসবাদ এবং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিবিচার প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি এবং মাধ্ব ও রামানুজমতের খণ্ডন করেন। ইহারই জামাতা মঃ মঃ লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার দেহান্ত হয়।

১৭০। **মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়**—রামসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ইহার পিতা। ইনি ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসায় এই সময় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত। কাশীধামেই ইহার বাস। [illegible] খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসারভূমিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী-টীকার ভূমিকা রচনা করিয়া রামানুজাদিমতের খণ্ডন করেন ও অদ্বৈত-মতের পুষ্টি করেন। বঙ্গদেশে ইনিই অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচার করেন। ইনি মঃ মঃ কৈলাসশিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং মঃ মঃ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ইনিও এই দ্বাদশ বাধার যথেষ্ট

প্রতীকার করেন। ইনি স্বেচ্ছায় কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ ত্যাগ করেন।

১৭১। **মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী**—ইনি মালাবার দেশীয় ব্রাহ্মণ। নুরনি পালঘাট তালুকে ১৮০৯ শকে ইহার জন্ম হয়। পিতার নাম সুব্রহ্মণ্য উপাধ্যায়। ইহার গুরু মঃ মঃ পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী এবং রামসুব্বাশাস্ত্রীর শিষ্য বেঙ্কটসুব্বা শাস্ত্রী। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্ম্মতসংগ্রহ মধ্যে মাধ্বমত খণ্ডন করেন। অদ্বৈতদীপিকাগ্রন্থে মাধ্ব-সত্যধ্যানমূর্ত্তি এবং গৌড়গিরি বেঙ্কটরমণাচার্য্যকৃত রামসুব্বাশাস্ত্রীর ও রাজুশাস্ত্রীর মাধ্বচন্দ্রিকাখণ্ডনমণ্ডনের খণ্ডন করেন। রামানুজী প্রতি-বাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্যকৃত একশাস্ত্রত্বসমর্থনের খণ্ডন করেন। অদ্বৈত-সিদ্ধি, বেদান্তদর্শন, ভাট্টদীপিকা, শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকায় রামানুজাদিমতের খণ্ডন করেন। বেদান্তপরিভাষার টীকা করিয়া ও তাহার ভূমিকার মধ্যে রামানুজ ও মাধ্বমতের খণ্ডন করেন। ইহার অপর গ্রন্থ—বিবাহসময়মীমাংসা, অব্ধিযাননির্ণয়, কর্ম্মপ্রদীপব্যাখ্যা, মীমাংসা-শাস্ত্রসার ও ধর্ম্মপ্রদীপ। ইহার কীর্ত্তিও এই দ্বাদশ বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করে। মীমাংসা ও বেদান্তে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

১৭২। **কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী**—ইনি কাশীধামে ব্রহ্মঘাটে বাস করিতেন। ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া এই বাধার প্রতীকার করেন। ইহার গ্রন্থ—ব্রহ্মবিচার, ধর্ম্মবিচার ও নীতিবিচার। ইনি মাধ্ব ও রামানুজমতই বিশেষভাবে খণ্ডন করেন।

১৭৩। **শান্ত্যানন্দ সরস্বতী**—ইনি মাদ্রাজ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও দ্বারকা মঠের শঙ্করাচার্য্য হন। ইনি পঞ্চীকরণটীকা ও বেদান্তপরিভাষার টীকা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি করেন এবং বিরোধী মতের নিরাস করেন। ইহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৭৪। **মহামহোপাধ্যায় পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী**—ইনি তাঞ্জোরের নিকট পড়রানরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গুরু রাজুশাস্ত্রী ও সুন্দর শাস্ত্রী। ইনিও মহীশূর অনন্তাচার্য্যকৃত অদ্বৈতসিদ্ধিব্রহ্মানন্দীর খণ্ডন ন্যায়ভাস্করের খণ্ডন করিয়াছেন। শতকোটী নামক গ্রন্থে "অন্তস্তদ্ধর্ম্মাধিকরণে" এক শত পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বিরুদ্ধমত খণ্ডন করেন। ইনি ৭০ বৎসর বয়সে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার কীর্ত্তিও এই বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করে।

১৭৫। **কাকারাম শাস্ত্রী**—ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি শঙ্করানন্দের আত্মপুরাণের উপর এক অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত-মতের পুষ্টিসাধন ও এই দ্বাদশ বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করেন। ইনিও কাশীবাসী ছিলেন এবং এই ১৯শ শতাব্দীতেই আবির্ভূত হন।

১৭৬। **রাজেশ্বর শাস্ত্রী**—ইনি মঃ মঃ লক্ষণশাস্ত্রীর পুত্র। ইনি ন্যায়াচার্য্য ও বেদান্তাদি বহু শাস্ত্রের পারদর্শী। ইনি প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্যের সহিত কাশীতে লিখিয়া বিচার করিয়াছিলেন। ইনি সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর দিনকরীর উপর রামরুদ্রীর অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। ইনি এখন কাশীর উদীয়মান পণ্ডিত। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার গুরু মঃ মঃ বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য।

১৭৭। **মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মদত্ত ঝাঁ**—ইঁহার অপর নাম বাচ্চা ঝাঁ। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি মধুসূদনের গীতার টীকার উপর টীকা লিখিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার কীর্ত্তিও এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারবিশেষ। ইনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ আজ ৪।৫ বৎসর দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—ব্যুৎপত্তি-বাদের টীকা—গূঢ়ার্থতত্ত্বালোক, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার টীকা; সিদ্ধান্তলক্ষণের ক্রোড়পত্র প্রভৃতি।

১৭৮। **চন্দ্রধরভট্ট বেদান্ততীর্থ**—ইনি মঃ মঃ চন্দ্রকান্ত তর্কা-

লঙ্কারের শিষ্য ও শেরপুরগ্রামে ইঁহার নিবাস। ইনি মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের মায়াবাদখণ্ডন ও অদ্বৈতবাদনিরাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এজন্য ইঁহার কীর্ত্তিও এই দ্বাদশবাধার প্রতীকারবিশেষ।

১৭৯। **রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ**—ইনি বর্দ্ধমানরাজের সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের দ্বৈতোক্তিরত্নমালার প্রতিবাদ করেন। এজন্য ইঁহাকেও এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারকারকের মধ্যে গ্রহণ করা যায়।

১৮০। **কেশবানন্দ ভারতী**—ইনি কনখল মুণিমণ্ডল মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি দিগ্বিজয়াদি করিয়া এবং শঙ্করের বিবেকচূড়ামণির উপর একখানি উপাদেয় টীকা লিখিয়া এই দ্বাদশবাধার প্রতীকার করেন। ইনি ৪।৫ বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৮১। **পণ্ডিতপ্রবর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ**—ময়মনসিং জেলার সুসঙ্গ দুর্গাপুর নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা পণ্ডিত শ্রীজগচ্চন্দ্র বাগ্‌চী। বিদ্যাগুরু মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রী দ্রাবিড়। ইনি এই অদ্বৈতসিদ্ধির উপর এই বালবোধিনী টীকা রচনা করিয়া এই দ্বাদশবাধার প্রতীকার করিতেছেন। ইনি এক্ষণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক।

ইহাই হইল অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের অতিসংক্ষিপ্ত আংশিক ইতিহাস। ইহাতে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি বা খণ্ডন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের গ্রন্থাদি এখনও সহজপ্রাপ্য বা প্রসিদ্ধ তাঁহাদেরই নামাদি উল্লিখিত হইল। নচেৎ হিন্দি, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রী, তেলিগু, তামিল ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় এই বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উল্লেখ করা হইল না। অথবা যাঁহারা গ্রন্থ রচনা না করিয়া অধ্যাপনা ও বিচারাদি দ্বারা বেদান্তচিন্তার পুষ্টি

করিয়াছেন, তাঁহাদেরও উল্লেখ করা হইল না। আমাদের দেশ যেরূপ উৎপাত-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া বহুকাল হইতে আত্মরক্ষামাত্র করিয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহার কোন সম্পদের সমগ্র ইতিহাস সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব। আজকাল প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে, আর তাহার ফলে অনেক পুস্তকাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আর তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ইহা সংকলিত হইল। এই ইতিহাস রচনায় পথপ্রদর্শক অবশ্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, তিনি এত ব্যক্তির পরিচয় না দিতে পারিলেও তিনি আচার্য্যগণের মতবাদ অনেকটা দিয়া গিয়াছেন। মনে হয় অতঃপর যদি কোন মনীষী চেষ্টা করেন, তবে ইহার পূর্ণতাসাধন ও ত্রুটী সংশোধিত হইতে পারিবে। অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

বেদান্তসাহিত্যে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান।

যাহা হউক, অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা এই ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে সেই বিশেষত্বটী কি তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ, এই আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান অদ্বৈতচিন্তার পথে সর্ব্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত—অদ্বৈতচিন্তার স্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান সর্ব্বাপেক্ষা সুগভীর, সুপ্রশস্ত ও প্রশান্ত। কারণ, অদ্বৈতবস্তু সিদ্ধ করিতে হইলে তাহা যতদূর উত্তমরূপে, অভ্রান্ত ও অকাট্যভাবে বলিতে পারা যায়, তাহাই ইহাতে বর্ণিত আছে। সহস্র বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র সিদ্ধ বা সিদ্ধকল্প অদ্বৈত আচার্য্যগণ যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিষ্কার ইহাতে আছে। সহস্র বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র পণ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে যত কথা বলিতে পারেন, তাহার সারসংক্ষেপ ইহাতে আছে। অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহা, এতদপেক্ষা

আর উভয়রূপে বলিতে বা ভাবিতেও পারা যায় না। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় বিরোধী ও অবিরোধী গ্রন্থের সারসংগ্রহ-স্বরূপ, যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তার ভাণ্ডার বিশেষ। কেবল তাহাই নহে—অদ্বৈতসিদ্ধির পরবর্ত্তী যত অনুকূল ও প্রতিকূল গ্রন্থ হইয়াছে, আর তাহা যখনই প্রকৃত পণ্ডিতোচিত হইয়াছে, তখনই সেই সব গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের সম্পর্কিত গ্রন্থবিশেষ হইয়াছে। তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা-টীপ্পনী বা তাহাদের খণ্ডনগ্রন্থ হইয়াছে। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধিতে সে সব কথাও বর্ত্তমান। অদ্বৈতসিদ্ধি যেন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অদ্বৈতসংক্রান্ত অনুকূল ও প্রতিকূল যাবতীয় বিচারের ভাণ্ডার বা আকর বিশেষ।

অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচারে স্তরভেদ।

প্রথম স্তরে আমরা দেখিতে পাই মাধ্বমতাবলম্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্যাসরাজস্বামী শঙ্করভাষ্য, পঞ্চপাদিকা, বিবরণ, ভামতী, কল্পতরু, খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য, ন্যায়মকরন্দ ও চিৎসুখী প্রমুখ যাবতীয় অদ্বৈতবাদের গ্রন্থরাশি মন্থন করিয়া ন্যায়ামৃত গ্রন্থ রচনা করেন, আর মধুসূদন তদপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া সেই ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক কথারই খণ্ডন করিলেন।

দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখিতে পাই ব্যাসাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বিবৃতি করিয়া ন্যায়ামৃত প্রচারার্থ "প্রকাশ" নামক এক অতি উত্তম টীকা করিলেন, ওদিকে ব্যাসরাজের অপর শিষ্য ব্যাসরাম, মধুসূদনের নিকট ছদ্মবেশে যাইয়া অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িয়া অদ্বৈতসিদ্ধি খণ্ডন করিয়া তরঙ্গিণী নামক টীকা লিখিলেন।

তৃতীয় স্তরে আমরা দেখিতে পাই মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র সিদ্ধি-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া এবং প্রশিষ্যস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ও শিবরাম বর্ণী অদ্বৈতসিদ্ধির উপর যথাক্রমে লঘুচন্দ্রিকা ও বৃহচ্চন্দ্রিকা নামক টীকা

রচনা করিয়া ন্যায়ামৃতের "প্রকাশ" ও "তরঙ্গিণী" এই উভয় টীকার খণ্ডনকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

চতুর্থ স্তরে আমরা দেখিতে পাই ইহার কিছু পরে বনমালী মিশ্র মাধ্বমতে এবং মহীশূর অনন্তাচার্য্য রামানুজমতে, যথাক্রমে ন্যায়ামৃত-সৌগন্ধ বা বনমালা ও ন্যায়ভাস্কর রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির উক্ত চন্দ্রিকাটীকা খণ্ডন করিলেন।

পঞ্চম স্তরে আমরা দেখিতে পাই বিট্ঠলেশ উপাধ্যায় লঘুচন্দ্রিকার উপর বিট্ঠলেশী নামক এক টীকা করিয়া, রামসুব্বা শাস্ত্রী ন্যায়ভাস্কর-খণ্ডন নামক গ্রন্থ লিখিয়া, এবং রাজুশাস্ত্রী ন্যায়েন্দুশেখর নামক গ্রন্থ লিখিয়া এবং পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী ন্যায়ভাস্করখণ্ডন নামক গ্রন্থ লিখিয়া বনমালী মিশ্রের এবং অনন্তাচার্য্যের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন।

পরিশেষে **ষষ্ঠ স্তরে** দেখা যাইতেছে—মাধ্বস্বামী সত্যধ্যানতীর্থ ও রামানুজী প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য বাধাপক্ষে, এবং মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও পণ্ডিতপ্রবর রাজেশ্বর শাস্ত্রী এবং যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ প্রভৃতি প্রতীকারপক্ষে এখনও প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধি লইয়াই এখনও বেদান্তবিচার চলিতেছে।

অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠের আবশ্যকতা।

যাহা হউক আচার্য্য শঙ্করপ্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যধারার মধ্যে যেমন অপ্পয়দীক্ষিতের পরিমলটীকা এবং রামানন্দসরস্বতীর রত্নপ্রভাটীকা শেষ গ্রন্থ, তদ্রূপ প্রকরণগ্রন্থের ধারার মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি শেষ প্রধান গ্রন্থ। প্রকরণগ্রন্থের ধারার মধ্যে এতদপেক্ষা সম্পূর্ণাবয়ব ও অকাট্য গ্রন্থ আর হয় নাই। স্বাধীনভাবে অদ্বৈততত্ত্বনির্ণয়ের জন্য ন্যায়ের সূক্ষ্মতাসহকারে এখন যিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহা এই অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাটীপ্পনী প্রভৃতিই হইতেছে এবং বিরুদ্ধে যিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহা এই অদ্বৈতসিদ্ধিরই খণ্ডনগ্রন্থের কোন টীকাটীপ্পনী প্রভৃতিই

হইতেছে। অদ্বৈতসিদ্ধিই এখন অদ্বৈততত্ত্ববিচারের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ ও চরম অবলম্বন। অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টীকাপ্রভৃতি আলোচনা করিলে অদ্বৈতমতের অনুকূল ও প্রতিকূল কোন কথাই অজ্ঞাত থাকে না, এবং নূতন কল্পনারও অবকাশ থাকে না। উপরে যে ইতিহাস সংকলিত হইল, উহা আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে।—অদ্বৈতসিদ্ধির ইহাই বিশেষত্ব। বেদান্তশাস্ত্রে চরম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, ন্যায়ের সূক্ষ্মতাসহকারে বেদান্তসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমানে অদ্বৈতসিদ্ধির জ্ঞানভিন্ন পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব কি না।

এখন যদি কেহ মনে করেন—অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইবার পূর্ব্বে কি তাহা হইলে কাহারও বেদান্তজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই? তাঁহাদের কি মুক্তিও সুতরাং হয় নাই? অতএব অদ্বৈতসিদ্ধির এই উপযোগিতা-কথন কেবল প্রশংসামাত্র। বস্তুতঃ, এরূপ কথা মধ্যে মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়।

কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায়—দুই শ্রেণীর ব্যক্তি এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধি বুঝিবার জন্য যেরূপ শ্রম স্বীকার আবশ্যক, তাহা করিতে অসমর্থ বা অন্য কারণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এক শ্রেণী, এবং বিরুদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অপর শ্রেণী। কিন্তু, চর্চ্চা করিলে সামর্থ্য জন্মে বলিয়া অসমর্থগণের জন্য এবং অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহারা জানিতে পারিলে তাঁহাদের অনিচ্ছা দূর হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের জন্য—ইহার উত্তরদান আবশ্যক। যাঁহারা ভাবপ্রবণ-স্বভাব বা স্বমতে দুরাগ্রহসম্পন্ন অথবা বিরুদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অনিচ্ছুক কিংবা গুরুপদিষ্ট সাধনবিশেষে নিষ্ঠাধিক্যবশতঃ অনিচ্ছুক, তাঁহাদের এরূপ আপত্তির উত্তর দান অনাবশ্যক।

যাহা হউক, এক কথায় ইহার উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি যে সময়ে জন্ম-

গ্রহণ করেন, তিনি সেই সময়ের প্রভাব কখনই অতিক্রম করিতে পারেন না। তৎকালোচিত ভ্রম ও সংশয় তাঁহার চিত্ত অবশ্যই অধিকার করিবে, আর তজ্জন্য তাদৃশভ্রমসংশয়ের নাশের জন্য তদুপযুক্ত যুক্তিবিচারের আবশ্যকতা অনিবার্য্যই হইবে। যেমন রোগ তাহার তেমনি ঔষধই আবশ্যক হয়।

পূর্ব্বে লোকের মন সরল ও শুদ্ধ ছিল, সুতরাং উপনিষদাদি ও তাহাদের ভাষ্যাদি গ্রন্থই তাঁহাদের মনের সংশয় ও ভ্রম দূর করিতে যথেষ্ট সমর্থ ছিল। যত দিন যাইতেছে, কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই আমাদের ভ্রম ও সংশয় এবং ততই তজ্জন্য তাহার সংস্কার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে এবং ততই সাম্প্রদায়িকতা ও দুরাগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সেই দৃঢ়তর সংশয় ও ভ্রমপ্রবণতাপ্রভৃতি নিবারণের জন্য ন্যায়-পরিষ্কৃত দৃঢ়তর যুক্তির শরণ গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে, আর তাহারই ফলে অদ্বৈতসিদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে। আর তাহাতেও যখন যথেষ্ট হয় নাই, তখন তাহারই টীকাটীপ্পনীপ্রভৃতির আবশ্যক হইতেছে। (তবে এই টুকুই অদ্বৈতসিদ্ধির বিশেষত্ব যে, কালপ্রভাবে চিত্তমলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধিরই টীকাটীপ্পনীর জন্ম হইতেছে, অন্য গ্রন্থের আবশ্যকতা হইতেছে না, বা অপর এতদপেক্ষা উপযোগী গ্রন্থও রচিত হয় নাই।) অদ্বৈতসিদ্ধির সন্তানই—অদ্বৈতসিদ্ধির বিস্তারই, সেই রোগের ঔষধ হইতেছে। বস্তুতঃ, এই জন্যই এই সময়ে যে সমস্ত বিচারপ্রিয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে অদ্বৈতসিদ্ধির অনিবার্য্য উপযোগিতাই আছে। (অদ্বৈতসিদ্ধির বহু পূর্ব্বকালে বেদান্তজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য বা মুক্তির জন্য অদ্বৈতসিদ্ধির আবশ্যকতা ছিল না বটে, কিন্তু বর্ত্তমানকালে অদ্বৈতসিদ্ধির জ্ঞান বেদান্তজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য এবং সেই জ্ঞানপ্রযুক্ত মুক্তির জন্য জ্ঞানমার্গিগণের পক্ষে বিশেষভাবেই প্রয়োজন—ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।)

বস্তুতঃ, (যে সমস্ত অদ্বৈতজ্ঞানমার্গী, অদ্বৈতসিদ্ধির যুক্তিবিচার অবগত না হইয়া প্রাচীন ভাষ্যাদি অবলম্বনে মনন নিদিধ্যাসন করিতে থাকেন, তাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বারা খণ্ডিত পূর্ব্বপক্ষসমূহ শুনিলে এবং সেই সকল পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনকারিগণের সঙ্গে পড়িলে যে নিজ অবলম্বিত মার্গে সংশয়ান্বিত হইয়া ক্রমে অনাস্থাসম্পন্ন হইয়া থাকেন, এবং কখন কখন সম্প্রদায়ত্যাগ পর্য্যন্তও করেন, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।) আবার তাঁহারাই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন শ্রবণ করিলে, স্ব-মার্গে উৎসাহসম্পন্ন হন এবং বিপরীত সঙ্গ ত্যাগ করেন, ইহাও সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, আমরা এই মধুসূদনেরই জীবনরচিতমধ্যে দেখিতে পাইব যে, তিনি প্রথমে দ্বৈতবাদী থাকিয়া পরে অদ্বৈতবাদ আলোচনার ফলে অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। অতএব বর্ত্তমানে যে সব সত্যপ্রিয় বিচারপ্রবণ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার আবশ্যকতা অনিবার্য্য—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের বেদান্তজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য, আর তজ্জন্য তাঁহাদের মুক্তির নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠ যে অত্যাবশ্যক—ইহাতে কোন সন্দেহই নাই বলিতে হইবে।

বিচারশীল ব্যক্তির অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রন্থখানি এতই ন্যায়বিচারবহুল যে, ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে ইহা বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু সে দোষ আমাদেরই, সে দোষ গ্রন্থের নহে। আর পরিশ্রম করিলে সে দোষ নিবারণ করা যায় বলিয়া হতাশ হইবারও কোন কারণ দেখা যায় না। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কখন পরিশ্রমকাতর হইতে পারেন না। অতএব এরূপ অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে কোন্ সত্যানুরাগী বিচারশীল ব্যক্তির প্রবৃত্তি না জন্মিবে? সত্যপ্রিয় বিচারপরায়ণ ব্যক্তির এ গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

অদ্বৈতসিদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—অদ্বৈতসিদ্ধিরই এইরূপ স্তরে স্তরে বিস্তার হইতেছে, অন্য গ্রন্থের এরূপ বিস্তার হইতেছে না কেন? ইহার এরূপ বিশেষত্বের হেতু কি?

ইহার উত্তর এই যে, যে সময়ে ন্যায়ের ভাবগত ও ভাষাগত সূক্ষ্মতা তাহার চরমসীমায় উঠিয়াছে, সেই সময়ে সেই ন্যায়ের সূক্ষ্মতার সাহায্যে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত পথে ইহা রচিত হইয়াছে, অতএব বেদান্ত-বিচারের জন্য ইঁহাকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করা হইতেছে। অপর কোন গ্রন্থই 'এরূপ' ন্যায়ানুমোদিত পথে রচিত নহে। ইহার এত আদর এই জন্যই হইয়াছে এবং হইতেছে। ন্যায়ের উপযোগিতা, মানবমনের যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, কোন কালেই উপেক্ষিত হইতে পারে না। অদ্বৈতসিদ্ধির এই বিশেষত্বের ইহাই হেতু। ইতিপূর্ব্বে ন্যায়াচার্য্য মহামতি উদয়নাদির সময় ন্যায়ের যে সূক্ষ্মতা, তাহাতে ভাবগত সূক্ষ্মতাই অধিক হইয়া গিয়াছে। ভাষা ও ভাবগত—উভয়গত সূক্ষ্মতার চরমসীমা মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় হইতে রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ তর্কবাগীশের সময়ের মধ্যেই হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি সেই সময়ের অব্যবহিত পরেই রচিত। এজন্য ইহাতে ন্যায়ের ভাবগত ও ভাষাগত সূক্ষ্মতার চরম অবস্থা পূর্ণমাত্রায় স্থানলাভ করিয়াছে। তাহার পর সেই সূক্ষ্মতাসহকারে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত পথে বিচার, অদ্বৈতসিদ্ধিতে যে ভাবে আছে, এমন আর কোন গ্রন্থেই নাই। বিচারে পক্ষপ্রতিপক্ষ-প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া যেরূপ যথাবিধি বিচার করিতে হয়, ইহাতে ঠিক্ সেইরূপেই বিচার করা হইয়াছে। এই উভয় কারণে অদ্বৈতসিদ্ধি অতীত গ্রন্থরাজি হইতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, আর পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। ইহাই অদ্বৈত-সিদ্ধির উক্ত বিশেষত্বের হেতু।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থকারপরিচয়।

গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপরিচয়ের পর গ্রন্থকারের পরিচয়লাভ আবশ্যক। কিন্তু এই গ্রন্থকারের পরিচয়লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা আবশ্যক এবং তৎপরে তাঁহার জীবনচরিত্র আলোচ্য হওয়াই উচিত।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কিছুই পাওয়া যায় নাই, যাহাতে গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল ও তিরোভাবকাল ঠিক্ ঠিক্ জানিতে পারা যায়। গ্রন্থকার নিজ কোন গ্রন্থে নিজের পরিচয় বা তাঁহার আবির্ভাবকালের কোন নির্দ্দেশই করেন নাই। এজন্য অন্য উপায়ে তাঁহার আবির্ভাব-কাল ও তিরোভাবকাল নির্ণয় করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায়—গ্রন্থকার যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "সিদ্ধান্তবিন্দু" নামক একখানি গ্রন্থ আছে। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যে সকল সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে সিদ্ধান্তবিন্দুর একখানি পুথি আছে। উহাতে উঁহার লিপিকাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"নবাগ্নিবাণেন্দুমিতে শকাব্দে" ইত্যাদি।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, আচার্য্য মধুসূদনসরস্বতী মহাশয় ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্বেই তিনি একজন প্রবীণ গ্রন্থকার। কারণ, এই গ্রন্থখানি তিনি তাঁহার "বলভদ্র" নামক এক শিষ্যের হিতার্থে রচনা করিতেছেন—ইহা তিনিই লিখিয়াছেন। অতএব বলা যাইতে পারে, ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জীবনের অন্ততঃপক্ষে শেষভাগ, অথবা ইহার পূর্ব্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আর তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ **১৫২৭-১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম** বলিতে

হয়। যেহেতু শিষ্যের জন্য পুস্তকরচনা নবীন পণ্ডিতবয়সে ততটা সম্ভব-পর হয় না, এবং অপরকর্ত্তৃক ইহার অনুলিপিও ইহার অগ্রে প্রায় এক প্রকার অসম্ভব হয়। আর দেহান্তের পর অনুলিপি হইলে, প্রবাদানুসারে তাঁহার ১০৭ বৎসর জীবন হওয়ায় ১৬১৭ – ১০৭=**১৫০৭ হইতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়ে** তিনি জন্মিয়াছিলেন—বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একটী প্রবন্ধে লিখিতেছেন—নারায়ণ ভট্ট মধুসূদনকে ও ভেদধিক্কারকার নৃসিংহাশ্রমকে (মীমাংসাশাস্ত্রীয় ?) কোন বিচারে পরাজিত করিতেছেন, এইরূপ একটী প্রবল প্রবাদ আছে। এই নারায়ণের রচিত বৃত্তরত্নাকর-ভাষ্য ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং নৃসিংহাশ্রমের "বেদান্ততত্ত্ববিবেক" ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত। এই নৃসিংহাশ্রম মহামতি অপ্পয় দীক্ষিতকে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই অপ্পয় দীক্ষিত ১৫২০-১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ (মতান্তরে ১৫৫০-১৬২২ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহা মায়লাপুরনিবাসী মহালিঙ্গ শাস্ত্রীর মত। ওদিকে অপ্পয় দীক্ষিতকে মধুসূদন "সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য" বলিয়া সম্মান করিতেছেন। সুতরাং মধুসূদন, অপ্পয়দীক্ষিত হইতে অন্ততঃ পক্ষে ১০ বৎসর কনিষ্ঠ হইবেন, অর্থাৎ তাহা হইলে প্রায় **১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্মসময় হয়।** আর তাহা হইলে বৃদ্ধ নারায়ণ ভট্টের নিকট যুবক মধুসূদনেরও পরাজয় অসম্ভব হয় না। নারায়ণ ভট্ট ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্তরত্নাকরভাষ্য লিখিলে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম ও ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ বৎসর পরে ৮০ বৎসরে মৃত্যু ধরা যায়। অর্থাৎ নারায়ণ ভট্টের জীবন ১৪৯৫-১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ বলা যাইতে পারে। আর উক্ত বিচার ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে হইলে, অর্থাৎ নারায়ণ ভট্টের প্রায় ৬৫ বৎসরে উহা হইলে মধুসূদনের প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে উক্ত বিচার ঘটে। এ সময় অপ্পয়ের বয়স তাহা হইলে প্রায় ৪০ বৎসর ও নৃসিংহাশ্রমের বয়স প্রায় ৫০ বৎসর

ধরিয়া নৃসিংহাশ্রমের জন্ম ১৫৪৭—৫০ = ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ ধরা যায়। আর মধুসূদন ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে তিনি ১৫৯৩তে মৃত ও প্রায় ১০ বৎসরের প্রবীণ অপ্পয়কে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য বলিতে পারেন। অতএব এতদনুসারে **মধুসূদনের জন্ম** ১৬১৭ – ৯০ = **১৫২৭ খৃষ্টাব্দের** সন্নিহিতকালে ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ—

মধুসূদনের	জন্ম	১৫৩০	মৃত্যু	১৬৩৭ (বা ১৫২৭—১৬৩৪)
অপ্পয়ের	„	১৫২০	„	১৫৯৩
নারায়ণভট্টের	„	১৪৯৫	„	১৫৭৫
নৃসিংহাশ্রমের	„	১৪৯৭	„	১৫৭৭

আর ১৫৬০ খৃঃতে নৃসিংহাশ্রম ও নারায়ণের বিচার হওয়ায়—বিচারকালে

মধুসূদনের	বয়স—৩০	বৎসর
অপ্পয়ের	„ —৪০	„
নারায়ণের	„ —৬৫	„
নৃসিংহাশ্রমের	„ —৬৩	„

আর সিদ্ধান্তবিন্দুর লিখনকাল ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে—

মধুসূদনের	বয়স—৮৭ বা ৯০ বৎসর
অপ্পয়ের	„ —৯৭ বা ১০০ „

অর্থাৎ অপ্পয় ইহার ২৪ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন—এইরূপই হয়। আর এরূপ হইলে **১৫২৭-১৫৩০ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিতকালে মধুসূদনের জন্ম** ধরা অসঙ্গত হয় না।

আর বেদান্তী নৃসিংহাশ্রম মীমাংসক অপ্পয়কে পরাজিত করেন বলিয়া তাহার পরিশোধ, মীমাংসক নারায়ণভট্ট, যদি নৃসিংহাশ্রমকে পরাজিত করিয়া লয়েন, তাহাও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহাশ্রমের পরাজয় ধরিলে অপ্পয়ের পরাজয় ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ধরা যায়, তখন অপ্পয় ৩৫ বৎসর বয়স্ক হন। বস্তুতঃ, ইহাও অসঙ্গত হয় না।

তৃতীয়তঃ দেখা যায়—একটী প্রবাদ আছে যে, কাশীধামে তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় শাস্ত্রোপদেশ দিতেন। তাহাতে কাশীর পণ্ডিতগণ তুলসীদাসের নিকট অনুযোগ করিয়া বলিতেন—"আপনি সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দেন না কেন"? তাহাতে তুলসীদাস একটী কবিতা রচনা করিয়া বলিলেন—

"হরহরিযশসুরনরগিরা, বরণহি সন্ত সুজান।
হাণ্ডীহাটকচারু চীর রান্ধে স্বাদ সমান॥"

অর্থাৎ হর ও হরির যশঃ, সাধুগণ দেবভাষা বা মানবীয় ভাষায় বর্ণন করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কারণ, সুবর্ণের হাঁড়িতে বা মাটীর হাঁড়িতে রাধিলে আস্বাদ সমানই হয়।

তুলসীদাসের কথায় পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা এই কবিতাটী তৎকালে কাশীর প্রধান পণ্ডিত মধুসূদনকে দেখাইয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন—"তুলসীদাস সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দান করিতে অনিচ্ছুক"। ইহাতে মধুসূদন একটী কবিতা করিয়া বলেন—

"পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসী তরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা॥"

অর্থাৎ তুলসীদাসরূপ জঙ্গম তুলসী বৃক্ষের পত্র পরমানন্দই। তাহার কবিতামঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরদ্বারা চুম্বিত হইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে—**তুলসীদাস ও মধুসূদন সমসাময়িক।**

এখন তুলসীদাসের দেহান্তকাল তাঁহার সমাধিস্তম্ভে লিখিত আছে—

"সম্বৎ ষোলহসৌ অসিগঙ্গাকে তীর।
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তুলসী তজো শরীর॥"

অর্থাৎ ১৬৮০ সম্বতে অসি গঙ্গাতীরে শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমীতে তুলসীদাস দেহত্যাগ করেন, অর্থাৎ ১৬৮০—৫৭=১৬২৩ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাসের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

এতদ্ব্যতীত তুলসীদাসের রামায়ণের ভূমিকায় দেখা যায়, তাঁহার জন্মসময় ১৫৮৯ সংবৎ অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ১৬২৩ – ১৫৩৩ = ৯০ বৎসর তাঁহার জীবিতকাল। তিনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪১ হইতে ৫১ বৎসরে রামায়ণরচনা শেষ করেন। ইঁহার হস্তলিখিত পুথি কাশীর সরস্বতীভবনে এখনও আছে। এখন মধুসূদনকে যদি তুলসীদাসের সমবয়স্ক ধরা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনেরও জীবনকাল ঐ সময়ই হইবে। আর মধুসূদনকে বয়ঃকনিষ্ঠ বলা যায় না; কারণ, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহার নিকট কাশীর পণ্ডিতগণ তুলসীদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন কেন? অতএব এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মধুসূদন ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন, এবং মধুসূদন যদি তুলসীদাস হইতে ৮।১০ বৎসরের অধিক বয়স্ক হন, তাহা হইলে ১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হয়। আর এরূপ হইলে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের সহিত কোন বিরোধও হয় না। অর্থাৎ অপ্পয় দীক্ষিতের তিনি বয়ঃকনিষ্ঠই থাকেন; যেহেতু অপ্পয়ের জন্ম ১৫২০ খৃষ্টাব্দই বলা হইয়াছে। সুতরাং **১৫২৩ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মধুসূদনের জন্মসময়** ধরা যায়।

চতুর্থতঃ দেখা যায়—"খানখানা" নামক এক মুসলমান, আক্‌বরের পারিষদ ছিলেন। তিনি তুলসীদাসের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। প্রবাদ আছে—তুলসীদাস এক সময় খানখানাকে বলিয়াছিলেন—"আর কেন, খানখানা! সংসার আশ্রমে রহিয়াছ, বয়স ত হইয়াছে?" তাহাতে খানখানা বলেন—"হাঁ, সত্য, তবে আমি সেই সংসারেই আছি যে সংসারে তুলসীদাসের মত সন্তান জন্মগ্রহণ করে।" এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—**খানখানা, তুলসীদাস, ও আকবর সমসাময়িক।** এই আক্‌বরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ। অতএব এই সময় মধুসূদনেরও সময়। আর তাহা হইলে **আকবরের রাজত্বারম্ভকালে**

১৫৫৬-১৫২৫ = **৩১ বৎসর মধুসূদনের বয়স ;** এবং ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে আকবরের জন্ম হওয়ায় মধুসূদন আকবর হইতে ১৫৪২-১৫২৫ = ১৭ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ। বস্তুতঃ, এরূপ হইলে কোন অসামঞ্জস্যও হয় না।

পঞ্চমতঃ দেখা যায়—মুসলমানরাজত্বে মোল্লাগণের রাজদ্বারে বিচার হইত না। তাহারা এক সময় কাশীতে সন্ন্যাসী দেখিলেই বধ করিত। রাজদ্বারে অনুযোগের কোন ফল হইত না। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ নিরুপায় হইয়া তৎকালের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। মধুসূদন আকবরের মন্ত্রী টোডর মল্লকে ইহার প্রতীকার করিতে বলেন। টোডরমল্ল আকবরকে বলেন। আকবর সব শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, সন্ন্যাসিদিগেরও রাজদ্বারে বিচার হইবে না"। ইহাতে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসিগণ অস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন ও মোল্লাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্তটী "ফাইটীং সেক্টস্ অব ইণ্ডিয়া" প্রবন্ধে ফারকুহার সাহেবও লিখিয়াছেন। (John Ryland's Library Buletin Vol 9. No 2. July 1925.) অতএব মধুসূদন আকবরের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী। আর তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত **১৫২৩ হইতে** ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে **মধুসূদনের জন্ম** স্বীকার করিতে কোন বাধা হয় না।

ষষ্ঠতঃ দেখা যায়—টোডর মল্লকে আকবরের রাজসভার পণ্ডিতগণ শূদ্র বলিয়া এক সময় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। যেহেতু তাঁহারা বলেন—"রাজসভায় আসিয়াই শূদ্রের মুখদর্শন বাঞ্ছনীয় নহে" ইত্যাদি। টোডর-মল্ল কায়স্থবংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় জ্ঞান করিতেন, শূদ্রজ্ঞান করিতেন না। তিনি পণ্ডিতগণের কথায় দুঃখিত হইয়া প্রতীকারবাসনায় রাজসভায় যাওয়া কয়েক দিন বন্ধ রাখেন। আকবর তাঁহার এই অনুপস্থিতি দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। টোডরমল্ল

বলিলেন—"আপনি যদি দেশের যাবতীয় পণ্ডিত ডাকিয়া মধ্যস্থ হইয়া সভা করিয়া আমার জাতিনির্ণয় করিয়া দেন, এবং তাহাতে যদি আমি ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে আমি পূর্ব্ববৎ রাজসভায় আসিব, নচেৎ আমি অন্য কর্ম্ম করিব"। এই সভায় কাশীধাম হইতে মধুসূদনকে আহ্বান করা হয়। বিচারে টোডরমল্লের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে মধুসূদন স্বাক্ষর প্রদান করেন। এই কথা "কায়স্থবয়ান্" নামক এক ফারসি পুস্তকে আছে, উহা ৺রাধাকান্তদেব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহা "কায়স্থ পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব মধুসূদন আকবরের রাজত্বকালে প্রবীণ পণ্ডিত। আকবরের রাজত্ব ১৫৫৬—১৬০৫ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দে** অসম্ভব হয় না।

সপ্তমতঃ দেখা যায়—শঙ্করমিশ্র শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া "ভেদরত্ন" নামক এক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। আর মধুসূদন তাঁহার "অদ্বৈতরত্নরক্ষণ" নামক গ্রন্থে সেই ভেদরত্নের খণ্ডন করেন। শঙ্করমিশ্র লিখিয়াছেন—

"ভেদরত্নপরিত্রাণে তার্কিকা এব যামিকাঃ।
অতো বেদান্তিনঃ স্তেয়ান্ নিরস্যত্যেষ শঙ্করঃ॥"

অর্থাৎ ভেদরূপ রত্নের রক্ষার জন্য তার্কিকগণই প্রহরীর স্বরূপ। এই হেতু বেদান্তিরূপ চোর সকলের নিরাস শঙ্করমিশ্র করিতেছেন।

ওদিকে মধুসূদন অদ্বৈতরত্নরক্ষণের প্রারম্ভে লিখিতেছেন—

"অদ্বৈতরত্নরক্ষায়াং তাত্ত্বিকা এব যামিকাঃ।
অতো ন্যায়বিদঃ স্তেয়ান্ নিরস্যামঃ স্বযুক্তিভিঃ॥"

অর্থাৎ অদ্বৈতরত্নের রক্ষাতে তাত্ত্বিকগণই প্রহরীর স্বরূপ। এই হেতু নৈয়ায়িকরূপ চোরগণকে নিজ যুক্তিদ্বারা নিরস্ত করা যাইতেছে। অতএব মধুসূদন শঙ্করমিশ্রের পরবর্ত্তী।

এই শঙ্করমিশ্রের সময়, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাঁ মহাশয় বাদিবিনোদের ভূমিকায় সম্বৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিতেছেন যে, শঙ্করের ভেদরত্ন গ্রন্থের এক প্রতীকের লিপিকাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শঙ্করমিশ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলা যায়। আর তাহা হইলে মধুসূদন আর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হইতে পারেন না। আর ঝাঁ মহোদয়ের মতে শঙ্করমিশ্রের দশম পুরুষ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকায় শঙ্করমিশ্র ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেও হইতে পারেন না। অতএব মধুসূদনের জীবনকালের পূর্ব্বসীমা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং **১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দেতে মধুসূদনের জন্ম** হইতে বাধা হয় না।

অষ্টমতঃ দেখা যায়—মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিবার পর ন্যায়-সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন অদ্বৈতসিদ্ধির উত্তরস্বরূপ "ভেদসিদ্ধি" নামক এক গ্রন্থ লেখেন। ইহাও এক্ষণে কাশী সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে। এই বিশ্বনাথের সময় তাঁহার রচিত গৌতমসূত্রবৃত্তি হইতে জানা যায়। যেহেতু তাহাতে আছে—

"রসবাণতিথৌ শকেন্দ্রকালে বহুলে কামতিথৌ শুচৌ সিতাহে।
অকরোন্মুনিসূত্রবৃত্তিমেতাং ননু বৃন্দাবিপিনে স এষ বিশ্বনাথঃ॥"

সুতরাং ১৫৫৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে গৌতমসূত্রবৃত্তি রচিত হয়, আর তাহারই নিকটবর্ত্তী কালে ভেদসিদ্ধিও রচিত হয়। আর তাহা হইলে মধুসূদন খুব সম্ভব ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, বলা যায়। কোন কোন গ্রন্থে "রসবাণ" শব্দের পরিবর্ত্তে "রসবার" পাঠ থাকায় বার শব্দে ৭ ধরা যায় বলিয়া ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ ধরা যায়। যাহা হউক, এ সময়ে মধুসূদন থাকিলে **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দ** হইতে বাধা হয় না।

নবমতঃ দেখা যায়—মধুসূদন দ্বৈতবাদী মাধ্বমতাবলম্বী ব্যাসরায়ের গ্রন্থ ন্যায়ামৃতের খণ্ডন অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে করিয়াছেন। এই ব্যাসরায়ের সময় "আর, কে, শাস্ত্রীর" মতে ১৪৪৬-১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু উদীপির মঠে ইনি ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠাধীশত্ব করিয়াছিলেন, ইহা মঠতালিকা হইতে জানা যায়। এখন ব্যাসরায়কে যদি মধুসূদন হইতে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ধরা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনের পূর্ব্বোক্ত সময় সঙ্গতই হয়। ন্যায়ামৃতের টীকাকার ব্যাসরাম ব্যাসরায়ের কথায় মধুসূদনের নিকট আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া তরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন। অতএব ব্যাসরায় মধুসূদনের সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠই হইবেন। ব্যাসরায় ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে ন্যায়ামৃত লিখিলে এবং মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি ব্যাসরায় ইহার কিছু পরে দেখিলে উক্ত ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কালে অর্থাৎ **১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম** স্বীকার করিতে বাধা হয় না।

দশমতঃ দেখা যায়—একটী প্রবাদ শ্লোক আছে, যাহাতে বুঝা যায়, মধুসূদন ও গদাধর সমসাময়িক; যথা—

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥"

অর্থাৎ মধুসূদন বাক্‌পতি বা সরস্বতী নবদ্বীপে আসিলে তর্কবাগীশ কম্পিত হন এবং গদাধর কাতর হন। শুনা যায়—মধুসূদন গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া কাশী যাইয়া বেদান্ত পড়িয়া যখন নবদ্বীপে পুনরায় আসেন, তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের উক্তরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কাশীবাসী ভট্টপল্লীর ৺মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এই প্রবাদটী বলিতেন। তিনি আরও বলিতেন—মধুসূদন গদাধরের নিকট পরাজিতও হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের বিচারের উপলক্ষটী এইরূপ—মধুসূদন, গদাধরের গৃহেই

অতিথি হন এবং জিজ্ঞাসা করেন—"কিং ভোঃ! ছাত্রাবস্থায়ামেব সংকলিতানি টীপ্পণ্যাদীনি পাঠ্যন্তে" গদাধর বলিলেন—"কা নাম তত্র অনুপপত্তিঃ"। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হয়। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝা যায় গদাধর ও মধুসূদন সমসাময়িক।

তবে গদাধর এ সময় বালক এবং মধুসূদন অতিবৃদ্ধ। কারণ, গদাধর অতি অল্প বয়সে (২০ বৎসরে ?) সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা জগদীশ, তর্কালঙ্কারের কথা হইতে জানা যায়। তিনি গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "ছেলেটা বেশ বুদ্ধিমান বটে, তবে লেখাপড়া ভাল করে করিলে ভাল হইত"। অতএব বালকপণ্ডিত গদাধরের বাটীতে মধুসূদনের আতিথ্য ও ঐরূপ কথাবার্ত্তা সম্ভব হয়। তবে গদাধরের নিকট মধুসূদনের পরাজয়কথা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায়মতানুরাগের ফল বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, মধুসূদন ও গদাধর সমসাময়িক হইলেও **মধুসূদন যখন অতিবৃদ্ধ তখন গদাধর যুবক**।

আর **গদাধর যে বালকপণ্ডিত ও মধুসূদন যে অতিবৃদ্ধ, তাহার অন্য প্রমাণও আছে।** কারণ, প্রবাদ এই যে, গদাধরের সহপাঠী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী। ইনি মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির উপর "চন্দ্রিকা" নামক টীকাকার। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের নিকট শুনা গিয়াছে—বালক গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ নবদ্বীপের হরিরাম সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট পড়িতেন। এই সময় গদাধরের সহিত ব্রহ্মানন্দের প্রায়ই বিচার হইত এবং হরিরাম মধ্যস্থ হইয়া গদাধরকেই জয়ী বলিতেন। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ দুঃখিত হইয়া পুরী গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—গদাধর পাঠ শেষ করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত।

যাহা হউক, আবার বিচার হয়। ব্রহ্মানন্দ গদাধরকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দেবীমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিয়া দৈববলে গদাধরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা করেন। দেবী স্বপ্নে

বলেন—"ব্রহ্মানন্দ তুমি ন্যায়শাস্ত্রে গদাধরকে পরাজিত করিতে পারিবে না, তাহার পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য অধিক আছে। তুমি সন্ন্যাসী, তুমি বেদান্তমতে তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে"। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা করিয়া ন্যায়মত উত্তমরূপে খণ্ডন করেন, ইত্যাদি। এই প্রবাদ হইতে বুঝা যায়, **গদাধর মধুসূদনের টীকাকার ব্রহ্মানন্দের সহপাঠী বলিয়া বহু বয়ঃকনিষ্ঠ।**

ইহাতে অপর প্রমাণও আছে। কারণ, লঘুচন্দ্রিকার শেষ হইতে জানা যায়—ব্রহ্মানন্দের একজন গুরু—নারায়ণ তীর্থ। যথা—

"ভজে শ্রীপরমানন্দসরস্বত্যঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্।
যৎকৃপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণঃ সংসারার্ণবঃ॥
শ্রীনারায়ণতীর্থানাং গুরূণাং চরণস্মৃতিঃ।
ভূয়ান্মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধকঃ।
শ্রীনারায়ণতীর্থানাং ষট্‌শাস্ত্রীপারগীয়ুষাম্।
চরণৌ শরণীকৃত্য তীর্ণঃ সারস্বতার্ণবঃ॥"

এই নারায়ণতীর্থ মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর আবার **টীকাকার।** চিৎলে ভট্টের প্রকরণগ্রন্থে নারায়ণের সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ আছে। অতএব যে গদাধর ব্রহ্মানন্দের সহপাঠী, সেই ব্রহ্মানন্দের গুরু মধুসূদনের টীকাকার হওয়ায়, **গদাধর মধুসূদন হইতে যথেষ্টই বয়ঃকনিষ্ঠ বলিতে হইবে।**

এখন এই গদাধরের সময়, তাঁহার বর্ত্তমান অষ্টম পুরুষ শ্রীযুক্ত রামকমল তর্কতীর্থের নিকট হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে ১০১১ সালের পৌষ মাসে গদাধরের জন্ম এবং ১১১৫ সালের ফাল্গুন মাসে ১০৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়—বুঝা যায়। অর্থাৎ গদাধর ১৬০৪—১৭০৮ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এখন ২০ বৎসরে অর্থাৎ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে গদাধর যদি নৈয়ায়িক অধ্যাপক পণ্ডিত হন, আর সেই সময় মধুসূদনের সহিত যদি

তাঁহার দেখা হয়, তাহা হইলে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন অতিবৃদ্ধ বলিতে হয়। ওদিকে মধুসূদনকে ১৫২৫ বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জাত বলা হইয়াছে, তাহা হইলে মধুসূদনের ৯৪ বা ৯৯ বৎসর বয়সে এই ঘটনা অসঙ্গত হয় না, অর্থাৎ প্রবাদানুসারে মধুসূদনের ১০৭ বৎসর জীবন ধরিলে ইহা সম্ভবই হয়। যেহেতু ১৬২৪—১৫২৫ = ৯৯ ও ১৬২৪—১৫৩০ = ৯৪ বৎসর হয়। **অতএব মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫—১৫৩০ খৃষ্টাব্দ।**

একাদশতঃ দেখা যায়—জগদীশ যখন প্রবীণ পণ্ডিত তখন গদাধর বালক পণ্ডিত। কারণ, গদাধর পাঠ শেষ করিয়া অধ্যাপনা করিবার জন্য প্রবীণ পণ্ডিতগণের আদেশ গ্রহণকালে, শুনা যায়, জগদীশেরও অনুমতি লইয়াছিলেন। এই জগদীশের স্বহস্তলিখিত জ্যোতিষতত্ত্ব-গ্রন্থে তাহার লিপিকাল একটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"রন্ধ্রাস্তবাণেন্দুগতে শকাব্দে সিংহে রবৌ মন্দদিনে দশম্যাম্।
প্রযত্নতঃ শ্রীজগদীশশর্ম্মণা, কৃতং সমাপ্তং নিজ পুস্তকং চ॥"

অর্থাৎ ১৫৮৮ শকাব্দে জগদীশ জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থখানি নকল করেন। এই পুথি মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের নিকট শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয় দেখিয়াছেন। সুতরাং ১৫৮৮ + ৭৮ = ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে জগদীশ জীবিত ছিলেন। এখন ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে যদি গদাধরের জন্ম হয়, এবং ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে মধুসূদনের সহিত তাঁহার দেখা হয়, আর জগদীশের লিখিত পুথির সময় যদি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ হয়, তাহা হইলে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে জগদীশের জন্ম, ৮০ বৎসর বয়সে পুথির নকল এবং ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত মধুসূদনের দেখা হয়—বলিতে হয়। আর তাহা হইলে গদাধর হইতে জগদীশ ১৮ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ ইহাও বলিতে হয়। সুতরাং **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫ বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ** হইতে কোন বাধা হয় না।

দ্বাদশতঃ দেখা যায়—এই জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকার উপর

ব্রহ্মানন্দের গুরু নারায়ণ তীর্থের এক টীকা আছে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ গদাধরের সমসাময়িক বলা যায় এবং ব্রহ্মানন্দ ও গদাধর মধুসূদনের বার্দ্ধক্যে নিতান্ত বালক। সাক্ষাৎ গুরুশিষ্যভাবের সম্বন্ধ সম্ভাবিত থাকিলে ব্রহ্মানন্দ আর তদপেক্ষা হীনের নিকট কেন বিদ্যাভ্যাস করিবেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা **মধুসূদনকে ১৫২৩—১৬৩০ বা ১৫২৫—১৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত** ধরিতে কোন বাধা হয় না।

ত্রয়োদশতঃ দেখা যায়—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত "নবদ্বীপে সমায়াতে" শ্লোকটী অন্যরূপে পাঠ করেন, যথা—

"মথুরায়াঃ সমায়াতে মধুসূদনপণ্ডিতে।
অনীশো জগদীশোঽভূৎ ন জগর্জ্জ গদাধরঃ॥"

অর্থাৎ মধুসূদন মথুরা হইতে আসিলে জগদীশ অপ্রতিভ হন এবং গদাধর গর্ব্ব বর্জ্জন করেন। সুতরাং মধুসূদন, জগদীশ ও গদাধরের সমসাময়িক। জগদীশের সময় ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব ও পরে হওয়ায় মধুসূদনের উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়টী অসঙ্গত হয় না।

চতুর্দ্দশতঃ দেখা যায়—পূর্ব্বোক্ত "নবদ্বীপে সমায়াতে" শ্লোকে যে তর্কবাগীশের কথা আছে, তিনি কে? এই শ্লোকদ্বারা গদাধরের বালক বয়সে বৃদ্ধ মধুসূদনের জীবিত থাকা সম্ভব বলিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তর্কবাগীশ কে? ইহার দ্বারা কিছু নির্ণয় হয় কি না? আমাদের বোধ হয়, এই তর্কবাগীশ যদি গদাধরের গুরু "হরিরাম" হন, তাহা হইলে তাহা অসম্ভব হয় না। তবে শুনা যায়, হরিরামের উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ, তর্কবাগীশ নহে। এখন তাহা হইলে এই তর্কবাগীশ কে? বোধ হয়, ইনি মথুরানাথ হইতে বাধা নাই। কারণ, একটী প্রবাদ আছে—মধুসূদন নাকি নবদ্বীপে আসিয়া মথুরানাথকে বলিয়াছেন—

"তর্ককর্কশবিচারচাতুরী, কিং তুরীয়বয়সা বিভাব্যতে।
আকুলী ভবতি যত্র মানসম্।" * * * *

আর তদুত্তরে মধুসূদনের শ্লোকের শেষচরণ পূরণ করিয়া মথুরানাথ বলিয়াছিলেন—

"ধাতুরীপ্সিতমপাকরোতি কঃ।

এদিকে মথুরানাথ বালক-বয়সে বৃদ্ধ রঘুনাথের নিকট বিদ্যালাভ করিতেন—ইহাও প্রবাদ হইতে জানা যায়।

সেই প্রবাদটী এই যে, মথুরানাথ বালক বলিয়া দূরে বসিয়া রঘুনাথের অধ্যাপনাকালে নিজ পাঠ জানিয়া লইতেন। রঘুনাথ এজন্য মথুরা-নাথকে চিনিতেন না। একদিন মথুরানাথ একটী পাঠ জিজ্ঞাসা করায় রঘুনাথ বলিলেন—"তুমি কে? তোমায় ত কখন দেখি নাই"। তাহাতে মথুরানাথ দুঃখিত হইয়াই বলেন "আমি দূরে বসিয়া আপনার নিকট হইতে পাঠ লইয়া থাকি, আমি আপনার শিষ্যই।" ইহাতে মথুরানাথ সমগ্র চিন্তামণির উপর টীকা করিয়া আত্মপরিচয় দিবার সংকল্প করেন। বস্তুতঃ, রঘুনাথ সমগ্র চিন্তামণির টীকা করেন নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, মধুসূদন রঘুনাথের কিছু পরবর্ত্তী ও মথুরানাথের সমসাময়িক হইতে পারেন।

কিন্তু মথুরানাথের সময় রঘুনাথের সময় ভিন্ন অন্য উপায়ে এখনও ঠিক্ জানিতে পারা যায় নাই। রঘুনাথের সময়, পক্ষধর মিশ্রের সময় ও চৈতন্যদেবের সময়দ্বারা কতকটা জানিতে পারা যায়। "অদ্বৈতপ্রকাশ" নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কারণ, একদিন এক নৌকার উপরে রঘুনাথ চৈতন্যদেবকৃত ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দুঃখিত হওয়ায় চৈতন্যদেব নিজ টীকা গঙ্গায় ফেলিয়া দেন—এইরূপ একটী বর্ণনা তাহাতে আছে। এখন চৈতন্যদেব ১৪৮৫—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর এই সময়ের শেষভাগে অর্থাৎ ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত পরবর্ত্তীকালে মথুরানাথও জীবিত থাকিলে ১৫২৫।৩০ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিতকালে মধুসূদনের জন্ম হইতে পারে এবং

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ মধুসূদনের সহিত অতিবৃদ্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশের কথাবার্ত্তা হওয়া অথবা "চকম্পে তর্কবাগীশঃ" এরূপ উক্তি অসম্ভব হয় না। আর তাহা হইলে প্রাচীন সীমায় মথুরানাথ ও অধুনিক সীমায় গদাধরকে রাখিয়া উক্ত "নবদ্বীপে সমায়াতে" শ্লোকের মর্য্যাদারক্ষাপূর্ব্বক মধুসূদনকে ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১০৭ বৎসর জীবিত বলা অসঙ্গত হয় না। এখন দেখা যাউক ইহা সম্ভব কি না?

বস্তুতঃ এরূপ হইলে চৈতন্যদেবের ২০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৮৫+২০ =১৫০৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবকর্তৃক ন্যায়টীকাবর্জ্জন বলিতে হয়। আর এ সময় রঘুনাথকে ৬০ বৎসর বয়স্ক ধরিলে ১৫০৫—৬০=১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের জন্ম হয়। আর রঘুনাথ ৯০ বৎসর জীবিত থাকিলে ১৪৪৫ +৯০=১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের মৃত্যু হয়। ইহার ১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৩৫—১০=১৫২৫ খৃষ্টাব্দে, ১২ বৎসরের মথুরানাথ রঘুনাথের নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকিলে ১৫২৫—১২=১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মথুরানাথের জন্ম স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ১৫২৫।৩০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হইলে তাঁহার ১২ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৩৭।৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবদ্বীপে প্রথম আগমন হয়। এ সময় মথুরানাথের বয়স ২৪ বা ২৯ বৎসর হয়। আর ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ৯৪ বৎসর বয়সে মধুসূদন পুনরায় নবদ্বীপে আসিলে সে সময় তুরীয়বয়স্ক মথুরানাথ ১৬২৪—১৫১৩=১১১ বৎসর বয়স্ক হন। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ যেরূপ অল্প বয়সে পণ্ডিত হইতেন এবং প্রায়শঃই অতি দীর্ঘজীবী হইতেন, তাহাতে এরূপ ঘটনা অসম্ভব হয় না। অতএব মধুসূদনের জীবন ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ১০৭ বৎসর ধরিতে বিশেষ বাধা হয় না।

অবশ্য ভাববিভোর চৈতন্যদেব কর্তৃক ন্যায়ের টীকা রচনা বিশ্বাসের যোগ্য কথা নহে। এক শিক্ষাষ্টক ভিন্ন চৈতন্যদেবের কোন রচনাই নাই। যাহাই হউক, ইহা হইতে চৈতন্যদেবের সহিত রঘুনাথের সমকালীনতা

যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ ফললাভ হয়। আর পক্ষধর মিশ্রেরও সময় এই নির্দ্ধারণের অনুকূলও হয়। কারণ, পক্ষধরের শিষ্য রুচিদত্তের একখানি গ্রন্থের লিপিকাল ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাপ্তিপঞ্চকের ভূমিকায় আমি রঘুনাথকে চৈতন্যদেব হইতে অসম-সাময়িক প্রাচীন বলিয়াছি। কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত রঘুনাথকে চৈতন্যদেব হইতে প্রাচীন বলিলেও রঘুনাথের বৃদ্ধ বয়সে মথুরানাথকে বালক বিবেচনা করিয়া এবং মথুরানাথের অতিবৃদ্ধ বয়সে মধুসূদনকে বৃদ্ধ বলিতে বোধ হয়, বাধা ঘটিতে পারে না। অতএব "চকম্পে তর্কবাগীশঃ" এই বাক্যোক্ত তর্কবাগীশকে যদি মথুরানাথ তর্কবাগীশ জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনের ৮।১০ বৎসর বয়সের সময় চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ **মধুসূদনের জন্ম তাহা হইলে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ** ধরিতে কোন বাধা হয় না।

পঞ্চদশতঃ দেখা যায়—মধুসূদন তিন জন গুরুকে প্রণাম করিয়াছেন, যথা, অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে—

"শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাম্ ঐক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্।
স্পর্শেন নির্ধূততমোরজোভ্যঃ পাদোত্থিতেভ্যোঽস্তু নমো রজোভ্যঃ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায়—তাঁহার গুরু শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর ও মাধব। তৎপরে অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে আছে—

"শ্রীমাধবসরস্বত্যোর্জয়ন্তি যমিনাং বরাঃ।
বয়ং যেষাং প্রসাদেন শাস্ত্রার্থে পরিনিষ্ঠিতাঃ॥"

গীতার টীকা গূঢ়ার্থদীপিকায় আছে—

"শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতদ্ বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥"

এখন এই মাধব সরস্বতী কে? কেহ বলেন—ইনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। যেহেতু তাঁহার পিতা প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্যের চারি পুত্র, যথা—

১ম পুত্র শ্রীনাথচূড়ামণি, ২য় পুত্র যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য, ৩য় পুত্র মধুসূদনসরস্বতী এবং ৪র্থ পুত্র বাগীশ গোস্বামী।

এই যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের পুত্র অবিলম্ব সরস্বতী বা মাধব সরস্বতী। বাঙ্গালা দেশের যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ইনি গুরু ও সভাপণ্ডিতচুড়ামণি ছিলেন। ইনি অতিশীঘ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া ইঁহার নাম 'অবিলম্ব সরস্বতী' হয়। এই প্রতাপাদিত্যের জন্মসময় ১৫৬০।১ খৃষ্টাব্দ, রাজ্যাভিষেক সময় ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ, এবং মৃত্যু ১৬১১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং মাধব ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়স্ক, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জাত, আর তাঁহার খুল্লতাত মধুসূদন তাহা অপেক্ষা যদি ১৫ বৎসরের বৃদ্ধ হন, তাহা হইলে **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ হয়**—এরূপ বলা যায়।

ষোড়শতঃ—মাধব সরস্বতী দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত মাধব সরস্বতী হইলে মধুসূদনের সময় ঐরূপই হইবে। ইঁহার বিবরণ "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি" ৯ম ভাগ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে "দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে। ইহার সার এই—

কাশীতে কোন রাজা, রামেশ্বর ভট্ট নামে এক পণ্ডিতকে বহু হস্তী ও অশ্বাদি দান করেন। তিনি সে দান গ্রহণ না করিয়া দ্বারকায় চলিয়া যান। পথে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে (চৈত্রমাস ১৪৫৩ শাকে) তাঁহার এক পুত্র হয়। ইনি পরে নারায়ণভট্ট নামে প্রসিদ্ধ হন। এই নারায়ণভট্টই, বোধ হয়, বিশ্বেশ্বরমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি এক মীমাংসার বিচারে মধুসূদন, উপেন্দ্রসরস্বতী ও নৃসিংহাশ্রমকে পরাজিত করেন, এবং ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে "বৃত্তরত্নাকর" নামক গ্রন্থের টীকারচনা করেন। রামেশ্বর দ্বারকায় "মহাভাষ্য" "সুরেশ্বরবার্ত্তিক" প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়া "প্রতিষ্ঠান" পুরীতে আসেন। সেখানে চারিবৎসর অধ্যাপনা করিয়া আবার কাশী আসেন। পথে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। এক জনের নাম—শ্রীধর এবং অপরের নাম

আমাদের অজ্ঞাত। এই রামেশ্বরের কাশীতে তিন জন শিষ্য হয়েন। প্রথম—অনন্তভট্ট, দ্বিতীয়—দামোদর সরস্বতী, এবং তৃতীয়—মাধব সরস্বতী। এখন রামেশ্বরের পুত্র নারায়ণ ভট্টের জন্ম যদি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দ হয়, আর রামেশ্বরের শিষ্য যদি মাধব সরস্বতী হন, তবে মাধব ও নারায়ণ উভয়ে সমবয়স্ক মনে করা যাইতে পারে, আর তাহা হইলে মধুসূদন ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে জন্মিয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ অস্মন্নির্দ্দিষ্ট **১৫২৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম** হইতে বাধা নাই। কারণ, ১১।১২ বৎসরের অধিক বয়স্কের নিকট বিদ্যাভ্যাস অসম্ভব নহে।

সপ্তদশতঃ দেখা যায়—শ্রীজীবগোস্বামী বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীতে মধুসূদন পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিলেন—এ কথা বৈষ্ণবগ্রন্থ মধ্যেও উক্ত হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মধুসূদন শ্রীজীবগোস্বামীর সমসাময়িক হন। ইতি পূর্ব্বে ৫২ পৃষ্ঠায় আমরা শ্রীজীবের সময় ১৫১২ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছি। বস্তুতঃ, শ্রীজীবের জ্যেষ্ঠতাতঃ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর মহাপ্রভুর নিকট সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা বৈষ্ণবগ্রন্থেই ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীজীব, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পান নাই—অর্থাৎ শ্রীজীব যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তখন মহাপ্রভু লীলাসম্বরণ করিয়াছেন, ইহাও প্রসিদ্ধ কথা। এখন ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধান হওয়ায় শ্রীজীব এ সময় নিতান্ত বালক—ইহাই সম্ভব হয়। আর তাহা হইলে **১২।১৩ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীজীব, মধুসূদনের ৩০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা** করিয়াছিলেন—বলিতে হয়। মধুসূদন এ বয়সে কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিত এবং শ্রীজীবের অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের ইচ্ছা, তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিবার যোগ্য বয়সে অর্থাৎ ৪০।৪১ বৎসর বয়সে হইবে—ইহাই সম্ভব। সুতরাং ১৫৫২।৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে

শ্রীজীব মধুসূদনের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন—এরূপ কল্পনা করিলে অসম্ভব হয় না।

অষ্টাদশতঃ দেখা যায়—শেষগোবিন্দ মধুসূদনের শিষ্য। যেহেতু তিনি শঙ্করকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্য গ্রন্থের টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

"যৎপ্রসাদাধীনসিদ্ধিপুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
সরস্বত্যবতারং তং বন্দে শ্রীমধুসূদনম্॥"

"ইতি শ্রীশেষপণ্ডিতসুতশেষগোবিন্দবিরচিতসর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্যবিবরণে ভাট্টপক্ষঃ সমাপ্তঃ" তাহার পর আছে—

"গুরুণা মধুসূদনেন যদ্‌যৎকরুণাপূরিতচেতসোপদিষ্টম্।
তদিদং প্রকটীকৃতং ময়াঽস্মিন্ ভগবচ্ছংকরপূজ্যপাদমূলে॥"

সুতরাং শেষগোবিন্দ মধুসূদনের শিষ্য, এবং তাঁহার পিতার নাম শেষপণ্ডিত। এই শেষপণ্ডিত, ভট্টোজীদীক্ষিতের গুরু কৃষ্ণপণ্ডিত। শেষবংশে পণ্ডিত উপাধি প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব কৃষ্ণপণ্ডিত ও মধুসূদন সমসাময়িক এবং শেষগোবিন্দ ও ভট্টোজীদীক্ষিত সমসাময়িক, আর কৃষ্ণপণ্ডিত ও মধুসূদন শেষগোবিন্দ ও ভট্টোজীদীক্ষিত হইতে প্রবীণ—ইহাও বলা যায়।

তাহার পর দেখা যায়—

(ক) ভট্টোজীর ভ্রাতা ও শিষ্য অদ্বৈতচিন্তামণিকার রঙ্গজীভট্ট। তাঁহার স্থিতিকাল ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ। রঙ্গজীভট্ট ভেদধিক্কারগ্রন্থপ্রণেতা নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য।

(খ) এই নৃসিংহাশ্রম, উপেন্দ্রসরস্বতী এবং মধুসূদন মীমাংসক নারায়ণ ভট্টের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

(গ) অপ্পয়দীক্ষিত আবার এই নৃসিংহাশ্রমের নিকট বেদান্তবিষয়ক বিচারে পরাজিত হইয়া শৈববিশিষ্টাদ্বৈত মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমত গ্রহণ করেন।

(ঘ) এই নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য বেঙ্কটনাথ এবং বেঙ্কটনাথের শিষ্য ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। ইনিই বেদান্তপরিভাষা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

(ঙ) ভট্টোজী দীক্ষিত অপ্পয় দীক্ষিতকে বেদান্তসম্বন্ধে গুরুপদে বরণ করেন। ভট্টোজী তৎপ্রণীত শব্দকৌস্তভে অপ্পয় দীক্ষিতের "মধ্বতন্ত্র-মুখমর্দ্দন" গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভট্টোজী কৃষ্ণ দীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন। কৃষ্ণ দীক্ষিতের পুত্র—বীরেশ্বর দীক্ষিত। বীরেশ্বরের নিকট রসগঙ্গাধরপ্রণেতা জগন্নাথ পণ্ডিত ব্যাকরণ পড়েন। ভট্টোজী নিজ গ্রন্থ "প্রৌঢ়মনোরমায়" স্বীয় গুরু কৃষ্ণ দীক্ষিতের মতখণ্ডন করায় জগন্নাথ পণ্ডিত ভট্টোজীর উপর ক্রুদ্ধ হন। তিনি "মনোরমাকুচমর্দ্দন" গ্রন্থ লিখিয়া ভট্টোজীর মত খণ্ডন করেন। ইহাতে ভট্টোজী ও জগন্নাথের মধ্যে বিচার হয়। অপ্পয় দীক্ষিত মধ্যস্থ হইয়া ভট্টোজীর জয় ঘোষণা করায় জগন্নাথ অপ্পয়ের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং "শব্দকৌস্তভশাণোত্তেজন" নামক গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতের নিন্দা করেন, যথা—

"অপ্পয্যদুর্গ্রহবিচেতিতচেতনানাম্।
আর্য্যাদ্রোহাময়সহং শময়াবলেপান্॥" ইত্যাদি।

অন্যত্র স্বকৃত "শশিসেনা" গ্রন্থেও তিনি যে অপ্পয়ের নিন্দা করিয়াছেন—

"অপ্পয্যদীক্ষিতদাবানলদগ্ধশেষম্।
সাহিত্যমঙ্কুরয়তে সরসৈ র্নিবন্ধৈঃ॥"

নাগেশভট্ট "কাব্যপ্রকাশভাষ্যের" প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও জানা যায়—জগন্নাথ অপ্পয়ের সমসাময়িক, যথা—

"দৃপ্যদ্দ্রাবিড়দুষ্টদুর্গ্রহবশান্ ম্লিষ্টং গুরুদ্রোহিণা,
যন্ম্লেচ্ছেতিবচোঽবিচিন্ত্য সদাসি প্রৌঢ়েঽপি ভট্টোজিনা।
তৎ সত্যাপিতমেব ধৈর্য্যনিধিনা যৎ স বা মৃদ্গাৎ কুচম্,
নির্ব্বধ্যাস্ম মনোরমামবশয়ন্নপ্যপ্পয়াদ্যান্ স্থিতান্॥"

এই জগন্নাথ পণ্ডিত জাহাঙ্গীরের সভায় (১৬০৫-১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) রাজকবি ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহান ও তাহার এক ভগ্নীকে পড়াইতেন। সাজাহান ১৬২৭—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহাকে পণ্ডিতরাজ উপাধি দেন। অপ্পয় ১৫২০-১৫৯৩ বা মতান্তরে ১৫৫০-১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন। আর তিনি যে ৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ একটী শ্লোকেই আছে—

"চিদম্বরমিদং পুরং প্রথিতমেব পুণ্যস্থলম্,
স্থতাশ্চ বিনয়োজ্জ্বলা স্থকৃতয়শ্চ কাশ্চিৎ কৃতাঃ।
বয়াংসি মম সপ্ততেরুপরি নৈব ভোগে স্পৃহা,
ন কিঞ্চিদহমর্থয়ে শিবপদং দিদৃক্ষে পরম্॥
অভাতি হাটকসভানটপাদপদ্ম-
জ্যোতির্ম্ময়ো মনসি মে তরুণারুণোহয়ম্॥"

অতএব অপ্পয়ের বৃদ্ধবয়সে জগন্নাথের মধ্যবয়স বা যৌবন স্বীকার করিতে পারা যায়। আর তাহা হইলে **মধুসূদনের ১৫২৫ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবন অসমঞ্জস হয় না।**

ঊনবিংশতঃ দেখা যায়—বল্লভাচার্য্যের সময় ১৪৭৯—১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার সহিত কাশীতে উপেন্দ্র সরস্বতীর বিচার হয় ও হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায় বল্লভ কাশী ত্যাগ করেন। এই উপেন্দ্র, নৃসিংহাশ্রম ও মধুসূদনের সহিত নারায়ণভট্টের বিচারে নারায়ণভট্ট জয়ী হন। মধুসূদনের ২৫।৩০ বৎসর বয়সে যদি অতিবৃদ্ধ উপেন্দ্রের সহিত নরায়ণের এবং বল্লভের বিচার হয়, তাহা হইলে অসম্ভব হয় না। কারণ, মধুসূদনের ৩০ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকে যদি ৮০ বৎসর বয়স্ক ধরা যায়, তবে উপেন্দ্রের জন্ম ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ হয়। আর তাহা হইলে তিনি বল্লভ হইতে ৪ বৎসরের জ্যেষ্ঠ হন। সুতরাং **মধুসূদন ১৫২৫—১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত** ছিলেন বলিলে বাধা হয় না।

বিংশতঃ দেখা যায়—বল্লভাচার্য্যের সহিত বিজয়নগরের **কৃষ্ণ** রাজার সময় এক অদ্বৈতবাদীর সহিত বিচার হয়, তাহাতে ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরায় উপস্থিত ছিলেন। উভয়েই অদ্বৈতবিরোধী বলিয়া ব্যাসতীর্থের সহিত বল্লভের পরে সদ্ভাব হয়। সুতরাং ব্যাসতীর্থের সময় বল্লভ ছিলেন। এই ব্যাসতীর্থের যে সময়, মধুসূদন সেই সময় ছিলেন, ইহা অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। অতএব **মধুসূদনের উক্ত সময় ১৫২৫-১৬৩২ খৃষ্টাব্দ** অসঙ্গত হইতেছে না।

একবিংশতঃ দেখা যায়—বল্লভাচার্য্যের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের সময় ১৪৮৫ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় বল্লভের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্ভব হয়। এই চৈতন্যদেব মধুসূদনের ৮।১০ বয়সরে সময় দেহত্যাগ কবিয়াছিলেন। সুতরাং **মধুসূদনের উক্ত ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিতকালে জন্মিয়াছিলেন** বলিতে কোন বাধা হয় না।

দ্বাবিংশতঃ দেখা যায়—মধুসূদন তাঁহার যে গুরুগণের নাম করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীরাম বিশ্বেশ্বর ও মাধব ; যথা অদ্বৈতসিদ্ধিতে—

"শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাম্ ঐক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্"

এখন এই তিন জনের মধ্যে বিদ্যাগুরু দীক্ষাগুরু ও পরমগুরু কে, তৎসম্বন্ধে আলোচ্য। প্রথমতঃ এই মাধবের উপাধি যে সরস্বতী, তাহা মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির শেষ হইতে জানা যায়, যথা—

"শ্রীমাধবসরস্বত্যোর্জয়ন্তি যমিনাং বরাঃ"

আর এই মাধব সরস্বতী যে বিদ্যাগুরু, তাহা ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকা হইতে জানা যায়, যথা—

"বিদ্যাগুরূন্ অনুস্মরতি—শ্রীমাধবেতি।"

আর বিশ্বেশ্বর যে "সরস্বতী" উপাধিধারী এবং তিনি যে দীক্ষাগুরু, তাহা মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের শেষ হইতে জানা যায়, যথা—

"ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীশ্রীচরণশিষ্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতীবিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধৌ মুক্তিনিরূপণং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ"।

এবং লঘুচন্দ্রিকা হইতেও জানা যায়, যথা—

"গুরূণাং—শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীনাম্" ইত্যাদি।

সুতরাং অবশিষ্ট রহিলেন—শ্রীরাম। ইনি পরমগুরু কি না এবং "সরস্বতী" উপাধিধারী কি না, অথবা বিদ্যাগুরু কি না, তাহা কেহই বলিলেন না। তবে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে গুরুনমস্কারস্থলের ব্যাখ্যায় লঘুচন্দ্রিকায় দেখা যায়—ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন—

"পরমগুরু-গুরু-বিদ্যাগুরূন্ প্রণমতি—শ্রীরামেত্যাদি।"

অতএব শ্রীরাম—পরমগুরু, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী—গুরু এবং মাধব সরস্বতী—বিদ্যাগুরু। আর তাহা হইলে শ্রীরাম "সরস্বতী" উপাধিধারীই হইবেন। কারণ, গুরু ও পরম এক সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াই রীতি।

কিন্তু তিন জনই যদি সরস্বতী হন, তাহা হইলে ইঁহাদের কাহারও কোন গ্রন্থাদিদ্বারা প্রসিদ্ধিলাভ ঘটে নাই—বলিতে হইবে। অথচ প্রবাদ এই যে, মধুসূদন শ্রীরামতীর্থের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক রামতীর্থ তাঁহার সময় একজন কাশীর প্রধান পণ্ডিত। প্রবাদ-অনুসারে রামতীর্থের কথানুযায়ীই তিনি অদ্বৈতসিদ্ধিরচনা করিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরের নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। এ কথা তাঁহার জীবন-চরিতের মধ্যে কথিত হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন যখন শ্রীরামকে পরমগুরু ও মাধবকে বিদ্যাগুরু বলিতেছেন, তখন রামতীর্থকে আর বিদ্যাগুরু বলা চলে না। তবে এই রামতীর্থের নাম না করিলেও যে মধুসূদন তাঁহার নিকট শিক্ষা করেন নাই, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু যাঁহারই নিকট শিক্ষা করা হয়, তাঁহাদের সকলেরই যে নাম করিতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা বা প্রথাও নাই। এজন্য

মনে হয়—মধুসূদন "শ্রীরাম"পদদ্বারা শ্রীরামসরস্বতী এবং শ্রীরামতীর্থ—উভয়কেই প্রণাম করিয়াছেন।

কিন্তু রামতীর্থ মধুসূদনের গুরু না হইলেও রামতীর্থ যে মধুসূদনের নিকট প্রবীণ সমসাময়িক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আর রামতীর্থের সময়দ্বারা মধুসূদনের সময়ের একটু আভাসও যে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে, যথা—

রামতীর্থ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। বেদান্তসারের বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা, সংক্ষেপশারীরক টীকা, উপদেশসাহস্রী টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থই রামতীর্থের আছে। আর মধুসূদন এই 'রামতীর্থের' সংক্ষেপশারীরকের টীকার একস্থলে প্রতিবাদও করিয়াছেন। ইহা গোপীনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন। তাহার পর রামতীর্থ, নৃসিংহাশ্রমের গুরু জগন্নাথ আশ্রমের নাম অদ্বৈতদীপিকার শেষে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রামতীর্থ আনন্দগিরিবিরচিত পঞ্চীকরণবিবরণের উপর তত্ত্বচন্দ্রিকা টীকায়—"শ্রীকৃষ্ণতীর্থগুরুপাদযুগং নমামি" এবং "জগন্নাথাশ্রমাখ্যা যে গুরবো মে কৃপালবঃ" বলিয়া নমস্কার করায় বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণতীর্থ তাঁহার গুরু এবং জগন্নাথাশ্রম তাহার বিদ্যাগুরু।

তাহার পর, রামতীর্থ বেদান্তসারের যে "বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী" টীকা করিয়াছেন, সেই বেদান্তসারের উপর কৃষ্ণানন্দশিষ্য নৃসিংহসরস্বতী "সুবোধিনী" নামক এক টীকা রচনা করিয়াছেন। সুবোধিনী বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী হইতে খুব সরল। এজন্য মনে হয়, সুবোধিনীর পর বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী রচিত হইয়াছিল। আর তাহা যদি হয়, তবে সুবোধিনীর রচনাকাল ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় রামতীর্থের আবির্ভাবকাল তাহার কিছু পূর্ব্বেই বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ রামতীর্থ তাহা হইলে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলা যাইতে পারে। নৃসিংহসরস্বতী যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

"জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসরাণাং পুনঃ,
সঞ্জাতে দশবৎসরে (১৫১০) প্রভুবরশ্রীশালিবাহে শকে।
প্রাপ্তে দুর্ম্মুখবৎসরে শুভশুচৌ মাসেঽনুমত্যাং তিথৌ,
প্রাপ্তে ভার্গববাসরে নরহরি ষ্টীকাং চকারোজ্জ্বলাম্ ॥"

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা বলা যায় যে, যদি রামতীর্থ মধুসূদনের একজন বিদ্যাগুরু হন, তাহা হইলে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৭৬।৮ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃপক্ষে রামতীর্থের বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী রচিত হয়; আর রামতীর্থের বয়স এই সময় অন্ততঃপক্ষে ৪০।৫০ বৎসর হয়; সুতরাং রামতীর্থের জন্ম ১৫১৬।২৬ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু যে নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিতকে পরাজিত করেন, সেই নৃসিংহাশ্রমের গুরু জগন্নাথাশ্রম হওয়ায় এবং তাহার শিষ্য রামতীর্থ হওয়ায় রামতীর্থ আরও প্রাচীন হইবেন। সুতরাং ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের সুবোধিনীর ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৫৬৩।৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী রচিত বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে রামতীর্থের জন্ম ১৫১৫।২৩ খৃষ্টাব্দ হয়, আর মধুসূদন তাঁহার শিষ্য হওয়ায় তাঁহার অপেক্ষা ১০।১২ বৎসরের কনিষ্ঠ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে।**

ওদিকে নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিতকে অদ্বৈতবাদী করেন, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্তরত্নকারের টীকাকার নারায়ণভট্টের সহিত উপেন্দ্র সরস্বতী ও মধুসূদনের বিচারে উপেন্দ্র ও মধুসূদন পরাজিত হয়েন, সুতরাং **রামতীর্থ নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিত ও মধুসূদন সমসাময়িকই** হইতেছেন। আর এ ক্ষেত্রে রামতীর্থসংক্রান্ত মধুসূদনের প্রবাদ অসম্ভবও হইতেছে না।

তাহার পর ভট্টোজীর ভ্রাতা ও শিষ্য রঙ্গজী ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে "অদ্বৈত-চিন্তামণির" শেষে লিখিয়াছেন যে, তিনি জগন্নাথ আশ্রমকে গুরু জ্ঞান করেন, এবং জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত তত্ত্ববিবেকের

গ্রন্থকার নৃসিংহ আশ্রমকে গুরু বলিতেছেন। সুতরাং ভট্টোজী, রঙ্গজী, মধুসূদন ও রামতীর্থ সমসাময়িকই হইতেছেন, এবং ভট্টোজীর প্রতিদ্বন্দী জগন্নাথ পণ্ডিত এবং তাঁহার পর ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠ সুবল পণ্ডিত ভট্টোজীকে গুরু বলায় ভট্টোজীর মধ্য বা শেষজীবন এইরূপ সময়ই হইবে—ইহাও কল্পনা করা যায়। সুতরাং মধুসূদনের শেষজীবন ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের নিকট, তাহাও কল্পনা করিতে পারা যায়। আর তদনুসারে **মধুসূদনকে যদি ১৫২৫—১৬৩২ খৃষ্টাব্দ**—এই ১০৭ বৎসর জীবিত ধরা যায়, তাহা হইলে ভুল হইবে মনে হয় না।

ত্রয়োবিংশতঃ মধুসূদনের শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গের দ্বারা মধুসূদনের সময় যাহা জানা যায়, তাহা এইবার আলোচ্য।

মধুসূদনের তিনজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায় যথা—শেষগোবিন্দ, পুরুষোত্তম সরস্বতী এবং বলভদ্র। শেষগোবিন্দ শঙ্করের সর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্যের টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

"গুরুণা মধুসূদনেন যদ্‌যৎকরুণাপুরিতচেতসোপদিষ্টম্" এবং

"যৎপ্রসাদাধীনসিদ্ধিপুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
সরস্বত্যবতারং তং বন্দে শ্রীমধুসূদনম্॥"

ইত্যাদি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুরুষোত্তম সরস্বতী মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর **টীকার** শেষে লিখিয়াছেন—

"শ্রীধুরং শ্রীগুরুং নত্বা নৌমি শ্রীপাদমাদরাৎ।
বিদ্যাগুরুং গুরুমিব সুরাণাং মধুসূদনম্"॥"

বলভদ্রের কথা মধুসূদন স্বয়ংই সিদ্ধান্তবিন্দুতে লিখিয়াছেন, যথা—

"বহুযাচনয়া ময়াহয়মল্পো বলভদ্রস্য কৃতে কৃতো নিবন্ধঃ।"

এই বলভদ্র অদ্বৈতসিদ্ধির উপর সিদ্ধিব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন—এই রূপই প্রচার। সিদ্ধিসিদ্ধান্তসংগ্রহ গ্রন্থও বলভদ্রকৃত।

পুরুষোত্তম সরস্বতী মধুসূদনের শিষ্য। তিনি মধুসূদনের সিদ্ধান্ত-বিন্দুর টীকায় বলভদ্রের বিষয় বলিয়াছেন—"বলভদ্রভট্টাচার্য্যঃ কশ্চন সম্যগ্ ভক্তশিষ্যঃ পরমবেদান্তশাস্ত্রনিষ্ণাতঃ।" ওদিকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন —"আচার্য্যাণাং সেবকব্রহ্মচারিণঃ"।

এদিকে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির উপর লঘুচন্দ্রিকা টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি কিন্তু মধুসূদনকে গুরু বলেন নাই। তাঁহার গুরু পরমানন্দ সরস্বতী, ও গুরুস্থানীয় নারায়ণতীর্থ এবং শিবরামবর্ণী। যথা, লঘুচন্দ্রিকার প্রথমে—

"শ্রীনারায়ণতীর্থানাং গুরূণাং চরণস্মৃতিঃ।
ভূয়ান্ মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধিকা॥
অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণা।
সংক্ষিপ্তচন্দ্রিকার্থেন ক্রিয়তে লঘুচন্দ্রিকা॥"

শেষে আছে—

"মহানুভাবধৌরেয়শিবরামাখ্যবর্ণিনঃ।
এতদ্‌গ্রন্থস্য কর্ত্তারো লেখকাঃ কেবলং বয়ম্॥
শ্রীনারায়ণতীর্থানাং ষট্‌ছাস্ত্রীপারগীযুষাম্।
চরণৌ শরণীকৃত্য তীর্ণঃ সারস্বতার্ণবঃ॥
ভজে শ্রীপরমানন্দসরস্বত্যঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজম্।
যৎকৃপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণঃ সংসারসাগরঃ॥

"ইতি শ্রীপরমানন্দসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীব্রহ্মানন্দসরস্বতীবিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধিটীকায়াম্ অদ্বৈতলঘুচন্দ্রিকায়াং চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ"।

এখন এই শিবরামের নাম ব্রহ্মসূত্রশঙ্করভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দশিষ্য রামানন্দ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদ্‌গোবিন্দবাণীচরণকমলগো নির্বৃতোঽহং যথাঽলিঃ।"
"শ্রীগৌরীনায়কভিৎপ্রকটনশিবরামার্য্যলব্ধাত্মবোধঃ॥"

আর **শিবরাম ও নারায়ণতীর্থ যে সমসাময়িক** তাহা চিৎলে ভট্টের প্রকরণগ্রন্থে আছে। তন্মতে **তাঁহাদের সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ।**

এদিকে নারায়ণ তীর্থ জগদীশের শব্দশক্তির টীকাকার। জগদীশের নিকট গদাধর বালকপণ্ডিত। গদাধরের সহপাঠী ব্রহ্মানন্দ, আবার গদাধর মধুসূদনের আগমনে কাতর হইতেছেন। অতএব মধুসূদনের বৃদ্ধবয়সে ব্রহ্মানন্দও বালকপণ্ডিত বলা যায়। ব্রহ্মানন্দের গুরু শিবরামও অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—ইনিই বৃহচ্চন্দ্রিকাকার। সুতরাং **ব্রহ্মানন্দও মধুসূদনের শেষ বয়সে বালক পণ্ডিত** ছিলেন—বলা যাইতে পারে। যেহেতু—

মধুসূদনের শিষ্য—বলভদ্র, পুরুষোত্তম ও শেষগোবিন্দ ; আর নারায়ণ-তীর্থ, পরমানন্দ সরস্বতী ও শিবরামের শিষ্য—ব্রহ্মানন্দ। আর এই নারায়ণতীর্থের গুরু আবার রামগোবিন্দ তীর্থ এবং বাসুদেব তীর্থ। কিন্তু পরমানন্দ সরস্বতী ও শিবরামের গুরু কে, তাহা জানা যাইতেছে না। ইঁহাদের সহিত মধুসূদনের বা তাঁহার শিষ্যের সম্বন্ধ জানিতে পারিলে ব্রহ্মানন্দের সহিত মধুসূদনের সম্বন্ধ ঠিক্ জানিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা হইলেও সময়ানুসারে ব্রহ্মানন্দ মধুসূদনের প্রশিষ্যস্থানীয় হইবেন বোধ হয়। অতএব **মধুসূদনের জীবন ১৫২৫।৩০—১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ** বলা যাইতে পারে।

চতুর্বিংশতঃ দেখা যায়—যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য কাশীতে চৌষট্টী যোগিনীর ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং তাঁহার মৃত্যুও সেই ঘাটেই হয়—ইহা যশোহরের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। এই ঘাটনির্ম্মাণ স্বদেশীয় মধুসূদনের উপর অনুরাগবশতঃ—এরূপ কল্পনা করা যায়। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল ১৫৮৪ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং তাহার অগ্রে মধুসূদন প্রবীণ পণ্ডিত হইবেন। অতএব **মধুসূদনের সময়** ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ ধরিতে কোন বাধা নাই।

উপসংহার।

এখন এই আলোচনা হইতে দুইটী বিষয় জানিতে পারা গেল, প্রথম—কতকগুলি ব্যক্তির সহিত কতকগুলি ব্যক্তির পারম্পর্য্য এবং কতকগুলি ব্যক্তির সহিত কতকগুলি ব্যক্তির সমসাময়িকতা এবং কতকগুলি ব্যক্তির সহিত কতকগুলি ব্যক্তির সমসাময়িকতা ও পারম্পর্য্য উভয়ই। সুতরাং তাঁহাদের সময় ও নামগুলি যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপনীত হইতে পারা যায়। অতএব নিম্নে তাহা সংকলন করা গেল—

পারম্পর্য্য, যথা—

শ্রীরাম সরস্বতী	মাধব সরস্বতী	কৃষ্ণদীক্ষিত (শেষ)	অপ্পয়দীক্ষিত
বিশ্বেশ্বর	মধুসূদন	বীরেশ্বর	মধুসূদন
মধুসূদন		জগন্নাথ পণ্ডিত	শেষগোবিন্দ
		সাজাহান	

শেষকৃষ্ণ	জগন্নাথ আশ্রম	নৃসিংহাশ্রম	জগন্নাথাশ্রম
শেষ গোবিন্দ	নৃসিংহাশ্রম	অপ্পয়দীক্ষিত	নৃসিংহাশ্রম
	বেঙ্কট নাথ	ভট্টোজী	রঙ্গজী
	ধৰ্ম্মরাজ		

জগন্নাথ	জগদীশ	জগদীশ	রঘুনাথ শিরোমণি
নৃসিংহাশ্রম	গদাধর	নারায়ণতীর্থ	মথুরানাথ তর্কবাগীশ
ভট্টোজী		ব্রহ্মানন্দ	গদাধর
রঙ্গজী			

শিবরামবর্ণী	পরমানন্দ	রামেশ্বরভট্ট	জগন্নাথাশ্রম
ব্রহ্মানন্দ	ব্রহ্মানন্দ	নারায়ণভট্ট	রামতীর্থ

শিবরামবর্ণী	গোবিন্দানন্দ	মধুসূদন	মহাপ্রভু
রামানন্দ	রামানন্দ	শ্রীজীব	রূপ সনাতন
			শ্রীজীব

ব্যাসরাজ	মধুসূদন	কৃষ্ণদীক্ষিত	শেষকৃষ্ণ
ব্যাসরাম	ব্যাসরাম	ভট্টোজী	ভট্টোজী
শঙ্করমিশ্র	রামগোবিন্দ	বাসুদেবতীর্থ	মধুসূদন
মধুসূদন	নারায়ণতীর্থ	নারায়ণতীর্থ	বিশ্বনাথ ন্যায়পঃ
মধুসূদন	মধুসূদন	ভট্টোজী	রামেশ্বরভট্ট
বলভদ্র	পুরুষোত্তম	নীলকণ্ঠ সুবল	মাধব সরস্বতী

সমসাময়িকতা, যথা—

১। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, জগন্নাথ পণ্ডিত, মধুসূদন সরস্বতী, টোডরমল্ল, তুলসীদাস, খানখানা।

২। প্রতাপাদিত্য, যাদবানন্দ বা মাধব সরস্বতী, মধুসূদন, উপেন্দ্রসরস্বতী, বল্লভাচার্য্য।

৩। নারায়ণভট্ট, উপেন্দ্রসরস্বতী, মধুসূদন, নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয়-দীক্ষিত, ভট্টোজী, বলভদ্র, পুরুষোত্তম, শেষগোবিন্দ, জগন্নাথ পণ্ডিত, ব্যাসরাজ, ব্যাসরাম, মধুসূদন।

৪। ব্রহ্মানন্দ, গদাধর, পরমানন্দ, নারায়ণতীর্থ, জগদীশ।

এখন **কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসময়ের** যদি তালিকা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—

১। মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দু ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে নকল হইয়াছে।

২। নারায়ণভট্টরচিত বৃত্তরত্নাকরভাষ্য ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত।

৩। নৃসিংহাশ্রমের বেদান্ততত্ত্ববিবেক ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত।

৪। তুলসীদাসের জীবন ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ।

৫। আকবরের রাজত্ব—১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে।

৬। জাহাঙ্গীরের সময়—১৬০৫ হইতে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ।

৭। সাজাহানের সময়—১৬২৭ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ।

৮। শঙ্করমিশ্রের ভেদরত্নের লিপিকাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ।

৯। ভেদসিদ্ধিকার বিশ্বনাথের গৌতমসূত্রবৃত্তির সময় ১৬৩৪ বা ১৬৫৪খৃ

১০। ব্যাসরাজের মঠাধীশত্বের সময়—১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ।

১১। জগদীশের হস্তলিখিত পুঁথির সময়—১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ।

১২। গদাধরের জীবন—১৬০৪ হইতে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ।

১৩। চৈতন্যদেবের সময়—১৪৮৫ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ।

১৪। পক্ষধরমিশ্রের শিষ্য রুচিদত্তের গ্রন্থের লিপিকাল—১৩৭০ খৃষ্টাব্দ।

১৫। রঙ্গজীভট্টের স্থিতিকাল—১৬৩০ খৃষ্টাব্দ।

১৬। নীলকণ্ঠসূবল পণ্ডিত—১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত।

১৭। অপ্পয়দীক্ষিতের সময় ১৫২০ হইতে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ।

১৮। বল্লভাচার্য্যের সময়—১৪৭৯ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ।

সিদ্ধান্ত।

১। এখন ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার নারায়ণ ভট্টের সঙ্গে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার নৃসিংহাশ্রমের সহিত বিচারে যদি মধুসূদন নৃসিংহাশ্রমের পক্ষে বিচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৫৪৫।১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন অন্ততঃপক্ষে ২৫।৩০ বৎসরের পণ্ডিত হইবেন। অর্থাৎ তাহা হইলে মধুসূদনের জন্মসময় ১৫২০।২২ বা ১৫১৫।১৭ খৃষ্টাব্দ হয়।

২। ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাসের সময় মধুসূদন প্রবীণ পণ্ডিত হইলে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দেরও অন্ততঃপক্ষে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদনের জন্ম স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ ১৫২১।১৫২৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হয়।

৩। ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আকবরের সময় মধুসূদন প্রবীণ পণ্ডিত হইলে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে জাত আকবরের পূর্ব্বে মধুসূদনকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ১৫২০-২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মধুসূদনের জন্ম হইতে কোন বাধা হয় না।

৪। ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃতের প্রতিবাদ করিলে মধুসূদনের উক্ত সময়ে জন্মগ্রহণে কোন বাধা হয় না।

৫। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের দেহত্যাগ হইলে মধুসূদনের উক্ত সময়ে জন্ম স্বীকারে বাধা হয় না।

৬। ১৬০৪—১৭০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বালক গদাধর পণ্ডিতের সহিত বৃদ্ধ মধুসূদনের দেখা হওয়ায় অসম্ভব হয় না। অতএব ২০ বৎসরের গদাধরের সহিত ৯৫ বৎসরের মধুসূদনের দেখা হইলে মধুসূদনের জন্ম ১৫২৪ খৃষ্টাব্দ হয়।

৭। ১৫২০—১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অপ্পয় দীক্ষিতকে মধুসূদন প্রবীণ বলিয়া মান্য করিলে মধুসূদনের জন্মকাল ১৫২০ খৃষ্টাব্দের পর বলিতে হয়, আর তজ্জন্য ১৫২৩।২৫ মধুসূদনের জন্ম ধরিলে কোন বাধা হয় না।

এক্ষেত্রে যদি ধরা যায় মধুসূদন ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ জীবিত ছিলেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন বাধা ঘটে না। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সিদ্ধান্তবিন্দুর নকলও সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং মধুসূদন ১০৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আর তাহা হইলে **১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার জীবিতকাল।**

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—মধুসূদনের সময় ভারতে প্রধানতঃ কাশীধামে ও নবদ্বীপে মহামান্য পণ্ডিতবর্গ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এ সময় সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের পূর্ণপ্রচার। দার্শনিকচিন্তার সাহায্যে সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতের সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষসাধন করিতেছেন। ভারত মুসলমানের অধীন হইয়াও স্বধর্ম্মানুরাগের ফলে নিজের অক্ষয় বিশেষত্বে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানই ছিল। এ সময় বেদান্ত সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গের নাম ও তাঁহাদের গ্রন্থাদি এই গ্রন্থেই কিছু পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থকার-পরিচয়।

মধুসূদনের জীবনচরিত।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপরিচয়ের পর গ্রন্থকারের পরিচয় আবশ্যক। এজন্য গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে গ্রন্থকারের জীবনচরিত আলোচিত হইতেছে।

কিন্তু গ্রন্থকারের আবির্ভাবকালের ন্যায় তাঁহার জীবন চরিতের বিষয়ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। কারণ, যাহা আছে তাহা প্রবাদ মাত্র। প্রবাদে সংশয়ের স্থান অধিকই হয়। বস্তুতঃ, এ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের সমসাময়িক কেহই গ্রন্থকারের কোন জীবন-চরিত্র লেখেন নাই বা প্রসঙ্গক্রমে কোন গ্রন্থমধ্যেও কোন কথারই উল্লেখ করেন নাই। অগত্যা তাঁহার জীবনচরিত্র সঙ্কলন করিবার জন্য আমাদিগকে কতকগুলি প্রবাদেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে।

জীবনচরিতের উপাদানবিচার।

অবশ্য প্রবাদ হইলেই যে সব ভুল হয়, তাহাও নহে, আর জীবন-চরিত থাকিলেই যে তাহার সব কথাই ঠিক্ হয়, তাহাও নহে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার সপক্ষকর্ত্তৃক বিবরণ এবং বিপক্ষকর্ত্তৃক বিবরণে পরস্পরবিরোধ বেশ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। আর তজ্জন্য যে তাহা নির্ভুল নহে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়। অধিক কি, স্বরচিত আত্মচরিতেও যে এই দোষ থাকে না, তাহা নহে।

যাহা হউক, তাই বলিয়া যে প্রবাদ অপেক্ষা গ্রন্থের মূল্য কম, তাহাও বলা চলে না। আসল কথা—ঘটনার যথাযথ বর্ণনা অতি কঠিন কার্য্য, এবং অধিকাংশ স্থলেই বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে যথেষ্ট ভুলই থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ, জীবনচরিতবর্ণনা তদপেক্ষা কঠিন কার্য্য। ইহাতে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হয়। তবে, যে জীবনচরিত-পাঠে পাঠকের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়, আদর্শ উন্নত হয়, তাহাই

আদরণীয়, আর তাহা যদি সত্য ঘটনামূলক হয়, তাহা হইলে তাহা আরও ভাল। বোধ হয়—আমাদের মুনি ঋষি ও আচার্য্যগণ ঘটনার এইরূপ যথাযথ বর্ণনার কাঠিন্য বা অসম্ভাবনা অনুভব করিয়াই সে দিকে তত লক্ষ্যপ্রদান করেন নাই। তাঁহাদের লক্ষ্য সেই জীবনচরিত-সংক্রান্ত উপদেশের দিকে লক্ষ্য ছিল। এজন্য অনেকস্থলে উপাখ্যান সাহায্যে আদর্শপ্রদর্শনের চেষ্টা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য জীবনচরিতের উপাদান।

মধুসূদন দারপরিগ্রহ করেন নাই, বাল্যেই গৃহত্যাগ করেন এবং যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার বংশধর কেহ নাই, এবং জ্ঞাতিগণও তাঁহার সংবাদ রাখিবার সুযোগ তত পান নাই। তবে তাঁহার ভ্রাতৃগণেরও বংশ বিদ্যমান এবং তাঁহাদের মধ্যে সুপণ্ডিতও আছেন। এস্থলে তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারা গেল এবং মধুসূদনের কর্ম্মক্ষেত্র কাশীধাম ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত-বর্গের নিকট হইতে যাহা শুনা গেল, তাহাই লিপিবদ্ধ করা গেল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—কেহই এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ নহেন। যে সমস্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণ অপেক্ষাকৃত অধিক সংবাদ রাখিতেন, তাঁহারা আর ইহ জগতে নাই, এবং তাঁহাদের নিকট যে সব বংশপরিচয় পত্রাদি ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহার জন্য বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, অধিক কি, সমগ্র ভারতবাসীরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার জীবনচরিত আজ বিলুপ্ত—ইহা মনে হইলে দুঃখের মাত্রা যারপরনাই বর্দ্ধিতই হয়। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনবৃত্ত, তাঁহার জ্ঞাতিবংশধরগণের নিকট হইতে এবং তাঁহার শিষ্যসেবকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারা গেল, তাহাই এস্থলে সঙ্গত করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল। *

---

* এই জীবনচরিতের প্রধান উপকরণ আমাকে প্রথমতঃ মধুসূদনের ভ্রাতৃবংশের

মধুসূদনের জন্মভূমি।

কলিকলুষনাশিনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথী সাগরসঙ্গমার্থ উত্থিত হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া যেখানে বহু বাহু বিস্তার করিয়া প্রবাহিতা, সেই ত্রিকোণাকার নদীবহুল বিস্তৃত সমতল ভূখণ্ডের মধ্যে প্রাচীন বিক্রম-পুরের অংশবিশেষে, বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার অন্তঃপাতী উনসিয়া গ্রাম। এই উনসিয়া গ্রামেই মহামতি ৺মধুসূদনের জন্ম হয়। ফরিদপুর জেলার উত্তরে গঙ্গার অংশবিশেষ পদ্মানদী। উহা দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর প্রবাহিতা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশিয়া যমুনা নাম ধারণ করিয়াছে এবং তৎপরে সেই যমুনা দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া মেঘনা নদীর সহিত মিশিয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়া আরও দক্ষিণে যাইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে এবং ফরিদপুর ও তাহার দক্ষিণে অবস্থিত বাখরগঞ্জ জেলার পূর্ব্বসীমা হইয়াছে। আর এই বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার পশ্চিমসীমা মধুমতী নদী। ইহা, পদ্মানদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার কিছু পশ্চিমে পদ্মানদী হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মধুমতীর পশ্চিমে যশোহর ও খুলনা জেলা অবস্থিত। আর তাহার পশ্চিমে ২৪ পরগণা জেলা এবং ইংরাজ শাসিত ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা। ফলতঃ, মধুসূদনের জন্মভূমি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একটী লিখিত প্রবন্ধাকারে প্রদান করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য, (কলিকাতা) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন, (কাশী) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম, এ, (কলিকাতা) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, (কাশী) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ. (প্রয়াগ) আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেন। আমার অধ্যাপক স্বর্গীয় শ্রীকর শাস্ত্রী (কাশী) মহাশয় মধুসূদনের জীবনের কয়েকটী ঘটনা বলিয়াছিলেন।

যে ভূখণ্ডের অন্তর্গত, তাহার পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও তাহার শাখা বিভিন্ন নামে অবস্থিত এবং দক্ষিণে সাগর। এই স্থানটী পূর্ব্বে সাগর গর্ভে নিহিত ছিল, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কয়েকটী নদ নদীর দ্বারা আনীত মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হইয়া ইহা কয়েক সহস্রবৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে। এজন্য ইহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তি যেমনই অধিক, তেমনই দৃশ্যে নূতনত্বও যথেষ্ট।

কোটালিপাড়ার অন্তর্গত গ্রামগুলিতেও এই নূতনত্ব বর্ত্তমান। কারণ, এই গ্রামগুলি প্রায়ই বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত। এই ক্ষেত্রগুলি বর্ষার পরও কয়েক মাস পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকে। জল এতই অধিক হয় যে নৌকা ভিন্ন তথায় গমনাগমন অসম্ভব হয়। বর্ষার জল যতই সহসা বৃদ্ধি পাউক না, ধান্য বৃক্ষগুলি সেই জলের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া আত্মরক্ষা করে, অন্যদেশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায় না। তাহার পর জলের শুভ্র বর্ণের সহিত ধান্য বৃক্ষের হরিদ্ বর্ণ মিলিত হইয়া প্রকৃতি দেবীর এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করে। গ্রামগুলি প্রায়ই ঘনসন্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ বেত্র ও বংশ বৃক্ষের দ্বারা যেন সংগোপিত, দূর হইতে গ্রামের গৃহরাজি লক্ষিত হয়,। বর্ষার সময় কৃষিক্ষেত্রগুলি জলমগ্ন হয় বলিয়া প্রত্যেক গ্রামটী একটী দ্বীপবিশেষে পরিণত হয়। এক বাটী হইতে অপর বাটীতে, যাইবার কালে নৌকা বা ডোঙ্গা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয়। অনেক গ্রামে প্রধান পথই খাল। গ্রামমধ্যে আম, কাঠাল, সুপারি, নারিকেল, জাম, খেজুর, তাল, তেতুল ও আমড়া প্রভৃতি ফলবৃক্ষ প্রচুর। জবা, টগর, অপরাজিতা, পদ্ম, শেফালিকা, চাঁপা, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ যথেষ্ট। প্রতিগ্রামে পুষ্করিণী ও তড়াগাদি প্রচুর। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে এই সব ফুল পুষ্করিণীতড়াগাদিতে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট, সংলগ্নভাবে স্থাপিত কতিপয় বাস্তু ও তাহাদের পুষ্পোদ্যানাদি লইয়া

এক একটী পল্লী হয়। আর তাহার একদিকে খাল। কখন বা দুই তিন চারিদিকেই খাল। খাল হইতে একটী বাস্তুতে উঠিয়া অনেক সময় অপরের উদ্যানের ভিতর দিয়া অপরের বাটীতে যাইতে হয়। সাধারণ পথ প্রায়ই নাই। অনেকস্থলে খালের তীর রাজপথ। অনেক গ্রামে এই খাল প্রায় নিত্যই জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যেক পল্লীকে এক একবার এক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত করিতেছে এবং গ্রামের আবর্জ্জনারাশি ভাসাইয়া লইয়া যাইয়া পল্লীগুলিকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। গোচারণভূমি বা বালকবালিকাগণের ক্রীড়া-ভূমি অতি অল্প। অনেক সময় অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহের সম্মুখে প্রশস্ত ভূমিই গ্রামে উন্মুক্ত আকাশের অভাব দূর করিয়া থাকে। পাকা কোঠাবাড়ী অতি অল্প। সুদৃশ্য প্রশস্ত চালা ঘরই প্রায় সব। এই সব ঘরের দেয়ালগুলি ছ্যাচাবাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মৃত্তিকার দেওয়াল নাই। প্রতি গৃহই কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। ধানের গোলা, বিচুলির গাদা, গোশালা, সকল গৃহেই আসে পাশে বিদ্যমান। কোটালি-পাড়া পরগণার মধ্যে এইরূপ গ্রামই প্রচুর। উনসিয়াগ্রাম তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

মধুসূদনচরিত্রে জন্মভূমির প্রভাব।

বাস্তবিকপক্ষে মধুসূদনের জন্মভূমির এইরূপ প্রকৃতি দেখিলে আমাদের অনেক কথাই মনে উদয় হয়। মনে হয়—এরূপ দেশ না হইলে মধুসূদনের মত ব্যক্তির জন্ম হইবে কেন? উর্ব্বরা নূতন ভূমি হইলে তাহাতে যেমন শস্যাদি অধিক ও উৎকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেখানকার মানব মনেরও অত্যধিক উৎকর্ষ হইবার কথা। মধুসূদনের মানসক্ষেত্রে বেদান্তবিদ্যা যে জ্ঞানফল প্রসব করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিকই হইয়াছে। এদেশে মানবের জীবনধারণের প্রধান খাদ্য যে ধান্য, সেই ধান্য যতই কেন বৃষ্টির জল বৃদ্ধি হউক না, তাহা যেমন সেই

জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া জলের উপরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করে, এবং দেশবাসীর জীবনধারণে সহায়তা করে, তদ্রূপ মানবের প্রধানতম অভীষ্ট যে অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত, তাহা মধুসূদনের সম্পর্কে আসিয়া দ্বৈতবাদী ও নাস্তিক প্রভৃতির সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাধার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বর্দ্ধিত হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে এবং জগজ্জনের জীবন সার্থক করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। মধুসূদন বেদান্তসম্বন্ধে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অনেকটা এ দেশের প্রকৃতির আনুকূল্যেই হইয়াছে, এবং এদেশের ধান্যাদির অনুরূপ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মধুসূদনের জন্ম না হইলে, বোধ হয় মধুসূদন বেদান্তসিদ্ধান্তকে এ ভাবে রক্ষা ও পুষ্ট করিতে পারিতেন না।

মধুসূদনের সময় ভারতের রাজকীয় অবস্থা।

মধুসূদনের সময় ভারতের অবস্থা কিরূপ, তাহা দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহের সময় ভারতের অবস্থা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। এ সময় ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশই মুসলমান রাজার করতলগত। কেবল দক্ষিণভারতে কতিপয় হিন্দুরাজ্য অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গ গৌড়দেশও মুসলমানগণদ্বারা আক্রান্ত। পূর্ব্ববঙ্গে যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয় নাই। চন্দ্রদ্বীপে অর্থাৎ বর্ত্তমান বরিশালের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এ সময় তৃতীয় রাজা কন্দর্পনারায়ণ রাজোপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ইঁহার পূর্ব্বে এস্থানে দনুজমর্দ্দন হইতে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের পর ইঁহাদের দৌহিত্রসম্পর্কে বসুবংশীয় পরমানন্দ রায় হইতে অষ্টমপুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই আট জনের নাম—১। পরমানন্দ রায়, ২। জগদানন্দ রায় ৩। কন্দর্প-নারায়ণ রায়, ৪। রামচন্দ্র রায়, ৫। কীর্ত্তিনারায়ণ রায়, ৬। বাসুদেব-

নারায়ণ রায়, ৭। প্রতাপনারায়ণ রায়, ৮। প্রেমনারায়ণ রায়। ইঁহাদের পর ইঁহাদের দৌহিত্রসূত্রে মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ রায় হইতে ৬।৭ পুরুষ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ "বাখরগঞ্জের" নিকটবর্ত্তী "কচুয়া" নামক স্থানে বাস করিতেন। এই স্থানটী বর্ত্তমান "বাউকল" থানার অন্তর্গত। ইহার পর রাজা কন্দর্পনারায়ণ "বাসুরীকাঠী" নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে "পঞ্চকরণ" নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী "হোসেনপুর" নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মিত হয়। ইহার পর "ক্ষুদ্রকাঠী" ও তৎপরে "মাধবপাশা" নামক স্থানে রাজধানী হয়। বর্ত্তমান রাজবংশীয়গণ এই স্থানেই বাস করিতেছেন। এই স্থানগুলি সবই বরিশাল জেলার অন্তর্গত। ইঁহারা বসুবংশীয় কায়স্থ। ইঁহারই পুত্র রামচন্দ্র রায় পরে যশোহরাধিপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। দিল্লীর সম্রাট আক্‌বরের সেনাপতি ও শ্যালক মানসিংহ সদ্যোবিজিত বঙ্গদেশের সুবেদার বা শাসনকর্ত্তা। তাঁহার অধীনে কয়েকজন জমীদার বা ক্ষুদ্র রাজা এ সময় পূর্ব্ববঙ্গ প্রকৃত প্রস্তাবে শাসন করিতেছেন। এ সময় "বারভূইয়া" এই শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

দেশে সমাজের অবস্থা।

জাতিধর্ম্মনাশভয়ে ভীত ব্রাহ্মণগণ কাণ্বকুব্জ ছাড়িয়া পূর্ব্বে যে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, পরে সেখানেও সেই উৎপাতভয়ে এই পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। আজ কিন্তু এখানেও সেই জাতিধর্ম্ম নাশভয় উপস্থিত। বিবাহাদি যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইত। বিধবাবিবাহ ছিল না। পুরুষের বহু বিবাহ ছিল। ব্রাহ্মণমধ্যেও অনেকে মৎস্য ভক্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মণাচারই সদাচারের আদর্শ ছিল। বঙ্গদেশ এখন নিতান্ত অনিশ্চিত শাসনের অধীন। হিন্দু রাজশক্তি শিবরাত্রির নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায়

মিট মিট করিতেছে। তথাপি ব্রাহ্মণগণ অপর বর্ণ অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে স্বধর্ম্ম ও সদাচার ধরিয়া বসিয়া আছেন। যে কয়দিন সদাচার ও স্বধর্ম্মাচরণ সম্ভব হয়, সেই কয়দিনই তাঁহারা তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করিবার জন্ত কৃতসংকল্প। ইহাই হইল মধুসূদনের সময় দেশে সমাজের অবস্থা।

দেশে ধর্ম্মের অবস্থা।

এই সব ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মাচরণ এখন যাগযজ্ঞপ্রধান বৈদিক অনুষ্ঠান হইলেও পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাব বর্জ্জিত নহে। শত্রুবিজয়ের পর যেমন শত্রুর ধনরত্ন স্বতঃই সংগৃহীত হয়, তদ্রূপ বিজিত বৌদ্ধভাবের যুক্তি, বিচার ও সদাচারাদি সেই বৈদিক আচারমধ্যে কিছু কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তির বন্যাও ইহার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতমতাবলম্বী আচার্য্যগণ অদ্বৈতবেদান্তের অক্ষুণ্ণ প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য বিশেষ-ভাবে যত্নবান্। তান্ত্রিক সম্প্রদায় এ সময় খুব প্রবল। সকল ধর্ম্মেরই নামে বহু দুষ্ট লোক অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত। ইহাই হইল মধুসূদনের সময় দেশে ধর্ম্মের অবস্থা। ভারতের এইরূপ অবস্থায় মহামতি মধুসূদন বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।

মধুসূদনের বংশপরিচয়।

কান্যকুব্জে ম্লেচ্ছাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ বংশ বহুদিন হইতে দলবদ্ধ হইয়া সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিতে-ছিলেন। এই সময় মহারাজ গৌড়াধিপতি ও মিথিলাধীশ্বর প্রভৃতি প্রাচ্য ভূখণ্ডের হিন্দু নৃপতিবর্গ তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া স্বরাজ্যে ভূসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক বসবাসের ব্যবস্থা করিতেছেন। ১১৯৪ মতান্তরে ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীরামমিশ্র অগ্নিহোত্রী সাহাবুদ্দিন ঘোরীর অত্যাচারে স্বধর্ম্মনাশভয়ে বহু আত্মীয়স্বজন সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং

ক্রমে কোটালিপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। কেহ বলেন—রামমিশ্রের বংশধরগণ বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে কিছুদিন বাস করিয়া এই কোটালিপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। যাহা হউক, ক্রমে এই স্থানটী বিভিন্ন গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমিতে পরিণত হয় এবং কালক্রমে এইস্থানে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের আবির্ভাব হয়।

শ্রীরামমিশ্রের আগমন সম্বন্ধে লক্ষণ বাচস্পতিকৃত পাশ্চাত্যকুল সংহিতায় আছে—

অশেষষড়্‌দর্শনদর্শনাত্মা যশোদয়ালঙ্কৃতমূর্ত্তিরেকঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ কাশ্যপবংশদীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্যবিপ্রঃ ॥৬০ পৃঃ
তৎ কাণ্বকুব্জং পরিহায় বিপ্রাঃ তদা নবদ্বীপসমীপদেশে।
গ্রামেষ্বনেকেষু পরম্পরং তে সম্বন্ধবদ্ধাঃ স্ম বসন্তি সর্ব্বে ॥৬৪ পৃঃ

এই শ্রীরামমিশ্রের বংশপরম্পরা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ১৫৮ পৃষ্ঠায় যেরূপ আছে তাহার উপর কিঞ্চিৎ সংযোজিত করিয়া যেরূপ হইয়াছে তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

মধুসূদন প্রমোদন পুরন্দরের পুত্র নহেন কিন্তু ভ্রাতা, এরূপ মতও আছে। একথা উক্ত ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য় অংশ ৬৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা মধুসূদনের জ্ঞাতিবংশসম্ভূত পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করেন না। পণ্ডিত শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ইহা লিখিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে মধুসূদন যে পুরন্দরের ভ্রাতা, তদ্বিষয়ে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরকৃত কুলপঞ্জিকাতে কয়েকটী শ্লোক দেখা যায়—

শ্রীরামমিশ্রান্বয়সম্ভবো যঃ পুরন্দরাচার্য্য ইতি প্রসিদ্ধঃ।

* * * *

পুরন্দরস্যানুজ এক আসীৎ সরস্বতী শ্রীমধুসূদনাখ্যঃ।
অসারসংসারবিরক্তবুদ্ধিঃ কাশ্যাং স দণ্ড্যাশ্রমমাবিবেশ ॥

শ্রীরাম মিশ্রের পুত্র মাধব মিশ্র, তৎপুত্র গোপাল মিশ্র, তৎপুত্র গণপতি মিশ্র, তৎপুত্র সনাতন মিশ্র, তৎপুত্র কৃষ

কবিরাজ জিতামিত্র আচার্য্য শেখর

শ্রীনাথ চূড়ামণি
লক্ষ্মীদাস ন্যায়ালঙ্কার
রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
দেবীদাস চক্রবর্ত্তী
কন্দর্প চক্রবর্ত্তী
রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী
চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
হরকুমার চক্রবর্ত্তী
হরিদাস তর্কতীর্থ
কালীপদ তর্কতীর্থ

যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য

গৌরীদাস তর্কপঞ্চানন (১) বিশ্বনা

রামভদ্র গোবিন্দ অনন্ত হৃষীকে

গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য বলরাম তর্কভূষণ মুকুন্দ, আনন্দ, কেশব, রামেশ, রমেশ

লক্ষ্মীনারায়ণ বাচস্পতি হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কার পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার (চাদশী) ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী

রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাগীশ হিরণ্যগর্ভ তর্কপঃ রামকান্ত ন্যায়পঃ কমলাকান্ত গঙ্গানন্দ গদাধর তর্কসিঃ ভুবনেশ্বর বিদ্যাভূঃ কালিদাস

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য
কৃষ্ণচরণ
নীলকান্ত তর্কবাগীশ
কালীচরণ স্মৃতিতীর্থ

কৃষ্ণনারায়ণ ন্যায়ভূষণ কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন

ভবানীশঙ্কর পূর্ণানন্দ রাজনারায়ণ ভৈরবচন্দ্র উদয়চন্দ্র গৌরীকান্ত কেবলরাম ভোলানাথ হরিশ্চন্দ্র হৃদয়ানন্দ

কালীকান্ত

কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিরত্ন হরনাথ শাস্ত্রী কাশীনাথ বিদ্যারত্ন রামনাথ সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ কেদারেশ্বর

কমলচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত বিশ্বেশ্বর প্রাণনাথ রাধানাথ হ

কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ

এস্থলে কয়েকটী মতভেদ আছে। কেহ বলেন মধুসূদন প্রমোদনের ভ্রাতা, কেহ বলেন পুত্র। কেহ বলেন ম
কমলনয়ন মধুসূদনের পূর্ব্ব নাম, কেহ বলেন তিনি মাধবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমরা আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি,
বলেন শ্রীরামের পুত্র মাধব, তৎপুত্র সনাতন ও গণপতি। গণপতির অপর নাম গুণার্ণবাচার্য্য। ইনি শ্বশুরবাড়ী যশো
বরিশালের নানাস্থানে বসবাস করিতেছেন। চূড়ামণির বংশ কোটালিপাড়াতেই আছেন। এই পুরন্দরের বংশই

তৎপুত্র কৃষ্ণগুণার্ণব বেদাচার্য্য

…শ্বর　　প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্য

মধুসূদন বা (?) কমলনয়ন　　বাগীশ গোস্বামী　　নাম অজ্ঞাত

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (৪)　　রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী (৩)　　(২) মাধবঅবিলম্ব সরস্বতী (?)　　কমলনয়ন (?)

…নন্ত　হৃষীকেশ　গঙ্গারাম　(?)

সূর্য্যদাস
মুরহর
যোগিরমণ
প্রাণকৃষ্ণ
তারিণীচরণ
ভগবান
অক্ষয়কুমার

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী　　রামদাস বিদ্যালঙ্কার

রুক্মিনীকান্ত সার্ব্বভৌম
গৌরীনাথ বিদ্যারত্ন

রামশঙ্কর　　রাধানাথ তর্কভূষণ
হরচন্দ্র　　কাশীচন্দ্র বাচস্পতি
দ্বারকানাথ　　গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার
মথুরানাথ
হরিহর শাস্ত্রী

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ　লক্ষ্মীকান্ত　কেশবচন্দ্র
শশীশেখর ভট্টাচার্য্য

…লিদাস
…য়ানন্দ
… রাধানাথ

মহেশ্বর
অনন্তরাম　　শ্রীকণ্ঠন্যায়রত্ন
গদাধর ন্যায়ালঙ্কার　　রামহরি পঞ্চানন
রামজীবন ন্যায়বাগীশ　　জগদীশ তর্কালঙ্কার
কৃষ্ণ সার্ব্বভৌম　　শিবনাথ
রাধানাথবিদ্যাভূষণ　　ঈশ্বরচন্দ্র বেদাচার্য্য
কালীকুমার তর্করত্ন
শশধর বিদ্যারত্ন

শ্যামাদাস　　কালিদাস বিদ্যাবিনোদ　　রামেশ্বর
দেবীদাস　যদুনাথ　　হরিদাস সিদ্ধান্তভূষণ

বাণীনাথ
রুদ্ররাম
ঘনশ্যাম
রমাপতি
গৌরীপ্রসাদ
মদনমোহন

কাশীশ্বর　　জ্ঞানদাকণ্ঠ　　শ্যামাকান্ত
যোগেন্দ্রমোহন (৪ ভাই)　　চিন্তাহরণ (৩ ভাই)　　রামকৃষ্ণ

…কেহ বলেন মাধব অবিলম্ব সরস্বতী ও মধুসূদন উভয়ে ভ্রাতা, কেহ বলেন মাধব মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্র। কেহ বলেন
…রিয়া বুঝিয়াছি, কমলনয়ন ও মাধব মধুসূদনের দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মধুসূদনই মধুসূদনের পূর্ব্ব নাম ছিল। কেহ
…শ্বশুরবাড়ী যশোহরে গমন করেন ও তথায় বাস করেন। তাঁহার পুত্র পুরন্দর। ন্যায়াচার্য্যের বংশ ফরিদপুর এবং
…রন্দরের বংশই বৈদিকসম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যায় অধিক।

জ্ঞানপ্রবীণঃ পরমার্থবেত্তা শিষ্যপ্রশিষ্যৈঃ সমুপাস্যমানঃ।
গ্রন্থাননেকান্ বিরচয্য কালে স যোগযুগ্ ব্রহ্মণি সংবিলিল্যে ॥

অর্থাৎ শ্রীরামমিশ্রের বংশে পুরন্দরাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পুরন্দরের এক পুত্র মধুসূদন সরস্বতী। তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া কাশীবাস করেন। জ্ঞানে প্রবীণ, পরমার্থবেত্তা শিষ্য প্রশিষ্যগণ দ্বারা পরিসেবিত নানাগ্রন্থ রচনা করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মে বিলীন হন, ইত্যাদি।

যাহা হউক, মধুসূদনের বংশপরম্পরা আলোচনা করিলে দেখা যায় —ইঁহারা প্রথমে কাণ্যকুব্জে বাস করিতেন। ম্লেচ্ছপীড়নে স্বধর্ম্মনাশ আশঙ্কা করিয়া প্রথমে নবদ্বীপে আসেন, তৎপরে কোটালিপাড়ায় বাস করেন। ইঁহাদের বংশে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অনেকেই ন্যায়, বেদান্ত, ব্যাকরণ এবং বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন। বৈদিক যাগযজ্ঞ ইঁহারা বহুদিন যাবৎ এই বঙ্গদেশেও অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছিলেন। বেদাধ্যয়ন এই বংশে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। "বঙ্গদেশে বেদের প্রচার নাই" এই অপবাদের ইঁহারা বহুল পরিমাণে অপনোদন করিয়াছিলেন।

প্রমোদন পুরন্দরের নামে এখনও একটী দীঘি কোটালিপাড়ায় আছে। এই পুষ্করিণী খনন ব্যাপারে একটী গল্পও আছে। গল্পটী এই—পুষ্করিণীখনন শেষ হইলেও ইহাতে জল উঠে না। পুরন্দর বিশেষ ভাবিত হইলেন। একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার কোন পুত্র যদি অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে পুষ্করিণীতে জল উঠিবে। পুরন্দর প্রাতে সকল পুত্রকেই স্বপ্ন কথা জানাইলেন। সকলেই স্তম্ভিত। অবশেষে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি যেমন পুষ্করিণীমধ্যে অশ্বারোহণ করিয়া গমন করেন, অমনি ভীষণ বেগে জল উঠিয়া পুত্রটীকে অশ্বসহ গ্রাস করিল।

এই পুষ্করিণী ব্যতীত কোটালিপাড়া গ্রামে পুরন্দরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক কালীমাতা বিরাজমানা। এখনও ইঁহার যথাবিধি পূজাদি চলিয়া আসিতেছে। দক্ষিণদেশীয় কতিপয় ব্যক্তি এই মধুসূদনকে দক্ষিণ-দেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, এই সব দেখিলে তাহা যে নিরতিশয় আগ্রহের ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ হয় না। মধুসূদনের বংশে এখনও যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা ন্যায়াদি শাস্ত্রে দেশের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত বলিয়াই সম্মানিত হইতেছেন। মধুসূদন যেমন মহান্ তাঁহার বংশও তদুপযোগী যে মহান্ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের জন্ম।

মধুসূদনের সময়নির্ণয় উপলক্ষে আমরা দেখিয়াছি তিনি ১৫২৫।৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়ে পণ্ডিত শ্রীপ্রমোদন পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় বা চতুর্থ পুত্ররূপে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন—ইহাই বলিতে হইবে। তাঁহার জন্ম শকাব্দ মাস তিথি বার প্রভৃতি কিছুই আজ আর জানিবার উপায় নাই। তাঁহার জননী ও মাতুল প্রভৃতি কে ছিলেন, তাহারও কোন স্থানে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং কল্পনাবলে বলিতে ইচ্ছা হয়—শুভগ্রহের শুভযোগে কোন শুভদিনে শুভলগ্নে মহামতি মধুসূদন কোটালিপাড়ার অন্তর্গত "উনসিয়া" গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপুরুষ বা মহাত্মা ব্যক্তি কখনও কোন কুগ্রহযোগে অদিনে অসময়ে জন্মগ্রহণ করেন না। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

মধুসূদনের শৈশব।

শুনা যায়—মধুসূদন শৈশব হইতেই অতি তীক্ষ্ণধী বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার ক্রীড়া ও কৌতুকাদি সকল কার্য্যেই তাঁহার অসাধারণ

বুদ্ধিমত্তা সকলেই অনুভব করিতেন। এই শৈশবেই দেব, দ্বিজ ও গুরু-ভক্তির বীজও তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত, এজন্য অনেকে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন—মধুসূদন সম্ভবতঃ পঞ্চম বৎসর বয়সেই উপনীত হইয়াছিলেন; কারণ, বালক বুদ্ধিমান হইলে এবং পিতা মাতা পুত্রের জ্ঞানসম্পৎ বিশেষভাবে কামনা করিলে তাঁহারা মনুর আদেশানুসারে পুত্রের পঞ্চম বৎসর বয়সেই উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শুনা যায়—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনেও এইরূপই ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ, এ প্রথা এখনও বর্ত্তমান। অতএব এ ক্ষেত্রে এই অনুমান অসম্ভব অনুমান বা কষ্টকল্পনা নহে।

প্রথমবিদ্যাভ্যাস ও কবিতাশক্তির বিকাশ।

উপনয়নের পর, অনেকেই বলেন—মধুসূদন নিজ পিতা পুরন্দরা-চার্য্যের নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পুরন্দরাচার্য্য একজন অসাধারণ কবি ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার বিশেষ খ্যাতিও ছিল। পিতার নিকট মধুসূদন প্রথমেই অমরকোষ ও কলাপব্যাকরণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তৎপরে কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। পিতার অধ্যাপনাকৌশলে ও বালকের তীক্ষ্ণধীবশতঃ বালক মধুসূদন অষ্টম বৎসর বয়সেই একজন কবি হইয়া উঠিলেন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ মধুসূদনের কবিত্বশক্তি দেখিবার জন্য প্রায়ই পুরন্দরের গৃহে আসিতেন ও মধুসূদনকে নানা বিষয়ক শ্লোক রচনা করিতে বলিতেন। মধুসূদন তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে সহাস্যবদনে শ্লোক রচনা করিয়া সকলকেই সন্তোষ প্রদান করিতেন। সকলেই বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এইরূপে বাল্যবয়সেই প্রবীণ সঙ্গবশতঃ মধুসূদনের হৃদয়ে প্রবীণতার বীজ উপ্ত হইল, মধুসূদনের বালকস্বভাবসুলভ চাপল্যের বিকাশের

অবসর কমিয়া যাইতে লাগিল। মধুসূদনের মহত্ত্বলাভের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল।

মধুসূদনের বৈরাগ্যের উপলক্ষ্য।

মধুসূদনের পিতা প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্যের যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ভূমির কর কন্দর্পনারায়ণকেই দিতে হইত। পুরন্দরের ভূমিতে অনেক আম্রবৃক্ষ ছিল। এজন্য পুরন্দরের সুবিধার জন্য রাজা করস্বরূপে ধান্য বা অর্থ গ্রহণ না করিয়া আম্রফলই গ্রহণ করিতেন। আর তাহা রাজা পণ্ডিতসঙ্গানুরাগী ছিলেন বলিয়া পুরন্দরাচার্য্যকে স্বয়ং নৌকা-যোগে রাজসরকারে পঁহুছাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ, এই উপলক্ষ্যে রাজার বিদ্বৎসঙ্গলাভ হইত। কিন্তু পুরন্দরের বয়সাধিক্যবশতঃ এবং গ্রামে অধ্যাপনাকার্য্য বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, তাঁহার পক্ষে স্বয়ং যাইয়া কর প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। পুরন্দর ভাবিতে লাগিলেন—এমন কি কৌশল করা যায়, যাহাতে রাজকরটী আর স্বয়ং না যাইয়া দিতে হয়।

এদিকে পুত্র মধুসূদন তখন প্রায় দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, এবং কবিত্বের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ওদিকে রাজা কন্দর্পনারায়ণও বেশ পণ্ডিতানুরাগী। কোন পণ্ডিত তাঁহার নিকট যাইয়া নিজের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিলে তিনি পরম সন্তোষলাভ করেন এবং যথোচিত পুরস্কার-পারিতোষিকও প্রদান করেন। বিদ্যোৎসাহ দানে রাজা মুক্তহস্ত। পুরন্দর ভাবিলেন—এইবার রাজকর দিবার সময় মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পুত্র রাজাকে কবিতা শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিবেন, আর তিনি 'করদানকালে স্বয়ং না আসিয়া স্থানীয় রাজপুরুষকে উহা অর্পণ করিবেন'—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। এরূপ হইলে রাজা আর বিমুখ হইতে পারিবেন না।

এই ভাবিয়া যথাসময়ে পুরন্দরাচার্য্য পুত্র মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া রাজকর দিতে চলিলেন। পুরন্দরাচার্য্য কয়েক নৌকা আম্র রাজসরকারে পহুঁছাইয়া দিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজাও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অতঃপর পরস্পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলে পুরন্দর নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং পুত্রের কবিত্ব শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কি অশুভ মুহূর্ত্তেই পুরন্দর এই অনুরোধ করিলেন যে, রাজা কন্দর্প নারায়ণ, পুরন্দরের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে কি ভাবিলেন। তিনি একেবারেই অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পুরন্দর যতই অনুরোধ করেন, বিধাতার বিচিত্র বিধানে, রাজা ততই অসম্মতিপ্রকাশে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন "এই সামান্য ফলকর দিবার উপলক্ষে বৎসরান্তে আপনার একবার দর্শন পাই, আপনি তাহাতেও বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাহা কিন্তু হইবে না।"

পুরন্দর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সহাস্যবদনে রাজাকে পুত্রের কবিত্ব শুনিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের অনুরোধ উপেক্ষা করায় মলিনচিত্ত হইয়াছেন। তিনি বিপরীত ভাবিলেন। ভাবিলেন—পুরন্দর কৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন—অতএব তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, সময়ান্তরে শুনিব"।

অগত্যা পুরন্দর পুত্রসহ রাজার অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং পরদিন রাজার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সময় এ দেশের রাজকীয় অবস্থাও অনুকূল নহে। মুসলমানগণ কন্দর্পনারায়ণের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সুতরাং কন্দর্পনারায়ণের চিত্ত প্রায়ই অপ্রসন্ন ও চিন্তাকুল থাকিত। আর তাহার ফলে রাজদর্শনের সুযোগ আর পুরন্দরের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

যাহা হউক, এইরূপে দুই একদিন অপেক্ষা করিয়া একদিন সুযোগ লাভ ঘটিল। মধুসূদন স্বরচিত কয়েকটী শ্লোক শুনাইলেন। রাজা বিক্ষিপ্তচিত্ত থাকায় কবিতার মাধুর্য্য পূর্ব্বের ন্যায় আর বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মৌখিক যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া আর একদিন দেখা করিতে বলিলেন।

পুরন্দর রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অতিথিশালায় আগমন-পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যতই চেষ্টা করেন, রাজার সহিত সাক্ষাৎলাভ আর ঘটে না। কয়েক দিন পরে একবার সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু রাজার সহিত কথোপকথনের অবকাশ পাইলেন না।

মনস্বী মধুসূদন বালক হইলেও অন্তরে যথেষ্ট তেজস্বী ছিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া পিতাকে রাজপ্রসাদলাভচেষ্টায় বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রবীণ পুরন্দর কিন্তু এখনও বিরক্তি-বোধ করেন নাই। তিনি রাজার সহিত পুনরায় দেখা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভাগ্যক্রমে এ দিনও রাজার সময়াভাবে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। এইবার পুরন্দর দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ক্ষমাগুণের আতি-শয্যবশতঃ ক্রুদ্ধ হইলেন না এবং গৃহে প্রত্যাগমনের সংকল্প করিলেন।

মধুসূদনের বৈরাগ্য।

পিতাপুত্র গৃহে ফিরিলেন। মধুসূদনের হৃদয়ে বিশেষ আঘাত লাগিল। তিনি ভাবিলেন—তিনি জীবনে আর কখন মনুষ্যের উপাসনা করিবেন না, এখন হইতে তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামীর উপাসনা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইবেন। পথিমধ্যেই মধুসূদন ধীরে ধীরে পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ! আমি আর গৃহে ফিরিব না, আপনি গৃহে যাউন। আমি এবার ভগবানের উপাসনা করিব, আর মনুষ্যের উপাসনা করিব না। ইহা কেবল আমার অপমান নহে, ইহা আপনার

অপমান, ইহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অপমান, ইহা বিদ্যাবত্তার অপমান, ইহা শাস্ত্রের অপমান, ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অপমান। অপনার মুখে শুনিয়াছি ভক্তের ভার ভগবান বহন করেন, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সেই ভক্ত হইতে পারি, আমি যেন ভগবানেরই উপাসনা করিতে সমর্থ হই।"

প্রবীণ পুরন্দর পুত্রের কথার কোন উত্তর দিলেন না। মধুসূদন বার বার সেই এক কথাই বলিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দর বলিলেন —"বৎস! সত্যই বটে এক্ষেত্রে এইরূপই মনে হয়"।

মধুসূদন বলিলেন—"পিতঃ! আমি সত্য বলিতেছি, আমি আর গৃহে ফিরিব না। আপনি বাটী ফিরিয়া যাউন, আমি নবদ্বীপধামে সেই অবতারপুরুষের শরণ গ্রহণ করিব। আমি আর গৃহে থাকিব না।"

পুরন্দর পুত্রমুখে এই কথা বার বার শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! গৃহে চল, তোমার জননী রহিয়াছেন, সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে তাঁহারও ত অনুমতি লওয়া আবশ্যক।" পুরন্দর রাজার নিকট বিফলমনোরথ হওয়ায় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সুতরাং পুত্রকে বুঝাইবার জন্য আর আগ্রহান্বিত হইলেন না। এই অবকাশে মধুসূদন পিতার চরণ ধরিয়া বলিলেন—"তবে পিতঃ! বলুন—আপনার সম্মতি আছে।" পুরন্দর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হইবে।"

পুত্রকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিবার কালে পুরন্দরের অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। তিনি আরও কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন— "দেখ বৎস! প্রথমজীবনে আমার সন্ন্যাসী হইবার বড়ই বাসনা ছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সেও আমার সে বাসনা পূর্ণ হইল না, আর তুমি এই অপগণ্ড বয়সে সন্ন্যাসী হইতে চলিলে। তা' তোমার শুভবাসনায় আমি বাধা দিতে চাহি না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।"

পিতার অনুমতি লাভ হইল, মধুসূদন মনে মনে সন্ন্যাসের জন্য এইবার দৃঢ়সংকল্প হইলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

কন্দর্পনারায়ণের রাজধানী হইতে উনসিয়া গ্রামে আসিতে দুই এক দিন সময় লাগে। যতই পথক্লেশ অনুভূত হয়, উদ্দেশ্যের বিফলতার দুঃখ তাহার সঙ্গে বিজড়িত হইয়া মধুসূদনের সন্ন্যাসসংকল্পকে ততই দৃঢ় করিতে লাগিল এবং পুরন্দরের হৃদয়ে মধুসূদনকে বাধাদান করিবার ইচ্ছা ততই ক্ষীণ করিতে লাগিল। ঘটনাবলী ভবিতব্যতার অনুকূলই চিরদিন হইয়া থাকে।

মধুসূদনের গৃহত্যাগ।

পুরন্দর ও মধুসূদন গৃহে আসিলেন। পুরন্দরের পরিবারবর্গ পিতা-পুত্রের বিষণ্ণভাব দেখিয়া প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। পরে পুরন্দরের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন।

মধুসূদন পিতার কথা শেষ হইতে না হইতেই জননীর চরণ ধারিয়া বলিলেন—"মা! আপনার চরণে আমার একটী ভিক্ষা আছে। আপনাকে উহা দিতেই হইবে।"

মধুসূদনের জননী মধুসূদনের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের মিনতি দেখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা দিব, বল কি হইয়াছে।"

তখন মধুসূদন বলিলেন—"মাত! আমি ভগবৎসেবা করিয়া জীবন ক্ষয় করিব--স্থির করিয়াছি। আমি শুনিয়াছি—নবদ্বীপে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে, আমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া জীবনক্ষয় করিব। অতএব আপনি আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিন। পিতৃদেব অনুমতি দিয়াছেন, এখন আপনার অনুমতি হইলেই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারি।"

জননী পুত্রের কথা শুনিয়া অবাক্। পিতা অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া আরও বিস্মিত। কি বলিবেন—কিছুই ভাবিয়া পান না। দেখিতে দেখিতে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। তিনি গদ গদ কণ্ঠে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বৎস! কি হইয়াছে? কেন তোমার সহসা এই ভাবান্তর হইল?" এই বলিয়া জননী মধুসূদনকে বহু বুঝাইতে লাগিলেন।

কিন্তু মধুসূদন দৃঢ়সংকল্প, তিনি জননীকে সংসারের দুঃখময়তা এবং ভগবৎসেবাতেই সুখ—ইহা নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন—"মা! আপনার তিন জন কৃতি পুত্র বর্ত্তমান, আপনি আমার মায়া ত্যাগ করুন।" জননী পুত্রকে বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন পিতা পুরন্দর মধুসূদনের জননীকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রকে বলিলেন—"বৎস মধুসূদন! দেখ, জ্ঞান না হইলে সন্ন্যাস বৃথা। আচ্ছা, তুমি নবদ্বীপে যাও, সেখানে যথারীতি শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন কর, তৎপরে যদি উচিত বিবেচনা কর, যদি নিজেকে যোগ্য বিবেচনা কর ত সন্ন্যাস লইও। কিন্তু এখনই সন্ন্যাস লইও না। এখনও তুমি সন্ন্যাসের যোগ্য হও নাই"।

মধুসূদন বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—আমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়"।

জনক জননী উভয়েই মধুসূদনের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধুসূদন পিতামাতার পদধূলি লইয়া অগ্রজগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া এক শুভদিনে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

---

* এস্থলে কেহ বলেন—মধুসূদন নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করিয়া গৃহে যাইয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজার নিকট প্রত্যাখ্যাত হন এবং তৎপরে কাশী যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু

মধুমতী নদী অতিক্রমে দৈবানুগ্রহ।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক-মধুসূদন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করিবার পর তিনি প্রসিদ্ধ মধুমতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে পথে মধুসূদন আসিয়াছেন এ পথে মধুমতী অতিক্রমের কোন ব্যবস্থা নাই। মনের আবেগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, কাহাকেও প্রসিদ্ধ পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। নদীও স্রোতস্বতী মকরকুম্ভীরাদিসমাকুলা এবং অতীব দুস্তরা। যতদূর দৃষ্টি যাইল দেখিলেন নিকটে কোন লোকালয়ও নাই—কোন পারাপারের ব্যবস্থাও নাই। এইবার তিনি নিজেকে নিরুপায় ভাবিলেন। অগত্যা ভগবতী জাহ্নবীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। ভাবিলেন—যিনি ভবপারের কাণ্ডারী, তিনি কি শরণাগতকে এই ক্ষুদ্র নদী পার করিয়া দিবেন না?

এই ভাবিয়া মধুসূদন অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভগবতী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলেন। "শরীর পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন" এইভাবে মধুসূদন আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভগবতীর ধ্যানজপে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বালকের সরল প্রাণের কাতর ক্রন্দন বিশ্বজননী কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন? ধ্যাননিমীলিত মধুসূদনের মানসচক্ষে ভগবতী মধুসূদনকে দর্শনদান করিলেন। ভগবতী মধুসূদনকে বলিলেন—"বৎস! বরগ্রহণ কর, আমি প্রসন্না হইয়াছি।"

মধুসূদন বলিলেন—"জননি! যদি সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, তবে কেবল এই ক্ষুদ্র নদী পার করিয়া দিলে কি হইবে? যাহাতে এই ভবনদী পার হইতে পারি, আমাকে সেই পথে পরিচালিত করিতে হইবে। আর আপনি যে আপনার সন্তানের উপর প্রসন্না হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন-

---

চারিদিক ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়—ইহা সম্ভবপর নহে। তিনি পিতার নিকট পাঠকালে চন্দ্রদ্বীপের রাজার নিকট উপেক্ষিত হন—ইহাই সম্ভবপর।

স্বরূপ এই বর দিন, যেন আমাদের জ্ঞাতিকুলের কেহ এই নদীতে বিপন্ন না হয়"। বস্তুতঃ, আজ পর্য্যন্ত মধুসূদনের জ্ঞাতিকুলের কেহই এ নদীতে বিপন্ন হয় নাই বলিয়া শ্রুত হয়।

ভগবতী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মধুসূদনের যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখন ভক্তির আবেগে গলদশ্রুনেত্রে ভগবতীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

দৈবানুগ্রহের অপার মাহাত্ম্য। দেখিতে দেখিতে একটী মৎস্যজীবী একটী নৌকা লইয়া মধুসূদনের সমীপে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধুসূদনকে যোগাসনে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া ধীবর মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা, তুমি একাকী এই জনমানবহীন স্থানে বসিয়া আছ কেন? তুমি কি পারে যাইতে চাও"?

মধুসূদন তখন সাশ্রুনয়নে ভগবতীচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন —"হ্যাঁ, আমি নৌকার জন্য আজ কয়েক দিন এই স্থানেই বসিয়া রহিয়াছি। তুমি কি আমায় পার করিয়া দিবে? আমার কিন্তু এক কপর্দ্দকও নাই"।

ধীবর বলিল—"আসুন, আমি পারেই যাইতেছি। আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না"। মধুসূদন ভগবতীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে নৌকার উপরি আরোহণ করিলেন এবং অবিলম্বে পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবদ্বীপের পথে।

ভগবতীর বরপ্রাপ্ত বালক মধুসূদনের মুখে এখন এমন এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, যে ব্যক্তি দেখে সেই ভালবাসিতে চাহে, সেই তাঁহার আনুকূল্য করিতে চাহে। 'মধুসূদন নবদ্বীপের পথের পথিক জানিয়া সকলেই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পথিমধ্যস্থ ব্রাহ্মণগণের গৃহে মধুসূদন আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে নবদ্বীপাভিমুখে চলিলেন।

ভগবতীর কৃপায় মধুসূদনের আর কোথাও কোন কষ্ট নাই। নির্ম্মল জলাশয়ের নিকটই মধুসূদনের পিপাসা পায়। ছায়াশূন্য পথে মধ্যাহ্ন-কালে যখন গমন করেন, তখন মেঘের উদয় হয়। ঘর্ম্মোদ্‌গম হইলে মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হয়। যেখানে দিবাবসান হয়, সেই খানেই উত্তম আশ্রয় পান। মধুসূদনের পক্ষে আজ পঞ্চভূতই অনুকূল, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ সবই অনুকুল; দেবতাগণও অনুকূল। হিন্দুরাজ্য যাইয়া ম্লেচ্ছরাজ্য আসিতেছে, অরাজকতায় দেশ প্লাবিত, দস্যুতস্করে পরিপূর্ণ, কিন্তু কেহই মধুসূদনের প্রতিকূল নহে। মধুসূদন যেন বিলাসিগণের উদ্যানমধ্যে পাদচরণসুখ অনুভব করিতে করিতে বিনা ক্লেশে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবানুগ্রহের এমনই প্রভাব। বৃন্দাবনের গোপিনীগণের কৃষ্ণলাভ কাত্যায়নীর বরেই ঘটিয়াছিল।

নবদ্বীপে মধুসূদন।

মধুসূদন নবদ্বীপে আসিয়া শুনিলেন—ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথ-ধামে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং মধুসূদন বড় আশায় হতাশ হইলেন। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মহাপ্রভুর বাস-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর চরিত্রকথা শুনিতে শুনিতে হতাশের দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ভক্তগণ বালকের পরিচয় লইয়া তাঁহার পথ-শ্রান্তিবিদূরণের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এখন ভাবনা—অতঃপর তিনি কি করিবেন? মধুসূদন এইবার তাঁহার কর্ত্তব্যচিন্তায় ব্যাকুল। দ্বাদশ বৎসরের বালক পিতামাতা ছাড়িয়া এতদূরে এত ক্লেশ করিয়া আসিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন—তাঁহার মস্তকে যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিন্তু পণ্ডিতবংশসম্ভূত বালকের হৃদয়ে বৈরাগ্য উদয় হইলে—পণ্ডিতব্যক্তির হৃদয়ে সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, বিদ্যার উপর তাঁহার

অনাস্থা জন্মে না। কুলগত শুভসংস্কার, বংশগত সৎপ্রবৃত্তি কখনও তাঁহার বিলুপ্ত হয় না। অধিকন্তু পিতৃবাক্য তাঁহার স্মরণ আছে। পিতারও আদেশ—বিদ্যার্জ্জনের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করা; সুতরাং মধুসূদন সংসারসুখভোগবাঞ্ছা ত্যাগ করিলেও—ভগবদ্ভজনে জীবনক্ষয় করিবার সংকল্প করিলেও—জ্ঞানপিপাসা তাঁহার নিবৃত্ত হয় নাই। জ্ঞানার্জ্জনের প্রবৃত্তি তাঁহার বিলুপ্ত হয় নাই।

ওদিকে এই সময় নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের নূতন চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের সকল স্থানের বিদ্যার্থিবৃন্দ এখন আর মিথিলায় গমন করেন না। এখন মিথিলাবাসী বিদ্যার্থিগণ ন্যায় পড়িবার জন্য নবদ্বীপেই আগমন করিতে আরম্ভ করিতেছেন। ন্যায়বিদ্যাচর্চ্চার উন্মাদনায় এখন নবদ্বীপ যেন প্লাবিত। ওদিকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জগন্নাথধামে অবস্থিতি করায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভক্তির স্রোত এখন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের ইচ্ছা হইল—যে-কোনরূপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে।

মথুরানাথের শিষ্যত্বগ্রহণ।

মহতের আকর্ষণ মহতের প্রতিই হয়। কারণ, ব্যক্তিমাত্রই সজাতির সহিত মিলিতে চাহে। সুতরাং মধুসূদনের ইচ্ছা হইল—নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িকের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন।

এখন নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িক কে—ইহা অন্বেষণ করিতে করিতে মধুসূদন শুনিলেন—পণ্ডিত মথুরানাথই এখন সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। মহামতি রঘুনাথের পরই মথুরানাথ এখন নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। মথুরানাথের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

মথুরানাথের বাসভবন খুঁজিয়া বাহির করিতে মধুসূদনের আর বিলম্ব হইল না। মথুরানাথকে জানে না নবদ্বীপে এমন কে আছে? যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই মথুরানাথের টোল দেখাইয়া দেয়।

মধুসূদন সেই দিনই মথুরানাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—তেজঃপুঞ্জকলেবর তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রৌঢ়বয়স্ক একজন অধ্যাপক বহু ছাত্রবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া পুস্তকস্তূপের মধ্যে বসিয়া গম্ভীর স্বরে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন। সুতরাং মথুরানাথ কে, তাহা আর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না।

মধুসূদন মথুরানাথের সমীপে আসিয়া চরণ স্পর্শপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মথুরানাথ, মধুরমূর্ত্তি কমনীয়কান্তি ভগবতীর কৃপা-প্রাপ্ত বালক-মধুসূদনকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। তিনি মধুসূদনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইলেন এবং অতি মিষ্টভাবে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মধুসূদন নিজ বাসভূমির ও অতি সম্ভ্রমের সহিত পিতৃদেবের নাম-গ্রহণপূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিলেন ও বিদ্যার্জ্জনের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। তখন মথুরানাথ মধুসূদনকে বসিতে আদেশ করিয়া, মধুসূদন কতদূর কি কি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন।

মধুসূদন তখন সদ্যঃ সদ্যঃ কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া অতি বিনীত-ভাবে নিজ অধীত গ্রন্থাদির নাম করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ বুদ্ধি-কৌশলেরও পরিচয় দিলেন।

মথুরানাথ, একটী দশ বারো বৎসরের বালকের এই আশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তি ও বিনয়মিশ্রিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"বেশ! তুমি থাক, আমার নিকটেই অধ্যয়ন করিবে"। অপর বিদ্যার্থিগণ, মথুরানাথ একটী নবাগত বালককে স্বয়ং পড়াইবেন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বালকের মুখের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি করিলেন। কারণ, প্রায় সকল টোলের রীতিই এই যে, প্রথমশিক্ষার্থী বা বালককে শিক্ষা দিবার ভার প্রধান বিদ্যার্থিগণের উপরই ন্যস্ত করা হয়। সকলেই মধুসূদনের মধুরমূর্ত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যা করা দূরে থাকুক,

তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিল না। মধুসূদন মথুরানাথের শিষ্য হইলেন। ভগবানের বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনরূপ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন মথুরানাথ-রূপের সহিত সম্মিলিত হইল।

মথুরানাথের নিকট শাস্ত্রচর্চ্চা।

মধুসূদন মথুরানাথের নিকট প্রথম হইতেই ন্যায়শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। উদয়নাচার্য্যের লক্ষণাবলী ও বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী এ সময় প্রথমশিক্ষার্থিগণের প্রথমপাঠ্যরূপে প্রচলিত ছিল। মধুসূদন নিজ পিতৃদেবের নিকট অধ্যয়ন করিলেও মথুরানাথ উহাই আবার পড়িতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই উহা সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। মধুসূদনের প্রতিভা মথুরানাথের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল।

এইবার মথুরানাথ মধুসূদনকে একেবারেই গঙ্গেশোপাধ্যায়ের অক্ষয়-কীর্ত্তি "চিন্তামণি" গ্রন্থপাঠে আদেশ করিলেন। এই "চিন্তামণি" নব্যন্যায়ের মুখ্যগ্রন্থ। উহার উপর নানা পণ্ডিতের নানা টীকা প্রচলিত ছিল। কারণ, এ সময় উহার টীকা না করিতে পারিলে আর লোকে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতেন না। তথাপি পক্ষধর মিশ্রের "আলোক" টীকা রঘুনাথ শিরোমণির "দীধিতি" টীকা এবং মথুরানাথের নিজের টীকাই এ সময় সর্ব্বপ্রধান টীকারূপে গণ্য ছিল। মথুরানাথ মধুসূদনকে এই সব টীকা সমালোচনা করিয়া পড়াইতে লাগিলেন—দেবীবরসমুজ্জ্বলধী মধুসূদন সকলই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। মথুরানাথ মধুসূদনকে পড়াইয়া যত আনন্দ পাইতে লাগিলেন এত আর কখন কাহাকেও পড়াইয়া পান নাই।

মধুসূদনকে গৃহে ফিরাইবার চেষ্টা।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক-মধুসূদন গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন—ইহা মধুসূদনের আত্মীয়স্বজন কাহারও আদৌ ভাল লাগে

নাই। এত সহজে মধুসূদনকে গৃহত্যাগে অনুমতি দেওয়ায় আত্মীয়স্বজন সকলেই মধুসূদনের পিতামাতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল মধুসূদনের অদর্শন, মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ যাদবানন্দের বড়ই অসহনীয় হইতে লাগিল। যাদবানন্দও পিতা পুরন্দরাচার্য্যের নিকট মধুসূদনের সঙ্গেই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং যাদবানন্দের কষ্ট অন্যদিক্ দিয়াও হইতে লাগিল। তিনি নবদ্বীপে যাইয়া মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতৃদেবের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন।

পিতা পুরন্দরাচার্য্য বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন; ভাবিলেন— মধুসূদনের বৈরাগ্য যেরূপ দৃঢ় দেখিয়াছি, তাহাতে সে মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিতে কি পারিবে? শেষকালে সেও না মধুসূদনের অনুগামী হয়।

মধুসূদনের জননী ভাবিলেন—যাদব কিছু বড় হইয়াছে, তাহার কথা মধুসূদন খুব শুনিত, সে এতদূর হইতে গিয়া অনুরোধ করিলে মধুসূদন কিছুতেই অসম্মত হইতে পারিবে না। বৃদ্ধ পিতামাতা এইরূপ অনেক ভাবিয়া শেষকালে যাদবকে নবদ্বীপ যাইতে অনুমতি দিলেন।

যাদব ধীরে ধীরে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে মথুরানাথের নিকট কনিষ্ঠ মধুসূদনকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন— মধুসূদন সন্ন্যাসী হন নাই, কিন্তু মথুরানাথের নিকটে একটী কক্ষ মধ্যে পাঠচিন্তায় নিমগ্ন। ভ্রাতা আসিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

যাদব মধুসূদনকে গৃহের স্নেহসূচক সম্ভাষণে সম্বোধন করিলেন। মধুসূদন চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ যাদবানন্দ। মধুসূদন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দাদার পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং

নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

বহুদিনের পর ভ্রাতাকে দেখিয়া বাষ্পবিগলিতনেত্রে যাদব মধুসূদনকে আলিঙ্গন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের চক্ষেও যেন জল আসিল। অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয়ে অনেক আলাপের পর যাদব পিতা মাতার কাতরতার উল্লেখ করিয়া মধুসূদনকে গৃহে ফিরিবার প্রস্তাব করিলেন। বুদ্ধিমান মধুসূদন জ্যেষ্ঠের এই ভাবের মুখে প্রত্যাখ্যান করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। যাদব 'মৌনই সম্মতিলক্ষণ' মনে করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

আহারান্তে বিশ্রামের পর যাদব মধুসূদনের পাঠাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলেন—এই অল্প দিনেই মধুসূদনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন আর সেই বালক-কবি মধুসূদন নাই। তিনি এখন একজন স্থির ধীর গম্ভীর সাবধানী নৈয়ায়িক হইয়া উঠিয়াছেন। যাদব, মধুসূদনের এই অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে দুই ভাই মিলিয়া মথুরানাথের নিকট ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নের সংকল্প করিলেন। যাদবের গৃহে প্রত্যাগমনবাসনা বিলুপ্ত হইল। যাদব মধুসূদনের সঙ্গী হইলেন। যিনি ভবিষ্যতে নিজের ভাবে ভারতের পণ্ডিতকুলকে চমকিত ও পরিচালিত করিবেন —জ্ঞানী সন্ন্যাসিবৃন্দেরও আদর্শস্থানীয় হইবেন, তিনি কি কভু মায়া-মমতায় অভিভূত হইতে পারেন ?

মধুসূদনের কীর্ত্তিবাসনা।

মধুসূদন অতি অসামান্য প্রতিভাবলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ন্যায়-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থপাঠই সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভগবতী যাঁহার পরিচালনা ভার লইয়াছেন, তাঁহার কি কোন কার্য্যে বিলম্ব হয় ? ভগবতীর কৃপায় মধুসূদনের ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞান অচিরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

এখন ন্যায়ের সিদ্ধান্ত 'দ্বৈত' বলিয়া অর্থাৎ জীব জগৎ ঈশ্বর প্রভৃতি সবই ন্যায়মতে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবেও তাহাই অনুকূল বলিয়া, আর সেই মহাপ্রভুর অবতার-কথাই প্রথম হইতে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মধুসূদনের ইচ্ছা হইল—অপর সকল মত খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভুরই মতে এমন এক-খানি অকাট্য দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন যে, তাহাই পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইবে—তাহাই যথার্থ সত্য মত বলিয়া সকলের নিকট পরিগৃহীত হইবে।

অদ্বৈতমতখণ্ডনে স্পৃহা।

কিন্তু এ কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শঙ্করের অদ্বৈতমতকে খণ্ডন করিতে হয়। কারণ, তাঁহার অদ্বৈতমতই দ্বৈতবাদের মহাবিরোধী এবং ভক্তিবাদেরও প্রতিকূল। অদ্বৈতমতে দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়িক, ভগবদ্-বিগ্রহও মায়িক, সুতরাং তাহার উপাসনাও মায়িক জগতের কার্য্য; সকলই ভ্রম, ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহা মহা আচার্য্যগণ এই অদ্বৈতবাদকে এতই সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন যে, সে ভিত্তিকে বিচলিত করিতে না পারিলে—সেই মতের যুক্তিজাল খণ্ডন করিতে না পারিলে—ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়। যেহেতু পরমতখণ্ডন করিয়াই স্বমতস্থাপন করা পণ্ডিতগণের রীতি। পরমতখণ্ডন না করিয়া স্বমতস্থাপন করিলে সে মতের মূল্য হয় না। অতএব এ কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈতমতখণ্ডন আবশ্যক, আর তজ্জন্য তাহার পূর্ব্বে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

নবদ্বীপে বেদান্তচর্চ্চা।

কিন্তু নবদ্বীপে তখন অদ্বৈতবাদ, মধুসূদন কাহার নিকট শিক্ষা করিবেন? যে সব মহাধুরন্ধর পণ্ডিত তখন নবদ্বীপ শোভিত করিতে-ছেন, তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা তাহারই অনুরাগী।

মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা প্রভৃতি করিয়া অদ্বৈতমতের প্রচার করিলেও তাহার সম্যক্ প্রচার সাধিত হয় নাই। বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈতমতানুরাগী হইলেও মহাপ্রভুর শাসনে নীরব। আর প্রতিপক্ষের নিকটে কোন মত শিক্ষা করাও সঙ্গত নহে। অতএব অদ্বৈতমতের অভিজ্ঞতালাভের জন্য কোথায় যাইবেন, কি করিবেন—আজ ইহারই চিন্তায় মধুসূদন ব্যাকুল।

কাশী যাইবার সংকল্প।

"যখন অন্যগতি না থাকে তখন বারাণসীই গতি" যেন এই বাক্যের সার্থকতা সাধিত করিয়া মহামতি মধুসূদন অদ্বৈতবেদান্তবিদ্যার জন্য কাশীধামে যাইবার সংকল্প করিলেন। ভারতে অদ্বৈতবাদের কেন্দ্রস্থল বারাণসী। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতের চতুঃপ্রান্তে চারিটী মঠ স্থাপিত করিয়া তাহাতে চারিজন শিষ্যকে অধিষ্ঠিত করিয়া অদ্বৈতমত প্রচারের সুব্যবস্থা করিলেও কাশীধামটীকে যেন ইহার কেন্দ্রস্থল করিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তিনি ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না করিলেও তিনি যাঁহার অবতার সেই ভগবান্ বিশ্বনাথই তাহা অদ্যাবধি করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব মধুসূদন অদ্বৈতবেদান্ত-বিদ্যার্জ্জনের জন্য কাশীই যাইবেন—ইহাই স্থির হইল। এজন্য মধুসূদন জ্যেষ্ঠ যাদবানন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন—"দাদা! আপনার পাঠ এখনও শেষ হয় নাই। আপনি এখানে থাকুন, আমি শীঘ্র কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতেছি।"

কাশীর পথে।

সিদ্ধসঙ্কল্পের সঙ্কল্প কি কখন অসিদ্ধ থাকে? বৈরাগী মধুসূদন কাশী যাত্রা করিলেন। কবিতার্কিকচূড়ামণি মধুসূদন অদ্বৈতমত-খণ্ডনার্থ অদ্বৈতমত শিক্ষা করিবার জন্য কাশীধামের উদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন। এ সময় দিল্লীর পাঠানরাজ শেরসাহপ্রস্তুত সেই মহারাজপথ কাশীগমনের পক্ষে প্রশস্ত পথ। বোধ হয়, মধুসূদন ক্রমে সেই পথ

ধরিয়া কাশী চলিলেন। তিনি ধীরে ধীরে নানা নদনদী অতিক্রম করিয়া নানা গ্রাম নগরী ও অরণ্যাদির মধ্য দিয়া অতীত রাষ্ট্রবিপ্লবের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে কাশী-ক্ষেত্রের পূর্ব্বপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাশী আগমন।

ভাগীরথীর পরপার হইতে কাশীধামের দৃশ্য দেখিয়া কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয়? এ দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত মধুসূদনের মনে কি হইল, তাহা একবার কল্পনার চক্ষে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। কাশীর সেই ধ্বজপতাকা-সুশোভিত অভ্রভেদী মন্দিরচূড়ারাজি, সেই ঘনসন্নিবিষ্ট সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ, সেই সুপ্রশস্ত অগণ্য প্রস্তরময় অত্যূর্দ্ধগামিনী সোপানশ্রেণী, সেই শুক্লাদ্বিতীয়ার চন্দ্রমার ন্যায় বক্রাকৃতি দিগন্তব্যাপী উন্নততীর কাশীক্ষেত্র, পুত্রকে ক্রোড়ে করিবার জন্য বাহুদ্বয়প্রসারণশীলা জননীর ন্যায়, মধুসূদনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কাশীক্ষেত্রের এই ভাবটী ভক্ত মধুসূদনকে খুব সম্ভবতঃ ভগবচ্চরণে নিমগ্নচিত্ত করিয়া তুলিল। বৃন্দাবনবিহারীর বংশীনূপুরধ্বনি বোধ হয় তাঁহার মানস-কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার নবজলধর কান্তি তাঁহার মানস নয়নে প্রতিভাত হইল।

নৌকার পুল দিয়া, অথবা নৌকাযোগে, জানি না, কোনরূপে মধুসূদন পরপারে আসিলেন। মধুসূদন নিজবোধরূপ কাশীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। দেখিলেন—নির্ম্মলগঙ্গাসলিলগর্ভ হইতে সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চে চলিয়া গিয়াছে। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তিসহকারে গঙ্গাস্নান দান ও পূজাদি করিতেছে। কেহ বা মধুরকণ্ঠে দেবদেবীর স্তব পাঠ করিতেছে। কেহ বা যোগাসনে বসিয়া ধ্যাননিমগ্নচিত্ত। কোথায় বা শ্রাদ্ধাদি ও শান্তি কর্ম্ম হইতেছে। কাশীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দণ্ডীসন্ন্যাসীর দৃশ্য,

গৈরিকপতাকমণ্ডিত মঠ ও মন্দিরের দৃশ্য, মুহুর্ম্মুহু গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

কথাপ্রসঙ্গে লোকমুখে সঙ্গে সঙ্গে ম্লেচ্ছ মোল্লাদিগের সন্ন্যাসিনিধন-কথাও শ্রবণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিগণের ভয়ব্যাকুল চিত্ততারও পরিচয় লাভ করিলেন। কারণ, মুসলমানধর্ম্মে মোল্লাগণের রাজদ্বারে বিচারের ব্যবস্থা নাই বলিয়া মোল্লাগণ এই সময় স্বধর্ম্মপ্রচারার্থ সন্ন্যাসিগণকে দেখিতে পাইলেই ঘাতককর্ত্তৃক ইতরজীবজন্তুবধের ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে নিধন করিত। মধুস্থদন শুনিলেন—গঙ্গাস্নানকালে প্রায়ই এই নিধনকার্য্য এতই ভীষণভাবে অনুষ্ঠিত হয় যে, অনেক সময় বহুদূর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল রক্তবর্ণ ধারণ করে। ইহা শুনিয়া—মধুস্থদন সাবহিত ব্যাকুলভাবে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাশীর পণ্ডিতসমাজ।

কাশী এ সময় বহু ভুবনবিখ্যাত সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। যাহাকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারই মুখে অগণ্য নাম শুনিতে পান। রামতীর্থ, উপেন্দ্রতীর্থ, নারায়ণভট্ট, মাধবসরস্বতী, নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয়দীক্ষিত, জগন্নাথ আশ্রম, কৃষ্ণতীর্থ, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী ইত্যাদি বহু নামই লোকমুখে শুনিতে লাগিলেন। স্থতরাং মধুস্থদনের চিন্তা হইল—তিনি কাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নিকট গমন করিবেন। মধুস্থদন একে একে প্রায় সকলের সঙ্গেই দেখা করিলেন। দেখিলেন—তাঁহার পক্ষে রামতীর্থ ই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। অগত্যা তিনি রামতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

রামতীর্থের শিষ্যত্বগ্রহণ।

মধুস্থদনের অভিপ্রায় ছিল—অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অবগত হইয়া তাহার

খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত দ্বৈতবাদানুকূল ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য মধুসূদন রামতীর্থের নিকট যে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন না। কারণ, ঘরের সন্ধান দিয়া শত্রুর বলবৃদ্ধি করা কাহার ইচ্ছা হয়? রামতীর্থ মধুসূদনের সৌম্যমূর্ত্তি ও বিনীতভাব দেখিয়া যারপরনাই আকৃষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা, কবিত্বশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্টও হইলেন। রামতীর্থ বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, তুমি আমার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন কর, আমি তোমার মত বিদ্যার্থীই চাই।"

রামতীর্থের নিকট বেদান্তবিদ্যাভ্যাস।

সুসংযত, সদাচারী মধুসূদন বেদান্তাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধিমান্, ভক্তিমান্ মধুসূদন বেদান্তানুশীলনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তৃষিত চাতকের জলপানের ন্যায়, ক্ষুৎপ্রপীড়িতের অন্নভক্ষণের ন্যায়, মধুসূদন বেদান্তবিদ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানভিন্ন, জীবনধারণার্থে ভিক্ষাগ্রহণাদিভিন্ন মধুসূদনের শাস্ত্রানু-শীলন বন্ধ হয় না। আহারে, বিহারে, বিশ্রামে সকল অবস্থায় মধুসূদনের বেদান্তচিন্তা। বেদান্তচিন্তা আজ মধুসূদনের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যাহার অনুশীলনে অপরের যত সময় লাগে, মধুসূদনের পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক সময়ও লাগে না। অতি দুরূহ গ্রন্থও মধুসূদন অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। প্রাচীন অপ্রচলিত গ্রন্থও মধুসূদন সাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন। এক ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন মধুসূদন সকল শাস্ত্রই আলোচনা করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের বিদ্যাভ্যাস দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। রামতীর্থ, মধুসূদনকে বিদ্যার্থিরূপে পাইয়া অপার আনন্দে বিভোর হইলেন।

মীমাংসক ও বেদান্তীর মধ্যে বিচার।

এই সময় কাশীধামে পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায়ই মহা আড়ম্বরে শাস্ত্র-বিচার হইত। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রাধান্যলাভের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পণ্ডিতসমাজ কাহারও কোন মত গ্রহণ না করিলে কেহ কোন নূতন মত প্রচারও করিতে পারিতেন না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যে নৃসিংহাশ্রম ও উপেন্দ্র সরস্বতীপ্রমুখ পণ্ডিতগণ খুব প্রবলপরাক্রান্ত বিচারমল্ল পণ্ডিত ছিলেন।

বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য কিছু পূর্ব্বে এ সময় নিজ মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলে, উপেন্দ্র সরস্বতীপ্রমুখ পণ্ডিত-বর্গের নিকট বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়া কাশীধাম পরিত্যাগ করেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সময়েই নিজমত প্রচার করিতে যাইলে অনেকেরই নিকট উপহসিত হইয়াছিলেন। পরে প্রকাশানন্দ নামক একজন দণ্ডীকে স্বদলভুক্ত করিয়া কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সময়েই মীমাংসকপ্রধান শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অপ্পয়দীক্ষিত নিজমত প্রচার করিতে যাইয়া অদ্বৈতবেদান্তী ভেদাধিক্কার-প্রণেতা নৃসিংহাশ্রমের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রবল পরাক্রান্ত মীমাংসক সম্প্রদায় ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণকুলসম্ভূত, অদ্বিতীয়বিদ্বান্, অতিবিরক্ত, গৃহশ্রেষ্ঠ রামেশ্বর পণ্ডিতের পুত্র, বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার ও বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের নির্ম্মাতা প্রসিদ্ধ নারায়ণভট্ট উক্ত নৃসিংহাশ্রম ও উক্ত উপেন্দ্র সরস্বতীকে বিচারে আহ্বান করেন। প্রবাদ এই যে, এই বিচারে যুবক মধুসূদন নৃসিংহা-শ্রমের পক্ষে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচারে নারায়ণ ভট্টেরই জয় হয়। নৈয়ায়িক মধুসূদন নৃসিংহাশ্রমকে সাহায্য করিয়াও

কিছু করিতে পারিলেন না। উপেন্দ্র সরস্বতী ও নৃসিংহাশ্রম নিরুত্তর হইলেন। কাশীধামে এইরূপ বিচার প্রায়ই হইত, কিন্তু এই বিচারটী মধুসূদনের দৃষ্টি আরও প্রসারিত করিয়া দিল।

মাধবসরস্বতীর নিকট মীমাংসাবিদ্যাভ্যাস।

নব্যনৈয়ায়িকগণ মীমাংসকমতখণ্ডনে বিশেষ যত্নবান্। আর এই যত্নই তাঁহাদের প্রাধান্যের একটী হেতুও হইয়াছে। সাধারণ নব্যনৈয়ায়িকগণ এজন্য সুযোগ পাইলেই মীমাংসকমতের প্রতি উপেক্ষা ও কটাক্ষও প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে মধুসূদন দেখিলেন—মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞান ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ হইতে পারে না। তিনি ভাবিলেন—বেদান্তে রামতীর্থের ন্যায় মীমাংসাশাস্ত্রের জন্য কোন এক ধুরন্ধর পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কেবল ন্যায় ও বেদান্তদ্বারা মীমাংসাশাস্ত্রের রহস্য ও তাহার বিশেষত্ব অবগত হওয়া যায় না। অগত্যা তাঁহার ইচ্ছা হইল—এই নারায়ণ ভট্টের নিকট মীমাংসাশাস্ত্র আলোচনা করেন।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মধুসূদন একদিন রামতীর্থের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রামতীর্থ বলিলেন—"খুব ভাল প্রস্তাব, তুমি তাঁহার নিকট যাও, এবং তাঁহাকে তোমার অভিপ্রায় নিবেদন কর।"

গুরুর আজ্ঞা পাইয়া মধুসূদন একদিন নারায়ণ ভট্টের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। নারায়ণ ভট্ট মধুসূদনের এই সদভিপ্রায়ের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"মধুসূদন! তুমি মাধব সরস্বতীর নিকট অধ্যয়ন কর। তিনি আমার সতীর্থ, এবং আমার পিতৃদেবের শিষ্য। তিনি অতি বিচক্ষণ, তুমি যেমন নৈয়ায়িক তিনিও তদ্রূপ নৈয়ায়িক। মীমাংসায় তিনি আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। তোমরা উভয়ে নৈয়ায়িক বলিয়া তাঁহার নিকট

তোমার সুবিধা অধিক হইবে।” মধুসূদন ভাবিলেন—“মন্দ কথা নয়। ন্যায় ও মীমাংসা উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী হইলে আমার পক্ষে সুবিধা।” যাহা হউক, মধুসূদন এখন হইতে মাধব সরস্বতীর নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুসূদন নানা বিদ্বৎকুসুমের মধু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মাধবও মধুসূদনের আগ্রহ ও বিচারকুশলতা দেখিয়া মধুসূদনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এই মাধবের যত্নে মধুসূদন মীমাংসাসাম্রাজ্যের সকল ধনরত্নের সন্ধানই পাইলেন। আর ইহাতে তাঁহার এতই উপকার বোধ হইল যে, তিনি তাঁহার বহু স্বরচিত গ্রন্থে ইঁহাকে বিদ্যাগুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

মধুসূদনের বিদ্যাৰ্জ্জন।

মধুসূদন গুরুগণের নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রপরিমার্জিত বুদ্ধির দ্বারা প্রথমতঃ পঠিত বিষয় পরিষ্কার করিয়া লইতেন, তৎপরে তাহার অনুভবের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আর এই জন্য তিনি সময় সময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন। ইহাতে ব্রহ্মবিদ্যার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তিনটীই উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইতে লাগিল। রামতীর্থের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা তাঁহার শ্রবণের কার্য্য পূর্ণ হইতে লাগিল, ন্যায়পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিসহায়ে অধীতবিষয়ের পরিষ্কার-সাধনদ্বারা তাঁহার মননের কার্য্য পূর্ণ হইতে লাগিল, এবং সেই ন্যায়-পরিষ্কৃততত্ত্বের অনুভবের জন্য যত্ন করায় তাঁহার নিদিধ্যাসনের কার্য্য—সিদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে মধুসূদন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিতান্ত অন্তরতম সাধনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন।

যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, তাহার প্রবৃত্তিও থাকে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে থাকিয়া সকলকে সকল কার্য্য করাইলেও—জীবের

যথার্থ স্বাধীনতা না থাকিলেও—জীব মনে করে যে, তাহার স্বাধীনতা আছে। আর জীব এইরূপ মনে করে বলিয়াই—শাস্ত্র তাহাকে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে বিধি দেয়, আর নিষিদ্ধকর্ম্মে নিষেধ করে; আর সেই জন্য তাহার প্রবৃত্তিনিবৃত্তিও হয়। দয়ার আধার ভগবান্ সকলকেই সর্ব্বদা পূর্ণ দয়াই করিতেছেন, তথাপি উক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমানের জন্য আমাদিগকে প্রার্থী হইতে হয়। আর সেইজন্য প্রার্থী হইলেই তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ভগবান্ এইজন্য জীবের প্রার্থনার মধ্য দিয়া—প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া—তাঁহার দয়া প্রকাশ করেন। নচেৎ তাঁহার দয়ায় কেহই বঞ্চিত নহে। মধুসূদন পূর্ব্বে মধুমতী নদী পার হইবার সময় ভগবতীর নিকট ভবপারের বর লইয়াছিলেন, আর আজ সেই বরানুযায়ী তিনি ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং মধুসূদনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধন আজ অক্ষুণ্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, আজ তাঁহার এই সাধন প্রতিপদে সফল সাধনে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। কারণ, মধুসূদনের সাধনায় ভগবৎকৃপাও সহায় হইল। আর সাধনার সঙ্গে ভগবৎকৃপা সহায় থাকিলে সিদ্ধির কি বিলম্ব থাকে? মধুসূদনের ব্রহ্মবিদ্যা পূর্ণ-রূপেই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

গুরুশিষ্যের বিদ্যানন্দ।

রামতীর্থ অধ্যাপনাকালে মধুসূদনের সাধনলব্ধ এই ফল অনুভব করিলেন। গুরুশিষ্য এখন নিজ নিজ অনুভব মিলাইয়া শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই উভয়ের দ্বারা উপকৃত হইতে লাগিলেন। গীতার—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥১০।৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে ॥১০।১০

এই শ্লোকার্থ গুরুশিষ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। উভয়েই ভগবদ্ভাবে বিভোর।

নব্যন্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মধুসূদনের তত্ত্বজ্ঞানের কোন ত্রুটীই ছিল না। যাহা কিছু অল্পতা ছিল, তাহা আত্মজ্ঞানে, এবং তৎপরে সাধনসহায়ে তাহার প্রত্যক্ষীকরণে। তত্ত্বচিন্তামণি বাস্তবিকই চিন্তামণিসদৃশ। চিন্তামণি হস্তে ধারণ করিয়া যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই যেমন সিদ্ধ হয়, পূর্ণ হয়, আদ্যা মহাবিদ্যার কৃপাপাত্র মহাশক্তি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ পাঠ করিলেও তাহাই হয়। পাঠকের কিছুই আর জ্ঞাতব্য থাকে না। মধুসূদন এই তত্ত্বচিন্তামণিতে সমলঙ্কৃত হইয়া আজ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়াসী; সুতরাং তাঁহার নিকট আজ নির্ম্মল আকাশে স্বয়ংজ্যোতিঃ সহস্রাংশুর উদয়।

অদ্বৈতবাদের রহস্যাবগতি।

কিছুদিন এই ভাবে বিদ্যাভ্যাসের পর মধুসূদন অদ্বৈতবাদের প্রকৃত রহস্য অবগত হইলেন। দ্বৈতবাদানুকুল ভক্তিবাদ ও অদ্বৈতবাদানুকুল ভক্তিবাদের রহস্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি বুঝিলেন—ভগবানের সঙ্গে "তোমার আমি ভাবটী" নিকৃষ্টা ভক্তি, "আমার তুমি ভাবটী" মধ্যমা ভক্তি এবং "আমি তুমি অভিন্ন" এই ভাবটীই উৎকৃষ্টা ভক্তি। একান্ত আত্মসমর্পণরূপা ভক্তি, সম্পূর্ণশরণাগতিরূপা ভক্তি, ভগবান্‌কে অন্তরাত্মা বলিয়া না জানিলে হয় না। আর ভগবানকে অন্তরাত্মা বলিয়া বিবেচনা করিলে ভগবানের সহিত ভেদ সম্ভাবিত হয় না, অথবা ভেদাভেদও সম্ভাবিত হয় না; কারণ, আমাদের অন্তরাত্মাই আমরা স্বয়ং। নিজের সঙ্গে নিজের কোনরূপ ভেদ বা ভেদাভেদ অনুভব-বিরুদ্ধ। আর ভেদ বা ভেদাভেদ থাকিলে যেটুকু নিজত্ব থাকিবে, সেই নিজত্বের ফলে স্বার্থপরতাই থাকে, পূর্ণ শরণাগতি হয় না, পূর্ণ

মাত্রায় ভালবাসা হয় না। সে শরণাগতিতে, সে ভালবাসাতে কিছু না কিছু স্বার্থপরতা থাকিবে ইথাকিবে। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি।" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ—পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, কিন্তু নিজের জন্য পতি প্রিয় হয়। অতএব ভালবাসা আত্মাতেই হয়, আর সেই আত্মার সম্বন্ধে অপরেও হয়। সুতরাং প্রকৃত পূর্ণ ভালবাসা—ভগবান্‌কেই আত্মা বলিয়া জানিলে হয়, ভগবানের সহিত জীবের পূর্ণ অভেদজ্ঞানেই হয়। দ্বৈত সত্য হইলে অদ্বৈতব্রহ্মই সিদ্ধ হয় না। আর অদ্বৈতব্রহ্মই শ্রুতির উপদেশ। যুক্তিতর্ক অপেক্ষা শ্রুতিরই প্রামাণ্যই অধিক। ভগবদ্‌-বিগ্রহ মায়িক হইলে উপাসনা হয় না, একথা ভুল। মায়িক ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সবই, পিতামাতাও মায়িক, তাই বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতি ভক্তি হয় না? যাহা হউক সকল দিক্ দেখিয়া এখন দেখিতেছি অদ্বৈতবাদই ঠিক্, দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কেহই ঠিক্ নহে। এইরূপে অদ্বৈতবাদের প্রকৃত রহস্য আজ মধুসূদনের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল।

মধুসূদনের অনুতাপ।

পূর্ণজ্ঞানী মধুসূদন, অমিতবুদ্ধি মধুসূদন এই বিষয়টী কত সুন্দর রূপেই বুঝিয়াছিলেন, কত নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা অপরে আর কত বুঝিবে। তিনি তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কল্প স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন; অর্থাৎ মধুসূদন অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদ স্থাপন করিবেন—এই সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া তাঁহার গুরু রামতীর্থের নিকট এই সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ না করায় যে কথঞ্চিৎ কপটতা হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া আজ হৃদয়ে অনুতপ্ত হইলেন। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তই সত্য, অকাট্য অনুল্লঙ্ঘনীয় সত্য; অথচ তাহাই খণ্ডন করিতে আমি উদ্যত হইয়াছিলাম, ইহা তিনি যতই ভাবেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপানল বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। অগত্যা তিনি এই অজ্ঞানকৃত

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন—সঙ্কল্প করিলেন। আর এজন্য যাঁহার নিকট তিনি অপরাধী, তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি একদিন মহামতি রামতীর্থের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আমি আপনার চরণে মহান্ অপরাধ করিয়াছি, ইহাতে যে আমার পাপ হইয়াছে, আপনিই তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন।"

রামতীর্থ অবাক্! তিনি নিতান্ত বিস্ময়সহকারে বলিলেন—"কৈ! তুমি ত আমার নিকট কোন অপরাধই কর নাই! আমি ত একদিনও তোমায় কোনরূপ অন্যায় বা অপ্রিয় আচরণ করিতে দেখি নাই। কি হইয়াছে? মধুস্থদন! আমায় সব বল"।

মধুস্থদন বলিলেন—"ভগবন্! আমি আপনার নিকট কপটতা করিয়াছি। আমি আপনাকে বলি নাই—আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার নিকট বেদান্তশিক্ষা করিতেছি। সে কথা বলিলে হয় ত আপনি আমায় কখনই এত যত্ন করিয়া বেদান্তশিক্ষা দিতেন না। গৃহে থাকিতে সংসারে বিরক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনার্থ আমি নবদ্বীপে আসি। কারণ, শুনিয়াছিলাম—নবদ্বীপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার হইয়াছে। কিন্তু আসিয়া দেখিলাম—তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছেন। অগত্যা আমি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। এই সময় আমার সংকল্প হয়, আমি অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মতানুকূল দ্বৈতসিদ্ধান্তানুসারে ভক্তিবাদের একখানি অকাট্য দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিব। আর তজ্জন্য অদ্বৈতমত শিক্ষা আবশ্যক বলিয়া আমি কাশীধামে আগমন করি এবং আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। এখন এই কয়বৎসর বেদান্তশাস্ত্র আলোচনার ফলে আমি দেখিলাম—অদ্বৈতসিদ্ধান্তই সত্য, আর এতদনুকূল সাধনভজনই প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু ইহাকেই খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে আমার অভিপ্রায় গোপন করিয়াছি। অতএব আপনার শ্রীচরণে আমার মহান্ অপরাধ

এবং তজ্জন্য পাপও হইয়াছে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করুন"।

যিনি ভবিষ্যতে সন্ন্যাসিগণের আদর্শস্বরূপ হইবেন, যিনি বেদান্তাচার্য্যগণের শিরোমণিস্থানীয় হইবেন, যাঁহার সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বেদান্তমতের বিজয়বৈজয়ন্তী সর্ব্বোচ্চে উড্ডীন থাকিবে, যাঁহার জন্য বেদান্তমত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মত বলিয়া পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইবে, যাঁহার সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে কি কোন সদ্‌গুণের অল্পতা থাকিতে পারে? সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, ভাবশুদ্ধি প্রভৃতি গুণরাশি কি তাহাতে অপূর্ণ থাকিতে পারে? তিনি কি কথন কোনও প্রকার পাপলেশ সহ্য করিতে পারেন? অগত্যা তিনি আজ গুরুর নিকট স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাকুল। তাই আজ তিনি দীনভাবে গুরুর নিকট উপস্থিত।

মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিরচনা ও সন্ন্যাসের উপলক্ষ।

মহামতি রামতীর্থ মধুসূদনের কথা শুনিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রেমগদগদ চিত্তে বলিলেন—"মধুসূদন তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি যাহা সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলে, সেই সত্যের অনুরোধেই তাদৃশ কাপট্যের আশ্রয় লইয়াছিলে। অতএব ইহা তোমার অজ্ঞানকৃত পাপবিশেষ। তা' বেশ! সকল পাপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত সন্ন্যাসগ্রহণ। তুমি সেই সন্ন্যাস গ্রহণ কর। তোমার ন্যায় জ্ঞানী এতদ্‌ভিন্ন আর কোন্ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে? তাহার পর, আর এক কর্ম্ম কর, তাহা হইলে আমার বিশেষ আনন্দ হইবে। তুমি মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্য্যকৃত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধ কর। ব্যাসাচার্য্য অভূতপূর্ব্ব যুক্তিকৌশলে অদ্বৈতমতকে এমন ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, যে তাঁহার প্রচার হইলে কালে অদ্বৈতমতের বিলোপসম্ভাবনা সুনিশ্চিত

বলিয়া বোধ হয়। উহার খণ্ডন ঠিক্ ন্যায়ানুমোদিত পথে আমিও করিতে অসমর্থ মনে করি। কাশীতে আরও অনেক ধুরন্ধর পণ্ডিত আছেন, কেহই উহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন নাই, অথবা তাহারা উহার খণ্ডনে সমর্থই নহেন। তুমি যেরূপ নব্যন্যায়ে কৃতবিদ্য, তাহাতে বোধ হয়—এ কার্য্য তুমিই করিতে পারিবে। অতএব তুমি যদি আমার নিকট অপরাধ করিয়া থাক বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে আমার সন্তোষসম্পাদনার্থ তুমি অদ্বৈতসিদ্ধি নামক এক গ্রন্থ রচনা কর। ব্যাসাচার্য্যের আপত্তি প্রতিঅক্ষর খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অচল অটল ভিত্তিতে স্থাপন কর।

জ্ঞান পূর্ণ হইলে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে জাতীয় কর্ম্মলেশ থাকে, তাহা কয়েকটী শুভ বিষয়েই দেখা যায়। তাহা প্রায়শঃ—গুরুভক্তি, উপাসনা, পরোপকার, শাস্ত্রানুরাগ ও সম্প্রদায়রক্ষা প্রভৃতি। মহামতি রামতীর্থের মনে স্বসম্প্রদায়রক্ষার বাসনা এখনও যায় নাই। তাই তিনি মধুসূদনকে অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিতে বলিলেন।

মধুসূদন অবনতমস্তকে গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং বলিলেন—"আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই করিব। সন্ন্যাস, তবে আপনিই দিন।" বিজ্ঞ রামতীর্থ বলিলেন—"দেখ, মধুসূদন! সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ নিয়ম এই যে, যিনি মণ্ডলেশ্বর থাকেন, তিনিই সাধারণতঃ সন্ন্যাস দান করিয়া থাকেন, সকলেই সন্ন্যাস দান করেন না। এ সময় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরাম সরস্বতীর শিষ্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী একজন প্রবীণ ও প্রধান মণ্ডলেশ্বর। মধুসূদন! তুমি বিশ্বেশ্বরের নিকট সন্ন্যাস লও, তিনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য মণ্ডলেশ্বর"।

মধুসূদন সন্ন্যাসের প্রস্তাব লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট গমন করিলেন।

বিশ্বেশ্বর অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"অতি উত্তম কথা, তোমার মত পণ্ডিতই সন্ন্যাসের যথার্থ অধিকারী, কিন্তু তথাপি সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে কিছু পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ, পণ্ডিত হইলেই লোকে সন্ন্যাসের যোগ্য হয় না। অনেক সময় লোকে কোন একটা প্রবল মনোবেগে সন্ন্যাস লইতে যায়, কিন্তু তাহাদের বৈরাগ্য বা ভগবদ্‌ভক্তি সেরূপ প্রবল থাকে না। এরূপ হইলে প্রায়ই লোকের পতন হয়। আমি ইচ্ছা করি—তোমার ভাগ্যে সেরূপ কিছু যেন না ঘটে। সন্ন্যাসীর পতন হইলে আর আশ্রম নাই, সে জন্মে আর তাহার উদ্ধার নাই।"

মধুসূদন বলিলেন—"ভগবন্! আপনার যেরূপ আদেশ হইবে, আমি তাহাই করিব।"

গীতার টীকা প্রণয়নের উপলক্ষ।

বিশ্বেশ্বর মধুসূদনের বিনয় ও নম্রতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন—"আমি কিছুদিনের জন্য তীর্থভ্রমণে যাইতেছি, তুমি ইতি মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার একটী টীকা প্রণয়ন কর, আমি তাহা দেখিলে তোমার যোগ্যতা বুঝিতে পারিব—আশা করি"।

মধুসূদন বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই করিব।"

অতঃপর মধুসূদন, রামতীর্থসমীপে নিজ বাসস্থানে আসিলেন এবং সমুদায় রামতীর্থকে নিবেদন করিলেন। রামতীর্থ বিশ্বেশ্বরের প্রবীণতার কথা বলিয়া তাহার বহু সুখ্যাতি করিলেন এবং মধুসূদনকে গীতার টীকা লিখিতে উৎসাহিত করিলেন।

গীতার টীকারচনায় প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া মধুসূদন শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও শঙ্করানন্দের টীকা প্রভৃতি যাবতীয় সাম্প্রদায়িক-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

ভক্ত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে ভক্তের কার্য্য ভগবান্‌ই সম্পন্ন করিয়া দেন। ভগবান্‌ই বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অনন্যকাম হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার চিন্তাকরতঃ ভজনা করে, নিত্য আমাতে যুক্ত তাহাদিগকে আমি যোগ অর্থাৎ ধনাদিলাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ ধনরক্ষা প্রভৃতি বহন করি। সুতরাং মধুসূদনের গীতার টীকারচনা ভগবান্ মধুসূদনই করিতে লাগিলেন। মধুসূদন তাহার উপলক্ষ্যমাত্র হইলেন।

সম্বৎসরের মধ্যে মধুসূদনের গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ওদিকে গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতীও কাশী ফিরিয়া আসিলেন। মধুসূদন সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং গীতার কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ সেই টীকাখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতী টীকাটী দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যতই দেখেন, ততই দেখিতে আগ্রহ হয়। মিষ্টতা, ভাববাহুল্য, জ্ঞানভক্তির সামঞ্জস্য, তত্ত্বজ্ঞান, সাধনরহস্য প্রভৃতি যেন প্রতি পংক্তিতে মাখান রহিয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাসহকারে অনুসরণ করা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বর আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সমগ্র গীতাব্যাখ্যাটী দেখিতে লাগিলেন, এবং স্থলে স্থলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেন এবং স্থলে স্থলে আত্মহারা হইয়া যেন সমাধিমগ্ন হন।

মধুসূদন টীকাটী সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, বিশ্বেশ্বরও সমগ্র টীকাটী না পড়িয়াই বলিলেন "মধুসূদন আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, তুমি যে কোন এক শুভদিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পার। আমি তোমার মত অধিকারীকে সন্ন্যাস দিলে ধন্য হইব।"

সন্নিকটবর্ত্তী শুভদিনে যথাবিধি মধুসূদন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। "সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।" এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা করিয়া নররূপী মধুসূদন নারায়ণরূপী মধুসূদন হইলেন। আজ মধুসূদনের কুল পবিত্র হইল, জননী কৃতার্থা হইলেন, আজ বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইলেন।

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
যদৈব সন্ন্যাসপথে প্রবৃত্তং বিমুক্তিহেতোঃ পুরুষেণ নূনম্ ॥"

মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার সঙ্কল্প।

সন্ন্যাসের পর মধুসূদন রামতীর্থের আজ্ঞানুসারে মাধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি দেখিতে লাগিলেন, এবং গুরুশিষ্যে বসিয়া তাহার খণ্ডন চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধুসূদন দেখিলেন—মাধ্বগণ সম্প্রদায়ক্রমে বহু-পুরুষ যাবৎ অদ্বৈতমতখণ্ডনার্থ যত কিছু তর্কযুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, সকলই ব্যাসতীর্থ অতি অপূর্ব্ব কৌশলে, সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া এবং স্বোদ্ভাবিত অভিনব আক্ষেপদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া যে ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিলেই মাধ্বমতের সকল আক্রমণের উত্তরদান হইয়া যায়। গুরু রামতীর্থ ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। অতএব—ন্যায়ামৃতেরই প্রতি পঙ্‌ক্তি ধরিয়া খণ্ডন করিতে হইবে।

যাদবের কাশীযাত্রা।

এদিকে যাদব বহুদিন মধুসূদনের কোন সংবাদ না পাইয়া ভাবিলেন —মধুসূদন কি তবে আমাদের মায়া কাটাইয়াছে? এত বিদ্যার্থী যাতায়াত করে, কিন্তু কৈ কাহারও নিকট সে ত কোন পত্রাদি দেয় না। সে কি সন্ন্যাসী হইল? না জীবিত নাই? যাদব নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মধুসূদনের অন্বেষণে কাশী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ন্যায়শাস্ত্র ইতিমধ্যে তাঁহার প্রায় শেষই হইয়াছে। সুতরাং মথুরানাথের নিকট অনুমতিলাভ সহজই হইল। যাদব কাশী যাত্রা করিলেন।

যাদব কাশী আসিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে শুনিলেন—তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা মধুসূদন সন্ন্যাস লইয়া রামতীর্থের নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। যাদব মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক বস্ত্রধারী যুবক মধুসূদনের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। দেখিলেন—পবিত্রতা, একনিষ্ঠা, প্রসন্নতা এবং ত্যাগশীলতা যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সন্ন্যাসী মধুসূদন বেদান্তগ্রন্থ-বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত।

এবার আর মধুসূদন পূর্ব্বের ন্যায় জ্যেষ্ঠকে আসন ছাড়িয়া দিয়া সম্ভাষণ করিলেন না, কিন্তু সন্ন্যাসী যে ভাবে গৃহস্থকে অভ্যর্থনা করেন, সেই ভাবেই পৃথক্ আসন নির্দ্দেশ করিয়া জ্যেষ্ঠকে অভ্যর্থনা করিলেন। যাদব কনিষ্ঠের এই ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে আত্মসম্বরণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং ধীরভাবে মধুসূদনের ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের কথা স্মরণ করিতে নাই। অগত্যা মধুসূদন সংক্ষেপে দাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়া শাস্ত্রীয়প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন।

যাদব প্রমাদ গণিলেন। বুঝিলেন—কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া আর সম্ভব হইবে না। তথাপি তিনি মধুসূদনকে তাঁহার নবদ্বীপের সঙ্কল্পকথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নানা কৌশলে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু যতই মধুসূদনের সহিত আলাপ করেন, ততই তাঁহার নিজের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। যাদব মধুসূদনের উদার মহনীয়ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল—তিনিও কনিষ্ঠের অনুসরণ করিবেন।

সন্ন্যাস কিন্তু মহাভাগ্যের কথা। ইচ্ছা করিলেই হয় না। যখনই অগ্রসর হন, যখনই সঙ্কল্প করেন, দিন স্থির হয়, তখনই বিঘ্ন ঘটে। এইভাবে কিছুদিন কাশী অবস্থিতির পর মধুসূদন যাদবকে বলিলেন—

"আপনি গৃহে গমন করুন, আপনার ভাগ্যে সন্ন্যাস নাই। আপনি তথায় শাস্ত্র প্রচার করুন। তাহাতেই আপনার হিতসাধন হইবে।"

এইরূপে কিছুদিন কাশীবাস করিয়া কৃতবিদ্য যাদব দুঃখিত মনে গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু তখন বৃদ্ধ পিতৃদেব আর ইহধামে নাই। জননীও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এদিকে যাদবেরও বয়স হইয়াছে। তিনি বিবাহের ইচ্ছাও আর করিলেন না। নিজ ইষ্টপূজা ও শাস্ত্র-চর্চ্চায় জীবন ক্ষয় করিবেন—ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। তিনি নিজ বাস্তুর এক পার্শ্বে একটী গৃহে একাকী অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিধাতার বিচার বিচিত্র। যাদবের গৃহের সম্মুখে উঠানের বেড়ার গায়ে পথের ধারে কতকগুলি পুষ্পলতা ছিল। প্রাতঃকালে অনেকেই তথায় আসিয়া পুষ্প চয়ন করিতেন। ইহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ তাঁহার এক বালিকা কন্যাসহ এই স্থানে প্রত্যহ পুষ্পচয়নে আসিতেন।

একদিন বৃদ্ধ বেড়ার ওপারে পুষ্পচয়ন করিতেছেন ও বালিকাটী এপারে উঠানের ভিতর আসিয়া পুষ্পচয়ন করিতেছে। যাদব বালিকাকে বলিলেন—"তুমি সব ফুল লইয়া যাইতেছ, আমার পূজা হইবে কিসে?" বালিকা কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিল না। যাদব আবার বলিলেন—বালিকা একবার বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া আবার ফুল তুলিতে লাগিল। যাদব এবারে বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিলেন—"দেখ, তুমি এবার যদি ফুল তুল, তবে আমি তোমায় বি'য়ে করে ফেলিব।" বালিকা যাদবের দিকে চাহিয়া আবার ফুল তুলিতে লাগিল। যাদব আবার এই কথা বলিলেন—বালিকা আবার সেইরূপ করিল। যাদব তৃতীয়বার এই কথা বলিলেন। বালিকা একটু হাসিয়া আবার ফুল তুলিল। এই সময় বালিকার পিতা, ভিতরে আসিয়া যাদবের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আপনার মত প্রাজ্ঞের কথা মিথ্যা হইবার নহে। আপনাকে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেই হইবে।"

বৃদ্ধ যাদব অপ্রস্তুতের একশেষ। তিনি নীরব। কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। বৃদ্ধকে আসন দান করিয়া অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে বৃদ্ধের বংশমর্য্যাদাই অন্তরায় হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞারক্ষার নিকট তাহা উপেক্ষণীয়ই স্থির হইল। যাদব বালিকাকে বিবাহ করিলেন। শুনা যায়, যাদবের জ্ঞাতিগণ যাদবকে একঘরে করায় এই বালিকা নাকি বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা! দেখিব আমার সন্তানের নিকট আপনারা মস্তক অবনত করেন কি না"? বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল।

মধুসূদনের উপর গুরুকৃপা।

মধুসূদনের বিদ্যাবত্তা, গুরুভক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও নিরভিমানিতা প্রভৃতি সদগুণরাশি একাধারে পূর্ণমাত্রায় দেখিয়া বিদ্যাগুরু রামতীর্থ এবং দীক্ষাগুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতী উভয়েই যারপরনাই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মধুসূদনের গুণে উভয়েই মধুসূদনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া উভয়েরই অপরাপর শিষ্যগণ কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ এবং ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। ক্রমে এই ক্ষোভ ও ঈর্ষ্যার মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, গুরুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। রামতীর্থ ইহা বড় গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর ইচ্ছা হইল—মধুসূদনের মহত্ব প্রকাশ করাইয়া নিজ অপর শিষ্যগণের চৈতন্যসম্পাদন করেন।

মধুসূদনের যোগসিদ্ধি।

এক সময় বিশ্বেশ্বর সরস্বতী, মধুসূদনপ্রমুখ বহু শিষ্যসহ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বিশ্বেশ্বরের নিকট মধুসূদন সাধনভজনেরই আলাপ আলোচনা করিতেন, আর রামতীর্থের নিকট তিনি শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব পথিমধ্যেও মধুসূদন বিশ্বেশ্বরের নিকট সাধনভজনের কথায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর সকলে যমুনার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বেশ্বর

মধুসূদনকে বলিলেন—"মধুসূদন! এই স্থানটী বড় মনোরম ও নির্জ্জন, তুমি এখানে থাকিয়া সমাধিসাধনে মনোনিবেশ কর, আমরা যখন ফিরিব, তখন তোমায় সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া যাইব। তোমার এ অবস্থায় অধিক পথভ্রমণ অনুকূল নহে"।

মধুসূদন যমুনাতীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, গ্রাম দূরে থাকিলেও ক্রমে গ্রামবাসিগণ তাঁহার প্রাণধারণের ব্যবস্থা করিল। মধুসূদন সমাধি অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মধুসূদন ভগবৎকৃপায় সমাধিলাভে সমর্থ হইলেন। অনেক সময়, দিনের পর দিন মধুসূদন সমাধিতে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ আক্‌বর মহিষীর শূলরোগশান্তি।

এ দিকে দিল্লীতে তখন সম্রাট্ আকবর বাদসাহ অধিষ্ঠিত। তাঁহার এক প্রিয়মহিষী কিছুদিন হইতে শূলবেদনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্ববিধ বহু চিকিৎসাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। বাদসাহ পর্য্যন্ত মহিষীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

যখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন লোকে ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করে। এস্থলেও তাহাই হইল। রাজমহিষী ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দিবারাত্র ভগবানের ধ্যানের ফলে তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন যমুনাতীরে কোন এক সাধু তাঁহাকে কি ঔষধ দিলেন এবং তাহা সেবন করিয়া রাজমহিষী রোগমুক্ত হইলেন।

প্রাতঃকালে রাজমহিষী সম্রাট্‌কে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট্ আকবর স্বভাবতঃই সাধুসন্ন্যাসীকে ভক্তি করিতেন। তিনি মহিষীর স্বপ্ন উপেক্ষা না করিয়া যমুনাতীরে সাধুর অন্বেষণে আদেশ দিলেন।

অচিরে সংবাদ আসিল, কিছুদূরে যমুনাতীরে, কিছুদিন হইল এক সন্ন্যাসী আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং রাজমহিষী সম্রাট্‌কে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে সেই সন্ন্যাসীর উদ্দেশে চলিলেন।

রাজমহিষী সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া দেখিলেন—একজন যুবকসন্ন্যাসী নদীতীরে ধ্যাননিমগ্নভাবে উপবিষ্ট। বহু দর্শক চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। নদীর বালুকারাশি তাঁহাকে যেন ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার উপক্রম করিয়াছে। বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর রাজ-মহিষীর মনে হইল—ইনিই তাঁহার সেই স্বপ্নদৃষ্ট সাধু ব্যক্তি।

ছদ্মবেশধারী সম্রাট্ ও সম্রাট্পত্নী মধুসূদনের সমাধিভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের পর মধুসূদনের সমাধি ভঙ্গ হইল। সম্রাট্পত্নী অগ্রে আসিয়া নিজ শূলব্যাধির কথা এবং স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মধুসূদন ভগবান্ মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মা! গৃহে যাও, ভগবান্ তোমায় রোগমুক্ত করিবেন"।

সাধুর আশীর্ব্বাদের কি যেন অলৌকিক শক্তি! রাজমহিষী সদ্যঃ সদ্যঃ সুস্থ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সম্রাট্কে সাধুসেবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সম্রাট্ আকবর এ বিষয়ে মুক্তহস্তই ছিলেন। তিনি বহুমূল্য রত্ন ও স্বুবর্ণ মুদ্রা সাধুচরণে নিবেদন করিলেন। মধুসূদন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"শরীরধারণের জন্য ইহার প্রয়োজন হয় না"। তখন সম্রাট্ আত্মপরিচয় দিলেন। দর্শকবৃন্দ তখন ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মধুসূদন তখন তাঁহাকে যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিলেন —"মহারাজ! আপনি প্রজা ও ধর্ম্মের রক্ষক, আপনি ধার্ম্মিকের সহায় হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা"। সম্রাট্ ও সম্রাট্মহিষী বলিলেন— "আচ্ছা, আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে আমাদিগকে জানাইবেন"। খুবসম্ভব ইহারই ফলে, কাশীতে মোল্লাগণ যখন সন্ন্যাসী নিধন করিত তখন মধুসূদনের প্রার্থনায় আকবর বাদসাহ সন্ন্যাসিনিধন নিবারণ করেন। সম্রাট্প্রদত্ত স্বুবর্ণমুদ্রা সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল, মধুসূদন উহা স্পর্শও করিলেন না।

বিশ্বেশ্বরের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক মধুসূদনের মহত্ত্বদর্শন।

কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর বিশ্বেশ্বর সরস্বতী শিষ্যবর্গসহ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মধুসূদনের নিকট আসিলেন। দেখিলেন—বহুলোক মধুসূদনকে দেখিবার জন্য জনতা করিয়া রহিয়াছে। মধুসূদন পূর্ব্ববৎ সেই বালুকাময় তীরদেশে উপবিষ্ট। সম্মুখে সেই সব ধনরত্ন অরক্ষিতভাবে পতিত।

মধুসূদন গুরুদেবকে যথাবিধি পূজা করিলেন। বিশ্বেশ্বরও তাঁহার অপর শিষ্যগণ সেই সকল ধনরত্ন দেখিয়া অবাক্। সকলেই ইহার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য ব্যগ্র। মধুসূদন তখন সম্রাট্ ও তাঁহার পত্নীর আগমনের কথা বলিলেন। বিশ্বেশ্বরের আনন্দ আর ধরিল না। শিষ্যগণ মধুসূদনকে চিনিতে পারিলেন এবং নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিশ্বেশ্বর শিষ্যগণকে যাহা শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

গীতার টীকার সমাপ্তি।

অতঃপর কাশী আসিয়া মধুসূদন গীতার টীকাটী সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রমুখ গুরুগণের চরণে সমর্পণ করিলেন। আর গুরুর আদেশকে লক্ষ্য করিয়া শেষে এই শ্লোকটী লিখিয়া দিলেন—

"শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতদ্ বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥"

অর্থাৎ শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর ও মাধব নামক গুরুগণের প্রসাদ লাভ করিয়া এই জ্ঞানপূর্ণ ব্যাখ্যা তাহাদের চরণপদ্মে সমর্পিত হইল।

মধুসূদন ও তুলসীদাস। মধুসূদনের ভক্তপূজা।

মহাত্মা তুলসীদাস কাশীতে মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রমের অদূরে বাস করিতেন। মধুসূদনসরস্বতী চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে অবস্থিতি করিতেন এবং মহাত্মা তুলসীদাস হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকটে থাকিতেন। এখানে

এখনও তাঁহার পাদুকা রক্ষিত আছে—দেখা যায়। তুলসীদাসের সাধনার স্থানটী একটু দূরে অসী-নদীর তীরে দুর্গাবাটীর দক্ষিণে বর্ত্তমান। তুলসীদাস শেষকালে উক্ত গঙ্গাতীরেই বাস করিয়াছিলেন।

এ সময় কাশীতে যোগী ও ভক্ত বলিয়া একদিকে মহাত্মা তুলসীদাস এবং অপর দিকে যোগী ও জ্ঞানী বলিয়া মহামতি মধুসূদন খুব বিখ্যাত হইয়া পড়েন। মধুসূদনের সমকক্ষ অপরাপর বহু পণ্ডিতসাধু এ সময় কাশীতে থাকিলেও জনসাধারণের নিকট সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ইঁহারাই অধিক পূজিত ছিলেন। সাধারণ লোকে ত আর পাণ্ডিত্যের মহিমা বুঝে না, তাহারা অলৌকিক শক্তির দ্বারা লোকের মহত্ত্ব বুঝিয়া থাকে। মধুসূদন ও তুলসীদাসের যোগসিদ্ধি জন্য খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আর তজ্জন্য বহুলোক ইহাদের সঙ্গ ও দর্শনাদি করিত।

তুলসীদাস এই সকল লোকদিগকে হিন্দি ভাষার সাহায্যেই উপদেশাদি দিতেন ; শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় উপদেশাদি দিতেন না। মধুসূদন কিন্তু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদির দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় তাহা করিতেন। তুলসীদাস প্রায়ই স্বকৃত হিন্দি রামায়ণ শুনাইতেন এবং মধুসূদন সংস্কৃত ভাগবত ও গীতার ব্যাখ্যাদি করিতেন। উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে এই পার্থক্য ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য মধুসূদনের নিকট বহু পণ্ডিতেরই সমাগম হইত।

একদিন কতকগুলি সংস্কৃতানুরাগী ভক্ত তুলসীদাসকে বলেন—"মহাত্মন্! আপনি শাস্ত্রীয় কথা সবই হিন্দি ভাষার সাহায্যে বলেন কেন? কাশীর পণ্ডিতগণ ত সেরূপ করেন না, তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র-বচনের ব্যাখ্যামুখে সব কথাই বলেন, আপনি সেরূপ করেন না কেন?"

ইহাতে তুলসীদাস একটু হাসিয়া একটী হিন্দি কবিতা করিয়া বলেন—

"হরি হর যশ সুর নর গিরা, বরণহি সন্ত সুজান।
হাণ্ডী হাটক চারুচীর, রান্ধে স্বাদ সমান॥"

অর্থাৎ হর ও হরির যশ, সাধুগণ, দেবভাষায় বা মানবীয় ভাষায়—যে ভাষায় বর্ণন করুন না কেন, সবই সমান। যেমন স্বুবর্ণের হাঁড়িতে বা মাটীর হাঁড়িতে রাধিলে আস্বাদ সমানই হয়।

এই সংস্কৃতানুরাগী ভক্তগণ মধুসূদনেরও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা তুলসীদাসের এই কবিতাটী লইয়া মধুসূদনের নিকট আসিলেন এবং মধুসূদনের 'মত' কি জানিতে চাহিলেন। উদারহৃদয় ও গুণগ্রাহী মধুসূদন একটী কবিতা করিয়া বলিলেন—

"পরমানন্দপত্রোঽহয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা॥"

অর্থাৎ তুলসীদাসরূপ জঙ্গম অর্থাৎ গমনশীল তুলসী বৃক্ষের পত্র পরমানন্দ, সেই তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী সেই তুলসীদাসের কবিতা, আর সেই কবিতা মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরদ্বারা চুম্বিত।

ইহা শুনিয়া সেই সংস্কৃতানুরাগী ভক্তবৃন্দের চৈতন্য হইল। তাঁহারা তুলসীদাসের উপর অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন। মধুসূদনের এই ব্যবহারটী তাঁহার যথেষ্ট গুণগ্রাহিতা ও উদারতার যে পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, মধুসূদন যে ভক্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়।

মধুসূদন ও অপ্পয়দীক্ষিত। মধুসূদনের পণ্ডিতপূজা।

মধুসূদনের সময় কাশীধামে অপ্পয়দীক্ষিত নামে একজন মহামান্য ও সর্ব্বগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। মীমাংসা ও বেদান্তে ইঁহাকে তৎকালে অনেকেই অদ্বিতীয় বলিয়া সম্মান করিতেন। অপ্পয়দীক্ষিতের রচিত গ্রন্থ সংখ্যা শুনা যায় ১০৮ খানি। মাধ্ব, শৈব, রামানুজ প্রভৃতি যাবতীয় বেদান্ত-মতে ইঁহার অধিকার এতই গভীর ছিল যে, উক্তসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত-গণও ইঁহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। বয়সে মধুসূদন, অপ্পয়-দীক্ষিত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাবত্তায় কিন্তু মধুসূদনকে

অপ্পয়দীক্ষিত হইতে ন্যূন বলা যায় না এবং মধুসূদন তাঁহার শিষ্যও ছিলেন না। কিন্তু তাহা হইলেও মধুসূদন তাঁহাকে "সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য" বলিয়া সম্মান করিতেন। সমকক্ষ পণ্ডিত সমসাময়িক হইলে একে প্রায়ই অপরকে প্রমাণ বলিয়া সম্মান করেন না—এইরূপই সাধারণতঃ দেখা যায়। অবশ্য বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইলে একে অপরকে খণ্ডন করেন—ইহাও প্রায়ই দেখা যায় ; কিন্তু সম্মান করিয়া গ্রন্থমধ্যে তাঁহার উল্লেখ করা—ইহা প্রায়ই দেখা যায় না। মধুসূদন কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিতকে যেরূপ অত্যধিক সম্মান করিয়া গ্রন্থমধ্যে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মধুসূদনের এই আচরণটী তাঁহার যে অতি উদারস্বভাবের পরিচয়, তাঁহার যে অকপট মহাজনপূজাপ্রবৃত্তির পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহান্‌কে উপেক্ষা করিয়া বা তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিয়া নিজের মহত্ত্ব-খ্যাপনপ্রবৃত্তি মধুসূদনের যে ছিল না, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

ব্যাসরাম ও মধুসূদন। বিপক্ষের প্রতিও অনুকম্পা।

মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ রচনা করিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরাজ-প্রণীত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে খণ্ডন করিলে ব্যাসরাজ দেখিলেন যে, অদ্বৈতমতখণ্ডনে তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইয়াছে। ইহাতে ব্যাসাচার্য্য তাঁহার অতি বুদ্ধিমান্ শিষ্য ব্যাসরামকে বলিলেন—"ব্যাসরাম! অদ্বৈতবাদী মধুসূদন আমার ন্যায়ামৃতের যেরূপ উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে আমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ইহার সকল কথা বুঝিয়া ইহার খণ্ডনচেষ্টা করা এ বয়সে আর আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তুমি ন্যায়শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছ, তুমি যদি মধুসূদনের নিকট যাইয়া তাঁহার শিষ্য সাজিয়া তাঁহার আশয় বুঝিয়া, তাঁহার যুক্তিপরিপাটী আয়ত্ত করিয়া যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পার, তবেই আমার চেষ্টা কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারে, নচেৎ ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"

ব্যাসরাম "তথাস্তু" বলিয়া কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেই সুদূর কর্ণাট দেশ হইতে কাশী আসিয়া নিজ অভিপ্রায় গোপন-পূর্ব্বক মধুসূদনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ব্যাসরাম একেবারেই অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যুক্তি-পারিপাট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

মধুসূদনের ব্যাসরামকে চিনিতে আর বিলম্ব হইল না। মধুসূদন কোন কথাই না বলিয়া সহাস্যবদনে ব্যাসরামকে অদ্বৈতসিদ্ধির রহস্য সকলই বলিতে লাগিলেন। তিনি এতদ্দ্বারা শত্রুপক্ষকে পুষ্ট করিতে-ছেন বলিয়া তিলমাত্র কৃপণতা করিলেন না। ব্যাসরাম এদিকে রাত্রি-কালে গোপনে ন্যায়ামৃতের উপর "তরঙ্গিণী" নামে এক টীকা রচনা করিয়া দুই খানি প্রতীকে লিখিতে লাগিলেন এবং মধুসূদনের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধির পাঠ শেষ হইয়া গেল। ব্যাসরামের "তরঙ্গিণী" লেখাও শেষ হইল। ব্যাসরাম তখন তরঙ্গিণীর অপর প্রতীকখানি মধুসূদনকে উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মধুসূদন তখন হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। তা, তুমি যখন আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছ, তখন ইহার উত্তর আর আমার দেওয়া শোভা পায় না। ইহার উত্তর আমার কোন শিষ্যই দিবে জানিও।"

বস্তুতঃ, মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র "সিদ্ধিব্যাখ্যাতে" ইহার উত্তর দান করিলেন। বলভদ্র, ব্যাসরাজের অপর শিষ্য শ্রীনিবাসকৃত "ন্যায়ামৃত-প্রকাশ" টীকা এবং এই "তরঙ্গিণী" টীকা সম্যক্ আলোচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির ব্যাখ্যায় উভয়ের সকল আক্ষেপের উত্তর দান করিলেন।

বিপক্ষকে তাঁহার অসদ্ অভিপ্রায় জানিয়াও শিক্ষা দান করায় মধুসূদনের যে মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই নিতান্ত অলোকসামান্য।

শ্রীজীবগোস্বামী ও মধুসূদন।

কিন্তু ইহাই কেবল একটী মাত্র ঘটনা নহে। শুনা যায়—শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ও মধুসূদনের নিকট যাইয়া অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষা করেন এবং পরে ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। মধুসূদন ইহাঁকেও ইহাঁর অভিপ্রায় জানিয়া অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অবশ্য বিপক্ষকে শিক্ষা দান করিবার প্রথা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সে সব স্থলে শিষ্যবর্গের অভিপ্রায় স্পষ্ট বা পরিব্যক্ত হইয়া উঠে না। এস্থলে কৃতবিদ্য বিপক্ষ স্পষ্টতঃ খণ্ডনাভিপ্রায়ে বদ্ধপরিকর, এস্থলেও যে শিক্ষাদান ইহাই বৈলক্ষণ্য। বস্তুতঃ, ইহা নিতান্ত নির্ভীকতা, স্বমতে অসীম দৃঢ়তা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং অত্যন্ত উদারতার যে পরিচয়, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের নির্ব্বৈরভাব।

মধুসূদনের হৃদয়ে নির্ব্বৈরভাব যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যায়। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে মঙ্গলাচরণে যাহা লিখিয়াছেন, এবং গ্রন্থমধ্যেও যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পরমতখণ্ডনস্পৃহা প্রকাশ পায় না। তিনি স্বমতের দৃঢ়তার জন্য স্বমতের প্রতি পরমতের আক্রমণ নিবারণই করিতেছেন। পরমতখণ্ডনোদ্দেশ্যে তিনি কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। অদ্বৈতসিদ্ধি যেরূপ বিচারপূর্ণ গ্রন্থ, এ গ্রন্থে তিনি পরমতের দোষ প্রদর্শন করিবার অনেক সুযোগই পাইতে পারিতেন, কিন্তু কোথাও তিনি মাধ্বমতের "এই দোষ" তাহা বলেন নাই। গ্রন্থারম্ভে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

"শ্রদ্ধাধনেন মুনিনা মধুসূদনেন সংগৃহ্য শাস্ত্রনিচয়ং রচিতাতিযত্নাৎ।
বোধায় বাদিবিজয়ায় চ সত্বরাণামদ্বৈতসিদ্ধিরিয়মস্তু মুদে বুধানাম্ ॥৪
বহুভির্বিহিতা বুধৈঃ পরার্থং বিজয়ন্তেঽমিতবিস্তৃতা নিবন্ধাঃ।
মম তু শ্রম এষ নূনমাত্মম্ভরিতাং ভাবয়িতুং ভবিষ্যতীহ ॥৩"

ইহার অর্থ গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য। ইহাতে বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থরচনায় তাঁহার উদ্দেশ্য—নিজের ও অপরের জ্ঞানলাভ, আর যদি কেহ বিবাদ করেন, তবে তাঁহাকে জয় করা এবং পণ্ডিতগণের আনন্দ উৎপাদন করা।

মধুসূদনের স্তুতিনিন্দায় সমভাব।

এই অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে মধুসূদন লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থস্যৈতস্য যঃ কর্ত্তা স্তূয়তাং বা স নিন্দ্যতাম্।
ময়ি নাস্ত্যেব কর্ত্তৃত্বমনন্যানুভবাত্মনি ॥"

অর্থাৎ এই গ্রন্থের যিনি কর্ত্তা তিনি স্তুত হউন বা নিন্দিত হউন তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেহেতু অনন্যানুভবস্বরূপ আমাতে কর্ত্তৃত্বই নাই। এস্থলে মধুসূদনের নিজ অন্তরের প্রকৃতভাবই প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বদা আত্মস্বরূপাবস্থিতিপ্রযুক্ত তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বাভিমানই থাকিত না, সুতরাং তাঁহাতে সুখিদুঃখিভাব থাকা ত অতি দূরের কথা।

মধুসূদনের শাস্ত্ররসিকতা।

গীতার টীকামধ্যে দেখিতে পাই—

"এতৎ সর্ব্বং ভগবতা গীতাশাস্ত্রে প্রকাশিতম্।
অতো ব্যাখ্যাতুমেতন্মে মন উৎসহতে ভৃশম্ ॥"

অর্থাৎ এই সমস্ত তত্ত্বকথা গীতাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই হেতু ইহার ব্যাখ্যা করিতে আমার মন অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে। ইহা হইতেও বুঝা যায়—তিনি শাস্ত্ররসিকও ছিলেন।

মধুসূদনের বিনয়।

পুনরায় গীতার টীকায় মধুসূদন বলিতেছেন—

"শ্রীগোবিন্দমুখারবিন্দমধুনা শ্রীমন্মহাভারতে,
গীতাখ্যং পরমং রহস্যমৃষিণা ব্যাসেন বিখ্যাপিতম্।
ব্যাখ্যাতং ভগবৎপদৈঃ প্রতিপদং শ্রীশঙ্করাখ্যৈঃ পুনঃ,
বিস্পষ্টং মধুসূদনেন মুনিনা স্বজ্ঞানশুদ্ধ্যৈ কৃতম্ ॥"

এস্থলে মধুস্থদন গীতা ও তাহার শাঙ্করভাষ্যাদির পরিচয় দিয়া বলিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নিজ জ্ঞানশুদ্ধির জন্য গীতার টীকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে মধুস্থদনে বিনয়গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

মাধ্ব ও রামানুজ প্রভৃতি অপর সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পণ্ডিতই পর-মতখণ্ডনে যারপরনাই প্রয়াস পাইয়াছেন, অদ্বৈতসম্প্রদায়ে সে জাতীয় পণ্ডিত অতি অল্প এবং তন্মধ্যে মধুস্থদন এ কার্য্য একেবারেই প্রায় করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে মাধ্বাদিমতখণ্ডনের জন্য কোন পৃথক্ গ্রন্থই রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। ইহাতে মধুস্থদনের অন্তরে বিনয়, শাস্ত্ররসিকতা ও 'নির্ব্বৈরভাব' যে খুবই প্রবল ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।

মধুস্থদনের ভক্তিভাব।

মধুস্থদনে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায়। এক দিকে জীব ও ব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদজ্ঞান, অন্য দিকে সেই গোলোকপতির দাসী-বৃত্তি—এই উভয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ মধুস্থদনে অতি পরিস্ফুট ছিল।

তিনি এক স্থলে বলিতেছেন—

"যদ্‌ভক্তিং ন বিনা মুক্তি র্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দমাধবং নন্দনন্দনম্॥"

অর্থাৎ সর্ব্বযোগিগণজনসেব্য যাঁহার ভক্তিবিনা মুক্তি হয় না, সেই নন্দনন্দন পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি। ইহা হইতে জানা যায় যে, ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না, ইহা তিনি মনে করিতেন, এবং তিনি নন্দ-নন্দনের উপাসক ছিলেন। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—

"ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ম্,
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরম্,
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনোধাবতি॥"

অর্থাৎ ধ্যানবশীকৃতচিত্ত যোগিগণ সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পরম জ্যোতিঃ দেখেন, দেখুন—আমাদের মন কিন্তু সেই লোচনচমৎকার, কালিন্দীপুলিনে নীলরূপের জন্য ধাবিত হইয়া থাকে।

ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, মধুসূদন সগুণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, এবং মধুরভাবেই সেই উপাসনা তিনি করিতেন। অন্য কোন ভাবে তিনি সে উপাসনা করিতেন না। তবে নির্গুণভাবই যে তাঁহার আত্মার স্বরূপ, এবং তাহা যে উপাসনানিরপেক্ষ, তাহাও তিনি বুঝিতেন—ইহা তাঁহার রচিত অন্য শ্লোক হইতে জানা যায়।

অন্যত্র দেখা যায়—

"অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢাস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে অধিরূঢ় হইলেও, ইন্দ্রের বৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কোন এক গোপবধূ-লম্পট, শঠকর্ত্তৃক আমরা বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হইয়াছি।

এস্থলেও দেখা যায়—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় একটা বিশেষ সুখ অনুভবই করিতেন। তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানসত্ত্বেও তিনি সংস্কারবশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপসনাতেই কালাতিপাত করিতেন। কারণ, বলপূর্ব্বক দাসী করা, সংস্কারের বলবত্তরতাই সূচনা করিতেছে।

অন্যত্র আবার বলিয়াছেন—

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ,
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ,
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

অর্থাৎ সাকার, সগুণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে পরতত্ত্ব আমি আর জানি না। এই শ্লোকটীও মধুসূদনের পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই সমর্থক। এক কথায়

মধুসূদন যে অহংভাব লইয়া জগতে ব্যবহার করিতেন, সেই অহং-ভাবকে শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই নিরত করিয়া রাখিতেন। এটা তাঁহার সংস্কারের ফল। জ্ঞানী হইয়াও তিনি উপাসক ছিলেন। অথবা লোক-শিক্ষার্থে এরূপ কথা বলিতেন। বস্তুতঃ, এস্থলে "কৃষ্ণ হইতে পরতত্ত্ব আমি জানি না" বলায় উপাস্যতত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞেয়তত্ত্ব যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহার কথা এতদ্দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই।

কেহ বলিয়াছেন—

"দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক্ জাতে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥"
(বোধসার ভক্তিরসায়ন প্রকরণ)।

এই শ্লোকটীও মধুসূদনের কৃত। অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ব্বে দ্বৈতভাব মোহের নিমিত্ত হয়। আর জ্ঞান জন্মিলে মনীষাদ্বারা দ্বৈতভাব ভক্তির নিমিত্ত কল্পিত হয়। এই দ্বৈতভাব অদ্বৈত হইতেও সুন্দর।

বস্তুতঃ, এ শ্লোকটী হইতেও অদ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, বরং দ্বৈতই যে কল্পিত, তাহাই উক্ত হয়। আর সেই কল্পিত দ্বৈত, অদ্বৈত হইতে সুন্দর বলায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সুন্দর বিষয়ের জ্ঞান যাহার আছে, অর্থাৎ দৃশ্যবোধ যাহার আছে, তাদৃশ অজ্ঞানীর বা বাধিতানু-বৃত্তিসম্পন্ন জ্ঞানীর নিকট ভক্তির নিমিত্ত দ্বৈত, অদ্বৈত হইতে সুন্দর বোধ হয়। অতএব অজ্ঞানীর পক্ষে ভক্তি বিশেষ প্রয়োজন—ইহাই মধুসূদনের মত। আর তাহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় মধুসূদনে ছিল—ইহাই বলিতে হয়।

বস্তুতঃ, মধুসূদন ভক্তির মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রভেদে স্পষ্টই বলিয়া-ছেন যে, মৃদু ভক্তের ভাব—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥"

অর্থাৎ হে নাথ! ভেদ অপগত হইলেও তোমারই আমি, কিন্তু তুমি আমার নহ, সমুদ্রই তরঙ্গময় হয়, তরঙ্গ কখন সমুদ্রময় হয় না। এস্থলে "আমি তোমার" ভাবই স্পষ্ট।

মধ্যম ভক্তের ভাব—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক চলিয়া গেলে—ইহা আর কি আশ্চর্য্যের কথা, যদি হৃদয় হইতে যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এস্থলে "তুমি আমার" ভাবই স্পষ্ট।

উত্তম ভক্তের ভাব—

"সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতি রচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥"

অর্থাৎ 'এই সকল' এবং 'আমি' আর সেই পরমপুমান্ পরমেশ্বর বাসুদেব এক বস্তু, হৃদয়গত অনন্তে এই অচলা মতি যেন আমার হয় ইত্যাদি। এস্থলে "আমি তুমি অভিন্ন" এই ভাবই স্পষ্ট।

মধুসূদনের জ্ঞান।

জ্ঞানের দিক্ যদি আবার দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, তিনি নিজ আত্মাকে পরব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নই ভাবিতেন। তিনি নিজেকে এজন্য বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়াছেন। অদ্বৈতবিরোধী বৈষ্ণবগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, জীব "শিবোঽহং" চিন্তা করিতে পারে এবং হইতেও পারে; কারণ, তন্মতে শিব জীবকোটীর অন্তর্ভুক্ত। শিব শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তমাত্র, কিন্তু জীব নিজেকে বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না; কারণ, বিষ্ণু ঈশ্বর। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—মধুসূদন নিজেকে পূর্ণবিষ্ণুস্বরূপই জ্ঞান করিতেছেন; যথা—অদ্বৈত-সিদ্ধিতে তিনি বলিতেছেন—

"অনাদিসুখরূপতা, নিখিলদৃশ্যনির্মুক্তা,
নিরন্তরমনন্ততা, স্ফুরণরূপতা চ স্বতঃ।
ত্রিকালপরমার্থতা, ত্রিবিধভেদশূন্যাত্মতা,
মম শ্রুতিশতার্পিতা, তদহমস্মি পূর্ণোহরিঃ॥"

এস্থলে পূর্ণ হরিকে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে, এবং সেই হরিকে নিজ আত্মার স্বরূপই বলা হইল। নিজেকে ঈশ্বর বলা, ব্রহ্ম দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে। কিন্তু জীবসমষ্টি ঈশ্বর, এই দৃষ্টিতে নিজেকে ঈশ্বর বলা সম্ভব হয় না। ব্যষ্টি কখন সমষ্টি বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করিতে পারে না। অদ্বৈতবিরোধিগণ এই ভাবটী লইয়া অদ্বৈত-মতখণ্ডনে বহু আড়ম্বর করেন, কিন্তু তাঁহারা অদ্বৈতীর অভিপ্রায় বুঝিতে চাহে না।

গীতামধ্যে ভক্তির প্রকারভেদ বা স্তরভেদবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রথম স্তরে জীব নিজেকে ভগবানের দাস মনে করে, দ্বিতীয় স্তরে ভগবান্‌কে নিজের অধীন মনে করে, এবং তৃতীয় স্তরে নিজেকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন মনে করে। সুতরাং অভেদভাবে উপাসনাই ভক্তির শেষ সীমা—ইহা মধুসূদনের মত। গীতায় ১৮।৬৬ শ্লোকের টীকায় তিনি ইহাই বলিয়াছেন। তাহা এই—

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥"

অর্থাৎ সাধনের অভ্যাসের পরিপাক অনুসারে প্রথম 'তাঁহার আমি' দ্বিতীয় 'আমার তিনি' এবং তৃতীয় 'তিনিই আমি' এই ত্রিবিধ ভগবানের শরণ হইয়া থাকে। অতঃপর পৌরাণিক কথার দ্বারা ইহার দৃষ্টান্তও উপরি উক্ত "সত্যপি" ইত্যাদি শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

তাহার পর, জ্ঞানের পর ভক্তি, কি ভক্তির পর জ্ঞান—এই কথার মীমাংসায় তিনি গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা, বিশতে তদনন্তরম্ ॥"

অর্থাৎ জীব ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে 'আমি যাহা ও যেরূপ' তাহা জানিতে পারে, তাহার পর, তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করে। এই শ্লোকে দ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, এই "জ্ঞাত্বা তদনন্তরং বিশতে" বলায় জ্ঞানের পর আবার পরাভক্তির আবশ্যকতা আছে বুঝা যায়। কিন্তু মধুসূদন বলিয়াছেন যে, এস্থলে "তদনন্তরম্" পদের অর্থ জ্ঞানের অনন্তর নহে, কিন্তু দেহপাতের অনন্তর, ইত্যাদি ; যথা—

"তদনন্তরং—বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মভোগেন দেহপাতানন্তরং, ন তু জ্ঞানানন্তরমেব"। অতএব মধুসূদনের মতে জ্ঞানই সাধনপথের শেষ সীমা।

যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝা যায়, মধুসূদন পূর্ণ অদ্বৈতবাদী হইয়াও পরমভক্ত ছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তাঁহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় ছিল। আর যোগবলে তাঁহার সিদ্ধিলাভও পূর্ণ হইয়াছিল।

মধুসূদনে সম্প্রদায়িকতার অভাব।

মধুসূদনের মনে, দেখা যায়, সাম্প্রদায়িকতা কোন স্থান পায় নাই। কারণ, গীতার টীকায় পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে তিনি যে একটী শ্লোক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়—তিনি সকল উপাসকসম্প্রদায়কে এক দৃষ্টিতে দেখিতেন। সেই শ্লোকটী এই—

"শৈবাঃ সৌরাশ্চ গাণেশাঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
ভবন্তি যন্ময়াঃ সর্ব্বে সোঽহমস্মি পরঃ শিবঃ ॥"

অর্থাৎ শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তগণ যন্ময় হইয়া থাকে, আমি সেই পরম শিবস্বরূপ। এতদ্দ্বারা তিনি নিজ আত্মাকে শিবস্বরূপ বলিতেছেন এবং সকল উপাসকই যে শিবের উপাসনা করেন, তাহাও বলিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাদি কেহই বলিবেন না যে, তাঁহারা শিবের উপাসনা করেন। অতএব তাঁহার হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—ইহা স্থির।

বিপক্ষের সহিত মধুসূদনের বিদ্যা-রসিকতা।

মধুসূদনে বিদ্যারসিকতাও বেশ ছিল দেখা যায়। কারণ, তাঁহার "অদ্বৈতরত্নরক্ষণম্" নামক গ্রন্থে দেখা যায়—

"ভেদে খণ্ডনখণ্ডিতেঽপি শতধা তন্দ্রালবস্তার্কিকাঃ।
কৈবল্যাৎ পতয়ালবঃ শৃণুত সদ্‌যুক্তিং দয়ালোর্মম॥"

অর্থাৎ খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে ভেদবাদ শতধা খণ্ডিত হইলেও কৈবল্য হইতে পতনশীল তন্দ্রালু তার্কিকগণ দয়ালু আমার নিকট হইতে সদ্‌যুক্তি শ্রবণ করুন। এস্থলে নিজেকে দয়ালু বলায়, তাঁহার বিদ্যারসিকতার পরিচয়ই পাওয়া যায়—

মধুসূদনের দৃঢ়তা।

নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে মধুসূদনের নিজ মনের দৃঢ়তা কিরূপ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়।

"নির্জিত্য প্রতিপক্ষান্ দ্বৈতধিয়ো দুষ্টতার্কিকম্মন্যান্।
অদ্বৈততত্ত্বরত্নং রক্ষিতুময়মুদ্যমঃ ক্ষমঃ স্যান্নঃ॥"

অর্থাৎ দুষ্ট তার্কিকম্মন্য দ্বৈতবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া অদ্বৈততত্ত্বরত্নকে রক্ষা করিতে এই উদ্যম আমাদের সমর্থ হউক। এস্থলে নিজমতের প্রতি তাঁহার দৃঢ়তা যে যথেষ্ট ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়।

মধুসূদনের জীবন্মুক্তি অবস্থা।

মধুসূদনের ব্যবহারমধ্যে দেখা যায়—মধুসূদন সন্ন্যাসগ্রহণের পর মুক্তপুরুষোচিত ব্যবহারই করিয়াছেন। তিনি অপর আচার্য্যগণের ন্যায় দিগ্বিজয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখন কোন সভায় বিচার করেন নাই। গ্রন্থাদিরচনাও, কতক গুরুর আদেশে এবং কতক শিষ্যের অনুরোধেই করিয়াছেন। গীতার টীকা খানিতে তাঁহার স্বতঃপ্রবৃত্তি কিছু দেখা যায় বটে, কিন্তু, প্রবাদ অনুসারে তাহা সন্ন্যাসের পূর্ব্ব ও পরে রচনা। জ্ঞানিগণ যেমন পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগ করেন,

মধুসূদনের জীবনেও তাহাই মুখ্যভাবে লক্ষিত হয়। বলিতে কি, পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগই জ্ঞানিগণের ব্যবহারের মুখ্য লক্ষণ। মধুসূদনে তাহাই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও প্রধানতঃ ব্যাসদেবের অনুরোধে এবং কোথাও শিষ্যবর্গের অনুরোধে। মধুসূদন যে নাগাসন্ন্যাসীর মধ্যে অস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাও অপর সন্ন্যাসিগণের অনুরোধে। এই কারণে মনে হয়, জীবন্মুক্ত জ্ঞানিগণের স্বভাব যে "পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগ" তাহা মধুসূদনের জীবনে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল।

মধুসূদন ও তাঁহার শিষ্যবর্গ।

সন্ন্যাসের অনতিপরে মধুসূদন যখন গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন হইতেই মধুসূদনের শিষ্যসমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু কয়েকটী ঘটনার পর মধুসূদনের শিষ্যসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। এই সকল ঘটনার মধ্যে মধুসূদনের আশীর্ব্বাদে দিল্লীর সম্রাট্‌পত্নীর অম্লশূল ব্যাধির আরোগ্য, দিল্লীর সম্রাট্ সভায় আমন্ত্রণ, কাশীতে পণ্ডিতগণ সহ কয়েকটী বিচার, অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচার এবং মধুসূদনের অনুরোধে সম্রাট্‌কর্ত্তৃক সন্ন্যাসিবধনিবারণই প্রধান বলা যায়। বিদ্যাবত্তার সহিত অলৌকিক শক্তির সংমিশ্রণ থাকিলে তাঁহার প্রখ্যাতির কি আর সীমা থাকে? সুতরাং মধুসূদনের শিষ্যসংখ্যা যে বহুলই হইবে তাহাতে আর সন্দেহই বা কি?

মধুসূদনের বহু কৃতবিদ্য শিষ্যের মধ্যে আমরা আজ তিন জনের গ্রন্থ দেখিতে পাইতেছি। যথা—বলভদ্র, শেষগোবিন্দ ও পুরুষোত্তম সরস্বতী।

মধুসূদনের শিষ্য—বলভদ্র।

বলভদ্র—মধুসূদনের নিকট সেবক ব্রহ্মচারিরূপে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই নিমিত্ত মধুসূদন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের 'নির্ব্বাণ-

দশকের' উপর সিদ্ধান্তবিন্দুটীকা লিখিয়াছিলেন। ইনি পরে নিজ গুরুর অদ্বৈতসিদ্ধির উপর 'সিদ্ধিব্যাখ্যা' রচনা করিয়া ব্যাসরাজশিষ্য ব্যাসরাম-কৃত ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর আক্রমণ ব্যর্থ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি অদ্বৈতসিদ্ধিসংগ্রহ নামক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বলভদ্র সন্ন্যাসী হইয়া উক্ত সিদ্ধিব্যাখ্যা রচনা করেন এবং ত্যাগবুদ্ধির দৃঢ়তার জন্য উক্ত টীকামধ্যে আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই। শ্রীনিবাসকৃত ন্যায়ামৃতপ্রকাশ টীকা এবং ব্যাসরামের ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী টীকা দেখিলে মনে হয়—বলভদ্র তাঁহাদের গ্রন্থ সম্যক্ অলোচনা করিয়াই সিদ্ধিব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ ইনি মধুসূদনের জ্ঞাতিবংশসম্ভূত কোন এক জন ছিলেন।

মধুসূদনের শিষ্য—শেষগোবিন্দ।

শেষগোবিন্দ—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহের উপর এক টীকা লিখিয়াছেন। এই টীকায় ইনি মধুসূদনকে গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম শেষপণ্ডিত। ইঁহার অপর নাম কৃষ্ণপণ্ডিত। কৃষ্ণপণ্ডিত মহাবৈয়াকরণ ভট্টোজী দীক্ষিতের গুরু। শেষ-গোবিন্দ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত। ইনি মধুসূদনকে সরস্বতীর অবতারজ্ঞানে পূজা করিতেন। শেষগোবিন্দের গুরুভক্তি দেখিয়া মনে হয়—মধুসূদন যে কেবল সন্ন্যাসিপণ্ডিত, তাহা নহে, তিনি অতিশয় শিষ্যবৎসলও ছিলেন। মধুসূদনের আবির্ভাবকাল দ্রষ্টব্য।

মধুসূদনের শিষ্য—পুরুষোত্তম সরস্বতী।

পুরুষোত্তম সরস্বতী—মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর এক টীকা রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে নিজ গুরুরূপে মধুসূদনের উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদনের আবির্ভাবকাল দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মধুসূদনের বহু শিষ্যই যে ছিলেন—ইহা প্রবাদ-মুখেও শুনা যায়।

কিন্তু মধুসূদনের প্রশিষ্য বা প্রশিষ্যকোটিতে বহু মনীষীবর্গেরই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—শিবরামবর্ণী, নারায়ণতীর্থ এবং পরমানন্দ সরস্বতী—ইঁহারা ব্রহ্মানন্দের গুরু। ব্রহ্মানন্দ যখন যুবক তখন মধুসূদন বৃদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শাঙ্করভাষ্যরত্নপ্রভাকার রামানন্দ, তাঁহার গুরু গোবিন্দানন্দ, নারায়ণ তীর্থের গুরু রামগোবিন্দ তীর্থ ও বাসুদেব তীর্থ প্রভৃতি বহু মনীষীবর্গই এ সময় মহা ধুরন্ধর পণ্ডিত। ইঁহারা সকলেই যে মধুসূদনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, মধুদসূনের বেদান্তবিচারদ্বারা উপকৃত ইহা—সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং মধুসূদন তাঁহার আচার্য্যজীবনে যে বহু দণ্ডী সন্ন্যাসিবৃন্দের গুরুর আসন লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের সদাচার ও ভগবন্নিষ্ঠা।

তাহার পর মধুসূদন যে কেবল পাণ্ডিত্য ও শিষ্যশিক্ষা এবং সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা লইয়া থাকিতেন, তাহা নহে। শিষ্যবর্গ সন্ন্যাসিবৃন্দ যাহাতে যথার্থ সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সে দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতেন। একদিকে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠান এবং অন্যদিকে স্বয়ং শ্রীগোপালের সেবার দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তির অভ্যাস এই উভয়ই মধুসূদনে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। এমন কি, তিনি এজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কঠোর ত্যাগভাবের ব্যাখ্যারও একটু অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মধুসূদনের এই ভাবটী "কে বয়ং বরাকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে গীতার—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

এই শ্লোকের টীকায় প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। মধুসূদনের জ্ঞানের গভীরতা দেখিলে বুঝা যায়—উপাসনাদি তিনি তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ লোকরক্ষার্থই স্বয়ং যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন। "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেৎ" ও "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অনেক বিবিদিষা সন্ন্যাসীই

সন্ন্যাসীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ভগবদুপাসনা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করেন, অথচ শরীররক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি শাস্ত্র যথাবিধি পালন করেন। অনেকে আবার ইহাতেই বিলাসিতা করিয়াও থাকেন। বিদ্বৎসন্ন্যাসীর বিধি-নিষেধাতীতভাবের অনুকরণের জন্য যেন সকলেই ব্যস্ত। মধুসূদন এই অনধিকারিগণের ভ্রষ্টাচারনিবারণের জন্য বিবিদিষা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য যে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ভগবদুপাসনাদি তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করিতেন। কেবল সমাধি অবস্থা ভিন্ন এ সকলের কখনই সময়পর্য্যন্তও অতিক্রম করিতেন না। ব্রহ্মর্ষিভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন—

"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।
কর্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পস্যৈব নাশতঃ॥"

অর্থাৎ যোগী কর্ম্মত্যাগ করেন না, কর্ম্মই যোগীকে ত্যাগ করে, যেহেতু কর্ম্মের মূলভূত যে সংকল্প তাহার নাশ হইয়া যায়। মধুসূদনের চরিত্রে এই বশিষ্ঠোক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারিত। এইরূপে মধুসূদন আদর্শসন্ন্যাসীর আচরণ করিয়া শিষ্যসেবকবর্গকে আদর্শসন্ন্যাসী হইবার জন্য শিক্ষা দিতেন। মধুসূদনের সময় তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্য ও শিষ্যানু-শিষ্য এবং অনুরাগিগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের একটা প্রবল প্রবাহই বহিয়াছিল। ভগবান্ শঙ্কর যেমন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন এবং দক্ষিণদেশে বিদ্যারণ্য যেমন তাহার সংরক্ষণ করেন, মধুসূদন তদ্রূপ উত্তরভারতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সংস্কারসাধন করেন। অদ্বৈতসম্প্রদায়ে মধুসূদনের স্থান অতি উচ্চে—শঙ্কর, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, বাচস্পতি ও চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্য্যগণেরই সমান বলিতে হয়।

মধুসূদনের গ্রন্থ ও রচনার উপলক্ষ।

মধুসূদন যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা খুব বেশী নহে। আর ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহও করিয়াথাকেন। যে গুলি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, তাহারা—

(১) অদ্বৈতসিদ্ধি
(২) গীতার টীকা
(৩) গীতা নিবন্ধ
(৪) ভক্তিরসায়ন
(৫) বেদান্তকল্পলতিকা
(৬) সিদ্ধান্তবিন্দু
(৭) মহিম্নস্তোত্র টীকা
(৮) প্রস্থানভেদ
(৯) সংক্ষেপশারীরক টীকা
(১০) আনন্দমন্দাকিনী
(১১) অদ্বৈতরত্নরক্ষণ
(১২) হরিলীলাবিবেক
(১৩) ভাগবতটীকা (অপূর্ণ)
(১৪) শাণ্ডিল্যসূত্র
(১৫) রাসপঞ্চাধ্যায়
(১৬) কৃষ্ণকুতূহল নাটক
(১৭) আত্মবোধ টীকা।

যে গুলি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তাহারা—

(১) জটাপ্তষ্টবিকৃতিবিবৃতি
(২) সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধান্তবর্ণন
(৩) সিদ্ধান্তলেশ টীকা,
(৪) রাজপ্রতিবোধ
(৫) বেদস্তুতি টীকা

কারণ, এই টীকাগুলি অপরের নামেও প্রচলিত দেখা যায়।

এই সকল গ্রন্থের রচনাপারম্পর্য্য আজ আর নির্ণয় করা যায় না, অথবা ইহাদের উপলক্ষসম্বন্ধেও কোন গল্পকথা শুনা যায় না। তথাপি আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই—

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার উপলক্ষ—গুরু রামতীর্থের প্ররোচনা।

সিদ্ধান্তবিন্দুরচনার উপলক্ষ—বলভদ্র নামক একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যের অনুরোধ।

গীতার টীকারচনার উপলক্ষ—গুরু শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আদেশে তাঁহার নিকট পরীক্ষা প্রদান।

অদ্বৈতরত্নরক্ষণরচনার উদ্দেশ্য—শঙ্করমিশ্রের ভেদরত্ন নামক গ্রন্থের উত্তরপ্রদান।

এখন ইহাদের রচনাপারম্পর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যায়—

অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যে বেদান্তকল্পলতিকার নাম আছে।

মহিম্নস্তোত্র টীকার মধ্যে বেদান্তকল্পলতিকার নাম আছে।

গীতাটীকার মধ্যে 'ভক্তিরসায়নের' উল্লেখ আছে।

ভক্তিরসায়নমধ্যে বেদন্তকল্পলতিকার নাম আছে।

অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যে গীতানিবন্ধের নাম আছে।

অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যে সিদ্ধান্তবিন্দুর উল্লেখ আছে।

ভক্তিরসায়নমধ্যে সিদ্ধান্তবিন্দুর উল্লেখ আছে।

গীতাটীকার মধ্যে সিদ্ধান্তবিন্দুর উল্লেখ আছে।

গীতাটীকামধ্যে গীতানিবন্ধের উল্লেখ আছে।

গীতাটীকামধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির উল্লেখ আছে।

অদ্বৈতরত্নরক্ষণমধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির উল্লেখ আছে।

সিদ্ধান্তবিন্দুমধ্যে বেদান্তকল্পলতিকার উল্লেখ আছে।

ইহা হইতে মনে হয়—খুব সম্ভব মধুসূদন এক সঙ্গেই অনেক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোন কোনটীর মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে।

সন্ন্যাসিবৃন্দকে ভক্তির উপদেশ।

প্রবাদ আছে, এক সময় কাশীর জ্ঞানমার্গানুরাগী সন্ন্যাসিবৃন্দ মধুসূদনের ভগবান্ গোপালবিগ্রহের সেবা ও পূজা দেখিয়া সংশয়াকুল হন। তাঁহারা ভাবিলেন—যে-মধুসূদন "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদমন্ত্রানুযায়ী সাধনের পথপ্রদর্শক, যে-মধুসূদন জ্ঞানী ও সন্ন্যাসীর আদর্শ, তিনি কি করিয়া আবার সাকার উপাসনারত হইতে পারেন?

তাঁহারা একদিন দলবদ্ধ হইয়া মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং এই কথাই প্রশ্ন করিলেন। মধুসূদন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়া স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় হইয়াছি এবং ইন্দ্রের

বৈভবও তৃণজ্ঞান করিয়াছি, তথাপি কোন এক শঠ গোপবধূলম্পট বল-পূর্ব্বক আমাদিগকে দাসী করিয়া ফেলিয়াছে। এস্থলে প্রথম চরণের পরিবর্ত্তে "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যা" এবং দ্বিতীয় চরণের পরিবর্ত্তে "সাম্রাজ্যসিংহাসনলব্ধদীক্ষা," এইরূপ পাঠও শ্রুত হয়।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

অর্থাৎ যাঁহার হস্ত বংশীবিভূষিত, যাঁহার কান্তি নবনীরদসম, যাঁহার পীতবসন পরিধান, বিম্বফলের ন্যায় যাঁহার অধরোষ্ঠ অরুণবর্ণ, যাঁহার মুখ পূর্ণেন্দুর ন্যায় সুন্দর, যাঁহার নেত্র পদ্মকর্ণিকাসদৃশ আয়ত, এতাদৃশ কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি আর জানি না।

সন্ন্যাসিবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন, তাঁহাদের জ্ঞানী-অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। বস্তুতঃ, অদ্বৈতবাদীর ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জ্ঞানপরিপাকের জন্য যেমন ভিক্ষাটনাদি প্রয়োজন বা বিহিত, তদ্রূপ জ্ঞানানুকুল উপাসনাও প্রয়োজন বা বিহিত। জ্ঞানপরিপাক হইলে উহা স্বয়ংই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ যোগী কর্ম্মত্যাগ করেন না, কর্ম্মই যোগীকে ত্যাগ করিয়া থাকে—ইহাই সত্য কথা। ভক্তের শ্রেষ্ঠ উপাসনা অভেদভাবে উপাসনা বা আত্মার আত্মা বলিয়া ধ্যান।

কেহ বলেন—এতদ্দ্বারা মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথাই বলিলেন। অন্যে বলেন—মধুসূদন শেষকালে নির্ব্বিশেষবাদ পরিত্যাগ করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদী ভক্ত হইয়াছিলেন।

ইহা কিন্তু নিতান্ত ভুল। কারণ, তিনি প্রথম শ্লোকে বলিাছেন—যাঁহারা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় তাঁহারাই বলপূর্ব্বক দাসী হইয়া

পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা অদ্বৈতসম্রাজ্যের মধ্যেও গমন করেন নাই, আর সে সম্রাজ্যের অধীশ্বরও হন নাই। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি যে দাসী হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আর দ্বিতীয় বাক্যে মধুসূদন বলিয়াছেন—"সাকার কৃষ্ণ হইতে অন্ত শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি জানি না"। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, পরব্রহ্ম সগুণ ও সাকারই, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নহেন। ইহার অর্থ—যে সাকার কৃষ্ণের তিনি উপাসনা করেন তিনিই উপাস্য পরমতত্ত্ব। অর্থাৎ তাঁহার উপাস্যতত্ত্বের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম—এই মাত্র তিনি জানেন। কারণ, এস্থলে "অহং ন জানে" এই কথায় তাঁহার এই কৃষ্ণতত্ত্ব "জ্ঞেয়" বা "দৃশ্য" বস্তু হইতেছেন। আর যাহা দৃশ্য, তাহা মিথ্যা, তাহা তিনি এই অদ্বৈতসিদ্ধিতেই প্রমাণিত করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞেয় বা দৃশ্যবস্তু নহে, আর তজ্জন্য তাহাই তিনকালে অবাধ্য সত্য বস্তু। ইহাই কৃষ্ণ হইতে পর তত্ত্ব আর "তাহা আমি জানিনা" ইহা বলিয়া তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব মধুসূদন অদ্বৈতবিরোধী কোন কথাই বলেন নাই। প্রত্যুত যে সব জ্ঞান্যভিমানী অল্পবুদ্ধি, তাঁহাদিগকে ভক্তির পথ দেখাইয়া কিছুদিন তাঁহাদিগকে উপাসনারত করিলে তাঁহাদের জ্ঞানে অধিকারই হইবে—এই অভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন—সন্দেহ নাই।

যদি বলা যায়, অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার পর তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধির কথার দ্বারা সাকার কৃষ্ণকে উপাস্য-তত্ত্ব সুতরাং মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা উচিত নহে?

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, মধুসূদন অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়া অথবা নিজমতপরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া কোন গ্রন্থই লেখেন নাই। আর তাঁহার শিষ্য ও সেবকসম্প্রদায়ের মধ্যেও সেরূপ কোন কথা বা তদনুযায়ী ব্যবহারও শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না। অতএব মধুসূদন শেষকালে সবিশেষ ব্রহ্মবাদী ভক্ত হইয়াছিলেন—এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত।

যদি বলা যায়, নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকেও "জ্ঞেয়" বা "দৃশ্য" বলা যাইতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি বলে যে, নির্ব্বিশেষ তত্ত্বই চরম তত্ত্ব, সে ত সেই নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের জ্ঞানপূর্ব্বকই একথা বলে, অতএব তাহাও দৃশ্য এবং তজ্জন্য তাহাও মিথ্যা হউক।

ইহার উত্তর এই যে, নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে বিধিমুখে জানা যায় না, কিন্তু 'নিষেধমুখে' জানা যায়—বলা হয়; অর্থাৎ 'তাঁহার কিছু বিশেষাদি নাই' —'যাহাই জানা হয়, তাহাই তাহা নহে'—এইরূপেই তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা হয়। অতএব এই দুইরূপ জানা, এক প্রকার জানা নহে। নিষেধমুখে জানার চরম হইতেছে—জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভাবের সম্পূর্ণ বিলয়। কারণ, যতক্ষণ না ইহারা বিলীন হয়, ততক্ষণ ইহারা প্রত্যেকেই আবার জ্ঞেয় হয়, সুতরাং যতক্ষণ যাহাই জ্ঞেয় হয়, ততক্ষণ তাহারই আবার জ্ঞাতা ও জ্ঞান অন্যরূপে প্রকাশ পায়। আর তাহারও নিষেধে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-ভাবশূন্য নির্ব্বিশেষ আত্মমাত্র বা ব্রহ্মমাত্রই থাকে। আর "ইহা এই" "ইহা ঘট" "ইহা পট" এইরূপ বিধিমুখে, যাহাই জানা যায়, —যাহাই জ্ঞেয় হয়, তাহাতে বিশেষ থাকে বা ভেদ থাকে অর্থাৎ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদজ্ঞান থাকে। তাহাতে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ভাব থাকে। এইজন্য এই দুই জানা পৃথক্। নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে এই "নিষেধমুখে জ্ঞেয়" বলিলে তাহার নির্ব্বিশেষত্ব বিনষ্ট হয় না। সুতরাং "বংশীবিভূষিতকর" ইত্যাদি দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম সগুণ সবিশেষ কৃষ্ণেই থাকে, এজন্য তিনিই জ্ঞেয় ও উপাস্য, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হন; পক্ষান্তরে নিষেধমুখে জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব শঙ্কা করিয়া তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। তথাপি এই উপাস্য কৃষ্ণ উপাসককে দর্শনাদি দান করেন এবং তাঁহার অভীষ্টও সিদ্ধ করেন, যেহেতু যাহা মিথ্যা তাহা তিনকালেই নাই, অথচ তাহা জ্ঞেয় ও দৃশ্য হয়।

এই সম্পর্কে আবার কেহ কেহ বলেন—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে তিনি

আর প্রমেয় অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় হন না। আর প্রমাজ্ঞানের বিষয় না হইলে ব্রহ্ম বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অলীক বস্তুতে পরিণত হয়েন। কিন্তু এই আপত্তি নিতান্ত বালকোচিত আপত্তি। কারণ, বেদমধ্যে ব্রহ্মকে বহুবারই অপ্রমেয়শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। নিজ সিদ্ধান্তের অনুরোধে এই অপ্রমেয়শব্দের অর্থসংকোচ করা কখনই সঙ্গত নহে। যাহার প্রকাশে সকলের প্রকাশ তাঁহাকে প্রমাজ্ঞানের প্রকাশ্য করিবার স্পৃহা—নিতান্ত বালকোচিত দুরাগ্রহ মাত্র। এ সকল কথা এই অদ্বৈত-সিদ্ধির মধ্যেই অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। বস্তুতঃ, মধুসূদন সন্ন্যাসী হইবার পর শেষ পর্য্যন্তও নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতব্রহ্মবাদীই ছিলেন—ইহাই সত্য।

আক্‌বরের সভায় কায়স্থ টোডরমল্লের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন।

কায়স্থকুলসম্ভূত টোডরমল্ল সম্রাট্ আকবরের অর্থসচিব ছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্ম্ম করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই টোডরমল্লের অধীনতা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই বলাবলি করিতেন যে, "কর্ম্মস্থানে আসিয়া প্রথমেই একজন শূদ্রের মুখ দর্শন করিতে হয়—ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? বাদসাহ ম্লেচ্ছ হইলেও রাজা বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশস্বরূপ জ্ঞান করিতে শাস্ত্রের আদেশ আছে। কিন্তু শূদ্রের নিকট মস্তক অবনত করিবার কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই" ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্য, টোডরমল্ল ইহা শুনিয়া যদি বিরক্ত হইয়া কর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের উন্নতির পথও উন্মুক্ত হয়।

টোডরমল্ল কায়স্থ হইলেও কায়স্থকে ক্ষত্রিয়জ্ঞানই করিতেন। তিনি ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং মনের দুঃখে কয়েক দিন রাজসভায় আগমন স্থগিত রাখিলেন। বাদসাহ টোডরমল্লের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিলেন এবং টোডরমল্লকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

টোডরমল্ল বাদসাহসমীপে আসিয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন—"আমি ভারতের সমুদায় গণ্যমাণ্য পণ্ডিত-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিতেছি ; আপনার অধ্যক্ষতায় সভা হউক ; তাঁহারা বিচার করিয়া আমার বর্ণ নির্ণয় করিয়া দিন। আমি যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া সাব্যস্ত হই, তবে আমি আমার বর্ত্তমান কর্ম্ম করিব, নচেৎ আপনি আমায় অপর যে কর্ম্ম করিতে বলিবেন,—আমি তাহাই করিব। আমি কায়স্থ, কায়স্থ শূদ্র নহে। ইহারা অতি পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণবীর পরশুরামের অত্যাচারে "অসি"জীবীর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া "মসি"জীবীর কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমি সেই কুলসম্ভূত, আমি শূদ্র নহি।"

বাদসাহ সহাস্যে সম্মত হইলেন। টোডরমল্লের যত্নে যথাসময়ে ভারতের সমুদায় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের এক মহতী সভা হইল, এবং আকৃবর বাদসাহ তাহার সভাপতি হইলেন। এই সভায় কাশী হইতে কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া মহামতি মধুসূদনকে আহ্বান করা হইয়াছিল। বিচারে স্থির হয়—কায়স্থ শূদ্র নহে, ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। "কায়স্থ-বয়ান" নামক একখানি ফারসি পুস্তকে এই কথা বর্ণিত আছে। কথিত আছে, মধুসূদন কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে নিজ স্বাক্ষর প্রদানও করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠতা।

ইহা হইতে মনে হয়—কাশীধামে এই সময় মধুসূদন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, মধুসূদনের যখন যোগসিদ্ধি ছিল এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদের ফলে আকৃবরের এক মহিষী ইতিপূর্ব্বে শূলবেদনা হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন এতাদৃশ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মধুসূদনের সিদ্ধান্ত যে অপর পণ্ডিতবর্গ এবং সম্রাট্ আকবরও সাদরে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আপণ্ডিত-সাধারণ জনগণ জ্ঞানীর জ্ঞানের যাথার্থ্য তাঁহার অলৌকিক শক্তির দ্বারা

নির্ণয় করিয়া থাকে। আর বস্তুতঃ, ইহা কিছু অন্যায়ও নহে। কারণ, জ্ঞানের ফলে শক্তিলাভও ঘটে। বিচারক্ষেত্রেও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরই জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, এই ঘটনার পর মধুসূদনের যশঃ ভারতব্যাপী হইয়া পড়িল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দান ও মধুসূদনের ত্যাগশীলতা।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য * মধুসূদনের দেশের লোক। মধুসূদনের জন্মভূমি কোটালিপাড়ার উনসিয়া গ্রাম পরে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। মধুসূদন কাশী যাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্ববিশ্রুত যশোভাগী হইয়াছেন; স্বয়ং সম্রাট পর্য্যন্ত তাহাকে শ্রদ্ধা করেন—ইহা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শ্রুতিগোচর হয়। তিনি এই সময় দিল্লী গমনপথে কাশী আগমন করেন এবং মধুসূদনের জ্ঞানৈশ্বর্য্য দেখিয়া—যারপরনাই আনন্দিত হন। প্রবাদ আছে—মহারাজ প্রতাপাদিত্য মধুসূদনকে বহু ধনদানে উদ্যত হন, কিন্তু মধুসূদন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজ দেখিলেন—মধুসূদন যে চৌষট্টিযোগিনী ঘাটের মঠমধ্যে বাস করিতেন, সেই ঘাটের এ সময় বড়ই ভগ্ন দশা হইয়াছে, সন্ন্যাসিগণের স্নানাদির বড়ই অসুবিধা হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ইহা দেখিয়া এই ঘাটের পুনঃ সংস্কার করাইয়া দেন এবং সেই ঘাটও আজ পর্য্যন্ত অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় মধুসূদনের মঠ ও গোপাল মন্দিরটী ভগ্নস্তূপে পরিণত এবং মুষিকমার্জ্জারের বাসস্থান হইয়া রহিয়াছে।

---

* ১৫৬০।১ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের ধ্বংস হয়। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের রাজ্যাভিষেক হয়। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দের রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপের কন্যার বিবাহ। ১৬০৩।৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর আক্রমণ, মানসিংহের সুবেদারীত্যাগ ও আগ্রায় গমন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে পরাজয়। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসরে কাশীতে মৃত্যু। (যশোহর খুলনার ইতিহাস।)

মধুসূদনের সন্ন্যাসী রক্ষা ও যোদ্ধা নাগাসন্ন্যাসীর সৃষ্টি।

মধুসূদনের সময় কাশীধামে মুসলমান মোল্লাগণের বড়ই উৎপাত ছিল। মৌল্লাগণ সশস্ত্র হইয়া দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিত এবং সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাসিগণকে নিহত করিত। সন্ন্যাসিগণ যথাসম্ভব গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেন, কিন্তু গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন-ব্যপদেশে যখনই বাহিরে আসিতেন তখনই তাহাদের বিপদ। তখনই তাঁহারা এই সব মোল্লাগণের বধ্য হইতেন। অধিকাংশ সময়ে গঙ্গাস্নান-কালেই তাহারা এই সকল সন্ন্যাসিগণকে আক্রমণ করিত। অনেক সময় গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে রক্তের স্রোতই প্রবাহিত হইত। মোল্লাগণের বিরূদ্ধে নালিশ করিয়া কোন ফলই হইত না; কারণ, মুসলমান আইনে রাজা মোল্লাগণের বিচারে অনধিকারী। ক্রমে এই উৎপাত অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল, সন্ন্যাসিকুল নির্ম্মূল হইতে চলিল।

এ সময় কাশীতে মধুসূদনের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। একদিন বহু সন্ন্যাসী মিলিত হইয়া মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ইহার প্রতীকারের জন্য মধুসূদনকে অনুরোধ করিলেন। মধুসূদন নিরুপায় হইয়া টোডর মল্লের দ্বারা বাদসাহ আকবরের নিকট সন্ন্যাসীদিগের রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মধুসূদন, টোডরমল্ল ও আকবর উভয়েরই পরিচিত, উভয়েই মধুসূদনের নিকট উপকৃত। সুতরাং মধুসূদনের প্রার্থনা নিস্ফল হইবার নহে। টোডরমল্ল ভাবিতে লাগিলেন—কি কৌশলে এই কার্য্য সিদ্ধ করা যায়।

মধুসূদনের আক্‌বরের সভায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ।

টোডরমল্ল আকবরের সমীপে মধুসূদনের প্রার্থনা জানাইলেন। আক্‌বর মধুসূদনের প্রার্থনা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। কারণ, মোল্লাগণের বিরুদ্ধে আদেশপ্রদান রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও আক্‌বর কি ভাবিয়া মধুসূদনের পাণ্ডিত্যের পরিচয়লাভের

জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। টোডরমল্লও তাহাই চাহেন। কারণ, উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে আক্‌বর আর অন্যমত করিতে পারিবেন না। অবিলম্বে মধুসূদনের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। মধুসূদন সদলবলে অগত্যা দ্বিতীয়বার আক্‌বরের সভায় উপস্থিত হইলেন। নানা সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতই বিদ্যানুরাগী আক্‌বরের সভা সমলঙ্কৃত করিতেন। আক্‌বর প্রায়ই ইহাদের দার্শনিক বিচার শ্রবণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। এক্ষণে ইহাদের সঙ্গে মধুসূদনের বিচার শুনিবার ইচ্ছা হইল।

যথাসময়ে সভা হইল। নানাদেশ দেশান্তর হইতে আরও অনেক পণ্ডিত আসিলেন। পক্ষ-প্রতিপক্ষ স্থির হইল। বিচারের বিষয় হইল—দ্বৈত সত্য, কি অদ্বৈত সত্য। মধুসূদনের বিচার শ্রবণ করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। যিনি অদ্বৈতসিদ্ধির রচনা সদ্যঃ সদ্যঃ সমাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার সমক্ষে দ্বৈতবাদী কে স্থির থাকিতে পারেন? মধুসূদনের জয়-জয়কার বিঘোষিত হইল। দ্বৈতবাদী মোল্লাপণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইলেন। তখন পণ্ডিতগণ আক্‌বরের ইচ্ছানুসারে মধুসূদনকে এই প্রশস্তি দিলেন—

"বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদনসরস্বতী।
মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥"

অর্থাৎ ভগবতী সরস্বতীর পার মধুসূদন জানেন, আর মধুসূদনের পার ভগবতী সরস্বতীই জানেন। যেমন যোগ্য ব্যক্তি, প্রশস্তিও তদ্রূপই হইল। মধুসূদনের অতুলনীয় মহত্ত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

এইবার মধুসূদন সম্রাটের নিকট সন্ন্যাসিরক্ষার প্রার্থনা জানাইবার উপযুক্ত সময় পাইলেন। মধুসূদন মোল্লাগণকর্ত্তৃক সন্ন্যাসিদিগের নিধন-বার্ত্তা সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। মধুসূদনের গুণমুগ্ধ সভাস্থ মোল্লাগণ লজ্জিত হইলেন। ধর্ম্মভীরু বুদ্ধিমান্ আক্‌বর মোল্লাদিগের বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! মোল্লাগণের যেমন

বিচার হয় না, সন্ন্যাসিগণেরও তদ্রূপ বিচার হইবে না, তাঁহারা আত্মরক্ষা করুন"। মোল্লাগণও আর আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না।

বাদসাহের আদেশ মহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে প্রচারিত হইল। মধুসূদন কাশী ফিরিয়া আসিলেন। এখন সন্ন্যাসিগণ কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন সকলেই ভাবিতেছেন। মধুসূদন অতি পুরাকাল হইতে প্রবর্ত্তিত নাগাসন্ন্যাসীর দলকে যোগবিত্থার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিত্থাশিক্ষাও অনুমোদন করিলেন এবং রাজপুত রাজগণের বহু দেশীয় সৈন্যকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সন্ন্যাসী-সৈন্যের সৃষ্টিতেও সম্মতি দান করিলেন। অচিরে সমানে সমানে যুদ্ধ বাধিল। মোল্লাগণ নিরস্ত হইল। সন্ন্যাসিকুল রক্ষা পাইলেন। বাস্তবিকই সেই নাগাসন্ন্যাসীর দল অদ্যাবধি ধর্ম্মার্থ জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। এখনও তাঁহারা অল্পবিস্তর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। শুনা যায়—বহুপূর্ব্বে আলেক্‌জাণ্ডারের সময়ও নাগাসন্ন্যাসিগণ দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের আপ্তকামভাব। গোরক্ষনাথের পরীক্ষা।

গুরু গোরক্ষনাথ যোগিসম্প্রদায়ের গুরু। তিনি সিদ্ধ যোগী, আর এখনও সেই সিদ্ধদেহে তিনি বিরাজ করিতেছেন। যোগিসম্প্রদায় ইহা এখনও বিশ্বাস করেন।

মধুসূদনের যোগসিদ্ধি, জ্ঞানৈশ্বর্য্য ও বিশ্ববিশ্রুত যশোরাশির কথা ক্রমে গুরু গোরক্ষনাথের জ্ঞানগোচর হইল। ধনিগণ যেমন ধনবানের সংবাদে রাখেন, বলবান্ যেমন বলবানের সংবাদ রাখে, সিদ্ধগণও কে কোথায় কবে সিদ্ধ হইতেছেন—এ সংবাদ রাখিয়া থাকেন। এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করের অবতার হইয়াছে কি না—ইহা জানিবার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস উত্তরকাশীতে ছদ্মবেশে শঙ্করকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রহ্মা কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আর এই জন্যই অনেকে অনেক সময় সাধুমহাত্মার দর্শনলাভ করিয়া থাকেন।

মধুসূদন গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে উঠিতেছেন, এমন সময় নিজ বেশে ভগবান্ গোরক্ষনাথ মধুসূদনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মধুসূদন তেজঃপুঞ্জকলেবর যোগিবরকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। গোরক্ষনাথ আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন—"মধুসূদন! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। আমার নিকট একটী চিন্তামণি রত্ন রহিয়াছে, আমি উপযুক্ত পাত্রের অভাবে ইহাকে বহন করিয়া বেড়াইতেছি। এক্ষণে তোমাকে এই বস্তুর যোগ্য অধিকারী বিবেচনা করিয়া ইহা তোমাকে দিতে আসিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর, তোমার যখন যাহার অভাব হইবে, ইহার প্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইবে, আমার আর দেহরক্ষার বাসনা নাই। অতএব তুমিই ইহার রক্ষা কর।"

মধুসূদন অবনতমস্তকে বলিলেন—"মহাত্মন্! আমার কোন অভাবই নাই, সুতরাং ইহা আমার নিষ্প্রয়োজন, আপনি ইহা কোন যোগ্যপাত্রে অর্পণ করুন।"

গোরক্ষনাথ বলিলেন—"না, ইহার যোগ্য পাত্র আমি আর দেখিতেছি না, এজন্য তোমাকেই ইহা দিতে ইচ্ছা করি। তুমিই ইহা গ্রহণ কর।"

মধুসূদন দেখিলেন—যোগিবর ইহা তাঁহাকে একান্তই দিবেন। তখন তিনি বলিলেন—"তাহা হইলে আমি উহার যেরূপ ব্যবহার করিব, তাহাতে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে না?"

গোরক্ষনাথ বলিলেন—"না"। ইহা শুনিয়া মধুসূদন হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিলেন। গোরক্ষনাথ সেই "চিন্তামণি রত্ন" মধুসূদনের হস্তে অর্পণ করিলেন। মধুসূদন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! তবে ইহা লইয়া আমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি।"

গোরক্ষনাথ বলিলেন—"হাঁ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।" মধুসূদন তৎক্ষণাৎ উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

গোরক্ষনাথ তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি, চিন্তামণি রত্নটী আমি যোগ্য পাত্রে দিয়াছি কিনা ?"

বস্তুতঃ, যিনি বিদ্যার্জ্জনকালে মহামতি গঙ্গেশের "চিন্তামণি গ্রন্থ" আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যিনি চিন্তামণি-স্বরূপ পরমাত্মবস্তু লাভ করিয়াছেন, তিনি কি আর চিন্তামণি প্রস্তরের জন্য আগ্রহ করিতে পারেন ?

মধুসূদনের নবদ্বীপে আগমন।

বহুকাল কাশীবাস করিবার পর, কি কারণে জানা যায় না—মধুসূদন একবার নবদ্বীপে আগমন করেন। এ সময় মধুসূদন অতিবৃদ্ধ হইলেও পথপর্য্যটনাদিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ই ছিলেন। বহু শিষ্যসেবক সহ মধুসূদন ধীরে ধীরে নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন—নবদ্বীপ তখনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণে পরিপূর্ণ। মুসলমান রাজত্ব নবদ্বীপের জ্ঞানৈশ্বর্য্য কিছুমাত্র ম্লান করে নাই। বহু টোলের মধ্যেই ন্যায়প্রমুখ বহুশাস্ত্রই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইতেছে। শুনিলেন—বৃদ্ধ জগদীশ, বৃদ্ধ হরিরাম, অতি বৃদ্ধ মথুরানাথ তখনও জীবিত। শুনিলেন—বালক গদাধর ন্যায়শাস্ত্রে সদ্যঃ উদীয়মান রবিসদৃশ, এবং ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত।

ঘটনাচক্রে মধুসূদন গদাধরের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গদাধর অদ্বিতীয় বেদান্তী সন্ন্যাসী সশিষ্য মধুসূদনকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং যথোচিত সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা কাশীর সন্ন্যাসিদর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গদাধরের গৃহ উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। সাধু এবং পণ্ডিতগণমধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিলন, সুযোগ উপস্থিত হইলেই বিচার হয়। গদাধর, মধুসূদনের বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য

দেখিয়া পদে পদে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। মধুস্দনও গদাধরের বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন। কিন্তু তথাপি গদাধর অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলেন, তিনি ততই অন্তরে অন্তরে ব্যাকুলতাই অনুভব করিতে লাগিলেন। অপর প্রবীণ নৈয়ায়িকগণও প্রায়ই বিচারার্থ গদাধরের গৃহে আসিতেন, কিন্তু সকলেই দুই চারি কথার পরই মধুস্দনের নিকট মস্তক অবনত করিতেন। ইহা দেখিয়া গদাধরের কাতরতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কারণ, গদাধর অন্তরে অন্তরে ন্যায়ের দ্বৈতসিদ্ধান্তের অনুরাগী ছিলেন। তিনি শিরোমণির দীধিতি টীকার "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের দ্বৈতপক্ষেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

মহামতি জগদীশ এ সময় যথেষ্ট বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি একদিন তিনি সন্ন্যাসী মধুস্দনকে দেখিতে আসিলেন। কারণ, মধুস্দনের পাঠ্যাবস্থায় জগদীশের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। উভয়েই উভয়কে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন, এবং কথায় কথায় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। জগদীশ অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হইলেও, অদ্বৈত-বেদান্তের অনুরাগী ছিলেন। কারণ, শিরোমণির "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ওদিকে এক সাধুর আশীর্ব্বাদেই তিনি পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। মহামতি জগদীশ পরমহংস মধুস্দনের অতিপ্রাগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য সূক্ষ্ম অনুভবের পরিচয় পাইয়া মধুস্দনকে গুরুবৎ সম্মানিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহামতি জগদীশও মধুস্দনের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সমাজই পরাজিত—ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। ন্যায়শাস্ত্রে মধুস্দনের প্রথম শিক্ষাগুরু মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ এ সময় অতিবৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি নবদ্বীপের মর্য্যাদারক্ষা

করিবার জন্য এ সময়ও তিনি সভাক্ষেত্রে বিচারাদি করিয়া থাকেন। তিনি মধুসূদনের নিকট জগদীশের কথা শুনিয়া বাস্তবিকই বিচলিত হইলেন। কিন্তু নিজ শিষ্যেরই মহত্ত্ব মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে আনন্দও অনুভব করিলেন, আর তজ্জন্য বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। সাধারণ লোকে বুঝিল—মথুরানাথও বিচারে অগ্রসর হইলেন না। ওদিকে সন্ন্যাসী মধুসূদনের ত্যাগ, সাধুতা ও পরানুকম্পা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশিতে জনসাধারণ সকলেই মুগ্ধ। তাহারা শ্লোক রচনা করিয়া মধুসূদনের জয়জয়কার চারিদিকে বিঘোষিত করিতে লাগিল। অদ্যাবধি পণ্ডিতসমাজে সেই শ্লোকগুলি শ্রুত হয়। সেই শ্লোকগুলি এই—

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥"

কেহ কেহ বলেন—

"মথুরায়াঃ সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ।
অনীশো জগদীশোঽভূৎ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥"

এস্থলে দ্বিতীয় শ্লোকে "মথুরায়াঃ" পদের পরিবর্তে "নবদ্বীপ" পাঠও শ্রুত হওয়া যায়।

মধুসূদন ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ।

সন্ন্যাসী হইলেও গুরুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন সকলেই করিয়া থাকেন। মধুসূদন নিজ বিদ্যাগুরু মহামতি মথুরানাথের দর্শনার্থ একদিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ গুরু হইলেও শিষ্য সন্ন্যাসীর প্রতি যেরূপ সম্মানপ্রদর্শন করা উচিত, তাহাই করিলেন, মধুসূদনও তদ্রূপই করিলেন।

উভয়েই বহু সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। মথুরানাথের আনন্দ আর ধরে না। নিজ শিষ্য আজ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, এ আনন্দ কি

রাখিবার স্থান আছে! যাহা হউক, এই সকল সদালাপের একটী কথা আজও পণ্ডিতসমাজে শুনিতে পাওয়া যায়।

মধুসূদন যখন মথুরানাথের গৃহে উপস্থিত হন, শুনা যায়, মথুরানাথ সেই অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ক্ষীণদৃষ্টিনিবন্ধন চক্ষুর অতি নিকটে একখানি পত্র লইয়া অতি কষ্টে একখানি পুঁথি লিখিতেছিলেন। মধুসূদন ভাবিলেন—আহা! তাঁহার গুরু এত বৃদ্ধ অবস্থাতেও এত কষ্ট করিতেছেন কেন? হয়—পুস্তকখানি অতি প্রয়োজনীয়ই হইবে। অথবা মথুরানাথের শাস্ত্রের প্রতি অতিমাত্র আগ্রহ এখনও রহিয়াছে। তিনি তখন কৌতুহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! এত কষ্ট করিয়া এই বয়সে কি পুস্তক লিখিতেছেন?"

মথুরানাথ স্বরচিত একখানি ন্যায়শাস্ত্রের পুথীর নাম করিলেন। মধুসূদন ভাবিলেন—তাঁহার গুরু এখনও ন্যায়শাস্ত্র লইয়া কালক্ষেপ করিতেছেন কেন? এখনও কি মননের সময়? এখন ত নিদিধ্যাসনেরই সময় হইয়াছে! তিনি একটু বিস্মিত হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে একটী শ্লোক করিয়া বলিলেন—

"তর্ককর্কশবিচারচাতুরী, আকুলীভবতি যত্র মানসম্।
কিং তুরীয়বয়সা বিভাব্যতে—

মথুরানাথ মধুসূদনের ভাব বুঝিয়া সুখীই হইলেন, তিনি তখন নিজ ত্রুটি স্বীকার করিয়াই শ্লোকের চরণ পূর্ণ করিয়া বলিলেন—

"ধাতুরীপ্সিতমপাকরোতি কঃ॥"

অর্থাৎ কর্কশ তর্কশাস্ত্রের বিচারচাতুরী, যাহাতে চিত্ত আকুল হইয়া উঠে, তাহা আর কেন এই জীবনের চতুর্থভাগেও চিন্তা করিতেছেন—মধুসূদনের এই কথায় মথুরানাথ বলিলেন—ভগবানের ইচ্ছা কে নিবারণ করিতে পারে?

এইরূপ বহু সদালাপের পর মধুসূদন স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,

এবং নবদ্বীপে পণ্ডিতসমাজমধ্যে বেদান্তের উপযোগিতা প্রচার করিয়া মিথিলা প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদ্বারে মধুসূদনের অন্তর্ধান।

প্রবাদ আছে—মধুসূদন যখন শেষবার হরিদ্বারে আসেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ১০৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি জীবনের শেষ কয়দিন এই থানেই অতিবাহিত করেন, এবং এই স্থানেই মোক্ষলাভ করেন। হরিদ্বার বা মায়াপুরী কাশী প্রভৃতি স্থানের ন্যায় মোক্ষক্ষেত্র। এখানে দেহত্যাগ হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়, আর জন্ম হয় না; যথা—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরীদ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

মধুসূদন যোগী ছিলেন, এবং সমাধিতে তিনি সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। দেহের অবস্থা দেখিয়া এইবার মধুসূদন বুঝিলেন—তাঁহার প্রয়াণকাল নিকটবর্ত্তী। তিনি সমাধিস্থ অবস্থাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। লোকজনের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ ও উপদেশদান-কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। সাধারণে বুঝিল—মধুসূদনের শরীর-গতি ভাল নাই। কয়েকদিন এই ভাবে অতিবাহিত করিয়া তিনি একদিন শিষ্যবর্গকে নিজ প্রয়াণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন এবং মায়াপুরীর গঙ্গাতীরে প্রাতঃকালে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় চিরসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। কে বলিতে পারে—মহামতি মধুসূদন গীতোক্ত এই যোগেরই অনুষ্ঠানরত হইয়াছিলেন কি না?

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

অংশ অংশীতে মিশিয়া গেল। মধুসূদন মধুসূদনে বিলীন হইলেন। মধুসূদন স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলেন।

শিষ্যবর্গ সন্ন্যাসীর অন্ত্যেষ্টিবিধি অনুসারে মধুসূদনের স্থূলদেহ গঙ্গা-সলিলে সমাহিত করিলেন। মধুসূদনের সূক্ষ্মদেহ জ্ঞানগঙ্গায় মিশিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণসমুদ্রে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইল। বিশুদ্ধ জলবিন্দু বিশুদ্ধ জলে মিশিয়া একীভূত হইয়া গেল।

ইহাই হইল পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য মহামতি মধুসূদন সরস্বতীর জীবনবৃত্তান্ত। ইহাই সেই অমিতবুদ্ধি মহাপুরুষের জীবনচরিত। এই জীবনকথা সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতবর্গের মুখে যেরূপ শুনা গেল, তাহাই সঙ্গত করিয়া এস্থলে সঙ্কলিত করা হইল মাত্র। মধুসূদনের বৈরাগ্যাতিশয্যবশতঃই বোধ হয় তাঁহার কোন ভক্ত বা শিষ্য তাঁহার জীবনবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। রামানুজ প্রভৃতি অপর অতীত আচার্য্যবর্য্যের জীবিতকালে প্রস্তুত মর্ম্মরপ্রতিমূর্ত্তি বা তৈল-চিত্রাদির ন্যায় তাঁহার কোন শিষ্যসেবকই কোন কিছুই নির্ম্মাণ করেন নাই, এবং বুদ্ধ শঙ্করাদির ন্যায় তাঁহার পরেও কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই। আর এ কার্য্য না করিবার কারণ, বোধ হয়, মধুসূদনেরই অত্যধিক ত্যাগ-বৈরাগ্যশীলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার আকৃতিপ্রকৃতি অভ্রান্তভাবে বুঝিবার আজ আর কোন উপায়ই নাই। যিনি জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যবর্গের এরূপ স্মৃতি-রক্ষার স্পৃহা উৎপন্ন হওয়াও সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ, কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। জানি না, এই অশুদ্ধচিত্ত অল্পবুদ্ধির হস্তে পড়িয়া মহামতি মধুসূদনকে আজ কতই বিকৃতরূপ ধারণ করিতে হইয়াছে! এ অপরাধের ক্ষমাপণ এক্ষণে সেই মধুসূদন ও তাঁহার ভক্ত সাধুগণই করুন—ইহাই এস্থলে প্রর্থনা।

যাহা হউক, মধুসূদনের অতুল অক্ষয়কীর্ত্তি এই অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে

প্রবৃত্ত্যুৎপাদনের জন্য গ্রন্থপরিচয়ের পর এই গ্রন্থকারপরিচয়প্রসঙ্গে সমাপ্ত হইল। এখন ভাবিতে ইচ্ছা হয়—এরূপ গ্রন্থকারের উপদেশ গ্রহণীয় ও পালনীয় কি না? এরূপ ব্যক্তিকে আদর্শরূপে স্বীকার করা যায় কি না?

এই বিষয়টী চিন্তা করিলে দেখা যায়—যিনি সাধন করিয়া সিদ্ধি-লাভের পর স্বয়ং গ্রন্থরচনা করিয়া উপদেশ দান করেন—যিনি সাধক অবস্থার পর সিদ্ধ হইয়া নিজ অনুভূত এবং পরীক্ষিত সত্য স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাঁহারই উপদেশ গ্রাহ্য, তাঁহারই প্রচারিত সত্য মাননীয় এবং তিনিই আদর্শপদবীতে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য। অন্যথা তিনি সর্ব্বতোভাবে পূজ্য অথবা সর্ব্বমান্য হইলেও তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য নহে, তাঁহার নামে প্রচারিত সত্য মান্য নহে এবং তাঁহাকে আদর্শেরই আসনে আসীন করাও যায় না। অর্থাৎ যাঁহার জীবনে—সাধকভাব, সিদ্ধভাব এবং নিজ উপলব্ধ সত্যের স্বয়ং লিপিবদ্ধ করা—এই তিনটী কার্য্য সংঘটিত হয় না, অন্য কথায় এই তিনটীই যিনি করেন না, তাঁহার কথা মানিয়া চলা নিরাপদ নহে; কারণ—

যিনি সাধকমাত্র হইয়া স্বয়ংও কিছু লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার ঠিক্ সত্য প্রতিভাত না হইতে পারে, আর—

যিনি আজন্ম সিদ্ধমাত্র থাকিয়া স্বয়ংও কিছু লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার উপদেশপালনে লোকের সামর্থ্যাভাব হইতে পারে, আর—

যিনি সাধক ও সিদ্ধ হইয়াও স্বয়ং কিছু লিপিবদ্ধ করেন না, তাঁহার উপদেশ পরের হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইতে পারে।

অতএব তাঁহাদের উপদেশপালন নিরাপদ নহে, তাহাতে ভুলভ্রান্তির অধিক সম্ভাবনাই ঘটিতে পারে। অতএব যাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে, তাঁহার সাধকজীবন সিদ্ধজীবন ও গ্রন্থকারজীবন—এই তিনটীই থাকা একান্তই আবশ্যক। ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

এখন মধুসূদনের বিষয় ভাবিলে দেখা যায়, তাঁহার সাধকজীবন

ছিল, তিনি সিদ্ধজীবনও লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে তিনি নিজ উপলব্ধ সত্য—নিজ পরীক্ষিত সত্য, স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার জীবন অনুসরণীয়, তাঁহার উপদেশ পালনীয়।

বস্তুতঃ, তাঁহার সাধক জীবনও যে কিরূপ নির্দ্দোষ, কিরূপ নির্ম্মল, কিরূপ মহনীয় ও কিরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না; তাঁহার সিদ্ধজীবনও যে কতদূর লোকশিক্ষার অনুকূল, কতদূর যে পবিত্রতার আধার ও কতদূর সাধকের অনুকরণীয় গুণাবলীবিমণ্ডিত তাহা বলিয়া উঠা যায় না। সরলতা, সত্য, দয়া, নির্ব্বৈরভাব, ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিরভিমানিতা, শত্রু, মিত্র ও উদাসীনে সমভাব, গুরুভক্তি, ভক্তপূজা, সাধুসম্মান, লোকানুগ্রহস্পৃহা, নিষ্ঠা ও সিদ্ধি সকলই যেন পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতে প্রকটিত। এরূপ মহাপুরুষের গ্রন্থ—এরূপ সিদ্ধপুরুষের গ্রন্থ—এরূপ আদর্শচরিত্রের গ্রন্থ—কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করিবে। যদি গ্রন্থকর্ত্তার জীবন দেখিয়া, যদি গ্রন্থকারের চরিত্র দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থপাঠে ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিতে হয়, আবশ্যকতা অনাবশ্যকতা নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে মধুসূদনের অতুল অক্ষয়কীর্ত্তি এই অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে কোন্ শ্রেয়স্কামীর না প্রবৃত্তি হইবে? মধুসূদন নিজ গুরুগণের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে লিখিয়াছেন—

সিদ্ধীনামিষ্টনৈষ্কর্ম্ম্যব্রহ্মগানামিয়ং চিরাৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধিরধুনা চতুর্থী সমজায়ত॥

অর্থাৎ অবিমুক্তাত্মভগবান্‌কৃত ইষ্টসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি এবং ব্রহ্মসিদ্ধির পর এই অদ্বৈতসিদ্ধি চতুর্থ সিদ্ধিগ্রন্থ হইল। বস্তুতঃ, উক্ত সিদ্ধিগ্রন্থ তিনখানি অদ্বৈতবেদান্তের স্তম্ভস্থানীয়; এক্ষণে এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি তাহাদের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করায়, ইহার তৎসদৃশ প্রামাণ্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং ইহাতে গ্রন্থকারের বিনয় গুণ প্রকাশ পাইল। এক্ষণে এরূপ গ্রন্থপাঠে কাহার না প্রবৃত্তি হইবে?

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয়।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আলোচ্য এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহার জ্ঞান হইলে 'এই গ্রন্থপাঠের ফল কি' কেবল মাত্র তাহার আলোচনাই অবশিষ্ট থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহাই আলোচনা করা যাউক।

আমরা দেখিতে পাই এই—গ্রন্থে চারিটী অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে কতকগুলি পরিচ্ছেদ আছে ; তন্মধ্যে—

প্রথম অধ্যায়ে ৬৪ পরিচ্ছেদে—প্রপঞ্চমিথ্যাত্বনিরূপণ
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৪ পরিচ্ছেদে—আত্মনিরূপণ
তৃতীয় অধ্যায়ে ৮ পরিচ্ছেদে—শ্রবণাদি সাধননিরূপণ এবং
চতুর্থ অধ্যায়ে ৬ পরিচ্ছেদে—মুক্তিনিরূপণ আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক—প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নাম কি, আর তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ই বা কি ?

প্রথম অধ্যায়।

১। মঙ্গলাচরণ।
২। অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বৈতমিথ্যাত্ব-সিদ্ধিপূর্ব্বকত্ব।
৩। বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শনের আবশ্যকতা।
৪। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে সামান্যাকার বিপ্রতিপত্তি।
৫। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে বিশেষ বিপ্রতিপত্তি।
৬। বিপ্রতিপত্তির প্রয়োগ ও মিথ্যাত্বের অনুমান।
৭। সাধ্যমিথ্যাত্বের প্রথমলক্ষণ(ন্যা১)*
৮। " দ্বিতীয় " "
৯। " তৃতীয় " "
১০। " চতুর্থ " "
১১। " পঞ্চম " "
১২। " মিথ্যাত্বনিরূপণ (ন্যা২)
১৩। হেতু দৃশ্যত্ব নিরুক্তি (ন্যা ৩)
১৪। " জড়ত্ব " (" ৪)

* (ন্যা ১)—ইহার অর্থ অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থ যাহার প্রতিবাদ সেই ন্যায়ামৃতের পরিচ্ছেদ-সংখ্যা। ন্যায়ামৃতের সূচীপত্র মাধ্বমতপরিচয়মধ্যে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই গ্রন্থের ইহাই মুখ্যবিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র। ইহাতে কত যে জ্ঞাতব্য বিষয় বিচারিত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহা এই নামমাত্র দেখিয়া বুঝা যায় না। তবে যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রে কৃতবিদ্য তাঁহারা ইহা হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই সকল বিষয় অধিগত হইলে জীব জগৎ আত্মা ও মুক্তিপ্রভৃতি বিষয়ে মানবমনের যাবৎ সন্দেহই একরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

দুঃখবিনাশের জন্য ব্রহ্মের সত্যত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার্য্য।

তথাপি সংক্ষেপে প্রকারান্তরে যদি এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয় বলিতে হয়, তাহা হইলে এই বলিতে পারা যায় যে—

ব্রহ্ম সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইলেও জগৎ সত্য হইবার পক্ষে কোন বাধা হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য হইলেও জগৎ সত্য হইতে পারে। কিন্তু জগৎ সত্য হইলে দুঃখ দূর হয় না। কারণ, জগৎ সুখদুঃখে চিরবিজড়িত। এজন্য দুঃখও সত্য হয়। আর সত্যদুঃখের কখন আত্যন্তিক বিলয় সম্ভবপর হয় না। এজন্য কেবল ব্রহ্মই সত্য আর দুঃখের বিনাশের জন্য জগৎ মিথ্যা—ইহা সিদ্ধ করা প্রয়োজন। জগৎ মিথ্যা হইয়া ব্রহ্ম সত্য হইলেই দুঃখ সমূলে দূর হয়, নচেৎ নহে। কারণ, মিথ্যা কখন চিরকাল থাকে না। সত্যই চিরকাল থাকে।

এজন্য এই গ্রন্থে জগৎ মিথ্যা অগ্রে সিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের সত্যতা কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের জন্য জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার্য্য।

তাহার পর জগৎ মিথ্যা সিদ্ধ করিবার পর শ্রুতিতে কথিত 'অদ্বৈত' ব্রহ্ম সিদ্ধ করিতে গেলেও জগৎকে মিথ্যা সিদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই। যে জগৎ প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইতেছে, তাহাকে অস্বীকার করা ত যায় না; আর তাহাকে অস্বীকার না করিলে অদ্বৈত ব্রহ্মও সিদ্ধ হয় না। এজন্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। জগৎ সত্য হইলে ব্রহ্ম আর অদ্বৈত হন না। যেহেতু ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য, অতএব সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আর অদ্বৈত হন কি প্রকারে? আর "ব্রহ্ম দুটী নহেন" এই অর্থে যদি 'অদ্বৈত ব্রহ্ম' স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জগৎ সত্য বলা যায় না। কারণ, তাহাতে ব্রহ্মের বাস্তবিক অদ্বৈতত্ত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু দুইটী বস্তু 'সত্য' হইলে একটী সত্য বস্তু অদ্বৈত হয় কি করিয়া? সত্যত্ব ধর্ম্মপুরস্কারে তাহা দ্বৈতই হইয়া যায়।

ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের জন্য জীবব্রহ্মের অভেদ স্বীকার্য্য।

তাহার পর জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন না হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মের

অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়া সত্য এবং ব্রহ্মও জ্ঞানস্বরূপ হইয়া সত্য। এক জাতীয় দুইটী বস্তু থাকিলে একের অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদও স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে আচার্য্য শঙ্কর যে বলিয়াছেন—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের মুখ্য তাৎপর্য্য।

এইরূপে এই অদ্বৈতসিদ্ধির মুখ্যপ্রতিপাদ্য বিষয়—অদ্বৈত সিদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রপঞ্চমিথ্যা ও অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য—ইহাই প্রতিপন্ন করা। আর এই বিষয়টী এত রকমে এত দৃঢ়ভাবে ইহাতে বুঝান হইয়াছে যে, ইহাতে আর ভ্রম বা সংশয়ের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ; এ সম্বন্ধে যত প্রকার যত আপত্তি হইতে পারে, সে সকলই এই উপলক্ষে নিরাকৃত হইয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধির কৃতিত্ব—সত্য, মিথ্যা ও অসতের নির্ণয়েই অধিক।

বস্তুতঃ, মিথ্যা কাহাকে বলে ইহাকে পরিষ্কার করিতে গিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির কৃতিত্ব যত অধিক, এত আর কিছুতেই নহে বোধ হয়। যাহা **সত্য** তাহা তিনকালেই আছে, তাহার প্রকাশে সকলের প্রকাশ। যাহা **অসৎ** তাহা কোনকালেই নাই এবং তাহার উপলব্ধিও নাই। **আর ইহাদের মাঝামাঝি যাহা, তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ তাহা কোনকালেই নাই, কিন্তু তথাপি তাহার উপলব্ধি হয়।** আর এই উপলব্ধিও যে চিরকাল থাকিবে, তাহাও নহে। জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য—এই জ্ঞানের পরিপাকে দেহাদি উপাধির নাশ হইলে এই উপলব্ধিও বিলুপ্ত হয়। এই মিথ্যার যাহা অধিষ্ঠান তাহা ব্রহ্ম, তাহার সাক্ষাৎকার হইলেই সমূল অজ্ঞানের নাশ হয়, আর তাহার

নাশে মিথ্যার আর উপলব্ধিও হইবে না। অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই কথাটী অসংখ্য প্রতিবাদীর অনাদিকাল ধরিয়া অনন্ত প্রতিবাদ নিরস্ত করিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন। ইহাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব।

অদ্বৈতসিদ্ধির বিচারের প্রভাব।

বস্তুতঃ, অদ্বৈতসিদ্ধিকার ইহা এমনই ভাবে বুঝাইয়াছেন এবং এমনই ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইহা বুঝিতে পারিলে বাধ্য হইয়া পাঠকের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া যায়। অদ্বৈতব্রহ্ম না বুঝিয়া পাঠক নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না—অদ্বৈত ব্রহ্ম না হইয়া পাঠক ক্ষান্ত হইতে পারিবেন না। বিচারে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও অনুভবস্বরূপ আত্মার বিচার সুদৃঢ় হইলে তাহা প্রত্যক্ষেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে। অদ্বৈত-সিদ্ধি প্রসঙ্গক্রমে ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার কৌশল।

এখন এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের রচনাকৌশলের কথা একবার ভাবা উচিত। দেখা যায়—ইহাতে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত না করিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে না।

তৎপরে বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর "বিচার্য্য বিষয় কি" তাহা নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে একপক্ষ হইলেন—'জগতাদির সত্যতাবাদী' এবং অপর পক্ষ হইলেন—'জগতাদির মিথ্যাত্ববাদী'।

তাহার পর জগতাদি প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য প্রথমেই এই গ্রন্থে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অনুমানের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানই অধিকৃত হইয়াছে—দেখা যাইবে। যাহা হউক, সে অনুমানটী এই—

প্রপঞ্চ—মিথ্যা ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব, অংশিত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব রহিয়াছে (হেতু)
যেমন শুক্তিরজত ... ... (দৃষ্টান্ত)

অতঃপর এই অনুমানের সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, তাহা পাঁচটী লক্ষণদ্বারা এক একটী পরিচ্ছেদ আকারে নিরূপণ করা হইয়াছে।

ইহার পর সেই মিথ্যাত্বানুমানেরই হেতু চারিটীর বিষয় বিশেষ-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছেদে বিচার করা হইয়াছে।

তৎপরে এই অনুমানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রভৃতি যত রূপ প্রমাণ উপন্যাস করা যাইতে পারে, সে সমস্তেরই একে একে পৃথক্ পরিচ্ছেদে অখণ্ডনীয়ভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে।

এইরূপে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান ও তদ্দ্বারা অদ্বৈতের সিদ্ধিই এই গ্রন্থের প্রথম ও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই উপলক্ষে যে সমস্ত কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে যে কেবল অদ্বৈতমতের যাবতীয় সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়, তাহা নহে, প্রত্যুত অপর যাবতীয় মতবাদের প্রকৃত রহস্য এবং তাহাদের সহিত অদ্বৈতবাদের কোথায় প্রভেদ, তাহাও অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। এক কথায় এই অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতমতের প্রথম প্রবর্ত্তনকাল হইতে গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত যত কথা উঠিয়াছে সে সমস্তেরই ভাণ্ডার-বিশেষ। ইহা ভাল করিয়া বুঝিলে, ভবিষ্যতে আর নূতন কল্পনারও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না—ইহাই মনে হয়। যাহা হউক, সংক্ষেপে ইহাই হইল অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয়। *

---

* এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি যে ন্যায়ামৃত গ্রন্থের প্রতিবাদ, তাহার সূচীপত্র "মাধ্বমতপরিচয়" মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার সহিত এই অদ্বৈতসিদ্ধির সূচীপত্র মিলাইয়া দেখা আবশ্যক। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অদ্বৈতসিদ্ধির বিষয়বিন্যাস, ন্যায়ামৃতের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ করিবার জন্য ন্যায়ামৃতেরই অনুকরণ।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য এই গ্রন্থপাঠের ফল।

এইবার দেখা যাউক, এই গ্রন্থপাঠের ফল কি? কারণ, ইহা যদি জানিতে পারা যায়, এবং সেই ফল যদি উপাদেয় হয়, অর্থাৎ আমাদের অভীষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থপাঠে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারিবে। যেহেতু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না হইলে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব দেখা যাউক—এই গ্রন্থপাঠে কি ফলোদয় হইবে।

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি, এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থপাঠের ফল চিন্তা করিবার কালে আমাদিগকে সেই বিষয়টী স্মরণ করিতে হইবে।

এই গ্রন্থপাঠে আত্মবিষয়ক সংশয় ও ভ্রম দূর হয়।

এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই মনে হইবে—এই গ্রন্থে অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে যে সমুদয় কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের হৃদয়ে আর কোন প্রকার সংশয় বা ভ্রম থাকিতে পারে না।

এই গ্রন্থপাঠে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়।

তাহার পর কোন কিছুর সম্বন্ধে ভ্রম ও সংশয় দূর হইলেও তাহা পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, তাহার সাক্ষাৎকার নাও হইতে পারে; কিন্তু এস্থলে তাহা হয় না, এস্থলে সাক্ষাৎকারই হয়। কারণ, অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চয় হইবার পর যখন নিশ্চয় হয় যে, সেই অদ্বৈততত্ত্ব আমাদেরই আত্মা, আর এই অনুভূয়মান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহার সত্তা নাই, তথাপি দৃশ্য হয় মাত্র, তখন সেহ নিশ্চয়ের ফলে মনে এই মিথ্যা জগতের আধষ্ঠান যে আত্মা, সেই আত্মবিষয়ক একটী ধ্যানের প্রবাহ বহিতে থাকে। আমি এই দেহ, আমি অমুক জাতি, আমি অমুকের সন্তান, আমি পুরুষ—ইত্যাদি জ্ঞান যেমন অজ্ঞাতসারে আমাদের বহিতে থাকে, এই নিশ্চয়জ্ঞানও সেইরূপ বহিতে থাকে। যেরূপ এবং

যতই কেন ব্যবহার আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হউক না, আমাদের উক্ত নিশ্চয়জ্ঞানধারা আমাদের বিনা চেষ্টায় অথবা আমাদের যেন অজ্ঞাতসারেই বহিতে থাকে, অন্যচিন্তার দ্বারা সেই প্রবাহ বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হইলেও অন্তরে সেই প্রবাহের বিরাম ঘটে না। আমাদের আত্মাই সেই অদ্বৈততত্ত্ব—এই নিশ্চয়, এই গ্রন্থপাঠে এতই সুদৃঢ় হয় যে, সেই দৃঢ়তার ফলেই উক্ত প্রবাহ বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হইলেও অন্তরে তাহার বিরাম ঘটে না। পণ্ডিতজনগণের হৃদয়ে এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয় এই গ্রন্থদ্বারা যেরূপ সাধিত হয়, এরূপ আর অন্য কোন গ্রন্থে হইবার আশা নাই বা হয় না। ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। অপর ব্যক্তির নিকট অপর গ্রন্থ এতাদৃশ সুদৃঢ় নিশ্চয়তার সাধক হইলেও পণ্ডিতজনের নিকট এজন্য ইহার উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই গ্রন্থপাঠে নিদিধ্যাসনও সহজ হয়।

এইরূপে এই গ্রন্থপাঠে এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানধারার ফলে নিদিধ্যাসনসাধন সহজ হয়। আত্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরতম সাধন, সেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সাধনের মধ্যে দ্বিতীয় সাধন মনন, এই গ্রন্থদ্বারা এতই পূর্ণরূপ হয় যে, নিদিধ্যাসনরূপ তৃতীয় সাধনটী অভাবনীয়রূপ সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহার জন্য আর যত্ন আবশ্যক হয় না। অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের ফলে দেহ আমি নহি, ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মন আমি নহি, বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়াবগাহি জ্ঞান এবং অজ্ঞানও আমি নহি—এই ভাবটী এতই প্রবল হয়, এতই সহজ হয় যে, এইরূপ একটা অতি স্পষ্ট অনুভবই যেন হইতে থাকে। এই অনুভবটী যে কেবল নিশ্চয়জ্ঞান তাহা নহে, কিন্তু শীতোষ্ণাদি অনুভবের ন্যায় একটা স্পষ্ট অনুভববিশেষ। বস্ত্রাদিকে যেমন পৃথক্ বলিয়া অনুভব হয়, ইহা সেইরূপ পৃথক্ অনুভব। এই অনুভব ও জ্ঞান ঠিক্ এক বস্তু নহে। ইহা হইলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

ব্রহ্মানুভবের পরিচয়।

অবশ্য এই অনুভবে সম্পূর্ণ নিরবশেষ আত্মস্বরূপ প্রকাশিত না হইলেও ইহা তাহার ছায়া বিশেষ হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। আর ইহাতে হৃদয়ে একটা পূর্ণতা বোধ, একটা অভাবশূন্যতা বোধ, একটা প্রকাশস্বরূপতা বোধ, একটা জ্যোতিঃস্বরূপতা বোধ ও একটা অপার আনন্দ বোধ হইতে থাকে। ইহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মানুভবের ফল।

এই আনন্দবোধের ফলে জগৎ সংসার সব তুচ্ছ হইয়া যায়, জীবন-মৃত্যু সবই স্বপ্নসম উপেক্ষণীয় মনে হয়। স্তুতিনিন্দা, লাভক্ষতি, সকল বিষয়েই উপেক্ষাবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, মুখে এক অপূর্ব্ব হাঁসি ফুটিয়া উঠে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ সমস্ত শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ হয়, রোগ শোক অন্তর্হিত হয়। ইহার সাধকের এই অপূর্ব্বভাব দেখিয়া তাঁহার আর কেহ শত্রু থাকে না, সকলেই তাঁহার মিত্র হয়, সুতরাং জীবন সুখময় হয়।

'জগৎ মিথ্যা' জ্ঞানের ফল।

আর 'এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা' এই জ্ঞানের ফলে এই জগৎ প্রপঞ্চে যে সত্যবোধ, তাহা বিলুপ্ত হয়। এই যে স্ত্রীপুত্রাদিসমন্বিত সুখময় সংসার, এই যে ধন জন ঐশ্বর্য্যের আনন্দ, এই যে সুকঠিন লৌহ প্রস্তর, এই যে জন্ম মৃত্যুর হেতুভূত দুরপনেয় পঞ্চভূত ও তজ্জাত বস্তুসমূহ—এ সকলই যেন অন্তঃসারশূন্য ছায়ার ন্যায় হইয়া যায়, সকলই যেন স্বপ্নের পদার্থে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে সকলই আমাতে আশ্রিত, আমিই সকলের অধিষ্ঠান, এবং আমিই সর্ব্বস্বরূপ—এইরূপ নিশ্চয়ই হইয়া যায়। বহু জপ তপঃ করিয়া যাহা লাভ করিতে পারা যায় না, বহু ব্রত উপবাস্ করিয়া যাহার উপলব্ধি ঘটিয়া উঠে না, বহু পূজাপাঠ, বহু যাগযোগ করিয়া যাহা উপলব্ধ হয় না, অদ্বৈতসিদ্ধির বিচারধারার অনুসরণ করিতে করিতে তাহা অজ্ঞাতসারে মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

'প্রপঞ্চ মিথ্যা' এই অনুমানের ফল।

এখন দেখা যাউক—"প্রপঞ্চ মিথ্যা" এই অনুমান হইতে এই ভাবটী কি করিয়া ফুটিয়া উঠে? দেখা যাইবে "প্রপঞ্চ মিথ্যা" এই অনুমানে—

প্রতিজ্ঞা বাক্য—প্রপঞ্চ মিথ্যা

হেতুবাক্য—দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব ও অংশিত্বপ্রযুক্ত এবং

উদাহরণ বাক্য—যেমন শুক্তিরজত।

অনুমানের পক্ষনির্ণয়ের ফল।

এই অনুমানে পক্ষরূপ 'প্রপঞ্চ' শব্দের অর্থ অনুসরণ করিলে বুঝাইবে যে, সদ্ ব্রহ্ম ও অসদ্ বন্ধ্যাপুত্রাদি অলীক বস্তু ভিন্ন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত যাবতীয় বস্তুই এই প্রপঞ্চ। যেহেতু ব্রহ্ম তিনকালেই আছেন, অথচ তাহা জ্ঞেয় বা দৃশ্য হয় না এবং বন্ধ্যাপুত্রাদি অলীক বস্তু তিন-কালেই নাই এবং জ্ঞেয় বা দৃশ্যও হয় না। যাহারা জ্ঞেয় বা দৃশ্যই হয় না, তাহারা আর দুঃখের হেতুও হয় না। অতএব যাহারা জ্ঞেয় বা দৃশ্য হয়, তাহারাই দুঃখের হেতু হয়, তাহাদের মিথ্যাত্বজ্ঞান হইলে দুঃখ হয় না, এজন্য তাহারাই এই মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষ।

অনুমানের সাধ্যনির্ণয়ের ফল।

তাহার পর সাধ্য মিথ্যাশব্দের অর্থ অনুসরণ করিলে বুঝা যাইবে, যাহা কোন কালেই নাই, অথচ প্রতীয়মান হয়—তাহাই মিথ্যাত্ব। সুতরাং যাহা দেখা যায় বা জ্ঞেয় হয়, তাহা তিনকালেই না থাকায় তজ্জন্য যে সুখদুঃখ তাহাও তিনকালে নাই। আর এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে সুখদুঃখও আর অনুভূত হয় না, মৃত্যুভয়ও থাকে না। এইরূপে প্রতিজ্ঞাবাক্যের অঙ্গ—পক্ষ ও সাধ্যের জ্ঞানের ফলে যাহা বুঝা গেল, সেই পক্ষ ও সাধ্যঘটিত প্রতিজ্ঞাবাক্যের জ্ঞানে আত্মবস্তুনির্ণয়ের রাজপথ উন্মুক্ত হইল।

দৃশ্যত্বহেতু নির্ণয়ের ফল।

তৎপরে অনুমানের দ্বিতীয় অবয়ব "দৃশ্যত্ব" হেতুটীর অর্থ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে—যাহাই দৃশ্য হয় তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই তিনকালে নাই। এখন এই দৃশ্য কি কি—ইহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—এই বিশাল পৃথিবী, এই অগাধ জলধি, এই সুদূরবাহিনী নদনদী, এই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, এই অগ্নি, এই সমীরণ, এই প্রচণ্ড প্রভঞ্জন, এই অনন্ত আকাশ, এই বিচিত্র মেঘমালা, এই সুখদুঃখ, এই মনোময় জগৎ, এই চিন্তার রাজ্য, অর্থাৎ চক্ষু নিমীলিত চিন্তার কালে বা স্বপ্নদর্শনকালে যে রাজ্য আমাদের মনশ্চক্ষে প্রকাশিত হয়, সেই মনোময় জগৎ, সেই চিন্তারাজ্য, এবং এই যে আমি বস্তু, এই যে অনুভূয়মান আমিত্ব—সকলই দৃশ্য বলিয়া মিথ্যা, অর্থাৎ কোন কালেই ইহারা নাই, অথচ প্রতীত হইতেছে; সুতরাং উক্ত অনুমানের হেতুবাক্যদ্বারা বুঝা গেল—এক আত্মা ব্যতিরিক্ত সবই মিথ্যা হয়, আর এই আত্মাই স্বপ্রকাশ।

জড়ত্বাদিহেতু নির্ণয়ের ফল।

এইরূপে "জড়ত্ব" "পরিচ্ছিন্নত্ব" ও "অংশিত্ব" হেতু গুলির অর্থ অনুধাবন করিলে এই সমস্ত বিষয়ই আবার অন্যরূপে উপলব্ধ হইবে। অজড় অপরিচ্ছিন্ন ও নিরংশ বস্তুরই জ্ঞান জন্মিবে। আর তাহাতে নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ এবং অখণ্ডস্বরূপ বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় হইবে।

শুক্তিরজত দৃষ্টান্তনির্ণয়ের ফল।

এখন এই সকল বস্তুই শুক্তিরজতের ন্যায় মিথ্যা বলিলে কি পাওয়া যায়, দেখা যাউক। এই বিষয়টী ভাবিতে পারিলে দেখা যাইবে—যেমন শুক্তিরজত দেখা যায় অথচ নাই, শুক্তিই যথার্থ থাকে, শুক্তিই এই রজতের আশ্রয়, শুক্তিরজত তাহার আশ্রিতমাত্র, তদ্রূপ এই আমি বস্তু হইতে এই যাবতীয় বস্তুই কোন এক বস্তুর আশ্রিত, সেই

কোন এক বস্তুটী আশ্রয়, আর সেই আশ্রয় বস্তুটী কিন্তু কোনরূপে দৃশ্য হয় না।

মিথ্যার অধিষ্ঠানজ্ঞানের ফলে সমাধিসিদ্ধি।

এখন সে বস্তুটী কি? শুক্তিরজতের আশ্রয় শুক্তিস্থানীয় সেই আমি প্রভৃতি যাবদ্ দৃশ্যের আশ্রয় কি? ইহা যতই ভাবা যাইবে, যতই অনুধাবন করা যাইবে, আর তাহার ফলে যে সকল অনুভব হইতে থাকিবে, তাহাকেও দৃশ্য বলিয়া আবার যতই তাহার আশ্রয় অনুসন্ধান করা যাইবে, ততই এমন এক অবস্থা উপস্থিত হইতে থাকিবে যে, যে অবস্থার পরিচয় আর দেওয়া যায় না, বিশুদ্ধ জল জলে মিশিলে যাহা হয় তাহাই হইয়া যায়। ততই তাহার সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতি কঠোর অষ্টাঙ্গযোগের শেষ ফল যে সমাধি, তাহাই লব্ধ হয়।

এখন উক্ত অনুধাবন যতই দৃঢ় হইবে, যতই ঐকান্তিক হইবে, এই সমাধিই ততই স্থায়ী, ততই নির্ব্বিকল্পকরূপতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এইরূপে প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতে পারিলে,—এই দেহাবসান পর্য্যন্ত ইহার অনুধাবন করিতে পারিলে, পুনরাবৃত্তিশূন্য সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। অতএব এই গ্রন্থোক্ত এই "প্রপঞ্চ মিথ্যাত্ব" অনুমান হইতেই মানবের যাহা চরমাভীষ্ট তাহাই লাভ হইয়া থাকে। ইহাতেই সমাধি আপনা আপনি অভ্যস্ত হইয়া যায়।

অশুদ্ধচিত্তের ফল ও কর্ত্তব্য।

তাহার পর চিত্তের অশুদ্ধতা থাকিলে যদি এই অনুমানে সংশয় ও ভ্রম আবার প্রবেশ করে, তাহা হইলে এই অনুমানসম্পর্কে এই গ্রন্থমধ্যে যে সব বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে সে সংশয় ও ভ্রমের সমূলে উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিচারের এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এমনই একটা আনন্দদায়িনী শক্তি আছে, এমনই একটী মনোহারিণী শক্তি আছে, যে মানব তাহাতে মুগ্ধ

হইয়া যেন অজ্ঞাতসারে সেই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে থাকে, অলক্ষিতভাবে তাহার মনোবৃত্তির বিলয় ঘটিতে থাকে। ইহাকে পরিত্যাগ করিবার তাহার আর সামর্থ্য থাকে না, অপর কিছুই ইহার এই ভাব বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধি তাহার বাধ্য হইয়াই ঘটিয়া যায়। আর তথাপি যদি বদ্ধমূল চিত্তমল-প্রযুক্ত এই ভ্রম ও সংশয় রক্তবীজের ন্যায় আবার আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থোক্ত এই অনুমান ও তৎসম্পর্কিত কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা বা অভ্যাসই একমাত্র মহৌষধ। এই আলোচনার ফলে সেই ভ্রম ও সংশয় অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে।

অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠের ফল। উপসংহার।

এইরূপে এই অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে—এই অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনায়—এই অদ্বৈতসিদ্ধির অভ্যাসে, মানবের চরমাভীষ্ট যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহা অবশ্যম্ভাবীই হয়, শ্রদ্ধা থাকিলে সাধককে বাধ্য হইয়াই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করিতে হয়।

বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের সম্ভাবনা।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান কি করিয়া হইবে? ইহাতে পরোক্ষজ্ঞানই সম্ভব। ঘটের আকৃতির বর্ণনা শুনিয়া তদ্বিষয়ক সংশয় ও বিপর্য্যয়নাশ ঘটিয়া কখনই যেমন ঘটের সাক্ষাৎকার হয় না, ইহাও তদ্রূপ। বস্তুতঃ, ব্রহ্মাত্মার বিচার বহু শ্রবণ মনন করিয়াও অনেকেরই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না—ইহাই ত দেখা যায়।

কিন্তু এ কথা সঙ্গত নহে। কারণ, ঘটবিষয়ক শ্রবণ মনন এবং আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ মনন—একরূপ ব্যাপার নহে। ঘট বহির্বিষয়, তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না হইলে অপরোক্ষজ্ঞান হয় না, আত্মা বা ব্রহ্ম কিন্তু বহির্বিষয় নহে, তাহার সহিত মনের সংযোগ নিয়তই রহিয়াছে।

তাহার সহিত মনের সংযোগ না হইলে কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব শ্রবণ মননের পর নিদিধ্যাসন হইলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে কোন বাধা নাই। প্রকৃত কথা এই যে, পদজন্য পদার্থোপস্থিতি হইলে শাব্দবোধ হয়, আত্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যজন্য যে অর্থোপস্থিতি হয়, তাহা যদি অনুভবসহকারে হয়, তাহা হইলে শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান অবশ্যম্ভাবীই হয়। অতএব এরূপ সংশয় এস্থলে অসঙ্গত। অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনায় শ্রুতিবাক্যে সংশয়াদি সমূলে বিনষ্ট হয়, আর তজ্জন্য ইহার আলোচনায় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান শ্রদ্ধালু সাধকের বলপূর্ব্বকই ঘটিয়া যায়।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদক সামগ্রীর একত্র ফল।

এখন গ্রন্থ, গ্রন্থকার, গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবিষয় ও গ্রন্থপাঠের ফল যদি সবগুলি একত্রভাবে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায়— যে গ্রন্থ সর্ব্বপ্রাচীন বেদান্তচিন্তাধারামধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুনির্ম্মল জলপূর্ণ প্রশস্ত প্রশান্ত ও সুগভীর স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অথবা যে গ্রন্থ বেদান্তচিন্তারাজ্যের সর্ব্বোচ্চস্থানে বিরাজিত রহিয়াছে, অথবা যে গ্রন্থে বেদান্তসিদ্ধান্তের সমুদায় কথাই যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে, অথবা যে গ্রন্থের পর যত মতের যত বেদান্তগ্রন্থ হইতেছে, সকলই যে গ্রন্থকে শত্রুভাবেই হউক, অথবা মিত্রভাবেই হউক অবলম্বন করিয়া আত্মসত্তা লাভ করিতেছে—যাহার গ্রন্থকার আকুমার ব্রহ্মচারী, নিষ্কলঙ্কচরিত্র, সর্ব্ব-শাস্ত্রপারদর্শী, সর্ব্বজনমান্য এবং সিদ্ধ মহাপুরুষ; বৈরাগ্য, সত্য, সরলতা উদারতা জ্ঞান ও ভক্তির যিনি আদর্শ পুরুষ; তাহার পর যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয় যাবতীয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত এবং যে গ্রন্থের পাঠের ফলে নিদিধ্যাসন সহজ হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী হয়, সে গ্রন্থপাঠে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে?

গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা আলোচিত হইল, এইবার এই গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই আলোচ্য। ভূমিকার উদ্দেশ্যবর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—এই গ্রন্থার্থ বুঝিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা, এক কথায়, যে শাস্ত্রে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় সেই শাস্ত্রের জ্ঞান, অর্থাৎ ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রের জ্ঞান এবং এই শাস্ত্রের অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞান। তন্মধ্যে অনুকূল শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য শঙ্করমতের জ্ঞান আবশ্যক এবং প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য অপর যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের জ্ঞান আবশ্যক। ইহার মধ্যে আবার মাধ্ব ও রামানুজ মতের জ্ঞানই বিশেষভাবে আবশ্যক। যেহেতু এই দুই মতবাদী আচার্য্যগণ অদ্বৈতমতের বিশেষ ভাবেই খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক, ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি ?

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন।

ন্যায়শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য মোক্ষ। সেই মোক্ষলাভের উপায় আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার। সেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। মনন অর্থ—শ্রুত বিষয়ের অর্থে ভ্রম ও সংশয় বিদূরিত করিবার জন্য যুক্তির অনুধাবন। সেই যুক্তি, যাহাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া বুঝা, অথবা আত্মভিন্ন পদার্থের সহিত আত্মবস্তুর ভেদ অনুমান। এখন এই কার্য্য করিতে গেলে যে সকল বস্তুতে আত্ম ভ্রম হয় সেই সকল বস্তুর, অথবা আত্মভিন্ন যাবৎ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক হয়। আর তাহার ফলে বস্তুতঃ সামান্যভাবে সর্ব্বজ্ঞই হইতে হয়। মহর্ষি গৌতম প্রথমোক্ত পথে ও কণাদ দ্বিতীয় পথে এইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্বের জন্য, আর তাহার ফলে আত্মজ্ঞানকে দ্বার

করিয়া মোক্ষলাভের জন্য, যথাক্রমে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

নব্যন্যায়ের পরিচয় ও অদ্বৈতসিদ্ধির সহিত তাহার সম্বন্ধ।

ইহার বহু পরে উদয়ন ও গঙ্গেশ প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ এই উভয় মতের সংমিশ্রণে নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের অভিপ্রেত অর্থ বুঝিবার সামর্থ্যের জন্য, অর্থাৎ এই গ্রন্থার্থ বুঝিবার পক্ষে বুদ্ধিমার্জ্জিত করিবার জন্য, যে ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন, তাহা এই নব্য-ন্যায় শাস্ত্র। কারণ, এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি এই নব্যন্যায়ের পদ্ধতি, সূক্ষ্মতা এবং বিচারপরিপাটী অনুসারে লিখিত, নব্যন্যায়ের অনেক সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে গৃহীত এবং অনেক সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়াছে।

আর ইহারও যদি কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মতা, নব্যন্যায়ের পরিপাট্য, বক্তব্য-প্রকাশে নব্যন্যায়ের যোগ্যতা প্রভৃতি এতই সুন্দর যে, ইহার সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ থাকিলেও ইহার পদ্ধতি প্রভৃতি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই নব্যন্যায়ের সাহায্যে নিজ নিজ মতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, নব্যন্যায়ের প্রচারের পর অপরাপর দর্শন এবং ব্যাকরণাদি অপরাপর সকল শাস্ত্রই এই নব্যন্যায়ের পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এই নব্যন্যায়ের মতে কি করিয়া আত্মভিন্ন যাবৎ পদার্থের জ্ঞানলাভ করা যায়—কি করিয়া এই মতানুসরণে মানব পূর্ব্বোক্ত সামান্যতঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে পারে।

কিন্তু এই কার্য্যটী করিতে হইলে ন্যায়ের "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করাই আবশ্যক। ভূমিকামধ্যে তাহার সব কথা বলা কখনই সম্ভবও নহে এবং সঙ্গতও নহে। তথাপি যাঁহাদের এজন্য সময় ও সুবিধার অভাব, তাঁহাদের নিমিত্ত এস্থলে আমরা এই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ত্রিবিধ স্তর আলোচনা না করিয়া কেবল

ইহার উদ্দেশমাত্র বর্ণনা করিব, অর্থাৎ এই শাস্ত্রের পদার্থ ও তাহার বিভাগাদি মাত্র লিপিবদ্ধ করিব এবং সেই সঙ্গে বিচারকার্য্যের জন্য যে সব বিষয় বিশেষ প্রয়োজন, তাহাই বর্ণনা করিব।

পদার্থবিভাগের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই পদার্থবিভাগ বর্ণন করিবার পূর্ব্বে ইহার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন, যথা—

পদের দ্বারা যাহা বুঝান যাইতে পারে, তাহাই 'পদার্থ' পদের বাচ্য। সুতরাং মানবের চিন্তনীয় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যাবৎ বিষয়ই পদার্থ। অতএব আত্মা ও অনাত্মা সবই পদার্থ। আত্মজ্ঞানের জন্য এই আত্মা ও অনাত্মা যাবৎ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া মহর্ষি গৌতম পদার্থকে ষোড়শ প্রকারে, অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "প্রমেয়" পদার্থ বলিতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশটী বুঝায়। এই দ্বাদশটী প্রমেয় পদার্থের জ্ঞানলাভের জন্যই প্রমাণ ও সংশয়াদি অবশিষ্ট পঞ্চদশ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক। এই গুলি জানা থাকিলে শরীর ইন্দ্রিয়াদি, যাহাদের সহিত আত্মার ভ্রম হইয়া থাকে, তাহাদের সহিত আত্মার ভেদের অনুমানও সম্ভবপর হইবে। আর তাহার ফলে আত্মার ইতরভেদানুমাপক লক্ষণও ঠিক্ হইবে, সুতরাং আত্মজ্ঞানও লাভ হইবে।

মহর্ষি কণাদ দেখিলেন—মহর্ষি গৌতম আত্মজ্ঞানের জন্য উপায় নির্দ্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রমেয় পদার্থ কি, তাহা ত ঠিক্ করিয়া বলিয়া দিলেন না। প্রমেয় বলিতে প্রমাণ সংশয়াদি অবশিষ্ট পঞ্চদশ পদার্থও ত বুঝায়। অতএব মহর্ষি গৌতমের পদার্থবিভাগ যথার্থ বিভাগ হয় নাই। তাহার পর আত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আত্ম-

ভিন্ন যাবদ্ বস্তুরই সামান্যতঃ জ্ঞান আবশ্যক। কারণ, কোন কিছুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্ভিন্ন যাবৎ বস্তুর সহিত তাঁহার সামান্যভাবে ভেদজ্ঞান আবশ্যক হয়। কেবল যে গৌতমোক্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বাদশটী প্রমেয়ের জ্ঞান হইলেই তাহাদের সহিত আত্মার ভেদজ্ঞান হইয়া আত্মজ্ঞান হইবে, তাহা নহে। বোধ হয়, এইরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া মহর্ষি কণাদ প্রমেয় পদার্থ কি, অর্থাৎ যাবৎ পদার্থ ই কি, তাহা বলিবার জন্য পদার্থকে দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব —এই সাতভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং পরে তাহাদেরও আবার বহু অবান্তর বিভাগ করিয়া যাবৎ পদার্থের একটা সামান্যভাবে জ্ঞানলাভের পথ প্রদর্শন করিলেন। বস্তুতঃ, গৌতমের প্রমেয় এবং কণাদের প্রমেয় ঠিক্ এক বস্তু নহে। গৌতমের প্রমেয় শরীরেন্দ্রিয় দ্বাদশটী। কণাদের প্রমেয় কিন্তু যথার্থই পদার্থ-পদবাচ্য যাবদ্ বস্তু। কিন্তু ইহাতেও কার্য্য সিদ্ধ হয় না দেখিয়া মহর্ষি কণাদ বলিলেন—এই পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানও আবশ্যক। আর তদনুসারে তাঁহার বৈশেষিক সূত্রগ্রন্থে লিখিলেন—

"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্"। ১।১।৪

অর্থাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টী ভাবপদার্থ এবং অভাব এই সাতটী পদার্থ এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যদ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তদ্দ্বারা যেই জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানজন্য ধর্ম্মবিশেষপ্রসূত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। সূত্রে অভাব পদার্থ না থাকিলেও নবীনগণ উহাকে ভাবভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়া, পদার্থসংখ্যা সাতটীই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এতদনুসারে আমরা নিম্নে পদার্থবিভাগ এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যপ্রদানের চেষ্টা করিলাম এবং বিচারকার্য্যের জন্য গৌতমোক্ত পদার্থের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও প্রদান করিলাম। বলা বাহুল্য,

গৌতমের উক্ত ষোলটী পদার্থ, কণাদের এই সাতটীরই অন্তর্গত হইয়াছে। যেহেতু গৌতম, আত্মজ্ঞানের জন্য যে বিচার আবশ্যক, সেই বিচারের যাহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি তাহাই প্রধানতঃ শিক্ষা দিয়াছেন। আর কণাদ, সেই বিচারের যাহা বিষয়, অর্থাৎ গৌতমের প্রমেয় পদার্থ, যাহার অংশ-বিশেষ তাহারই বিষয় প্রধানতঃ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, উভয়েই একই উদ্দেশ্যে অনেকটা একই পথে চলিয়াছেন। অন্য কথায় উভয়েই সর্ব্বজ্ঞতার জন্য পদার্থপরিচয়প্রদানরূপ পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসাদি অপরাপর দর্শনশাস্ত্র এই পদার্থপরিচায়ক পথের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারা, কণাদের দ্রব্য-পদার্থ-আশ্রিত অপর যাবতীয় পদার্থ বলিয়া দ্রব্যপদার্থেরই যাহা মূলরূপ, তাহা হইতে যাবৎ কার্য্যদ্রব্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পদার্থজ্ঞানদ্বারা আত্মজ্ঞান-দান, আর সেই আত্মজ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ, কেবল মহর্ষি কণাদ ও গৌতমেরই প্রদর্শিত পথ। আর অনাত্মদ্রব্যপদার্থকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মজ্ঞানদানই সাংখ্যাদি অপর দর্শনের প্রদর্শিত পথ। কিন্তু তাহা হইলেও এই পদার্থনির্ণয় পথটী এতই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে, অপর মতেও তত্তৎ মতপ্রবর্ত্তকগণ, কিংবা তন্মতের আচার্য্যগণ শেষ-কালে নিজমত বর্ণন করিতে গিয়া, মতভেদ থাকিলেও এই পথে কতকটা স্বমতের পদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক—নব্যন্যায়মতে পদার্থবিভাগ ও সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাদি কিরূপ।

নব্যন্যায়মতে পদার্থপরিচয়।

পদার্থ সাত প্রকার, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য অর্থাৎ জাতি, বিশেষ, সমবায় অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ ও অভাব।

কিন্তু ইহাদের পরিচয় দিতে হইলে ইহাদের লক্ষণ বলিতে হয়। আর লক্ষণ বলিতে হইলে লক্ষণের অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব—এই তিনটী দোষ বর্জ্জন করিতে হয়। ইহাদের অর্থ এই—

অব্যাপ্তি অর্থ—যাহার দ্বারা যাহা বুঝান উচিত, তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে না, বুঝায়। অন্য কথায়—লক্ষ্যের একদেশবৃত্তিত্বই অব্যাপ্তি। যেমন, গরুর লক্ষণ 'কপিলবর্ণ' বলিলে শ্বেতবর্ণ গরুকে আর বুঝায় না বলিয়া এই গরুর লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়।

অতিব্যাপ্তি অর্থ—যাহার দ্বারা যাহা বুঝান উচিত, তদপেক্ষা যদি অধিক বস্তু বুঝায়। অন্য কথায়—লক্ষ্যে বৃত্তি হইয়া অলক্ষ্যে বৃত্তিত্বই অতিব্যাপ্তি। যেমন গরুকে 'শৃঙ্গী' বলিলে হয়। যেহেতু ইহাতে মহিষকেও বুঝায় বলিয়া এই গোলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

অসম্ভব অর্থ—যাহা একেবারেই লক্ষ্যকে বুঝায় না। যেমন গরুর লক্ষণ "পক্ষবিশিষ্ট" বলিলে হয়। যেহেতু গরুর পক্ষই থাকে না। অতএব এরূপ গোলক্ষণে অসম্ভব দোষ হয়।

বস্তুতঃ, এমন অনেক লক্ষণ আছে, যাহাতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি উভয় প্রকার দোষই হয়। যাহা হউক, এই ত্রিবিধ দোষশূন্য যে ধর্ম্ম তাহাই লক্ষণ। এই লক্ষণ আবার তিন প্রকার, যথা—স্বরূপাভিব্যঞ্জক, ইতরভেদানুমাপক ও ব্যবহারৌপয়িক। ইহাদের মধ্যে ইতরভেদানুমাপক লক্ষণই ন্যায়মতে গ্রাহ্য। এই লক্ষণের দ্বারা অপরের সহিত লক্ষ্যের ভেদ অনুমান করা যায়।

বেদান্তমতে পদার্থ দুই প্রকার, যথা—বস্তু ও অবস্তু কিংবা চিদ্ ও অচিদ্ কিংবা দৃক্ ও দৃশ্য। বস্তু ব্রহ্ম—নির্ধর্ম্মক, এবং অবস্তু—ব্রহ্মভিন্ন। দ্রব্যগুণাদি বিভাগ তাহারই হয়। তবে তাহাও প্রায়শঃ মীমাংসকমতেই গ্রাহ্য হয়। মীমাংসকমত বলিতে প্রায়ই কুমারিল ভট্টের মত ও প্রভাকরের মতই বুঝায়। বেদান্তমতে তন্মধ্যে কুমারিলের মতই অধিক গ্রাহ্য, স্থলে স্থলে প্রভাকরেরও মত গৃহীত হয়। বেদান্তমতে পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব—এই সাতটী। কুমারিলমতে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও অভাব—এই পাঁচটী। প্রভাকরমতে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, সংখ্যা, শক্তি ও সাদৃশ্য—এই আটটী।

দ্রব্য—যাহা গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের আশ্রয় হয়, তাহাই দ্রব্য। অথবা গুণের অত্যন্তাভাবের যে অধিকরণ হয় না

তাহাই দ্রব্য। ইহা নয় প্রকার, যথা—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ।

বেদান্তমতে পঞ্চভূত সত্ত্ব, রজ ও তমঃ, বুদ্ধি বা মনঃ, বর্ণাত্মকশব্দ ও অন্ধকার এই একাদশটী দ্রব্য বলা হয়। কুমারিলমতে—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্, কাল, দিক্, আত্মা, মনঃ, অন্ধকার ও বর্ণাত্মক শব্দই দ্রব্য। প্রভাকরমতে তমঃ তেজের অভাব বলিয়া অধিকরণস্বরূপ এবং শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া ইহারা দ্রব্য নহে।

গুণ—দ্রব্য ও কর্ম্মভিন্ন হইয়া যাহা জাতিমান হয় তাহাই গুণ। ইহা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি বা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ।

বেদান্তমতে পৃথক্ত্বকে বাদ দিয়া ও আলস্যকে গ্রহণ করিয়া গুণ ২৪ প্রকার হয়। অথবা কুমারিলমতের ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও বর্ণাত্মক শব্দবাদে ধ্বনি, প্রাকট্য ও শক্তি লইয়া ২৪ প্রকার। প্রভাকরমতে পৃথক্ত্ব ও সংখ্যাবাদে ২২ প্রকার।

কর্ম্ম—সংযোগ ভিন্ন হইয়া যাহা সংযোগের অসমবায়ি কারণ হয় তাহাই কর্ম্ম। ইহা পাঁচ প্রকার, যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। এই গমন আবার পাঁচ প্রকার, যথা—ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যক্‌গমন।

ভট্ট ও প্রভাকরমতেও—চলনাত্মকই কর্ম্ম। ভট্টমতে ইহা প্রত্যক্ষও হয়। প্রভাকর-মতে ইহা অনুমেয়।

সামান্য—ইহার অর্থ জাতি। যাহা নিত্য অথচ অনেকে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাদৃশ ধর্ম্মকে বুঝায়। ইহা দুই প্রকার, যথা—পরা জাতি এবং অপরা জাতি।

বেদান্তমতে ইহা নিত্য নহে। ইহা অনুগত ধর্ম্মবিশেষ এবং ব্যক্তির সহিত ভিন্নাভিন্ন বলা হয়। প্রভাকরমতে পরসামান্য নাই। সর্ব্বমতেই ইহা প্রত্যক্ষও হয়।

বিশেষ—যাহা নিত্য দ্রব্যে থাকে এতাদৃশ ধর্ম্মকে বুঝায়। ইহা যত নিত্য দ্রব্য—তত সংখ্যক হয়।

বেদান্ত, ভট্ট ও প্রভাকরমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। প্রভাকরমতে ইহা পৃথক্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়।

সমবায়—নিত্য সম্বন্ধ। ইহা একই প্রকার।

ভট্ট ও বেদান্তমতে ইহা পদার্থান্তর নহে। এস্থলে তাদাত্ম্যই স্বীকার করা হয়। তাদাত্ম্যটী ভেদসহিষ্ণু অভেদ সম্বন্ধ। প্রভাকরমতে সমবায় স্বীকার করা হয়।

অভাব—দুই প্রকার, যথা—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার, যথা—প্রাগভাব, ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব। অন্যোন্যাভাব অর্থ—ভেদ।

বেদান্ত ও ভট্টমতে অভাব—ন্যায়মতেরই অনুরূপ, কিন্তু অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য। প্রভাকরমতে অভাব পদার্থান্তর নহে, কিন্তু অধিকরণরূপ।

আর শক্তি উভয় মীমাংসার মতেই ত্রিবিধ, যথা—সহজশক্তি, আধেয়শক্তি ও পদ-শক্তি। প্রভাকর ও বেদান্তমতে ইহা একটী পৃথক্ পদার্থ। ভট্টমতে ইহা গুণ, এবং লৌকিক ও বৈদিকভেদে দ্বিবিধ। লৌকিকশক্তি দ্রব্যগতা, কর্ম্মগতা ও গুণগতা। বৈদিকশক্তি যাগাদির স্বর্গসাধিকা। ইহাতে শক্তিত্বজাতি থাকে এবং ইহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মকে আশ্রয় করে ও অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্যা হইয়া থাকে।

সংখ্যাটী ভট্ট ও বেদান্তমতে গুণ, প্রভাকরমতে পদার্থান্তর।
সাদৃশ্য প্রভাকরমতেই পদার্থ। ভট্ট ও বেদান্তমতে ইহা তদ্‌গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব।

ইহাই হইল পদার্থ পরিচয়।

দ্রব্য পরিচয়।

ক্ষিতি—ইহার অর্থ মৃত্তিকা। যাহা গন্ধযুক্ত তাহাই ক্ষিতি। ইহা দুই প্রকার, নিত্য এবং অনিত্য। নিত্যক্ষিতি—পরমাণুরূপ। অনিত্য-ক্ষিতি—কার্য্যরূপ। এই অনিত্যকার্য্যরূপা ক্ষিতি আবার তিন প্রকার, যথা—শরীররূপা ক্ষিতি, ইন্দ্রিয়রূপা ক্ষিতি এবং বিষয়রূপা ক্ষিতি। শরীররূপা ক্ষিতির দৃষ্টান্ত—আমাদের এই শরীর। ইহাতে ক্ষিতির ভাগই উপাদান এবং জলাদি নিমিত্তকারণ বলিয়া পার্থিব বলা হয়। ইন্দ্রিয়রূপা ক্ষিতি—গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ইহার স্থান নাসিকার অগ্রভাগ। বিষয়রূপা ক্ষিতি—এই মাটী ও পাথর প্রভৃতি। পরমাণু-রূপা ও দ্ব্যণুকরূপা ক্ষিতি ও ইন্দ্রিয়রূপা ক্ষিতি প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্তমতে ক্ষিতিপরমাণুও নিত্য নহে। সূক্ষ্মক্ষিতিকে গন্ধতন্মাত্র বলে। উহা সূক্ষ্ম জল বা রসতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সূক্ষ্মক্ষিতির সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘ্রাণ উৎপন্ন

হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারি ভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল ক্ষিতিতে পরিণত হয়। শরীরমাত্রই পাঞ্চভৌতিক।

জল—যাহা শীতল স্পর্শযুক্ত তাহাই জল। তাহাও দ্বিবিধ, যথা—নিত্য ও অনিত্য। নিত্য জল—পরমাণুরূপ এবং অনিত্য জল—কার্য্যরূপ। সেই অনিত্য কার্য্যরূপ জল আবার ত্রিবিধ, যথা—শরীররূপ জল, ইন্দ্রিয়রূপ জল এবং বিষয়রূপ জল। শরীররূপ জলের দৃষ্টান্ত—বরুণলোকে জলময় দেহ। ইন্দ্রিয়রূপ জল—রসগ্রাহক রসনেন্দ্রিয়। উহার স্থান জিহ্বার অগ্রভাগ। বিষয়রূপ জল—নদী ও সমুদ্র প্রভৃতি। পরমাণুরূপ ও দ্ব্যণুকরূপ জল ও ইন্দ্রিয়রূপ জল প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্তমতে জলপরমাণুও নিত্য নহে। সূক্ষ্ম জলকে রসতন্মাত্র বলে। উহা সূক্ষ্ম তেজঃ বা রূপতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম জলের সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা উৎপন্ন হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ উৎপন্ন হয়। তমোগুণ হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারি ভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল জলে পরিণত হয়।

তেজঃ—যাহা উষ্ণস্পর্শযুক্ত তাহাই তেজঃ। ইহা দ্বিবিধ, যথা—নিত্য এবং অনিত্য। তন্মধ্যে যাহা নিত্য তেজঃ তাহা পরমাণুরূপ, এবং যাহা অনিত্য তেজঃ তাহা কার্য্যরূপ। সেই কার্য্যরূপ তেজঃ আবার তিন প্রকার, যথা—শরীররূপ তেজঃ, ইন্দ্রিয়রূপ তেজঃ এবং বিষয়রূপ তেজঃ। শরীররূপ তেজঃ আদিত্যলোকে যে শরীর আছে, তাহা। ইন্দ্রিয়রূপ তেজঃ—চক্ষুরিন্দ্রিয়, উহার স্থান চক্ষুর মধ্যে যে কৃষ্ণতারা আছে, তাহার অগ্রদেশ। বিষয়রূপ তেজঃ কিন্তু চারি প্রকার, যথা—ভৌমতেজঃ, দিব্যতেজঃ, ঔদর্য্যতেজঃ এবং খনিজতেজঃ। ভৌমতেজের দৃষ্টান্ত—বহ্নি প্রভৃতি; দিব্যতেজের দৃষ্টান্ত—অবিন্ধন বিদ্যুদাদি। অপ্‌ অর্থাৎ জল হয় ইন্ধন যাহার তাহাই অবিন্ধন। ঔদর্য্যতেজের দৃষ্টান্ত—ভুক্ত অন্ন পরিপাকের হেতু উদরমধ্যগত পিত্তরসবিশেষ। খনিজতেজের দৃষ্টান্ত—সুবর্ণাদি ধাতু বস্তু। পরমাণু ও দ্ব্যণুকরূপ তেজঃ ও ইন্দ্রিয়রূপ তেজঃ প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্তমতে তেজঃপরমাণুও নিত্য নহে। সূক্ষ্ম তেজকে রূপতন্মাত্র বলে। উহা সূক্ষ্ম বায়ু বা স্পর্শতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম তেজের সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুঃ উৎপন্ন হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পদ উৎপন্ন হয়। তমোগুণ হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারিভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল তেজে পরিণত হয়।

বায়ু—যাহার রূপ নাই কিন্তু স্পর্শ আছে তাহাই বায়ু। সেই বায়ু দ্বিবিধ, যথা—নিত্য এবং অনিত্য। তন্মধ্যে যাহা নিত্য বায়ু তাহা বায়ুর পরমাণুরূপ এবং যাহা অনিত্য বায়ু তাহা কার্য্যরূপ বায়ু। সেই কার্য্যরূপ বায়ু আবার তিন প্রকার, যথা—শরীররূপ বায়ু, ইন্দ্রিয়রূপ বায়ু এবং বিষয়রূপ বায়ু। শরীররূপ বায়ুর দৃষ্টান্ত—বায়ুলোকে যে বায়বীয় শরীর তাহা। ইন্দ্রিয়রূপ বায়ুর দৃষ্টান্ত—স্পর্শের গ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়, ইহার স্থান সর্ব্বশরীর। বিষয়রূপ বায়ুর দৃষ্টান্ত—এই অনুভূয়মান বায়ু, যাহার দ্বারা বৃক্ষাদি কম্পিত হয়। শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল যে বায়ু তাহার নাম প্রাণ। তাহা এক হইলেও উপাধিভেদে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান—এই পঞ্চনামে অভিহিত হয়। সর্ব্ববিধ বায়ুই প্রত্যক্ষ হয় না। নবীনমতে কিন্তু ইহার ত্বাচ প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়।

বেদান্তমতে বায়ুপরমাণুও নিত্য নহে। সূক্ষ্মবায়ুকে স্পর্শতন্মাত্র বলে। উহা সূক্ষ্ম আকাশ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সূক্ষ্মবায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্ উৎপন্ন হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত উৎপন্ন হয়। তমোগুণ হইতে রূপ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারি ভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূলবায়ুতে পরিণত হয়।

মীমাংসকমতে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের ত্বাচ ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, বায়ুর কিন্তু কেবলই ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর সকল শরীরই পার্থিব, জলীয় তৈজসাদি শরীরভেদ স্বীকার করা হয় না।

আকাশ—শব্দ যাহার গুণ তাহাই আকাশ; তাহা "একটী" বস্তু, বহু নহে। ইহা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত এবং নিত্য। যাহা ক্রিয়ার আশ্রয় হয়, তাহাকেই মূর্ত্ত বলা হয়। উহার কার্য্যরূপ নাই, সুতরাং অনিত্যরূপও নাই। এজন্য ইহার শরীররূপ ও বিষয়রূপ অবস্থাভেদও নাই। তবে ইহার ইন্দ্রিয়রূপ আছে, আর তাহা এই

নিত্য এক আকাশই কর্ণগহ্বরদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইলে হয়। আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্তমতে আকাশও উৎপন্ন দ্রব্য, সুতরাং অনিত্য। সূক্ষ্ম আকাশকে শব্দতন্মাত্র বলে। ইহা অন্য চারিভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল আকাশ হইয়াছে। সূক্ষ্ম আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রবণ উৎপন্ন হইয়াছে। উহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তমোগুণ হইতে স্পর্শতন্মাত্র হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম আকাশ মায়াযুক্ত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভট্টমতে পুরোবর্ত্তিত্ব উপাধি-বিশিষ্ট আকাশের প্রত্যক্ষও হয়।

পঞ্চভূত হইতে জগতের উৎপত্তি।

ন্যায়মতে ক্ষিত্যাদি পাঁচটীকে ভূত বলে, আর ক্ষিত্যাদি চারিটী ভূত-পরমাণু ও আকাশ মিলিয়া এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ পরমাণুগুলি জীবকর্ম্মবশে ঈশ্বরেচ্ছায় মিলিত হইয়া থাকে। প্রথমে দুইটী পরমাণু মিলিয়া একটী দ্ব্যণুক হয়। উহাও প্রত্যক্ষ হয় না। তৎপরে তিনটী দ্ব্যণুক মিলিয়া একটী ত্রসরেণু হয়। উহা মহদ্ বস্তু ও প্রত্যক্ষযোগ্য। ত্রসরেণুর মূল অবয়ব ছয়টী পরমাণু। এই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে যতই সূক্ষ্ম পরমাণু কল্পনা করা যাইতেছে, সবই ত্রসরেণুই বলিতে হইবে। কারণ, তাহারও অবয়ব বা অংশ আছে। যাহার অবয়ব বা অংশ নাই তাহাই পরমাণু। ত্রসরেণু মিলিয়া ক্রমে ঘট পট মঠাদি যাবৎ বস্তু হইয়াছে।

বেদান্তমতে মায়াযুক্ত ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সূক্ষ্ম বায়ু তাহা হইতে সূক্ষ্ম তেজঃ, তাহা হইতে সূক্ষ্ম জল এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভূতের প্রত্যেকটীই আবার সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হয়। আকাশের সত্ত্ব গুণ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় জন্মে, রজোগুণ হইতে বাগিন্দ্রিয়, এবং তমোগুণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়। জলের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয়, রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় এবং তমো-গুণ হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। ক্ষিতির সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রজোগুণ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় এবং তমোগুণবশতঃ নিজে অবিকৃত থাকে। সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত পঞ্চীকরণ নিয়মে মিলিত হইয়া আকাশাদিরূপে স্থূল পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের সত্ত্বগুণ হইতে যে ইন্দ্রিয় হইয়াছে, তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজোগুণ হইতে যে ইন্দ্রিয় হইয়াছে তাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর উক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চ

মহাভূতের মিলিত অবস্থার সত্ত্বগুণ হইতে অন্তঃকরণ জন্মিয়াছে। উহা চারি প্রকার যথা—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। অথবা মতান্তরে দুই প্রকার, যথা—মনঃ ও বুদ্ধি। এমতে অহংকার মনের মধ্যে এবং চিত্ত বুদ্ধিমধ্যে পরিগণিত হয়। আর উক্ত পঞ্চমহাভূতের মিলিতাবস্থার রজোগুণ হইতে পঞ্চপ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, উহাদের নাম—প্রাণ, অপান সমান উদান ও ব্যান। এই চারি অন্তঃকরণ, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণবিশিষ্ট চৈতন্যই তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইয়াছেন। যথা—অচ্যুত চিত্তের, শঙ্কর অহংকারের, ব্রহ্মা বুদ্ধির, চন্দ্র মনের, দিক্ শ্রবণেন্দ্রিয়ের, বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়ের, সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, বরুণ রসনেন্দ্রিয়ের, অশ্বিনীকুমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের, ইন্দ্র পাণীন্দ্রিয়ের, বিষ্ণু পদেন্দ্রিয়ের, যম পায়ু ইন্দ্রিয়ের এবং প্রজাপতি উপস্থেন্দ্রিয়ের দেবতা—ইহা বলা হয়। পঞ্চ প্রাণের দেবতা প্রাণ নামেই অভিহিত হন। পঞ্চ স্থূলভূত হইতে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। আর মনঃ ও বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণদ্বয়, দশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ প্রাণ মিলিত হইয়া ১৭টী অবয়বযুক্ত সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। অজ্ঞানকে কারণশরীর বলা হয়। এই ত্রিবিধ শরীরকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চকোষ বলা হয়।

ভট্টমতে দেশরূপ উপাধিযোগে অথবা বিশেষণরূপে আকাশও প্রত্যক্ষ হয়। বায়ুর ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। প্রভাকরমতে আকাশ অনুমেয়ই হয়।

কাল—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ব্যবহারের যে হেতু তাহাই কাল। তাহা—এক, বিভু ও নিত্য ; ইহা উপাধিভেদে নানা। ইহাও অপ্রত্যক্ষ কিন্তু অনুমেয়। কালিক সম্বন্ধে ইহা সকলের অধিকরণ হয়।

বেদান্তমতে ইহাও অনিত্য। বর্ত্তমানতারূপ উপাধিবিশিষ্টরূপে ইহা প্রত্যক্ষও হয়।

দিক্—পূর্ব্বপশ্চিমাদি ব্যবহারের যে হেতু তাহাই দিক্। তাহাও এক বিভু ও নিত্য। ইহাও উপাধিভেদে নানা। ইহাও অপ্রত্যক্ষ কিন্তু অনুমেয়। দৈশিক সম্বন্ধে ইহা সকলের অধিকরণ হয়।

বেদান্তমতে ইহাও অনিত্য। পূর্ব্বাদি উপাধিবিশিষ্টরূপে ইহা প্রত্যক্ষও হয়। এক কথায় আত্মভিন্ন সবই অনিত্য এবং মিথ্যা। মিথ্যা অর্থ যাহা তিনকালে নাই, অথচ জ্ঞেয় হয়। অনিত্য বলিলে সকল স্থলে মিথ্যা বুঝায় না। মীমাংসকমতে জগৎ সংসার সত্য ও অনিত্য, মিথ্যা নহে। আর ইহার মহাপ্রলয়ও নাই।

আত্মা—যাহা জ্ঞানের অধিকরন তাহাই আত্মা। উহা দ্বিবিধ, যথা—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। তন্মধ্যে পরমাত্মাই ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অশরীরী এবং একই। জীবাত্মা প্রতি শরীরে বিভিন্ন সুতরাং অসংখ্য। উভয়ই বিভু ও নিত্য। অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগী ও উৎপত্তিবিনাশশূন্য। ঈশ্বর অনুমেয়

ও শব্দপ্রমাণগম্য আর জীবাত্মা জ্ঞান ও ইচ্ছাদিবিশিষ্টরূপে মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ঈশ্বরকৃপায় ও আত্মার জ্ঞানে জীবের মুক্তি হয়।

বেদান্তমতে আত্মা একই নিত্য ও সত্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। পরমাত্মা অবিদ্যারূপ উপাধিবশে নানা হয়। ইহা স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ। ব্যষ্টি অবিদ্যারূপ কারণশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ, আর সমষ্টি অবিদ্যারূপ কারণশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই ঈশ্বর। সুতরাং প্রাজ্ঞসমষ্টিই ঈশ্বর। এই ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ যখন সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট ও সমষ্টি ঈশ্বর সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্ম জগৎরূপ শরীর হন তখন প্রাজ্ঞের নাম তৈজস ও ঈশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ হয়। সূক্ষ্ম জগৎ ও দেবতাদি সকলই ইহার শরীর। আবার এই ব্যষ্টি তৈজস ও সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ যখন স্থূলশরীরবিশিষ্ট হন তখন তৈজসের নাম বিশ্ব বা বৈশ্বানর এবং হিরণ্যগর্ভের নাম বিরাট্ হয়। সুতরাং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহ। মীমাংসকমতে তার্কিকসম্মত ঈশ্বর অস্বীকার্য্য; বৈদিক ঈশ্বর স্বীকার্য্য। আত্মা চৈতন্যাশ্রয় বহু ও বিভু মানস প্রত্যক্ষগম্য।

মনঃ—সুখ দুঃখ প্রভৃতির যে উপলব্ধি, তাহার সাধন যে ইন্দ্রিয়, তাহাই মনঃ। তাহা এক একটী জীবাত্মার এক একটী; এজন্য জীবাত্মাও যেমন অনন্ত, মনও তদ্রূপ অনন্ত। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য বলিয়া উৎপন্ন হয় না, আর তজ্জন্য তাঁহার জ্ঞানের জন্য মনের আবশ্যকতা হয় না। এই মনঃ পরমাণুরূপ নিত্য এবং অপ্রত্যক্ষ।

বেদান্তমতে মনঃ অনিত্য, সাবয়ব ও সংকোচবিকাশশীল, মধ্যম পরিমাণ এবং অনন্ত। ইহার অপর নাম অন্তঃকরণ। উহা পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের মিলিতাবস্থার সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারই দ্বারা সুখ ও দুঃখাদির অনুভব হয় বলিয়া কেহ ইহাকে ইন্দ্রিয় বলেন। কেহ বলেন—সুখদুঃখাদি সাক্ষিভাস্য হইয়া সাক্ষিযুক্ত মনোদ্বারা পরে জ্ঞেয় হয়। কেহ বা মনকে ইন্দ্রিয়ই বলেন না। ভট্টমীমাংসকমতে ইহা বিভু এবং ইন্দ্রিয়।

অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য—পরমাণু, দ্ব্যণুক, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মনঃ। ইন্দ্রিয়গুলিও অপ্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য—আত্মা, মহত্ত্ব ও উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট পৃথিবী, জল ও তেজঃ, অর্থাৎ ইহাদের ত্রসরেণু হইতে ঘটপটাদি যাবদ্ বস্তু। আত্মার ও আত্মধর্ম্মের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা মানসপ্রত্যক্ষ; আর তদ্ভিন্নের যে প্রত্যক্ষ, তাহা বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ। বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ববিশিষ্ট উদ্ভূতরূপবত্ত্বই কারণ।

অবৃত্তি দ্রব্য—আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও পরমাণু। ইহারা কালিকাস্য সম্বন্ধে কোথাও থাকে না।

মূর্ত্ত ও ক্রিয়াবান্ দ্রব্য—পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ।

দ্রব্যসমবায়িকারণ—পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু।

ইহাই হইল দ্রব্যপরিচয়।

গুণপরিচয়।

রূপ—চক্ষুরিন্দ্রিয় মাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই রূপ। তাহা শুক্ল, নীল, পীত, হরিত, রক্ত, কপিশ এবং চিত্র অর্থাৎ অবয়বগত নানা রূপ হইতে উৎপন্ন একটী বিচিত্র রূপ বিশেষ, এইরূপে সাত প্রকার। ইহা পৃথিবী জল ও তেজে থাকে। তন্মধ্যে পৃথিবীতে সাত প্রকার রূপই থাকে, জলে অনুজ্জ্বল শুক্লরূপ থাকে এবং তেজে উজ্জ্বল শুক্লরূপ থাকে।

বেদান্তমতে ইহা তেজেরই গুণ, তবে তেজ হইতে জল ও জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা জল ও ক্ষিতিতেও থাকে। অন্ধকারেও ইহা থাকে। পঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চকেই ইহা থাকে, তবে বায়ুতে ও আকাশে তাহা দৃশ্য হয় না। ভট্টমতে ইহা শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত, রক্ত ও শ্যামভেদে পাঁচ প্রকার। অবান্তরভেদে বহু।

রস—রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই রস। তাহা মধুর অম্ল লবণ কটু কষায় তিক্তভেদে ছয় প্রকার। ইহা পৃথিবী ও জলে থাকে। তন্মধ্যে পৃথিবীতে ছয় প্রকার রসই থাকে। জলে কিন্তু মধুর রসই থাকে।

বেদান্তমতে ইহা জলেরই গুণ, আর জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন বলিয়া তাহাতেও ইহা থাকে। পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকেই ইহা থাকা উচিত বটে, কিন্তু তাহা তেজঃ, বায়ু ও আকাশে অনুভূত হয় না।

গন্ধ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে গুণ তাহা গন্ধ। তাহা দ্বিবিধ, যথা—সুরভি এবং অসুরভি। উহা পৃথিবীমাত্রেতেই থাকে। জলাদিতে যে গন্ধ, তাহা পৃথিবীসংযোগবশতঃ।

বেদান্তমতে ইহা ক্ষিতিরই গুণ। পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকে ইহা থাকিবার কথা বটে, কিন্তু ইহা জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশে অনুভবযোগ্য নহে। ভট্টমতে সুগন্ধ, দুর্গন্ধ ও সাধারণ গন্ধভেদে ত্রিবিধ।

স্পর্শ—ত্বগিন্দ্রিয়মাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই স্পর্শ। তাহা তিন প্রকার, যথা—শীতস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শ এবং অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। ইহা পৃথিবী অপ্ তেজ ও বায়ুতে থাকে। তন্মধ্যে শীতস্পর্শ থাকে জলে, উষ্ণস্পর্শ থাকে তেজে এবং অনুষ্ণাশীতস্পর্শ থাকে পৃথিবী এবং বায়ুতে।

বেদান্তমতে ইহা বায়ুরই গুণ, আর বায়ু হইতে তেজঃ ও তেজঃ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা তেজঃ জল ও ক্ষিতিতেও থাকে। পঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চকেই ইহা থাকিবার কথা, কিন্তু আকাশে ইহা অনুভবযোগ্য নহে।

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ—এই চারিটী গুণই পৃথিবীতে পাকজ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিত্য। জল, তেজঃ ও বায়ুতে অপাকজ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু নিত্য ও অনিত্য উভয় প্রকারই হয়, অর্থাৎ পৃথিবীভিন্ন নিত্য পরমাণুতে উহারা নিত্য, এবং পরমাণুজাত অনিত্য কার্য্যদ্রব্যে উহা অনিত্য।

সংখ্যা—একত্বাদি ব্যবহারের যে 'হেতু' তাহাই সংখ্যা। ইহা নয়টী দ্রব্যেই থাকে। সংখ্যা একত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত। একত্ব সংখ্যাটী নিত্য এবং অনিত্য উভয় প্রকারই হয়। তন্মধ্যে নিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা অনিত্য। কিন্তু দ্বিত্বাদি অপর যাবতীয় সংখ্যাই অনিত্য। পরার্দ্ধ সংখ্যায় একের পর ১৭টী শূন্য থাকে। দ্বিত্বাদিসংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে জন্মে।

প্রভাকরমতে সংখ্যা একটী পদার্থ, গুণ নহে। যেহেতু গুণ কখন গুণের উপর থাকে না। ভট্টমতে ইহা কিন্তু গুণ। গুণাদির সংখ্যা দ্রব্যানুসারেই জ্ঞেয়।

পরিমাণ—মানব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ তাহাই পরিমাণ। ইহা নয়টী দ্রব্যেই থাকে। ইহা চারিপ্রকার যথা—অণুপরিমাণ, মহৎ-পরিমাণ, দীর্ঘপরিমাণ ও হ্রস্বপরিমাণ। কারণগুণানুসারে নিজ অবয়বের বহুত্বই মহত্ত্বের জনক হয়। অবয়বের শিথিলসংযোগ এবং বৃদ্ধিও মহত্ত্বের জনক হয়।

পৃথক্ত্ব—পৃথক্ ব্যবহারের যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাই পৃথক্ত্ব।

ইহা সমুদয় দ্রব্যেই থাকে। ইহা একপৃথক্ত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি প্রকারে বহু। ইহাও কারণগুণানুসারে জন্মে।

বেদান্তমতে ইহা ভেদ নামক অভাবের মধ্যে গণ্য করা হয়। প্রভাকরমতে ইহা নিত্যদ্রব্যের গুণ, কার্য্যদ্রব্যের গুণ নহে। ভট্টমতে ইহাকে গুণ বলা হয়।

সংযোগ—সংযুক্ত বলিয়া যে ব্যবহার হয় তাহার যে 'হেতু' তাহাই সংযোগ। ইহাও নয়টী দ্রব্যেই থাকে। ইহা এককর্ম্মজ, উভয়কর্ম্মজ, এবং সংযোগজভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে সংযোগজ-সংযোগ আবার অভিঘাত ও নোদনভেদে দুই প্রকার।

ভট্টমতে ইহা নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ; যথা—নিত্যসংযোগ—নিত্য বিভুদ্রব্যের পরস্পর সংযোগ। অনিত্যসংযোগ ন্যায়মতানুরূপ।

বিভাগ—সংযোগের নাশক যে গুণ তাহাই বিভাগ। ইহাও নয়টী দ্রব্যেই থাকে। ইহা এককর্ম্মজ, উভয়কর্ম্মজ ও সংযোগজভেদে তিন প্রকার। সংযোগজ-বিভাগ আবার হেতুমাত্রবিভাগজ এবং হেত্ব-হেতুবিভাগজভেদে দুই প্রকার।

ভট্টমতে ইহা অবিভুদ্রব্যেরই গুণ। বিভুদ্বয়ের বিভাগ নাই। অবশিষ্ট ন্যায়মতানুরূপ।

পরত্ব—পর বলিয়া ব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ, তাহাই পরত্ব।

অপরত্ব—অপর বলিয়া ব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ, তাহাই অপরত্ব।

এই পরত্ব ও অপরত্ব আবার দ্বিবিধ হয়, যথা—দিক্‌কৃত পরত্ব ও অপরত্ব এবং কালকৃত পরত্ব ও অপরত্ব। দূরস্থে দিক্‌কৃত পরত্ব, সমীপে দিক্‌কৃত অপরত্ব, জ্যেষ্ঠে কালকৃত পরত্ব এবং কনিষ্ঠে কালকৃত অপরত্ব। ইহারা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনে থাকে।

ভট্টমত—ন্যায়মতানুরূপ।

গুরুত্ব—প্রথম পতনের যে অসমবায়িকারণ তাহাই গুরুত্ব। ইহা পৃথিবী ও জলে থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ হয় না। লঘুত্ব গুণ নহে, ইহা গুরুত্বের অভাব। ইহা কারণগুণানুসারে জন্মে।

ভট্টমত—ন্যায়মতানুরূপ।

দ্রবত্ব—প্রথম গড়াইয়া যাওয়ার যে অসমবায়ি কারণ তাহাই দ্রবত্ব। ইহা পৃথিবী, জল ও তেজে থাকে। এই দ্রবত্ব আবার দ্বিবিধ যথা—সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব থাকে জলে এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকে পৃথিবী ও তেজে। ঘৃতাদিতে অগ্নিসংযোগজন্য যে দ্রবত্ব, তাহা পৃথিবীর নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। আর আকরজতেজঃ যে স্বর্ণাদি, তাহাতে অগ্নিসংযোগজন্য যে দ্রবত্ব, তাহা তাহার নৈমিত্তিক দ্রবত্ব।

ভট্টমত—ন্যায়মতানুরূপ।

স্নেহ—চূর্ণাদির পিণ্ডীভাবের হেতু যে গুণ তাহাই স্নেহ। উহা জলমাত্রে থাকে এবং কারণগুণানুসারে জন্মে।

শব্দ—শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই শব্দ। ইহা আকাশ-মাত্রে থাকে। তাহা দ্বিবিধ—ধ্বনিস্বরূপ ও বর্ণস্বরূপ। তন্মধ্যে ধ্বনি-স্বরূপ—শব্দ ঢাক ঢোলের শব্দ। আর সংস্কৃত ভাষাদিরূপ যে শব্দ, তাহা বর্ণাত্মক শব্দ। শব্দ—সংযোগজ, বিভাগজ ও শব্দজভেদে তিন প্রকার হয়।

মীমাংসকমতে বর্ণাত্মকশব্দ—নিত্য দ্রব্যবিশেষ। ধ্বনিটী বায়ুর গুণ ও অনিত্য। বেদান্তমতে বর্ণাত্মকশব্দ—দ্রব্য ; ধ্বনি আকাশের গুণ, কেহই নিত্য নহে। কারণ, ব্রহ্মভিন্ন সবই অনিত্য ও মিথ্যা। উভয়মতে ধ্বন্যাত্মক শব্দটী বর্ণাত্মক শব্দরূপ দ্রব্যের অভিব্যঞ্জক।

প্রাকট্য—ভট্টমতে ইহা সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তি সামান্য গুণ। ইহা সংযুক্ততাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রত্যক্ষগম্য। দ্রব্যের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ ইহা জাতি, গুণ ও কর্ম্মেও থাকে। "ঘটঃ প্রকাশতে" "প্রকটঃ ঘটঃ" ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু বলিয়া ইহা স্বীকার্য্য।

শক্তি—এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (২২৫ পৃঃ)

বুদ্ধি—সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের যে অসাধারণ হেতু তাহাই বুদ্ধি বা জ্ঞান। ব্যবহার অর্থ—আহার বিহারাদি সকলরূপ ব্যবহার। অথবা এস্থলে কেবল শব্দপ্রয়োগমাত্র। এজন্য শব্দপ্রয়োগের অসাধারণ হেতুই জ্ঞান—এরূপও বলা যায়। ইহা আত্মা ও মনের সংযোগে কিংবা আত্মা

মনঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে আত্মাতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না। জন্যজ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়-ক্ষণে স্থিতিলাভ করে, তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়। ধারাবাহিক জ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞান। প্রথম উৎপন্ন সবিকল্পক জ্ঞানকে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বলে, আর এই জ্ঞানের জ্ঞানকে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বলে। ইহাতে জ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞান কিন্তু পরতঃপ্রমাণ এবং পরতঃপ্রকাশ। স্বতঃ-প্রমাণ বা স্বতঃপ্রকাশ নহে।

বেদান্তমতে—এই জ্ঞান বা বুদ্ধি—গুণ পদার্থ নহে; কিন্তু ইহা অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য পদার্থ। এই জ্ঞান দুইরূপ, যথা—অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ জ্ঞান এবং স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান। ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানবিশিষ্ট অন্তঃকরণ যখন যে বিষয়ের আকার ধারণ করে, তখন সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। বিষয়ের সহিত জ্ঞানের যে সম্বন্ধ তাহার নাম আধ্যাসিক সম্বন্ধ। এই আকার ধারণ করাই অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণাম। বৃত্তিজ্ঞানেরই উৎপত্তি বিনাশ আছে, স্বরূপজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই। বৃত্তিজ্ঞান, যাবৎকাল বিষয়স্ফুরণ হয় তাবৎ-কালস্থায়ী বলা হয়। ধারাবাহিক জ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞান নহে—বলা হয়। ভট্টমতে ইহা গুণ, এবং অর্থাপত্তি প্রমাণগম্য। সুতরাং পরতঃপ্রকাশ। কিন্তু স্বতঃপ্রমাণ বলা হয়। প্রভাকর ও বেদান্তমতে ইহা স্বতঃপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ বলা হয়।

বুদ্ধির বিভাগ।

এই বুদ্ধি দ্বিবিধ, যথা—স্মৃতি ও অনুভব। সংস্কারমাত্র হইতে জন্মে যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি। এই স্মৃতিভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই অনুভব।

অনুভবের বিভাগ।

এই অনুভব দ্বিবিধ, যথা—যথার্থ বা প্রমা এবং অযথার্থ বা অপ্রমা।

বেদান্তমতে বৃত্তিজ্ঞান দ্বিবিধ, যথা—প্রমা ও অপ্রমা। প্রমাণজন্য জ্ঞানকে 'প্রমা' বা 'যথার্থ' বলে, প্রমাভিন্ন জ্ঞানকে 'অপ্রমা' বলে। অপ্রমা আবার 'যথার্থ' ও 'ভ্রম' বা 'অযথার্থ'ভেদে দ্বিবিধ। দোষজন্য জ্ঞানের নাম 'অযথার্থ' বা ভ্রম, আর যাহা প্রমাণজন্য অথবা অন্য কোন কারণজন্য তাহা যথার্থ। শুক্তিতে রজতজ্ঞান সাদৃশ্যদোষজন্য, মিষ্ট-বস্তুতে তিক্তবোধ পিত্তদোষজন্য, চন্দ্রে ক্ষুদ্রতার জ্ঞান এবং অনেক বৃক্ষে একতার জ্ঞান দূরত্বরূপ দোষজন্য বলিয়া ভ্রম। স্মৃতিজ্ঞান, সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ঈশ্বরের বৃত্তিজ্ঞান দোষজন্য নহে বলিয়া ভ্রম নহে, কিন্তু যথার্থ। আর প্রমাণজন্য নহে বলিয়া প্রমা নহে, অর্থাৎ অপ্রমা। এই জ্ঞানের বিষয় সংসারদশাতে বাধিত হয় না বলিয়া ইহাকে যথার্থও বলা হয়। যথার্থ অনুভবজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্মৃতি যথার্থ এবং ভ্রম অনুভব হইতে জাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্মৃতি অযথার্থ।

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ।

তদ্‌বিশিষ্টে তৎপ্রকারক যে অনুভব—তাহাই যথার্থ বা প্রমা। সুতরাং রজতত্ববিশিষ্টে যে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান অর্থাৎ "ইহা রজত" এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—"তদ্‌বন্নিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিত তন্নিষ্ঠপ্রকারতাশালী যে অনুভব—তাহাই যথার্থ" বলিতে হইবে। নচেৎ রঙ্গ ও রজতকে "ইহা রজতরঙ্গ" এইরূপ সমূহালম্বন ভ্রমস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। নানামুখ্যবিশেষ্যতাশালী এক জ্ঞানকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে প্রকারতা বিশেষ্যতা থাকে না বলিয়া তাহা প্রমা বা অপ্রমা কিছুই নহে।

বেদান্তমতে অবাধিতার্থক জ্ঞানের নাম প্রমা। অর্থাৎ যে জ্ঞান বাধিত হয় না তাহাই প্রমা। আর স্মৃতিকে প্রমা না বলিতে ইচ্ছা হইলে যাহা অনধিগত এবং অবাধিতার্থক জ্ঞান তাহাকেই প্রমা বলিতে হইবে। এ মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানও প্রমা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুক্তিতে যে শুক্তিজ্ঞান তাহা সুতরাং প্রমা জ্ঞান।

অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ।

তাহার অভাববিশিষ্টে তৎপ্রকারক যে অনুভব—তাহাই অযথার্থ। যেমন শুক্তিতে "ইহা রজত" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা বলা হয়। সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে "তদভাববন্নিষ্ঠ বিশেষ্যতা-নিরূপিত তন্নিষ্ঠপ্রকারতাশালী জ্ঞানই অযথার্থ বলিতে হইবে।

বেদান্তমতে যে জ্ঞান বাধিত হয় তাহা অপ্রমা জ্ঞান, সুতরাং শুক্তিতে রজতজ্ঞান অযথার্থ অপ্রমা জ্ঞান, আর ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মভিন্ন ঘটপটাদি যাবৎ বিষয়ের জ্ঞানই বাধিত হয় বলিয়া যথার্থ অপ্রমা জ্ঞান বলা হয়।

যথার্থ অনুভবের বিভাগ।

যথার্থানুভব চারিপ্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ।

ভট্ট ও বেদান্তমতে ইহা ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ, অর্থাপত্তি, এবং অনুপলব্ধি। প্রভাকরমতে অনুপলব্ধি স্বীকার কয়া হয় না বলিয়া পাঁচ প্রকার।

প্রমাণ বিভাগ।

এই চারিপ্রকার প্রমার করণও চারিপ্রকার; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষ ভিন্ন সবই সবিকল্পক জ্ঞান।

বেদান্ত ও ভট্ট মতে ইহা ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, ও অনুপলব্ধি। প্রভাকরমতে অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করা হয় না। কারণ, তন্মতে অভাব অধিকরণস্বরূপ, পদার্থান্তর নহে। বেদান্তমতে এই প্রমাণের প্রামাণ্য দ্বিবিধ, যথা—ব্যাবহারিকতত্ত্বাবেদকত্ব ও পারমার্থিকতত্ত্বাবেদকত্ব। তন্মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপাবগাহি প্রমাণ ব্যতিরিক্ত সকল প্রমাণের প্রামাণ্য প্রথম প্রকার। এই সকল প্রমাণের বিষয় যে ঘটপটাদি তাহাদের ব্যবহার দশায় বাধ হয় না। আর জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধক "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" হইতে "তত্ত্বমসি" পর্য্যন্ত প্রমাণের প্রামাণ্য দ্বিতীয় প্রকার। ইহাদের বিষয় যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য তাহার কোন কালেই বাধ হয় না।

করণের লক্ষণ।

ব্যাপারবৎ যে অসাধারণ কারণ তাহাই করণ। অসাধারণ অর্থ—কার্য্যত্বব্যাপ্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কার্য্যতানিরূপিত কারণতাশালী। যেমন দণ্ডাদিতে ঘটের প্রতি অসাধারণকারণত্ব থাকে; যেহেতু—কার্য্যত্বের ব্যাপ্য ঘটত্বাদিরূপ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে কার্য্যতা, তাহা থাকে সেই ঘটে, আর সেই ঘটনিরূপিত যে কারণতা, তাহা থাকে দণ্ডে। এই হেতু ঘটের প্রতি দণ্ড অসাধারণ কারণ। ভ্রমণাদিরূপ যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারবত্ত্ববশতঃ উহাই করণ। সুতরাং সাধারণত্ব বলিতে—কার্য্যত্বাবচ্ছিন্ন কার্য্যতানিরূপিত কারণতাশালিত্ব। ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্টাদি কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নের প্রতিই কারণ হয় বলিয়া সাধারণ কারণ। কার্য্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ—ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের যত্ন, প্রাগভাব, কাল, দিক্ এবং অদৃষ্ট—এই আটটী।

কারণের লক্ষণ।

যাহা কার্য্যের নিয়তভাবে পূর্ব্বে থাকে, তাহাই কারণ। ইহার অর্থ—অনন্যথাসিদ্ধ হইয়া কার্য্যের যাহা নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি তাহাই কারণ।

কার্য্যের লক্ষণ।

যাহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী তাহাই কার্য্য। "এখানে ঘট হইবে" বলিলে যে অভাব বুঝায় তাহাই প্রাগভাব। এস্থলে ঘট তাহার প্রতিযোগী বলিয়া ঘটটী কার্য্য।

কারণের বিভাগ।

কারণ ত্রিবিধ, যথা—সমবায়ি, অসমবায়ি এবং নিমিত্ত।

সমবায়িকারণের লক্ষণ।

যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে কারণের উপর সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য থাকে—তাহাই সমবায়ি কারণ। যেমন, পটের প্রতি তন্তু, এবং ঘটের প্রতি কপাল—সমবায়ি কারণ। এখানে কারণ-রূপ তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধদ্বারা কার্য্যপট সম্বদ্ধ হইলে পটাত্মক কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া অর্থাৎ পট সমবায়সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে বলিয়া তন্তু পটের সমবায়ি কারণ। তদ্রূপ পটরূপাদির প্রতি পট—সমবায়ি কারণ। যেহেতু, পটরূপটী গুণ, সমবায়সম্বন্ধে তাহা দ্রব্যপটে থাকে। সূক্ষ্মভাবে সমবায়িকারণের লক্ষণ বলিতে গেলে বলিতে হয়—সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কার্য্যতানিরূপিত-তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কারণতাশ্রয়ত্বই সমবায়িকারণত্ব। যেমন—সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদিতে, কপালাদি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে বলিয়া, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঘটত্বাবচ্ছিন্ন যে কার্য্যতা, সেই কার্য্যতানিরূপিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কারণতা কপালাদিতে থাকে। জন্যভাববস্তু যে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম, সেই তিনটীরই পক্ষে দ্রব্যটী সমবায়িকারণ হয়। অর্থাৎ ঘটাদি অংশী দ্রব্যের সমবায়ি-কারণ—তাহার অংশ কপালাদি দ্রব্যই হয়, আর উৎপন্ন গুণের এবং কর্ম্মের সমবায়িকারণ—তাহাদের আশ্রয় দ্রব্যই হয়। সংক্ষেপে—সম-বায়িকারণ—দ্রব্যই হয়।

অসমবায়িকারণের লক্ষণ।

কার্য্যের সহিত কিংবা কারণের সহিত একই বিষয়ে সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয়, তাহা অসমবায়িকারণ। যেমন প্রথম স্থলে তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ এবং দ্বিতীয় স্থলে তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়ি-কারণ। প্রথম স্থলে অর্থাৎ কার্য্যের সহিত একই বিষয়ে সমবেত হইয়া

যাহা কারণ হয় তাহাই অসমবায়িকারণ—এইস্থলে, সুতরাং তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ—এইস্থলে, পটস্বরূপ কার্য্যের সহিত তন্তুসংযোগটী একই বিষয়ে অর্থাৎ তন্তুতে সমবেত হওয়ায় অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকায় পটাত্মক কার্য্যের প্রতি তন্তুসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। দ্বিতীয় স্থলে অর্থাৎ কারণের সহিত একই বিষয়ে সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয় তাহাই অসমবায়িকারণ—এই স্থলে, সুতরাং তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ—এইস্থলে, পটরূপের সমবায়িকারণ যে পট, সেই কারণরূপ পটের সহিত তন্তুরূপটী একই বিষয়ে অর্থাৎ তন্তুতে সমবেত হওয়ায় অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে থাকায় তন্তুরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যেহেতু পট সমবায়সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে, তন্তুরূপও তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, পটরূপও পটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে এবং তন্তুসংযোগও তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। এজন্য তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ, এবং তন্তুরূপও পটরূপের অসমবায়িকারণ বলা হয়। স্বল্প কথায়—'সমবায়িকারণে সম্বদ্ধ কারণই অসমবায়িকারণ'। ইহা দ্রব্যের পক্ষে গুণই হয় এবং গুণের পক্ষে গুণ ও কর্ম্ম হয়।

নিমিত্তকারণের লক্ষণ।

এই সমবায়িকারণতা ও অসমবায়িকারণতা ভিন্ন যে কারণতা, তাহা নিমিত্তকারণতা। যেমন দ্ব্যণুকের পক্ষে ঈশ্বর এবং পটের পক্ষে তাঁত, তাঁতী ও মাকু প্রভৃতি নিমিত্তকারণ।

এই কারণ তিনটী ভাবরূপ কার্য্যপদার্থেরই সম্ভব হয়। জন্য-অভাবের কেবল নিমিত্তকারণই থাকে। তবে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে ঘটত্বপটত্বনিষ্ঠ যে দ্বিত্বসংখ্যা তাহা ভাবকার্য্য হইলেও তাহার কেবল নিমিত্তকারণই থাকে। এরূপ ব্যতিক্রম আরও আছে।

বেদান্তমতে সমবায় স্বীকার করা হয় না বলিয়া তন্মতে সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ স্বীকার করা হয় না। এজন্য তন্মতে উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ—এই দ্বিবিধ

কারণই স্বীকার করা হয়। সমবায়ি কারণটী উপাদান কারণ রূপ হয় এবং অসমবায়ি কারণটী নিমিত্তকারণের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত তন্মতে কারণত্বেরই নির্ব্বচন হয় না বলিয়া অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলা হয়। আর তাহা হইলেই জগৎ মিথ্যা হয়। প্রভাকরমতে সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া অসমবায়িকারণ স্বীকারে আপত্তি নাই।

করণলক্ষণের উপসংহার।

এইরূপে এই ত্রিবিধ কারণমধ্যে যাহা ব্যাপারবৎ হইয়া অসাধারণ কারণ হয়, তাহাই করণ। ব্যাপারবত্ত্ব বিশেষণটী না দিলে, তন্তুসংযোগ এবং কপালসংযোগও, পট এবং ঘটের করণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা করণ হয় না। যেহেতু কার্য্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে কার্য্যতা, সেই কার্য্যতানিরূপিত কারণতাশালিত্বই অসাধারণত্ব। এস্থলে তন্তু-সংযোগ ও কপালসংযোগ, কার্য্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্ম যে পটত্ব ও ঘটত্বাদি, তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্নের প্রতি কারণ হওয়ায় অসাধারণ কারণ হয়, কিন্তু তাহারা ব্যাপারবৎ হয় না। যেহেতু "তজ্জন্য হইয়া তজ্জন্যের জনকই" ব্যাপার-পদবাচ্য। এখানে তন্তুসংযোগ ও কপালসংযোগজন্য কোন কিছু পদার্থ, কার্য্যস্বরূপ পট ও ঘটের জনক হয় না। এজন্য তন্তুসংযোগ ও কপাল-সংযোগ করণ হয় না। অসাধারণ পদ না দিলে, ঈশ্বর ও অদৃষ্টাদিরও ব্যাপারবত্ত্ববশতঃ করণত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর অদৃষ্ট আদি—সকল কার্য্যেরই সাধারণ কারণ, অসাধারণ কারণ নহেন।

প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের যাহা করণ তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমাণ। ইহা—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ ও মনঃ—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ শব্দে প্রত্যক্ষের করণ 'ইন্দ্রিয়াদি' এবং 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান'—এই উভয়ই বুঝায়।

বেদান্তমতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ কোন কোন গ্রন্থে অন্তঃকরণবৃত্তিকে বলা হইয়াছে। এই মতে ব্যাপারকেই করণ বলা হয়। ব্যাপারকে করণ না বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে ইন্দ্রিয়কেই করণ বলা হইয়াছে। যেহেতু বাচস্পতিমতে মনঃ ইন্দ্রিয়। কিন্তু ধর্ম্মরাজের মতে মনঃ ইন্দ্রিয় নহে। এজন্য তন্মতে বৃত্তিই করণ। সুতরাং তন্মতে বহির্বিষয়প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়করণ এবং সুখ ও সুখত্বাদি আন্তরপ্রত্যক্ষে নির্ব্ব্যাপার বৃত্তিকেই করণ বলা হয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ।

জ্ঞান যাহার করণ হয় না, তাদৃশ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। কেবল জন্য-প্রত্যক্ষস্থলে—ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ।

বেদান্তমতে—প্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ। এই ব্রহ্মাশ্রিত মায়া পরিণত হইয়া যে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, তাহা যখন সেই মায়া হইতে উৎপন্ন ঘটাদি বিষয়ের আকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ ঘটাদিবিষয় অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, আর তাহার ফলে তখন চৈতন্যদ্বারা সেই বিষয়ের যে প্রকাশ, তাহাই সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ ফল। ইহারই নাম বৃত্তিজ্ঞান। ইহারই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। ঘটাদিবিষয়ের জ্ঞানে এইরূপে বৃত্তিব্যাপ্তি ও ফলব্যাপ্তি উভয়ই স্বীকার করা হয়, কেবল আত্মপ্রত্যক্ষে বৃত্তিব্যাপ্তিই স্বীকার্য্য, ফলব্যাপ্তি স্বীকার্য্য নহে। আর বিষয়ের যখন প্রত্যক্ষ হয় তখন ব্রহ্মচৈতন্যাশ্রিত যে বিষয় সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যে প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদ হয়, অর্থাৎ উক্ত চৈতন্যবিশিষ্ট অন্তঃকরণবৃত্তি যখন বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অজ্ঞান আবরণ নাশ করিয়া বা তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তাহাতে অধ্যস্ত বিষয়কে আত্মাতে অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্যে অধ্যস্ত করে, তখনই সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং এ সময় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সন্নিকর্ষও হয়। তবে ন্যায়মতের ন্যায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়—বলা হয় না। জ্ঞান স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, তাহাতে অধ্যস্ত হওয়াই বিষয়ের প্রত্যক্ষ—এইমাত্র। আর যখন জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়, তখন জ্ঞানরূপ প্রমাণচৈতন্যে বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের অভেদ হয়। উক্ত স্বপ্রকাশব্রহ্মচৈতন্য যখন অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তখন প্রমাতৃচৈতন্য নামে অভিহিত হয়, যখন উক্ত চৈতন্য অন্তঃকরণের বৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তখন প্রমাণচৈতন্য নামে উক্ত হয়, আর যখন ঘটাদি বিষয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তখন বিষয়চৈতন্য নামে কথিত হয়। এই অবচ্ছিন্ন হওয়া আর অধ্যস্ত হওয়া বা কল্পিত হওয়া একই কথা। প্রমার যাহা বিষয় তাহা প্রমেয় বা মেয়, প্রমার যাহা আশ্রয় তাহা প্রমাতা বা মাতা, প্রমার যাহা করণ তাহা প্রমাণ বা মান বলা হয়। ভট্টমতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষপ্রমার ভেদ।

সেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান—চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ এবং মানস ভেদে ষড়বিধ; এবং নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে আবার দ্বিবিধ।

যাহা চক্ষুরিন্দ্রিকরণক প্রত্যক্ষ তাহা চাক্ষুষ, যেমন—ঘট ও তাহার রূপের প্রত্যক্ষ। যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ তাহা শ্রাবণ, যেমন—শব্দের প্রত্যক্ষ। যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ তাহা ঘ্রাণজ, যেমন—সৌরভের প্রত্যক্ষ। যাহা রসনেন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ তাহা রাসন; যেমন—মিষ্টরসের প্রত্যক্ষ। যাহা ত্বগিন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ তাহা ত্বাচ,

যেমন জল ও তাহার শীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ, এবং যাহা মনইন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ তাহা মানস প্রত্যক্ষ; যেমন সুখ, দুঃখ ও আত্মার প্রত্যক্ষ।

বেদান্তমতে এই ষড়্‌বিধ ও উক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই স্বীকার করা হয়। এতদ্ভিন্ন শব্দ-জন্য প্রত্যক্ষও পদ্মপাদের মতে স্বীকার করা হয়।

নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ।

যাহা নিষ্প্রকারক জ্ঞান, তাহাই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞানে প্রকারতা, বিশেষ্যতা ও সংসর্গতা নাই তাহাই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। এই জ্ঞানের যে বিষয়তা তাহা বিশেষ্যতা, প্রকারতা ও সংসর্গতারূপ নহে; কিন্তু তাহা চতুর্থপ্রকার। কোন কিছুকে 'একটা কিছুমাত্র' বলিয়া যে বোধ, তাহাই এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয় না।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ।

যাহা সপ্রকারক জ্ঞান তাহাই সবিকল্পক জ্ঞান। যেমন "অয়ং ঘটঃ" "অয়ং ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি। এই জ্ঞানে বিশেষ্যতা, প্রকারতা এবং সংসর্গতা —এই ত্রিবিধ বিষয়তা থাকে। "ইনি ব্রাহ্মণ" এই জ্ঞানটী ইদন্তাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতানিরূপিত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণত্বনিষ্ঠপ্রকারতাশালী জ্ঞান।

এই জ্ঞান দুই প্রকার, যথা—ব্যবসায়াত্মক ও অনুব্যবসায়াত্মক। "অয়ং ঘটঃ" ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান, আর "ঘটজ্ঞানবান্ অহং" ইহা অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান। এই ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে ঘটটী বিষয়; আর অনুবসায়াত্মক জ্ঞানে ঘট, ঘটজ্ঞান এবং সেই ঘটজ্ঞানের যে জ্ঞাতা—এই তিনটীই বিষয় হয়।

প্রত্যক্ষের ব্যাপার সন্নিকর্ষের ভেদ।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের আর একটী কারণ সন্নিকর্ষ। ইহার নাম ব্যাপার। ইহা দুই প্রকার যথা—লৌকিক সন্নিকর্ষ এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ।

লৌকিক সন্নিকর্ষ নিরূপণ।

লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয়প্রকার, যথা—সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্ত-সমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় এবং বিশেষণবিশেষ্যভাব। যথা—

চক্ষুদ্বারা ঘটপ্রত্যক্ষে চক্ষু ও ঘটের সংযোগটী সন্নিকর্ষ হয়।

চক্ষুদ্বারা ঘটরূপ প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু চক্ষুসংযুক্ত হয় ঘট, সেই ঘটে রূপটী সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

" ঘটরূপত্ব " সংযুক্তসমবেতসমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু চক্ষুসংযুক্ত ঘটে রূপটী সমবেত, সেই রূপে রূপত্ব জাতিটী সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

শ্রোত্রদ্বারা শব্দ " সমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু কর্ণবিবরবর্ত্তী আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শব্দ আকাশের গুণ, আর গুণ ও গুণীর মধ্যে সমবায়ই সম্বন্ধ।

" শব্দত্ব " সমবেত সমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু শ্রোত্র-সমবেত শব্দে শব্দত্ব সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

চক্ষুদ্বারা অভাব " বিশেষণবিশেষ্যভাবটী সন্নিকর্ষ। যেহেতু ঘটা-ভাববদ্ ভূতল এইস্থলে চক্ষুসংযুক্ত ভূতলে ঘটা-ভাবটী বিশেষণ হইয়া থাকে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, দ্রব্যগ্রাহক ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষু ত্বক্ ও মনঃ —এই তিনটী বুঝিতে হইবে। অপর যে ঘ্রাণ, রসনা ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, তাহারা গুণগ্রাহক, দ্রব্যগ্রাহক নহে। এজন্য রসনেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় যথাক্রমে রস ও গন্ধ গুণের এবং রসত্ব ও গন্ধত্ব জাতির গ্রাহক বলিয়া সেই রসের প্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্তসমবায় এবং গন্ধের প্রত্যক্ষে ঘ্রাণ-সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয়; আর রসত্বপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্তসমবেতসমবায় এবং গন্ধত্বপ্রত্যক্ষে ঘ্রাণসংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এস্থলে সংযোগটী সন্নিকর্ষ হয় না। পরন্তু অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণবিশেষ্যভাব নামক বিশেষণতাটী সন্নিকর্ষ হয়, এজন্য উক্ত পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘট, ঘটরূপ, রূপত্ব, শব্দ ও শব্দত্ব, তাহাদের অভাব প্রত্যক্ষকালে উক্ত পাঁচ প্রকার সন্নিকর্ষের সহিত বিশেষণতা সন্নিকর্ষটী যুক্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ দ্রব্যাধিকরণক অভাবপ্রত্যক্ষে, যথা—ভূতলে ঘটাভাব

প্রত্যক্ষে সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ, দ্রব্যসমবেতাধিকরণক অভাব-প্রত্যক্ষে, যথা—নীলাদিতে পীতত্বের অভাব এবং ঘটত্বাদি জাতিতে পটত্বের অভাব, ইত্যাদির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা, আর দ্রব্যসমবেতসমবেতাধিকরণক অভাবপ্রত্যক্ষে, যথা—নীলত্বাদি জাতিতে পীতত্বের অভাবপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবেতবিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়।

এস্থলে কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য এইরূপ—দ্রব্যবৃত্তি লৌকিক-বিষয়তা সম্বন্ধে চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চক্ষুঃসংযোগের কারণতা। আবার দ্রব্যসমবেতবৃত্তি লৌকিকবিষয়তা সম্বন্ধে চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়ের কারণতা। আর দ্রব্যসমবেতসমবেতবৃত্তি লৌকিকবিষয়তা সম্বন্ধে চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত-সমবায় সম্বন্ধের কারণতা বুঝিতে হইবে। এইরূপ দ্রব্যবৃত্তি লৌকিক বিষয়তা সম্বন্ধে ত্বাচপ্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি ত্বক্‌সংযোগের হেতুতা। দ্রব্যসমবেতবৃত্তি লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে দ্রব্যসমবেত ত্বাচপ্রত্যক্ষত্বাব-চ্ছিন্নের প্রতি ত্বক্‌সংযুক্তসমবায়ের হেতুতা। আর দ্রব্যসমবেতসমবেত-বৃত্তি লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে দ্রব্যসমবেতসমবেত উষ্ণত্বশীতত্বাদি জাতির স্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্তসমবেতসমবায়ের হেতুতা। আর আত্মরূপ দ্রব্যের মানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযোগের হেতুতা। আত্মসমবেত সুখাদির মানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তসমবায়ের হেতুতা এবং আত্মসমবেতসমবেত সুখত্বাদি জাতির মানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায়ের হেতুতা।

বেদান্ত ও ভট্টমতে সমবায় স্বীকার করা হয় না এবং তৎপরিবর্ত্তে তাদাত্ম্য স্বীকার করা হয় বলিয়া এবং শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশরূপ নহে, কিন্তু চক্ষুরাদি যেমন তেজ আদি হইতে উৎপন্ন তদ্রূপ আকাশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শব্দপ্রত্যক্ষে সংযুক্ততাদাত্ম্যই সন্নিকর্ষ হয় এবং শব্দত্বপ্রত্যক্ষে সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। আর ঘটাদি দ্রব্য-প্রত্যক্ষে সংযোগটী সন্নিকর্ষ, ঘটরূপপ্রত্যক্ষে সংযুক্ততাদাত্ম্যটী সন্নিকর্ষ এবং রূপত্বপ্রত্যক্ষে সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্যটী সন্নিকর্ষ হয়। আর অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অভাব-অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য বলিয়া বিশেষণতা সন্নিকর্ষও আবশ্যক হয় না। বেদান্তপরিভাষা-কারের মতে অনুপলব্ধি প্রমাণজন্য অভাবের প্রত্যক্ষই হয়। ত্বাচ ও মানস প্রত্যক্ষে

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় সংযোগ, সংযুক্ততাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য সন্নিকর্ষ আবশ্যক হয়। আর ঘ্রাণজ ও রাসনপ্রত্যক্ষে সংযুক্ততাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য এই দুইটীই সন্নিকর্ষ হয়। সুতরাং বেদান্তমতে সন্নিকর্ষ তিনটী, যথা—সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য। চাক্ষুষ ও শ্রাবণপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে, কিন্তু অপরপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে না; পদ্মপাদের মতে "তুমিই সেই" ইত্যাদি শব্দ হইতেও প্রত্যক্ষ হয়। বাচস্পতিমতে তাহা হয় না। এজন্য পদ্মপাদের মত শব্দাপরোক্ষবাদ এবং বাচস্পতিমতে শব্দপরোক্ষবাদ স্বীকার করা হয়।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ বিভাগ।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, যথা—সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ, জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ এবং যোগজ সন্নিকর্ষ।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ।

ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষানন্তর ধূমত্ব ও বহ্নিত্বরূপে যাবদ্ ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়। ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব এখানে সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম। ধূমত্ব ও বহ্নিত্বরূপে যাবদ্ ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ না হইলে ধূম ও বহ্নি ব্যক্তির দর্শনান্তর ধূমত্বাবচ্ছিন্নে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপ্তিসংশয় হইত না। এই যাবদ্ ধূম ও বহ্নিপ্রত্যক্ষে ধূমত্ব ও বহ্নিত্বরূপ সামান্যের জ্ঞানটী সন্নিকর্ষ-রূপ হয় বলিয়া ইহাকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলে।

বেদান্তমতে এই সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয় না। তন্মতে তাবদ্ ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু প্রত্যেক ঘটপ্রত্যক্ষে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটব্যক্তিরই প্রত্যক্ষ হয়—ইহাই অনুভবসিদ্ধ। অন্য ঘটকে যে ঘট বলিয়া জানি তাহা অনুমানবলেই জানি।

জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ।

প্রথমে চন্দনের প্রত্যক্ষকালে চক্ষুর দ্বারা চন্দনপ্রত্যক্ষ হয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা তাহার সৌরভের প্রত্যক্ষ হয়। এই চন্দনের যে সৌরভ-জ্ঞান, এই জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষদ্বারা সময়ান্তরে চন্দনপ্রত্যক্ষকালে চক্ষুর দ্বারাই সৌরভের প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। শুক্তিতে রজতভ্রমকালে এই জ্ঞানই সন্নিকর্ষ হইয়া হট্টস্থ রজতের সহিত আমাদের চক্ষুর সম্বন্ধ করিয়া দেয়।

বেদান্তমতে ইহাও স্বীকার করা হয় না। কারণ, এই জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিলে পর্ব্বতে বহ্নির আর অনুমিতি না হইয়া বহ্নির প্রত্যক্ষই হইয়া যাইত। সৌরভের প্রত্যক্ষ এস্থলে বেদান্তমতে ভ্রমই, অন্য কিছু নহে। অথবা সৌরভের জ্ঞান এস্থলে অনুমানই বলা হয়।

যোগজ সন্নিকর্ষ।

যোগশক্তি বলে দূরবর্ত্তী অতীত অনাগত বস্তুর প্রত্যক্ষ আমাদের হয়। এই যোগশক্তিটী তখন সন্নিকর্ষস্থানীয় হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান হয়।

বেদান্তমতে ইহাও স্বীকার করা হয় না। ইহাও স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষ এবং স্থলবিশেষে অনুমানরূপ হয়। ইহা ইন্দ্রিয়াদির সামর্থ্যাধিক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সন্নিকর্ষটী প্রত্যক্ষের ব্যাপাররূপ কারণ।

এই সন্নিকর্ষটী প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাপার। ইহা হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়গণ এই ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আসাধারণ কারণ হয় বলিয়া প্রত্যক্ষের "করণ" নামে অভিহিত হয়। অতএব সন্নিকর্ষগুলি ব্যাপার বলিয়া কারণপদবাচ্য হয়।

প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া।

এই প্রত্যক্ষ হইতে গেলে আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আত্ম-সংযুক্ত মনঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। মানসপ্রত্যক্ষে আত্মসংযুক্ত মনঃ, অন্তরের বিষয় যে সুখাদি, তাহার সহিত সংযুক্তসমবায়াদি কথিত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়—এই মাত্র প্রভেদ। চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে, অন্য ইন্দ্রিয় গমন করে না—ইহাও বলা হয়। ইহাই হইল প্রত্যক্ষের পরিচয়।

বেদান্তমতে ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যে প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদ হওয়াতেই বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব হয়।

অনুমিতির পরিচয়।

অনুমিতির যাহা করণ তাহা অনুমান। এই অনুমানটী ব্যাপ্তির জ্ঞান। পরামর্শটী ব্যাপার। আর অনুমিতি তাহার ফল। পরামর্শটী ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়া অনুমিতির জনক হওয়ায় তাহা অনুমিতির ব্যাপার হইল। এজন্য বলা হয়—পরামর্শজ্ঞানজন্য জ্ঞানই শেষ জ্ঞান। প্রাচীনের মতে পরামর্শই করণ। এমতে করণ বলিতে "ব্যাপারবৎ অসাধারণ" কারণ নহে, কিন্তু কেবল অসাধারণ কারণই করণ। সুতরাং করণের ব্যাপার না থাকিয়াও তাহা করণ হয়।

বেদান্তমতে পরামর্শ অনুমিতির ব্যাপাররূপ কারণ নহে। কিন্তু ব্যাপ্তিস্মৃতি বা ব্যাপ্তির উদ্বুদ্ধ সংস্কারই ব্যাপাররূপ কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানটী করণ।

পরামর্শের লক্ষণ।

যে পরামর্শ জ্ঞানের পরই অনুমিতি জন্মে, সেই পরামর্শ বলিতে "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতার জ্ঞান"কে বুঝায়।

যেমন "পর্ব্বতটী বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতির স্থলে বহ্নিব্যাপ্য যে ধূম, সেই ধূমবান্ এই পর্ব্বত—এই জ্ঞানটী পরামর্শ। এইরূপ জ্ঞান হইলেই পর্ব্বতটী বহ্নিমান্—এইরূপ অনুমিতি হয়। এখানে পর্ব্বতটী পক্ষ, বহ্নিটী সাধ্য। এজন্য সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে হইবে—সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ—এই জ্ঞানই পরামর্শ।

ব্যাপ্তির লক্ষণ।

ব্যাপ্তি দুই প্রকার, যথা—অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অন্বয়-ব্যাপ্তির লক্ষণ—যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি—এইরূপ যে সাহচর্য্য-নিয়ম তাহাই ব্যাপ্তি। অন্য কথায়—সাধ্যাভাবদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। ইহার অর্থ—সাধ্যের অভাবের যে অধিকরণ তাহাতে না থাকাই ব্যাপ্তি। কিন্তু "কেবলান্বয়ী" অনুমিতির স্থলে অর্থাৎ "ঘটটী প্রমেয়, যেহেতু তাহা অভিধেয়" এরূপ স্থলে এই লক্ষণ যায় না; এজন্য অন্যরূপ লক্ষণ এক্ষণে যাহা বলিতে হয়, তাহা—"প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতু-সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যসামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। অর্থাৎ প্রতিযোগীর সহিত একসঙ্গে থাকে না, অথচ হেতুর সহিত একসঙ্গে থাকে যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগী নহে এরূপ যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর একত্র থাকাই ব্যাপ্তি।

ব্যতিরেক ব্যাপ্তির লক্ষণ—সাধ্যের অভাবের ব্যাপকীভূত যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব। এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তিই "পর্ব্বতটী

বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে”—এই নির্দ্দোষ অনুমানে যায় এবং “পর্ব্বতটী ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে”—এই দুষ্ট অনুমানে যায় না।

যেমন, “পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ধূমবান্” এস্থলে সাধ্য = বহ্নি, হেতু = ধূম। সাধ্যের অভাব = বহ্নির অভাব, তাহার অধিকরণ = জলহ্রদ, কারণ, সেখানে বহ্নি থাকে না, তাহাতে যে অবৃত্তিত্ব অর্থাৎ না থাকা, তাহা হেতু ধূমে আছে, সুতরাং লক্ষণ যাইল।

আর “পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে” এই দুষ্ট অনুমানস্থলে এই লক্ষণটী যায় না। কারণ, সাধ্য = ধূম, সেই সাধ্যের অভাব = ধূমাভাব, তাহার অধিকরণ = তপ্তলৌহপিণ্ড, তাহাতে অবৃত্তিত্ব অর্থাৎ না থাকা, হেতু যে বহ্নি, তাহাতে নাই; কারণ, তথায় হেতু বহ্নি থাকেই, এজন্য হেতু বহ্নিতে সাধ্যাভাবদ্‌বৃত্তিত্বই থাকে। অতএব এই স্থলে লক্ষণ যাইল না।

আর এই লক্ষণটী “ঘটঃ অভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ” এই নির্দ্দোষ কেবলান্বয়ী অনুমানস্থলেও যায় না। কারণ, সাধ্য যে অভিধেয়ত্ব, তাহার অভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যাভাবদবৃত্তিত্ব পাওয়া যায় না।

উক্ত দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োগ, যথা—উক্ত “পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ” স্থলে “প্রতিযোগিব্যধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব” বলিতে ঘটাভাব ধরা গেল; কারণ, ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট, তাহার সহিত এক অধিকরণে ঘটাভাব থাকে না। আর এই ঘটাভাব হেতুসমানাধিকরণ হয়; কারণ, এই ঘটাভাব হেতু ধূমের সহিত এক অধিকরণে থাকে, সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবটী ঘটাভাব হইল। তাহার প্রতিযোগী হয় ঘট, আর অপ্রতিযোগী হয় বহ্নি, সেই বহ্নিই এখানে সাধ্য। তাহার সহিত এক অধিকরণে থাকে হেতু ধূম, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিল।

আর ইহা কিন্তু “পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে”—এই দুষ্ট-স্থলে যাইবে না। কারণ, এস্থলে অপ্রতিযোগী সাধ্য পাওয়া যায় না।

তাহার পর এই লক্ষণটী উক্ত "ঘটঃ অভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ" এই নির্দ্দোষ কেবলান্বয়ী স্থলেও যাইবে, যেহেতু "প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব" এখানে ঘটাভাব ধরা যায়, তাহার অপ্রতিযোগী সাধ্য বহ্নি হয়। অতএব দ্বিতীয় লক্ষণটী সর্ব্বস্থলেই যায়, প্রথমলক্ষণটী কেবলান্বয়ী স্থলভিন্ন অন্যত্র যায়।

ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণও এই "পর্ব্বত বহ্নিমান্" স্থলে যাইবে, যথা —সাধ্যাভাব = বহ্নির অভাব, তাহার ব্যাপকীভূত অভাব = ধূমাভাব। কারণ, বহ্নির অভাব যেখানে যেখানে থাকে, সেখানে ধূমাভাব থাকেই, কিন্তু ধূমাভাব যে তপ্তলৌহপিণ্ডে থাকে, তথায় বহ্নিই থাকে, বহ্নির অভাব থাকে না। এজন্য ধূমাভাবটী বড় বা ব্যাপক এবং বহ্ন্যভাবটী ছোট বা ব্যাপ্য। অতএব সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাব = ধূমাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব হেতু ধূমে থাকায় ধূমে এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকিল। ব্যাপ্তি গ্রহোপায় এবং ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্ত্তক তর্কের কথা পরে কথিত হইবে।

সমব্যাপ্তি ও বিষমব্যাপ্তি।

যেস্থলে ব্যাপ্য ও ব্যাপক সমান সমান দেশে থাকে, সেস্থলে সমব্যাপ্তি থাকে এবং যেস্থলে ব্যাপক ব্যাপ্য অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি হয়, তথায় বিষমব্যাপ্তি হইয়া থাকে। ধূম ও বহ্নিস্থলে বহ্নি—ব্যাপক ও ধূম —ব্যাপ্য। ইহারা সমান দেশবৃত্তি হয় না বলিয়া ইহাদের যে ব্যাপ্তি তাহা বিষমব্যাপ্তি। আর "শব্দঃ অনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ" এই স্থলে সাধ্য অনিত্যত্ব ও হেতু কৃতকত্ব সমানদেশবৃত্তি হয় বলিয়া ইহাদের যে ব্যাপ্তি তাহাকে সমব্যাপ্তি বলে।

বেদান্তমতে ব্যাপ্তির উক্ত অন্বয়-লক্ষণে বিশেষ আপত্তি করা হয় না, তথাপি বলা হয় —অশেষসাধনাশ্রয়াশ্রিত যে সাধ্য সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। অর্থাৎ হেতুর যত আশ্রয় আছে, তাহাতে থাকে যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর যে এক অধিকরণে থাকা, তাহাই ব্যাপ্তি। এমতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি স্বীকার করা হয় না, তাহার

স্থানে অর্থাপত্তি নামক একটী পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হয়। কারণ, সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকিলে সেই হেতুর দ্বারা ব্যাপ্য সাধ্যাভাবেরই লাভ হয়, সাধ্যের লাভ হয় না। তাহার পর সেই হেত্বভাব ও সাধ্যাভাবকে ধরিয়া তাহাদের প্রতিযোগীর মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্থির করিয়া আবার অন্বয়ব্যাপ্তির দ্বারা অনুমান করিলে "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই অনুমিতি হয়। এজন্য অনুপপত্তি জ্ঞানদ্বারা সাধ্যের জ্ঞানলাভ করা হয়। আর তাহারই নাম অর্থাপত্তি প্রমাণ। ইহা পরে বলা হইবে।

পক্ষধর্ম্মতার লক্ষণ।

ব্যাপ্য যে 'হেতু' তাহার যে পক্ষে থাকা, তাহাই পক্ষধর্ম্মতা। সুতরাং "পর্ব্বত বহ্নিমান্, ধূমহেতু" এই স্থলে হেতু ধূমের যে পর্ব্বতে থাকা, তাহাই পক্ষধর্ম্মতা। ইহা না থাকিলে অনুমিতি হয় না। অতএব ইহাও একটী অনুমিতির কারণ।

পরামর্শের উপসংহার।

অতএব "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানের নাম পরামর্শ" যে বলা হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়া এই পক্ষধর্ম্মতারও লক্ষণ বলা হইল। সুতরাং পরামর্শের আকার হইল—সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ; অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত—এই জ্ঞানটি প্রকৃতস্থলে পরামর্শ হইল। আর এই পরামর্শজন্য "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই অনুমিতি হইল।

অনুমানের ভেদ।

অনুমান দ্বিবিধ, যথা—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। যাহা নিজকে বুঝাইবার জন্য, তাহা স্বার্থানুমান এবং যাহা পরকে বুঝাইবার জন্য তাহা পরার্থানুমান। ইহাতেই ন্যায়াবয়ব থাকে। ন্যায়াবয়ব বলিতে প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণাদি বুঝায়।

স্বার্থানুমানের পরিচয়।

যাহা নিজের জন্য অনুমিতির হেতু হয়, তাহাই স্বার্থানুমান। ইহা যে প্রকারে হয়, তাহা এই—প্রথমস্তরে—রন্ধনশালাদির দর্শন; দ্বিতীয়স্তরে—নিজে নিজে রন্ধনশালাদি হইতে "যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি" এইরূপে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির জ্ঞানলাভ; তৃতীয়স্তরে—

এই জ্ঞানলাভ করিয়া পর্ব্বতসমীপে গমন ; চতুর্থস্তরে—সেই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির সন্দেহ ; পঞ্চমস্তরে—"যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি" এই ব্যাপ্তির স্মরণ ; ষষ্ঠস্তরে—"বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত" এই জ্ঞানের উদয় ; ইহারই নাম তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। সপ্তম-স্তরে—এই লিঙ্গপরামর্শ হইবার পর "পর্ব্বত বহ্নিমান্"—এইরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ হইলে স্বার্থানুমান হয়। রন্ধনশালাতে ধূম ও বহ্নি দেখিয়া যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা প্রথমলিঙ্গপরামর্শ, তৎপরে পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির যে স্মরণ, তাহা দ্বিতীয়লিঙ্গপরামর্শ এবং পরিশেষে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত"—ইহা তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শ বলা হয়।

পরার্থানুমানের পরিচয়।

আর যখন স্বয়ং ধূম, হইতে অগ্নি অনুমান করিয়া পরকে বিশ্বাস করাইবার জন্য পাঁচটী ন্যায়াবয়বযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই অনুমানকে পরার্থানুমান বলে। সেই ন্যায়াবয়ব পাঁচটী, যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন ; যেমন—

পর্ব্বত বহ্নিমান্—ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য ও প্রথম ন্যায়াবয়ব।

ধূমবত্ত্বাৎ— ইহা হেতুবাক্য ও দ্বিতীয় ন্যায়াবয়ব।

যো যো ধূম্‌বান্ স স বহ্নিমান্, যথা মহানসম্—ইহা উদাহরণবাক্য ও তৃতীয় ন্যায়াবয়ব।

তথা চ অয়ম্ বা বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্, অয়ম্—ইহা উপনয়বাক্য ও চতুর্থ ন্যায়াবয়ব।

তস্মাৎ পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্—ইহা নিগমন বাক্য ও পঞ্চম ন্যায়াবয়ব।

পক্ষ সাধ্য হেতু ও দৃষ্টান্তের পরিচয়।

এস্থলে পর্ব্বতটী—পক্ষ। বহ্নিটী—সাধ্য, ধূমটী—হেতু এবং মহানসটী দৃষ্টান্ত। এই পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত পাঁচটী ন্যায়াবয়ব-বাক্য রচিত হইয়াছে। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহাই পক্ষ।

পক্ষে যাহার অনুমিতি হয় তাহাই সাধ্য, যাহা পক্ষে থাকায় অনুমিতি হয় তাহাই হেতু। এই হেতু তিন প্রকার হয়, ইহা পরে সবিস্তারে কথিত হইবে। দৃষ্টান্ত দুই প্রকার, যথা—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। যাহাতে হেতু ও সাধ্যের নিশ্চয় থাকে, তাহাই অন্বয়ী দৃষ্টান্ত। আর যাহাতে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের নিশ্চয় থাকে, তাহাই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত।

পক্ষ ও সাধ্যদ্বারা প্রতিজ্ঞাবাক্য হয়। হেতুতে হেতুবোধক বিভক্তি-যোগে হেতুবাক্য হয়। দৃষ্টান্ত ও ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা উদাহরণ বাক্য হয়, পরামর্শদ্বারা উপনয় বাক্য হয় এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যের পূর্ব্বে "তস্মাৎ" অর্থাৎ "সেই হেতু" এই পদপ্রয়োগে নিগমনবাক্য হয়।

বেদান্তমতে পরার্থানুমানের জন্য পাঁচটী অবয়বের আবশ্যকতা নাই। হয়—প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ প্রয়োজন, অথবা উদাহরণ উপনয় ও নিগমনকে প্রয়োজন বলা হয়।

পরামর্শের কারণতা।

স্বার্থানুমানের ন্যায় পরার্থানুমানেও লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির কারণ বলা হয়। তবে পরামর্শকে যে করণ বলা হয়, তাহা প্রাচীনের মতেই বলা হয়। নবীনের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই করণ বলা হয়। পরামর্শকে করণ বলিলে করণ "নির্ব্ব্যাপার" বলিয়া বুঝিতে হইবে। তখন করণের লক্ষণ আর "ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণই করণ" বলা হইবে না। তখন "অসাধারণ কারণই করণ" বলিতে হইবে।

বেদান্তমতে পরামর্শের পরিবর্ত্তে ব্যাপ্তিস্মৃতি বা ব্যাপ্তির উদ্বুদ্ধ সংস্কার আবশ্যক বলা হয়।

অনুমানের অন্বয়ব্যতিরেক ভেদ।

অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির হেতুটী—অন্বয়ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকিভেদে তিন প্রকার হয়।

বেদান্তমতে অনুমান শুদ্ধ অন্বয়িরূপই হয়। তবে প্রাচীন ন্যায়ের "পূর্ব্ববৎ" "শেষবৎ" ও "সামান্যতোদৃষ্ট"রূপ বিভাগ স্বীকারে আপত্তি নাই। "পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ কারণহেতুক কার্য্যানুমান, যথা—মেঘহেতু বৃষ্টির অনুমান, "শেষবৎ" অর্থাৎ কার্য্যহেতুক কারণানুমান, যেমন নদীবৃদ্ধিহেতু বৃষ্টির অনুমান, আর "সামান্যতোদৃষ্ট" অর্থাৎ কার্য্যকারণভিন্নলিঙ্গক অনুমান, যেমন পৃথিবীত্বহেতু দ্রব্যত্বের অনুমান।

অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানের স্থল।

যেখানে হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি উভয়ই থাকে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই স্থলে হেতু ধূমে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই উভয়ই আছে। কারণ, অন্বয় দৃষ্টান্ত মহানসাদিতে "যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি আছে"—এরূপ অন্বয়ব্যাপ্তি আছে এবং ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জলহ্রদে "যেখানে বহ্ন্যভাব আছে সেখানে ধূমাভাব আছে"—এইরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিও আছে। উপরে যে পাঁচটী ন্যায়াবয়ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উদাহরণ ও উপনয়বাক্য অন্বয়ব্যাপ্তি অনুসারেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি অনুসারে কিন্তু তৃতীয় ন্যায়াবয়ব বাক্যটী হইবে "যো যো বহ্ন্যভাববান্ স স ধূমাভাববান্, যথা—জলহ্রদঃ" এবং চতুর্থ ন্যায়াবয়ব বাক্যটী হইবে—"যৎ ন এবম্ তৎ ন এবম্" বা "ধূমা-ভাবব্যাপ্য বহ্ন্যভাববান্ অয়ম্" ইত্যাদি।

কেবলান্বয়ী অনুমানের স্থল।

যেখানে কেবলই অন্বয়ব্যাপ্তি থাকে, সেখানে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। যেমন—"ঘটটী অভিধেয়, যেহেতু প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে, যেমন পট," ইত্যাদি। এস্থলে সাধ্য—অভিধেয়ত্ব এবং হেতু—প্রমেয়ত্বের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব না থাকায় ব্যতিরেকব্যাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। যেহেতু প্রমেয়ত্বের অভাব এবং অভিধেয়ত্বের অভাব অপ্রসিদ্ধ। যাবৎ বস্তুই অভিধেয় এবং প্রমেয় হয়।

বেদান্তমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। কারণ, ব্রহ্মভিন্ন সকলেরই অভাব স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মে প্রমেয়ত্বাদিরও অভাব আছে। যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, আর প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্মই হয়। এজন্য বেদান্তমতে অনুমান একই প্রকার হয়, অর্থাৎ অন্বয়িরূপই হয়।

কেবলব্যতিরেকী অনুমানের স্থল।

যেখানে অন্বয়দৃষ্টান্ত নাই সেখানকার হেতুকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়; যেমন—

পৃথিবী—পৃথিবীভিন্ন হইতে ভিন্না, অথবা
পৃথিবী—পৃথিবীতরভেদবতী— (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু গন্ধবত্ত্ব রহিয়াছে— (হেতু)
যাহা পৃথিবীতর হইতে ভিন্ন নয় তাহা
গন্ধবৎও নয়, যেমন জল— (উদাহরণ)
এই পৃথিবী ইতরভেদাভাবব্যাপকীভূত
গন্ধাভাববতী নয়, কিন্তু গন্ধাভাবাভাববতী—(উপনয়)
সেই হেতু পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না— (নিগমন)

এস্থলে পক্ষ—পৃথিবী, পৃথিবীভিন্নভেদ বা পৃথিবীতরভেদ—সাধ্য, হেতু—গন্ধবত্ত্ব বা গন্ধ, ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত—জল। যাহা গন্ধবৎ তাহা পৃথিবীতর হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথিবীভিন্ন হইতে ভিন্ন—এইরূপ অন্বয়-দৃষ্টান্ত নাই, এজন্য 'হেতু' গন্ধের ব্যাপক যে ইতরভেদ, সেই ইতরভেদ-সামানাধিকরণ্যরূপ অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভব হইল না। যেহেতু সমুদায় পৃথিবীই এস্থলে পক্ষমধ্যে পতিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যতিরেকব্যাপ্তি অর্থাৎ "যেখানে যেখানে ইতরভেদাভাব, সেখানে সেখানে গন্ধাভাব" এবং ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত জলাদিকে পাওয়া যাইতেছে। অন্বয়ব্যাপ্তিতে হেতুর ব্যাপক সাধ্য হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে সাধ্যাভাবের ব্যাপক হেত্বভাব হয়। বস্তুতঃ, এখানে তাহাই পাওয়া গিয়াছে। আর এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইতে যে পরামর্শটী হইয়াছে, তাহা—ইতরভেদাভাব-ব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগিগন্ধবতী পৃথিবী। ইহাই হইল কেবল-ব্যতিরেকী অনুমিতির ন্যায়াবয়ব। কেবলান্বয়ী বা অন্বয়ব্যতিরেকীর ন্যায়াবয়ব পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

• বেদান্তমতে এই কেবলব্যতিরেকী অনুমানও স্বীকার করা হয় না। ইহার কার্য্য অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয়—ইহা বলা হইয়াছে। পরে সবিস্তরে বলা হইবে।

পক্ষের লক্ষণ।

যাহা সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ তাহাই পক্ষ। যেমন—"পর্ব্বত বহ্নিমান্,

যেহেতু ধূমবান্"—এস্থলে পর্ব্বতটী পক্ষ। ইহা কিন্তু প্রাচীনের মত। নবীনের মতে বলা হয়—যাহা অনুমিতির উদ্দেশ্য তাহাই পক্ষ। কারণ অনেক সময় সাধ্যসন্দেহ না হইলেও অনুমিতি হয়। এজন্য যাহাতে সাধ্যসিদ্ধি হয়, তাহাই অনুমিতির উদ্দেশ্য, আর তাহাই পক্ষ বলা হয়।

পক্ষতার লক্ষণ।

পক্ষতাও অনুমিতির প্রতি একটী কারণ। ইহা ব্যাপারও নহে, করণও নহে, কিন্তু অন্যরূপ একটী কারণবিশেষ। আর ইহা যে পক্ষের ধর্ম্ম বলা যাইবে, তাহাও নহে। ইহার লক্ষণ হইতেছে—সাধনেচ্ছাশূন্য যে সিদ্ধি, সেই সিদ্ধির অভাব। অর্থাৎ অনুমিতি করিবার ইচ্ছা নাই, অথচ সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয় আছে—এরূপটী যদি না হয়, তবেই লোকের অনুমিতি হয়। ইহার কারণ—

ইচ্ছা আছে সিদ্ধি আছে,—এস্থলে অনুমিতি হয়, যেমন শিষ্যশিক্ষার স্থলে সাধারণতঃ ঘটিতে দেখা যায়।

ইচ্ছা নাই সিদ্ধি নাই,—এস্থলে অনুমিতি হয়, যেমন মেঘগর্জ্জন শুনিয়া বাধ্য হইয়া অনুমিতি করা হয়।

ইচ্ছা আছে সিদ্ধি নাই,—এস্থলে অনুমিতি হয়, যেমন সাধারণতঃ লোকে অনুমান করিয়া থাকে।

কিন্তু ইচ্ছা নাই সিদ্ধি আছে,—এস্থলে অনুমিতি হয় না।

এজন্য ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট যে সিদ্ধি, তাহার যে অভাব, তাহা উক্ত প্রথম তিনটী স্থলে দৃষ্ট হয়; কারণ, ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধিই অনুমিতির প্রতিবন্ধক। আর প্রতিবন্ধকের অভাব কার্য্যমাত্রেরই প্রতি-কারণ হয় বলিয়া ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই অনুমিতির প্রতিবন্ধকাভাব হইল, আর তাহাই কারণ হইল। আর তাহাতেই অনুমিতি হয় বলিয়া তাহাকে পক্ষতা বলা হয়। পক্ষতা অনুমিতির প্রতি একটী কারণ। প্রাচীনের মতে সাধ্যসংশয়ই পক্ষতা বলা হয়।

সপক্ষ ও অন্বয়ী দৃষ্টান্তের লক্ষণ।

যাহা নিশ্চিতসাধ্যবান্ তাহা সপক্ষ। এখানে হেতু থাকিলে ইহা অন্বয়দৃষ্টান্ত হয়। "পর্ব্বত বহ্নিমান্" স্থলে যেমন মহানস। এখানে হেতু আছে ও সাধ্য আছে—এইরূপ নিশ্চয় থাকে। ইহারই বলে প্রকৃতস্থলে অনুমিতি হয়। অন্বয়ব্যাপ্তির জন্য ইহা প্রদর্শন করিতে হয়।

বিপক্ষ ও ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের লক্ষণ।

যাহাতে সাধ্যের অভাবনিশ্চয় আছে তাহাই বিপক্ষ। এখানে হেতুর অভাব থাকিলে ইহা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত হয়। "পর্ব্বত বহ্নিমান্" স্থলে যেমন জলহ্রদ। এখানে বহ্ন্যভাবরূপ সাধ্যের অভাবনিশ্চয় থাকে, সুতরাং তাহার ব্যাপক ধূমাভাবরূপ যে হেত্বভাব তাহারও নিশ্চয় থাকে। কারণ, ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক থাকিবেই, ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির জন্য ইহা প্রদর্শন করিতে হয়।

ত্রিবিধ অনুমানের জন্য প্রয়োজন।

কেবলান্বয়ী অনুমানে অর্থাৎ "ঘটঃ অভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ" এস্থলে প্রয়োজন—পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ব, অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।

কেবলব্যতিরেকী অনুমানে অর্থাৎ "পৃথিবী ইতরভেদবতী, গন্ধ-বত্ত্বাৎ" এস্থলে প্রয়োজন—পক্ষবৃত্তিত্ব, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, অবাধিতত্ব এবং এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।

অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানে অর্থাৎ "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" এস্থলে প্রয়োজন—পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, অবাধিতত্ব এবং অসৎ-প্রতিপক্ষিতত্ব। এই গুলির জ্ঞান থাকিলে অনুমানে কোন দোষ হয় না।

হেত্বাভাস পরিচয়।

অনুমিতির জ্ঞানলাভের পর অনুমিতির কারণ যে "হেতু" তাহার দোষ কত প্রকার হয়, তাহাও জানা আবশ্যক। কারণ, তাহা জানা থাকিলে অনুমানে ভুল হয় না, অথবা অপরে ভুল করিলে তাহা তাহাকে

দেখাইতে পারা যায়। বিচারক্ষেত্রে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে একজন যদি অপরের কথায় এই হেত্বাভাস দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার বিচারে জয় হয়। এইজন্য বাদী কিংবা প্রতিবাদীর পরাজয়ের স্থল যত প্রকার হয়, হেত্বাভাস তাহাদের মধ্যে এক প্রকার বলা হয়। বাদী কিংবা প্রতিবাদীর যে পরাজয়স্থল তাহার নাম নিগ্রহস্থান। এই নিগ্রহস্থান বাইশ প্রকার। হেত্বাভাস তাহার মধ্যে অন্তিম প্রকার। ইহা মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ বা নব্যনৈয়ায়িকগণ সকল প্রকার নিগ্রহস্থানের পরিচয় আর দেন নাই। তাঁহারা হেত্বাভাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। যেহেতু ইহাই নিগ্রহস্থানের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বা ইহাতেই তাহাদের পর্য্যবসান হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এজন্য এস্থলে হেত্বাভাসের পরিচয় দিয়া অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানের পরিচয় পরে প্রদত্ত হইতেছে। হেতুর আভাস অর্থাৎ দোষ, অথবা হেতুর ন্যায় যাহার আভাস অর্থাৎ প্রতীতি হয়—তাহাই হেত্বাভাস শব্দের অর্থ। অনুমিতি ও তাহার করণের মধ্যে অন্যতরের প্রতিবন্ধক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহার যে বিষয়ত্ব, তাহাই হেত্বাভাসের অর্থাৎ হেতুদোষের সাধারণ লক্ষণ।

হেত্বাভাস বিভাগ।

হেত্বাভাস অর্থাৎ দুষ্ট হেতু পাঁচ প্রকার; যথা—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ এবং বাধিত।

সব্যভিচার বিভাগ।

সব্যভিচার অর্থ--অনৈকান্তিক। ইহা আবার ত্রিবিধ, যথা—সাধারণ সব্যভিচার, অসাধারণ সব্যভিচার এবং অনুপসংহারি সব্যভিচার।

সাধারণ সব্যভিচারের পরিচয়।

সাধ্যাভাবদ্বৃত্তি অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর থাকা—সাধারণ সব্যভিচার বা সাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, প্রমেয়ত্বাৎ" এস্থলে সাধ্য বহ্নি, তাহার অভাবের অধিকরণ

জলহ্রদ, তাহাতে হেতু প্রমেয়ত্ব থাকায় প্রমেয়ত্ব হেতুটী সাধ্যাভাববদ্‌-বৃত্তি হইল। এরূপ অনুমান করিলে ভুল হয়। ইহাতে অব্যভিচারের অভাবপ্রযুক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা ঘটাইয়া পরামর্শের প্রতি-বন্ধকতা ঘটায়।

সন্দিগ্ধ সব্যভিচারের পরিচয়।

যেখানে বিপক্ষবৃত্তিত্বে সন্দেহ থাকে সেখানে সন্দিগ্ধ সব্যভিচার বা সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিক বলা হয়। যেমন—"ক্ষণিকাঃ ভাবাঃ সত্ত্বাৎ" এস্থলে সত্ত্বের অক্ষণিকত্বে বাধা না থাকায় বিপক্ষবৃত্তিত্ব শঙ্কিত হয় বলিয়া সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিক দোষ হয়। ইহারও ফল পূর্ব্ববৎ।

অসাধারণ সব্যভিচারের পরিচয়।

সমুদায় সপক্ষ ও বিপক্ষে না থাকিয়া হেতুটী যদি পক্ষমাত্রে বৃত্তি হয়, তাহা হইলে অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস হয়। যেমন "শব্দটী নিত্য, যেহেতু শব্দত্ব রহিয়াছে"। এখানে হেতু শব্দত্ব সমুদায় নিত্য ও অনিত্যে না থাকিয়া কেবল পক্ষ যে শব্দ, তাহাতেই থাকিতেছে। এজন্য এস্থলে অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস হইল। ইহা ব্যাপ্তিসংশয়ের উৎপাদক হয় বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয়।

অনুপসংহারি সব্যভিচারের পরিচয়।

যখন অন্বয়দৃষ্টান্ত এবং ব্যতিরেকদৃষ্টান্ত থাকে না, তখন অনুপ-সংহারি সব্যভিচার হেত্বাভাস হয়। যেমন "সমুদায়ই অনিত্য, যেহেতু প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে"। এস্থলে সমুদায়ই "পক্ষ" হইতেছে বলিয়া অন্বয় বা ব্যতিরেক—কোনরূপ দৃষ্টান্তই নাই। এজন্য অনুপসংহারি সব্যভিচার হেত্বাভাস হইল। ইহা ব্যাপ্তিসংশয়ের উৎপাদক বলিয়া ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয়।

বিরুদ্ধের পরিচয়।

হেতু যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয়—তাহা হইলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস

হয়। যেমন—"শব্দ নিত্য, যেহেতু কৃতকত্ব অর্থাৎ জন্যত্ব রহিয়াছে"। এখানে কৃতকত্ব হেতুটী সাধ্যাভাব যে নিত্যত্বাভাব অর্থাৎ অনিত্যত্ব তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছে। এজন্য এস্থলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইল। ইহা সামানাধিকরণ্যের অভাবরূপ বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

সৎপ্রতিপক্ষের পরিচয়।

সাধ্যের অভাবসাধক যদি অন্য হেতু থাকে, তাহা হইলে হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস থাকে; যেমন—"শব্দ নিত্য, যেহেতু শ্রাবণত্ব রহিয়াছে, যেমন শব্দত্ব"—এইরূপ অনুমানস্থলে যদি কেহ বলে—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু কার্য্যত্ব রহিয়াছে, যেমন ঘট" তাহা হইলে প্রথম অনুমানের সাধ্য যে নিত্যত্ব, তাহার অভাবসাধক কার্য্যত্বরূপ অন্য হেতু প্রাপ্ত হওয়ায় প্রথম অনুমানের হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস দোষ ঘটে। ইহাতে বিরোধি জ্ঞানের সামগ্রী থাকায় অনুমিতির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতা ঘটে।

অসিদ্ধের বিভাগ।

অসিদ্ধ হেত্বাভাসটী ত্রিবিধ, যথা—আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ।

আশ্রয়াসিদ্ধের বিভাগ।

আশ্রয়াসিদ্ধ আবার দুই প্রকার, যথা—অসৎপক্ষক আশ্রয়াসিদ্ধ এবং সিদ্ধসাধন আশ্রয়াসিদ্ধ।

অসৎপক্ষক আশ্রয়াসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে আশ্রয় অর্থাৎ পক্ষটী অপ্রসিদ্ধ হয়, সেখানে আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন—"গগনপদ্মটী সুগন্ধযুক্ত, যেহেতু পদ্মত্ব তাহাতে রহিয়াছে। যেমন সরোবরজাত পদ্ম"। এখানে গগনপদ্মটী আশ্রয় অর্থাৎ পক্ষ, তাহা অপ্রসিদ্ধ, কোথাও নাই। এজন্য এখানে অসৎপক্ষক

আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। ইহা পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

সিদ্ধসাধন আশ্রয়াসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় থাকে, অথচ তাহারই অনুমান প্রকারান্তরে করা হয়, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন "শরীর হস্তাদিযুক্ত" "যেহেতু হস্তাদিমত্ত্বরূপে প্রতীয়মানত্ব রহিয়াছে" এখানে শরীর হস্তাদি-যুক্তরূপে নিশ্চয় থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ অনুমান করে "কায়ঃ করাদিমান্" ইত্যাদি তাহা হইলে এই দোষ হয়। যেহেতু এখানে সিদ্ধ বিষয়ই সিদ্ধ করা হইতেছে। ইহাও পক্ষতার বিঘটক বলিয়া আশ্রয়াসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। নবীনমতে ইহা নিগ্রহস্থান।

স্বরূপাসিদ্ধের বিভাগ।

স্বরূপাসিদ্ধ আবার চারিপ্রকার, যথা—শুদ্ধাসিদ্ধ, ভাগাসিদ্ধ, বিশেষণাসিদ্ধ এবং বিশেষ্যাসিদ্ধ।

শুদ্ধাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে পক্ষে বা সপক্ষে হেতু থাকে না, সেখানে শুদ্ধাসিদ্ধ স্বরূপা-সিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন "শব্দটী গুণ, যেহেতু তাহাতে চাক্ষুষত্ব রহিয়াছে, যেমন রূপ"। এখানে চাক্ষুষত্ব হেতু, উহা পক্ষ যে শব্দ, তাহাতে থাকে না। কারণ, শব্দ কখনই চাক্ষুষ হয় না। ইহা পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

ভাগাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে "হেতু" পক্ষের একাংশে থাকে এবং অপর অংশে থাকে না, যেখানে এই ভাগাসিদ্ধ নামক স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন "পৃথিব্যাদি চারি পরমাণু নিত্য, যেহেতু গন্ধবত্ত্ব রহিয়াছে"। এখানে গন্ধ-বত্ত্ব হেতুটী কেবল পৃথিবীপরমাণুরূপ পক্ষে থাকে এবং জলাদি পরমাণু-রূপ পক্ষের অপরাংশে থাকে না, এজন্য এস্থলে ভাগাসিদ্ধ দোষ হইল।

বিশেষণাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে বিশেষণসহিত হেতু পক্ষে থাকে না, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন—"শব্দটী অনিত্য, যেহেতু তাহা চাক্ষুষ অথচ জন্য"। এখানে চাক্ষুষত্ব বিশেষণটী পক্ষ শব্দে থাকে না বলিয়া এই হেত্বাভাস হইল। ভাগাসিদ্ধের ন্যায় ইহাতে পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয়।

বিশেষ্যাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে হেতুর বিশেষ্যভাগটী পক্ষে থাকে না সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন—"বায়ু প্রত্যক্ষ, যেহেতু স্পর্শবত্ত্ববিশিষ্ট রূপবত্ত্ব রহিয়াছে"। এখানে হেতু স্পর্শবত্ত্ববিশিষ্টরূপবত্ত্ব। ইহার বিশেষ্যভাগ রূপবত্ত্ব, তাহা পক্ষ বায়ুতে থাকে না, এজন্য এই হেত্বাভাস হইল। প্রতিবন্ধ পূর্ব্ববৎ।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে হেতুতে "উপাধি" থাকে, সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন "পর্ব্বতটী ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে, যেমন রন্ধনশালা"। এখানে হেতু বহ্নিতে "আর্দ্রেন্ধনসংযোগ"রূপ উপাধি পাওয়া যায়। এজন্য ইহা সোপাধিক হেতু, আর তজ্জন্য ইহাকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। ইহা বিশিষ্টব্যাপ্তির অভাবরূপ বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

উপাধির পরিচয়।

উপাধি বলিতে "সাধ্যের ব্যাপক হইয়া যাহা হেতুর অব্যাপক হয়" তাহাকে বুঝায়। "পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নিমান্"—এস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগরূপ যে উপাধি আছে, বলা হইয়াছে, সেই আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী সাধ্য ধূমের ব্যাপক হয়, কিন্তু হেতু যে বহ্নি, তাহার অব্যাপক হয়। কারণ, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে, যেমন মহানস; অতএব আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী সাধ্যব্যাপক হইল; আর যেখানে যেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না, যেমন অয়োগোলকে

বহ্নি থাকে কিন্তু আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না, এজন্য আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী অয়োগোলক-অন্তর্ভাবে হেতু বহ্নির অব্যাপক হইল। অতএব "পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নিমান্" এস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধি পদবাচ্য হইল।

সাধ্যব্যাপকত্বের পরিচয়।

যাহা সাধ্যের সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়, অর্থাৎ সাধ্য যেখানে যেখানে থাকে সেই সেই স্থানে থাকে, তাহা সাধ্যের ব্যাপক হয়। এস্থলে সাধ্যের সমব্যাপ্তিই প্রয়োজন, কারণ, ইহা না বলিলে "পক্ষেতরত্ব"টী উপাধি হয়। কারণ, উহা পক্ষে থাকে না বলিয়া হেতুর অব্যাপক হয় এবং অন্য সকল স্থলেই সাধ্যের সঙ্গে থাকে বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক হয়, কিন্তু সাধ্যের সমব্যাপক হয় না। পক্ষেতরত্বকে উপাধি বলিলে অনুমিতিমাত্রের উচ্ছেদ হয়।

সাধনের অব্যাপকত্বের পরিচয়।

যাহা সাধন অর্থাৎ হেতু যেখানে যেখানে থাকে সেখানে সেখানে থাকে যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগী হয়, অর্থাৎ হেতু যেখানে যেখানে থাকে সেখানে সেখানে থাকে না, তাহা সাধনের অব্যাপক হয়।

অতএব আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী সাধ্যের ব্যাপক হইয়া সাধনের অব্যাপক হওয়ায় "পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে" এই অনুমানের হেতুটী ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসদোষদুষ্ট হইল।

উপাধির বিভাগ।

এই উপাধি আবার চারিপ্রকার হয়, যথা—কেবলসাধ্যব্যাপক, পক্ষ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যের ব্যাপক, সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যের ব্যাপক এবং উদাসীন ধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যের ব্যাপক। অথবা সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিতভেদে দ্বিবিধ।

কেবলসাধ্যের ব্যাপক, যথা—পর্ব্বত ধূমবান্, বহ্নিহেতু। এস্থলে—"আর্দ্রেন্ধনসংযোগ" উপাধি।

পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যের ব্যাপক, যথা—বায়ু প্রত্যক্ষ, প্রমেয়ত্বহেতু। এস্থলে "বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্বব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্ত্ব"—উপাধি।

সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, যথা—ধ্বংস বিনাশী, জন্যত্বহেতু। এস্থলে "জন্যত্বাবচ্ছিন্ন অনিত্যত্বের ব্যাপক ভাবত্ব"—উপাধি।

উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, যথা—প্রাগভাব বিনাশী, প্রমেয়ত্ব হেতু। এস্থলে "জন্যত্বাবচ্ছিন্ন অনিত্যত্বের ব্যাপক ভাবত্ব"—উপাধি। সংক্ষেপে—যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপকত্ব, তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধনাব্যাপকত্ব হইলে উপাধি হয়। এ লক্ষণ সকল স্থলেই যাইবে।

নিশ্চিত উপাধি—যেখানে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক ইহা নিশ্চিত। যেমন "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে "আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ" নিশ্চিত উপাধি।

সন্দিগ্ধ উপাধি—যেখানে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অথবা হেতুর অব্যাপকত্ব অথবা উভয়ই সন্দিগ্ধ। যেমন "স শ্যামঃ, মিত্রাতনয়ত্বাৎ" এস্থলে "শাকপাকজন্যত্ব" সন্দিগ্ধ উপাধি।

উপাধির ফল।

হেতুতে উপাধি পাওয়া যাইলে ব্যভিচারের অনুমান হয়। যেমন—পর্ব্বত ধূমবান্, বহ্নিহেতু, এই অনুমানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী উপাধি হওয়ায় ধূমে অর্থাৎ সাধ্যে বহ্নির অর্থাৎ হেতুর ব্যভিচার অনুমান হয়। যথা—

বহ্নি-ধূমব্যভিচারী ... ... (প্রতিজ্ঞা)

ধূমব্যাপক আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ব্যভিচারিত্বপ্রযুক্ত (হেতু)

যেমন ঘটত্ব ... ... (উদাহরণ)

এই প্রকারে প্রকৃত অনুমানের হেতুভূত পক্ষে সাধ্যব্যভিচার উত্থাপিত করায় উপাধির দূষকতা সিদ্ধ হয়। আর তাহার ফলে ধূমাভাববদ্বৃত্তিবহ্নিরূপ ধূমব্যভিচার গৃহীত হইলে বহ্নিতে ধূমাভাববদ্-বৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধ হয়।

এই উপাধি উদ্ভাবন করিতে গেলে এমন একটী ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা "যে কোন" স্থলে সাধ্যের ব্যাপক হইবে, অর্থাৎ যে কোন একটী স্থলে সাধ্যের সহিত একত্র থাকে দেখাইতে পারা যায়; এবং যাহা পক্ষে নাই, অথবা অন্য কোনস্থলে হেতুর সঙ্গে একত্র থাকে না। ঐ ধর্ম্মটী পক্ষে না থাকায় হেতুর অব্যাপক হয়, কারণ, সেখানে হেতু থাকেই, নচেৎ স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস হয়, আর অন্য কোনস্থলে হেতুর সঙ্গে না থাকাতেও হেতুর অব্যাপকই হয়। সুতরাং যে ধর্ম্মটী কোন স্থলে সাধ্যের সহিত একত্র থাকে, এবং পক্ষে থাকে না, কিংবা অন্য কোন স্থলে হেতুর সঙ্গে থাকে না, তাহাই উপাধি হয়। "পর্ব্বত ধূমবান্, বহ্নি-হেতু" এস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ধর্ম্মটী, দৃষ্টান্ত মহানসে সাধ্যের সঙ্গে থাকে, কিন্তু অয়োগোলকরূপ অন্যস্থলে হেতু থাকে, আর তাহা থাকে না, অর্থাৎ হেতুর সঙ্গে থাকে না। এজন্য সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়। এস্থলে অয়োগোলক-অন্তর্ভাবে উপাধি প্রদর্শিত হইল। ঐরূপ স্থলবিশেষে পক্ষান্তর্ভাবেও উপাধি দেখান যায়। অর্থাৎ পক্ষে হেতুর অব্যাপকত্ব এবং দৃষ্টান্তে সাধ্যব্যাপকত্ব থাকে—এমন ধর্ম্ম অনুমান করাই উপাধি-উদ্ভাবনের কৌশল।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের বিভাগ।

অন্যরূপ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ আবার ত্রিবিধ হয়, যথা—সাধ্যাপ্রসিদ্ধ, সাধনাপ্রসিদ্ধ এবং ব্যর্থবিশেষণবিশিষ্ট হেতু।

সাধ্যাপ্রসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হয়, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়, যেমন— "পর্ব্বতটী স্বর্ণময় বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম তথায় রহিয়াছে।" এস্থানে সাধ্য—স্বর্ণময় বহ্নি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যাপ্রসিদ্ধ হেত্বাভাস হইল।

সাধনাপ্রসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে হেতু অপ্রসিদ্ধ হয়, সেখানে এই হেত্বাভাস, যেমন—

"পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, যেহেতু স্বর্ণময় ধূম তথায় রহিয়াছে।" এখানে 'হেতু' স্বর্ণময় ধূম অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই দোষ হইল।

ব্যর্থবিশেষণবিশিষ্ট হেতুর পরিচয়।

যেখানে হেতুর বিশেষণ ব্যর্থ হয়, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন—"পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, যেহেতু নীলধূম তথায় রহিয়াছে।" এখানে হেতু নীলধূম। এই হেতু নীলধূমের বিশেষণ নীল। ইহা ব্যর্থ; কারণ, ধূম নীলবর্ণই হইয়া থাকে, ইহার প্রয়োগে কোন ফল নাই। এজন্য ইহাকে ব্যর্থবিশেষণবিশিষ্টহেতু নামক হেত্বাভাস বলে।

বাধিতের পরিচয়।

যেখানে সাধ্যের অভাব অন্য প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত থাকে, সেখানে সেই অনুমানের হেতু বাধিত হেত্বাভাস হয়। যেমন "বহ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু তাহাতে দ্রব্যত্ব রহিয়াছে"—এই অনুমানে বহ্নির উষ্ণত্বরূপ সাধ্যাভাবটী প্রত্যক্ষদ্বারা নিশ্চিত থাকায় আর অনুমান হইতে পারিল না। ইহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে বলিয়া অনুমিতির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতা হয়।

মীমাংসকমতে হেত্বাভাস কিন্তু অন্যরূপে কথিত হয়। এ বিষয়ে চিদানন্দের "মত" বলিয়া মানমেয়োদয়গ্রন্থে যেরূপ আছে তাহাই লিখিত হইতেছে।

হেত্বাভাস ত্রিবিধ, যথা—(১) প্রতিজ্ঞাভাস, (২) হেত্বাভাস ও (৩) দৃষ্টান্তাভাস। তন্মধ্যে—

(১) প্রতিজ্ঞাভাস আবার ত্রিবিধ, যথা—(ক) সিদ্ধবিশেষণ, (খ) অপ্রসিদ্ধবিশেষণ এবং (গ) বাধিতবিশেষণ।

(ক) সিদ্ধবিশেষণ, যথা—বহ্নিঃ উষ্ণঃ।

(খ) অপ্রসিদ্ধবিশেষণ, যথা—ক্ষিত্যাদিকং সর্ব্বজ্ঞকর্ত্তৃকম্।

(গ) বাধিতবিশেষণ আবার—১। প্রত্যক্ষবাধ, ২। অনুমানবাধ, ৩। শাব্দবাধ, ৪। উপমানবাধ, ৫। অর্থাপত্তিবাধ, ৬। অনুপলব্ধবাধ, ৭। স্বোক্তিবাধ, ৮। লোকবাধ এবং ৯। পূর্ব্বসঙ্কল্পবাধ—এই নয় প্রকার।

১। প্রত্যক্ষবাধ, যথা—বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ।

২। অনুমানবাধ, যথা—মনঃ ন ইন্দ্রিয়ম্, অভূতাত্মকত্বাৎ, দিগাদিবৎ।

৩। শাব্দবাধ, যথা—যাগাদয়ঃ স্বর্গসাধনং ন ভবন্তি, ক্রিয়াত্বাৎ, গমনবৎ। এস্থলে

"স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যাগাদির স্বর্গসাধনত্ব বুঝায় বলিয়া তাহার অভাব শব্দবাধিত।

৪। উপমানবাধ, যথা—গৌঃ গবয়সদৃশঃ ন ভবতি, প্রাণিত্বাৎ, পুরুষবৎ।

৫। অর্থাপত্তিবাধ, যথা—দেবদত্তঃ বহির্নাস্তি, তত্র অদৃশ্যমানত্বাৎ। এস্থলে অর্থাপত্তিদ্বারা বহির্ভাব সাধ্যমান হয়।

৬। অনুপলব্ধবাধ, যথা—রূপবান্ বায়ুঃ, দ্রব্যত্বাৎ, পৃথিবীবৎ।

৭। স্বোক্তিবাধ, যথা—যাবজ্জীবম্ অহং মৌনী।

৮। লোকবাধ, যথা—ইন্দুঃ ন চন্দ্রঃ।

৯। পূর্ব্বসঙ্কল্পবাধ, যথা—শব্দাদি অনিত্যম্ ইত্যুক্ত্বা শব্দাদি নিত্যম্ ইতি কথনাৎ।

(২) হেত্বাভাস আবার—ক। অসিদ্ধ, খ। বিরুদ্ধ, গ। অনৈকান্তিক ও ঘ। অসাধারণভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে—ক। অসিদ্ধ আবার—(ক) স্বরূপাসিদ্ধ, (খ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, (গ) আশ্রয়াসিদ্ধ, (ঘ) সম্বন্ধাসিদ্ধ, (ঙ) জ্ঞানাসিদ্ধভেদে পাঁচ প্রকার।

(ক) স্বরূপাসিদ্ধ আবার তিন প্রকার—১। শুদ্ধস্বরূপাসিদ্ধ, ২। বিশেষণাসিদ্ধ, ও ৩। বিশেষ্যাসিদ্ধ। তন্মধ্যে—

১। শুদ্ধস্বরূপাসিদ্ধ, যথা—বুদ্ধঃ মোহরহিতঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। এস্থলে সর্ব্বজ্ঞত্ব আমাদের মধ্যে কোথাও সিদ্ধ নহে।

২। বিশেষণাসিদ্ধ, যথা—বুদ্ধঃ ধর্ম্মোপদেষ্টা, সর্ব্বজ্ঞত্বে সতি শরীরিত্বাৎ।

৩। বিশেষ্যাসিদ্ধ, যথা—বুদ্ধঃ ধর্ম্মোপদেষ্টা, শরীরিত্বে সতি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ।

(খ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, যথা—ক্রতুহিংসা অধর্ম্মঃ, হিংসাত্বাৎ, এখানে উপাধি থাকায় ব্যাপ্তির অভাব হয়।

(গ) আশ্রয়াসিদ্ধ, যথা—গগনকুসুমং সুরভি, কুসুমত্বাৎ।

(ঘ) সম্বন্ধাসিদ্ধ, কিন্তু—১। শুদ্ধসম্বন্ধাসিদ্ধ, ২। ভাগাসিদ্ধ, ৩। বিশেষণাসিদ্ধ, ৪। বিশেষ্যাসিদ্ধ, ৫। ব্যর্থবিশেষণাসিদ্ধ, ৬। ব্যর্থবিশেষ্যাসিদ্ধ, ৭। ব্যধিকরণাসিদ্ধ, ৮। ব্যতিরেকাসিদ্ধভেদে আট প্রকার, তন্মধ্যে—

১। শুদ্ধসম্বন্ধাসিদ্ধ, যথা—শব্দঃ অনিত্যঃ, চাক্ষুষত্বাৎ।

২। ভাগাসিদ্ধ, যথা—বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ, উপাখ্যানাত্মকত্বাৎ। যেখানে পক্ষের একদেশে সম্বন্ধ থাকে না, সেখানে ইহা হয়। পক্ষে ব্যাপ্তির অভাববশতঃ ইহাকে ব্যাপ্যাসিদ্ধও বলে।

৩। বিশেষণাসিদ্ধ, যথা—অনিত্যং গগনং, জন্যত্বে সতি দ্রব্যত্বাৎ।

৪। বিশেষ্যাসিদ্ধ, যথা—অনিত্যং গগনং, দ্রব্যত্বে সতি জন্যত্বাৎ।

৫। ব্যর্থবিশেষণাসিদ্ধ, যথা—ঘটঃ অনিত্যঃ, দ্রব্যত্বে সতি কৃতকত্বাৎ; যেখানে বিশেষণ ব্যাবর্ত্ত্যাভাবপ্রযুক্ত ব্যর্থ ই হয়, এজন্য সম্বন্ধের অযোগ্য হয়, সেখানে ইহা হয়।

৬। ব্যর্থবিশেষ্যাসিদ্ধ, যথা—ঘটঃ অনিত্যঃ, কৃতকত্বে সতি দ্রব্যত্বাৎ।

৭। ব্যধিকরণাসিদ্ধ, যথা—অনিত্যঃ ঘটঃ, তদ্গুণস্য কৃতকত্বাৎ। যেখানে হেতু

পক্ষসম্বন্ধিত্বরূপে প্রযুক্ত হয় না, কিন্তু আশ্রয়ান্তরসম্বন্ধিত্বরূপে প্রযুক্ত হয়, তথায় ইহা হয়। এখানে ঘটাশ্রিত কৃতকত্ব নহে, কিন্তু তদ্গুণাশ্রিত।

৮। ব্যতিরেকাসিদ্ধ, যথা—অনিত্যং গগনং গগনত্বাৎ। যেখানে পক্ষ হইতে ব্যতিরেকাভাবপ্রযুক্ত পক্ষসম্বন্ধিত্ব থাকে না, তথায় ইহা হয়। এখানে গগন-স্বরূপ হইতে অন্য গগনত্ব কিছু নাই।

(৬) জ্ঞানাসিদ্ধ বা সন্দিগ্ধাসিদ্ধ, যথা—দেবদত্তঃ বহুধনঃ ভবিষ্যতি তদ্‌হেতুভূতাদৃষ্ট-শালিত্বাৎ। যখন এই সকলের স্বরূপাদিবিষয়ক অজ্ঞান থাকে তখনই ইহা হয়। এস্থলে ধনপ্রদ অদৃষ্ট যে আছে তাহার প্রমাণ নাই বলিয়া জ্ঞানাসিদ্ধ হইল। অগ্নিমান্ পর্ব্বতঃ ধূমত্বাৎ এই মাত্র প্রয়োগে ব্যাপ্তি প্রদর্শিত না হইলে ব্যাপ্ত্যজ্ঞানাসিদ্ধ হয়। তদ্রূপ সন্দিগ্ধবিশেষণাসিদ্ধাদিও এই জ্ঞানাসিদ্ধের ভেদ।

খ। বিরুদ্ধ বা বাধক দুই প্রকার, যথা—১। সাধ্যস্বরূপ বিরুদ্ধ, এবং ২। বিশেষ বিরুদ্ধ। তন্মধ্যে—

১। সাধ্যস্বরূপবিরুদ্ধ, যথা—শব্দঃ নিত্যঃ, কৃতকত্বাৎ। অর্থাৎ হেতু যখন সাধ্য-বিপরীতের ব্যাপ্ত হয় তখনই এই হেত্বাভাস হয়। এখানে হেতু কৃতকত্বটী সাধ্য নিত্যত্বের বিপরীত অনিত্যত্বের ব্যাপ্ত।

২। বিশেষ বিরুদ্ধ, যথা—ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ। অর্থাৎ সাধ্যের যে বিশেষ তাহার বিপরীত বিশেষণের দ্বারা হেতু ব্যাপ্ত হইলে ইহা হয়। এখানে ক্ষিত্যাদির কর্ত্তা সাধ্য, তাহার যে অশরীরিত্ব তাহাই এখানে বিশেষ। তাহার বিপরীত যে শরীরিত্ব, তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত ঘটাদিতে কার্য্যত্ব দৃষ্ট হয়। এজন্য সাধ্যের বিশেষ অশরীরিত্বের বাধক কার্য্যত্ব হেতু হওয়ায় কার্য্যত্ব বিশেষবিরুদ্ধ হয়। আর তজ্জন্য ক্ষিত্যাদির কর্ত্তৃত্বও আর সিদ্ধ হয় না।

গ। অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার দুই প্রকার, যথা—১। সাধারণ অনৈকান্তিক এবং ২। সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিক। তন্মধ্যে—

১। সাধারণ অনৈকান্তিক, যথা—শব্দঃ, অনিত্যঃ, প্রমেয়ত্বাৎ। অর্থাৎ হেতু যদি বিপক্ষে থাকে তাহা হইলে ইহা হয়। এখানে হেতু প্রমেয়ত্ব বিপক্ষ নিত্য পদার্থেও থাকে।

২। সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিক, যথা—ক্ষণিকাঃ ভাবাঃ, সত্ত্বাৎ। অর্থাৎ যেখানে হেতুর বিপক্ষে থাকা সন্দিগ্ধ, সেখানে এই দোষ হয়। এখানে অক্ষণিকপদার্থেও হেতু সত্ত্ব থাকায় কোন বাধা না থাকায় বিপক্ষবৃত্তিত্ব শঙ্কিত হইল।

ঘ। অসাধারণ, যথা—ভূঃ নিত্যা. গন্ধবত্ত্বাৎ, অর্থাৎ যেখানে হেতু সপক্ষ থাকিলেও পক্ষমাত্রবৃত্তি হয়, তথায় ইহা হয়। এখানে হেতু গন্ধবত্ত্ব কেবল পক্ষ "ভূ"তেই থাকে। অন্য নিত্যে থাকে না।

অন্যমতে ১। অপ্রয়োজকত্ব, ২। অনধ্যবসিত, ৩। সৎপ্রতিপক্ষ ও ৪। বাধিতকে পৃথক্ হেত্বাভাস বলা হয়. এ মতে কিন্তু তাহা স্বীকার করা হয় না। যথা—

১। অপ্রয়োজকত্ব নামক হেত্বাভাস বলিতে অনুকূলতর্করাহিত্য। উহা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ হেত্বাভাস নহে।

২। অনধ্যবসিত নামক হেত্বাভাস "সাধ্যাসাধকঃ পক্ষে এব বর্ত্তমান হেতুঃ" ইহা ভাসর্বজ্ঞের মতে স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা অসাধারণের অথবা ব্যাপ্যাসিদ্ধের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ হেত্বাভাস নহে। কারণ, "ভূঃ নিত্যা, গন্ধবত্বাৎ" ইহা অসাধারণ এবং "সর্ব্বং ক্ষণিকং, সত্বাৎ" ইহা ব্যাপ্যাসিদ্ধ মাত্র।

৩। সৎপ্রতিপক্ষটী পক্ষদূষণবিশেষ। ইহা বাধিতবিশেষণত্বের অন্তর্গত। অথবা অনৈকান্তিকের অন্তর্গত। এজন্য ইহা পৃথক্ হেত্বাভাস নহে।

৪। বাধিত হেত্বাভাসটী বাধিতবিশেষণ নামক পক্ষদোষের অন্তর্গত। ইহাও পৃথক্ হেত্বাভাস নহে।

(৩) দৃষ্টান্তদোষ আবার (ক) সাধর্ম্ম্য ও (খ) বৈধর্ম্ম্যভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে—

(ক) সাধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তদোষ আবার চারি প্রকার, যথা—১। সাধ্যহীন, ২। সাধনহীন, ৩। উভয়হীন এবং ৪। আশ্রয়হীন। তন্মধ্যে—

১। সাধ্যহীন, যথা—ধ্বনিঃ নিত্যঃ, অকারণত্বাৎ। যৎ অকারণং তৎ নিত্যম্—এস্থলে দৃষ্টান্ত যদি প্রাগভাববৎ বলা হয়, তবে সাধ্যহীন হয়।

২। সাধনহীন, যথা—উক্ত স্থলে দৃষ্টান্ত যদি প্রধ্বংসবৎ বলা হয়, তবে সাধনহীন হয়।

৩। উভয়হীন, যথা—উক্ত স্থলে দৃষ্টান্ত যদি ঘটবৎ বলা হয়, তবে উভয়হীন হয়।

৪। আশ্রয়হীন, যথা—উক্ত স্থলে দৃষ্টান্ত যদি নরশৃঙ্গবৎ বলা হয়, তবে আশ্রয়হীন হয়।

(খ) বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তদোষ আবার চারিপ্রকার, যথা—১। সাধ্যাব্যাবৃত্ত, ২। সাধনাব্যাবৃত্ত, ৩। উভয়াব্যাবৃত্ত এবং ৪। আশ্রয়হীন। তন্মধ্যে—

১। সাধ্যাব্যাবৃত্ত, যথা—উক্ত স্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তির জন্য যদি বলা হয়—যাহা নিত্য নহে তাহা অকারণ নহে, আর এস্থলে যদি দৃষ্টান্ত প্রধ্বংস বলা হয় তবে এই দোষ হয়।

২। সাধনাব্যাবৃত্ত, যথা—উক্ত স্থলে ঐজন্য যদি প্রাগভাব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তবে সাধনাব্যাবৃত্ত হয়।

৩। উভয়ব্যাবৃত্ত, যথা—উক্ত স্থলে ঐজন্য যদি গগন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তবে উভয়াব্যাবৃত্ত হয়।

৪। আশ্রয়হীন, যথা—উক্ত স্থলে ঐজন্য যদি নরশৃঙ্গ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তবে আশ্রয়হীন হয়।

ইহাই হইল ভট্টমতে হেত্বাভাসের পরিচয়।

নিগ্রহস্থানের পরিচয়।

হেত্বাভাসটী নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত বলিয়া তাহার পরিচয়ের পর অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানের পরিচয় প্রদান আবশ্যক। অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানগুলি, যথা—

১। প্রতিজ্ঞাহানি, ২। প্রতিজ্ঞান্তর, ৩। প্রতিজ্ঞাবিরোধ, ৪। প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, ৫। হেত্বন্তর, ৬। অর্থান্তর, ৭। নিরর্থক, ৮। অবিজ্ঞাতার্থ, ৯। অপার্থক, ১০। অপ্রাপ্তকাল, ১১। ন্যূন, ১২। অধিক, ১৩। পুনরুক্ত, ১৪। অননুভাষণ, ১৫। অজ্ঞান, ১৬। অপ্রতিভা, ১৭। বিক্ষেপ, ১৮। মতানুজ্ঞা, ১৯। পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, ২০। নিরনুযোজ্যানুযোগ, ২১। অপসিদ্ধান্ত। (২২। হেত্বাভাস।)

১। প্রতিজ্ঞাহানি।

বাদী অথবা প্রতিবাদী প্রথমে যে পক্ষ, সাধ্য, হেতু, দৃষ্টান্ত ও দূষণ বলেন, পরে অপর পক্ষের সহিত বিচার করিতে করিতে তন্মধ্যে উহার যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিয়া অন্য গ্রহণ করিলেই তাঁহার প্রতিজ্ঞাহানি নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী নিজের উক্তহানিই প্রতিজ্ঞাহানি। যথা—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, ঘটবৎ" বলিলে যদি—

প্রতিবাদী—"শব্দঃ নিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, ঘটত্ববৎ" বলেন, অর্থাৎ ঘটত্বজাতি নিত্য অথচ ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়া শব্দকে নিত্য বলেন, আর তাহাতে যদি—

বাদী—শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, অর্থাৎ সাধ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য সাধ্য গ্রহণ করেন, তবে বাদীর প্রতিজ্ঞাহানি হইল।

২। প্রতিজ্ঞান্তর।

বাদী যাহা স্থাপন করেন প্রতিবাদী তাহাতে যদি দোষ দেন, আর তখন যদি বাদী সেই দোষ নিবারণের জন্য প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোথাও কোন বিশেষণ দেন, তাহা হইলে বাদীর প্রতিজ্ঞান্তর হইল। যেমন পূর্ব্বোক্তস্থলে অর্থাৎ—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, ঘটবৎ"—বলিলে যদি—

প্রতিবাদী—"শব্দঃ নিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, ঘটত্ববৎ" বলেন আর তাহাতে যদি—

বাদী বলেন—ঘট যেমন অসর্ব্বগত, ঘটত্ব সেরূপ অসর্ব্বগত নহে, সুতরাং "অসর্ব্বগতঃ শব্দঃ অনিত্যঃ, ঘটবৎ"—ইহাই আমার বক্তব্য, তাহা হইলে পক্ষে অসর্ব্বগতত্ববিশেষণ নিবেশ করায় বাদীর প্রতিজ্ঞান্তর হইল।

৩। প্রতিজ্ঞাবিরোধ।

বাদী বা প্রতিবাদীর বাক্যের প্রতিজ্ঞা হেতু ও দৃষ্টান্তমধ্যে যদি বিরোধ থাকে, তাঁহার প্রতিজ্ঞাবিরোধ নিগ্রহস্থান হয়। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার সহিত হেতুর, বা প্রতিজ্ঞার সহিত দৃষ্টান্তের বা হেতুর সহিত দৃষ্টান্তের যে বিরোধ, অথবা প্রতিজ্ঞার মধ্যগত পদার্থদ্বয়ের যে বিরোধ, তাহাই যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেতুবিরোধ বা দৃষ্টান্তবিরোধ নামে খ্যাত হয়। তথাপি সাধারণভাবে এ সকলই এই প্রতিজ্ঞাবিরোধ নামক নিগ্রহস্থানের মধ্যে পরিগণিত করা হয়। তন্মধ্যে প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ, যথা—

গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যম্ (প্রতিজ্ঞা)
রূপাদিতঃ অর্থান্তরস্য অনুপলব্ধেঃ (হেতু)

এখানে দ্রব্যকে গুণ ব্যতিরিক্ত বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতুমধ্যে বলা হইল—রূপাদি হইতে ভিন্ন বস্তুর উপলব্ধি হয় না। অতএব হেতুটী প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ হইল।

প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত পদার্থের মধ্যে বিরোধ, যথা—শ্রমণা—গর্ভিণী। এখানে শ্রমণা অর্থ—সন্ন্যাসিনী, তাহার গর্ভিণী হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবিরোধ হইল।

৪। প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস।

বাদী যদি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচারাদি দোষ দেখিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা বা হেতু বা দৃষ্টান্তের অস্বীকার করে, তবে এই দোষ হয়। প্রতিজ্ঞার অস্বীকার, যেমন—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" ইহা বলিলে

প্রতিবাদী—জাতির নিত্যতা ও ঐন্দ্রিয়কত্ব প্রদর্শন করিয়া ব্যভিচার দেখাইলে যদি

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ" আমার প্রতিজ্ঞা নহে বলিয়া অস্বীকার করেন

তাহা হইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসরূপ নিগ্রহস্থান হইল। এই অস্বীকার চারি প্রকার হয়, যথা—(১) "কে ইহা বলিয়াছে, অর্থাৎ ইহা বলি নাই, (২) আমি ইহা অপরের মত বলিয়াছি, আমার নিজমত নহে, (৩) তুমিই ইহা বলিয়াছ আমি ত বলি নাই, আর (৪) আমি অপরের কথারই অনুবাদ করিয়াছি, আমিই প্রথমে ঐ কথা বলি নাই।"

৫। হেত্বন্তর।

বাদী যদি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচারাদি দোষ দেখিয়া নিজের হেতুবাক্যে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তবে বাদীর পক্ষে হেত্বন্তর নিগ্রহস্থান বলিতে হইবে। যেমন—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রত্যক্ষত্বাৎ" এইরূপ বলিলে যদি

প্রতিবাদী—প্রত্যক্ষজাতি অন্তর্ভাবে তাহার ব্যভিচার দেখান, আর তজ্জন্য যদি—

বাদী বলেন—"আমার হেতুটী জাতিমত্ত্বে সতি প্রত্যক্ষত্বাৎ", কেবল প্রত্যক্ষত্বাৎ নহে, তাহা হইলে হেতুতে এই বিশেষণদানে এই হেত্বন্তর নিগ্রহস্থান হইল।

৬। অর্থান্তর।

বাদী বা প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া সেই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য অর্থের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অর্থান্তর নিগ্রহস্থান হয়। যেমন—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ"

বলিয়া যদি শব্দটী গুণ, তাহা আবার আকাশের গুণ, উহা শ্রোত্রগ্রাহ্য এইরূপ স্বমতের অবান্তর কথা বলিতে থাকেন, অথবা—শব্দটী দ্রব্য, সংযোগসম্বন্ধে তাহা গৃহীত হয়, তাল্বাদি ব্যাপারদ্বারা অভিব্যঙ্গ্য এইরূপ পরমতের অবান্তর কথা বলিতে থাকিলে; অথবা নিত্যত্বটী অনুমানগম্য, সেই অনুমানটী প্রমাণ, তাহা চতুর্ব্বিধ এইরূপ উভয়মতে অন্য কথার প্রসঙ্গ করিলে; অথবা—ঐন্দ্রিয়কত্ব যে হেতু, সেই হেতুটী হি ধাতু তুন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন, তুন্ প্রত্যয়বশতঃ ইহা কৃদন্তপদ ইত্যাদি অনুভয়মতে অসম্বদ্ধ কথার অবতারণা করিলে—এই দোষ হয়। এরূপ অবান্তর বাক্যের উদ্দেশ্য অপর পক্ষের বুদ্ধিমোহ উৎপাদন।

সিদ্ধসাধন।

এই অর্থান্তর যে পক্ষে হয়, তাহার বিপক্ষের মতের দৃষ্টিতে তাহাই সিদ্ধসাধন নামক হেত্বাভাস হয়। কোন মতে সিদ্ধসাধনই নিগ্রহস্থান আর অর্থান্তরটী হেত্বাভাস বলা হয়। অদ্বৈতসিদ্ধি মধ্যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সাধন করিতে যাইয়া মিথ্যাত্বের যে লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া মাধ্ব বহু স্থলে এই সিদ্ধসাধন ও অর্থান্তরের উদ্ভাবন করিয়াছেন দৃষ্ট হইবে। কারণ, মাধ্বমতে, অদ্বৈতী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে যাইয়া প্রপঞ্চের সত্যত্ব সিদ্ধ করিলেন—এই বলিয়া মাধ্ব অদ্বৈতীর অনুমানে অর্থান্তর দোষ দেখাইবার প্রয়াস করিতেছেন।

৭। নিরর্থক।

যাহার কোন অর্থ হয় না এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে এই নিরর্থক নিগ্রহস্থান হয়, যেমন যদি—

বাদী বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, জবগড়দশত্বাৎ"

তাহা হইলে এই নিগ্রহস্থান হয়; কারণ, জবগড়দশত্বের বর্ণক্রমের জ্ঞাপকতাভিন্ন কোন অর্থই নাই। এইরূপ যে ভাষায় বিচার হইতেছে, তাহা ত্যাগ করিয়া অপর পক্ষের অজ্ঞাত ভাষায় হেত্বাদি প্রয়োগ করিলেও এই দোষ হয়।

৮। অবিজ্ঞাতার্থ।

বাদীকর্তৃক তিন চারিবার কথিত হইলেও বিচারস্থলীর সভ্যগণ, মধ্যস্থ ও প্রতিবাদীর যদি অর্থবোধ না হয়, তবে বাদীর পক্ষে এই নিগ্রহস্থান হয়। যেহেতু এরূপ বাক্য-প্রয়োগের উদ্দেশ্য অসামর্থ্যপ্রচ্ছাদন। শ্লিষ্টশব্দ দ্রুত উচ্চারিত শব্দ এবং অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগবশতঃই এইরূপ ঘটে। ইহার দৃষ্টান্ত, যথা—

"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইহা বলিবার জন্য বাদী যদি বলেন—

"কন্ধপতনয়াধৃতিহেতুরয়ং—ত্রিনয়ন-তনয়-যান-সমান-নামধেয়বান্, তৎকেতুমত্বাৎ"

তাহা হইলে প্রতিবাদী ও মধ্যস্থপ্রভৃতি ইহা সহজে বুঝিতে পারেন না। এজন্য ইহা অবিজ্ঞাতার্থ নিগ্রহস্থান হয়।

৯। অপার্থক।

বাদী বা প্রতিবাদী যেখানে পরস্পরের মধ্যে যোগ্যতা, আকাংক্ষা ও সান্নিধ্যরহিত অর্থাৎ অনন্বিতার্থক পদসমূহ প্রয়োগ করেন, তথায় ইহা ঘটে। ইহা আবার দ্বিবিধ হয়, যথা—পদাপার্থক এবং বাক্যাপার্থক।

"শব্দঃ ঘটঃ পটঃ নিত্যম্ অনিত্যং চ, প্রমেয়ত্বাৎ"

"দশদাড়িমানি ষড়পূপাঃ"

এখানে কাহার সহিত কাহার অন্বয় হইবে—বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া সমুদায়ের অর্থবোধ হয় না। এরূপ বাক্য যিনি প্রয়োগ করিবেন তাঁহার অপার্থক নিগ্রহস্থান হইবে।

১০। অপ্রাপ্তকাল।

যেখানে কোন পক্ষ ন্যায়াবয়বসমূহ উল্টপালটা করিয়া বলেন, সেখানে তাঁহার এই নিগ্রহস্থান হয়, যেমন যদি কোন পক্ষ বলেন—

"শব্দত্বাৎ শব্দঃ অনিত্যঃ" ইত্যাদি

তাহা হইলে এস্থলে এই নিগ্রহস্থান ঘটে। এখানে হেতুবাক্য অগ্রে, পরে প্রতিজ্ঞাবাক্য হওয়ায় এই দোষ হইল।

১১। ন্যূন।

প্রতিজ্ঞাপ্রভৃতি ন্যায়াবয়বের মধ্যে কোন একটী না থাকিলে এই দোষ হয়। কথারম্ভ, বাদাংশ, বাদ এবং প্রতিজ্ঞাদিভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ হয়। যথা (১) "জল্প"কথায় বাদী প্রথমে ব্যবহারনিয়মাদি কথারম্ভ না করিয়াই প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োগ করিলে "কথারম্ভ ন্যূন" হয়, (২) হেতু প্রয়োগ করিয়া উহার নির্দ্দোষত্বপ্রতিপন্ন না করিলে অথবা হেতুর প্রয়োগ না করিয়াই বক্ষ্যমাণ হেতুর নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিলে "বাদাংশ ন্যূন" হয়, (৩) প্রতিবাদী বাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডন না করিয়া নিজপক্ষ স্থাপনা করিলে অথবা নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন করিলে "বাদ ন্যূন" হয়। আর (৪) প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মধ্যে যে কোন অবয়ব না বলিলে "অবয়ব ন্যূন" হয়।

১২। অধিক।

ন্যায়াবয়বের মধ্যে হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য বা উপনয়বাক্য অধিক বলিলে এই নিগ্রহস্থান হয়। তবে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত থাকিলে ইহা নিগ্রহস্থান হয় না। হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণ দিলেও এই নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত হয়। যেমন "নীলধূমাৎ" বলিলে হয়।

১৩। পুনরুক্ত।

অনুবাদ ব্যতীত কথিত বিষয়ের যে পুনঃকথন তাহাই পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান। ইহা শব্দপুনরুক্ত, অর্থপুনরুক্ত এবং অর্থাপত্তিলব্ধপুনরুক্ত বা আক্ষেপপুনরুক্তভেদে ত্রিবিধ। শব্দপুনরুক্ত, যথা—নিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যঃ শব্দঃ—এইরূপ দুইবার বলা। অর্থ-পুনরুক্ত যথা—অনিত্যঃ শব্দঃ বলিয়া যদি আবার বলা হয় "নিরোধধর্ম্মকঃ ধ্বনিঃ" অর্থাৎ ধ্বনি বিনাশরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। এইরূপ ঘটঃ ঘটঃ, ঘটঃ কলসঃ ইত্যাদি বলিলেও হয়। অর্থাপত্তিলব্ধ পুনরুক্ত, যথা—"উৎপত্তিধর্ম্মকম্ অনিত্যম্" বলিয়া যদি বলা হয় "অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকং নিত্যম্" তাহা হইলেও এই দোষ হয়। প্রয়োজনীয় পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলা হয়। যেমন প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর নিগমন বাক্য পুনরুক্ত নহে। এজন্য অনুবাদভিন্নস্থলে এই নিগ্রহস্থান হয়।

১৪। অননুভাষণ।

মধ্যস্থ বাদীর কথা প্রতিবাদীকে তিন চারি বার বলিলেও যদি প্রতিবাদী তাহার প্রত্যুচ্চারণ অর্থাৎ অনুবাদ না করিয়া উত্তর দেয়, অর্থাৎ খণ্ডন করে, তবে প্রতিবাদীর এই নিগ্রহস্থান হয়।

ইহা পাঁচ প্রকার হয়, যথা—(১) "যৎ" ও "তৎ" শব্দ দ্বারা দূষণীয় বিষয়ের অনুবাদ, (২) দূষণীয় বিষয়ের আংশিক অনুবাদ, (৩) দূষণীয় বিষয়ের বিপরীত অনুবাদ, (৪) কেবল দূষণ মাত্র বুঝিলে এবং (৫) বুঝিয়াও সভাক্ষোভাদিবশতঃ স্তম্ভিত হইয়া কিছু না বলিতে পারিলে—এই নিগ্রহস্থান হয়।

১৪ (ক)। খলীকার।

বাদবিচারে কোন পক্ষ বিবক্ষিত অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে না পারিলে খলীকার বলা হয়। বাদবিচারে জয়পরাজয় নাই বলিয়া ইহাকে জয়পরাজয়রূপ নিগ্রহস্থান বলা হয় না। নিগ্রহ শব্দের অর্থ বাদবিচারে খলীকার এবং জল্প ও বিতণ্ডায় জয়পরাজয় বলা হয়।

১৫। অজ্ঞান।

বাদিকর্ত্তৃক তিনবার কথিত এবং মধ্যস্থ ও সভ্যগণকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত এতাদৃশ যে বাদীর বাক্যার্থ, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিশিষ্টজ্ঞানের অভাব, তাহাই অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান।

১৬। অপ্রতিভা।

বাদীর কথা প্রতিবাদী বুঝিয়া ও অনুবাদ করিয়াও যদি তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ হয়েন, সেস্থলে প্রতিবাদীর অপ্রতিভা নামক নিগ্রহস্থান হয়। এস্থলে বাদীর প্রতি প্রতিবাদীর অহংকার বা অবজ্ঞা প্রদর্শনজন্য প্রতিবাদিকর্ত্তৃক কোন শ্লোকাদি পাঠ বা অন্য কাহারও বার্ত্তার অবতারণা করিতে দেখা যায়।

১৭। বিক্ষেপ।

জল্প ও বিতণ্ডার স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী যদি নিজ অসামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভান করিয়া বা শরীরের অসুস্থতার ছল করিয়া বিচার ভঙ্গ করেন, তবে বিক্ষেপ নামক নিগ্রহস্থান হয়।

১৮। মতানুজ্ঞা।

নিজপক্ষে অন্যপক্ষকর্ত্তৃক প্রদত্ত দোষের উদ্ধার না করিয়া অন্য পক্ষেও সেই দোষ তুল্য বলিয়া আপত্তি করিলে স্বপক্ষে সেই দোষ স্বীকার করায় মতানুজ্ঞা নামক নিগ্রহস্থান বলা হয়। যথা—

বাদী বলিলেন—ভবান্ চৌরঃ, পুরুষত্বাৎ, এস্থলে—

প্রতিবাদী বলিলেন—ভবান্ অপি চৌরঃ।

এখানে বাদীর কথায় ব্যভিচার দোষ ছিল, তাহা না দেখাইয়া প্রতিবাদী বাদীকেও তুল্যযুক্তিতে চোর বলায় প্রতিবাদী কর্ত্তৃক নিজ চৌরত্ব স্বীকৃত হইল, সুতরাং এই স্থলে মতানুজ্ঞা নামক নিগ্রহস্থান হইল।

১৯। পর্য্যনুযোজ্যাপেক্ষণ।

যে পক্ষে নিগ্রহস্থান উপস্থিত হয়, তিনি পর্য্যনুযোজ্য। পরপক্ষ তাহা যদি তখনই তাঁহাকে প্রদর্শন না করিয়া উপেক্ষা করেন, তবে উপেক্ষাকারীর এই নিগ্রহস্থান হয়। এই দোষ, মধ্যস্থ প্রদর্শন করেন। বাদকথায় মধ্যস্থ বা সভ্যগণ উহা উদ্ভাবন করিলে উভয়পক্ষের নিগ্রহ স্বীকার করা হয়। অথবা এস্থলে বাদীও নিজদোষ নিজেই উদ্ভাবন করিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কাহারও নিগ্রহ স্বীকার করা হয় না।

২০। নিরনুযোজ্যানুযোগ।

এক পক্ষে নিগ্রহস্থান উপস্থিত না হইলেও যদি অপর পক্ষ সেই পক্ষে তাহা আরোপ

করিয়া অনুযোগ করেন, তবে আরোপকারীর নিরনুযোজ্যানুযোগ নিগ্রহস্থান হয়। যথাসময়ে যথার্থ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ভিন্ন যে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন, তাহাই এই নিরনুযোজ্যানুযোগ। ইহা চারিপ্রকার হয়, যথা—(১) অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ, অর্থাৎ অসময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন (২) প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির আভাস, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাহান্যাদি না হইলেও তাহার প্রদর্শন (৩) ছল ও (৪) জাতি। যথার্থ নিগ্রহস্থান উদ্ভাবন করিতে না পারিলে তিনিই নিগৃহীত হন। উদ্ভাবনকালের নিয়মানুসারেই নিগ্রহস্থানগুলি (১) উক্ত-গ্রাহ্য, (২) অনুক্তগ্রাহ্য এবং (৩) উচ্যমানগ্রাহ্য—এই তিনরূপ হয়। যাহা উক্ত হইলে বুঝা যায়, তাহা—উক্তগ্রাহ্য, যাহা উক্ত না হইলে পূর্ব্বেও বুঝা যায়, তাহা—অনুক্তগ্রাহ্য, আর যাহা বলিবার সময়ই বুঝা যায়, তাহা—উচ্যমানগ্রাহ্য বলা হয়।

২১। অপসিদ্ধান্ত।

এক সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিবাদীর কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া সেই নিজ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত অবলম্বনে যদি উত্তর দেওয়া হয়, তবে অপসিদ্ধান্ত হয়। যেমন—সাংখ্য, সদ্‌বস্তুর বিনাশ হয় না এবং অসতের উৎপত্তি হয় না —এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া যদি বলেন—

এই ব্যক্তজগৎ একপ্রকৃতিক ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখা যায় ... (হেতু)
যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত শরাবাদি একপ্রকৃতিক ... (উদাহরণ)
এই ব্যক্তভেদ সেই প্রকার সুখদুঃখমোহান্বিত ... (উপনয়)
সুতরাং ব্যক্তজগৎ একপ্রকৃতিক ... (নিগমন)

ইহাতে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি বলেন—আচ্ছা প্রকৃতি ও বিকৃতির লক্ষণ কি? উত্তরে সাংখ্য বলিলেন—যে পদার্থের একটী ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে একটী ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় সেই পদার্থটী প্রকৃতি, যেমন ঘটশরাবের পক্ষে মাটী, এবং যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয় তাহাই বিকৃতি, যেমন ঘটশরাবাদি। ইহাতে সাংখ্য শরাবাদি বিকৃতিরূপ অসতের আবির্ভাব স্বীকার করিলেন এবং মৃত্তিকারূপ সতের বিনাশ স্বীকার করিলেন। এজন্য সাংখ্যমতে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান হইল।

২২। হেত্বাভাস।

হেত্বাভাসটী দ্বাবিংশ নিগ্রহস্থান। ইহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে আর পুনরুক্তি করা গেল না। (২৭৫ পৃঃ)

জাতির পরিচয়।

নিগ্রহস্থান বা পরাজয়ের স্থল জানিবার পর ২৪ প্রকার জাতির পরিচয়লাভ আবশ্যক। কারণ, জাতি বলিতে অসদুত্তর বুঝায়। আর অসদুত্তর যিনি করেন তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই জাতি বা অসদুত্তর কত প্রকার এবং কিরূপ

তাহা জানা থাকিলে আত্মপক্ষের রক্ষা ও পরপক্ষের দোষপ্রদর্শন সহজ হয় বলিয়া ইহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অবশ্য জাত্যুত্তর ভিন্ন স্থলেও নিগ্রহ-স্থান হয়, তাহা এই বিষয় দুইটী আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

এই জাতি বা অসদুত্তর ২৪ প্রকার, যথা—১। সাধর্ম্ম্যসমা, ২। বৈধর্ম্ম্যসমা, ৩। উৎকর্ষসমা, ৪। অপকর্ষসমা, ৫। বর্ণ্যসমা, ৬। অবর্ণ্যসমা, ৭। বিকল্পসমা, ৮। সাধ্যসমা, ৯। প্রাপ্তিসমা, ১০। অপ্রাপ্তিসমা, ১১। প্রসঙ্গসমা, ১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা, ১৩। অনুৎপত্তিসমা, ১৪। সংশয়সমা, ১৫। প্রকরণসমা, ১৬। অহেতুসমা বা হেতুসমা, ১৭। অর্থাপত্তিসমা, ১৮। অবিশেষসমা, ১৯। অনুপপত্তিসমা, ২০। উপলব্ধিসমা, ২১। অনুপলব্ধিসমা, ২২। নিত্যসমা, ২৩। অনিত্যসমা এবং ২৪। কার্য্যসমা বা কারণ-সমা। ইহাদের বিবরণ এইরূপ—

১। সাধর্ম্ম্যসমা।

দুইটী বস্তুতে যখন কোন একটী সাধারণ ধর্ম্ম দেখা যায়, তখন সেই ধর্ম্মকে তাহাদের সাধর্ম্ম্য বলে; যেমন ঘট পট ও মঠের সাধর্ম্ম্য পৃথিবীত্ব, আর তাহাদের যে নিজ নিজ ধর্ম্ম বা অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহাকে তাহাদের বৈধর্ম্ম্য বলে; যেমন ঘটত্ব পটত্ব ও মঠত্ব প্রভৃতি। অর্থাৎ ঘটত্ব পট ও মঠের বৈধর্ম্ম্য, পটত্ব ঘট ও মঠের বৈধর্ম্ম্য, ইত্যাদি। বাদী যখন কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতু বা দুষ্টহেতুর দ্বারা কোন পক্ষরূপ ধর্ম্মীতে কোন সাধ্যের সাধন করেন, তখন প্রতিবাদী যদি কোন একটী বিপরীত সাধর্ম্ম্যমাত্রদ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যাভাবের সাধন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর যে উত্তর, তাহা সাধর্ম্ম্যসমা নামক জাত্যুত্তর। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা—সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্ট্রবৎ" আর—

প্রতিবাদী বলেন—"আত্মা—নিষ্ক্রিয়ঃ বিভুত্বাৎ, আকাশবৎ। তাহা হইলে—

প্রতিবাদীর উত্তর সাধর্ম্ম্যসমা নামক জাত্যুত্তর হইল। অর্থাৎ—

বাদী বলিলেন—"লোষ্ট্রে ক্রিয়ার হেতু গুণ থাকায়, অর্থাৎ গুরুত্ব বা সংযোগাদিরূপ গুণ থাকায়, যদি লোষ্ট্র সক্রিয় হয়, তবে আত্মাতে অদৃষ্টাদি ক্রিয়াহেতু গুণ থাকায়, অর্থাৎ ক্রিয়াহেতু গুণটী লোষ্ট্র ও আত্মার সাধর্ম্ম্য হওয়ায় লোষ্ট্রের ন্যায়—আত্মা সক্রিয় হইবে না কেন? ইহাতে—

প্রতিবাদী বলিলেন—"আকাশ বিভুদ্রব্য বলিয়া যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে আত্মা বিভুদ্রব্য বলিয়া অর্থাৎ বিভুত্ব গুণটী আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্ম্য বলিয়া আকাশের ন্যায় আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবেন না কেন?

এখানে বাদী পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্যদ্বারা যে সাধ্য সিদ্ধ করিতেছেন, প্রতিবাদী সেই পক্ষ ও অন্য দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্যদ্বারা সেই সাধ্যের অভাব সিদ্ধ করিলেন। এখানে যেমন বাদী সাধর্ম্ম্যদ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলেন এবং প্রতিবাদী সাধর্ম্ম্যদ্বারাই তাহাতে দোষ দিলেন, তদ্রূপ বাদী বৈধর্ম্ম্যদ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে এবং প্রতিবাদী সাধর্ম্ম্যদ্বারা তাহাতে দোষ দিলেও এই সাধর্ম্ম্যসমা নামক জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—আত্মা—নিষ্ক্রিয়ঃ বিভুত্বাৎ, লোষ্ট্রবৎ, আর ইহাতে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—আত্মা—সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্ট্রবৎ; তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরে সাধর্ম্ম্যসমা দোষ হইল। অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিতেছেন—সক্রিয় লোষ্ট্রের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ববশতঃ আত্মা যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে সক্রিয় লোষ্ট্রের সাধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণ-বত্ত্বপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে না কেন? ইহাই হইল দ্বিতীয় প্রকার সাধর্ম্ম্যসমা। সুতরাং

বাদীর সাধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদীর সাধর্ম্ম্যদ্বারা এক প্রকার, এবং
বাদীর বৈধর্ম্ম্য আর প্রতিবাদীর সাধর্ম্ম্যদ্বারা অন্যপ্রকার—

এই দ্বিবিধ সাধর্ম্ম্যসমা হইল।

এস্থলে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর অনুমানের দোষ না দেখাইয়া সৎপ্রতিপক্ষ উত্থাপনাভিপ্রায়ে, অব্যভিচারী সাধর্ম্ম্য হেতুর দ্বারা সাধ্যাভাব প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও প্রতিবাদীর উত্তর সাধর্ম্ম্যসমা হয়। কারণ, সাধ্যাভাব দেখাইবার অগ্রে প্রতিবাদিকর্ত্তৃক বাদীর হেতুর দোষপ্রদর্শনই কর্ত্তব্য। আর এইজন্য এই সাধর্ম্ম্যসমা আবার তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়, যথা—১। সদ্‌বিষয়া, ২। অসদ্‌বিষয়া, ৩। অসদুক্তিকা।

১। সদ্‌বিষয়া—আত্মা নিষ্ক্রিয়ঃ, বিভুত্বাৎ, আকাশবৎ—এই পক্ষটী। যেহেতু এ কথায় কোন দোষ নাই।

২। অসদ্‌বিষয়া—শব্দঃ অনিত্যঃ, উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ, ঘটবৎ—বলিলে যদি প্রতিবাদী বলেন—শব্দঃ নিত্যঃ, অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশবৎ। ইহা দুষ্ট অনুমান, কারণ, অনিত্য গুণ ও ক্রিয়াতে অমূর্ত্তত্ব আছে।

৩। অসদুক্তিকা—শব্দঃ নিত্যঃ, শ্রাবণত্বাৎ, শব্দত্ববৎ—বলিলে যদি প্রতিবাদী বলেন —শব্দঃ অনিত্যঃ, কৃতকত্বাৎ, ঘটবৎ; তাহা হইলে উক্তিমাত্রই দোষ বুঝা যায় বলিয়া ইহা অসদুক্তিকা বলা হয়।

প্রতিবাদী ব্যভিচারী সাধর্ম্ম্য হেতুদ্বারা যখন সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শন করেন, তখন ইহার স্থল হইবে—

বাদী যদি বলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ, আর—

প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দঃ নিত্যঃ, অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশবৎ,—

অর্থাৎ অনিত্য ঘটের কার্য্যত্বরূপ সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত যদি শব্দ অনিত্য হয়, তবে নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্বপ্রযুক্ত কেন শব্দ নিত্য হইবে না? প্রতিবাদীর এই উত্তরের হেতু অমূর্ত্তত্ব নিত্যত্বের ব্যভিচারী। মহর্ষি বাৎস্যায়নের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই দৃষ্টান্তই সাধর্ম্ম্যসমার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন।

২। বৈধর্ম্ম্যসমা।

বাদী কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যদ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্ম্যদ্বারাই উহার খণ্ডন করেন, অর্থাৎ সাধ্যাভাব সাধন করেন, তাহা হইলে বৈধর্ম্ম্যসমা জাতি হয়। অর্থাৎ—

বাদীর সাধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদীর বৈধর্ম্ম্য—এক প্রকার, আর
বাদীর বৈধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদীর বৈধর্ম্ম্য—অন্য প্রকার, অর্থাৎ—

এই দুই প্রকার বৈধর্ম্ম্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন প্রথম প্রকার—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী যদি বলেন—"আত্মা নিষ্ক্রিয়. অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ. লোষ্টবৎ" ইত্যাদি।

এখানে লোষ্টের সাধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব এবং বৈধর্ম্ম্য অপরিচ্ছিন্নত্ব। আত্মা ক্রিয়াহেতুগুণবান্ এবং অপরিচ্ছিন্ন উভয়ই। অর্থাৎ লোষ্টসাধর্ম্ম্যে সক্রিয় হইলে লোষ্ট-বৈধর্ম্ম্যদ্বারা আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না কেন?

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত, যথা—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা নিষ্ক্রিয়ঃ, বিভুত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ. আকাশবৎ, ইত্যাদি।

এখানে লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ব এবং আকাশের বৈধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব। বস্তুতঃ আত্মা বিভু ও ক্রিয়াহেতুগুণবান্ উভয়ই। অর্থাৎ লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ববশতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলে আকাশের বৈধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ববশতঃ আত্মা সক্রিয় হইবে না কেন? অপর কথা সাধর্ম্ম্যসমার ন্যায়। এস্থলে বাদীর দোষ না দেখাইয়া সৎপ্রতিপক্ষপ্রদর্শনে এই উত্তর জাত্যুত্তর হইয়াছে।

৩। উৎকর্ষসমা।

বাদী কোন ধর্ম্মীতে কোন হেতু বা হেত্বাভাসদ্বারা তাহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হেতুর দ্বারাই বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মীতে অবিদ্যমান কোন ধর্ম্মের আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উৎকর্ষসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে যদি—
প্রতিবাদী বলেন তবে—"আত্মা স্পর্শবান্, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" ইত্যাদি, তাহা হইলে ইহা উৎকর্ষসমা জাত্যুত্তর হইবে। কারণ, আত্মাতে স্পর্শগুণ নাই, কিন্তু দৃষ্টান্ত লোষ্টে তাহা থাকে। ঐরূপ যদি—

বাদী বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী বলেন—"শব্দঃ রূপবান্, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ" ইহা হইবে না কেন?

এস্থলে দৃষ্টান্ত ঘটে যেমন অনিত্যত্ব আছে. তদ্রূপ রূপও আছে, শব্দে কিন্তু রূপ থাকে না, অথচ দৃষ্টান্তবলে তাহা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। এতদ্দ্বারা অনুমানে বাধ নামক হেত্বাভাস উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হইল। কারণ, পক্ষ আত্মা স্পর্শবান্ নহে, এবং শব্দও রূপবান্ নহে—ইহা অন্য প্রমাণদ্বারা বাদীরও সম্মত। এখানে হেতুটীও সাধা-

ব্যভিচারী। এইরূপে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্তে সাধ্যধর্ম্ম অথবা হেতুদ্বারাই অবিদ্যমান ধর্ম্মের আপত্তি করিলে উৎকর্ষসমা হয়। ইহা অসদুত্তর। যে ধর্ম্ম যাহাতে নাই, তাহাতে তাহার আরোপই এস্থলে তাহার উৎকর্ষ।

৪। অপকর্ষসমা।

বাদী কোন ধর্ম্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা কোন সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর ঐ দৃষ্টান্তদ্বারাই তাঁহার গৃহীত ধর্ম্মীতে বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাব আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম অপকর্ষসমা জাতি। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তাহাতে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—"আত্মা অপরিচ্ছিন্নঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ"

অর্থাৎ সক্রিয় লোষ্টের দৃষ্টান্তবলে বাদী যদি আত্মাকে সক্রিয় বলেন, তবে সেই লোষ্টের পরিচ্ছিন্নত্বধর্ম্মবশতঃ আত্মার অপরিচ্ছিন্নধর্ম্মের অপকর্ষ বা অপলাপ হইবে না কেন? ঐরূপ—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অশ্রাবণঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ"—এরূপ হইবে না কেন? তাহা হইলেও অপকর্ষসমা জাত্যুত্তর হইবে।

৫। বর্ণ্যসমা।

বাদী কোন হেতু এবং দৃষ্টান্তদ্বারা কোন পক্ষে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর গৃহীত সেই দৃষ্টান্তে বর্ণ্যত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম বর্ণ্যসমাজাতি। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলেন—পক্ষ বলিয়া আত্মার সক্রিয়ত্ব যেমন বর্ণ্য, অর্থাৎ সন্দিগ্ধ, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত লোষ্টেরও সক্রিয়ত্ব সন্দিগ্ধ হউক; যেহেতু ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব উভয়স্থলেই স্বীকার করা হইতেছে। ইহাতে দৃষ্টান্তে সাধ্যনিশ্চয়ের অভাববশতঃ দৃষ্টান্তাসিদ্ধিপ্রযুক্ত অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস থাকিল ও প্রতিবাদীর উত্তরটী দুষ্ট হইল।

৬। অবর্ণ্যসমা।

বাদী কোন হেতু এবং দৃষ্টান্তদ্বারা কোন পক্ষে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর গৃহীত সেই দৃষ্টান্তের অবর্ণ্যত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যকত্ব বাদীর পক্ষে আপত্তি করেন, অর্থাৎ পক্ষের সন্দিগ্ধসাধ্যকত্ব খণ্ডন করেন, তবে তাহার অবর্ণ্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ, ইহার উত্তরে যদি—

প্রতিবাদী বলেন—দৃষ্টান্ত ঘটে যেমন অনিত্যত্ব নিশ্চিত, তদ্রূপ পক্ষ শব্দেও তাহা নিশ্চিত হইবে না কেন? অর্থাৎ দৃষ্টান্তের নিশ্চিতসাধ্যকত্ব ধর্ম্মটী দৃষ্টান্তবলে, স্বরূপা-সিদ্ধিবারণের জন্য যদি পক্ষে আছে বলেন, তবে পক্ষের সন্দিগ্ধসাধ্যকত্ব ধর্ম্ম আর থাকে না বলিয়া বাদীর অনুমানই অসম্ভব হয়। ইহাতে আশ্রয়াসিদ্ধি হেত্বাভাস হয়।

৭। বিকল্পসমা।

বাদীর কথিত হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তপদার্থে কোন একটী ধর্ম্ম আছে এবং কোন একটী ধর্ম্ম নাই, এইরূপ বিকল্প প্রদর্শন করিয়া দার্ষ্টান্তিক "পক্ষে"ও যদি প্রতিবাদী সাধ্যাভাব সাধন করেন, তবে এই বিকল্পসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলেন—ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত হইলেও যেমন কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট- এবং ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত হইলেও যেমন কোন দ্রব্য লঘু, যেমন বায়ু, তদ্রূপ ক্রিয়াহেতু, গুণযুক্ত লোষ্টাদির ন্যায় কতকগুলি বস্তু সক্রিয় এবং কতকগুলি বস্তু নিষ্ক্রিয়ও হইবে। সেই নিষ্ক্রিয় বস্তুই আত্মা। ইহা স্বীকার করিলে বায়ু কেন গুরু হইবে না? তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরটী বিকল্পসমা জাত্যুত্তর হয়। এস্থলে বাদীর হেতুতে ঐ লঘুত্ব ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা বাদীর ঐ হেতুতে তাঁহার সাধ্যধর্ম্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচার সমর্থন করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য।

এই বিকল্পসমা তিন প্রকার হইতে পারে, যথা—(১) বাদীর হেতুরূপ ধর্ম্মে অন্য যে কোন ধর্ম্মের ব্যভিচার, অথবা (২) অন্য যে কোন ধর্ম্মে বাদীর সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার, অথবা (৩) যে কোন ধর্ম্মে তদ্‌ভিন্ন যে কোন ধর্ম্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতেও তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচারের আপত্তি করেন, তাহা হইলে এই বিকল্পসমা জাত্যুত্তর হইবে। তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ বাদীর হেতুতে অন্য যে কোন ধর্ম্মের ব্যভিচারটী আবার ত্রিবিধ, যথা—(ক) বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তে ব্যভিচার, (খ) বাদী পদার্থদ্বয় পক্ষরূপে গ্রহণ করিলে সেই পক্ষদ্বয়ে ব্যভিচার, এবং (গ) বাদী পদার্থদ্বয় দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিলে সেই দৃষ্টান্তদ্বয়ে ব্যভিচার, ইত্যাদি।

৮। সাধ্যসমা।

বাদীর অনুমানে তাঁহার পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রমাণান্তরদ্বারা সিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তাহাতেও বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্তই সাধ্যত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে সাধ্যসমা জাত্যুত্তর হয়। এইরূপে বাদীর অনুমানে হেত্বসিদ্ধি, পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি এবং দৃষ্টান্তাসিদ্ধির প্রদর্শনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ„ আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলেন—ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বশতঃ লোষ্ট যেমন, আত্মা যদি তদ্রূপ হয়, তবে আত্মা যেমন, লোষ্টও তদ্রূপ হইবে না কেন? অর্থাৎ দৃষ্টান্তেও উক্ত হেতুবশতঃ সাধ্যসিদ্ধি করিবে না কেন? সুতরাং দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল। ঐরূপ পক্ষ ও হেতুতেও সাধ্যসিদ্ধির আপত্তি করিলে এই জাত্যুত্তর হয়। পূর্ব্বোক্ত বর্ণ্যসমাতে প্রতিবাদী, বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্ত উক্তরূপে বাদীর দৃষ্টান্ত, হেতু ও পক্ষে সাধ্যত্বের আপত্তি করেন না—ইহাই প্রভেদ।

৯। প্রাপ্তিসমা।

বাদী কোন হেতুর দ্বারা কোন পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর স্বীকৃত

হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধদ্বারা সেই সাধ্যকে হেতু করিয়া হেতুকে সাধ্য করেন, তবে বাদীর হেতুর সাধকত্বহানি করিবার জন্য প্রতিবাদীর যে উত্তর, তাহা প্রাপ্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ, আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—সাধ্য সক্রিয়ত্ব এবং হেতু ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব যদি উভয়ই বিদ্যমান থাকায় পরস্পর সম্বন্ধ হয়; কারণ, এই উভয় পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে আর তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটে না, তাহা হইলে ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব সক্রিয়ত্বের দ্বারা সিদ্ধ হইবে না কেন, ইহাতে কোন বিশেষই ত নাই। সুতরাং ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বটী হেতুই নহে। তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরটী জাত্যুত্তর হইল। ইহাতে ব্যভিচারদোষ থাকে। এস্থলে হেতু ও সাধ্যের যে সম্বন্ধ, তাহার কোনস্থলে জ্ঞাপ্যজ্ঞাপক সম্বন্ধ, আর কোনস্থলে জন্যজনক সম্বন্ধও হইতে পারে—বুঝিতে হইবে।

১০। অপ্রাপ্তিসমা।

বাদীর কথিত 'হেতু', তাহার সাধ্যকে প্রাপ্ত না হইয়াই, অর্থাৎ তাহার সাধ্যের সহিত জন্যজনক বা জ্ঞাপ্যজ্ঞাপক সম্বন্ধদ্বারা সম্বদ্ধ না হইয়াই যদি সেই সাধ্যের সাধক হয়, এই-রূপ মনে করিয়া প্রতিবাদী, বাদীর হেতুটী সাধ্যের সাধক নহে বলেন, তবে বাদীর উত্তর অপ্রাপ্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ, আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—হেতু ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বের সহিত সাধ্যের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপক বা জন্য-জনক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে হেতু যেমন পক্ষে আছে, ইহা জানাই থাকে, তদ্রূপ সাধ্যও পক্ষেই আছে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত স্বীকার করিতে হয়, আর তজ্জন্য অনুমানই ব্যর্থ হয়। এজন্য হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ নাই—ইহা যদি বাদী বলেন, তবে ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব আর সক্রিয়ত্বের সাধকই হয় না, ইত্যাদি। তাহা হইলে প্রতিবাদীর এই উত্তর অপ্রাপ্তি-সমা নামক জাত্যুত্তর হয়। এখানে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হয়।

১১। প্রসঙ্গসমা।

বাদী যে পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা কোন কিছু সিদ্ধ করেন, প্রতিবাদী যদি সেই পক্ষের বা হেতুর বা দৃষ্টান্তের প্রতি আবার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন, আর বাদী তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিলে, আবার যদি প্রতিবাদী তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন—এইরূপে অনবস্থাদোষের উদ্ভাবনে প্রয়াসী হন, তবে প্রতিবাদীর উত্তরটী প্রসঙ্গসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ, আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—লোষ্ট যে ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত বলিয়া সক্রিয়, তাহার প্রমাণ কি? অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ দেখাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ইহা প্রসঙ্গসমা জাত্যুত্তর হইবে। আর বাদী প্রমাণ দেখাইলে প্রতিবাদী যদি আবার তাহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিয়া অনবস্থাদোষের উদ্ভাবনচেষ্টা করেন, তবে তাহাও প্রসঙ্গসমা হইবে। প্রাচীনমতে কেবল দৃষ্টান্তাসিদ্ধির জন্য প্রতিবাদীর উত্তরই প্রসঙ্গ-সমা বলা হয়।

১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা।

বাদীর অনুমানে যাহা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত, অন্য কথায় যাহা সাধ্যাভাবনিশ্চয়যুক্ত, তাহাতে প্রতিবাদী যদি বাদীর কথিত হেতুর সত্তা প্রদর্শন করিয়া পক্ষে সাধ্যাভাবের আপত্তি করেন; তবে প্রতিবাদীর উত্তর প্রতিদৃষ্টান্তসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ. ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ," আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব আকাশেও আছে ; কারণ, বৃক্ষের সহিত বায়ুর সংযোগটী বৃক্ষের ক্রিয়াহেতুগুণ, ঐ বায়ুর সংযোগ আকাশেও আছে, সুতরাং আত্মা আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হউক ? ক্রিয়াহেতুগুণবশতঃ আত্মা যদি লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তবে ঐ হেতুবশতঃ আকাশের ন্যায় আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না কেন ? প্রতিবাদীর এই উত্তর প্রতিদৃষ্টান্তসমা জাত্যুত্তর। এস্থলে বাধ অথবা সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবনই উদ্দেশ্য।

১৩। অনুৎপত্তিসমা।

বাদী কোন পক্ষে কোন হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্য সিদ্ধ করিলে, প্রতিবাদী যদি সেই পক্ষের অনুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া বাদীর ঐ হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরটী অনুৎপত্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নান্তরীয়কত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দের উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দে ত হেতু "প্রযত্নান্তরীয়কত্ব" অর্থাৎ প্রযত্নের পর উৎপত্তিমত্ত্ব নাই। সুতরাং শব্দে তখন অনিত্যত্বসাধক হেতু না থাকায় সেই শব্দ নিত্য হউক। নিত্য হইলে আর উহাতে ঐ উৎপত্তি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব বাদীর হেতু পক্ষে না থাকায়, তাহার অনুমান অসিদ্ধ, ইত্যাদি, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তর উৎপত্তিসমা জাতি হইবে।

বস্তুতঃ পক্ষের ন্যায় হেতু ও দৃষ্টান্তেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাতে হেতুর অভাব দেখাইলেও এইরূপ উত্তর হয়। ইহাতে পক্ষ অনুসারে ভাগাসিদ্ধি, দৃষ্টান্তানুসারে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি এবং বাধ দোষই প্রদর্শিত হয়।

১৪। সংশয়সমা।

বাদী কোন পক্ষে কোন হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি করিলে প্রতিবাদী যদি সংশয়ের কোন কারণ দেখাইয়া বাদীর সেই পক্ষে বাদীর সাধ্যবিষয়ে সংশয় উত্থাপন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তর সংশয়সমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নজন্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য 'প্রযত্নজন্যত্ব' শব্দে আছে বলিয়া যদি শব্দে :অনিত্যত্বের নিশ্চয় হয়, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বহেতু শব্দ নিত্য কি অনিত্য—এরূপ সংশয় কেন হইবে না ? কারণ,—শব্দ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তদ্রূপ ঘট এবং তদ্গত ঘটত্বজাতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অতএব সংশয় হয়—শব্দ ঘটত্ব জাতির ন্যায় নিত্য, অথবা ঘটের ন্যায় অনিত্য কি না ? তাহা হইলে প্রতিবাদীর এই উত্তর সংশয়সমা জাত্যুত্তর হইল। এস্থলে সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবনই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রযত্নজন্যত্ব বিশেষধর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব সামান্য-ধর্ম্ম, অতএব বিশেষধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলে সামান্যধর্ম্ম জ্ঞানদ্বারা সংশয় হইতে পারে না।

১৫। প্রকরণসমা বা প্রক্রিয়াসমা।

বাদী নিজ সাধ্যের কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্য স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধ্যের অভাবকে তাহার সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা স্থাপন করেন এবং নিজ নিজ হেতুর তুল্য বল স্বীকার করিয়া অপরের সাধ্যকে বাধিত বলিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে উভয়েরই প্রকরণসমা জাত্যুত্তর হইবে। যেমন সাধ্যের সাধর্ম্ম্যদ্বারা—

বাদী যদি বলেন—-শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নান্তরীয়কত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দঃ নিত্যঃ, শ্রাবণত্বাৎ, শব্দত্ববৎ ;
অথবা সাধ্যের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা—

বাদী যদি বলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, আকাশবৎ" আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দঃ নিত্যঃ, অস্পর্শকত্বাৎ, ঘটবৎ ;
তাহা হইলে উভয়ের কথায় প্রকরণসমা জাত্যুত্তর হয়। প্রথমস্থলে বাদ্যুক্ত প্রযত্নান্তরীয়কত্ব হেতুটী অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদ্যুক্ত শ্রাবণত্ব হেতুটী নিত্য শব্দত্বের সাধর্ম্ম্য ; আর দ্বিতীয় স্থলে বাদ্যুক্ত কার্য্যত্ব হেতুটী নিত্য আকাশের বৈধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদ্যুক্ত অস্পর্শকত্ব হেতুটী অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্ম্য। এস্থলে বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ পক্ষে নিশ্চয়তাপ্রযুক্ত অপর পক্ষে বাধপ্রদর্শনে প্রয়াসী হন, আর সৎপ্রতিপক্ষে অপর পক্ষে সংশয়োৎপাদনে প্রয়াসী হন বলিয়া ইহা সৎপ্রতিপক্ষ হয় না। আর সাধর্ম্ম্যসমা ও সংশয়সমা স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধনের সহিত সাম্যমাত্রের আপত্তি করিয়া উহার খণ্ডন করেন, কিন্তু নিজপক্ষের নিশ্চয়দ্বারা খণ্ডন করেন না।

১৬। অহেতুসমা।

বাদী কোন হেতুর দ্বারা কোন সাধ্য সিদ্ধি করিলে প্রতিবাদী যদি সেই হেতুকে সাধ্যের পূর্ব্বভাবী, সহভাবী ও পরভাবী নহে বলিয়া সেই হেতুকে অহেতু বলিয়া আপত্তি করেন, তবে প্রতিবাদীর এই উত্তর অহেতুসমা জাত্যুত্তর হয়। যথা—হেতু সাধ্যের পূর্ব্বে থাকিতে পারে না। তাহার কারণ, হেতু সাধ্যের পূর্ব্বে থাকিলে হেতু কাহার সাধন করিবে। হেতু ও সাধ্য এক সময়ে থাকিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বিদ্যমান উভয় পদার্থের মধ্যে কে কাহার সাধন বা সাধ্য হইবে ? আর হেতু যদি সাধ্যের পরে থাকে, তাহা হইলে হেতু না থাকায় কে সাধন হইবে। অতএব বাদীর হেতু হেতুই হয় না। ইহার আর অহেতুর সহিত কোন বিশেষই থাকিল না।

১৭। অর্থাপত্তিসমা।

বাদীর বাক্য হইতে প্রতিবাদী যদি বাদীর অনভীষ্ট অন্য কিছু সিদ্ধ করেন, তবে প্রতিবাদীর উত্তরটী অর্থাপত্তিসমা নামক জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"শব্দ অনিত্য", আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী যদি বলেন—তবে "শব্দভিন্ন সবই নিত্য" তাহা হইলে—
এখানে শব্দের অনিত্যত্ব বলায় শব্দভিন্নের নিত্যত্বই অর্থতঃ সিদ্ধ হয় বলিয়া অথবা—

বাদী যদি বলেন—"শব্দ অনুমানপ্রযুক্ত অনিত্য" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—"শব্দ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য" তাহা হইলে এই অর্থাপত্তিসমা জাত্যুত্তর হইবে। এস্থলে অনুমানপ্রযুক্ত যদি অনিত্য হয়, তবে অর্থতঃ যাহা অনুমানভিন্ন প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত, তাহা নিত্যই হইবার কথা। সুতরাং পক্ষ ও হেতু অবলম্বনে অর্থতঃ বাদীর বাধিত বিষয়ের আপত্তিই এই অর্থাপত্তিসমা হইল।

১৮। অবিশেষসমা।

বাদী কোন পক্ষে কোন দৃষ্টান্ত ও সেই পক্ষের সাধর্ম্ম্যকে হেতু করিয়া তাঁহার সাধ্য সিদ্ধি করিলে প্রতিবাদী যদি সকল পদার্থের সাধর্ম্ম্য—সত্তা প্রমেয়ত্ব অভিধেয়ত্বাদিকে হেতু করিয়া সকল পদার্থের অবিশেষ আপত্তি করেন, তবে প্রতিবাদীর উত্তর অবিশেষসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নজন্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—ঘট ও শব্দে প্রযত্নজন্যত্বরূপ এক ধর্ম্ম থাকায় যদি শব্দ ও ঘটের অনিত্যত্বরূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি একধর্ম্ম থাকায় সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক। আর তাহা হইলে পক্ষ, সাধ্য হেতু ও দৃষ্টান্তের ভেদ না থাকায় অনুমানই আর হইতে পারিবে না। কারণ, সকল পদার্থ এক জাতীয় হওয়ায় পদার্থের আর নিত্যানিত্য বিভাগও থাকিবে না। সুতরাং সকল পদার্থ নিত্য বা অনিত্য হইবে। আর যদি নিত্য হয়, তবে অনিত্যত্ব সাধনই অসম্ভব হয়; ইত্যাদি। ইহাই অবিশেষসমা নামক জাত্যুত্তর।

১৯। উপপত্তিসমা।

বাদী তাহার সাধ্যসিদ্ধির জন্য হেতু প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষকে দৃষ্টান্ত করিয়া নিজের পক্ষেও হেতু আছে বলিয়া অনুমান করেন, তবে প্রতিবাদীর উত্তরটী উপপত্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দের অনিত্যতায় যদি কার্য্যত্ব হেতু থাকে, তবে বাদীর পক্ষের ন্যায় শব্দের নিত্যত্ব-পক্ষেও কিছু হেতু থাকিবে না কেন? যেহেতু ইহা বাদি-প্রতিবাদীর অন্যতর পক্ষেরই উক্ত, অথবা ইহা ত তোমার পক্ষ ও আমার পক্ষের অন্যতর পক্ষ, অথবা ইহা প্রকৃত সন্দেহের বিষয়, অথবা ইহা বিপ্রতিপত্তির বিষয়। সুতরাং বাদীর অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ দোষ অনিবার্য্য ইত্যাদি, তাহা হইলে এই উত্তরটী উপপত্তিসমা জাত্যুত্তর হয়।

২০। উপলব্ধিসমা।

বাদী তাঁহার প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে অবধারণবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ কোন অবধারণে তাঁহার তাৎপর্য্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে অবধারণবিশেষে তাৎপর্য্যের বিকল্প করিয়া বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই উত্তরের নাম উপলব্ধিসমাজাতি। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—তবে কি কেবল পর্ব্বতেই বহ্নি আছে, অথবা পর্ব্বতে কেবল বহ্নিই আছে? কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না; কারণ, পর্ব্বতভিন্ন পদার্থেও বহ্নি আছে এবং পর্ব্বতেও বহ্নিভিন্ন পদার্থ আছে? এইরূপ ধূমাৎ এই হেতুবাক্য হইতে বলেন—তবে কি পর্ব্বতে কেবল ধূমই আছে, অথবা কেবল পর্ব্বতে ধূম আছে? কিন্তু ইহার কোন পক্ষই হইতে পারে না, ইত্যাদি। ঐরূপ বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে অবধারণের বিকল্প করিয়া বাদীর কথা খণ্ডন করিলে উপলব্ধিসমা হয়। ইহা অসদুত্তর; কারণ, বাদীর এরূপ কোন অবধারণে তাৎপর্য্য নাই।

এই দোষ পাঁচ প্রকার হয়, যথা—(১) সাধ্য না থাকিলেও পক্ষের উপলব্ধিতে বাধ দোষ, (২) হেতু না থাকিলেও পক্ষের উপলব্ধিতে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ, (৩) সাধ্য ও হেতু উভয় না থাকিলেও পক্ষের উপলব্ধিতে বাধ ও স্বরূপাসিদ্ধি দোষ, (৪) হেতু না থাকিলেও কোন স্থলে সাধ্যের উপলব্ধি হইলে অব্যাপ্তি দোষ, (৫) সাধ্য না থাকিলেও কোন স্থলে হেতু থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ, ইত্যাদি।

২১। অনুপলব্ধিসমা।

বাদী যদি অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত কোন পদার্থের অসত্ত্ব সমর্থন করেন, আর প্রতিবাদী যদি সেই অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত সেই পদার্থের সত্তা সিদ্ধ করেন, তবে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম অনুপলব্ধিসমা জাত্যুত্তর বলা হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—শব্দ নিত্য, আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের পূর্ব্বেও তাহা শ্রুত হউক? তাহাতে—

বাদী যদি বলেন—সত্য, শব্দ তখনও থাকে, কিন্তু আবরণপ্রযুক্ত শ্রুত হয় না। আর ইহার উত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—কৈ? আবরণ ত উপলব্ধ হয় না। অতএব উহা নাই। এখন ইহার উত্তরে আবার—

বাদী যদি বলেন—এই অনুপলব্ধিবশতঃ যদি আবরণের অভাব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই অনুপলব্ধির অনুপলব্ধিবশতঃ, অনুপলব্ধির অভাব সিদ্ধ হউক? অর্থাৎ আবরণ-প্রযুক্ত নিত্য শব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হয় না—তাহা হইলে বাদীর এই উত্তরটী অনুপলব্ধিসমা নামক জাত্যুত্তর হইবে। যেহেতু অসতের উপলব্ধি অসম্ভব।

কিন্তু উদয়নাচর্য্যের মতে ইহা অন্যরূপ। যথা—উপলব্ধি-অনুপলব্ধি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বেষ-অদ্বেষ, কৃতি-অকৃতি, শক্তি-অশক্তি, উপপত্তি-অনুপপত্তি, ব্যবহার-অব্যবহার, ভেদ ও অভেদ ইত্যাদি বহু ধর্ম্মই নিজের স্বরূপে তদ্রূপে বর্ত্তমান আছে, অথবা তদ্রূপে বর্ত্তমান নাই—এইরূপ বিকল্প করিয়া উভয় পক্ষেই উহার নিজ স্বরূপের ব্যাঘাতের আপত্তি প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলে প্রতিবাদীর অনুপলব্ধিসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—শব্দ নিত্য,

প্রতিবাদী বলিলেন—না ; কারণ, উচ্চারণের পূর্ব্বে অনুপলব্ধিবশতঃ শব্দ নাই।

বাদী বলিলেন—ঐ অনুপলব্ধি কি নিজের স্বরূপে তদ্রূপে অর্থাৎ অনুপলব্ধিস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, কিংবা তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকে না। অনুপলব্ধি স্বস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে না, বলিলে উহা অনুপলব্ধিই বলা যায় না। সুতরাং অনুপলব্ধি স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে বলিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা সতত অনুপলব্ধিস্বরূপে ব্যবস্থিত, তাহাতে সতত অনুপলব্ধিই আছে।

প্রতিবাদী বলিলেন—তাহা হইলে সেই অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা সতত নিজেরও অভাবরূপ, অর্থাৎ উপলব্ধিস্বরূপ। আর ইহা স্বীকারে ব্যাঘাত হয়। ইহাই অনুপলব্ধিসমা জাত্যুত্তর।

২২। অনিত্যসমা।

বাদী যদি কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা অনিত্যত্ব সাধন করেন, আর প্রতিবাদী যদি তদুত্তরে ঐ দৃষ্টান্তের সহিত সকল পদার্থের কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তর অনিত্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নজন্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলিলেন—সর্ব্বম্ অনিত্যম্, প্রমেয়ত্বাৎ, ঘটবৎ" অর্থাৎ ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তবে সত্তা ও প্রমেয়ত্বরূপ সাধর্ম্ম্যবশতঃ সকল পদার্থ ঘটের ন্যায় অনিত্য হউক। এস্থলে প্রতিবাদীর উত্তরটী অনিত্যসমা জাত্যুত্তর।

২৩। নিত্যসমা।

বাদী যদি কোন পদার্থে অনিত্যত্ব সাধন করেন, আর প্রতিবাদী যদি ঐ অনিত্যত্ব নিত্য কি অনিত্য –ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া উভয় পক্ষেই সেই পদার্থে নিত্যত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরটী নিত্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলেন—শব্দের অনিত্যত্ব নিত্য কি অনিত্য? এই অনিত্যত্ব যদি নিত্য হয়, তবে উহা সর্ব্বদাই শব্দে থাকিবে, আর তজ্জন্য শব্দও সর্ব্বদা থাকিবে। কারণ, শব্দ সর্ব্বদা না থাকিলে তাহাতে সর্ব্বদা অনিত্যত্ব থাকে—ইহা বলা যায় না। আর যদি সেই শব্দের অনিত্যত্ব অনিত্য হয়, তবে শব্দ নিত্যই হয়। কারণ, অনিত্যত্ব অনিত্য হইলে কোন কালে উহা শব্দে থাকে না—বলিতে হয়। যে কালে শব্দে থাকে না, সেই কালে শব্দ থাকায় শব্দ নিত্যই হয়। ইহারই নাম নিত্যসমা জাত্যুত্তর। ইহাতে স্বব্যাঘাত, অনবস্থা, আশ্রয়াসিদ্ধি ও বাধ প্রভৃতি নানা দোষ হয়। সম্বন্ধ, উৎপত্তি ও ভেদ প্রভৃতি নানা প্রকারে ইহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

২৪। কার্য্যসমা বা কারণসমা।

বাদীর প্রদর্শিত পক্ষ, হেতু এবং দৃষ্টান্ত যে কোনটিকে অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া

অনভিমত হেতুপ্রভৃতির আরোপ করিয়া তাহাতে ব্যভিচারপ্রভৃতি কোন দোষ প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদীর উত্তরটী কার্য্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নান্তরীয়কত্বাৎ, ঘটবৎ, আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দের অনিত্যত্বসাধনে প্রযত্নান্তরীয়কত্ব হেতু বলা হইয়াছে, তাহা কি প্রযত্নের অনন্তর উৎপত্তি, অথবা প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তি? কারণ, প্রযত্নের কার্য্য কখন কখন প্রযত্নের অনন্তর তজ্জন্য অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হয়, এবং কখন কখন প্রযত্নের অনন্তর বিদ্যমান পদার্থের অভিব্যক্তিই হয়। কিন্তু প্রযত্নের অনন্তর শব্দের উৎপত্তি অসিদ্ধ; কারণ, বাদী কোন হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করেন নাই। অগত্যা প্রযত্নের অনন্তর অভিব্যক্তিই তাঁহার অভিমত। কিন্তু তাহা হইলে এই হেতুটী অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় উহা অনিত্যত্বের সাধক হয় না। অর্থাৎ বক্তার প্রযত্নজন্য বিদ্যমান বর্ণাত্মক শব্দেব শ্রবণরূপ অভিব্যক্তিই হয়, অবিদ্যমান ঐ শব্দের উৎপত্তি হয় না। আর ইহা স্বীকার্য্য হইলে আর উহাতে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না—প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর কার্য্যসমা জাত্যুত্তর। ইহা অসদুত্তর।

ইহা হইল সংক্ষেপে প্রধান ২৪ প্রকার জাতির পরিচয়। বিশেষ বিবরণ মহামহোপধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের "ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়ন ভাষ্য" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, এস্থলে এতৎসম্পর্কে ইহাই জ্ঞাতব্য যে,—

বাদী যাহা বলিবেন প্রতিবাদী যদি তাহাতে জাত্যুত্তর দেন, তবে, বাদী তাহার সদুত্তরই দিবেন। বাদী তাহার উপর জাত্যুত্তর করিলে মধ্যস্থ উভয়েরই নিগ্রহ বা পরাজয় ঘোষণা করিবেন।

কথা ও কথাভাসের পরিচয়।

বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ই যদি জাত্যুত্তর করেন, তবে তাহা কথাভাস নামে উক্ত হয়। কারণ, ইহা প্রকৃত কথাপদবাচ্য হয় না। "কথা" বলিতে—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা বুঝায়।

বাদ কথার পরিচয়।

বাদকথায় বাদী ও প্রতিবাদী থাকে, মধ্যস্থ থাকিতেও পারে, নাও পারে। ইহাতে যে বিচার হয়, তাহার উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়।

নির্ণয়ের পরিচয়।

প্রমাণদ্বারা যে নিশ্চয় তাহাই নির্ণয়। ইহা নিজে নিজে হয়, গুরু

বা বিজ্ঞজনের বাক্য শুনিয়া হয়, এবং বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বিচার শুনিয়া মধ্যস্থ কর্ত্তৃকও করা হয়। ইহার ফলে সংশয়নিবৃত্তি হয়।

জল্প কথার পরিচয়।

জল্পকথায় মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক। উভয়পক্ষ নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিয়া পরপক্ষ খণ্ডন করেন। ইহাতে তত্ত্বনির্ণয় ও জয়পরাজয় উভয়ই হইয়া থাকে।

বিতণ্ডা কথার পরিচয়।

বিতণ্ডাকথায় স্বপক্ষস্থাপনহীন পরপক্ষখণ্ডনজনিত জয়পরাজয় বুঝায়। ইহাতে প্রতিবাদী স্বপক্ষস্থাপন করেন না। ইহাতেও মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক।

জাত্যুত্তরের সাতটী অঙ্গ।

উক্ত প্রধান ২৪ প্রকার জাতির অঙ্গ সাতটী, যথা—১ লক্ষ্য, ২ লক্ষণ, ৩ উত্থান, ৪ পাতন, ৫ অবসর, ৬ ফল এবং ৭ মূল। এস্থলে ২৪ প্রকার জাতিই ১ লক্ষ্য, উপরে তাহাদের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাই ২ লক্ষণ, যেরূপ জ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত জাতির উত্থিতি হয় তাহাই ৩ উত্থিতি, প্রতিবাদীর দুষ্ট উত্তরে বাদীর হেতুকে হেত্বাভাস বলিয়া প্রতিপাদনই ৪ পাতন; যে সময়ে যে কারণে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিয়া সময় গ্রহণ করেন তাহাই ৫ অবসর; প্রতিবাদীর জাতিপ্রয়োগে মধ্যস্থাদির ভ্রান্তি উৎপাদনই ৬ ফল; প্রতিবাদীর জাত্যুত্তরের দোষের বীজই ৭ মূল। জাতির এই অঙ্গ সাতটীর জ্ঞান থাকিলে জাতির প্রয়োগ ও নিরাস ভাল করিয়া করিতে পারা যায়।

ছলের পরিচয়।

জাতি যেমন অসদুত্তর, ছলও তদ্রূপ অসদুত্তরই হয়। কারণ, যে অর্থ বাদীর তাৎপর্য্যবিষয় নহে, বা বাদীর বিরুদ্ধ অর্থ, প্রতিবাদিকর্ত্তৃক বাদীর বাক্যের সেই অর্থকল্পনা করিয়া বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে যে দোষপ্রদর্শন তাহাই ছল।

ছলের বিভাগ।

এই ছল তিন প্রকার, যথা—১। বাক্‌ছল, ২। সামান্যছল এবং ৩। উপচারছল।

বাক্‌ছলের পরিচয়।

যখন কাহারও বাক্যের বা তন্মধ্যস্থপদের একাধিক অর্থ সম্ভব হয় এবং তন্মধ্যে তাহার যে অর্থ অভিপ্রেত, তাহা ত্যাগ করিয়া অনভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার বাক্যে দোষ প্রদর্শন করা হয়, তখন বাক্‌ছল হয়। যেমন—"এই ব্যক্তি নবকম্বলযুক্ত" অর্থাৎ নূতন কম্বলযুক্ত এই অর্থে এই কথা যদি কেহ বলে, আর তখন যদি নব শব্দের অর্থ "নয়খানি" করিয়া অপরে বলে "কৈ? ইহার ত নয়খানি কম্বল দেখা যাইতেছে না", তখন বাক্‌ছল হয়। এখানে সাধ্য পক্ষে না থাকায় প্রত্যক্ষবিরোধ অর্থাৎ বাধ প্রদর্শিত হইল। এইরূপ "ইনি নেপাল হইতে আগত, যেহেতু নবকম্বলযুক্ত," অথবা "ইনি ধনবান্ যেহেতু নবকম্বলযুক্ত" এস্থলে প্রতিবাদী নবশব্দের অর্থ 'নূতন' না করিয়া 'নয়টী' করায় অনুমান-বিরোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাধ্যসম বা স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস অর্থাৎ হেতুতে দোষ প্রদর্শিত হইল। এজন্য ইহাও অসদুত্তরের মধ্যে গণ্য হয়। এইরূপে এই ছল পক্ষ সাধ্য হেতু ও দৃষ্টান্ত—সর্ব্বত্রই হইতে পারে।

সামান্যছলের পরিচয়।

সম্ভাব্যমান অর্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, এরূপ সামান্যধর্ম্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা তাহাই সামান্যছল। যেমন—

এক ব্যক্তি বলিলেন—এই ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাচরণসম্পন্ন। ইহাতে—

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন—ব্রাহ্মণে বেদবিদ্যা আচরণসম্পত্তি সম্ভব। অর্থাৎ ইনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ইহাতে বেদবিদ্যাচরণসম্পত্তি থাকাই সম্ভব। ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক—

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন—যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বেদবিদ্যাচরণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ শিশু ও ব্রাত্যও বেদবিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন?

এস্থলে প্রথম বক্তার বাক্য হইতে কোন এক ব্রাহ্মণের প্রশংসামাত্র বুঝা যায়, দ্বিতীয় বক্তা তাহারই অনুবাদমাত্র করিয়াছেন, ব্রাহ্মণত্বকে বেদবিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলেন নাই, কিন্তু তৃতীয় বক্তা, দ্বিতীয় বক্তার বাক্যে ব্রাহ্মণত্বকে বেদবিদ্যাচরণসম্পদের হেতু কল্পনা করিয়া হেতুতে ব্যভিচার দোষ দিলেন। এজন্য ইহা অসদুত্তর হইল।

উপচারছলের পরিচয়।

কোন ব্যক্তি কোন শব্দের প্রসিদ্ধ লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থে, কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি সেই শব্দের মুখ্যার্থ অবলম্বনে তাহার বাক্যে দোষ দেন, তবে উপচার ছল বলা হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—মঞ্চ রোদন করিতেছে, ইহাতে—

প্রতিবাদী বলিলেন—মঞ্চ জড়বস্তু, সে আবার রোদন করিবে কি?

এস্থলে বাদী মঞ্চ শব্দের প্রসিদ্ধ ঔপচারিক অর্থাৎ লাক্ষণিক অর্থে 'মঞ্চস্থ পুরুষ' রোদন করিতেছে বলিয়াছিলেন, কিন্তু বাদী মঞ্চশব্দের মুখ্য অর্থ "মাচা" ধরিয়া পক্ষে সাধ্যাভাব-রূপ বাধ হেত্বাভাস দেখাইলেন। এজন্য ইহা অসদুত্তর এবং উপচার ছল নামে প্রসিদ্ধ। যাহা হউক, এই তিনপ্রকার ছলই অসদুত্তর বিশেষ।

তর্ক পরিচয়।

নির্দ্দোষ অনুমান করিতে হইলে, যেমন হেত্বাভাস, নিগ্রহস্থান, জাতি ও ছলের জ্ঞান সহায় হয়, তদ্রূপ তর্কও সহায় হইয়া থাকে। তর্ক-দ্বারা অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাতে কোন কারণে সংশয় উৎপন্ন হইলে, সেই সংশয় বিদূরিত হয়, কখন বা ব্যাপ্তির জ্ঞানার্জ্জনে সাহায্য হইয়া থাকে; কখন বা প্রতিবাদী অসদুত্তর করিলে অথবা অন্যায়পূর্ব্বক নিগ্রহস্থান প্রদর্শন করিলে, তাহা নিবারণ করিতে পারা যায়। এই সকল কারণে তর্ক নির্দ্দোষ অনুমানের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এমন কি প্রত্যক্ষ, শাব্দ ও উপমিতি জ্ঞানেও ইহার সহায়তা আবশ্যক হয়—বলা হয়। ইহার ফল সংক্ষেপে বলিতে গেলে—অবিজ্ঞাত তত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞান। তর্ক অপ্রমা জ্ঞানের অন্তর্গত। "যদি এরূপ হয়, তবে এরূপ হইবে" তর্কের আকার হয় বলিয়া ইহা প্রমাও নহে, অপ্রমাও নহে, পরন্তু প্রমা অপ্রমামিশ্রিত একটী পৃথক্ জ্ঞান।

এই তর্ক বলিতে "ব্যাপ্যের অর্থাৎ আপাদকের আরোপদ্বারা ব্যাপকের অর্থাৎ আপাদ্যের আরোপ" বুঝায়। এই আরোপ অর্থ—যেখানে যাহা নাই, জানা আছে, তাহাকে সেখানে আছে বলিয়া ইচ্ছা করিয়া জ্ঞান করা বুঝায়। ইহার নাম আহার্য্যজ্ঞান। এস্থলে আপাদ্য আপাদকের মধ্যে ব্যাপ্তি থাকাও আবশ্যক বুঝিতে হইবে।

এতদ্দ্বারা কোন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপ্তিস্বীকারে বা একে অন্যের বৃত্তিতে সংশয় জন্মিলে যে অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই প্রদর্শিত হয়। এজন্য অনিষ্টপ্রসঞ্জনের নাম তর্ক বলা হয়। অনিষ্টের প্রসঙ্গ বলিতে প্রামাণিকের পরিত্যাগ এবং অপ্রামাণিকের গ্রহণ বুঝায়।

যেটী যাহার ব্যাপ্য, সে তাহার ব্যাপক হয়। যেমন ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক, অথবা বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য এবং ধূমাভাব ব্যাপক। সুতরাং ব্যাপ্য লাভ হইলে ব্যাপক লাভ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ধূম দেখিয়া যখন বহ্নির অনুমিতি করিতে হয়, তখন ধূম ব্যাপ্য ও বহ্নি ব্যাপক—এই ব্যাপ্তিতে যদি ধূমদর্শনকারী অনুমানকর্ত্তার মনে সংশয় হয়, তবে এস্থলে তাহার পূর্ব্বনিশ্চিত ব্যাপ্য যে বহ্ন্যভাব, তাহার আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ যে ধূম, তাহার অভাবরূপ যে ব্যাপক, সেই ব্যাপকের আরোপ করিয়া ধূমপ্রত্যক্ষকারীর নিকট যে তাহার অনভীষ্টের সম্ভাবনা প্রদর্শন করা হয়, তাহাকেই তর্ক বলা হয়। এই অনিষ্টের ভয়ে উক্ত সংশয়কারীর মনে ধূমবহ্নির ব্যাপ্তিতে যে সংশয় হইয়াছিল, তাহা তিনি বর্জ্জন করেন।

ধূমবহ্নির ব্যাপ্তিসংশয়স্থলে তাঁহার মনে হয়—ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্যঃ ন বা? অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য কি না? আর এই সংশয়নিবারণের জন্য যে তর্ক করা হয়, তাহার আকার হয়—"যদি অয়ং নির্ব্বহ্নিঃ স্যাৎ, তর্হি নির্ধূমোঽপি স্যাৎ" অর্থাৎ যদি এখানে বহ্নি না থাকে, তবে ধূমও থাকিতে পারে না।

এই তর্কদ্বারা তাহার ঐ সংশয় দূর হয়। এস্থলে সংশয়কারীর মনে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিতে অর্থাৎ ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে—ইহাতে, সংশয় হইলেও বহ্ন্যভাব ও ধূমাভাবের ব্যাপ্তি অর্থাৎ বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না, অর্থাৎ বহ্ন্যভাব থাকিলে ধূমাভাব থাকে—ইহাতে সংশয় ছিল না বলিতে হইবে। আর ইহাতে সংশয় না থাকায় এবং ধূমও সেই-স্থলে প্রত্যক্ষ হওয়ায় বাধের আশঙ্কায় সেই সংশয়কারীকে স্বীকার করিতে হয় যে, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু ধূমাভাব ও বহ্ন্যভাবেরও ব্যাপ্তিতে যদি সংশয় হয়, তবে আবার অন্য তর্কদ্বারা তাহার নিবারণ করিতে হয়। অর্থাৎ এরূপ

সংশয় হইলে আবার তর্ক হয়—"বহ্নি না থাকিলেও যদি ধূম থাকে, তবে ধূম বহ্নিজন্য নহে"। এখন ইহা সংশয়কারীর প্রত্যক্ষ বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাধের ভয়ে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় যে, বহ্ন্যভাব থাকিলে ধূমাভাব থাকে, আর তাহার ফলে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে। অতএব বাধের ভয়ে তর্কের দ্বারা সংশয় বিদূরিত হয়, অর্থাৎ বাধ বা ব্যাঘাতকে দ্বার করিয়া তর্ক সংশয়কে বিনষ্ট করে। এইজন্যই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ" অর্থাৎ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে সংশয়ের উচ্ছেদ হয়, আর তর্ক ঐ সংশয়ের নিবর্ত্তক। সুতরাং ব্যাঘাতকে দ্বার করিয়া তর্ক সংশয়ের উচ্ছেদ করে। সংশয় উচ্ছেদ হইলেই লোকে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়।

তর্কের পাঁচটী অঙ্গ।

এই তর্কের অঙ্গ পাঁচটী, যথা—১। ব্যাপ্তি অর্থাৎ আপাদকের সহিত আপাদ্যের অবিনাভাব; ২। তর্কাপ্রতিহতি, অর্থাৎ তর্কাভাস বা প্রতিতর্কের দ্বারা অপ্রতিঘাত, ৩। বিপর্য্যয়ে অবসান অর্থাৎ প্রসঞ্জনীয়ের বিপর্য্যয়ে পর্য্যবসান, ৪। অনিষ্টত্ব অর্থাৎ এরূপ হইলে এরূপ হয়, কিন্তু এরূপ নহে, এইরূপে যে প্রসঞ্জনীয়ের অনিষ্টত্ব তাহাই বুঝিতে হইবে। ৫। অননুকূলত্ব অর্থাৎ প্রসঙ্গের বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের ন্যায় প্রতিপক্ষের অসাধকত্ব। এই পাঁচটী অঙ্গের কোনরূপ বৈকল্য ঘটিলে তর্কাভাস বলা হয়।

ইহাদের বিবরণ তার্কিকরক্ষা ও মানমেয়োদয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বেদান্তমতে কিন্তু তর্কের দ্বারা সংশয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়—ইহা স্বীকার করা হয় না। তর্কের দ্বারা যে ব্যাঘাত উপস্থাপিত করা হয়, তাহা সংশয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না। উহাতে সংশয়ের দুইটী কোটীর মধ্যে এক কোটীতে ঔৎকট্যমাত্র আনয়ন করে। তাহাতে এক পক্ষের সম্ভাবনা মাত্র হয়। আর তাহারই ফলে লোকে অনুমান করিয়া ইষ্টসাধনতাজ্ঞানপুরস্কারে প্রবৃত্ত হয়, অথবা অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানসহকারে নিবৃত্ত হয়। ব্যাঘাত থাকিলেই সংশয় আছেই বুঝিতে হইবে। সংশয় না থাকিলে কাহার ব্যাঘাত হয়? এজন্য তর্কদ্বারা সংশয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু সম্ভাবনামাত্র জন্মায়, আর তাহাই শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন—

"ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ" ॥

অর্থাৎ ব্যাঘাত যদি থাকে, তবে শঙ্কা অবশ্যই থাকিবে। তর্ক ব্যাঘাতদ্বারা সংশয়ের নিবর্ত্তক হয় না। অভিপ্রায় এই যে, এক ব্রহ্মভিন্ন সকলই অনির্ব্বচনীয়, সংশয় সমূলে বিনষ্ট হইলে আর অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। তর্ক যদি সংশয়ের নিবর্ত্তক হইত, তবে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম তর্কগম্য হইতেন। কিন্তু ঈশ্বর বা ব্রহ্ম তর্কগম্য নহে, উহা শ্রুতিমাত্রগম্য। এই সম্ভাবনা দ্বারাই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। ভট্টমতে অদৃশ্যোপাধিবিষয়ক শঙ্কা তর্কদ্বারা নিবৃত্ত হয়। প্রমাণদ্বারা সাধ্যমান বিষয়ের অন্যথাশঙ্কা হইলে তাহার নিরাসের জন্য "অন্যথা হইলে দোষ হয়" এইরূপ যে কথন তাহাই তর্ক। এই জন্যই তার্কিকমতে অনিষ্টপ্রসঙ্গের নাম তর্ক বলা হয়। ইহাকেই বিপক্ষে বাধক বলা হয়। ভট্টমতে তর্কদ্বারা ব্যাঘাত উপস্থাপিত করিতে পারিলে শঙ্কার নিবৃত্তি হয়—বলা হয়।

তর্ক বিভাগ।

এই তর্ক পাঁচ প্রকার, যথা—১। আত্মাশ্রয়, ২। অন্যোন্যাশ্রয়, ৩। চক্রক, ৪। অনবস্থা এবং ৫। প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ। প্রথম চারিটীর প্রত্যেকটী আবার (ক) উৎপত্তি, (খ) স্থিতি এবং (গ) জ্ঞপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানভেদে ত্রিবিধ।

১। আত্মাশ্রয়ের পরিচয়।

স্বাপেক্ষাপাদক অনিষ্টপ্রসঙ্গই আত্মাশ্রয়। অর্থাৎ যাহা নিজেকে (ফলতঃ পক্ষকে) অপেক্ষা করিয়া আপাদক অর্থাৎ ব্যাপ্য হয়, আর তজ্জন্য যে অনিষ্টপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাই আত্মাশ্রয় নামক তর্ক। ইহা উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞানভেদে ত্রিবিধ হয়। অর্থাৎ ব্যাপ্য আরোপের দ্বারা যখন ব্যাপকের আরোপ করা হয়, তখন যদি ব্যাপ্য নিজেকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, তখন এই দোষ হয়। যেমন উৎপত্তিগত আত্মাশ্রয়ের দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের জন্য বলা হয়—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটজন্যঃ স্যাৎ, ... (আপাদক)
তদা এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তী ন স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ এই ঘটটী যদি এই ঘট হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এই ঘটের 'অধিকরণ নয়' যে ক্ষণ, সেই ক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয় না। কিন্তু

কার্য্যটী কারণবস্তু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না বলিয়া তাহার যে অনধিকরণ-ক্ষণ, সেই ক্ষণে কারণবস্তুটীই থাকে, আর তজ্জন্য কার্য্য সেই কারণবস্তুটীর অধিকরণ-ক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয়। অর্থাৎ কার্য্য তাহার অনধিকরণ-ক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয়।

এখানে প্রথম স্যাদন্তভাগের "এতদ্‌ঘটজন্যত্বটী" ব্যাপ্য বা আপাদক, আর দ্বিতীয় স্যাদন্তভাগের "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিভেদ" বা "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাভাবটী" ব্যাপক বা আপাদ্য। কারণ, "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব" যেখানে যেখানে থাকে, সেখানে এতদ্‌ঘটের অনধিকরণক্ষণের উত্তরবর্ত্তিত্ব থাকে না। এতদ্‌ঘটজন্যত্ব থাকে ঘটের রূপাদিতে, ঘটে তাহা থাকে না। আর এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব থাকে ঘটে, ঘটের রূপাদিতে তাহা থাকে না।

এস্থলে "অয়ং ঘটঃ"রূপ পক্ষে এই "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব"রূপ ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপদ্বারা এই "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিভেদ" বা "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাভাব"রূপ ব্যাপকের বা আপাদ্যের যে আরোপ করা হইতেছে, তাহা অনভীষ্ট বলিয়া তর্কের সামান্যলক্ষণ যে "ব্যাপ্যারোপদ্বারা ব্যাপকের আরোপ" তাহা প্রযুক্ত হইতে পারিতেছে। বস্তুতঃ, এই আরোপটী অনভীষ্ট, যেহেতু ইহা ফলতঃ স্বভেদস্বরূপই হয়। কিন্তু নিজের উপর কখন নিজের ভেদ থাকে না। সুতরাং এতাদৃশ আরোপদ্বারা "এই ঘটটী এতদ্‌ঘটজন্য"—এই কথা আর স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এখানে এইরূপ তর্ক করিবার কারণ, "এই ঘটটী এতদ্‌ঘটজন্যত্ব-বিশিষ্ট" কিংবা "এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাববিশিষ্ট" অর্থাৎ "এই ঘটটী এতদ্-ঘটজন্য কি না" এইরূপ সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু সংশয়মাত্রেই দুইটী কোটি থাকে, যথা—বিধিকোটি ও নিষেধকোটি। তন্মধ্যে এখানে ঘটজন্যত্বটী বিধিকোটি এবং ঘটজন্যত্বাভাবটী নিষেধকোটি। আর সেই

ঘটজন্যত্ব এবং ঘটজন্যত্বাভাবের প্রতি হেতু হইয়াছিল "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব"। সুতরাং এস্থলে বিধিকোটিক ও নিষেধকোটিক যে দুইরূপ অনুমিতি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিধিকোটিতে "পক্ষে" সাধ্যসংশয় হইয়াছিল, এবং নিষেধকোটিতে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিতে সংশয় হইয়াছিল, আর তজ্জন্য "পক্ষে" সেই সাধ্যসংশয় হইয়াছিল। সেই যে অনুমিতি দুইটী, তন্মধ্যে প্রথমটী এই—

(১) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যঃ ... (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাৎ ... (হেতু)

এবং দ্বিতীয়টী এই—

(২) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাববান্, ... (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাৎ ... (হেতু)

ইহাদের মধ্যে প্রথম অনুমানটী অসদ্ অনুমান এবং দ্বিতীয়টী সদ্ অনুমান। আর প্রথমটী উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অনুমান এবং দ্বিতীয়টী সেই সংশয়ের নিষেধকোটিক অনুমান। প্রথম অনুমানে এই ঘটটী "ঘটজন্য" বলায় এই ঘটটী নিজ হইতে ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং ব্যাঘাত ঘটিতেছে। উক্ত তর্ক তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। আর দ্বিতীয় অনুমানে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যভিচারসংশয়ের নিবৃত্তি করিতেছে। অবশ্য এখানে যে সংশয় হইতেছে, তাহাও হেতুমত্তেই সাধ্যের সংশয়। সুতরাং, ইহাও এক প্রকার ব্যভিচারেরই সংশয় বলা যায়। উক্ত তর্কদ্বারা এই দ্বিতীয় অনুমানের ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্ত হইয়া পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় হইতেছে।

কিন্তু এই দ্বিতীয় অনুমানে উক্ত ব্যভিচারশঙ্কা নিবারণের জন্য কোন নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা তর্ক করা আবশ্যক হইল। এস্থলে ধরিয়া লওয়া গেল যে, সাধ্য "এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাবের" ব্যাপ্তি, হেতু "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বে" নিশ্চিত না থাকিলেও হেত্বভাব যে

"এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাভাব" তাহার ব্যাপ্তি, সাধ্যাভাব যে "এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাবাভাব" অর্থাৎ "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব", তাহাতে নিশ্চিত আছে।

এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে, হেতুটী যেমন সাধ্যের ব্যাপ্য হয়, এবং সাধ্যটী যেমন হেতুর ব্যাপক হয়, তদ্রূপ হেত্বভাবটী সাধ্যাভাবের ব্যাপক হয়, এবং সাধ্যাভাবটী হেত্বভাবের ব্যাপ্য হয়।

এখন সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তিতে সংশয় হইলে, আর হেত্বভাব ও সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তিতে নিশ্চয় থাকিলে যেমন সাধ্যাভাবকে আপাদক করিয়া এবং হেত্বভাবকে আপাদ্য করিয়া তর্ক করিলে অর্থাৎ "যদি অয়ং নির্বহ্নিঃ স্যাৎ, তর্হি নির্ধূমঃ স্যাৎ" এইরূপ বলিলে বহ্নিধূমের ব্যাপ্তিসংশয় নিবারিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও তর্ক করিতে হইবে। অর্থাৎ "অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটজন্যঃ স্যাৎ, তর্হি এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তী ন স্যাৎ" এইরূপ বলিলে "এই ঘটটী এতদ্‌ঘটজন্য কি না" এরূপ সংশয় থাকিতে পারিবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য "এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাব" ও হেতু "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব" ইহাদের ব্যাপ্তিমধ্যে আর সংশয় থাকিতে পারিবে না। সুতরাং উক্ত তর্কদ্বারা এই দ্বিতীয় অনুমানে ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তিদ্বারা পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়-সহকারে তাহার নির্দ্দোষতা প্রমাণিত করা হইল।

এখন এই তর্কমধ্যে যে দোষ হইতেছে, তাহাকে আত্মাশ্রয় দোষ বলা হইয়া থাকে। কারণ, সাধ্য যে "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব" বা "এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাব" তাহার "জন্যত্ব" অংশটী তাহারই অপর অংশ যে "এতদ্‌ঘট" তাহাকেই অপেক্ষা করিতেছে, আর সেই "এতদ্‌ঘট"ই পক্ষ হইতেছে। এজন্য সাধ্যটী পক্ষরূপ নিজেকেই অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হইতেছে। আর এতাদৃশ স্বাপেক্ষিতকে অবলম্বন করিয়া এই তর্কটী হইতেছে বলিয়া ইহা আত্মাশ্রয় তর্ক হইল। এই আত্মাশ্রয়টী দোষ; কারণ, নিজে কখন

নিজ হইতে উৎপন্ন হয় না, যেহেতু কার্য্য ও কারণ ভিন্নই হয়। আর এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য বলা হইল—"এই ঘট যদি এই ঘট-জন্য হয়, তাহা হইলে তাহা তাহার অনধিকরণক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয় না"। অতএব তাহার ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরত্ব রক্ষা করিতে গেলে তাহাকে আর "ঘটজন্য" বলা গেল না। সুতরাং সিদ্ধ হইল "এই ঘট এই ঘটজন্য নহে"। অর্থাৎ "এই ঘট এই ঘটজন্য" এই প্রথম অসদনুমানে বাধাদি দোষ সত্ত্বেও তাহাকে যে নির্দ্দোষ বলিয়া সংশয় হইয়াছিল, তাহা জন্যত্বের ব্যাপক যে জন্যানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব, তাহার দ্বারা নিবারিত হইল। তদ্রূপ "এই ঘট ঘটজন্য নহে" এই দ্বিতীয় সদনুমানে যে ব্যভিচারসংশয় হইয়াছিল, তাহাও তাহারই দ্বারা নিবারিত হইল। কারণ, এই ঘটের ঘটজন্যত্বে সংশয় থাকিলেও এই ঘটের এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বে সংশয় নাই। এস্থলে ব্যাপ্যা-রোপদ্বারা ব্যাপকারোপ হওয়ায়, পক্ষে আপাদ্যাভাবের নিশ্চয় এবং সাধ্যের সহিত আপাদ্যাভাবের ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যক বুঝিতে হইবে।

স্থিতিগত আত্মাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত, যথা—

"যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটবৃত্তিঃ স্যাৎ, ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্‌ঘটব্যাপ্যঃ ন স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ এই ঘট যদি এই ঘটবৃত্তি হয়, অর্থাৎ এই ঘটে থাকে, তবে এই ঘটের ব্যাপ্য হয় না। এস্থলে আপাদক বা ব্যাপ্য "এতদ্‌ঘটবৃত্তিত্ব" এবং আপাদ্য বা ব্যাপক "এতদ্‌ঘটব্যাপ্যত্বাভাব"। অবশিষ্ট কথা উৎপত্তিগত আত্মাশ্রয়ের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

জ্ঞপ্তিগত আত্মাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত, যথা—

"যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজ্ঞানাভিন্নঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি জ্ঞানসামগ্রীজন্যঃ স্যাৎ" অথবা ... (আপাদ্য)
"তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ এই ঘট যদি এই ঘটজ্ঞান হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-সামগ্রীজন্য হয়; কারণ, জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণকূট হইতে যেমন জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ উক্ত জ্ঞানের বিষয় ঘটও জন্মিবে। যেহেতু ঘটজ্ঞান ও ঘটের কোন ভেদ থাকিল না। অথবা তাহা হইলে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হয়। কারণ, জ্ঞান ও তাহার বিষয় অভিন্ন নহে। এস্থলে "এতদ্‌ঘটজ্ঞানাভিন্নত্ব" আপাদক বা ব্যাপ্য এবং "জ্ঞানসামগ্রীজন্যত্ব" কিংবা "এতদ্‌ঘটভিন্নত্ব" আপাদ্য বা ব্যাপক। অন্য উদাহরণ যথা—

এতদ্‌ঘটজ্ঞানং যদি এতদ্‌ঘটজ্ঞানজন্যং স্যাৎ, ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নং স্যাৎ, ... (আপাদ্য)

অবশিষ্ট কথা উৎপত্তিগত আত্মাশ্রয়ের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

২। অন্যোন্যাশ্রয়ের পরিচয়।

স্বাপেক্ষাপেক্ষিতত্বনিবন্ধন যে অনিষ্টপ্রসঙ্গ, তাহাই অন্যোন্যাশ্রয়। অর্থাৎ যাহা কাহারও অপেক্ষিত, সেই অপেক্ষিতকে অপেক্ষা করিয়া যদি তাহা উৎপন্ন, স্থিত বা জ্ঞাত হয়, তবে অন্যোন্যাশ্রয় বা ইতরেতরা-শ্রয় নামক তর্ক হয়। ইহাও সুতরাং আত্মাশ্রয়ের ন্যায় উৎপত্তি স্থিতি ও জ্ঞপ্তি ভেদে ত্রিবিধ। এস্থলে উৎপত্তিগত অন্যোন্যাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত, যেমন—

যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ। ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ যদি এই ঘটটী এই ঘটজন্য যে বস্তু, যথা ঘটরূপাদি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তবে এই ঘট হইতে ভিন্ন হয়। এস্থলে "যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ স্যাৎ" ইহার অন্তর্গত "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্ব" আপাদক বা ব্যাপ্য এবং "তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ইহার অন্তর্গত "এতদ্‌ঘট-ভিন্নত্ব" বা "এতদ্‌ঘটভেদ" আপাদ্য বা ব্যাপক। এখন যেখানে এতদ্-ঘটজন্যজন্যত্ব থাকে, সেখানেই এতদ্‌ঘটভেদ থাকে। কারণ, জনক ও জন্য অভিন্ন হয় না। সুতরাং ব্যাপ্যারোপের দ্বারা ব্যাপকারোপ হওয়ায়

এস্থলে তর্কের সামান্য লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল। এইরূপ আরোপ অনিষ্ট-প্রসঙ্গ, কারণ "এই ঘট" কখন "এই ঘট" হইতে ভিন্ন হয় না। ভিন্ন বলিলে প্রত্যক্ষবাধ হয়। যাহা হউক, ইহার মূলে যে সংশয় হইয়াছিল, তাহার মূলে যে বিধিকোটিক ও নিষেধকোটিক—অনুমান দুইটী ছিল, তাহার মধ্যে প্রথমটী এই—

(১) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ ... (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্‌ঘটত্বাৎ বা এতদ্‌ভিন্নত্বাভাবাৎ ... (হেতু)

ইহা হইল উক্ত সংশয়ের বিধিকোটীক অসদনুমান।

ইহার সাধ্য হইল—"এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্ব" এবং হেতু হইল—"এতদ্‌-ঘটত্ব" বা "এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাব।" এখানে সাধ্যটী পক্ষ "এই ঘটে" থাকে না, তথাপি "থাকে কি না" এই বাধসংশয় হওয়ায় উক্ত তর্কটী তাহা নিবারণ করিল। কারণ, এই ঘটকে এই ঘটজন্যজন্য বলিলে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া যায়। তাহা অনভীষ্ট; কারণ, প্রত্যক্ষ-বাধিত, আর তাহা জানাই আছে।

আর দ্বিতীয় অনুমানটী এই—

(২) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাববান্ ... (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্‌ঘটত্বাৎ বা এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাৎ ... (হেতু)

ইহা হইল উক্ত সংশয়ের নিষেধকোটিক সদনুমান।

এখানে সাধ্য "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাব" এবং হেতু "এতদ্‌ঘটভিন্নত্বা-ভাব" বা "এতদ্‌ঘটত্ব"। এই হেতুটী সাধ্যের ব্যাপ্য বটে, তথাপি ব্যাপ্য কি না—এই সন্দেহ হয়; আর তাহার ফলে সাধ্যটী পক্ষে আছে কি না, তাহাও সংশয় হয়। কিন্তু হেত্বভাব যে "এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাভাব" অর্থাৎ "এতদ্‌ঘটভিন্নত্ব" তাহা, সাধ্যাভাব যে "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাবা-ভাব" অর্থাৎ "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্ব" তাহার ব্যাপক বলিয়া নিশ্চয় থাকায়, এবং হেতু এতদ্‌ঘটত্বটী পক্ষ "এই ঘটে" থাকায় এবং হেত্বভাবটী পক্ষে

না থাকায় হেত্বভাবের ব্যাপ্য যে সাধ্যাভাব তাহা আর পক্ষে থাকিল না, অর্থাৎ সাধ্য "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাব" পক্ষ "এই ঘটে" থাকিল। সুতরাং উক্ত প্রকার তর্কদ্বারা উক্ত ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্ত হইল।

এখানে উক্ত তর্কমধ্যে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতেছে, তাহা এই—এখানে মূল প্রথম ও দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্যদ্বয় "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্ব" এবং "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাব"। ইহারা তাহাদের অংশবিশেষ "এতদ্‌-ঘট" সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয়, এবং সেই "এতদ্‌ঘট"টী আবার "এতদ্‌ঘট-জন্যজন্যত্ব" সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয়। কারণ, এই ঘটকে "এই ঘটজন্য-জন্য" বলা হইতেছে। এই ঘটটীই এখানে পক্ষ এবং ইহাই আবার সাধ্যের অংশ, ইহাই "স্ব"পদ বাচ্য। সুতরাং "স্ব"কে যাহা অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকেই আবার "স্ব" অপেক্ষা করিল। অতএব এস্থলে "ক" "খ"কে অপেক্ষা করে এবং "খ" "ক"কে অপেক্ষা করে—এই জাতীয় সম্বন্ধটী "এই ঘট" এবং "এই ঘটজন্যজন্যত্বের" মধ্যে হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় হইল। আর এই অন্যোন্যাশ্রয়টী দোষ হওয়ায় এই ঘটটী আর "এতদ্‌ঘটজন্যজন্য" হইল না। আর সেই দোষটী "এতদ্‌ঘটভেদ"রূপ আপত্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইল। আত্মাশ্রয় মধ্যে "ক" "ক"কেই অপেক্ষা করে, আর ইহাতে ক "খ"কে এবং খ "ক"কে অপেক্ষা করে, ইহাই প্রভেদ।

জ্ঞপ্তি ও স্থিতিবিষয়ক উদাহরণের জন্য উক্ত দৃষ্টান্তমধ্যে জ্ঞান-বোধক জ্ঞানাদি শব্দ এবং স্থিতিবোধক বৃত্তি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যথা, জ্ঞপ্তির জন্য—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটজ্ঞানজন্যজ্ঞানবিষয়ঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অথবা—

এতদ্‌ঘটজ্ঞানং যদি এতদ্‌ঘটজ্ঞানজন্যজ্ঞানবিষয়ঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্‌ঘটজ্ঞানভিন্নং স্যাৎ। ... (আপাদ্য)

এবং স্থিতির জন্য—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটবৃত্তিঘটবৃত্তিঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

এইরূপ বলিতে হইবে।

৩। চক্রকের পরিচয়।

স্বাপেক্ষণীয়াপেক্ষিতসাপেক্ষত্বনিবন্ধন অনিষ্টপ্রসঙ্গই চক্রক নামক তর্ক। অর্থাৎ "ক" যদি "খ"কে অপেক্ষা করে, এবং "খ" যদি "গ"কে অপেক্ষা করে এবং "গ" যদি আবার "ক"কে অপেক্ষা করে, অথবা এইরূপ আরও অধিক অপেক্ষার পর যদি শেষে সেই মূল "ক"কে অপেক্ষা করে, তবে চক্রক তর্ক হয়। ইহাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি ভেদে ত্রিবিধ। এস্থলে জ্ঞপ্তিগত উদাহরণের জন্য উক্ত অন্যোন্যাশ্রয়ের দৃষ্টান্তের আপাদকমধ্যে আর একটি জন্যপদার্থের নিবেশ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যেমন উৎপত্তিগত চক্রক তর্কের দৃষ্টান্ত—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ এই ঘট যদি এই ঘটজন্য যে বস্তু, সেই বস্তুজন্য আবার যে বস্তু সেই বস্তুজন্য হয়, তবে এতদ্‌ঘটভিন্ন হয়।

এস্থলে প্রথম স্যাদন্তভাগ আপাদক বা ব্যাপ্য এবং শেষ স্যাদন্তভাগ আপাদ্য বা ব্যাপক বুঝিতে হইবে। আর তজ্জন্য ব্যাপ্যারোপদ্বারা ব্যাপকারোপরূপ তর্কের সামান্যলক্ষণটী যাইবে। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত তর্কের মূল যে সংশয়, তাহার মূল যে বিধিকোটিক ও নিষেধ-কোটিক অনুমান দুইটী, তাহার মধ্যে প্রথমটী হইতেছে—

(১) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যঃ — (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাৎ বা এতদ্‌ঘটত্বাৎ— (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অসদনুমান। উক্ত তর্কদ্বারা ইহাতে

পূর্ব্ববৎ বাধাভাবশঙ্কার বারণ হয়, অর্থাৎ পক্ষে যে সাধ্য থাকে না তাহার নিশ্চয় হয়। আর দ্বিতীয় অনুমানটী হইতেছে--

(২) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্বাভাববান্ … (প্রতিজ্ঞা)

এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাৎ বা এতদ্‌ঘটত্বাৎ … (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের নিষেধকোটিক সদনুমান। এস্থলে ব্যাপ্তি থাকিলেও উক্ত তর্কদ্বারা ইহাতে পূর্ব্ববৎ ব্যাপ্তির ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্ত হয়, আর তাহার ফলে পক্ষে সাধ্যনির্ণয় হয়।

এস্থলে প্রথম অনুমানের সাধ্য হইল—"এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্ব" এবং দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য হইল—"এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্বাভাব"। এস্থলে "ক" হইতেছে সাধ্যাংশ "এতদ্‌ঘট"; ইহাই আবার পক্ষ; এবং "খ" হইতেছে তদ্‌ঘটিত সাধ্যাংশ "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব" এবং "গ" হইতেছে তদ্‌ঘটিত সাধ্য "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্ব" সুতরাং সাধ্য "গ"টী সিদ্ধ হয়, তদংশ "খ" সিদ্ধ হইলে এবং "খ" সিদ্ধ হয়, তদংশ "ক" সিদ্ধ হইলে, এবং সেই "ক" সিদ্ধ হয়, সাধ্য "গ" সিদ্ধ হইলে। কারণ, "ক" "এতদ্‌ঘট"কে "গ" অর্থাৎ তজ্জন্যজন্যজন্যই বলা হইতেছে। অতএব "স্ব"রূপ যে এতদ্‌ঘট, অর্থাৎ "ক", তাহাকে যাহা অপেক্ষা করে অর্থাৎ "খ", তাহাকে যাহা অপেক্ষা করে অর্থাৎ "গ", তাহার সাপেক্ষত্ব এতদ্‌ঘট "ক"তে থাকায় "স্বাপেক্ষণীয়াপেক্ষিতসাপেক্ষত্ব" হইল; আর তন্নিবন্ধন যে অনিষ্টপ্রসঙ্গ অর্থাৎ এই ঘটে যে এই ঘটভেদ, তাহা উপস্থিত হইল। এজন্য এস্থলে চক্রক তর্ক হইল। জ্ঞপ্তি ও স্থিতির উদাহরণ জ্ঞপ্তি ও স্থিতিবোধক শব্দদ্বারা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

৪। অনবস্থার পরিচয়।

অব্যবস্থিত পরম্পরায় আরোপাধীন অনিষ্টপ্রসঙ্গের নাম অনবস্থা তর্ক। অর্থাৎ "ক" যদি "খ"কে অপেক্ষা করে এবং "খ" যদি "গ"কে অপেক্ষা করে এবং "গ" যদি "ঘ"কে অপেক্ষা করে—এইরূপে

অপেক্ষা করার আর শেষ না থাকে, অর্থাৎ পরবর্ত্তী তৎপরবর্ত্তীকে ক্রমাগত অপেক্ষাই করিতে থাকে, কোনরূপে কোথাও বিশ্রাম না থাকে, তবে অনবস্থা তর্ক হয়। ইহাও উৎপত্তি স্থিতি ও জ্ঞপ্তিভেদে ত্রিবিধ হয়। উৎপত্তিগত দৃষ্টান্তের জন্য বলিতে পারা যায়—

"ঘটত্বং যদি ঘটজন্যত্বব্যাপ্যং স্যাৎ, ... (আপাদক)
তর্হি কপালসমবেতত্বব্যাপ্যং ন স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ "ঘটত্ব যদি ঘটজন্যত্বের ব্যাপ্য হয়, সুতরাং ঘটত্বটী ব্যাপ্য এবং ঘটজন্যত্বটী ব্যাপক হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ঘটত্ব সেখানেই যদি ঘটজন্য যে (ঘটরূপাদি সেই ঘটরূপাদিনিষ্ঠ) "ঘটজন্যত্ব" ধর্ম্মটী থাকে বলা হয়, তবে ঘটত্বটী কপালসমবেতত্বের ব্যাপ্য হয় না। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ঘটত্ব, সেই খানেই কপালসমবেতত্ব থাকে—এরূপ আর বলা যায় না। বস্তুতঃ, ঘটত্ব, ঘটরূপাদি এবং কপালসমবেতত্ব সকলই ঘটে থাকে। এস্থলে "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্বটী" ব্যাপ্য বা আপাদক এবং "কপাল-সমবেতত্বব্যাপ্যত্বাভাব"টী ব্যাপক বা আপাদ্য। সুতরাং "ব্যাপ্যারোপ-দ্বারা ব্যাপকারোপই তর্ক"—তর্কের এই সামান্যলক্ষণটী প্রযুক্ত হইল। এখন ঘটত্বের ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ববিষয়ে সংশয় হওয়ায় মূল যে অনুমান দুইটী হইয়াছিল, তাহা এই—

(১) ঘটত্বং ঘটজন্যত্বব্যাপ্যম্ ... (প্রতিজ্ঞা)
কপালসমবেতত্বব্যাপ্যত্বাৎ ... (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অসদনুমান। কারণ, সাধ্য "ঘট-জন্যত্বব্যাপ্যত্ব"টী পক্ষ "ঘটত্বে" থাকিতে পারে না। আর তজ্জন্য বাধাশঙ্কা হয়, তাহা উক্ত তর্কদ্বারা নিবারিত হয়। আর দ্বিতীয় অনুমানটী—

(২) ঘটত্বং ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্বাভাববৎ ... (প্রতিজ্ঞা)
কপলসমবেতত্বব্যাপ্যত্বাৎ ... (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের নিষেধকোটিক সদনুমান। কারণ, ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্ব ঘটত্বে থাকে না। আর তজ্জন্য উক্ত তর্কদ্বারা এই অনুমানে ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি হইয়া পক্ষে সাধ্য নিশ্চয় হয়।

এখানে প্রথম অনুমানের সাধ্য "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব" এবং দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্বাভাব"। এস্থলে সাধ্য বা সাধ্যাংশ "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব" সিদ্ধ করিবার জন্য কারণরূপ অন্য ঘটের প্রয়োজন হইতেছে, সেই অন্য ঘটে যে ঘটত্ব আছে, তাহার আবার ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য অপর ঘটের প্রয়োজন হইতেছে, সেই অপর ঘটে সেই ঘটত্ব আছে, তাহার আবার ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য আবার অপর একটী ঘটের প্রায়োজন হইতেছে। এইরূপে যতই ঘট গ্রহণ করা যাইবে, ততই তাহার ধর্ম্ম ঘটত্বের ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করা প্রয়োজন হইতে থাকিবে। আর তাহার ফলে ঘটত্বে ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্বটী সিদ্ধই হইবে না। এজন্য এই তর্ককে অনবস্থা তর্ক বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ঘটত্ব সেখানে ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে অন্য ঘটের প্রয়োজন হইবে, তাহাতে ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে আবার অন্য ঘটের প্রয়োজন হইবে ইত্যাদি। এস্থলে কপালসমবেতত্বব্যাপ্যত্ব ঘটত্বে থাকায়, আর তাহার অভাবের ব্যাপ্য "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব" হওয়ায় ঘটত্ব আর ঘটজন্যত্বব্যাপ্য হইল না। অতএব প্রথম অসদনুমানটী আর সিদ্ধ হয় না, এবং দ্বিতীয় সদনুমানের যে ব্যভিচারশঙ্কা, তাহা নিবৃত্ত হইয়া পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় হইয়া অনুমানের নির্দ্দোষতা সিদ্ধ হইল।

এই জন্য বলা হইয়াছে—অনবস্থা বলিতে অপ্রামাণিক অনন্তপ্রবাহ-মূলক প্রসঙ্গ। ইহার স্থিতিগত দৃষ্টান্ত, যথা—

"ঘটত্বং যদি যাবদ্‌ঘটহেতুবৃত্তি স্যাৎ" ... (আপাদক)

তদা ঘটজন্যবৃত্তি ন স্যাৎ, ইত্যাদি। ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ ঘটত্ব যদি যাবদ্ ঘটের যে হেতু, তাহাতে থাকে, এমন হয়, তবে ঘটজন্য যে সব বস্তু, তাহাতে থাকিতে পারে না। এস্থলে "ঘটত্ব" যাবদ্ ঘটের হেতুতে থাকিলে সেই হেতুও ঘটই হইবে। কারণ, ঘটত্ব ঘটেই থাকে, আর সেই হেতুভূত ঘট যাবদ্ ঘটের পূর্ব্বেও থাকে বলিতে হইবে। যেহেতু পূর্ব্বক্ষণবৃত্তি না হইলে কারণই হয় না। কিন্তু সেই ঘটে ঘটত্ব থাকায় তাহাও যাবদ্ ঘটের অন্তর্গত হয়, আর তাহার হেতুর জন্য আবার তাহার পূর্ব্বক্ষণবৃত্তি অন্য ঘটের প্রয়োজন। কিন্তু তাহাও যাবদ্ ঘটের অন্তর্গতই হয়, আর তজ্জন্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অপর ঘট থাকা প্রয়োজন হয়। এইরূপে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ইহার শেষ আর আসিবে না। সুতরাং অনবস্থাই ঘটিবে। আর ইহাই ঘটজন্যবৃত্তিত্বরূপ হেতুর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর তাহারই নিবারণোদ্দেশ্যে এই তর্ক। অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ।

প্রামাণিক অনবস্থাদি তর্ক।

এই অনবস্থাদি তর্কগুলি প্রামাণিকও হইতে পারে, যখন আপাদ্য ও আপাদক উভয়ই অনাদিবস্তু হয়। যেমন বীজ ও অঙ্কুর। এই বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই অনাদি বলিয়া এস্থলে অনবস্থাদি দোষই হয় না। আপাদ্য আপাদকের একতর সাদি হইলেই ইহারা দোষের মধ্যে গণ্য হয়।

৫। প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

উক্ত চারি প্রকার তর্ক ভিন্ন যে তর্ক, তাহাই "তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ" বা "প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ" নামক তর্ক। অর্থাৎ প্রমাণদ্বারা বাধিত বিষয়ের যে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ আপত্তি, তাহাই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ নামক তর্ক। ইহা দ্বিবিধ, যথা—ব্যাপ্তিগ্রাহক এবং বিষয়পরিশোধক। তন্মধ্যে ব্যাপ্তির গ্রাহক তর্ক যথা—

ধূমঃ যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ, ... (আপাদক)
তদা বহ্নিজন্যঃ ন স্যাৎ। ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, অর্থাৎ বহ্নি যেখানে থাকে না সেখানে থাকে—এরূপ হয়, তাহা হইলে বহ্নিজন্য হয় না। এখানে "বহ্নিব্যভিচার" আপাদক বা ব্যাপ্য, এবং "বহ্নিজন্যত্বাভাব" ব্যাপক বা আপাদ্য। ইহার ব্যাপ্তিতে যে মূল অনুমান ছিল, তাহা এই—

পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ,

এখন উক্তরূপ তর্ক হইলে ধূমে বহ্নির ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্তি হইয়া ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। এজন্য ইহা ব্যাপ্তির গ্রাহক তর্ক বলা হয়।

বিষয়পরিশোধক তর্ক, যথা—

পর্ব্বতঃ যদি নির্বহ্নিঃ স্যাৎ ... (আপাদক)

তর্হি নির্ধূমঃ স্যাৎ .. (আপাদ্য)

অর্থাৎ পর্ব্বত যদি বহ্ন্যভাববান্ হয়, তবে ধূমাভাববান্ হয়। এস্থলে "নির্বহ্নিত্ব" ব্যাপ্য বা আপাদক, এবং "নির্ধূমত্ব" ব্যাপক বা আপাদ্য। এস্থলে এই তর্কটী, উক্ত ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কদ্বারা ধূম ও বহ্নির ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্ত হইলে, বিষয় যে বহ্ন্যাদি, পক্ষ পর্ব্বতে, তাহার নিশ্চায়করূপ হয় বলিয়া ইহাকে বিষয়ের পরিশোধক তর্ক বলা হয়।

প্রথম স্থলে ব্যভিচার শঙ্কা নিরাস করিয়া ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতেছে, এবং দ্বিতীয় স্থলে ব্যাপ্তির জ্ঞান আছে, কেবল এই তর্কদ্বারা পক্ষে সাধ্যসিদ্ধ করা হইতেছে—উভয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

পাঁচ প্রকার তর্কের মধ্যে পরস্পরের প্রভেদ।

এখন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয় ও চক্রক নামক তর্কগুলিতে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিজেকে অপেক্ষা করার নিয়ম আছে। আর তর্কের মধ্যে যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে, তাহার মূল অনুমানের বিধিকোটীতে মূল অনুমানের সাধ্যাভাবকে ব্যাপ্য ও হেত্বভাবকে ব্যাপক করিয়া নহে, কিন্তু তাহা নিষেধকোটিতেই প্রয়োজন হয়। এই বিধিকোটিতে বাধশঙ্কা নিরস্ত হয়, আর নিষেধ-

কোটিতে বিষয়ের পরিশোধন হয়। ইহা প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ নামক তর্কের বিষয়পরিশোধক তর্কের অনুরূপ। কিন্তু বিধিকোটিক অনুমানটী উহার অনুরূপ নহে, যেহেতু তাহাতে সাধ্য ও হেত্বভাবাভাবমাত্র অবলম্বিত হয়। সুতরাং প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গের ন্যায় সর্ব্বাংশে সমান নহে। অনবস্থামধ্যে আত্মাশ্রয়াদি তিনটীর ন্যায় 'অপেক্ষা করা' ভাবটী আছে, কিন্তু সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিজের অপেক্ষা থাকে না। ইহাতেও বিধিকোটিতে বাধশঙ্কার নিরাস হয়, এবং নিষেধকোটিতে বিষয়পরিশোধন হয়। এজন্য ইহাও প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গের মত ঠিক নহে। ইহাই হইল পাঁচটী তর্কের সাম্য ও বৈষম্য।

মতান্তরে তর্কের বিভাগ।

তর্কের উক্ত বিভাগ ভিন্ন অন্যরূপ বিভাগও আছে। প্রাচীন নৈয়ায়িকমতে তর্ক ১১ প্রকার, যথা—১। ব্যাঘাত, ২। আত্মাশ্রয়, ৩। ইতরেতরাশ্রয়, ৪। চক্রক, ৫। অনবস্থা, ৬। প্রতিবন্দী, ৭। কল্পনালাঘব, ৮। কল্পনাগৌরব, ৯। উৎসর্গ, ১০। অপবাদ, এবং ১১। বৈয়াত্য।

ভট্টমীমাংসকমতে অর্থাৎ মানমেয়োদয়ানুসারে ইহা কিন্তু ছয় প্রকার, যথা—

১। আত্মাশ্রয়, ২। অন্যোন্যাশ্রয়, ৩। চক্রক, ৪। অনবস্থিতি, ৫। গৌরব এবং ৬। লাঘব। আত্মাশ্রয়াদি চারিটীর লক্ষণ ন্যায়মতানুরূপ। কেবল গৌরব বলিতে কল্পনাগৌরব এবং লাঘব বলিতে কল্পনালাঘব বুঝায়। গৌরবের দোষটী হয় প্রসঙ্গরূপ, এবং লাঘবে সাধ্যে গুণকথাদ্বারা প্রসঙ্গতা থাকে।

এই তর্ক আবার অনুকূল ও প্রতিকূলভেদে দ্বিবিধও বলা হয়, যথা—

যেখানে সাধ্যাভাবের অনুবাদ করিয়া সাধ্যে দোষ বা গুণ প্রদর্শিত হয়, সেখানে তাহা সাধ্যসিদ্ধির অনুগ্রাহক হয় বলিয়া তাহাকে অনুকূলতর্ক বলা হয়। আর যেখানে সাধ্যেরই অনুবাদ করিয়া অনিষ্টের প্রসঞ্জন করা হয়, সেখানে তাহা সাধ্যসিদ্ধিতে বাধা ঘটায় বলিয়া তাহাকে প্রতিকূলতর্ক বলা হয়।

মতান্তরে এই ছয়রূপ তর্কমধ্যে আবার কিঞ্চিৎ অন্যথাদৃষ্ট হয়, যথা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর উপর বিভাকর টীকায়—

১। আত্মাশ্রয়, ২। অন্যোন্যাশ্রয়, ৩। চক্রক, ৪। অনবস্থা, ৫। ব্যাঘাত এবং

৬। প্রতিবন্দী। ইহাদের মধ্যে ব্যাঘাত বলিতে "বিরুদ্ধসমুচ্চয়" এবং প্রতিবন্দী বলিতে "চোদ্যপরিহারসাম্য" বলা হয়।

উক্ত একাদশ প্রকার তর্কের পরিচয় তত্ত্বজ্ঞানামৃত নামক গ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা এই—

১। ব্যাঘাত তর্কের পরিচয়।

"বিরুদ্ধসমুচ্চয়ঃ ব্যাঘাতঃ" অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের এক অধিকরণে সমুচ্চয়কে ব্যাঘাত বলে। যেমন—

"বিবাদাধ্যাসিতং জগৎ প্রযত্নজন্যম্" ... (প্রতিজ্ঞা)
"কার্য্যত্বাৎ" ... (হেতু)
"ঘটবৎ" ... (দৃষ্টান্ত)

অর্থাৎ বিবাদের বিষয়ভূত ক্ষিতি-অঙ্কুরাদি জগৎ কোন প্রযত্নদ্বারা জন্য, যেহেতু তাহা কার্য্যরূপ। যে যে কার্য্য হয়, সে সে প্রযত্নদ্বারাই 'জন্য' হয়, যেমন ঘট কার্য্যরূপ হওয়ায় কুলালের প্রযত্নদ্বারা 'জন্য', তদ্রূপ এই জগতও কার্য্যরূপ হওয়ায় কাহারও প্রযত্নদ্বারা অবশ্য 'জন্য' হইবে।

এস্থলে জীবের প্রযত্নকে সর্ব্বজগতের কারণ বলা সম্ভব নহে, সুতরাং উক্ত অনুমানে ঈশ্বরের প্রযত্নই সর্ব্বজগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। নবীনমতে স্বক্রিয়াবিরোধই ব্যাঘাত বলা হয়।

এখন যদি কেহ এ অনুমানে শঙ্কা করেন যে,—জগতে কার্য্যত্বরূপ হেতু থাকে থাকুক, কিন্তু প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধ্য নাই। এই প্রকার শঙ্কার নিবৃত্তি ব্যাঘাতরূপ তর্কদ্বারা হইয়া থাকে। এখানে হেতু কার্য্যত্ব এবং সাধ্যাভাব প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এই দুই ধর্ম্ম পরস্পরবিরুদ্ধ। যেমন ঘট ও ঘটের প্রাগভাব, আর ঘট ও ঘটের প্রধ্বংস—এই দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ। এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের এক বস্তুতে সমুচ্চয় বলিলে যেমন ব্যাঘাত দোষের প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও এক বস্তুতে সমুচ্চয় বলিলে ব্যাঘাতের প্রাপ্তি হইবে।

২। আত্মাশ্রয়ের পরিচয়।

এখন যদি বাদী বলেন, ঘট ও ঘটের প্রাগভাব এই দুই একত্র থাকে না বটে, পরন্তু কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এ দুয়ের একত্র সমুচ্চয় হইয়া থাকে। এরূপ বলিলে জিজ্ঞাস্য হইবে, ঘট ও ঘটের প্রাগভাব এই দুইটী বিরোধী ধর্ম্ম হইতে কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কোন বিশেষত্ব আছে কি না? যদি বলা হয়—"না", তাহা হইলে ঘট ও ঘটের প্রাগভাব এই দুইয়ের যেমন একত্রাবস্থিতি সম্ভব নহে, তদ্রূপ কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এ দুয়েরও একত্র সমুচ্চয় হইবে না। আর যদি বলা হয়—তাহাদের মধ্যে বিশেষত্ব আছে, তাহা হইলে যে বিশেষত্বের বলে কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র অবস্থান হয়, সে বিশেষবিষয়ে সেই বিশেষই প্রমাণ, অথবা অন্য বিশেষ প্রমাণ? যদি সে বিশেষই প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় হইবে। সেই আত্মাশ্রয়ের লক্ষণ, যথা—

"অব্যবধানেন স্বাপেক্ষণম্ আত্মাশ্রয়ঃ" অর্থাৎ ব্যবধান বিনা আপনাতে আপনারই অপেক্ষার নাম আত্মাশ্রয়। এস্থলে উক্ত বিশেষ আপনার বিষয়ে আপনিই প্রমাণ হওয়ায় আত্মাশ্রয় হইল। এই আত্মাশ্রয় (ক) নিজের অধিকরণে নিজের অপেক্ষা, (খ) নিজের জ্ঞানে নিজের অপেক্ষা, (গ) নিজের উৎপত্তিতে নিজের অপেক্ষা, (ঘ) নিজের স্বামিত্বে নিজের অপেক্ষা, (ঙ) নিজের উপমাতে নিজের অপেক্ষা—ইত্যাদি ভেদে নানা প্রকার। এই প্রকারে বক্ষ্যমাণ ইতরেতরাশ্রয় এবং চক্রিকা নামক তর্কও নানাবিধ বুঝিতে হইবে।

৩। অন্যোন্যাশ্রয়ের পরিচয়।

আর যদি বল, সেই বিশেষের প্রতি দ্বিতীয় বিশেষ প্রমাণ, তাহা হইলে উক্ত দ্বিতীয় বিশেষের প্রতি প্রমাণ কি? এখন সেই দ্বিতীয় বিশেষের প্রমাণ সেই দ্বিতীয় বিশেষই বলিলে অথবা প্রথম বিশেষ বলিলে প্রথম

পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মাশ্রয় দোষ হয়, আর দ্বিতীয় পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় দোষের প্রাপ্তি হয়। ইহার লক্ষণ, যথা—

"দ্বয়োরন্যোন্যাপেক্ষণম্ ইতরেতরাশ্রয়ঃ" অর্থাৎ "উভয়ের মধ্যে যে পরস্পর অপেক্ষা, তাহার নাম ইতরেতরাশ্রয়, ইহারই নামান্তর অন্যোন্যাশ্রয়। যেমন প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিশেষের অপেক্ষা হয়, এবং দ্বিতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য প্রথম বিশেষের অপেক্ষা হয়।

৪। চক্রক তর্কের পরিচয়।

যদি বল, দ্বিতীয় বিশেষের প্রতি তৃতীয় বিশেষ প্রমাণ, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত দ্বিতীয় বিশেষের জন্য তৃতীয় একটী বিশেষ প্রমাণ অথবা দ্বিতীয় বিশেষ প্রমাণ, অথবা প্রথম বিশেষ প্রমাণ? প্রথম পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মাশ্রয় হয়, দ্বিতীয় পক্ষে ইতরেতরাশ্রয় হয়, আর তৃতীয় পক্ষে চক্রক তর্কের প্রাপ্তি হয়। চক্রকের লক্ষণ, যথা—

"পূর্ব্বস্য পূর্ব্বাপেক্ষিত-মধ্যমাপেক্ষিতোত্তরাপেক্ষিতত্বং চক্রিকা" অর্থাৎ পূর্ব্বের অপেক্ষিত যে মধ্যম, এই মধ্যমের অপেক্ষিত যে উত্তর, সেই উত্তরের যে পূর্ব্বের প্রতি অপেক্ষা হয়, তাহাকে চক্রিকা বলে। যেমন এই প্রসঙ্গে, প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিশেষ অপেক্ষিত, আর দ্বিতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় বিশেষ অপেক্ষিত, এবং তৃতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য প্রথম বিশেষ অপেক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে চক্রিকা বলে।

৫। অনবস্থা তর্কের পরিচয়।

যদি বল, তৃতীয় বিশেষের প্রতি চতুর্থ বিশেষ প্রমাণ, আর চতুর্থ বিশেষের প্রতি পঞ্চম বিশেষ প্রমাণ, এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষের প্রতি উত্তরোত্তর বিশেষ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে চক্রিকা দোষের আপত্তি পরিহৃত হয় বটে, কিন্তু অন্য দোষ ঘটে। কারণ, ইহা স্বীকার করিলে অনবস্থা নামক তর্ক উপস্থিত হয়। সেই অনবস্থার লক্ষণ, যথা—

"পূর্ব্বস্য উত্তরোত্তরাপেক্ষিতত্বম্ অনবস্থা" অর্থাৎ পূর্ব্বের যে উত্তরোত্তর অপেক্ষিততা তাহার নাম অনবস্থা। যেমন প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিশেষের অপেক্ষা, দ্বিতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় বিশেষের অপেক্ষা, তৃতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য চতুর্থ বিশেষের অপেক্ষা, আর চতুর্থ বিশেষের সিদ্ধির জন্য পঞ্চম বিশেষের অপেক্ষা, এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষের উত্তরোত্তর বিশেষের অপেক্ষা অঙ্গীকার করিলে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হয়।

৬। প্রতিবন্দীর পরিচয়।

যদি বলা হয়—পঞ্চম বিশেষ স্বতঃপ্রমাণ, সে আপনার সিদ্ধির জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা করে না, অতএব অনবস্থা দোষের আপত্তি নাই, ইত্যাদি, তাহা হইলে এই শঙ্কার নিবৃত্তি প্রতিবন্দীরূপ তর্কদ্বারা করা যাইতে পারে। সেই প্রতিবন্দীর লক্ষণ, যথা—

"চোদ্যপরিহারসাম্যং প্রতিবন্দী" অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষে শঙ্কাসমাধানের তুল্যতাকে প্রতিবন্দী বলে। যেমন বাদীর মতে পঞ্চম বিশেষের যেরূপ স্বতঃপ্রমাণতা হয়, তদ্রূপ প্রথম বিশেষরও স্বতঃপ্রমাণতা সম্ভব। কারণ, নিয়ামকের অভাবের সামগ্রী উভয় পক্ষে তুল্য। যেস্থলে তুল্য সামগ্রী হয়, সেস্থলে কার্য্যও তুল্য হয়, যেমন তুল্যস্বভাববান্ তন্তুপ্রভৃতি কারণদ্বারা পটাদি কার্য্য তুল্য হইয়া থাকে।

আর যদি বাদী পঞ্চম বিশেষের স্বতঃপ্রমাণতা-বিষয়ে কোন পরিহার কল্পনা করেন, তাহা হইলে সেই পরিহারেরও পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পঞ্চম বিশেষ ও প্রথম বিশেষ—এই উভয় বিশেষের তুল্যতাই হইবে। এইরূপে প্রদর্শিত রীত্যনুসারে উভয় পক্ষে শঙ্কা ও সমাধানের যে তুল্যতা, তাহাই প্রতিবন্দী নামক তর্ক।

৭। কল্পনালাঘব তর্কের পরিচয়।

এখন পৃথিব্যাদি মহাভূত প্রভৃতি এই স্থূল কার্য্যের একজন কর্ত্তা

সম্ভব নহে। যেহেতু কার্য্যমাত্রই নানাকারণজন্য হইয়া থাকে—এইরূপ যদি আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইলে এই আশঙ্কার নিবৃত্তি কল্পনালাঘবরূপ তর্কদ্বারা হইতে পারে। ইহার লক্ষণ, যথা—

"সমর্থাল্পকল্পনা কল্পনালাঘবম্" অর্থাৎ কার্য্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ বস্তুর অল্পতার যে কল্পনা, তাহার নাম কল্পনালাঘব তর্ক। যেমন সর্ব্ব জগতের কর্ত্তৃরূপে যে ঈশ্বরকে কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহাকে 'এক' বলিয়া অঙ্গীকার করিলে কল্পনার লাঘবই হয়।

৮। কল্পনাগৌরব তর্কের পরিচয়।

আর কার্য্যের সিদ্ধি করিবার যোগ্য একটী সমর্থ বস্তুর বিদ্যমানতা-স্থলেও অনেক বস্তুর যে কল্পনা তাহাকে কল্পনাগৌরব তর্ক বলা হয়। ইহার লক্ষণ, যথা—

"সমর্থানল্পকল্পনা কল্পনাগৌরবম্" অর্থাৎ কার্য্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ কারণের অল্পতার কল্পনা না করাকে কল্পনাগৌরব নামক তর্ক বলে। যেমন কোন একটী কন্যার এক সমর্থ বরের স্বীকারে তাহার বিবাহ সিদ্ধি হইলে, অনেক বরের কল্পনাতে কল্পনা-গৌরব হয়, তদ্রূপ এক ঈশ্বরদ্বারা সর্ব্ব জগতের উৎপত্তির সিদ্ধি হইলে, অনেক ঈশ্বরের কল্পনা করিলে কল্পনাগৌরব নামক তর্কের প্রসক্তি হয়।

৯। উৎসর্গ তর্কের পরিচয়।

যেমন কুম্ভকারের শরীর না থাকিলে ঘটকার্য্য সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বর শরীররহিত হওয়ায় ঈশ্বরের যখন কর্ত্তৃত্বই সম্ভব নহে, তখন সর্ব্ব জগতের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ কখনই সম্ভব নহে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তি উৎসর্গরূপ তর্কদ্বারা হইয়া থাকে। সেই উৎসর্গ তর্কের লক্ষণ, যথা—

"ভূয়োদর্শনম্ উৎসর্গঃ" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দর্শনের নাম উৎসর্গ। যেমন যেখানে যেখানে চেতনত্ব আছে, সেখানে সেখানে কর্ত্তৃত্ব আছে।

যেমন কুম্ভকার এবং তন্তুবায়াদিতে চেতনত্ব থাকে বলিয়া ঘটপটাদি কার্য্যের প্রতি তাহাদের কর্ত্তৃত্বও থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরেও চেতনত্ব ধর্ম্ম থাকায় তাঁহাতে জগৎবিষয়ক কর্ত্তৃত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করা যাইতে পারে। চেতনাহীন শরীর থাকিলেও কুম্ভকার বা তন্তুবায় ঘটপটাদি কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। আর চেতনা যে, শরীর না থাকিলে থাকিতে পারে না, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু চেতনা শরীরের বিশেষণ হওয়ায়, বিশেষণ যেমন বিশেষ্য হইতে পৃথক্‌ই হয়, তদ্রূপ পৃথক্‌ই হইবে। সুতরাং শরীর থাকিলে কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা সঙ্গত কথা নহে, প্রত্যুত চেতনা থাকিলেই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা।

আর যদি কদাচিৎ ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের চেতনত্বও থাকিবে না। যেমন ঘটাদিতে কুম্ভকারের কর্ত্তৃত্ব অসম্ভাবিত হইলে চেতনত্বও অস্বীকৃত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরেও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে, তাঁহাতে চেতনত্ব নাই—ইহাই মানিতে হইবে।

১০। অপবাদ তর্কের পরিচয়।

যদি বলা হয়, যেমন অস্মদাদি জীবগণের চেতনত্ব থাকায় কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত আছে, তেমনই ঈশ্বরেরও চেতনত্ব থাকায় কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত হওয়া উচিত, চেতনত্ব থাকায় কর্ত্তৃত্বের সম্ভাবনামাত্র স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেহেতু কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত নাই, সেই হেতু তাহা তাহাতে নাই। এতাদৃশবাদীর আশঙ্কা অপবাদরূপ তর্কদ্বারা নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। সেই অপবাদের লক্ষণ, যথা—

"তস্যোৎসর্গস্য একদেশে বাধঃ অপবাদঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গের কোন এক দেশের বাধ হইলে তাহাকে অপবাদ বলা যায়। যেমন মুক্তাত্মাতে চেতনত্ব থাকিলেও কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু কোন স্থানে চেতনত্ব থাকায় কর্ত্তৃত্বের কদাচিৎ নিশ্চয় হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও চেতনত্ব

থাকায় কর্ত্তৃত্বের নিশ্চয় হওয়া উচিত; কিন্তু তাহাদের চেতনত্ব থাকিলেও কর্ত্তৃত্ব থাকে না। সুতরাং মুক্তপুরুষগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গের এই অপবাদ, উক্ত অর্থের অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের নিশ্চায়ক হয় না, যেমন প্রমেয়ত্বদ্বারা অনিত্যের নিশ্চয় হয় না। কথিত কারণে চেতনত্ব-দ্বারা ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বের সম্ভাবনামাত্রই হয়, কর্ত্তৃত্বের নিশ্চয় হয় না। সুতরাং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত নাই বলিয়া কর্ত্তৃত্ব নাই—এরূপ বলা গেল না।

১১। বৈয়াত্য তর্কের পরিচয়।

যদি বাদী বলেন, ঈশ্বর-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুমান থাকে থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক প্রমাণ কি? কথিতপ্রকার আশঙ্কার উত্তর-প্রদানে অশক্য হইয়া মৌন হইলে তাহাকে বৈয়াত্যরূপ তর্ক বলা হয়। ইহার লক্ষণ, যথা—

"অপ্রতিসমাধেয়প্রশ্নপরম্পরায়াং মৌনং বৈয়াত্যম্" অর্থাৎ সমাধান করিতে অশক্য এইরূপ বাদীর প্রশ্নের যে পরম্পরা, তাহা প্রাপ্ত হইলে যে মৌনভাব হয়, তাহাকে বৈয়াত্য বলে। যেস্থলে বাদীর প্রশ্নের উত্তরদান শক্য হয়, সেস্থলে উত্তর বলা হইয়া থাকে, আর যেস্থলে উত্তরদান শক্য নহে, সেস্থলে মৌনরূপ অনুত্তরই উত্তর হয়, ইহারই নাম "বৈয়াত্য"।

তর্কের সাতটী দোষ।

পূর্ব্বোক্ত তর্কে নিম্নলিখিত সপ্ত দূষণ হইয়া থাকে, যথা—১। আপাদ্যাসিদ্ধি, ২। আপাদকাসিদ্ধি, ৩। উভয়াসিদ্ধি, ৪। প্রশিথিল-মূলতা, ৫। মিথস্তর্কবিরোধ, ৬। ইষ্টাপত্তি, ৭। বিপর্য্যয়াপর্য্যবসান। এই সকলের লক্ষণ ও উদাহরণ তর্কনিরূপক গ্রন্থাদিতে বিস্তৃতরূপে আছে, গ্রন্থবৃদ্ধি "ভয়ে পরিত্যক্ত হইল"।

ইহাই হইল তর্কের পরিচয়। বিচারক্ষেত্রে এই তর্কের বিশেষ

প্রয়োজন। বস্তুতঃ বিচারক্ষেত্রে অনুমিতির যেরূপ প্রয়োজন হয় এই তর্কেরও তদ্রূপ প্রয়োজন হয় বুঝিতে হইবে।

ব্যাপ্তিগ্রহোপায়।

অনুমিতির পক্ষে ব্যাপ্তির জ্ঞানটী করণ। এই ব্যাপ্তির জ্ঞানই ব্যাপ্তিগ্রহ। গ্রহ শব্দের অর্থ জ্ঞান। ইহার উপায় অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই জ্ঞান জন্মে, তাহা পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন। অর্থাৎ যাহার সঙ্গে যাহার ব্যাপ্তি আছে বুঝিতে হয়, তাহা তাহার সহচর অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে থাকে—এইরূপ বহুবার যদি দেখা যায় বা জানা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। কিন্তু এই বহুদর্শনের মধ্যে যদি একবার ব্যভিচার দর্শন হয়, অর্থাৎ একটী না থাকিলেও অপরটী থাকে—এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আর ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না। এজন্য ব্যভিচার জ্ঞানশূন্য যে ভূয়োদর্শন, তাহাই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বলা হয়। যেমন বহু স্থলে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে দেখিয়া এবং কোথাও ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে না—ইহা না দেখায় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। অর্থাৎ যেখানেই ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে—এই জ্ঞান হয়। এস্থলে কতিপয় ধূম ও বহ্নি দেখিয়া যে যাবৎ ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহা সামান্যলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষবলে হয়। স্মরণ করিতে হইবে—একটী ঘটদর্শনের পর যে ঘটত্বরূপ যাবৎ ঘটদর্শন, তাহা এই সামান্যলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষবলেই হয়। বলা বাহুল্য, ব্যভিচারজ্ঞান না থাকিলে সকৃদ্দর্শনেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাও চিন্তামণিকার বলিয়াছেন। (২৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সিদ্ধান্তের পরিচয়।

অনুমানের প্রক্রিয়া জানিবার পর এবং তাহার দোষাদির বিষয় জানিবার পর "সিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। কারণ, অনুমান সাহায্যে যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহারই ফল সিদ্ধান্ত, অথবা

কোন মতবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে বিচার করা হয়, তাহাকেও সিদ্ধান্ত বলা হয়। ইহার লক্ষণ এই—পদার্থমাত্রেরই যে সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সেই সামান্যধর্ম্মপুরস্কারে স্বীকৃত পদার্থের প্রমাণদ্বারা যে বিশেষতঃ নিশ্চয়, তাহাই সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ পদার্থটী "এইরূপ এবং ঐরূপ নয়" বলিয়া প্রমাণদ্বারা যে নিশ্চয় তাহাই সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তের বিভাগ।

এই সিদ্ধান্ত চারি প্রকার, যথা—১। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, ২। প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, ৩। অধিকরণসিদ্ধান্ত এবং ৪। অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের পরিচয়।

যে পদার্থ কোন শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধ নহে, এবং কোন এক শাস্ত্রে অন্ততঃপক্ষে কথিত, তাহাই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন, ঘ্রাণাদিকে যে "ইন্দ্রিয়" বলে এবং গন্ধ প্রভৃতিকে যে ইন্দ্রিয়ের "বিষয়" বলে—তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য এবং বহু শাস্ত্রেই কথিত বলিয়া ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলা হয়।

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তের পরিচয়।

যে পদার্থ সকল শাস্ত্রের সম্মত নহে, কিন্তু কোন এক বা একাধিক শাস্ত্রবিশেষরই সম্মত, তাহকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে। যেমন—অসতের উৎপত্তি নাই, সতেরও বিনাশ নাই—ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, কিন্তু ন্যায়াদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে বলিয়া প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলা হয়। অপরের সিদ্ধান্তের নাম "পরতন্ত্র সিদ্ধান্ত" এবং নিজ সিদ্ধান্তের নাম "স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত"।

অধিকরণসিদ্ধান্তের পরিচয়।

যে পদার্থটী জানিতে হইলে তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থ তাহার অন্তর্ভাবেই জানিতে হয়, সাক্ষাৎ উল্লিখ্যমান সেই পদার্থ তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থের অধিকরণ হয় বলিয়া সেই পদার্থ, সাধ্যই হউক আর

হেতুই হউক, সেইরূপে "অধিকরণ সিদ্ধান্ত" হইয়া থাকে। নবীনমতে—যে পদার্থব্যতীত যে পদার্থ কোন প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না, সেই পূর্ব্বোক্ত পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ আনুষঙ্গিক পদার্থগুলির স্বীকারই অধিকরণসিদ্ধান্ত। যেমন—

"জগৎ চেতনকর্ত্তৃকম্ উৎপত্তিমত্ত্বাৎ, বস্ত্রবৎ"

এইরূপে জগতের চেতনকর্ত্তৃকত্ব সাধন করিলে সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব-বিশিষ্ট চেতনকর্ত্তৃকত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে চেতন কর্ত্তৃকত্বের আনুসঙ্গিক "সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সহিত চেতনকর্ত্তৃকত্বই" অধিকরণসিদ্ধান্ত।

এইরূপ ইন্দ্রিয় সিদ্ধ করিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের নানাত্বও সিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া বহুত্ববিশিষ্ট ইন্দ্রিয়বিষয়ক সিদ্ধান্তই অধিকরণসিদ্ধান্ত বলা হয়।

অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের পরিচয়।

অপরীক্ষিত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা অনিশ্চিত পদার্থের স্বীকার করিয়া যখন তাহার বিশেষ পরীক্ষা করা হয়, সেইস্থলে স্বীকৃত পদার্থটীকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলে। যেমন—

মীমাংসক বলিলেন—শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য।

নৈয়ায়িক বলিলেন—শব্দ গুণপদার্থ ও অনিত্য।

উভয়ের বিচার চলিতেছে, এমন সময় যদি নৈয়ায়িক বলেন যে, হউক—শব্দ দ্রব্যপদার্থ, উহা নিত্য কি অনিত্য তাহাই বিচার্য্য। এখানে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়া বিচার করায় শব্দের দ্রব্যত্ব স্বীকারটী অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলা যায়। এস্থলে নিজ প্রতিভা-প্রদর্শনও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে; এজন্য ইহাকে অভ্যুপগমবাদ বা প্রৌঢ়িবাদও বলা হয়।

অনুমিতি ও বিচারের ফল।

অনুমিতি করিতে হইলে এই বিষয় গুলির জ্ঞান থাকিলে অনুমিতি

নির্দ্দোষ হয়। এই অনুমিতির ফল অদৃশ্য বা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান-লাভ। ইহা যখন পরার্থ অনুমিতি হয়, তখন স্থলবিশেষে 'বিচার' নামে অভিহিত হয়। বিচারে একাধিক অনুমিতির আবশ্যক হয়। বিচার-স্থলে বাদকথায় মধ্যস্থ থাকিতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডা কথাতে মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক। তখন অনুমিতির আনুসঙ্গিক ফল কেবল সংশয়নিরাস নহে, কিন্তু জয়পরাজয়ও হইয়া থাকে বলা হয়।

অনুমিতির প্রকারান্তরে বিভাগ।

অনুমিতির পূর্ব্বোক্ত বিভাগ ব্যতীত অনুমিতির আর এক প্রকার বিভাগ আছে, যথা—(১) সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি এবং (২) অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতি। তন্মধ্যে—

সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি।

যেস্থলে হেতুর জ্ঞান পক্ষতাবচ্ছেদকসমানাধিকরণরূপে হইয়া থাকে, সেস্থলে সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি বলা হয়। যেমন—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" স্থলে পর্ব্বতত্বটী পক্ষতাবচ্ছেদক; এই পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যে হেতু ধূমের জ্ঞান হইলে যে কোন একটী পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নির জ্ঞান হয়। কারণ, পর্ব্বতত্বধর্ম্মটী যেখানে থাকে সেই স্থানে হেতুও থাকে, এই ভাবে এই অনুমিতিটী হয়। এস্থলে সকল পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় না।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতি।

যেস্থলে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে হেতুর জ্ঞান হইয়া থাকে, সেস্থলে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতি বলা হয়। যেমন—উক্ত "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ব্বতত্ব, সেই পর্ব্বতত্বের ব্যাপকরূপে হেতু ধূমের জ্ঞান হইলে সকল পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে নবীন ও প্রাচীনের মতভেদ আছে। মূলগ্রন্থের ১৩৫ পৃঃ—১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কতিপয় অনুমেয় পদার্থের অনুমান।

এইবার ন্যায় ও বেদান্তমতে কতিপয় অনুমেয় পদার্থের অনুমান কিরূপ হয়, তাহাই দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন করা যাউক—

আত্মার অনুমান—

আত্মা—ইতরভিন্নঃ,	...	(প্রতিজ্ঞা)
আত্মত্বাৎ,	...	(হেতু)
ব্যতিরেকেণ যথা ঘটঃ।	...	(উদাহরণ)

ঈশ্বরানুমান—

দ্ব্যণুকাদিকং—কর্ত্তৃজন্যং,	...	(প্রতিজ্ঞা)
কার্য্যত্বাৎ,	...	(হেতু)
যথা ঘটাদিঃ।	...	(উদাহরণ)

পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অনুমান—

ত্রসরেণুঃ—সাবয়বদ্রব্যারব্ধঃ,	...	(প্রতিজ্ঞা)
বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাৎ,	...	(হেতু)
বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যং যৎ তৎ সাবয়বদ্রব্যারব্ধং যথা ঘটঃ।	...	(উদাহরণ)

শব্দের অনুমান—

শব্দঃ—দ্রব্যাশ্রিতঃ,	...	(প্রতিজ্ঞা)
গুণত্বাৎ,	...	(হেতু)
যথা ঘটরূপম্।	...	(উদাহরণ)

এস্থলে দ্রব্যান্তরে বাধা থাকায় শব্দাশ্রয়রূপে আকাশ সিদ্ধ হয়।

বায়ুর অনুমান—

পৃথিব্যাদিত্রয়াবৃত্তিঃ অয়ং স্পর্শঃ—দ্রব্যাশ্রিতঃ,		(প্রতিজ্ঞা)
গুণত্বাৎ,	...	(হেতু)
যথা ঘটরূপম্।	...	(উদাহরণ)

এস্থলে দ্রব্যান্তরে বাধা থাকায় স্পর্শাশ্রয়রূপে বায়ু সিদ্ধ হয়।

কালের অনুমান—

পরত্বজনকং বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্ট-

শরীরজ্ঞানমিদং—পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষম্, (প্রতিজ্ঞা)

সাক্ষাৎসম্বন্ধাভাবে সতি বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ, ... (হেতু)

লোহিতস্ফটিক ইতি প্রত্যয়বৎ। ... (উদাহরণ)

এখানে পরম্পরাসম্বন্ধটী স্বসমবায়িসংযুক্তসংযোগ, এজন্য সম্বন্ধঘটক কাল সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিকের অনুমান—

অবধিসাপেক্ষবহুতরসংযোগবিশিষ্টশরীরজ্ঞানমিদং

পরত্বজনকম্—পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষম্, ... (প্রতিজ্ঞা)

সাক্ষাৎসম্বন্ধাভাবে সতি বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ, ... (হেতু)

লোহিতস্ফটিক ইতি প্রত্যয়বৎ। ... (উদাহরণ)

এস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধটী স্বসমবায়িসংযুক্তসংযোগ, এজন্য সম্বন্ধঘটক দিক্ সিদ্ধ হইল। আকাশ এস্থলে সম্বন্ধঘটক হয় না, তাহা শব্দাশ্রয়ত্ব-দ্বারাই ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধ হয় বলিয়া তাহার রবিক্রিয়াদি উপনায়কত্বের সম্ভাবনা নাই।

মনের অনুমান—

সুখাদিপ্রত্যক্ষম্—ইন্দ্রিয়জন্যম্, ... (প্রতিজ্ঞা)

জন্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ, ... (হেতু)

ঘটপ্রত্যক্ষবৎ। .. (উদাহরণ)

এস্থলে ইন্দ্রিয়ান্তরে বাধা থাকায় মনের সিদ্ধি হয়।

বেদান্তসিদ্ধান্তানুকূল কতিপয় অনুমান।

জগন্মিথ্যাত্বানুমান—

প্রপঞ্চ—মিথ্যা, ... (প্রতিজ্ঞা)

দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, অংশিত্বাৎ (হেতু)

যথা শুক্তিরজতম্। ... (উদাহরণ)

ব্রহ্মভিন্নত্বের মিথ্যাত্বানুমান—

ব্রহ্মভিন্নং সর্ব্বং—মিথ্যা, ... (প্রতিজ্ঞা)

ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ, ... (হেতু)

যদ্ এবং তদ্ এবং, যথা শুক্তিরূপ্যম্। ... (উদাহরণ)

বিশেষভাবে দ্রব্যমিথ্যাত্বের অনুমান—

অয়ং পটঃ—এতৎতন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-
প্রতিযোগী, ... (প্রতিজ্ঞা)

পটত্বাৎ, ... (হেতু)

পটান্তরবৎ। ... (উদাহরণ)

সামান্যভাবে দ্রব্যমিথ্যাত্বের অনুমান—

অংশী—স্বাংশগতাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, (প্রতিজ্ঞা)

অংশিত্বাৎ, ... (হেতু)

ইতরাংশীবৎ। ... (উদাহরণ)

গুণমিথ্যাত্বানুমান—

রূপং—রূপনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, ... (প্রতিজ্ঞা)

গুণত্বাৎ, ... (হেতু)

স্পর্শবৎ। ... (উদাহরণ)

ক্রিয়ামিথ্যাত্বানুমান—

এষা ক্রিয়া—এতদ্দ্রব্যনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-
প্রতিযোগী, ... (প্রতিজ্ঞা)

ক্রিয়াত্বাৎ, ... (হেতু)

ক্রিয়ান্তরবৎ। ... (উদাহরণ)

জাতিমিথ্যাত্বানুমান—

ঘটত্বং—ঘটনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি, ... (প্রতিজ্ঞা)

ধর্ম্মত্বাৎ, ... (হেতু)

পটত্বাদিবৎ। ... (উদাহরণ)

বিশেষের মিথ্যাত্বানুমান—

অয়ং বিশেষঃ—পরমাণুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, (প্রতিজ্ঞা)
বিশেষত্বাৎ, ... (হেতু)
বিশেষান্তরবৎ। ... (উদাহরণ)

সমবায়ের মিথ্যানুমান—

সমবায়ঃ—স্বসমবায়িনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, (প্রতিজ্ঞা)
সম্বন্ধত্বাৎ, ... (হেতু)
সংযোগবৎ। ... (উদাহরণ)

ভট্টমতে বায়ুপ্রত্যক্ষে অনুমান—

বায়ুঃ—প্রত্যক্ষঃ, ... (প্রতিজ্ঞা)
মহত্ত্বানিন্দ্রিয়ত্বে সতি স্পর্শবত্ত্বাৎ ভূতত্বাদ্ বা (হেতু)
ঘটবৎ। ... (উদাহরণ)

তমোদ্রব্যের অনুমান—

তমঃ—দ্রব্যান্তরম্, ... (প্রতিজ্ঞা)
নীলাত্মকত্বাৎ, ... (হেতু)
নীলোৎপলনৈল্যবৎ। ... (উদাহরণ)

প্রভাকরমতে শক্তির অনুমান—

বহ্নিঃ—দাহানুকূলাদ্বিষ্ঠাতীন্দ্রিয়ধর্ম্মসমবায়ী ... (প্রতিজ্ঞা)
দাহকার্য্যজনকত্বাৎ, ... (হেতু)
আত্মবৎ। ... (উদাহরণ)

ইহাই হইল অনুমিতির পরিচয়।

উপমিতি পরিচয়।

সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বা পদ ও সংজ্ঞী অর্থাৎ নামী বা অর্থ, তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহাই উপমিতি। যেমন—গবয় শব্দের সহিত গবয়

বস্তুর যে একটী বাচ্যবাচকত্ব সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ গবয় শব্দটী বাচক এবং গবয় বস্তুটী বাচ্য—এইরূপ যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের যে জ্ঞান তাহাই উপমিতি। এই সম্বন্ধটী গবয় পদের শক্তিরূপা বৃত্তি।

উপমিতির প্রক্রিয়া।

যে ব্যক্তি গবয় কখন দেখেন নাই, সে শুনিল যে, "অরণ্যমধ্যে প্রায় ঠিক্ গোসদৃশ এক প্রকার জন্তু আছে, তাহার নাম গবয়।" তৎপরে সে ব্যক্তি কোন দিন একটী গবয় দেখিল; তখন সে ভাবিল, ইহা কোন্ জন্তু? ইহার নাম কি? তখন তাহার মনে হইল "ইহা যেন গোসদৃশ জন্তু, অর্থাৎ ইহা গরুর মত জন্তু, কিন্তু ঠিক্ গরু নহে"। তখন তাহার স্মরণ হইল যে, সে লোকমুখে শুনিয়াছে যে, "গোসদৃশ গবয় নামক এক প্রকার জন্তু আছে"। তখন তাহার মনে হইল—ইহাই তবে "গবয়"। অর্থাৎ গবয় শব্দের সহিত গবয় শব্দের অর্থের একটী সম্বন্ধজ্ঞান তাহার হইল। এই যে সম্বন্ধজ্ঞান ইহাই উপমিতি। সুতরাং উপমিতি জ্ঞানোৎপত্তির যে ক্রম, তাহা এই—

প্রথমে—"গোসদৃশ গবয়" এইরূপ অতিদেশবাক্য শ্রবণজন্য সাদৃশ্যজ্ঞানার্জ্জন।

দ্বিতীয়—গবয়দর্শন।

তৃতীয়—গবয় বস্তুর নামনির্দ্দেশের ইচ্ছা।

চতুর্থ—গো সদৃশ ইহা—এইরূপ জ্ঞানোদয়।

পঞ্চম—গো সদৃশ গবয়—এই অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ।

ষষ্ঠ—তবে "এই গবয় সেই গবয় শব্দবাচ্য জন্তু"—এই জ্ঞান।

উপমিতির করণ উপমান।

এই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্যজ্ঞান, তাহারই নাম উপমান প্রমাণ। যেমন "গোসদৃশ গবয়" বলিলে যে সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়, তাহাই এই সাদৃশ্যজ্ঞান। ইহারই নাম অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞান।

উপমিতির ব্যাপার।

"গোসদৃশ গবয়"—এই অতিদেশবাক্য শ্রবণজন্য যে সাদৃশ্যজ্ঞান, তাহা পরে গবয় দেখিয়া যখন সেই গবয়ের নাম নির্দ্দেশের জন্য স্মরণ করা হয়, তখন সেই সাদৃশ্যজ্ঞানের যে স্মরণ, তাহাকেই উপমিতির "ব্যাপার" বলা হয়। ইহার নাম অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ। ব্যাপার বলিয়া, ইহাও সুতরাং উপমিতির কারণ। উক্ত সাদৃশ্যজ্ঞানটী এই ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়াই করণ-পদবাচ্য হয়।

সাদৃশ্যজ্ঞানের অনুযোগী প্রতিযোগী।

যাহার সাদৃশ্য তাহা সাদৃশ্যের প্রতিযোগী, যাহাতে সাদৃশ্য থাকে তাহা সাদৃশ্যের অনুযোগী। "গোসদৃশ গবয়" বলিলে গরু হয়—সাদৃশ্যের প্রতিযোগী এবং গবয় হয়—অনুযোগী। সুতরাং "গোসদৃশ গবয়" বলিলে গোপ্রতিযোগিক গবয়ানুযোগিক সাদৃশ্য বুঝায়। আর "গবয় সদৃশ গো" বলিলে গবয়প্রতিযোগিক গো-অনুযোগিক সাদৃশ্য বুঝায়।

উপমিতির ফল।

উপমান প্রমাণের যে ফল তাহাই উপমিতি। ইহা শব্দ ও তাহার অর্থমধ্যে যে শক্তিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার জ্ঞান। এস্থলে ইহা "গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ" বা "গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ"। ইহার অর্থ—গোসদৃশ-ত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক গবয়পদবাচ্যত্বপ্রকারক জ্ঞান। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ভিন্ন তত্ত্বনির্ণয়ও উপমিতির ফল বলা হয়। যেমন "মুদ্গপর্ণীর ন্যায় এক প্রকার ওষধি আছে, তাহা বিষনাশক"—এইরূপ উপমিতির স্থলে উপমিতির ফল তত্ত্বনির্ণয় বলা হয়। এই উপমিতির ফলে দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ প্রভৃতি সকল পদার্থের সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান হইতে পারে।

বেদান্ত বা মীমাংসকমতে ইহা কিন্তু অন্যরূপ। তন্মতে উপমিতিরূপ ফলটী—"গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ" এরূপ নহে, কিন্তু, গবয়দর্শনের পর "এতৎসদৃশঃ গৌঃ" ইত্যাকারক জ্ঞান মাত্র। অন্য কথায় "গোসদৃশঃ গবয়ঃ" এই জ্ঞান হইতে অর্থাৎ গোপ্রতিযোগিক গবয়ানু-যোগিক গোসাদৃশ্য জ্ঞান হইতে "গবয়সদৃশঃ গৌঃ" অর্থাৎ গরুতে যে গবয়সাদৃশ্যের জ্ঞান

অর্থাৎ গবয়প্রতিযোগিক গবানুযোগিক যে সাদৃশ্যজ্ঞান তাহাই উপমিতি বলা হয়। এমতে অতিদেশবাক্যের অনুসন্ধান বা স্মরণ আবশ্যক নহে বলা হয়। এজন্য উপমিতির ব্যাপার বলিয়া কিছু এমতে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ ইহা নির্ব্যাপার বলা হয়। এমতে সাধর্ম্ম্যোপমিতি, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আবশ্যক না হইলেও, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, বৈধর্ম্ম্যোপমিতির দ্বারা জগতের মিথ্যাত্বাদি সিদ্ধ হয়। সুতরাং বেদান্তমতেও ইহার উপযোগিতা আছে। এতদ্‌ভিন্ন চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মকাণ্ডে ইহার উপযোগিতা থাকায় পরম্পরায় ইহাও ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী বলা হয়। অতএব সাদৃশ্যজ্ঞান ও বৈধর্ম্ম্যজ্ঞানজন্য যে জ্ঞান তাহাই উপমিতি। গবয়ে গোসাদৃশ্য দর্শনান্তর স্মর্য্যমাণ গোতে যে গবয়সাদৃশ্যজ্ঞান তাহাই উপমিতি। গবয়স্থিত সাদৃশ্যদর্শনই করণ, আর গোগত সাদৃশ্যজ্ঞানটী ফল। গবয় দেখিয়া গোসাদৃশ্যের স্মরণ হয় না, কিন্তু গরুরই স্মরণ হয়, এজন্য ন্যায়মত স্বীকার্য্য নহে। এই উপমিতির মধ্যে গো-অংশে স্মরণ এবং সাদৃশ্য অংশে উপমিতি হইয়া সাদৃশ্যবিশিষ্ট গোস্মরণই উপমিতি হয় বলা হয়।

"নৈয়ায়িক বলেন—"গোসদৃশ গবয়" জ্ঞান হইলেই "গবয়সদৃশ গো" এই জ্ঞান আপনা আপনি হয়, এক সম্বন্ধীয় জ্ঞানে অপর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক, অতএব বেদান্তমতে ইহাকে যে উপমিতি বলা হয়, তাহা বৃথা।

বেদান্তী বলেন—তাহা হইলে "গোসদৃশ গবয়" ইহা শ্রবণমাত্রই সেই জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু গবয়দর্শনের পর "গয়বসদৃশ গো" এই যে জ্ঞান হয়, তাহা ত হয় না, ইত্যাদি।

উপমিতির বিভাগ।

উপমিতি—সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য এবং ধর্ম্মমাত্রবোধক শব্দ হইতে হয় বলিয়া ইহা তিন প্রকার বলা হয়, যথা—১। সাধর্ম্ম্যোপমিতি, ২। বৈধর্ম্ম্যোপমিতি এবং ৩। ধর্ম্মমাত্রজ্ঞাপ্য উপমিতি। তন্মধ্যে "গোসদৃশ গবয়" এই বাক্যদ্বারা গবয়পদবাচ্যের জ্ঞান—ইহাই (১) সাধর্ম্ম্যোপমিতি। "কুশ্রী, দীর্ঘওষ্ঠ ও গ্রীবাযুক্ত, কণ্টকভক্ষণকারী, কুব্জপৃষ্ঠ, জন্তুই করভ" এই বাক্যদ্বারা উষ্ট্রের যে জ্ঞান—তাহা (২) বৈধর্ম্ম্যোপমিতি এবং "মুদ্গপর্ণীর ন্যায় ওষধি বিষনাশক" এই বাক্যদ্বারা যে বিষনাশক ওষধির জ্ঞান—তাহা (৩) ধর্ম্মমাত্রজ্ঞাপ্য উপমিতি।

বেদান্তমতে "আত্মা আকাশসদৃশ বিভু," "আত্মা সূর্য্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ," "আত্মা দেহাদিবিসদৃশ নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাব" ইত্যাকারক বাক্যঘটিত উপমান প্রমাণদ্বারা মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে আত্মজ্ঞান সম্ভব হয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানেও এই উপমানপ্রমাণের যথেষ্ট সার্থকতা আছে—ইহা স্বীকার করা হয়। এজন্য ন্যায়মতের "সংজ্ঞাসঙ্গিজ্ঞানই" উপমিতি অর্থাৎ "গবয়ত্বাবচ্ছিন্ন গবয়পদবাচ্য" এই জ্ঞানই উপমিতি বলা হয় না, কিন্তু একের সহিত

সাদৃশজ্ঞানদ্বারা যে অপরের সহিত একের সাদৃশ্যের জ্ঞান, অর্থাৎ "গোসাদৃশ্যাবচ্ছিন্ন গবয়" এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই উপমিতি বলা হয়। কোন কিছুর সংজ্ঞার সহিত তাহার পরিচয় হইলে তাহার যেরূপ জ্ঞান হয়, কোন কিছুর সহিত কাহারও সাদৃশ্যের জ্ঞান হইলে তদপেক্ষা আরও বিশেষ জ্ঞান হয়, ইহাই এই মতের লাভাধিক্য। ন্যায়মতে নাম ও নামীর সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, আর এ মতে উপমেয় বস্তুরই জ্ঞান হয়। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে এতাদৃশ উপমিতি অধিকতর আনুকূল্য করিয়া থাকে। ইহাই হইল উপমিতি পরিচয়।

শাব্দ পরিচয়।

শব্দজন্য জ্ঞানের নাম শাব্দজ্ঞান। শব্দ অর্থ—আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থ—যথার্থবক্তা। আপ্তের যে বাক্য তাহা আপ্তবাক্য এবং তাহা প্রমাণ।

বাক্যের পরিচয়।

বাক্য বলিতে অন্বয়যোগ্য পদসমূহ। যেমন "গাম্ আনয়" অর্থাৎ গরু আন, ইত্যাদি। এস্থলে "গাম্" ও "আনয়" পদের যে সমূহ, সেই সমূহকে বাক্য বলা হয়। কেবল "গাম্" বা কেবল "আনয়" শব্দ বাক্য নহে, উহারা পদ মাত্র। তার্কিকমতে কিন্তু উভয়ই বাক্য।

শাব্দজ্ঞানের কারণ ও ফল।

এই শাব্দজ্ঞানের "করণ" পদের জ্ঞান; আর পদার্থের স্মরণটী "ব্যাপার"। শক্তিজ্ঞান সহকারি কারণ এবং পদজন্য জ্ঞানটী ফল। এই জ্ঞানটী বাক্যঘটক পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্" বলিলে পর্ব্বতরূপ উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়রূপ বহ্নির সম্বন্ধই বুঝায়। এজন্য বাক্যের অর্থ—সম্বন্ধ।

বেদান্তমতে যে বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত সংসর্গ প্রমাণান্তরদ্বারা বাধিত হয় না, সেই বাক্যই প্রমাণ। এই বাক্যের অর্থ সর্ব্বত্রই "সম্বন্ধ" এরূপ বলা হয় না। এমতে বাক্যদ্বারা স্বরূপমাত্রও বুঝান যাইতে পারে, অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্য বাক্যার্থের জ্ঞানও সম্ভব। এজন্য এরূপ স্থলে সেই বাক্যকে অখণ্ডার্থবোধক বাক্য বলে। যেমন "প্রকৃষ্টপ্রকাশঃ চন্দ্রঃ" অর্থাৎ ঐ অত্যুজ্জ্বলটী চন্দ্র. "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" অর্থাৎ সেই এই দেবদত্ত—এই বাক্যে চন্দ্র ও দেবদত্ত ব্যক্তিমাত্রের স্বরূপেরই জ্ঞান হয়। পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্তের সহিত বর্ত্তমানদৃষ্ট দেবদত্তের সম্বন্ধ বুঝায় না। তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমি তাহাই—এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের চৈতন্যরূপের ঐক্য বা অভেদই অর্থ। জীব ও ব্রহ্মের কোনরূপ সম্বন্ধ এতদ্দ্বারা বুঝায় না। এইরূপ বাক্যের যে অখণ্ডার্থবোধকতা তাহা তাৎপর্য্যদ্বারা গৃহীত হয়।

আর সেই তাৎপর্য্যটী উপক্রম-উপসংহারাদি ছয় প্রকার তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গদ্বারা নির্ণীত হয়। ইহাদের পরিচয় পরে তাৎপর্য্যপরিচয়স্থলে সবিস্তরে কথিত হইবে।

শাব্দবোধের পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্ব।

শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান; পরোক্ষ জ্ঞানে বিশেষ দর্শন হয় না; প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই বিশেষদর্শন হয়।

বেদান্তমতে শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয় তাহা অপরোক্ষও হয়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ইহা স্বীকার করেন না। বাচস্পতির মতে উহা মানসপ্রত্যক্ষ। পদ্মপাদাচার্য্য "সোহয়ং দেবদত্তঃ" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় বলিয়া থাকেন। এজন্য বাচস্পতি মিশ্রকে শব্দপরোক্ষবাদী এবং পদ্মপাদাচার্য্যকে শব্দাপরোক্ষ-বাদী বলা হইয়া থাকে।

শাব্দবোধের প্রক্রিয়া।

বাক্যের অন্তর্গত পদশ্রবণ করিলে পদার্থের উপস্থিতি অর্থাৎ পদার্থের স্মরণ হয়। কিন্তু জ্ঞানাদি প্রথমক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থায়ী এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয় বলিয়া উত্তর পদার্থের স্মরণকালে পূর্ব্বপদার্থের স্মরণের নাশ হয়, এজন্য আসত্তিজ্ঞানাভাবে শাব্দবোধ হয় না। অর্থাৎ সমূহাব-লম্বন প্রত্যক্ষের ন্যায় বাক্যান্তর্গত যাবৎ পদার্থের এককালে উপস্থিতি না হইলে তাহাদের অন্বয় সম্ভব হয় না, আর অন্বয়জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থ বোধ হয় না। এজন্য বাক্যান্তর্গত উত্তর পদার্থের স্মরণকালে, সেই স্মরণটী উদ্বোধকরূপ হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব পদার্থের স্মরণের নাশে যে তাহাদের সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে স্মরণে পরিণত করে। আর এই স্মরণটি সমূহালম্বন প্রত্যক্ষের ন্যায় সমূহালম্বন স্মরণাত্মক জ্ঞানই হয়। তখন তাহাদের মধ্যে অন্বয়জ্ঞান হয়। এই অন্বয়জ্ঞানের পর বাক্যার্থবোধ-রূপ শাব্দবোধ হয়। এস্থলে বাক্যান্তর্গত পদের অর্থের উপস্থিতিকালে তাহাদের বিভক্তিরও অর্থ জ্ঞাত হয় বলিয়া একরূপ বিভক্তির অর্থযুক্ত পদার্থকে একত্র করিয়া এই অন্বয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, এই অন্বয়জ্ঞানকালে আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা সন্নিধি ও তাৎপর্য্যজ্ঞানও আবশ্যক হয়। আকাঙ্ক্ষাদির পরিচয় পরে প্রদত্ত হইতেছে।

বেদান্ত বা মীমাংসকমতেও পদজ্ঞানের পর পদার্থের স্মরণ হয়, তৎপরে যে অসন্নিকৃষ্ট বাক্যার্থ জ্ঞান হয়, তাহাকেই শাব্দজ্ঞান বলে। কেহ বলেন এই স্মরণ ঠিক্ স্মরণই নহে, ইহার নাম 'অভিধান'।

শাব্দজ্ঞানের করণ।

এই শাব্দজ্ঞানের করণ হয়—পদের জ্ঞান। যেমন "গাম্" ও "আনয়" এই দুইটী পদ। এই পদদ্বয়ের জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ইহারা শ্রুত হইলে "গাম্ আনয়" বাক্যের জ্ঞান হয়। ব্যাকরণের সুপ্ বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত ধাতুই পদ। অন্য কথায় শক্তিবিশিষ্ট যে শব্দ তাহাই পদ। সেই পদের যে অর্থ তাহাই পদার্থ।

শাব্দজ্ঞানের ব্যাপার।

পদার্থের স্মরণ অর্থাৎ পদশ্রবণ করিলে মনোমধ্যে তাহার অর্থের যে উপস্থিতি, তাহাই শাব্দজ্ঞানের ব্যাপার, এজন্য ইহাকে শাব্দজ্ঞানের একটী কারণ বলা হয়। পদজ্ঞান এই ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া করণ হয়। অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞান সহকৃত পদজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতিই ব্যাপার।

সহকারি কারণ।

পদের সহিত অর্থের যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ, তাহাই পদের শক্তি। পদের এই শক্তিজ্ঞানটী শাব্দজ্ঞানে সহকারি কারণ বলা হয়। এই শক্তিবলে পদশ্রবণজন্য পদার্থের উপস্থিতি হয়। শক্তিজ্ঞান পূর্ব্বে না থাকিলে, পদশ্রবণ করিয়া পদার্থের স্মরণ হয় না। পদার্থের স্মরণটী বিষয়তা সম্বন্ধে পদার্থে থাকে এবং পদও তাদৃশ সম্বন্ধে পদার্থে থাকে; এইরূপে কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য থাকে বুঝিতে হইবে।

শব্দের বৃত্তির পরিচয়।

এই শক্তি, পদের বৃত্তিবিশেষ। পদের সহিত তাহার অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহার সাধারণ নাম বৃত্তি। সেই বৃত্তি দুই প্রকার, যথা—শক্তি ও লক্ষণা। তন্মধ্যে শক্তি বলিতে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ, এবং লক্ষণা বলিতে লক্ষ্যলক্ষক সম্বন্ধ। যেমন "গো" পদের শক্তি—গোপিণ্ডে, অর্থাৎ

গলকম্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে, এবং "গঙ্গাতে গয়ালারা বাস করে" এই বাক্যে গঙ্গাপদের শক্তি গঙ্গজলপ্রবাহে, কিন্তু লক্ষণা গঙ্গাতীরে। কারণ, জলের উপর লোক বাস করিতে পারে না। শক্যার্থে বাধা ঘটিলে পদ শক্যসম্বন্ধদ্বারা বোধক হয়, এজন্য স্থলবিশেষে লক্ষণা হইয়া থাকে।

শব্দের শক্তির পরিচয়।

শক্তি বলিতে তদ্‌বিশেষ্যক এবং তৎপদজন্য যে বোধ, সেই বোধ-বিষয়ত্বপ্রকারক ঈশ্বরসংকেত। এই ঈশ্বরসঙ্কেত ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা—"এই পদের এই অর্থ লোকে বুঝুক" এইরূপ। শক্তিনিরূপকত্বই পদের শক্তত্ব। বিষয়তা সম্বন্ধে শক্তির যে আশ্রয় তাহাই শক্ত। নব্যমতে "এই পদে এই অর্থবোধ হউক" এইরূপ ইচ্ছামাত্রই শক্তি, কেবল ঈশ্বরেরই ঐরূপ ইচ্ছা শক্তি নহে।

মীমাংসকমতে এই শক্তি অনাদি ও নিত্য। তবে ন্যায়মতেও ঈশ্বরের ইচ্ছাও নিত্য বলা হয়; এজন্য উভয়মতে বড় বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

শক্তি জ্ঞানের কারণ।

পদের শক্তির জ্ঞান আট প্রকারে হয়, যথা—১। ব্যাকরণ, ২। উপমান, ৩। অভিধান, ৪। আপ্তবাক্য, ৫। ব্যবহার, ৬। বাক্য-শেষ, ৭। বিবরণ এবং ৮। প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্য।

ব্যাকরণ হইতে শক্তিজ্ঞান।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের শক্তির জ্ঞানে যেখানে পদের অর্থের জ্ঞান হয়, সেখানে এই পদশক্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যাকরণ কারণ হয়। ভূ কৃ প্রভৃতি ধাতু এবং গো অশ্ব ইত্যাদি শব্দই প্রকৃতি এবং সুপ্‌ তিঙ্‌ প্রভৃতি প্রত্যয়। যেমন পচ্‌ ধাতু পাক করা, তিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া "পচতি" পদ হয়। ইহার অর্থ—পাকানুকূল কৃতিবিশিষ্ট। তার্কিকোক্ত বৈয়াকরণের মতে "পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন"।

অতএব পচ্‌ ধাতুর শক্তি পাক ক্রিয়াতে, এবং তিপ্‌ প্রত্যয়ের শক্তি কৃতিতে। বৈয়াকরণমতে ইহা কর্ত্তাতে অর্থাৎ কৃতিবিশিষ্টে। এজন্য

"চৈত্রঃ পচতি" বাক্যের অর্থ—পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট চৈত্র, এবং ব্যাকরণ-মতে—চৈত্র পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন। "রথো গচ্ছতি" স্থলে তিপ্ প্রত্যয়ের আশ্রয়ত্বে লক্ষণা। "দেবদত্তঃ নশ্যতি" স্থলে তিপ প্রত্যয়ের প্রতিযোগিত্বে লক্ষণা। যেহেতু এখানে কৃতিতে শক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং গমনাশ্রয় রথ ও ধ্বংসের প্রতিযোগী দেবদত্ত এইরূপ অর্থ হয়। এস্থলে ব্যাকরণ হইতে এইরূপ শক্তিগ্রহ হয়।

কোষ বা অভিধান হইতে শক্তিজ্ঞান।

যেখানে অভিধান হইতে পদের অর্থবোধ হয়, সেখানে অভিধানকে শক্তিজ্ঞানের কারণ বলা হয়। যেমন "অমর" শব্দের অর্থ—দেবতা। "নীল" শব্দের অর্থ—নীলরূপ ও নীলরূপবিশিষ্ট। এখানে শক্তি—নীলরূপে এবং নীলরূপবিশিষ্টে লক্ষণা। নানার্থক শব্দে—প্রসিদ্ধ অর্থে শক্তি এবং অপ্রসিদ্ধে লক্ষণা নহে, কিন্তু সমুদায় অর্থেই শক্তি বলা হয়।

আপ্তবাক্য হইতে শক্তিজ্ঞান।

বিশ্বাসী ব্যক্তির বাক্য হইতেও শক্তিজ্ঞান হয় বলিয়া আপ্তবাক্যও শক্তিগ্রহের প্রতি কারণ। যেমন পিক শব্দের শক্তি কোকিলে। ইহা বিশ্বাসী ব্যক্তির বাক্য হইতে জন্মে।

ব্যবহার হইতে শক্তিজ্ঞান।

যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "পুস্তক আন" বলিল, আর সে ব্যক্তি পুস্তক আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি পুস্তক ও আন শব্দের অর্থ জানিত না। সে ইহা দেখিল। তৎপরে সে আবার শুনিল প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল—"ঘট আন" এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ ঘট আনয়ন করিল, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহা দেখিল। ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির "ঘট" "আন" ও "পুস্তক" এই পদত্রয়ের শক্তিগ্রহ হইল। এই প্রয়োজক অর্থাৎ আদেশকারী প্রথম ব্যক্তির বাক্য ও আদেশপ্রতি-পালনকারী দ্বিতীয় বা প্রয়োজ্য ব্যক্তির ক্রিয়াই এই ব্যবহার।

আবাপ উদ্বাপ দ্বারা শক্তিজ্ঞান।

যে উপায়ে "ঘট" "পুস্তক" ও "আন" পদের অর্থবোধ হইল তাহাকে আবাপ ও উদ্বাপ প্রক্রিয়া বলা হয়। আবাপ অর্থ—গ্রহণ বা সংযোগ ও উদ্বাপ অর্থ—ত্যাগ বা বিয়োগ। "আন" পদের সহিত ঘটের সংযোগ—ইহা "আবাপ" আর "আন" পদের সহিত পুস্তকের বিয়োগই এই উদ্বাপ"। এই আবাপ ও উদ্বাপ ক্রিয়ার জন্য সর্ব্বত্র "আন," "রাখ" এইরূপ আদেশবোধক ক্রিয়াপদের আবশ্যকতা নাই। সিদ্ধপদের প্রয়োগেও শক্তিগ্রহ হয়। যেমন স্থল বিশেষ "পুত্রস্তে জাতঃ" "পুত্রস্তে মৃতঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও পুত্রাদি পদের শক্তিজ্ঞান হয়। এজন্য ন্যায়মতে "কার্য্যান্বিতে শক্তিবাদ" স্বীকার অনাবশ্যক।

প্রভাকর মীমাংসকমতে কিন্তু যে বাক্যের মধ্যে কর্ত্তব্যতাবোধক ক্রিয়াপদ থাকে, সেই বাক্যের অন্তর্গত কারকপদের শক্তিগ্রহ হয়। ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে তবে পদের শক্তির জ্ঞান হয়। কিন্তু বেদান্ত ও ভট্টমতে তাহা স্বীকার করা হয় না। এস্থলে ন্যায়, ভট্ট ও বেদান্ত একমত। অর্থাৎ প্রভাকরমতে "স্বর্গে ইন্দ্র বাস করেন"। "তোমার পুত্র হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে শক্তিগ্রহ হয় না বলা হয়। কিন্তু ন্যায় ও বেদান্তাদি মতে তাহা হয়—বলা হয়।

বাক্যশেষ হইতে শক্তিজ্ঞান।

প্রথম বাক্যঘটক পদের নানা অর্থের মধ্যে একটী অর্থ পরবর্ত্তী বাক্যঘটক পদের দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া বাক্যশেষ হইতে পদের শক্তিজ্ঞান হয়। যেমন "যব আনয়ন কর" এই বাক্যের যবপদে শূক-বিশিষ্ট ধান্যবিশেষ এবং ম্লেচ্ছগণের নিকট "যব"শব্দের অর্থ কঙ্গু বুঝাইলেও, যখন পরবাক্য শুনা যায় যে, বসন্তকালে সকল শস্যের পাতা পাড়িয়া যায়, কিন্তু যব স্ফীত হয় ও মঞ্জরীযুক্ত হয়, তখন যব পদের শক্তি প্রসিদ্ধ যবেই গৃহীত হয়, কঙ্গুতে গৃহীত হয় না।

বিবরণ হইতে শক্তিজ্ঞান।

যেমন "অশ্ব আন" এই বাক্যের পর শ্রোতা বক্তার অর্থ না বুঝিলে বক্তা যদি "ঘোটক আন" বলে, তাহা হইলে "ঘোটক আন" এই বাক্য শুনিয়া অশ্ব পদের শক্তি "ঘোটকে"—এইরূপ জ্ঞান হয়।

প্রসিদ্ধপদের সান্নিধ্য হইতে শক্তিজ্ঞান।

"বসন্তকালে আম্রবৃক্ষে পিক গান করিতেছে" এই বাক্য শুনিলে পিক শব্দের অর্থ কোকিল বুঝা যায় বলিয়া পিক শব্দের শক্তি কোকিল ইহা বুঝা যায়। বসন্ত ও আম্রবৃক্ষ এই সকল প্রসিদ্ধ পদ, পিক শব্দে কোকিলকেই বুঝাইয়া দেয়।

শক্তির বোধ্য নিরূপণ।

শক্তি দ্বারা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। যেমন "গো" শব্দের শক্তি গোত্বজাতিবিশিষ্ট যে গো-ব্যক্তি, তাহাতে থাকে। শিরোমণি প্রভৃতি নবীন নৈয়ায়িক, ব্যক্তিতেই পদের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন। জাতি ব্যক্তি ও সম্বন্ধে একই শক্তি থাকে। এজন্য গৌতমসূত্র— "জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থাঃ"।

মীমাংসকমতে জাতিতেই শক্তি স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ গোশব্দের অর্থ গোত্ব জাতি মাত্র। ব্যক্তির যে জ্ঞান হয়, তাহা অনুমিতি বা অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা হয়। লাঘবের জন্য জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয় না। কারণ, তত্তৎ পদজন্য শাব্দবোধে তত্তৎ পদার্থের ভান হয়, আর সেই ভানের প্রতি তত্তৎ পদের তত্তৎ পদার্থে শক্তিজ্ঞানই কারণ হয়। মণ্ডনমিশ্রমতে গো পদের গোত্বে শক্তি, আর ব্যক্তিতে লক্ষণা। (বৃত্তি-দীপিকা)। প্রভাকরমতে কার্য্যান্বিত পদার্থে শক্তি স্বীকার করা হয়।

কুব্জশক্তিবাদ।

বেদান্তমতেও জাতিতেই শক্তি স্বীকার করা হয়। কেহ বলেন—গো পদে গোত্ব জাতি এবং গো ব্যক্তি—দুইই বুঝায়, তবে গো পদের শক্তি যে গোত্বে, সেই গোত্বে শক্তির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং গো ব্যক্তিতে যে শক্তি, তাহার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নহে। তাহার স্বরূপতঃ থাকা মাত্র আবশ্যকতা। এই মতকে "কুব্জশক্তিবাদ" বলা হয়। গোত্বপ্রকারক গো-বিশেষ্যক শাব্দবোধের প্রতি গোত্ববিষয়ক গোপদশক্তির জ্ঞানটী হেতু।

শক্তির বিভাগ।

শক্তি চারি প্রকার, যথা—যৌগিকী, রূঢ়ি, যোগরূঢ়ি এবং যৌগিক-রূঢ়ি। এই চারি প্রকার শক্তির ভেদে শক্তিবিশিষ্ট নাম বা পদ চারি প্রকার হয়, যথা—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় এবং যৌগিকরূঢ়।

যৌগিক পদ।

যে পদে কেবল অবয়বের অর্থাৎ ধাতুপ্রত্যয়াদিরূপ পদের প্রত্যেক

অংশের শক্তির দ্বারা পদের অর্থের বোধ উৎপাদন করে, সেই পদকে যৌগিক পদ বলা হয়। যেমন—পাচক, ধনবান, ও ভূপতি পদ। এখানে পচ্ ধাতু ণক প্রত্যয় করিয়া পাচক হইয়াছে। পচ্ ধাতুর শক্তি পাক ক্রিয়াতে, ণক প্রত্যয়ের শক্তি কর্ত্তাতে। এজন্য পাচক পদটী তাহার অবয়বের শক্তির দ্বারা রন্ধনকারীকে বুঝাইল, আর তজ্জন্য ইহা যৌগিক শব্দ। তদ্রূপ ধনবান পদের "ধন"শব্দের শক্তি স্থবর্ণাদিতে, এবং বতুপ্ এই প্রত্যয়ের শক্তি অধিকরণে, স্থতরাং যাহাতে স্বত্বস্বামিত্ব সম্বন্ধে স্থবর্ণাদি আছে, সেই ব্যক্তি ধনবান্ ইহাই বুঝাইল। আরার "ভূর পতি" এই সমাসে ভূপতি পদের ভূশব্দের শক্তি পৃথিবীতে, ভূর এই ষষ্ঠী বিভক্তির শক্তি স্বত্বস্বামিত্ব সম্বন্ধে এবং পতিপদের অর্থ—পালক। অতএব ভূপতি শব্দের প্রত্যেক অবয়বের শক্তির দ্বারা ভূপতির অর্থ পৃথিবীর পালক অর্থাৎ রাজা হইল।

রূঢ়পদ।

যেস্থলে পদের অবয়বের শক্তি সম্ভব হইলেও সেই অবয়ব শক্তি ব্যতিরেকেই কেবল সমুদায়ের শক্তির দ্বারা অর্থের বোধ জন্মায়, সেই পদকে রূঢ় পদ বলা হয়। যেমন, গো, ঘট, পট, মণ্ড ইত্যাদি। ইহারা নিজ অবয়বের শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বুঝাইতেছে। রূঢ় শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ। "গম্" ধাতু "ডো" প্রত্যয় দ্বারা গো শব্দ নিষ্পন্ন। গম্ ধাতু অর্থ—গমন এবং ডো প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তা। কিন্তু "যে গমন করে" তাহাকে না বুঝাইয়া গরুকেই বুঝাইল। গরু গো শব্দের রূঢ় বা প্রসিদ্ধ অর্থ।

যোগরূঢ় শব্দ।

যেখানে যৌগিকীশক্তি ও রূঢ়িশক্তি উভয়দ্বারাই অর্থের বোধ জন্মায়, কেবল একটীর দ্বারা অর্থবোধ হয় না, সেই স্থলে সেই পদকে যোগরূঢ় পদ বলা হয়। যেমন—পঙ্কজ, জলধর ইত্যাদি শব্দ। পঙ্ক শব্দের

উত্তর জন্ ধাতু ড প্রত্যয় করিয়া পঙ্কজ হইয়াছে। পঙ্ক+জন+ড এই অবয়বের শক্তির দ্বারা পঙ্কে যাহা জন্মে তাহা পঙ্কজ। ইহা যৌগিক অর্থ। আর পঙ্কজের প্রসিদ্ধ অর্থ—পদ্মত্বরূপে পদ্ম। ইহা সমুদায়ের শক্তি। পদ্মও পঙ্কে জন্মে। সুতরাং এস্থলে উভয় অর্থ মিলিত হইয়া পদ্মকে বুঝাইতেছে বলিয়া পঙ্কজ শব্দটী যোগরূঢ় পদ। পঙ্কজ শব্দে কুমুদকে বুঝায়, কিন্তু রূঢ়াশক্তি যৌগিকীশক্তির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া পদ্মকেই বুঝাইল। অবশ্য তাৎপর্য্যানুরোধে ইহার অন্যথাও হয়। তদ্রূপ জলধর পদের অর্থ—জলধারণকারী মেঘ।

যৌগিকরূঢ় শব্দ।

যে পদে যৌগিকীশক্তি ও রূঢ়শক্তি—ইহাদের অন্যতর শক্তিদ্বারাই অর্থ বোধ জন্মায়, অর্থাৎ কেবল যৌগিকীশক্তির দ্বারা কিংবা কেবল রূঢ়িশক্তির দ্বারা অর্থের বোধ জন্মায়, সেই স্থলে যৌগিকরূঢ় শব্দ হয়। যেমন—উদ্ভিদ, অন্ন ইত্যাদি। উৎ পূর্ব্বক ভিদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া উদ্ভিদ পদ এবং অদ্ ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিয়া অন্ন পদ হইয়াছে। এখানে উৎ পদের উর্দ্ধ শক্তি, ভিদ্ধাতুর শক্তি ভেদে এবং ক্বিপ্ প্রত্যয়ের শক্তি কর্ত্তায়। তদ্রূপ অদ্ ধাতুর শক্তি ভক্ষণে এবং ক্ত প্রত্যয়ের শক্তি আশ্রয়ত্বে। এজন্য যৌগিকশক্তিবলে উদ্ভিদ অর্থ বৃক্ষাদি এবং অন্ন শব্দে ভক্ষণীয় বস্তুমাত্র বুঝা যায়। কিন্তু রূঢ়িশক্তিবশতঃ উদ্ভিদ অর্থ শাক-বিশেষ এবং অন্ন শব্দের অর্থ পক্বতণ্ডুলাদি বুঝায়। এক্ষণে এই উভয় অর্থেই এই পদদ্বয় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা যৌগিকরূঢ়পদ বলা হয়। যোগরূঢ় ও যৌগিকরূঢ়ের প্রভেদ এই যে, যোগরূঢ়পদ যৌগিকীশক্তির সহকারেই রূঢ়্যর্থের বোধ জন্মায়, যেমন পঙ্কজ, কিন্তু যৌগিকরূঢ়শব্দ—যৌগিক অর্থ ও রূঢ়্যর্থ এই দুই অর্থেরই বোধ জন্মায়, যেমন—উদ্ভিদ শব্দ।

লক্ষণার পরিচয়।

পদের অর্থের স্মরণের প্রতি যেমন পদের শক্তিবৃত্তির জ্ঞান কারণ

হয়, তদ্রূপ স্থলবিশেষে পদের লক্ষণাবৃত্তির জ্ঞানও কারণ হয়। যেখানে পদের শক্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের সহিত সম্বন্ধ কোন কিছুর জ্ঞান হয়, সেখানে পদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই সেই অর্থের জ্ঞান হয়। এজন্য বলা হয় পদের শক্যার্থের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই লক্ষণা। লক্ষ্যত্বাবচ্ছেদকে লক্ষণা হয় না, কিন্তু শক্যত্বাবচ্ছেদকে শক্তি থাকে—ইহা স্বীকার করা হয়।

লক্ষণার কারণ।

যখন তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হয়, তখন শব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা পদার্থের স্মরণ হয়। লক্ষণার দ্বারা যে অর্থের স্মরণ হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলা হয়। অন্বয়ের অনুপপত্তি লক্ষণার কারণ নহে। কারণ, "যষ্টী প্রবিষ্ট কর" এ বাক্যে যষ্টীপদে যষ্টীধারীতে লক্ষণা, তাহা হইলে সম্ভব হয় না। আর গঙ্গা পদে তীর না বুঝাইয়া মৎস্যাদিও বুঝাইত। এজন্য তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিতে লক্ষণার বীজ বলা হয়।

লক্ষণার বিভাগ।

লক্ষণা দুই প্রকার, যথা—শক্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপা লক্ষণা বা শুদ্ধা-লক্ষণা এবং শক্যের পরম্পরা সম্বন্ধরূপা লক্ষণা বা লক্ষিতলক্ষণা। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপা লক্ষণা বা শুদ্ধা লক্ষণা আবার দুই প্রকার, যথা—জহৎস্বার্থ লক্ষণা এবং অজহৎ স্বার্থলক্ষণা।

লক্ষণার অন্যরূপ বিভাগ। শুদ্ধা ও গৌণী।

এই লক্ষণা আবার শুদ্ধা ও গৌণীভেদেও দুই প্রকার, বলা হয়। তন্মধ্যে শুদ্ধা লক্ষণা জহৎস্বার্থ ও অজহৎস্বার্থ-ভেদে দুই প্রকার এবং গৌণী একই প্রকার। দৃষ্টান্ত পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রয়োজনবতী ও নিরূঢ় লক্ষণা।

প্রয়োজনবতী লক্ষণা ও নিরূঢ়লক্ষণাভেদেও লক্ষণা দুই প্রকার হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত পরে প্রদর্শিত হইতেছে,

বেদান্তমতে সাক্ষাৎসম্বন্ধরূপা লক্ষণা তিন প্রকার বলা হয়, যথা—জহৎস্বার্থ, অজহৎ-স্বার্থ এবং ভাগত্যাগ লক্ষণা বা জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা। প্রথম দুইটীর লক্ষণে কোন বিশেষ নাই। জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা বা ভাগত্যাগ লক্ষণাটী শক্যতাবচ্ছেদককে পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিমাত্রবোধের প্রয়োজিকা হইয়া থাকে। অর্থাৎ শক্যার্থের এক অংশ ত্যাগ করিয়া এক অংশবোধে বক্তার তাৎপর্য্য হইলে ইহা হয়। যেমন "সেই এই দেবদত্ত"। এখানে "সেই" ও "এই" পদ দুইটী বিশেষ্য দেবদত্তের বিশেষণ। কিন্তু "সেই" পদের অর্থ পরোক্ষত্ব এবং "এই" পদের অর্থ অপরোক্ষত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বিশেষ্য দেবদত্তমাত্রের যে গ্রহণ, তাহা এই লক্ষণার দ্বারা হইয়া থাকে।

জহৎস্বার্থ লক্ষণার পরিচয়।

যে লক্ষণা পদের শক্যার্থ ত্যাগ করিয়া কেবল লক্ষ্যার্থের বোধ জন্মায়, তাহাই জহৎস্বার্থ লক্ষণা। হা ধাতুর অর্থ—ত্যাগ করা, তাহার উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া "জহৎ" পদ হয়। যেমন নদীতে ধীবরগণ বাস করে, এস্থলে নদী পদের শক্যার্থ যে জলপ্রবাহ, তাহাতে ধীবরের বাস অসম্ভব হয় বলিয়া নদীতীরে বাসই তাৎপর্য্য। অতএব তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত নদীপদের নদীতীরে লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা এস্থলে নদীপদের শক্যার্থ যে জলপ্রবাহ, তাহার সামীপ্যরূপ সম্বন্ধ বিশেষ। আর তজ্জন্য প্রথমতঃ নদীপদের জ্ঞান হয়। তৎপরে তাহার শক্যার্থের জ্ঞান হয়, পরে জলে বাস অসম্ভব বোধ হয়। তাহার পরে নদীপদের লক্ষণার দ্বারা নদীতীরস্বরূপ অর্থের স্মরণ হয়, তাহার পর নদীতীরে ধীবরেরা বাস করে—এইরূপ শাব্দবোধ হয়। এস্থলে নদীপদের নিজ অর্থ ত্যাগ এবং সেই অর্থের সহিত সম্বদ্ধ অপর অর্থের গ্রহণ হওয়ায় জহৎস্বার্থ লক্ষণা হইল। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—লক্ষ্যতাব-চ্ছেদকরূপে লক্ষ্যমাত্রবোধের যাহা প্রয়োজিকা তাহাই জহৎস্বার্থলক্ষণা।

অজহৎস্বার্থ লক্ষণার পরিচয়।

যে লক্ষণা পদের শক্যার্থ ত্যাগ না করিয়া লক্ষ্যার্থের বোধ জন্মায়, তাহার নাম অজহৎস্বার্থ লক্ষণা। যেমন "কাক হইতে অন্ন রক্ষা কর" ইত্যাদি স্থলে সর্ব্বতোভাবে অন্নরক্ষাই তাৎপর্য্য। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি-

কুক্কুরাদি হইতে অন্নরক্ষা না করে, তবে উক্ত তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হয়। এজন্য কাকপদে অন্নের অপচয়কারকমাত্রে লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা এস্থলে কাকপদের শক্যার্থ কাকপক্ষিবিশেষ, তাহার সহিত স্বগ্রাহ্য-দ্রব্যগ্রাহকত্বস্বরূপ সম্বন্ধ। এস্থলে প্রথমতঃ কাকপদের জ্ঞান হয়, তৎপরে তাহার অর্থোপস্থিতি হয়, তৎপরে তাহাতে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবোধ হয়, তৎপরে কাক পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ অন্নোপঘাতক-মাত্র জীবের লক্ষণাদ্বারা স্মরণ হয়। তাহার পর অন্নোপঘাতক জীব-মাত্র হইতে অন্নরক্ষা কর—এইরূপ শাব্দবোধ হয়। ইহা অজহৎস্বার্থ-লক্ষণা; কারণ, এস্থলে কাক পদের শক্যার্থ পক্ষী ও লক্ষ্যার্থ কুক্কুরাদি সকল অর্থেরই বোধ হয়।

লক্ষিত লক্ষণার পরিচয়।

শক্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধস্বরূপা যে লক্ষণা তাহার নাম লক্ষিত-লক্ষণা। যেমন "দ্বিরেফ" পদের ভ্রমর পদার্থে লক্ষণা। কারণ, দুই রেফ আছে যে পদে, এইরূপ সমাস-ব্যুৎপত্তিতে শক্যার্থ হয়—রেফদ্বয়যুক্ত পদ, তাহার সম্বন্ধ হয়—প্রথমতঃ ভ্রমর এই "পদে", তৎপরে সেই ভ্রমর পদের সম্বন্ধ হয়—ভ্রমর "পদার্থে"। এস্থলে প্রথম সম্বন্ধ হয়—ঘটিতত্ব, এবং দ্বিতীয় সম্বন্ধটী হয়—শক্তি। এইরূপে দ্বিরেফ পদের শক্যার্থ যে রেফদ্বয়, তদ্‌ঘটিত যে ভ্রমর পদ, তাহার শক্তি, ভ্রমর পদার্থ যে মধুকর, তাহাতে আছে বলিয়া ইহাকে লক্ষিতলক্ষণা বলা হয়।

গৌণীলক্ষণার পরিচয়।

গৌণীলক্ষণা বলিতে সাদৃশ্যবিশিষ্ট যে শক্যসম্বন্ধ তাহাকে বুঝায়। যেমন "অগ্নিঃ মানবকঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণশিশু অগ্নিসদৃশ। এস্থলে অগ্নি পদে অগ্নিসাদৃশ্যবিশিষ্টে লক্ষণা। সাদৃশ্য বলিতে ভেদজ্ঞানসহকারে যে তদ্‌গত ভূয়োধর্ম্ম, তদ্বত্ত্ব বুঝায়। সুতরাং এস্থলে ব্রাহ্মণশিশু যে অগ্নি নহে সে জ্ঞানও থাকে বুঝিতে হইবে।

বেদান্তমতে গৌণীলক্ষণা লক্ষিতলক্ষণারই অন্তর্ভুক্ত বলা হয়।

ব্যঞ্জনাবৃত্তি।

আলঙ্কারিকগণ শক্তি ও লক্ষণাবৃত্তি ব্যতীত পদের ব্যঞ্জনা নামক আর এক প্রকার বৃত্তি স্বীকার করেন। ন্যায়মতে তাহা লক্ষণারই অন্তর্গত। কারণ, মানস জ্ঞানেই ব্যঞ্জনার প্রয়োজন হয়। পদের শক্যার্থবোধের বা লক্ষ্যার্থবোধের অবশেষে যে বৃত্তিদ্বারা অন্যার্থের বোধ জন্মে, তাহার নাম ব্যঞ্জনা। অতএব ইহা শক্তিমূলা ব্যঞ্জনা ও লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনাভেদে দ্বিবিধ হয়। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" বাক্যে গঙ্গাপদে শৈত্যপাবনাদি অর্থ ব্যঞ্জনাবলে বুঝা যায়।

প্রয়োজনবতী লক্ষণা।

শক্তিবিশিষ্ট পদত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক শব্দপ্রয়োগে যদি প্রয়োজন অর্থাৎ ফল হয়, তবে ইহাকে প্রয়োজনবতী লক্ষণা বলে। যেমন গঙ্গা-পদের তীরে যে লক্ষণা, তাহা প্রয়োজনবতী লক্ষণা। ইহাতে গঙ্গার ধর্ম্ম শীতত্ব ও পাবনত্বাদির প্রতীতি হয়। ন্যায়মতে ব্যঞ্জনা লক্ষণাবিশেষ।

নিরূঢ় লক্ষণা।

পদের যে অর্থে শক্তিবৃত্তি নাই, অথচ শক্যের ন্যায় যে পদ হইতে অর্থের প্রতীতি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, সেই অর্থে সেই পদের প্রয়োজনশূন্য লক্ষণাই নিরূঢ় লক্ষণা হয়। যেমন নীলাদি পদের গুণীতে যে প্রয়োজন-শূন্য লক্ষণা তাহা নিরূঢ় লক্ষণা। ইহাকে শক্তির সদৃশ বলা হইয়া থাকে।

শাব্দবোধের কারণ।

কোন বাক্য শুনিয়া যে শাব্দবোধ হয়, তাহার প্রতি চারিটী কারণ থাকে, যথা—১। যোগ্যতা, ২। আকাঙ্ক্ষা, ৩। আসত্তি এবং ৪। তাৎপর্য্যজ্ঞান। যে বাক্যে এই চারিটী থাকে না, তাহার অর্থবোধ হয় না। যেহেতু ইহারা বাক্যঘটক পদার্থের অন্বয়সাধনে সহায় হয়।

মীমাংসক বা বেদান্তমতেও এইরূপই বলা হয়।

যোগ্যতার পরিচয়।

এক পদার্থে অপর পদার্থের যে বিদ্যমানতা, তাহার নাম যোগ্যতা।

এই যোগ্যতার জ্ঞানও শাব্দবোধের কারণ। অতএব "নৌকাদ্বারা নদী-পার হইতেছে" অর্থাৎ নৌকাকরণক নদীপার হইতেছে—ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হয়। কারণ, নৌকাতে নদীপারের কারণত্ব আছে। তদ্রূপ "মূক পাঠ করিতেছে" ও "বধির শ্রবণ করিতেছে"—ইত্যাদি স্থলে শাব্দ-বোধ হয় না। কারণ, মূকে পাঠকর্ত্তৃত্ব ও বধিরে শ্রবণকর্ত্তৃত্ব নাই। অবশ্য যোগ্যতার ভ্রমে শাব্দবোধ হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—বাক্যার্থমধ্যে বাধের যে অভাব, তাহারই নাম যোগ্যতা।

বেদান্তমতে বলা হয়—বাক্যের যে তাৎপর্য্য সেই তাৎপর্য্যের বিষয় যে সংসর্গ, তাহার অবাধই যোগ্যতা।

আকাঙ্ক্ষার পরিচয়।

পদান্তর ব্যতিরেকে একটী পদের যে অন্বয়ের অননুভাবকতা, তাহাই আকাঙ্ক্ষা। অন্য কথায়—যে পদ ব্যতীত যে পদটী শাব্দবোধের জনক হয় না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীবিশেষ, সমভিব্যাহার ও অজনিতান্বয়ত্ব এই অংশ তিনটী যাহার ঘটক হয়, তাহাই আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান, শাব্দ-বোধের জনক হয়। আনুপূর্ব্বী অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট চরমবর্ণত্ব। সমভিব্যাহার অর্থ—ক্রিয়াপদ ও কারকাদি পদের অব্যবধানে উপস্থিতি। অজনিতান্বয়ত্ব অর্থ—পূর্ব্বে কোন পদের সহিত অন্বয় না হইয়া যাওয়া।

বেদান্তমতে পরস্পরের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বের যে যোগ্যতা তাহাই আকাঙ্ক্ষা। যেমন ক্রিয়াশ্রবণে কারকের, কারকশ্রবণে ক্রিয়ার, করণশ্রবণে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতার অর্থাৎ ব্যাপারের আকাংক্ষা।

আসত্তি বা সান্নিধ্যের পরিচয়।

অন্বয়ের প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদদ্বয়ের যে অব্যবধান, অর্থাৎ যে পদের অর্থের সহিত যে পদের অর্থের অন্বয়ের অপেক্ষা হয়, সেই পদদ্বয়ের যে অব্যবধান, তাহাই আসত্তি। এতাদৃশ অব্যবধান বা আসত্তির জ্ঞানও শাব্দবোধের প্রতি একটী কারণ। যেমন এক প্রহরে

একজন "গাম্" শব্দ উচ্চারণ করিয়া আর এক প্রহরে যদি "আনয়" শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে আসত্তিজ্ঞানের অভাবে শাব্দবোধ হয় না।

বেদান্তমতে ইহা অব্যবধানে পদজন্য যে পদার্থোপস্থিতি তাহাকেই বুঝায়।

বহুপদাত্মক বাক্যেও আসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধের হেতু।

যদি বলা যায়—বহু পদঘটিত বাক্যে আসত্তির জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ হয় না; কারণ, জ্ঞান দুইক্ষণস্থায়ী হয়, এজন্য তাদৃশ বাক্যের শেষ পদের স্মরণকালে পূর্ব্বপদের স্মরণের নাশ হয়। যেমন "ছত্রযুক্ত কুণ্ডলবিশিষ্ট ও বস্ত্রসমন্বিত রাম গমন করিতেছেন" এই বাক্যে রাম পদের জ্ঞানকালে ছত্রযুক্তের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি। এরূপ শঙ্কা অমূলক। কারণ, ঘটপটাদি নানা পদার্থে নানা চক্ষুঃসংযোগানন্তর ঘটপটাদি যাবৎপদার্থবিষয়ক এক সমূহালম্বন প্রত্যক্ষ যেমন হয়, তদ্রূপ উক্ত স্থলে প্রত্যেক পদের জ্ঞানানন্তর সর্ব্বশেষে প্রত্যেক পদের সংস্কার-জন্য যাবতীয় পদবিষয়ক এক সমূহালম্বন স্মরণ জন্মে। এস্থলে যাবতীয় পদের সংস্কার সহিত চরম পদের জ্ঞানই উদ্বোধক হয়। ইহা অস্বীকার করিলে বহু বর্ণাত্মক পদের জ্ঞানও সম্ভব হয় না। এজন্য বহু পদঘটিত বাক্যেও আসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধের হেতু হয়। উক্তরূপ সমূহালম্বন জ্ঞানের পর অন্বয়বোধ হয়, আর তাহাই শাব্দবোধ। এজন্য স্ফোটাত্মক শব্দ স্বীকার অনাবশ্যক।

স্ফোটবাদ।

বৈয়াকরণ এবং নৈয়ায়িক বলেন—মীমাংসকমতে পদার্থের স্মরণের প্রতি স্ফোট কারণ। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণাদির নাশ হইলেও স্ফোটের বিদ্যমানতানিবন্ধন পদার্থের স্মরণ উপপন্ন হয়। শব্দে যেমন শব্দত্ব জাতি থাকে, তদ্রূপ যাবতীয় বর্ণাদিবৃত্তি যে এক অতিরিক্ত পদার্থ, তাহার নাম স্ফোট। ইহা নিত্য শব্দ। যাবতীয় বর্ণের সংস্কার সহিত চরম বর্ণের যে জ্ঞান, তাহা সেই স্ফোটের ব্যঞ্জক হয়। এমতে বর্ণস্ফোট পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট এই ত্রিবিধ স্ফোটই স্বীকার করা হয়, এবং তাহারা অখণ্ড ও সখণ্ডভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। বাক্যস্ফোট স্বীকার করায় বেদবাক্যও নিত্য বলা হয়। ন্যায়মতে ইহাতে কল্পনাগৌরব হয়, বলা হয় এবং বেদবাক্যকেও অনিত্য জ্ঞান করা হয়।

স্ফোটবাদী পাণিনি ও পতঞ্জলির মতে ইহা আনুপূর্ব্বীক্রমে বিন্যস্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যক্তভাবপ্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার শব্দবিশেষের নাম স্ফোট। "গো" এতদ্রূপ ধ্বনি হইলে তাহা হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটী নিঃশব্দ শব্দ জন্মে। তাহা "গো" ইত্যাকার জ্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই জ্ঞানময় গো শব্দই স্ফোট, ইহাই নিত্য। ইহারই সামর্থ্যে গলকম্বলযুক্ত পশুবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। "গো" এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ যতবার উচ্চারিত হয়, ততবারই পৃথক্ পৃথক্ শব্দ উচ্চারিত হয়, এবং তাহারাও অনিত্য, কিন্তু স্ফোটাত্মক "গো"শব্দ নিত্য ও একই হয়। "ইহা সেই গো-শব্দ" ইহার দ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বর্ণ বা পদের সমূহালম্বনস্মরণদ্বারা স্ফোটের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অবয়বসমষ্টি অবয়বী হইতে যেমন অতিরিক্ত, ইহাও আনুপূর্ব্বীসহকারে তদ্রূপ অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার্য্য। পাণিনিমতে স্ফোট অষ্টবিধ, যথা—বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট, অখণ্ডপদস্ফোট, অখণ্ডবাক্যস্ফোট, বর্ণজাতিস্ফোট, পদজাতিস্ফোট, বাক্যজাতিস্ফোট। মীমাংসকাচার্য্য উপবর্ষের মতানুসারে বেদান্তমতে কিন্তু বর্ণের নিত্যতা স্বীকার করায়, আর স্ফোট স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই বলা হয়। তখন আনুপূর্ব্বীবিশিষ্ট নিত্যবর্ণ-সমূহের সমূহালম্বনস্মরণই স্ফোটের স্থানীয় বলা হয়। সুতরাং নৈয়ায়িক, অধিকাংশ মীমাংসক এবং বেদান্তমতে স্ফোট অস্বীকার্য্য। বস্তুতঃ এই মতভেদ নাম মাত্র।

তাৎপর্য্যজ্ঞানের পরিচয়।

"এই বাক্যে এই অর্থের বোধ হউক"—এই প্রকার যে বক্তার ইচ্ছা তাহার নাম তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যের জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ। অতএব ভোজনকালে লবণানয়নতাৎপর্য্যে "সৈন্ধব আনয়ন কর" এই বাক্যের "সৈন্ধব" পদের অর্থ—"সিন্ধুদেশীয় অশ্ব" না বুঝাইয়া "সৈন্ধব লবণ" বুঝাইল। এস্থলে তাৎপর্য্যলক্ষণোক্ত "বক্তা" পদে মনুষ্য এবং ঈশ্বর উভয়ই বুঝিতে হইবে। কারণ, শুকপক্ষীর বাক্য শুনিয়া যে শাব্দবোধ হয়, তাহাতে বক্তা জীবের ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু তথায় ঈশ্বরেচ্ছাই থাকে।

বেদান্তমতে "তৎপ্রতীতিজনকত্বই তাৎপর্য্য"। অর্থাৎ যে বাক্যদ্বারা যাহার প্রতীতি হইবার কথা, তাহাই সেই বাক্যের তাৎপর্য্য। বেদাদির বক্তা নাই, সুতরাং "বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য" এই তাৎপর্য্যলক্ষণ সেখানে প্রযুক্ত হয় না। ন্যায়মতে বেদ ঈশ্বররচিত, সুতরাং তথায় বক্তার ইচ্ছা থাকে, তথাপি ঈশ্বর বেদের আনুপূর্ব্বীর পরিবর্ত্তন করেন না,—ইহাও বলা হয়। কারণ, তাহা হইলে বেদমন্ত্রের ফল সিদ্ধ হয় না। এজন্য ফলতঃ বেদের নিত্যতাই স্বীকার করা হইল। বেদান্তমতে বেদ কল্পান্তকালস্থায়ী নিত্য, আর প্রতিকল্পে একই রূপ বলিয়া ঈশ্বররচিতও নহে, কিন্তু উচ্চরিত বা নিঃশ্বসিতমাত্র। তন্মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত সবই অনিত্য।

তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ।

তাৎপর্য্যজ্ঞানের প্রতি কারণ ছয় প্রকার হয় ; যথা—অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, ঔচিত্য, দেশ ও কাল। অর্থ শব্দের অর্থ—শব্দের দ্বারা যে বিষয় বুঝায় তাহা। ইহা না জানিতে পারিলে, বক্তার অভিপ্রায়বোধ অসম্ভব। প্রকরণ অর্থ—যে প্রসঙ্গ চলিতেছে তাহা। যেমন ভোজন-প্রসঙ্গে বা ভোজনপ্রকরণে সৈন্ধব শব্দের অর্থনির্ণয়। লিঙ্গ অর্থে—চিহ্ন। যেমন কোন পদের কোন্ অর্থে তাৎপর্য্য, তজ্জন্য সেই পদের বা তজ্জাতীয় তদর্থক পদের অন্যত্র যে অর্থে প্রয়োগাদি হইয়াছে তাহা। ঔচিত্য অর্থ—পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতি। দেশ অর্থ—স্থান। কাল অর্থ—সময়। এই সকল বা ইঁহাদের অন্যতরের সাহায্যে বক্তার ইচ্ছা নির্ণীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নানার্থক শব্দের প্রয়োগে এই ছয় প্রকার কারণের অন্যতর কারণে তাৎপর্য্যজ্ঞান হয়।

বেদান্তমতে ইহা লৌকিকবাক্যের তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ বলা হয়। অর্থাৎ বেদান্ত-মতে তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ উপরি উক্ত আটটীও স্বীকার করায় আপত্তি নাই। তথাপি বৈদিকবাক্যে তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ ছয়টী বলা হয়, যথা—১। উপক্রমোপসংহার, ২। অভ্যাস, ৩। অপূর্ব্বতা, ৪। ফল, ৫। অর্থবাদ এবং ৬। উপপত্তি। বৈদিকবাক্যের জন্য এই ছয়টী তাৎপর্য্যজ্ঞানের প্রতি কারণ। ইহার কারণ এমতে বক্তার ইচ্ছা তাৎপর্য্য নহে। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়, তাহার বক্তা নাই। এই হেতু লৌকিক ও বৈদিক বাক্যসাধারণ তাৎপর্য্যনির্ণয়ের উপায় তাঁহারা অন্যপথেও নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

১। উপক্রমোপসংহার।

উপক্রম শব্দের অর্থ আরম্ভ। অতএব গ্রন্থারম্ভে বা গ্রন্থান্তর্গত কোন প্রসঙ্গের আরম্ভে বক্তব্যবিষয়ের যে প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বা সূচনা, তাহাই উপক্রম শব্দের অর্থ। উপসংহার শব্দের অর্থ—বিস্তৃতভাবে নিরূপিত পদার্থের সারাংশ বর্ণন-পূর্ব্বক গ্রন্থ বা প্রসঙ্গ সমাপ্তিসূচক বাক্যাদি। এইরূপে আরম্ভ ও সমাপ্তিসূচক বাক্যের যে অবিরুদ্ধ অর্থ তাহাই সেই গ্রন্থ বা সেই প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য হয়। লৌকিকবাক্যে বক্তার বক্তব্যবিষয়ের প্রতি যদি লক্ষ্য স্থির থাকে, তবে এই অবিরোধ স্বভাবতঃই থাকে ও প্রকাশও পায়। বৃহদারণ্যকে "আত্মেত্যেবোপাসীত অত্র হ্যেতে সর্ব্বম্ একং ভবন্তি" (১।৪।৭) ইহা উপক্রমবাক্য এবং "পূর্ণমদঃ" (৫।১।১) ইহা উপসংহারবাক্য। এই বাক্যদ্বয়ের অবিরুদ্ধ যে-অর্থ তাহাই এস্থলে তাৎপর্য্য হইবে। এই তাৎপর্য্য এখানে "জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"। এজন্য উপক্রম-উপসংহারের জ্ঞান তাৎপর্য্যনির্ণয়ের হেতু হয়।

২। অভ্যাস।

অভ্যাস অর্থ—পুনঃ পুনঃ কথন। গ্রন্থ বা প্রকরণমধ্যে যাহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়া থাকে, সেই বিষয়টীই তাহার তাৎপর্য্য হয়, আর তাহা এই অভ্যাসজ্ঞানদ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। লৌকিকবাক্যাদিতে ইহাও বক্তার স্বভাববশেই প্রকটিত হইয়া পড়ে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন কিছু বলিতে চাহে, সে নানারূপেই তাহা বলিয়া লোককে বুঝাইতে চাহে। বৃহদারণ্যকমধ্যে "স এষ নেতি নেতি আত্মা" (৩।৯।২৬) বাক্যটী অভ্যাস বাক্য। অতএব এই অভ্যাসবাক্য নির্ণয় করিতে পারিলে তাৎপর্য্যনির্ণয় সহজ হয়। ইহার সহিত উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য থাকা আবশ্যক। এস্থলে তাহাও আছে, আর তজ্জন্য এস্থলে "জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"ই তাৎপর্য্য হয়।

৩। অপূর্ব্বতা।

প্রমাণান্তরের অনধিগত বিষয়ই অপূর্ব্ব। গ্রন্থাদিমধ্যে যে বিষয়টীকে নূতন বলিয়া উল্লেখ করা হয়, বা 'অন্যত্র নাই ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে'—এইভাবে বর্ণিত হয়, তাহাই অপূর্ব্বতার বিষয় হয়। লৌকিকস্থলে বাস্তবিকই বক্তা বা লেখক নিজ বক্তব্যের বা গ্রন্থের যে বিশেষত্ব, তাহা কোথাও না কোথাও উল্লেখ করেনই। বৃহদারণ্যকে "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (৩।৯।২৬) বাক্যটী অপূর্ব্বতার বোধক। এই অপূর্ব্বতার বোধক বাক্য নির্ণীত হইলে তাৎপর্য্যনির্ণয় সহজ হয়। ইহারও সহিত উপক্রমোপসংহার এবং অভ্যাসের ঐক্য থাকা আবশ্যক। তাহা এখানে আছে, আর তজ্জন্য উক্ত তাৎপর্য্যই এস্থলের তাৎপর্য্য বলা হয়।

৪। ফল।

গ্রন্থ বা গ্রন্থোক্ত প্রসঙ্গজ্ঞানের প্রয়োজনই এই ফল। লৌকিকস্থলে এই ফলের কথা বক্তা বা লেখক উল্লেখ করিয়াই থাকেন। বেদমধ্যেও সেই বেদোক্ত বিষয়ের জ্ঞানের ফল বা অনুষ্ঠানের ফল উক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব ইহার দ্বারাও গ্রন্থ বা বক্তব্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়। বৃহদারণ্যকে "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি" (৪।২।৪) "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (৪।৪।৬) ইত্যাদি বাক্যগুলি ফলের বোধক। ইহারও সহিত পূর্ব্বোক্ত উপক্রমাদির ঐক্য থাকা আবশ্যক। আর বাস্তবিকই তাহা আছে, আর তজ্জন্য উক্ত তাৎপর্য্যই এস্থলের তাৎপর্য্য।

৫। অর্থবাদ।

যে বিষয়টী যে গ্রন্থাদিতে আলোচিত হয়, তাহার প্রশংসা বা উপযোগিতা সেই গ্রন্থাদিতে কোথাও না কোথাও উল্লিখিত হয়ই হয়। গ্রন্থকর্ত্তা বা বক্তার এরূপ উল্লেখ স্বাভাবিক ব্যাপার। বেদমধ্যেও তাহা দেখা যায়। যেমন বৃহদারণ্যকে "তদ্ যো যো দেবানাম্" (১।৪।১০) ইত্যাদি বাক্য এই অর্থবাদবাক্য। এই প্রশংসা বা অর্থবাদ দেখিয়া ইহার বিষয়ও যে সেই সেই গ্রন্থাদির তাৎপর্য্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহারও সহিত পূর্ব্বোক্ত উপক্রমাদির ঐক্য থাকা আবশ্যক। আর তাহাই এস্থলেও আছে। এই কারণে উক্ত তাৎপর্য্যই এস্থলের তাৎপর্য্য।

৬। উপপত্তি।

উপপত্তি অর্থ যুক্তি বা প্রমাণান্তরের সহিত অবিরোধ উপপাদন। গ্রন্থাদিতে ইহা থাকাও স্বাভাবিক। কারণ, যে বিষয়টী প্রতিপাদ্য হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য যুক্তি বিচার প্রদর্শন করিতে দেখাই যায়। বেদমধ্যেও ইহা দেখা যায়। যেমন বৃহদারণ্যকে "স যথা দুন্দুভেঃ" (২।৪।৭) ইত্যাদি বাক্য। এজন্য যে বিষয়ের জন্য যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাতে গ্রন্থের তাৎপর্য্যই থাকে। এইরূপে এই ছয়টীর দ্বারা যে একটী বিষয় নির্ণীত হয়, তাহাই সেই গ্রন্থের বা প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য হইয়া থাকে। এস্থলে তাহা আছে, আর তজ্জন্য বৃহদারণ্যকের এই প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য হইল—"জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"।

শব্দার্থের বলাবল বিচারদ্বারা অর্থ নির্ণয়।

কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাববোধক শব্দের অর্থনির্ণয়ের জন্য মীমাংসাশাস্ত্রমধ্যে বাক্যার্থের বলাবল বিচার করিবার একটী কৌশল অবলম্বিত আছে। ইহাতে ১। শ্রুতি, ২। লিঙ্গ, ৩। বাক্য, ৪। প্রকরণ, ৫। স্থান ও ৬। সমাখ্যা—এই ছয়টী বিষয়ের চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ সমাখ্যাবলে যে বাক্যের যে অর্থ নির্ণীত হইবে, স্থানবলে নির্ণীত অর্থ তদপেক্ষা প্রবল হইবে। এইরূপে স্থান হইতে প্রকরণ, প্রকরণ হইতে বাক্য, বাক্য হইতে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ হইতে শ্রুতিসিদ্ধ অর্থ বলবান হয়। ইহাদের বিবরণ এইরূপ—

১। শ্রুতি।

যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া কোন অর্থাদির বোধক হয় তাহাই শ্রুতি। যেমন "দধ্না জুহোতি" অর্থাৎ দধির দ্বারা হোম করিবে—এই বাক্যে দধির দ্বারা যে হোমের বিধান, তাহা অন্যনিরপেক্ষ সাক্ষাদ্ "দধ্না" এই তৃতীয়ান্ত পদের দ্বারা বিধান। ইহা বস্তুতঃ কারক. বিভক্তিযুক্ত পদবিশেষই হয়। এস্থলে দধির দ্বারা হোম শ্রুতিবলেই লব্ধ হইল। যেহেতু দধিশব্দ কারকবিভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রুত হইতেছে।

২। লিঙ্গ।

লিঙ্গ বলিতে সামর্থ্য বুঝায়। ইহা অন্বয়যোগ্যতাবিশেষ। উহা আবার দ্বিবিধ, যথা—অর্থগত ও শব্দগত। অর্থগত লিঙ্গ. যথা—"স্রুবেণ অবদ্যতি", অর্থাৎ স্রুবপাত্র-দ্বারা অবদান করিবে। স্রুব অর্থাৎ চামচাকৃতি পাত্রদ্বারা ঘৃতাদি তরল বস্তুর দানই সুবিধা। সুতরাং স্রুবপদের অর্থগত সামর্থ্য বা যোগ্যতার দ্বারা ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে—এইরূপ অর্থ করিতে হয়। এখানে স্রুবশব্দের লিঙ্গবলে ঘৃত লাভ হইল। তদ্রূপ শব্দগত লিঙ্গ বলিতে অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য বুঝায়। যেমন "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি" অর্থাৎ "অগ্নি দেবতার উদ্দেশে তোমাকে আমি নির্বপন করিতেছি" এখানে নির্বাপ এই শব্দের সামর্থ্যদ্বারা নির্বপনটী যাগাঙ্গ বলিয়া বুঝা গেল।

৩। বাক্য।

অন্য পদের যে সমভিব্যাহার তাহার নাম বাক্য। আর শেষশেষিবাচক অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিবোধক পদদ্বয়ের যে সহোচ্চারণ তাহাই বাক্য। যেমন "ইষে ত্বা" এই মন্ত্রে "ছিনত্তি" এই পদের অধ্যাহার করিয়া "ছেদন ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়া এই মন্ত্র"--ইহা স্থির করা হয়। ইহা বাক্যবলেই হয়।

৪। প্রকরণ।

প্রকরণ অর্থ—পরস্পরাকাংক্ষা। যেমন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই মন্ত্রে প্রকরণবলে প্রযাজাদি যাগ সকল দর্শপৌর্ণমাসের অঙ্গ বলিয়া স্থির করা যায়।

৫। স্থান।

স্থান শব্দের অর্থ—সন্নিধি। যেমন সান্নায্য (অর্থাৎ ঘৃত) পাত্রের নিকট "শুন্ধধ্বম্" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ থাকায় সান্নায্য পাত্রে প্রোক্ষণটী যাগের অঙ্গ বলিতে হয়।

৬। সমাখ্যা বা যৌগিকশব্দ।

সমাখ্যা শব্দের অর্থ—সংজ্ঞা। যেমন অধ্বর্য্যুকাণ্ডে প্রতিপাদিত কর্ম্মসমূহের আধ্বর্য্যব-সমাখ্যাবশতঃ অধ্বর্য্যুর কর্ত্তৃত্ব এস্থলে যাগের অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে হয়।

অন্বয়প্রক্রিয়া।

বাক্যান্তর্গত পদসমূহ বিশেষ্য-বিশেষণভাবে সম্বদ্ধ হইলে পদার্থ-সমূহের মধ্যে অন্বয়জ্ঞান জন্মে। এই অন্বয়জ্ঞানই বাক্যার্থের জ্ঞান বলা হয়। এমন কি তিঙন্তপদকেও বিশেষণরূপে পরিণত করিতে হয়। যেমন "রামঃ গচ্ছতি" এই বাক্যের "গচ্ছতি" এই তিঙন্তপদকে "গমন ক্রিয়াবান্" এইরূপ একটী বিশেষণ-পদে পরিণত করিয়া "গমনক্রিয়াবান্ রামঃ" এই আকারে পরিণত করিলে যে অন্বয়বোধ হয়, তাহাই বাক্যার্থ-বোধ বলা হয়। ইহাতে "রামঃ" পদটী বিশেষ্য এবং "গমনক্রিয়াবান্" পদটী বিশেষণ। এইরূপ ভিন্নবিভক্ত্যন্ত কারক পদগুলিকেও বিশেষ্য-বিশেষণে পরিণত করিবার পর বাক্যার্থবোধ হয়। ইহার কারণ, প্রত্যেক ব্যবহারোপযোগী জ্ঞানই প্রকার বা বিশেষণবিশিষ্টই হয়, নিষ্প্রকারক জ্ঞানদ্বারা ব্যবহারই হয় না। এজন্য বাক্যান্তর্গত পদগুলিও বিশেষ্য-বিশেষণরূপে একজাতীয় হইলে অন্বয়বোধ জন্মিয়া থাকে। এখন বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদে একই বিভক্তি থাকে বলিয়া সেই এক বিভক্তি দেখিয়া তাহাদিগকে একত্র করা হয়, আর তৎপরে তাহাদের মধ্যে কে বিশেষণ ও কে বিশেষ্য তাহা স্থির করা হয়। তাহার পর বাক্যার্থজ্ঞান হয়। বস্তুতঃ, এইজন্য সেই একবিভক্ত্যন্ত পদসমূহের একত্র সংগ্রহ করাই অন্বয় বলিয়া উক্ত হয়। অবশ্য ইহা অভেদসম্বন্ধে অন্বয়স্থলেই হয়।

এজন্ত শ্লোকাদিতে ইহা না করিতে পারিলে বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। এইরূপ "চৈত্রঃ পচতি" অর্থ—"পাকানুকূল কৃতিবিশিষ্ট চৈত্র" বুঝায়। বৈয়াকরণমতে কিন্তু "চৈত্র পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন" এইরূপ অর্থবোধ হয়। যাহা হউক, ন্যায়মতে "রথঃ গচ্ছতি" অর্থ—উত্তরদেশ-সংযোগানুকূলব্যাপাবান্ রথঃ বা গমনাশ্রয়বান্ রথঃ। "দেবদত্তঃ নশ্যতি" অর্থ—ধ্বংসপ্রতিযোগী দেবদত্ত। "রামঃ চক্ষুষা পশ্যতি" অর্থ—"চক্ষু-করণকদর্শনক্রিয়াবান্ রাম" ইত্যাদি। এইরূপে অভেদসম্বন্ধে অন্বয়স্থলে ক্রিয়া ও কারকপদগুলিকে তাহাদের বিভক্তি অনুসারে তাহাদিগকে বিশেষণ ও বিশেষ্যে পরিণত করিয়া অর্থাৎ একবিভক্ত্যন্ত করিয়া একত্র সংগ্রহ করিবার পর আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতাদি থাকিলে অন্বয়বোধ হয়। আর যেখানে অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হয় না, সেখানে ক্রিয়া কারক ও তাহাদের বিশেষণগুলি একত্র হইলেই অন্বয়বোধ হয়; আর তাহাই বাক্যার্থ জ্ঞান বলা হয়।

অন্বিতাভিধানবাদ।

ইহা প্রাভাকরমীমাংসকের মত। এ মতে পদের দ্বারা পদার্থের স্মরণ হয়, এবং তৎসঙ্গে স্মৃতপদার্থের সংসর্গেরও স্মরণ হয়। ইহাতে পদেই দুইটী শক্তি থাকে। একটী স্মারকশক্তি, যাহা জ্ঞাত হইয়া পদার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়, অপরটী অন্বয়ের অনুভাবক-শক্তি। ইহা স্বরূপতঃ থাকিয়াই অর্থাৎ জ্ঞাত না হইয়াই বাক্যার্থরূপ অন্বয়ের বোধক হয়, সুতরাং এ মতে অন্বিতবাক্যই বাক্যার্থ বোধগম্য করাইয়া থাকে। অর্থাৎ পদার্থজ্ঞান অন্বয়জ্ঞান উৎপাদন করাইয়া বিরত হয়। এ মতে এজন্য বাক্যই প্রমাণ হয়, এবং বাক্যস্ফোটও স্বীকৃত হয়।

কার্য্যান্বিতশক্তিবাদ।

প্রাভাকরমতে পদজন্য যে পদার্থোপস্থিতি, তাহা কর্ত্তব্যবোধক ক্রিয়াপদার্থের সহিত অন্বিত হইয়াই হয়—ইহাই বলা হয়। সুতরাং ইহাদের মতবাদের নাম "কার্য্যান্বিত শক্তিবাদ"। যেমন, বালক যখন বৃদ্ধের বাক্য শুনিয়া পদের অর্থ প্রথম বুঝে, তখন বৃদ্ধ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে "গরু আন" "অশ্ব চালাও" ইত্যাদি "কিছু কর" বলিয়া আদেশ করেন, আর সেই অপর ব্যক্তি যদি সেই কার্য্য করে, তখনই বালক পূর্ব্বোক্ত আবাপ উদ্বাপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন্ পদের কি অর্থ, তাহা বুঝিতে পারে। অন্তথা তাহার পদার্থবোধ জন্মিতে পারে না। "স্বর্গে ইন্দ্র আছেন, তোমার পুত্র:জন্মিয়াছে",—এরূপ সিদ্ধার্থবোধকবাক্য হইতে কখন পদার্থবোধ:হয় না।

সিদ্ধপদার্থশক্তিবাদ।

ন্যায়মতে কিন্তু সিদ্ধপদার্থেও পদের শক্তি স্বীকার করা হয়। কারণ, আদেশবোধক বাক্য না হইলেও অর্থবোধ হয়, ইহা স্বীকার করা হয়। যেমন "তোমার পুত্র জন্মিয়াছে" "তোমার ভ্রাতা আসিতেছে" ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া শ্রোতার হর্ষাদি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত আবাপ উদ্বাপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন্ পদের কি অর্থ, তাহা বুঝা যায়—বলা হয়। ইহা বেদান্ত ও ভট্টমীমাংসামতেও স্বীকার করা হয়। সুতরাং কার্য্যান্বিতে শক্তি ইহারা স্বীকার করেন না। ইহাদের মতবাদের নাম "সিদ্ধপদার্থ-শক্তিবাদ" বা "অন্বিতপদার্থশক্তিবাদ" বলা হয়।

অভিহিতান্বয় বাদ।

ইহা ভট্ট মীমাংসকের মত। এ মতে পদ হইতে পদার্থানুভাবিকা একটী শক্তি জন্মে। ইহার দ্বারা পদার্থের অনুভব জন্মে। এই অনুভব স্মৃতিও নহে, এবং প্রসিদ্ধ অনুভবও নহে; ইহারই নাম "অভিধান"। এমতে অভিহিত পদার্থে যে একটী শক্তি আছে, সেই শক্তি স্বরূপতঃ বর্ত্তমান থাকিয়া বাক্যার্থ অনুভব করাইয়া দেয়। সুতরাং অন্বিতাভিধান মতের ন্যায় বাক্য আর বাক্যার্থের বোধক হয় না, পরন্তু অভিহিত পদার্থ ই অন্বিত হইয়া বাক্যার্থ বুঝাইয়া দেয়। অতএব বাক্য পদার্থদ্বারক যে জনকতা, সেই জনকতাকে লইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে প্রমাণ হইয়া থাকে। আর এইরূপে এই মতটী সিদ্ধপদার্থশক্তিবাদীর মত বলা হয়। কিন্তু চিদানন্দ প্রভৃতির মতে উক্ত অভিধানটী স্মরণ বিশেষ, উহা স্মরণ ভিন্ন নহে—বলা হয়। পদটী সংস্কারের উদ্বোধনদ্বারাই পদার্থকে বুঝায়। এজন্য ইহা স্মরণ বিশেষ। এই পদার্থ পরে লক্ষণার দ্বারা ব্যাক্যার্থরূপ সম্বন্ধের বোধক হয়। আর পদের দ্বারা পদার্থের অভিধান বা স্মরণটী সামান্যজ্ঞান, এবং সম্বন্ধের জ্ঞানটী বিশেষজ্ঞান বলা হয়।

বেদান্তমতে বলা হয়, উক্ত উভয় মতেই তাৎপর্য্যবিষয় যে অর্থ, তাদৃশ অর্থবোধকত্ব আছে। এই তাৎপর্য্যবিষয় কোথাও সংসর্গ; যেমন "গাম্ আনয়" "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-

কামো যজেত" স্থলে সংসর্গই তাৎপর্য্যবিষয় ; এবং কোথাও অখণ্ডস্বরূপ, যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি। অবশিষ্ট কথা বেদান্তমতে অভিহিতান্বয়বাদেরই অনুরূপ।

পদার্থান্বয় বাদ।

ন্যায়মতে অন্বিতাভিধান বা অভিহিতান্বয়বাদ—কিছুই স্বীকার করা হয় না। ন্যায়মতে পদশ্রবণজন্য পদার্থের স্মরণ হয়, তৎপরে বাক্যের শেষ পদের অর্থ-স্মরণকালে বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অবশিষ্ট পদার্থের স্মরণ হইয়া একটা সমূহালম্বন স্মরণ হয়, আর তখন তাহাতে আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদি থাকিলে অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ হয়। অর্থাৎ পদার্থই পরে সংসর্গরূপ বাক্যার্থের বোধ করায়।

অভিলাপ ও অভিলপ্যমান।

যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার যখন শব্দদ্বারা বর্ণন আবশ্যক হয়, তখন সেই বিষয়টী অভিলপ্যমান বলা হয়, এবং সেই বর্ণনকে অভিলাপ বলা হয়। এই অভিলাপজন্য অভিলপ্যমান বিষয়টী প্রত্যক্ষের অনুগামী হয়। প্রত্যক্ষরূপ অনুভবদ্বারা ইহার নিয়মন হয়। অতএব অভিলাপের নিয়ামক অনুভবই হয় ; কিন্তু শব্দমাত্রগম্য বিষয়ের নিয়ামক প্রত্যক্ষ হয় না—ইহাও বুঝিতে হইবে।

শাব্দজ্ঞানের অনুবাদকত্ব ও প্রামাণ্য।

আপ্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান, তাহাই শাব্দজ্ঞান। আপ্তবাক্য বলিতে যথার্থ-বক্তার বাক্য, অর্থাৎ প্রামাণিক ব্যক্তির বাক্য এবং বেদবাক্য—উভয়ই বুঝায়। এই উভয়বিধ বাক্যে "ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব" থাকে না বলিয়া ইহা প্রমাণ বলা হয়। ন্যায়মতে প্রত্যক্ষাদি অন্যপ্রমাণগম্য বিষয়ের যে শাব্দজ্ঞান, সেই শাব্দজ্ঞানেরও প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়।

বেদান্তমতে শব্দপ্রমাণ বলিতে বেদবাক্যই বুঝায়। আপ্তবাক্যের যে প্রামাণ্য, তাহা বেদমূলক বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য। এজন্য আপ্তপুরুষের বাক্যকে প্রমাণ না বলিয়া অনুবাদক বলা হইয়া থাকে। এ মতে অন্যপ্রমাণগম্য বিষয়ের যে শাব্দজ্ঞান, তাহার শাব্দপ্রামাণ্য থাকে না। যাহা কেবল শব্দপ্রমাণমাত্রগম্য, তাহাতেই শাব্দপ্রামাণ্য থাকিতে পারে। অন্যপ্রমাণলব্ধ বিষয়ের শাব্দজ্ঞানও অনুবাদ পদবাচ্য হয়।

বেদের পরিচয়।

বেদ—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রমাণ। সুতরাং বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া পৌরুষেয়। এজন্য অনুমান করা হয়, যথা—বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ, বাক্যত্বাৎ, ভারতাদিবৎ"। পূর্ব্বকল্পে বেদ যেরূপ ছিল, পরকল্পে ঠিক্ সেইরূপ ঈশ্বর রচনাই করেন, এজন্য বেদ পৌরুষেয়। অথচ বেদ পূর্ব্ব-কল্প হইতে পরকল্পে বিভিন্ন হইয়া যায় না। বর্ণ অনিত্য বলিয়া কল্পারম্ভে ঈশ্বরকে রচনা করিতে হয়, কিন্তু বর্ণঘটিত পদের আনুপূর্ব্বী ঠিক্ থাকে। এজন্য বেদ বলিতে "লৌকিক বাক্যভিন্ন বাক্য" বুঝায়।

মীমাংসকমতে বেদ—অপৌরুষেয় এবং নিত্য। কারণ, তন্মতে বর্ণ নিত্য। আর তদ্ঘটিত পদ ও বাক্য সকলই নিত্য। নৈয়ায়িক বর্ণ অনিত্য মানিয়াও তাহাদের আনুপূর্ব্বীর পরিবর্ত্তন মানেন না বলিয়া ফলতঃ বেদের অপৌষেয়ত্বই স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকের উক্ত বেদের পৌরুষেয়ত্ব-প্রতিপাদক অনুমানে মীমাংসক "স্মর্য্যমানকর্ত্তৃত্ব"কে উপাধি দিয়া তাঁহাদের অনুমানের দুষ্টতা প্রমাণিত করেন।

বেদান্তমতে বেদ—অপৌরুষেয় কিন্তু অনিত্য। তবে এই অনিত্য নৈয়ায়িকের অভিমত দ্বিক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনিত্য নহে, কিন্তু কল্পান্তস্থায়ী বলিয়া অনিত্য। নিত্য কেবল ব্রহ্মই। বেদ সেরূপ নিত্য নহে বলিয়া অনিত্য।

বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব।

বেদের নিত্যতার জন্য বেদই প্রমাণ, যথা—"বাচা বিরূপ নিত্যয়া"। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ", ইত্যাদি। অন্যত্র কঠোপনিষদে আছে—"নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্" স্মৃতিতে আছে—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা" ইতি। ইহাতে যুক্তিও আছে—অর্থ জানিয়া শব্দরচনা হয়, এজন্য বেদরচনার পূর্ব্বে বেদার্থজ্ঞান আবশ্যক। আর বেদার্থজ্ঞান বেদাতিরিক্ত প্রমাণদ্বারা সম্ভাবিত নহে। কারণ, বিদ্যমানবিষয়ক প্রত্যক্ষ ভাবী ধর্ম্মের গ্রাহক হয় না। অনুমানাদিও প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া তাহারাও বেদার্থজ্ঞানে প্রমাণ হয় না। এজন্য বেদ—নিত্য ও অপৌরুষেয়। আরও, বেদ—বর্ণাত্মক আদিভাষা। বর্ণাত্মক আদি ভাষা না শিখাইলে জানা যায় না। যিনি আদিশিক্ষক তিনি কাহারও নিকট শিখিতে পারেন না, শিখিলে আদি শিক্ষকই হন না; সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর সর্ব্বজ্ঞ নূতন রচনা করিতে পারেন না। কারণ, সর্ব্বজ্ঞের নিকট নূতন কিছুই থাকে না। অতএব বেদ নিত্য শব্দরাশি।

বেদান্ত ও মীমাংসকমতে বেদ স্বতঃপ্রমাণ, কারণ ইহার প্রামাণ্য বা যথার্থতা অন্য-প্রমাণগম্য হয় না। ন্যায়মতে ঈশ্বরের প্রামাণ্যে বেদের প্রামাণ্য; সুতরাং বেদ পরতঃ-প্রমাণ বলা হয়। বেদান্তাদিমতে বেদোক্ত বিষয় অন্যপ্রমাণগম্য হয় না বলিয়া বেদ অনুবাদক হয় না। অনুবাদকের প্রামাণ্য ন্যায়মতে স্বীকার্য্য, বেদান্তাদিমতে অস্বীকার্য্য।

বেদ বিভাগ।

বেদমধ্যে তিনটি কাণ্ড আছে, যথা—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যাগাদির উপদেশ, উপাসনাকাণ্ডে পূজা ও উপাসনার উপদেশ এবং জ্ঞানকাণ্ডে জীব জগৎ ব্রহ্ম ও মুক্তিপ্রভৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ আছে। কর্ম্ম ও উপাসনা পুরুষতন্ত্র, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র।

মীমাংসকমতে বেদের দুইটী কাণ্ড, যথা—কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড। অথবা ইহা ধর্ম্মমাত্রেরই প্রতিপাদক, সুতরাং কর্ম্মনামক একই কাণ্ডাত্মক। জ্ঞানকাণ্ড অস্বীকার্য্য। জীব জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণন যজ্ঞকালে চিন্তা করিবার জন্য। এরূপ চিন্তায় যজ্ঞ পূর্ণ হয়। সুতরাং উহা কর্ম্মেরই অঙ্গ।

বেদান্তমতে ন্যায়মতানুরূপ তিনটী কাণ্ডই স্বীকার করা হয়। জীব জগৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ-কথন যজ্ঞকালে চিন্তার জন্য নহে। কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি অনিত্য, জ্ঞানফল মোক্ষ নিত্য—ইত্যাদি বেদমধ্যেই উক্ত হওয়ায় জ্ঞানকাণ্ডকে একটী পৃথক্ কাণ্ড বলা হয়।

বেদের সংহিতাদি বিভাগ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

বেদের অন্যরূপ বিভাগও আছে, যথা—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যাগাদির অনুষ্ঠানকালে অর্থস্মরণের হেতুরূপে যে বেদভাগের উপযোগিতা, তাহা বেদের মন্ত্রভাগ। ইহার অপর নাম সংহিতাভাগ। আর যাহাতে মন্ত্রের অর্থ ও প্রয়োগাদি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণভাগ। এই উভয় মিলয়া বেদ। ব্রাহ্মণভাগের যে অংশ অরণ্যবাসের উপযোগী, তাহার নাম আরণ্যক। আর যে অংশে উক্ত যাগাদির স্তুতিনিন্দাদি আছে তাহার নাম অর্থবাদ। কেহ কেহ ইহাকে পৃথক্ একটী ভাগ বলেন।

বেদান্ত ও বেদান্তদর্শন।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের যে শেষ অংশ, তাহার নাম উপনিষৎ বা বেদান্ত। এই বেদান্তের একবাক্যতা করিয়া যে সূত্রগ্রন্থ ব্যাসদেবাদি ঋষিগণ রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম বেদান্তদর্শন। উহা বেদ নহে। উহা স্মৃতি, অনিত্য ও পৌরুষেয়। তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে একবাক্যতা করিয়া বেদার্থবিচার যে গ্রন্থে আছে, তাহার নাম পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন। ইহা জৈমিনিপ্রণীত। ইহাও সূত্রাত্মক গ্রন্থ ও পৌরুষেয়, বেদ নহে।

বেদের ঋক্‌সামাদি বিভাগ।

বেদের সংহিতাভাগ আবার ত্রিবিধ, যথা—ঋক্, যজুঃ ও সাম। ঋক্ বলিতে শ্লোক, যজুঃ বলিতে গদ্য এবং সাম বলিতে গান বুঝায়। ব্রাহ্মণভাগে গদ্য ও পদ্য দুই থাকে। ইহা সংহিতার ব্যাখ্যা বিশেষ। সকলই বেদ, আর সকলই নিত্য ও অপৌরুষেয়।

যাগোপযোগিরূপে বেদের ঋগাদি বিভাগ।

যাগাদি সম্পাদনের জন্য যে চারিজন পুরোহিতের আবশ্যকতা অনিবার্য্য, তন্মধ্যে একজন বেদের ঋক্‌ভাগ পাঠ করেন, অপরে বেদের যজুঃভাগ পাঠ করেন, তৃতীয় ব্যক্তি বেদের সামভাগ গান করেন এবং চতুর্থ ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এই চারিজনের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য বেদকে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ নামে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ঋকের পুরোহিতকে হোতা, যজুর পুরোহিতকে অধ্বর্য্যু, সামের পুরোহিতকে উদ্গাতা এবং অথর্ব্ববেদের পুরোহিতকে ব্রহ্মা বলা হয়। এই চারিবেদের প্রত্যেক বেদেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আছে। আর তাহাদের উপনিষদও আছে।

বেদের শাখাভেদ।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পাঠভেদে বেদের শাখাভেদ হইয়াছে। বেদব্যাসের সময় ঋগ্‌বেদের ২১ শাখা, যজুর্ব্বেদে ১০৯ শাখা, সামবেদের ১০০০ শাখা এবং অথর্ব্ববেদের ৫০ শাখা ছিল। সুতরাং উপনিষদ ১১৮০ খানি ছিল।

বেদের নাম শ্রুতি।

বেদ গুরুমুখে শুনিয়া শিখিতে হয়, এজন্য ইহার নাম শ্রুতি। অনধিকারীর অধিকারে আসিবে বলিয়া ইহা প্রথমে লিখিত হইত না। কালে ব্রাহ্মণগণ অধিকারহীন হওয়ায় বেদলিখন আরম্ভ হয়। বেদ নিজে নিজে পড়িলে অর্থবোধ হইতে পারে, কিন্তু বেদপাঠের ফল হয় না। সেরূপ পাঠ—ইতিহাস ও পুরাণপাঠ বিশেষ।

বেদোক্ত ইতিহাস পুরাণাদি।

বেদমধ্যে ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যারূপ অটটী অংশ আছে। ইতিহাস ও পুরাণ অর্থবাদের অন্তর্গত। সেই সব ইতিহাস ও পুরাণাদি অবলম্বনে ঋষিগণ ইতিহাস ও পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। ঋষিরচিত এই সব ইতিহাস ও পুরাণাদি পৌরুষেয় ও স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষ।

বেদের পৌরুষেয়ত্বাদি সংশয় নিরাস।

এই সব ইতিহাস ও পুরাণাদি অনুসারে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ বেদ-প্রধান ভারতবর্ষে, দেশ, নদ, নদী, পর্ব্বত, রাজবংশ ও ঋষিবংশ প্রভৃতির নামকরণও হইয়াছে এবং ব্যবহারশিক্ষাও হইয়াছে। কিন্তু ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন আধুনিকগণ মনে করেন—বেদমধ্যে ঐতিহাসিক দেশ ও ব্যক্তি প্রভৃতির নাম থাকায়, বেদ ঐ সব দেশ ও ব্যক্তির জন্মের পরে মনুষ্যকর্তৃক রচিত। কিন্তু তাহা নহে। তাহাদের নামই বেদোক্ত নাম অনুসারে রক্ষিত। বেদ—নিত্য অপৌরুষেয়।

বেদের শাস্ত্রত্ব।

শাস্ত্র বলিতে বেদই বুঝায়। স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও দর্শনাদি বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ ও শাস্ত্রনামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ আসল মূলশাস্ত্র বেদই।

বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের পরিচয়।

বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ বহু। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধাদি নাস্তিক শাস্ত্রসমূহও বেদমূলক হইলেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে বলিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয় না। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধাদিমতের বীজ বেদমধ্যেই দৃষ্ট হয়। এজন্য বেদান্তসার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যে সমস্ত বেদ-প্রামাণ্যস্বীকারকারী শাস্ত্র, তাহারাই "আস্তিক শাস্ত্র" নামে উক্ত হয়। তাহাদের বিভাগাদি এইরূপ,—

শাস্ত্র

- চারি বেদ
  - ১ ঋক্
  - ২ যজুঃ
  - ৩ সাম
  - ৪ অথর্ব্ব
    - মন্ত্র
      - ১ ঋক্
      - ২ যজুঃ
      - ৩ সাম
    - ব্রাহ্মণ
      - ১ বিধি
      - ২ অর্থবাদ
- চারি উপবেদ
  - আয়ুর্ব্বেদ
    - চিকিৎসা শাস্ত্র
    - কাম শাস্ত্র
  - ধনুর্ব্বেদ
    - অস্ত্র শাস্ত্র
    - শস্ত্র শাস্ত্র
  - গন্ধর্ব্ববেদ
    - নৃত্য শাস্ত্র
    - বাদ্য শাস্ত্র
    - গান শাস্ত্র
  - অর্থশাস্ত্র
    - নীতি শাস্ত্র
    - শিল্প শাস্ত্র
    - অশ্ব শাস্ত্র
    - সূপকার শাস্ত্র
    - কলা ইত্যাদি বহু
- ছয় বেদাঙ্গ
  - শিক্ষা
    - সর্ব্ববেদ সাধারণ
    - প্রাতিশাখ্য
  - কল্প
    - শ্রৌতসূত্র
    - গৃহ্যসূত্র
    - ধর্ম্মসূত্র
  - ব্যাকরণ
    - লৌকিক
    - বৈদিক
  - নিরুক্ত
    - নিরুক্ত
    - নিঘণ্টু
  - ছন্দঃ
    - লৌকিক
    - বৈদিক
  - জ্যোতিষ
    - সংহিতা
    - জাতক
    - প্রশ্ন
- চারি উপাঙ্গ
  - পুরাণ
    - মহাপুরাণ ১৮ খানি
    - উপপুরাণ ১৮ খানি
  - ন্যায়
    - গৌতমীয়
    - বৈশেষিক
  - মীমাংসা
    - কর্ম্মমীমাংসা
    - ব্রহ্মমীমাংসা
  - ধর্ম্মশাস্ত্র
    - স্মৃতি ২০ খানি প্রধান সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯ খানি
    - ভারত
      - ব্যাসের মহাভারত
      - জৈমিনির ভারত
    - রামায়ণ
    - সাংখ্যদর্শন
    - পাতঞ্জলদর্শন
    - শৈব
      - প্রত্যভিজ্ঞা
      - পাশুপত
      - বীরশৈব
    - বৈষ্ণব
      - ভাগবত
      - পাঞ্চরাত্র
    - সৌর
    - শাক্ত
      - ১ আগম
      - ২ নিগম
    - গাণপত্য
      - ছয় প্রকার
    - কাব্য
    - অলংকার ইত্যাদি

মীমাংসাদর্শনের পরিচয়।

ইহাদের মধ্যে মীমাংসাদর্শন খানিই বেদার্থনির্ণয়চ্ছলে কর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকে। অন্য দর্শনগুলি বেদার্থনির্ণয় করিবার জন্য যত্ন করে নাই। এই মীমাংসাদর্শন দুইখানি, যথা—কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা। এই মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে কর্ম্মমীমাংসা খানি আবার বেদার্থনির্ণয়ের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মমীমাংসাদর্শনেরও স্বীকার্য্য। ব্রহ্মমীমাংসা নিজত্বপ্রতিপাদনভিন্ন স্থলে কর্ম্মমীমাংসার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। বেদার্থ মীমাংসারূপে ইহারা একশাস্ত্র কিন্তু প্রতিপাদ্যানুসারে ইহারা পৃথক্ শাস্ত্র।

কর্ম্মমীমাংসার পরিচয়।

এই কর্ম্মমীমাংসামধ্যে দুইটী কার্য্য করা হইয়াছে। প্রথম,—বেদবাক্যের প্রকারভেদনির্ণয় এবং দ্বিতীয়,—বেদবাক্যের মধ্যে আপাতবিরোধের পরিহারপূর্ব্বক পরস্পরের একবাক্যতাসাধন। আর এইজন্য এক সহস্র বিচার বা ন্যায় রচিত হইয়াছে। প্রথম, যে বেদবাক্যের প্রকারভেদ, তাহা একটী চিত্রসাহায্যে পরপৃষ্ঠে প্রদত্ত হইল। তন্মধ্যে মুখ্য কয়েকটী বিষয়ের পরিচয় এই—

বেদবাক্যের প্রকারভেদ।

বেদবাক্য বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণাত্মক বাক্য বুঝিতে হইবে। ইহারা উভয়েই কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের বোধক। এই বেদবাক্য বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদ—এই তিনভাগে বিভক্ত।

বিধি অর্থ—অজ্ঞাতজ্ঞাপক। যাহা বেদাতিরিক্ত কোনও প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, তাহাই যাহা জানায় তাহাই বিধি।

নিষেধ অর্থ—যাহা করা উচিত নহে বা নাই, তাহার যাহা জ্ঞাপক তাহাই নিষেধ। চিত্রমধ্যে ইহাকে বিধির অন্তর্গত করা হইয়াছে।

অর্থবাদ অর্থ—যে বাক্যে বিহিত বা নিষিদ্ধ বাক্যের স্তুতি বা

বেদবাক্য (কৰ্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানাত্মক)
মন্ত্র
ব্রাহ্মণ
বিধি
অর্থবাদ
অপূর্ব্ব
নিয়ম (১)
পরিসংখ্যা
উৎপত্তি
বিনিয়োগ
অধিকার (২)
প্রয়োগ (৩)
শ্রৌতী (৪)
লাক্ষণিকী (৫)
কেবলকর্ম্মোৎপত্তি
সগুণকর্ম্মোৎপত্তি
সিদ্ধবস্তুপর
ক্রিয়াপর
নিত্য (৬)
নৈমিত্তিক (৭)
কাম্য (৮)
নিত্য
নৈমিত্তিক
কাম্য
ফলায় গুণ (৯)
যাগায় গুণ (১০)
গুণকর্ম্ম (১১)
প্রধানের গুণভূত কৰ্ম্ম (১২)
প্রাশস্ত্য
নিন্দা
পরকৃতি (১৭)
পুরাকল্প (১৮
উৎপাদ্য (১৩)
বিকার্য্য (১৪)
সংস্কার্য্য (১৫)
আপ্য (১৬)
গুণবাদ (১৯)
অনুবাদ (২০)
ভূতার্থবাদ (২১)
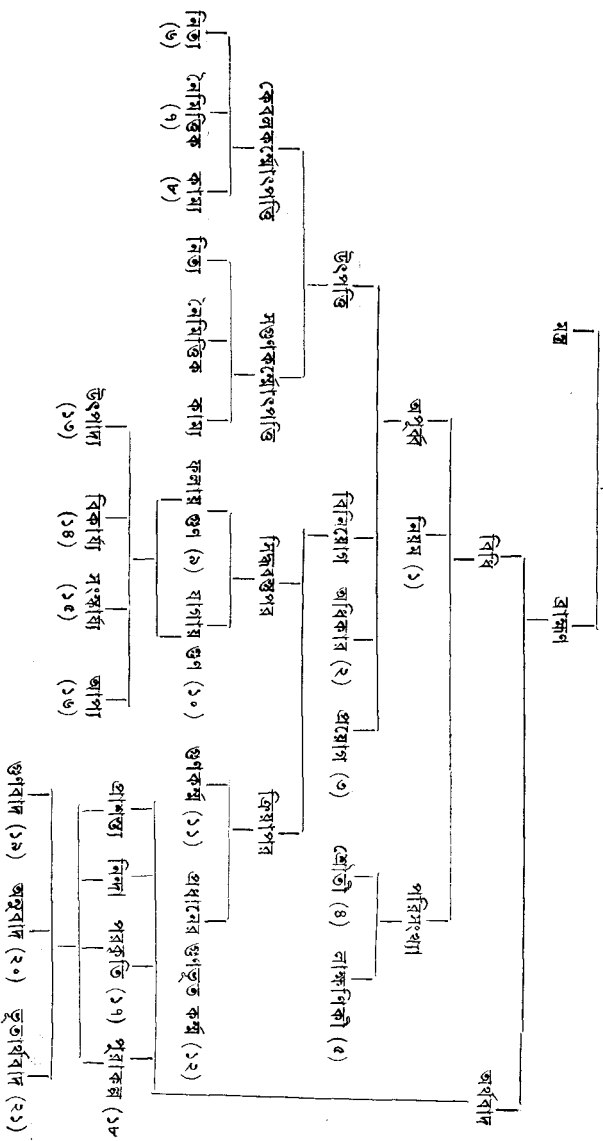
নিন্দাকে লক্ষ্য করে, তাহাই অর্থবাদ। এই অর্থবাদ বাক্যের নিজ অর্থে তাৎপর্য্য নাই। কিন্তু লক্ষণাদ্বারা কোন বিধি বা নিষেধবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্তুতি বা নিন্দা প্রকাশ করে। অর্থবাদবাক্য দ্বারা বিধি বা নিষেধের কল্পনাও করিতে হয়। ইহা ত্রিবিধ, যথা—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ।

গুণবাদ—অন্যপ্রমাণ বিরুদ্ধ থাকিলে অর্থবাদটী গুণবাদ হয়। যেমন "আদিত্যঃ যূপঃ"। অর্থাৎ সূর্য্য যূপ। যজ্ঞার্থ পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠকে যূপ বলে। তাহাকে সূর্য্য বলা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। অতএব আদিত্যের ন্যায় যূপটী উজ্জ্বল করিবে বা এইরূপ ভাবিবে—এজন্য উহা উক্ত, এতদ্রূপই উহার অর্থ বুঝিতে হইবে। গুণবাদবাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপে অবধৃত হয়।

অনুবাদ—অন্যপ্রমাণদ্বারা অবগত যে অর্থ, তাদৃশ অর্থবোধক-

চিত্রমধ্যে যাহাদের শেষে (১) (২) ইত্যাদি অঙ্ক আছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত এই—

(১) "ব্রীহীন্ অবহন্তি"।

(২) অধিকার বা ফলবাক্য—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত"।

(৩) একবাক্যতাপন্ন সমুদায় বাক্য—'ব্রীহীন্ সংপ্রোক্ষ্য, ব্রীহীন্ অবহত্য, সমিধাদিভিঃ উপকৃত্য ইন্দ্রদধ্যাদাভিন্নদর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত"।

(৪) "অত্র হ্যেবা বপন্তি"।

(৫) "পঞ্চপঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ"।

(৬) "অহরহঃ সন্ধ্যাম্ উপাসীত"।

(৭) "অগ্নয়ে ক্ষামবতে অষ্টাকপালং নির্বপেৎ"।

(৮) "স্বর্গকামঃ যজেত"।

(৯) "দধ্না ইন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ"

(১০) "দধ্না জুহোতি"।

(১১) গুণের কর্ম্ম বা সন্নিপত্যোপকারক—"ব্রীহীন্ অবহন্তি"।

(১২) গুণভূতকর্ম্ম বা আরাদুপকারক "সমিধো যজতি"।

(১৩) "পিষ্টং সংযোতি"।

(১৪) "ব্রীহীন্ অবহন্তি"।

(১৫) "উদূখলং প্রোক্ষতি"।

(১৬) "গাঃ দোগ্ধি"।

(১৭) "অগ্নির্বা অকাময়ত"।

(১৮) "তমপশ্যৎ ধিয়া ধিয়া ত্বাবধ্যাস্তুঃ"।

(১৯) "আদিত্যঃ যূপঃ"।

(২০) "অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্"।

(২১) "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ"।

কর্ম্মমীমাংসা এই ভাবে বেদবাক্যের বিভাগ করিয়া বাক্যার্থনির্ণয় করেন। এবং সেই বাক্যার্থনির্ণয়ের জন্য ক্রিয়া ও কারকাদির অর্থনির্ণয়ের বহু কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাক্য। যেমন "অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্"। ইহা প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞাত; এজন্য ইহা অনুবাদ। ইহারও অর্থ—যজ্ঞাগ্নিতে শ্রদ্ধাবুদ্ধি উৎপাদনমাত্র।

ভূতার্থবাদ—যে অর্থ টী প্রমাণান্তরের বিরুদ্ধ নয়, অথচ তাহার জ্ঞান নাই, তাদৃশ অর্থবোধক বাক্যই ভূতার্থবাদ। যেমন—"ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রম্ উদযচ্ছৎ"। অর্থাৎ ইন্দ্র বৃত্রবধার্থ বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধী, অথচ অন্য প্রমাণদ্বারা অপ্রাপ্ত। ইহাতেও দেবতার স্তুতি বুঝায়, কিন্তু নিজ অর্থেও প্রামাণ্য থাকে বলা হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রের ঐ কার্য্যটীও সত্য। বেদান্তবাক্য ইহার অন্তর্গত। ইহাতে ব্রহ্ম ও আত্মবিষয়ক যে সব কথা, তাহাতে এজন্য যে তাৎপর্য্য নাই, তাহা নহে। কারণ, ইহাদের স্বার্থে প্রামাণ্য না থাকিলে ব্রহ্ম ও আত্মবিষয়ক তত্ত্বগুলির সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারিত না।

বিধি প্রভৃতির বিভাগের অর্থ ও দৃষ্টান্ত মীমাংসাপরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য। উক্ত চিত্রসাহায্যে বিধি ও অর্থবাদের অবান্তর বিভাগাদি বুঝিতে পারা যাইবে। এতদ্দ্বারা বেদবাক্যের প্রকারভেদ জানা যায় আর তাহারা যে পরস্পর বিরোধি নহে তাহাও বুঝা যায়।

বেদার্থনির্ণয়ের জন্য মীমাংসাসম্মত ন্যায়।

অতঃপর বেদবাক্যের মধ্যে আপাতবিরোধ মীমাংসার জন্য পূর্ব্ব-মীমাংসামধ্যে যে সহস্র ন্যায় বা বিচার প্রদর্শন করা হইয়াছে, এবং উত্তর-মীমাংসামধ্যে যে ১৯২টী ন্যায় বা বিচার প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাই আলোচ্য। ইহা বস্তুতঃ একটী অপূর্ব্ব কৌশল বিশেষ। ইহাদের পরিচয় জৈমিনীয় ন্যায়মালামধ্যে এবং বৈয়াসিকন্যায়মালামধ্যে দ্রষ্টব্য।

উভয়মীমাংসাসম্মত ন্যায়ের অবয়ব।

এই ন্যায়ের পাঁচটী অবয়ব, যথা—সঙ্গতি, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তপক্ষ। মতান্তরে সঙ্গতির পরিবর্ত্তে ফলনামক আর একটী অঙ্গ আছে। উক্ত সঙ্গতিমধ্যেও আবার অবান্তর বিভাগও আছে,

যথা—শ্রুতিসঙ্গতি, শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়সঙ্গতি, পাদসঙ্গতি এবং অধিকরণ-সঙ্গতি। তন্মধ্যে অধিকরণসঙ্গতি আবার চারি প্রকার, যথা—আক্ষেপ-সঙ্গতি, দৃষ্টান্তসঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এবং প্রাসঙ্গিকসঙ্গতি। এতদ্ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রীয় ছয় প্রকার সঙ্গতিও এই ন্যায়মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। উহারা—প্রসঙ্গ, উপোদ্ঘাত, হেতুতা, অবসর, একনির্ব্বাহক-নির্ব্বাহ্যত্ব এবং এককার্য্যকারিত্ব। এই ন্যায়গুলির অপর নাম অধিকরণ।

বেদান্তের জিজ্ঞাসাধিকরণ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম ন্যায় বা অধিকরণের নাম "জিজ্ঞাসা অধিকরণ"। ইহার উক্ত অঙ্গগুলি এইরূপ—

বিষয়—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি।

সংশয়—ব্রহ্ম বিচার্য্য কি অবিচার্য্য।

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্ম অবিচার্য্য।

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম বিচার্য্য।

ফল—আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন।

সঙ্গতি—শ্রুতির মীমাংসা থাকায় শ্রুতিসঙ্গতি, ব্রহ্মবিষয়ক মীমাংসা বলিয়া শাস্ত্রসঙ্গতি, এইরূপ অপরাপর সঙ্গতিও আছে। বিশেষ-বৈয়াসিকন্যায়মালা বা রত্নপ্রভা টীকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বমীমাংসার অপচ্ছেদাধিকরণ।

অপচ্ছেদন্যায়—জ্যোতিষ্টোম যাগে পুরোহিতগণকে একে অপরের 'বস্ত্র' ধরিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। এই গমনসময়ে যদি উদ্গাতা নামক পুরোহিত অপরের বস্ত্র ছাড়িয়া দেন এবং তৎপরে তাঁহার পরবর্ত্তী প্রতিহর্ত্তা নামক পুরোহিত উদ্গাতার বস্ত্র ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এখন উদ্গাতা উহা ছাড়িয়া দিলে দক্ষিণা না দিয়া যজ্ঞটী শেষ করিয়া আবার সেই যজ্ঞ করিতে হয়। এবং প্রতিহর্ত্তা উহা ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বস্বদক্ষিণ নামক যাগ করিতে হয়—

এইরূপ বিধি আছে। কিন্তু যদি একসঙ্গে উভয়েই পূর্ব্বপূর্ব্ব ব্যক্তির বস্ত্র ছাড়িয়া দেন, তবে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? ইহাই প্রশ্ন হইল। ইহাতে নিয়ম করা হইল—নিমিত্তদ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য হইলে পূর্ব্ব হইতে পরবর্ত্তী বলীয়ান্ হয়। ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিহর্ত্তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যে সর্ব্বস্বদক্ষিণ যাগ তাহাই করিতে হইবে। ইহার পরিচয় মূলগ্রন্থে—৬।৫।৪৯—৫৫ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিষয়াদি এইরূপ—

বিষয়—"যদ্যুদ্গাতা অপচ্ছিদ্যেত অদক্ষিণেন যজেত"।

"যদি প্রতিহর্ত্তা অপচ্ছিদ্যেত সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ" ইত্যাদি।

সংশয়—কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সিদ্ধান্তপক্ষ—সর্ব্বদক্ষিণ যাগ অনুষ্ঠেয়।

সঙ্গতি এবং ফল বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল। যাহা হউক এখানে যেমন পূর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী নিয়মের বিরোধ হওয়ায় পূর্ব্বটী দুর্ব্বল হইল, তদ্রূপ জগতের সত্যত্বপ্রত্যক্ষ পূর্ব্বভাবী হইলেও পরবর্ত্তী বেদান্ত-জ্ঞানদ্বারা তাহার বাধ হইবে—ইহা বেদান্তবিচারেও গৃহীত হইল।

এইরূপ সহস্রটী স্বাভাবিক নিয়মের আবিষ্কারদ্বারা বেদবাক্যের আপাতবিরুদ্ধ অর্থের মীমাংসার কৌশল এই মীমাংসামধ্যে আছে। এই সব স্বাভাবিক নিয়ম জানা থাকিলে অনুরূপ সংশয় হইলে ইহাদের প্রয়োগে সহজেই সংশয় মীমাংসা করা যায়। পূর্ব্বমীমাংসার সকল কৌশলই প্রায় বেদান্তমধ্যে প্রচুর পরিমাণে পরিগৃহীত। ইহাই হইল শাব্দ পরিচয়।

অর্থাপত্তি-পরিচয়।

ন্যায়মতে ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিদ্বারা চরিতার্থ হয়, এজন্য ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

বেদান্ত ও মীমাংসক মতে কিন্তু ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করা হয়। ইহার পরিচয় এইরূপ—

অর্থাপত্তি প্রমা এবং অর্থাপত্তি প্রমাণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনুমিতির পরিচয়প্রসঙ্গে কতকটা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিষয় একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

অর্থাপত্তি প্রমা ও প্রমাণ।

উপপাদ্য জ্ঞানদ্বারা যে উপপাদককল্পনা, তাহারই নাম অর্থাপত্তি প্রমা। ইহার যে করণ, তাহারও নাম অর্থাপত্তি। আর তাহা হইলে উপপাদ্য জ্ঞানটী করণ বা প্রমাণ, আর উপপাদকের জ্ঞানটী ফল বা অর্থাপত্তি প্রমা। এস্থলে করণটী ব্যাপারহীন। প্রমা-পক্ষে "অর্থের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে, এবং প্রমাণ-পক্ষে "অর্থের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা যাহা হইতে"—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইবে। প্রত্যক্ষস্থলে যেমন "আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি" অনুমিতিস্থলে যেমন "আমি অনুমান করিতেছি" বলিয়া অনুব্যবসায় হয়, তদ্রূপ অর্থাপত্তিস্থলে "আমি কল্পনা করিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় হয়।

উপপাদ্য ও উপপাদক পরিচয়।

যাহা ব্যতিরেকে কোন কিছু অনুপপন্ন, সেই অনুপপন্ন বস্তুটী সেই স্থলে উপপাদ্য। আর যাহার অভাববশতঃ কোন কিছুর অনুপপত্তি হয়, তাহা সেস্থলে উপপাদক। যেমন রাত্রিভোজন ব্যতীত দিবাতে অভোজী ব্যক্তির স্থূলত্ব অনুপপন্ন, এজন্য এই স্থূলত্ব উপপাদ্য, আর রাত্রিভোজনাভাবে তাদৃশ স্থূলত্বের অনুপপত্তি হয়, এজন্য রাত্রিভোজনটী উপপাদক বলা হয়। ন্যায়ের ভাষায় উপপাদকাভাব-ব্যাপকাভাব-প্রতিযোগিত্বই উপপাদ্যত্ব এবং উপপাদ্যাভাবব্যাপ্যাভাবপ্রতিযোগিত্বই উপপাদকত্ব বুঝিতে হইবে। এস্থলে স্থূলতার দ্বারা রাত্রিভোজনের কল্পনা করা হয় বলিয়া উপপাদ্য জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনা করা হয়। এজন্য যেরূপ বাক্যরচনা করা হয়, তাহা এই—

স্থূল দেবদত্ত রাত্রিভোজী ... (উপপাদক)

যেহেতু দিবাভোজনহীনের রাত্রিভোজন ব্যতীত স্থূলত্ব অনুপপন্ন ... (উপপাদ্য)

এস্থলে উপপাদ্য বিনা উপপাদক অনুপপন্ন এই উপপাদ্য জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞান হয় বলিয়া অনুপপত্তিজ্ঞানই করণ বলা হয়।

অর্থাপত্তির বিভাগ।

অর্থাপত্তি দ্বিবিধ, যথা—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। তন্মধ্যে শ্রুতার্থাপত্তি আবার দ্বিবিধ, যথা—অভিধানানুপপত্তিরূপা এবং অভিহিতানুপপত্তিরূপা।

দৃষ্টার্থাপত্তির পরিচয়।

দৃষ্টার্থাপত্তি বলিতে দৃষ্টবিষয়ক অনুপপত্তিবশতঃ যে উপপাদ্যজ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনা, তাহাই দৃষ্টার্থাপত্তি। যেমন শুক্তিতে "ইহা রজত" বলিয়া জ্ঞানের "ইহা রজত নহে" এই জ্ঞান হইলে ইদং-পদবাচ্য পুরোবর্ত্তি শুক্তিতে যে রজতেয় নিষেধ, সেই নিষেধটী রজতের সত্ত্বে বা সত্যতায় অনুপপন্ন হয়, এজন্য রজতের সদ্ভিন্নত্ব বা সত্যতাত্যন্তাভাবত্ব-রূপ মিথ্যাত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হয়। এস্থলে রজ তর মিথ্যাত্বব্যতিরেকে রজতের নিষেধ অনুপপন্ন বলিয়া উপপাদ্য হইল—রজতের নিষেধ, এবং উপপাদক হইল—রজতের মিথ্যাত্ব। সুতরাং রজতনিষেধরূপ উপপাদ্য-জ্ঞানদ্বারা রজতমিথ্যাত্বরূপ উপপাদকের কল্পনা এই অর্থাপত্তিদ্বারা করা হইল। অথবা রাত্রিভোজনব্যতীত দিবা অভোজীব্যক্তির

স্থূলত্ব অনুপপন্ন, এই দৃষ্টান্তে উপপাদ্য "স্থূলত্বে"র অনুপপত্তিজ্ঞানদ্বারা রাত্রিভোজনরূপ উপপাদকের কল্পনা—ইহা এই দৃষ্টার্থাপত্তির দ্বারা করা হইল।

শ্রুতার্থাপত্তির পরিচয়।

বাক্যশ্রবণান্তর যখন উপপাদ্যজ্ঞানদ্বারা উপপাদককল্পনারূপ অর্থাপপত্তিদ্বারা কোন কিছুর কল্পনা করা যায়, তখন শ্রুতার্থাপত্তি হয়। ইহা আবার লৌকিক ও বৈদিকভেদে দ্বিবিধ, যথা---

লৌকিক শ্রুতার্থাপত্তি।

লৌকিক শ্রুতার্থাপত্তি, যথা—জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই, এই কথা শুনিয়া যখন "দেবদত্ত বাহিরে আছে" কল্পনা করা যায়, তখন ইহা লৌকিকবাক্যজন্য বলিয়া ইহা লৌকিক শ্রুতার্থাপত্তি বলা হয়।

বৈদিক শ্রুতার্থাপত্তি।

বৈদিক শ্রুতার্থাপত্তি, যথা—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" এই শ্রুতিব্যাক্য শুনিয়া যখন শোক-শব্দবাচ্য বন্ধের জ্ঞাননিবর্ত্তাত্বের অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত বন্ধের মিথ্যাত্ব কল্পনা করা হয়, তখন ইহা বৈদিকবাক্যজন্য বলিয়া বৈদিক শ্রুতার্থাপত্তি হয়।

শ্রুতার্থাপত্তির অন্যরূপ ভেদ।

এই শ্রুতার্থাপত্তি আবার অভিধানানুপপত্তিরূপ ও অভিহিতানুপপত্তিরূপভেদে দ্বিবিধ বলিয়া ইহারা প্রত্যেকে আবার উক্ত লৌকিক ও বৈদিকভেদে দ্বিবিধ হইবে।

অভিধানানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি।

যেখানে বাক্যের একদেশশ্রবণে অন্বয়াভিধানের অনুপপত্তি হয় বলিয়া অন্বয়াভিধানের উপযোগিপদান্তর কল্পনা করা যায়, তথায় অভিধানানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি হয়। যেমন লৌকিকস্থলে "দ্বারং" এই শব্দটী করিলে "পিধেহি" অর্থাৎ "বন্ধকর" এই পদটী অধ্যাহার না করিলে অন্বয় হয় না; এজন্য "পিধেহি" পদটী অর্থাপত্তিবলেই কল্পনা করা হয়—বলা হয়। বৈদিক স্থলে "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদি স্থলে "স্বর্গকামঃ" পদ অধ্যাহার করিতে হয়। এস্থলে অভিধান পদের অর্থ তাৎপর্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অভিহিতানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি।

যেখানে বাক্যাবগত অর্থ অনুপপন্ন হইতেছে বলিয়া জানিবার পর অর্থান্তরের কল্পনা করা হয়, সেখানে অভিহিতানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি হয়। বৈদিক স্থলে "স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াকলাপাত্মক যাগাদির ক্ষণিকত্বপ্রযুক্ত কালান্তরভাবী স্বর্গ-সাধনত্বের অনুপপত্তি হয় বলিয়া স্বর্গ ও যাগের মধ্যস্থলে একটী অপূর্ব্ব কল্পনা করা হয়। লৌকিক বাক্যও এইরূপেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ন্যায়মতে অর্থাপত্তির কার্য্য ব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়—বলা হয়। কিন্তু মীমাংসক ও বেদান্তী তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক বলেন—এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি হইতেছে--"সাধ্যাভাবব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকা"। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" স্থলে সাধ্যাভাব যে বহ্ন্যভাব, তাহার ব্যাপকীভূত যে অভাব

তাহা ধূমাভাব, সেই ধূমাভাবের প্রতিযোগিত্ব ধূমে থাকে, আর সেই ধূমই হেতু বলিয়া সেই প্রতিযোগিত্ব, ধূম হেতুতে থাকিল। বস্তুতঃ এই ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞানদ্বারা পর্ব্বতে ধূমাভাব না থাকায় অর্থাৎ ধূম থাকায় পর্ব্বতটী বহ্ন্যভাববান্ নয় অর্থাৎ বহ্নিমান্ বলিয়া নিশ্চয় হইল। ইহার কারণ, যে দুইটী অভাবের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে, তাহাদের প্রতিযোগীর মধ্যে তদ্বিপরীত ব্যাপকব্যাপ্যভাব সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ যেখানে ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি ব্যাপক, সেখানে বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য এবং ধূমাভাব ব্যাপক। ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান অন্বয়ী অনুমান, আর বহ্ন্যভাবদ্বারা ধূমাভাবের অনুমান ব্যতিরেকী অনুমান।

যাহারা অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকার করেন, সেই মীমাংসক বলেন—

জীবিত দেবদত্ত যখন গৃহে নাই, তখন তিনি অবশ্যই বাহিরে আছেন—ইহা অর্থাপত্তি-দ্বারা অর্থাৎ উক্ত বাক্যার্থদ্বারাই নিশ্চয় হয়। কারণ, এখানে জীবিত দেবদত্তের গৃহসত্তার অভাবে বহিঃসত্তা ব্যতীত দেবদত্তের জীবন অনুপপন্ন হয়। এই অনুপপত্তিজ্ঞান অর্থাপত্তি-প্রমার করণ। ইহাই উপপাদ্যের জ্ঞান। ইহারই দ্বারা উপপাদক দেবদত্তের বহিঃসত্ত্ব কল্পিত হয়। যাহা ব্যতীত যাহা অনুপপন্ন তাহাই উপপাদ্য এবং যাহার অভাববশতঃ যাহার অনুপপত্তি, তাহাই উপপাদক ইহা বলাই হইয়াছে।

নৈয়ায়িক বলেন—উক্ত উপপত্তিজ্ঞান করণ হইলেও ইহা ব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়। যেমন পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির বাধজ্ঞানকালে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নিভিন্ন বহ্নির অনুমিতি হয়, তদ্রূপ যেস্থানে দেবদত্তের জীবিতত্ব অর্থাৎ স্থায়িত্ব অন্য প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত, সেস্থলে দেবদত্তের গৃহে অনবস্থান প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলে, দেবদত্তের গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতররূপ সাধ্যের ব্যাপ্য যে জীবিতত্ব, সেই জীবিতত্বহেতু গৃহস্থায়িত্বের বাধ হওয়ায় বহিঃস্থায়িত্বের অনুমিতি হয়। যেহেতু জীবিত্বস্বরূপ হেতুতে গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতরস্বরূপ সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। কারণ, যেস্থানে গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতররূপ সাধ্যের অভাব আছে, সেস্থানে জীবিতত্বস্বরূপ হেতুরও অভাব আছে। অর্থাৎ সাধ্যাভাবরূপ গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতরাভাবটী ব্যাপ্য এবং হেত্বভাবরূপ জীবিত্বাভাবটী ব্যাপক হইতেছে। সুতরাং এখানেও অন্বয়ী অনুমানের ন্যায় ব্যাপ্যদ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইতেছে।

অর্থাৎ মীমাংসক বা বেদান্তী বলিবেন—

গৃহে অনবস্থিত জীবিত দেবদত্ত বহির্দ্দেশস্থিত ... (উপপাদ্য)
নচেৎ তাঁহার জীবিতত্ব অনুপপন্ন ... (উপপাদক)

আর এতদুদ্দেশ্যে নৈয়ায়িক বলিবেন—

গৃহে অনবস্থিত দেবদত্ত বহির্দ্দেশস্থিত ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তিনি জীবিত ... (হেতু)

অথবা—

দেবদত্তঃ বহিরস্তি ... (প্রতিজ্ঞা)
জীবিতত্বে সতি গৃহে অসত্ত্বাৎ ... (হেতু)
যো জীবন্ যত্র নাস্তি স ততোঽন্যত্র অস্তি, যথা অহম্ ... (উদাহরণ)

মীমাংসক বা বেদান্তী বলেন—না; এস্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ, "সাধ্যাভাবব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগিত্ব" হেতুতে থাকিলেই সেই হেতুদ্বারা অনুমিতি হয় না। উক্ত জ্ঞানের পর আবার অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান আবশ্যক হয়। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্. ধূমাৎ" স্থলে বহ্ন্যভাবের ব্যাপক ধূমাভাব এবং সেই ধূমাভাবের প্রতিযোগী ধূম---এই জ্ঞান হয়, তৎপরে অভাবের ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধনিবন্ধন তাহাদের প্রতিযোগীরও ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ আছে—এই জ্ঞান হইলে সেই ধূমের ব্যাপক বহ্নি—এই জ্ঞান হয়, তৎপরে "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি হয়। ন্যায়মতে অন্বয়ী অনুমানে "সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুমান্ পক্ষ"---এই জ্ঞানের পরই অনুমিতি হয়; আর এস্থলে সাধ্যাভাব-ব্যাপকীভূত যে হেত্বভাব, তাহার প্রতিযোগীর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধবিশিষ্ট পক্ষের জ্ঞানের পর অনুমিতি হয়। অর্থাৎ অন্বয়ী স্থলে হেতু দেখিয়া হেতুর ব্যাপক সাধ্যকে পক্ষে স্থাপন করা হইতেছে, আর এস্থলে হেতু দেখিয়া হেত্বভাবের ব্যাপ্য সাধ্যা-ভাবকে পক্ষে 'নাই' বলা হইতেছে, অথচ পক্ষে হেতু দেখিয়াই অনুমানে প্রবৃত্তি হয়। কোন কিছু থাকিতে তাহার অভাব দেখিয়া তাহার ব্যাপ্য অপর অভাবের অনুমানে প্রবৃত্তি---স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না। তাহার পর হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি দেখিয়া পক্ষে সাধ্যানুমিতি হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্যদ্বারা ব্যাপকের অনুমিতি হয়, কিন্তু ব্যতিরেকী অনুমানস্থলে ব্যাপ্য সাধ্যাভাবের দ্বারা ব্যাপক হেত্বভাবের অনুমিতি হয় না। কিন্তু অর্থাপত্তি প্রমাণ-দ্বারা অনুপপত্তির জ্ঞানদ্বারাই অন্বয়ী অনুমানের ন্যায় সহজ পথে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

নৈয়ায়িক বলেন—ব্যতিরেকী অনুমানের দ্বারা-ঐরূপে অনুমিতি হইলেও অর্থাপত্তি প্রমাণস্বীকারে তাহার প্রতীকার কোথায়? অর্থাপত্তি প্রমাণমধ্যে যে অনুপপত্তির জ্ঞান আবশ্যক, তাহাই ত ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। যাহা ব্যতীত যাহা অনুপপন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহা ত ব্যতিরেকব্যাপ্তিরই ফল। অতএব অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকার না করিলে প্রমাণের লাঘবই হয়।

মীমাংসক ও বেদান্তী এতদুত্তরে বলেন—ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান থাকিলে তাহা অনুমিতির জনক হইতেছে না, অনুমিতির জনক হইয়া থাকে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই অন্বয়ীব্যাপ্তির জনক হইতে পারে---এই মাত্র।

অবশ্য বেদান্তীর মতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্বীকার করিতে গেলে কেবলব্যতিরেকী অনুমানস্থলে ব্রহ্মেরও ব্যতিরেক স্বীকার আবশ্যক হইয়া পড়িবে, কিন্তু ব্রহ্মের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব অস্বীকার্য্য, অগত্যা তাঁহার পক্ষে অর্থাপত্তি প্রমাণই সেই কার্য্য সাধন করিবে---ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। শেষ কথা---অনুমিতির অনুব্যবসায়ে "আমি অনুমান করিতেছি" এইরূপ জ্ঞান হয়, আর অর্থাপত্তি স্থলে "আমি কল্পনা করিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় হয়। এজন্য ইহা পৃথক্ প্রমাণ মধ্যেই গণ্য। রঘুনাথ শিরোমণি ব্যতিরেকব্যাপ্তিকে অনুমিতির কারণই বলেন নাই।

অর্থাপত্তির অন্যরূপ দ্বৈবিধ্য।

অন্য দৃষ্টিতে অর্থাপত্তি দুই প্রকার বলা যায়। যথা—প্রমাণদ্বয়ের বিরোধকরণক অর্থাপত্তি এবং সংশয়করণক অর্থাপত্তি।

বিরোধকরণক অর্থাপত্তি।

বিরোধকরণক অর্থাপত্তির দৃষ্টান্ত যেমন---"জীবিত দেবদত্ত যখন গৃহে নাই," তখন অবশ্যই বাহিরে আছে। এস্থলে যে প্রমাণদ্বারা দেবদত্ত জীবিত, সেই প্রমাণের বিরোধী প্রমাণ হইতেছে দেবদত্ত গৃহে নাই---এই প্রত্যক্ষ। এই উভয় প্রমাণের বিরোধপরিহার, দেবদত্ত বহির্দ্দেশে অবস্থিত---এই কল্পনার দ্বারা সাধিত হইতেছে। এজন্য এস্থলে ইহাকে বিরোধকরণক অর্থাপত্তি বলা হয়।

সংশয়করণক অর্থাপত্তি।

সংশয়করণক অর্থাপত্তির দৃষ্টান্তও জীবিত দেবদত্তের বহির্দ্দেশে অবস্থানকল্পনাই---বলা যাইতে পারে। বিশেষ এই যে, এস্থলে দেবদত্তের জীবিতত্বেই সংশয় হয়, আর সেই সংশয়নিবারণের জন্য দেবদত্তের বহির্দ্দেশে অবস্থান কল্পনা করা হয়। পূর্ব্বস্থলেও প্রমাণ-দ্বয়ের বিরোধবোধ হয়, প্রথম প্রকারের ন্যায় সংশয় হয় না---ইহাই প্রভেদ।

ইহাই হইল অর্থাপত্তির পরিচয়।

অনুপলব্ধির পরিচয়।

বেদান্তী ও ভট্টমীমাংসকের মতে অনুপলব্ধিকে একটী প্রমাণ বলা হয়। কিন্তু নৈয়ায়িক বা প্রভাকর মীমাংসক ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন না।

নৈয়ায়িক বলেন—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষই হয়, সুতরাং কোন অভাবের প্রতিযোগী, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, সেই অভাবও সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। যেমন--চক্ষুর দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, আর সেই চক্ষুর দ্বারাই ঘটের অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। তবে অনুপলব্ধি জ্ঞানটী তাহার সহকারিমাত্র।

আর অভাবটী বিশেষণতা বা স্বরূপ সম্বন্ধে নিজ অধিকরণে থাকে বলিয়া অভাবের অধিকরণটীর যে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সম্বন্ধের সহিত উক্ত বিশেষণতাসম্বন্ধ মিলিত হইয়া যে একটী পরম্পরাসম্বন্ধবিশেষ হয়, সেই সম্বন্ধে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্বন্ধে হয়, আর ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ সংযুক্তবিশেষণতা সম্বন্ধে হয়, তদ্রূপ ঘটরূপের প্রত্যক্ষ সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে ঘটে হয়, আর ঘটরূপাভাবের প্রত্যক্ষ সংযুক্ত-সমবেত বিশেষণতা সম্বন্ধে পটাদিতে হয়, ইত্যাদি। যতপ্রকার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ২৪২ পৃষ্ঠে উক্ত হইয়াছে। অপর প্রমাণদ্বারা অভাবের যে জ্ঞান হয়, তাহা অভাবের পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে।

বেদান্ত বা মীমাংসকমতে বলা হয়—অভাবের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার করণ ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু অনুপলব্ধি জ্ঞানই তাহার করণ। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় করণ এবং অনুপলব্ধি জ্ঞানটী সহকারী কারণ, কিন্তু বেদান্ত ও মীমাংসকমতে অনুপলব্ধিজ্ঞানই করণ, এবং ইন্দ্রিয় তাহার সহকারী কারণ। আর এই করণটী ব্যাপারশূন্যই হইয়া থাকে। বহু বেদান্তীর মতে অভাবের প্রত্যক্ষই হয় না, তাহার যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুপলব্ধি মাত্র, আর সেই অনুপলব্ধি প্রত্যক্ষেরই মত বা প্রত্যক্ষজাতীয় জ্ঞানবিশেষ।

অনুপলব্ধি প্রমাণের লক্ষণ।

এই অনুপলব্ধি প্রমাণের লক্ষণ—"জ্ঞানকরণাজন্য অভাবানুভবাসাধারণ কারণ"ই অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানরূপ করণের, অজন্য যে অভাবানুভব, তাহার যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাই অনুপলব্ধি প্রমাণ। এস্থলে "জ্ঞানকরণাজন্য অভাবানুভবাসাধারণ কারণ" এইটুকু লক্ষণ, এবং "অনুপলব্ধি প্রমাণ" এই অংশটুকু লক্ষ্য। অতীন্দ্রিয় অভাবের অনুমানাদিজন্য যে অনুভব, তাহার হেতু অনুমানাদিতে অতিব্যাপ্তি-বারণের জন্য "জ্ঞানকরণাজন্য" পদ। অদৃষ্টাদি সাধারণকারণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "অসাধারণ" পদ। অভাবস্মৃতির অসাধারণ কারণ সংস্কারে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "অনুভব" এই বিশেষণ। আর অভাবের অনুমিতিস্থলেও অনুপলব্ধিদ্বারা অভাবের জ্ঞান হয় না। কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদির অনুপলব্ধিনিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অভাবনিশ্চয় হয় না, এজন্য লক্ষ্যভূত অনুপলব্ধিপদে "যোগ্য" বিশেষণ আবশ্যক। অর্থাৎ অনুপলব্ধিমাত্রই অভাবজ্ঞানের করণ নহে, কিন্তু যোগ্যানুপলব্ধিই অভাবজ্ঞানের করণ হয়।

যোগ্যানুপলব্ধি বলিতে কর্ম্মধারয় সমাসদ্বারা "যোগ্য যে অনুপলব্ধি" তাহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংসরূপ সংসর্গাভাবের যে উপলব্ধি, তাহা, তাহাদের উপলব্ধিযোগ্য প্রতিযোগীর অনুপলব্ধিকালে ঘটে; এবং অন্যোন্যাভাবস্থলে যোগ্য যে অনুপলব্ধি, তাহা প্রতিযোগিরূপে অনুযোগীর যোগ্য অনুপলব্ধি। অর্থাৎ দর্শন-যোগ্যের অদর্শনরূপ যে দর্শনাভাব তাহাই যোগ্যানুপলব্ধি।

আর এইরূপ লক্ষণ হয় বলিয়া "যদি থাকিত তাহা হইলে উপলব্ধ হইত" এইরূপ জ্ঞান যেখানে হয়, সেই স্থানেই যোগ্যানুপলব্ধিদ্বারা অভাবের জ্ঞান হয়। সুতরাং উজ্জ্বল আলোকে ঘটাভাবের জ্ঞান অনুপলব্ধি প্রমাণদ্বারা হয়, কিন্তু অন্ধকারে ঘটাভাবের জ্ঞান অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য হয় না। স্তম্ভেও পিশাচ থাকিলে পিশাচ স্তম্ভবৎ দেখা যাইত— এইরূপ যোগ্য অনুপলব্ধি প্রমাণদ্বারা পিশাচের ভেদরূপ অভাবের জ্ঞান হয়। ধর্ম্মাদি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার অভাবজ্ঞান অনুপলব্ধিগম্য হয় না।

অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধির মধ্যে প্রভেদ।

অনুপলব্ধিস্থলে প্রতিযোগিপ্রত্যক্ষাভাব করণ। প্রতিযোগীর আরোপ অবান্তর ব্যাপার এবং অভাবজ্ঞানটী ফল। অর্থাপত্তিস্থলে জ্ঞান করণ, উহাও নির্ব্যাপার। অনুপপত্তি জ্ঞানটী অবান্তর ব্যাপার, উপপাদক জ্ঞানটী ফল।

অনুপলব্ধি প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নহে।

নৈয়ায়িকগণ ইহাকে প্রত্যক্ষের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, অভাবের প্রত্যক্ষ হয় বলিলে বিশেষণতা সম্বন্ধঘটিত কোন না কোন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয় বলিতেই হইবে। যেমন ঘটাভাব প্রত্যক্ষের কালে সংযুক্তবিশেষণতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয় বলাই হয়। কারণ, অভাবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না। আর বিশেষণতা সম্বন্ধটী সম্বন্ধই নহে। কারণ তাহা প্রত্যেকবৃত্তি হয়, সম্বন্ধ যেমন উভয়নিষ্ঠ হয় ইহা সেরূপ হয় না। অতএব বিশেষণতাটী সম্বন্ধ হয় না। সুতরাং অনুপলব্ধি জ্ঞানটী পরোক্ষজ্ঞানই বটে। বেদান্ত পরিভাষায় মতে ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞান।

আর অভাবকে স্মরণরূপ বলাও যায় না। কারণ, পূর্ব্বে তাহার অনুভব হয় না। যাহার পূর্ব্বে অনুভব হয় না, তাহার স্মরণ সম্ভবপর নয়। অতএব অভাবের স্মরণ হয়---ইহাও বলা যায় না।

প্রভাকরমতে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়।

তাহার পর প্রভাকরমতে অভাবকে পৃথক্ পদার্থই বলা হয় না। তন্মতে উহাকে অধিকরণস্বরূপই বলা হয়। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ হয়---বলা হয়। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ অভাবকে পদার্থান্তর বলাই আবশ্যক। উহা অধিকরণস্বরূপ বলিলে "ভূতলে ঘটাভাব" এইরূপ আধার-আধেয়ভাবের প্রতীতি আর থাকে না। আরও "ঘট নাই, ইহা পট নয়" ইত্যাদি ব্যবহার ঘটবিশিষ্টেই হয় বলিয়া ভূতলমাত্রকে তাহার বিষয় বলা যায় না। আর যদি "ঘটভিন্ন" তাহার বিষয় হয়, তবে অভাবাতিরিক্ত বিবেক অসম্ভব বলিয়া অভাব সিদ্ধই হয়।

কিন্তু তাহা হইলেও বেদান্তমতে অনেক স্থলে অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়াও স্বীকার করা হয়, এবং অনেক স্থলে ভাবভিন্নও বলা হয়---বুঝিতে হইবে।

ইহাই হইল অনুপলব্ধিনামক প্রমা ও প্রমাণের পরিচয়।

অযথার্থ অনুভবের পরিচয়।

বুদ্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে বুদ্ধিকে স্মৃতি ও অনুভব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্মৃতির পরিচয় দিয়া (২৩৫ পৃঃ) অনুভবের পরিচয় প্রসঙ্গে তাহাকে আবার যথার্থ ও অযথার্থ অর্থাৎ প্রমা ও অপ্রমা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রমা অনুভবের পরিচয় প্রদত্ত হইল, এক্ষণে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

অযথার্থ অনুভবের বিভাগ।

অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা তিন প্রকার, যথা—বিপর্য্যয় বা ভ্রম, সংশয় এবং তর্ক। কোন মতে ইহা চারি প্রকার, আর স্বপ্ন সেস্থলে চতুর্থ প্রকার। ইহাদের মধ্যে বিপর্য্যয় বা ভ্রমের সামান্যভাবে পরিচয় ২৩৬ পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি এস্থলে অপেক্ষাকৃত বিশেষভাবে এবং অবশিষ্টগুলির সামান্যভাবে পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। ভ্রম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক।

অযথার্থজ্ঞান ভ্রমের পরিচয়।

তদভাববতে তৎপ্রকারক জ্ঞানের নাম ভ্রম বা বিপর্য্যয়। যেমন

শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞানটী ভ্রম। শুক্তিতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে শুক্তিই থাকে, এবং সমবায় সম্বন্ধে শুক্তিত্ব জাতি থাকে। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে শুক্তিরূপ ধর্ম্মীতে বিশেষ্য শুক্তিই হয়—"প্রকার" এবং সমবায় সম্বন্ধে শুক্তিত্বটী হয় "প্রকার"। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শুক্তি ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে শুক্তি প্রকার জ্ঞান না হইলে, অথবা সমবায় সম্বন্ধে শুক্তি ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে শুক্তিত্ব প্রকারক জ্ঞান না হইলে শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের নাম ভ্রম বা বিপর্য্যয়। ভ্রমের অপেক্ষাকৃত নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ হইতেছে—তদভাববন্নিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিত তন্নিষ্ঠপ্রকারতাশালিজ্ঞানত্বই ভ্রম। (২৩৬পৃঃ দ্রষ্টব্য)

বেদান্তমতে অযথার্থ ও অপ্রমা মধ্যে ভেদ আছে। (২৩৫পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কারণ, অপ্রমা ও যথার্থও হইতে পারে।

সপ্তখ্যাতি বাদ।

ন্যায়মতে ভ্রম অন্যথাখ্যাতি নামে অভিহিত হয়। অন্যরূপে ভাসমান বা প্রতীয়মান হওয়ার নামই অন্যথাখ্যাতি। ইহা পঞ্চপ্রকার বা সপ্তপ্রকার খ্যাতিবাদের মধ্যে এক প্রকার মাত্র। সেই পঞ্চম, সপ্ত প্রকার খ্যাতি বলিতে—১। আত্মখ্যাতি, ২। অসৎখ্যাতি, ৩। অখ্যাতি, ৪। অন্যথাখ্যাতি, ৫। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি, ৬। সৎখ্যাতি এবং ৭। সদসৎখ্যাতি।

ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটী অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত, শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ষষ্ঠ সৎখ্যাতির প্রচার করিয়াছেন, এবং সাংখ্যমতটী পরে সদসৎখ্যাতি বলা হয়। কিন্তু ইহা বাস্তবিক উক্ত পাঁচটীরই একরূপ অন্তর্গত বলা যায়। ইহাদের পরিচয় এই—

১। আত্মখ্যাতি।

ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত। তন্মতে বুদ্ধিই আত্মা। এই বুদ্ধি অবশ্য ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারাবিশেষ। 'আমি' বস্তুটীও ক্ষণিকবিজ্ঞানধারা, ঘট পট মঠও ক্ষণিকবিজ্ঞান-ধারা। আমি-আমিরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানধারার নাম আলয়বিজ্ঞান, আর ঘট পট মঠ

বিজ্ঞানধারার নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। ফলতঃ, সবই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানরূপ অর্থ ই সৰ্ব্বরূপে খ্যাত বা প্রতীত, অর্থাৎ ভ্রমবিষয়ীভূত হইতেছে, বলিয়া ইহার নাম আত্মখ্যাতি। খ্যাতি শব্দের অর্থ ভ্রম। অন্তরের বিজ্ঞানই ও বাহ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, এজন্য ইহা ভ্রম। বাহ্যটী অনাদি অবিদ্যাবাসনা-আরোপিত অলীক। এতাদৃশ বাহ্য অলীক শুক্তিকাদিতে জ্ঞানাকার রজতাদির আরোপপ্রযুক্ত এই মতে ভ্রমকে আত্মখ্যাতি বলা হয়। এমতে রজত অধ্যস্ত নহে, কিন্তু অন্তরের সম্বিদাত্মক রজতের বহিষ্ঠরূপে প্রতীতিই ভ্রম। "অতএব ইহা রজত নহে"---এই প্রকার যে বাধ, তাহা রজতের অসত্ত্বজ্ঞাপন করে না, কিন্তু ইদন্তা-নামক বহিস্থিতত্বের প্রতিষেধ করে।

২। অসৎখ্যাতি।

ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত। এমতে সকল বস্তুরই আদিতে ও অন্তে অভাবরূপ হয় বলিয়া মধ্যে যাহা তাহাও অভাবরূপ; অর্থাৎ সাংবৃত্তিকরূপে শূন্যই জগতের তত্ত্ব। যাহাই আছে বলি, তাহাই বর্ত্তমানকালযুক্ত। সেই বর্ত্তমানত্বই কিছু নাই, কারণ, তাহা নির্দ্দেশের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ এবং নির্দ্দেশমাত্রেই অতীত। তাহার পর কোন কিছুই নির্ণয় হয় না। অতএব সকলই শূন্যই। এমতে অসতের প্রকাশে সমর্থ জ্ঞান অসৎ রজতাদিকে ভাসমান করে বলিয়া অসতেরই খ্যাতি হয়। এই হেতু "ইহা রজত নহে" এই বাধ-মধ্যেও রজতের অসত্ত্বই জ্ঞাপিত হয়। এক তান্ত্রিক সম্প্রদায় শুক্তিরজতের রজতকে অসৎ বলেন এবং ন্যায়বাচস্পত্যকারের মতে শুক্তিরজতের সম্বন্ধটী অসৎ, অতএব ইঁহাদের মতকেও অসৎখ্যাতিবাদ বলা হয়। কিন্তু শূন্যবাদী বৌদ্ধমতই যথার্থ এই নামের যোগ্য।

৩। অখ্যাতি।

ইহা প্রভাকর মীমাংসকগণের মত। এ মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ। ভ্রমজ্ঞান নাই। শুক্তিতে "এই রজত" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, যাহাকে অপরে ভ্রম বলে, সেস্থলে গ্রহণ ও স্মরণাত্মক যথার্থ জ্ঞানদ্বয় থাকে। এস্থলে শুক্তিকে যে "এই" বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা গ্রহণাত্মক জ্ঞান, এবং "রজত" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা স্মরণাত্মক জ্ঞান। "এই" জ্ঞানটী সামান্যজ্ঞান এবং "রজত" বিশেষজ্ঞান। অর্থাৎ শুক্তি দেখিয়া "এই" জ্ঞান হইলে, শুক্তির চাকচক্য রজতের চাকচক্যের সদৃশ বলিয়া, আর রজতদ্বারা ইষ্টসাধন হয় জানা থাকায়, "এটা কি" এই অনুসন্ধানের ফলে রজতের স্মরণ হয়, তখন "এই" পদ-বাচ্য শুক্তির বিশেষজ্ঞানের অভাবে শুক্তি ও রজতের ভেদের জ্ঞান হয় না; এইজন্য শুক্তিকে "ইহা রজত" বলিয়া ব্যবহার হয়। আর রজতের স্মরণে, "সেই রজত" জ্ঞানই হয়, কিন্তু এস্থলে "সেই" অংশের প্রকাশ হয় না। "সেই" অংশস্থলে "এই" অংশটী প্রকাশ পায়। কিন্তু শুক্তিতে "এই শুক্তি" এই যথার্থজ্ঞানকালে "এই" পদবাচ্য শুক্তির সামান্যজ্ঞানের সহিত শুক্তির বিশেষজ্ঞানের ভেদজ্ঞান হয় না। এস্থলে দুইটীই গ্রহণাত্মক জ্ঞান হয়। সুতরাং সকল স্থানেই জ্ঞানদ্বয়ের অভেদই হয়। অতএব সকল জ্ঞানই যথার্থ। একটীকে অন্য বলিয়া অথবা একটীকে অন্যের ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া একটী "বিশিষ্টজ্ঞান" হয় না। ভ্রম বলিয়া জ্ঞানই নাই। তবে একটীকে অন্য বলিয়া বা অন্যের ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ব্যবহার হয় ইহাই স্বীকার্য্য। শুক্তিরজতের জ্ঞানে "ইহা রজত নহে" এই জ্ঞানের দ্বারা রজতের বাধ হয় না।

"এই" পদবাচ্য শুক্তিজ্ঞানের সহিত রজতজ্ঞানের যে ভেদাগ্রহ, অর্থাৎ অভেদজ্ঞান, তাহারই বাধ হয়। অর্থাৎ ভেদগ্রহ দ্বারা অভেদগ্রহের নিবারণ হয়। অন্যকথায় ভেদগ্রহটী ফুটিয়া উঠে। এই ভেদটী খ্যাত হয় না বলিয়া ইহার নাম অখ্যাতি বলা হয়।

৪। অন্যথাখ্যাতি।

ইহা নৈয়ায়িক এবং ভট্টমীমাংসকের মত। এ মতে ভ্রম একটী বিশিষ্টজ্ঞান, দুইটী যথার্থ জ্ঞান নহে। এমতে বিশেষ্য ও বিশেষণের জ্ঞান দুইটী যথার্থ হইলেও উভয় মিলিয়া যে বিশিষ্টজ্ঞানটী হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে। যেমন শুক্তি দেখিয়া "এই" বলিয়া শুক্তির সামান্য-জ্ঞান হইলে, তাহার চাকচক্য রজতসদৃশ বলিয়া এবং রজতে ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান থাকায় "এটা কি" এই অনুসন্ধানের ফলে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষবশতঃ হট্টস্থরজতের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। সেই রজতের যে ধর্ম্ম যে রজতত্ব, তাহাও সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয়। অতঃপর ইহা রজতত্ব-প্রকারক জ্ঞান হয়। অর্থাৎ "ইহা রজত" এইরূপ জ্ঞানই হয়। এস্থলে "এই" পদবাচ্য বিশেষ্য এবং "রজতত্ব" প্রকার বা বিশেষণ। এই বিশেষ্য ও বিশেষণ মিলিয়া "ইহা রজত" এইরূপ একটী বিশিষ্টজ্ঞান হয়। যাহা যেরূপ তাহা তদ্রূপে খ্যাত না হইয়া অন্যরূপে খ্যাত হওয়ায় ইহার নাম অন্যথাখ্যাতি বলা হয়। এ মতে "নেদং রজতং" এই বাধজ্ঞানকালে শুক্তির সহিত রজতত্বের সম্বন্ধের বাধ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মধর্ম্মীর সামানাধি-করণ্য-প্রতীতিটী নষ্ট হয়, এবং বৈয়ধিকরণ্যপ্রত্যয় হয় মাত্র। অন্যথা-খ্যাতিবাদী উক্ত সকল খ্যাতিই খণ্ডন করেন।

৫। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি।

ইহা বেদান্তীর মত। এমতে ভ্রমটী একটী বিশিষ্টজ্ঞানই বটে। তবে বিশেষ এই যে, শুক্তি দেখিয়া শুক্তিতে "এই" বলিয়া সামান্যজ্ঞান হইল, সেই শুক্তি চৈতন্যে ভাসমান বা অধ্যস্ত হওয়ায় "এই" বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, চৈতন্যে সেই শুক্তির বিশেষ-বিষয়ক যে অজ্ঞান থাকে, সেই অজ্ঞানটী, চাকচক্যাদি সাদৃশ্যবশতঃ এবং হট্টস্থ রজত-বিষয়ক ইষ্টসাধনতা জ্ঞানপ্রযুক্ত হট্টস্থরজতত্বপ্রকারে রজতাকারে পরিণত হয়, এবং শুক্তির বিশেষরূপটী আবৃতই থাকে। তখন সেই শুক্তিবিষয়ক "এই" পদবাচ্য সামান্যজ্ঞানটী এই রজতের বিশেষজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। একটী বিশিষ্টজ্ঞানে পরিণত হয়। এই

অজ্ঞানোৎপন্ন রজতটীকে প্রাতিভাসিক রজত বলা হয়, অর্থাৎ যাবৎ প্রতিভাস তাবৎকাল স্থায়ী হয়, এবং ইষ্টস্থ ব্যাবহারিক রজতের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয় হয় বলিয়া ইহার জন্য লোকের প্রবৃত্তিও হয়। এস্থলে ইদমাকারবৃত্ত্যুপহিত যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যার রজতাকার ও জ্ঞানকার দুইটী পরিণাম হয়। অধিষ্ঠানরূপ শুক্তির বিশেষজ্ঞান হইলে ব্যাবহারিক-রজত-তাদাত্ম্যাপন্ন এই আরোপিত বা প্রাতিভাসিক রজতটী বাধিত হয়। অর্থাৎ এই রজত ও রতজজ্ঞান উভয়ই নিবৃত্ত হয়। এই প্রাতিভাসিক রজত তিন কালেই থাকে না, এজন্য সৎ নহে, অথচ প্রতিভাত হয় বলিয়া ইহা মিথ্যা। যাহা তিন কালেই থাকে না, তাহা প্রতিভাত না হইলে তাহাকে অসৎ বা অলীক বলা হয়। এই রজত সেই অসৎও নহে। সুতরাং সদসদভিন্নই হয়। ব্রহ্ম কিন্তু তিন কালে প্রতিভাত না হইয়াও সৎ। ব্রহ্মের যে প্রতীতি, তাহা কোন বিষয়ের অধিষ্ঠানরূপে প্রতীতি। ঘট আছে, ঘট জানি, ঘট ইষ্ট—ইত্যাদিস্থলের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই প্রতীতি। ইহা ঘটবিশিষ্ট-রূপেই ব্রহ্মের প্রতীতি। শুদ্ধব্রহ্মের প্রতীতি হয় না। ইহা স্বপ্রকাশস্বরূপ বস্তু। এজন্য আত্মখ্যাতিবাদী বৌদ্ধের ন্যায় ক্ষণিকবিজ্ঞানের আকার সদ্রূপ ঘটপটাদি স্বীকৃত হইল না। কারণ, নিত্যবিজ্ঞানে ঘটপটাদি অধ্যস্ত হইয়া প্রতীত হয়—বলা হয়। আর অসৎখ্যাতি-বাদী বৌদ্ধের ন্যায় অসতের প্রকাশও স্বীকৃত হইল না। কারণ, ঘটপটাদি অসৎ হইলেও বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ নহে। যেহেতু অসৎ বন্ধ্যাপুত্রের প্রতীতি হয় না। কিন্তু ঘট-পটাদি যে অসৎ, তাহা প্রতীত হয় এবং অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানে নিবৃত্ত হয়। অসৎখ্যাতি-বাদীর শূন্য ইহার অধিষ্ঠান—ইহা বেদান্তী বলেন না। আর অখ্যাতিবাদীর মত অজ্ঞানের প্রবৃত্তিজনকতা স্বীকার করা হইল না। তন্মতে শুক্তিরজত "একটা কিছুই" নহে। কিন্তু এমতে তাহা "একটা কিছু" বটে। আর অন্যথাখ্যাতিবাদীর মত অন্যের ধর্ম্ম একে স্বীকার করিতে হইল না। ব্যাবহারিক রজতের রজতত্ব প্রাতিভাসিক রজতেই স্বীকার করা হইল। তাহার পর জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের স্বীকারও অনাবশ্যক হয়। যেহেতু উহা স্বীকারে অনুমিতিমাত্রের উচ্ছেদশঙ্কা থাকেই। অতএব অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিই নির্দ্দোষ। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তীর মত।

৬। সৎখ্যাতি।

ইহা রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রচারিত মত। ইহাতে অখ্যাতিবাদীর মত ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করা হয় না। সব জ্ঞানই যথার্থজ্ঞান। তবে শুক্তিরজতের জ্ঞানটী অগৃহীতভেদ-জ্ঞানদ্বয়ও নহে। কারণ, শুক্তিতেও যে রজতপরমাণু আছে, তজ্জন্যই শুক্তিতে রজত-জ্ঞান হয়। সুতরাং রজতজ্ঞানটী রজতেরই জ্ঞান হওয়ায় যথার্থ জ্ঞানই হয়। সৎখ্যাতিতে ন্যায়মতানুরূপ একটী বিশিষ্টজ্ঞানই স্বীকার্য্য। কিন্তু এ মতও ঠিক্ নহে। কারণ, শুক্তিতে যে শুক্তিআরম্ভক পরমাণু আছে, তাহাতেও রজতজ্ঞান হইয়া সমুদায় শুক্তিকেই রজত বলা হয়, "এই শুক্তির কিয়দংশ রজত" এরূপ জ্ঞান হয় না।

৭। সদসৎখ্যাতি বা বিপরীতখ্যাতি।

ইহা অধিকাংশ সাংখ্যসম্প্রদায়ের মত। এমতে শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান, তাহাতে সৎ এবং অসৎ উভয়েরই জ্ঞান হয়, বলা হয়। কারণ, শুক্তিতে "এই রজত" এই যে জ্ঞান,

তাহার "এই" অংশে কোনরূপ অন্যথা হয় না, সুতরাং উহা সতেরই খ্যাতি, আর যে "রজত" অংশ, তাহাও ঐস্থলে নাই, সুতরাং তাহা অসতেরই খ্যাতি। অতএব শুক্তিতে "ইদং রজতং" জ্ঞানটী সদসৎখ্যাতি বলা হয়। ইহাকে বিপরীতখ্যাতিও বলা হয়। কিন্তু ইহাও ঠিক্ নহে ; কারণ এখানে "এই" পদবাচ্য ও "রজত" পদবাচ্য বস্তুদ্বয় অভিন্নই হয়।

ভ্রম ও অধ্যাস।

বেদান্তমতে এই ভ্রম পাঁচপ্রকার, যথা—১। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান, ২। আত্মাকে শরীরসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান, ৩। কর্ম্ম ও তৎফলের সহিত আত্মা যুক্ত---এই জ্ঞান, ৪। আত্মার কর্তৃত্ব বাস্তব---এই জ্ঞান, এবং ৫। পরব্রহ্মের বিকারিত্ব জ্ঞান।

পঞ্চবিধ ভ্রমনিবৃত্তির জন্য পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত।

১। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন---এই ভ্রমনিবৃত্তির জন্য বিম্বপ্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত, ২। জীব-কর্তৃত্বাদির বাস্তবত্বভ্রান্তিনিবৃত্তির জন্য রক্তস্ফটিকের দৃষ্টান্ত, ৩। কর্ম্ম ও তৎফলের সহিত আত্মার যোগভ্রমনিবৃত্তির জন্য আতস্ পাথর ও চক্‌মকির দৃষ্টান্ত, ৪। আত্মার কর্তৃত্ব বাস্তব---এই ভ্রমনিবৃত্তির জন্য ঘটাকাশাদির দৃষ্টান্ত, এবং ৫। ব্রহ্মের বিকারিত্বভ্রমনি-বৃত্তির জন্য স্বর্ণকুণ্ডলের দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়।

অধ্যাস পরিচয়।

এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রমের নাম অধ্যাস। যাহাতে ভ্রম হয়, তাহাকে অধিষ্ঠান বলা হয়, এবং যাহার ভ্রম হয়, তাহাকে আরোপ বা আরোপ্য বলা হয়। যেমন রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয়, তাহাতে রজ্জুটী অধিষ্ঠান এবং সর্প টী আরোপ বা আরোপ্য বলা হয়।

অধ্যাস বিভাগ ও তাহার পরিচয়।

এই অধ্যাস সাদি ও অনাদিভেদে দুই প্রকার। যথা---রজ্জুতে যে সর্পভ্রম সেই জাতীয় ভ্রম সাদি। আর ব্রহ্মে যে অজ্ঞান ও তদ্ধর্ম্ম যে জগৎপ্রপঞ্চভ্রম তাহা অনাদি।

অনাদি দ্বিবিধ।

অনাদি দ্বিবিধ, যথা---স্বরূপতঃ অনাদি এবং প্রবাহতঃ অনাদি। যাহা জন্য নহে, তাহা স্বরূপতঃ অনাদি, যেমন ব্রহ্ম বা অবিদ্যা ; আর জন্য বস্তুর যে অনাদিত্ব, তাহা প্রবাহরূপে অনাদিত্ব বুঝিতে হইবে। যেমন—সংসারপ্রপঞ্চ।

ষড়্‌বিধ অনাদিবস্তু।

বেদান্তমতে অনাদি ছয়টী বস্তু, যথা—১। জীব, ২। ঈশ্বর, ৩। বিশুদ্ধ চৈতন্য, ৪। জীবেশ্বরভেদ, ৫। অবিদ্যা এবং ৬। অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ। এই ছয়টী বেদান্তমতে অনাদি।

অন্যরূপে অধ্যাসবিভাগ ও তাহার পরিচয়।

অন্যরূপে ইহা ত্রিবিধ, যথা---স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাস, সংসর্গাধ্যাস এবং আহার্য্যাধ্যাস। "অয়ম্ অহম্" "অহম্ ইদম্" "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি তাদাত্ম্যাধ্যাস। "আমার শরীর" ইত্যাদি সংসর্গাধ্যাস। আর অধ্যারোপ যখন শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া ইচ্ছাপ্রযুক্ত সাধিত হয়, তখন তাহাকে আহার্য্যাধ্যাস বলে। যেমন শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি।

অধ্যাসকে অন্যরূপেও বিভক্ত করা যায়, যথা—১। ধর্ম্মের অধ্যাস, ২। ধর্ম্মীর অধ্যাস, ৩। সম্বন্ধের অধ্যাস। তন্মধ্যে—১। ধর্ম্মের অধ্যাস, যথা—"আমি স্থূল" "আমি কৃশ" জ্ঞান। এখানে স্থূলত্ব ও কৃশত্ব ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যস্ত। জবাসন্নিহিত স্ফটিকে রক্তবর্ণজ্ঞান। এখানে জবার লৌহিত্য ধর্ম্ম স্ফটিকে অধ্যস্ত। ২। ধর্ম্মীর অধ্যাস, যথা—শুক্তিকাকে রজত এবং রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান। অথবা অন্তঃকরণকে সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যাস করিয়া "আমি" জ্ঞান। ৩। সম্বন্ধাধ্যাস ধর্ম্মাধ্যাসকালেই ঘটিয়া থাকে। "আমার শরীর" ইত্যাদি স্থলেও সম্বন্ধাধ্যাস বলা হয়।

অধ্যাসের অন্যরূপ বিভাগ, যথা—অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাস। তন্মধ্যে অর্থাধ্যাস প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—১। প্রাতীতিক এবং ২। ব্যাবহারিক। আগন্তুকদোষজন্য যে শুক্তিরজতাদি, তাহা ১। প্রাতীতিক এবং তদ্‌ভিন্ন, ২। ব্যাবহারিক, যথা—আকাশাদি ঘটান্তজগৎ।

এই অর্থাধ্যাস কিন্তু অন্যপ্রকারে আবার ছয় প্রকার, যথা—১। কেবল সম্বন্ধাধ্যাস, ২। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস, ৩। কেবলধর্ম্মাধ্যাস, ৪। ধর্ম্ম সহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস, ৫। অন্যোন্যাধ্যাস, এবং ৬। অন্যতরাধ্যাস। অর্থাধ্যাসের লক্ষণ—"প্রমাণজন্যজ্ঞান-বিষয়ঃ পূর্ব্বদৃষ্টসজাতীয়ঃ"।

১। কেবলসম্বন্ধাধ্যাস—যেমন অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলে অনাত্মাতে আত্মার তাদাত্মসম্বন্ধের অধ্যাস হয়, আত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না।

২। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস—যখন আত্মাতে দেহাদি অনাত্মার সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যস্ত হয় তখন ইহা হয়—বলা হয়।

৩। কেবল ধর্ম্মাধ্যাস—যেমন আত্মাতে স্থূলদেহের ধর্ম্ম শ্যামত্ব গৌরত্বাদি এবং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম দর্শনাদির অধ্যাস হয়, কিন্তু স্বরূপাধ্যাস হয় না।

৪। ধর্ম্মসহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস—যেমন অন্তঃকরণের ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদি ও স্বরূপ উভয়ই আত্মাতে অধ্যস্ত হয়।

৫। অন্যোন্যাধ্যাস—উত্তপ্ত লৌহাগ্নির ন্যায় আত্মাতে অনাত্মার এবং অনাত্মাতে আত্মার যে অধ্যাস তাহা অন্যোন্যাধ্যাস।

৬। অন্যতরাধ্যাস—যেমন অনাত্মাতে আত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত নহে, কিন্তু আত্মাতে অনাত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হইলে দুই এর মধ্যে একটী অধ্যাস হওয়ায় অন্যতরাধ্যাস বলা হয়।

জ্ঞানাধ্যাস—ইহা "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ"। অর্থাৎ শুক্তিতে রজতটী যেমন অধ্যস্তবিষয় বলিয়া ইহাকে অর্থাধ্যাস বলা হয়, তদ্রূপ শুক্তিতে রজতের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানটী অধ্যস্ত বিষয়ক জ্ঞান বলিয়া ইহাকে জ্ঞানাধ্যাস বলা হয়। তদ্রূপ আত্মাতে অনাত্মবুদ্ধিও জ্ঞানাধ্যাস।

বেদান্তমতে ইহার উপযোগিতা অতিশয়। এই ভ্রমের অপর নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা। ইহাকে মূলাজ্ঞান বা মূলাবিদ্যা এবং তুলাজ্ঞান বা তুলাবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। ইহা হইতে সর্ব্ববিধ ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

ব্যবহার চতুর্ব্বিধ।

এই ব্যবহার চারিপ্রকার, যথা—১। অভিজ্ঞা, অর্থাৎ "অর্থাৎ ইহা ঘট" এই জ্ঞান, ২। অভিবদন, অর্থাৎ "ইহা ঘট" ইহা বলা, ৩। উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ, এবং ৪। অর্থক্রিয়া, যেমন ঘটদ্বারা জলহরণাদি।

মূলাজ্ঞান বা মূলাবিদ্যা।

মূলাজ্ঞান বা মূলাবিদ্যা অনাদি। ইহারই পরিণাম এই জগৎ সংসার। আর তুলাজ্ঞান বা তুলাবিদ্যা সাদি। ইহারই পরিণাম শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা পদ্মপাদ প্রভৃতির মতে ব্রহ্মাশ্রিত এবং ব্রহ্মবিষয়ক আর বাচস্পতিমিশ্রের মতে জীবাশ্রিত ও ব্রহ্মবিষয়ক। ইহা অনাদি ভাবরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তু, ও জ্ঞানদ্বারা বিনাশ্য।

পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকসত্তা।

ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিক সত্তা, ইহা সর্ব্বদাই অবাধিত থাকে। জগৎসংসারের সত্তা ব্যাবহারিক। ইহা ব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানে বাধিত হয় এবং রজ্জুসর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক। ইহা ব্যাবহারিক সত্তাসম্পন্ন রজ্জুর জ্ঞানে বধিত হয় বা নিবৃত্ত হয়।

নিবৃত্তি বা বাধ।

অধিষ্ঠানের জ্ঞানদ্বারা কারণ সহিত কার্য্যের বিনাশের নাম বাধ, আর অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা কেবল কার্য্যের বিনাশের নাম নিবৃত্তি বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জগৎসংসারের নিবৃত্তিজ্ঞান হইবার পর তাহার বাধ হয়। ইহাই হইল ভ্রম বা বিপর্য্যয় পরিচয়।

চতুর্ব্বিধ অবিদ্যা।

অবিদ্যা অন্যরূপে চতুর্ব্বিধ, যথা—১। অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, ২। অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, ৩। দুঃখে সুখবুদ্ধি এবং ৪। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি।

সংশয় পরিচয়।

ভ্রম বা বিপর্য্যয়ের ন্যায় সংশয়ও অযথার্থ জ্ঞানের মধ্যে একটী প্রকার। এই সংশয় বলিতে একটী ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানাধর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানকে বুঝায়। যেমন, "ইহা স্থাণু বা পুরুষ" বলিলে যে জ্ঞানকে বুঝায়, তাহাই সংশয়। ইহার পরিষ্কার লক্ষণ—"একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে বিশেষ্যতা, সেই বিশেষ্যতা নিরূপিত যে ভাবাভাবপ্রকারক জ্ঞান" তাহাই সংশয়। কোনমতে সংশয়কে দ্বিকোটিক ও চতুষ্কোটিক ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। যথা—"স্থাণু কি স্থাণু নয়" ইহা দ্বিকোটিক সংশয় এবং স্থাণু কি পুরুষ ইহা চতুষ্কোটিক সংশয়। কারণ, ইহাতে "স্থাণু কি স্থাণু

নয়" এবং "পুরুষ কি পুরুষ নয়"—এইরূপ চারিটী কোটিই বিষয় হয়। সুতরাং "স্থাণু বা পুরুষ" এই স্থলে যে ভাবদ্বয়কোটিক সংশয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ইহা "স্থাণু বা স্থাণু নয়, ইহা পুরুষ বা পুরুষ নয়" এইরূপ ভাবাভাবকোটিক একভাবকোটিক সংশয়ই বুঝিতে হইবে।

সমূহালম্বন জ্ঞানেও নানা ধর্ম্মের জ্ঞান থাকে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মী একটী থাকে না, এজন্য ইহার সহিত তাহার প্রভেদ আছে।

সংশয়ের দুই পক্ষ বা কোটি।

সংশয়জ্ঞানে দুইটী পক্ষ থাকে, যেমন "স্থাণু কি, স্থাণু নয়" এস্থলে "স্থাণু" একটী কোটী এবং "স্থাণু নয়" আর একটী কোটি। প্রথম কোটিকে "ভাব" বা "বিধিকোটি" বলে, দ্বিতীয় কোটিকে "অভাব" বা "নিষেধকোটি" বলে। এই দুই জ্ঞানের কেহই নিশ্চয়রূপ নহে।

নিশ্চয়জ্ঞান সংশয়ের নাশক।

সংশয়জ্ঞানের বিরোধী নিশ্চয়জ্ঞান। যেহেতু নিশ্চয় হইলে সংশয় আর থাকে না।

সংশয়ের বিভাগ।

প্রমাণগত ও প্রমেয়গতভেদে সংশয় দ্বিবিধ। যেমন, "শ্রুতি কর্ম্ম প্রতিপাদন করে, কিংবা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে"—ইহা প্রমাণগত সংশয়। আর "ব্রহ্মই জগৎকারণ, কি পরমাণু জগৎকারণ"—ইহা প্রমেয়গত সংশয়।

অসম্ভবনার পরিচয়।

অসম্ভাবনা বলিতে "এক প্রকার সংশয়ই" বুঝায়। যথা, "ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তুই হন, তবে কেন তিনি অন্য প্রমাণগম্য নহেন"—এইরূপ চিন্তাই অসম্ভাবনা। ইহাও প্রমাণগত ও প্রমেয়গতরূপে দ্বিবিধ।

বিপরীত ভাবনার পরিচয়।

বিপরীত ভাবনাও তদ্রূপ, ভ্রম বা বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। যথা—"ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু বলিয়া শ্রুতিকর্ত্তৃক তাহার প্রতিপাদন নিষ্ফল, অতএব

সফল কর্ম্মই শ্রুতি প্রতিপাদন করে"—এইরূপ চিন্তাই বিপরীত ভাবনা। ইহাও প্রমাণ ও প্রমেয়গতভেদে দ্বিবিধ বলা হয়।

সংশয়ের কারণ।

সংশয়ের কারণ তিন প্রকার হইতে পারে; যথা—১। সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান, ২। অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান, এবং ৩। বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণজন্য জ্ঞান। এই তিনটী কারণের কোনটী উপস্থিত হইলে কোটিদ্বয়ের স্মরণ হয়, এবং যতক্ষণ না বিশেষ জ্ঞান হয়, ততক্ষণ এই উভয়কোটিক জ্ঞানই সংশয় নামে উক্ত হয়। বিশেষদর্শনে নিশ্চয় জ্ঞান হইলে সংশয় আর থাকে না।

নব্যমতে কোটিদ্বয়ের স্মরণ এবং ধর্ম্মীর জ্ঞান বা ধর্ম্মীতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষই কারণ হয়। সাধারণাদি ধর্ম্মজ্ঞান কখন কখন কোটিদ্বয়ের স্মারক হয়।

১। সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান হইতে যে সংশয় হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—অন্ধকারে স্থাণু অর্থাৎ মুড়াগাছ যখন দৃষ্ট হয়, তখন যদি সেই গাছ মনুষ্যের ন্যায় উচ্চ হয়, তখন সেই উচ্চতাটি স্থাণু ও মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম হয়। এই উচ্চতার জ্ঞান হইলে এবং হস্তপদাদিযুক্ত বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইলে আমাদের মনে "ইহা স্থাণু কি পুরুষ" বলিয়া সংশয় হয়। ইহাই সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়।

২। অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান হইতে যে সংশয় হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—"শব্দ নিত্য কি অনিত্য" এই সংশয় হইলে শব্দত্ব নিত্য ও অনিত্য এই উভয় বস্তুতে অবৃত্তি হয়, এই জ্ঞানকালে শব্দত্ব অসাধারণ ধর্ম্ম হয়। শব্দের শব্দত্ব ধর্ম্মজন্য শব্দের নিত্যানিত্যবিষয়ক যে সংশয় তাহাই এস্থলে লক্ষ্য। ইহাই অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়।

৩। বিরুদ্ধভাবদ্বয়ের বোধক বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি বাক্য। অর্থাৎ বিচারস্থলে বাদিপ্রতিবাদীর যে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য, তাহা

শুনিয়া মধ্যস্থ বা সভ্যগণের ভাবাভাবরূপ কোটিদ্বয়ের স্মরণজন্য সংশয় হয়। এজন্য বিপ্রতিবাক্যশ্রবণজন্য জ্ঞানও সংশয়ের প্রতি হেতু হয়।

তর্ক পরিচয়।

তর্ককে প্রায়ই অযথার্থ অনুভবের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহার বিষয় ২৮৯ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে।

স্বপ্নপরিচয়।

ন্যায়মতে স্বপ্ন—অনুভূত পদার্থের স্মরণদ্বারা, অদৃষ্ট এবং ধাতুদোষবশতঃ উৎপন্ন স্মরণবিশেষ। কেহ কেহ স্বপ্নকে অযথার্থ অনুভবের অন্তর্গত একটী প্রকারভেদ বলেন। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে ভ্রম বা বিপর্য্যয়ের অন্তর্গতই বলা হয়, অর্থাৎ অযথার্থ অনুভব—ভ্রম, সংশয়, তর্ক ও স্বপ্ন এই চারিপ্রকার নহে।

বেদান্তমতে কিন্তু ভ্রম, সংশয় ও তর্ক এই তিন প্রকারই বলা হয়। স্বপ্নে জ্ঞেয় ও জ্ঞান অন্তঃকরণেরই পরিণাম। ইহা স্মৃতি নহে ; কিন্তু অনুভববিশেষ। ইহা সোপাধিক ভ্রম। ইন্দ্রিয়ের অজন্য যে বিষয়গোচর অন্তঃকরণের অপরোক্ষ বৃত্তি, তাহার অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। জাগ্রত অবস্থাতে ইন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি হয়।

ন্যায়মতে মনঃ এই সময় ত্বক্ ইন্দ্রিয়শূন্য পুরিততি নাড়ীতে প্রবেশ করে বলিয়া কোন জ্ঞান হয় না। ইহা জ্ঞানাভাববিশেষ। জাগ্রতেও "আমি জানি না" এইরূপ যে অবিদ্যাগোচরবৃত্তি, তাহা অন্তঃকরণের বৃত্তি, অবিদ্যার নহে। জাগ্রতে প্রাতিভাসিক রজতাকার বৃত্তি অবিদ্যার পরিণাম ; উহা অবিদ্যার গোচর নহে। এ বিষয় তত্ত্বজ্ঞানামৃত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সুষুপ্তির পরিচয়।

বেদান্তমতে সুখগোচর এবং অবিদ্যাগোচর অজ্ঞানের সাক্ষাৎ পরিণামরূপ বৃত্তির অবস্থাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে।

অনধ্যবসায় পরিচয়।

ন্যায়মতে কেহ কেহ ইহা অযথার্থজ্ঞানের অন্তর্গত বলেন। "ইহা কিছু" এইরূপ জ্ঞানটী যখন বিশেষের অদর্শনজন্য হয়, তখন তাহা

অনধ্যবসায় পদবাচ্য হয়। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ বিপর্য্যয়েরই অন্তর্গত বলা হয়।

প্রত্যভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞানামক জ্ঞান।

কোন পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ের পুনর্ব্বার দর্শনকালে ইহাকে যখন "সেই" বলিয়া স্মরণ হয়, তখন সেই জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। ইহার এক অংশ স্মৃতি, সুতরাং পরোক্ষ এবং অপর অংশ প্রত্যক্ষ। এই স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ মিলিত হইয়া "প্রত্যভিজ্ঞা" হয়। আর যাহাকে "এই" বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে "অভিজ্ঞা" বলা হয়। যেমন "এই সেই দেবদত্ত" এস্থলে "এই" অংশ প্রত্যক্ষ এবং "সেই" অংশ পরোক্ষ।

স্মৃতির পরিচয়।

ইহার পরিচয় ২৩৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বানুভবটী ইহার করণ এবং অনুভবজন্য সংস্কারটী ব্যাপার। নব্যমতে অনুভবের যেমন সংস্কার থাকে, স্মৃতিরও তদ্রূপ সংস্কার থাকে—বলা হয়। স্মৃতি জন্মিলে পূর্ব্বসংস্কারের নাশ হয়, কিন্তু নূতন সংস্কার জন্মে।

স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার ভেদ।

স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভাবনাখ্য সংস্কারটী স্মরণে পরিণত হইতে গেলে উদ্বোধক সহকারী কারণ হয়, কিন্তু সেই ভাবনাখ্য সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞা হইবার কালে উদ্বোধক ব্যতিরেকেই বিশেষ্যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে তাহা উৎপন্ন হয়। উভয়স্থলেই সংস্কার আবশ্যক হয়। অর্থাৎ উদ্বোধক ব্যতিরেকে বিশেষ্যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-সহকারে ভাবনাখ্য সংস্কারজন্য যে পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ের পুনর্দ্দর্শন তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা।

বেদান্তমতেও সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞানই স্মৃতি। ইহা দ্বিবিধ, যথা—যথার্থ ও অযথার্থ। যথার্থ স্মৃতি আবার অনাত্মস্মৃতি ও আত্মস্মৃতিভেদে দ্বিবিধ। "ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ মিথ্যা, যেহেতু দৃশ্য, যেমন শুক্তিরৌপ্য" এই অনুমানসিদ্ধ মিথ্যাত্বানুসন্ধানই যথার্থ অনাত্মস্মৃতি। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যার্থ অনুসন্ধানই যথার্থ আত্মস্মৃতি। অযথার্থস্মৃতিও দুই প্রকার, যথা—

পূর্ব্ববৎ প্রপঞ্চের সত্যত্বানুসন্ধানই অযথার্থ অনাত্মস্মরণ, ইহা প্রথম প্রকার, এবং মিথ্যাবস্তু বলিয়া তাহার অহংকারাদিতে আত্মত্বানুসন্ধান বা আত্মাতে কর্ত্তৃত্বানুসন্ধান—দ্বিতীয় প্রকার। বেদান্তমতে স্মৃতি জন্মিলে সংস্কারের নাশ হয় না—বলা হয়।

উদ্বোধকের পরিচয়।

সংস্কারসত্ত্বেও যাহার সদ্ভাবে ও অসদ্ভাবে স্মরণের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব হয়, কিংবা করণ ভিন্ন ও ব্যাপার ভিন্ন যে স্মরণের কারণ, তাহার নাম উদ্বোধক। ইহা নানা ক্ষেত্রে নানারূপই হয়। যেমন কোন ব্যক্তির স্মরণে তাহার অলঙ্কারাদি উদ্বোধক হয়।

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব ও পরতঃপ্রকাশত্বের পরিচয়।

ন্যায়মতে জ্ঞান অনুব্যবসায়জ্ঞানেই প্রকাশিত হয়। ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বিষয়কেই প্রকাশ করে। বিষয় ব্যতীত এই জ্ঞানের প্রকাশ বা উৎপত্তি হয় না। বিষয়কে প্রকাশ করিয়াই জ্ঞানের প্রকাশ বা উৎপত্তি। ঘট পট মঠের জ্ঞান সকলই সবিষয়ক জ্ঞান। নির্ব্বিষয় জ্ঞান নাই। সবিকল্পক বা নির্ব্বিকল্পক সকল জ্ঞানেরই বিষয় থাকে, ঈশ্বরের জ্ঞানেরও বিষয় থাকে। এজন্য ন্যায়মতে জ্ঞানকে পরতঃপ্রকাশ বলা হয়।

বেদান্ত, প্রাভাকর ও মীমাংসকমতে কিন্তু জ্ঞান সূর্য্যবৎ স্বতঃপ্রকাশ বলা হয়। অর্থাৎ বিষয় না থাকিলেও জ্ঞানের প্রকাশ থাকে। জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়সাপেক্ষ নহে। বেদান্তমতে এই জ্ঞানস্বরূপই ব্রহ্ম বা আত্মা। এই জ্ঞান অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইলে অন্তঃকরণও জ্ঞানময় হয় এবং জ্ঞানটীও নিজে নিজেকে জানিতে থাকে, তখনই "অহং জ্ঞানের" উদয় হয়। অন্তঃকরণবিশিষ্ট জ্ঞানের অপর নাম বৃত্তিজ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞানই ঘট পট মঠাদি যাবৎ বস্তুর আকার ধারণ করে। এই বৃত্তিজ্ঞানই স্ববিষয়ক জ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশে বিষয় কারণ হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানবস্তুটী স্বরূপতঃ স্বতঃ-প্রকাশ। ভট্টমীমাংসকমতে জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানই জ্ঞানের প্রকাশক। ইঁহাদিগকে এজন্য পরতঃপ্রকাশবাদী বলা হয়।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃপ্রামাণ্যের পরিচয়।

ন্যায়মতে জ্ঞানটী উৎপন্ন হইবার পর সেই জ্ঞানটী প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ কি না—সংশয় হয়, তৎপরে অনুমানদ্বারা তাহার যথার্থতা বা প্রামাণ্যের জ্ঞান হয়। এজন্য ন্যায়মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য পরতঃ স্বীকার

করা হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িক জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। অর্থাৎ প্রথমে ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবশতঃ "ঘট ও ঘটত্ব" এইরূপ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হয়, তৎপরে "অয়ং ঘটঃ" অর্থাৎ "ঘটত্ববান্ ঘটঃ" এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। ইহার নাম ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান। তৎপরে "আমি ঘটকে জানিতেছি" অথবা "ঘটজ্ঞানবান্ আমি" এইরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞান হয়। তাহার পর প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য এই কোটিদ্বয়ের স্মরণ হয়, তাহার পর "এই জ্ঞানটী প্রমা কি না" এইরূপ প্রামাণ্যসংশয় হয়। তাহার পর বিশেষদর্শনান্তর প্রামাণ্যের জ্ঞান হয়। এই সময় যে অনুমানটী হয়, তাহা এইরূপ—

ইদং জ্ঞানং প্রমা ... (প্রতিজ্ঞা)
সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, ... (হেতু)
জ্ঞানান্তরবৎ ... (দৃষ্টান্ত)

কিন্তু প্রাভাকর, ভট্ট ও মুরারী মিশ্র এই তিন মীমাংসকমতেই জ্ঞানের প্রামাণ্য-জ্ঞানটী স্বতঃই ইহয়া থাকে। অর্থাৎ যে সামগ্রী হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সামগ্রী হইতেই জ্ঞানের প্রমাণ্যেরও জ্ঞান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে—

প্রভাকরমতে "অয়ং ঘটঃ" এই জ্ঞানটীই ঘটরূপ বিষয়, ঘটজ্ঞান, ঘটজ্ঞানের জ্ঞাতা ও ঘটজ্ঞানের প্রামাণ্য—এই চারিটীকেই প্রকাশ করে, আর—

মুরারী মিশ্রমতে "অয়ং ঘটঃ" এই ব্যবসায়জ্ঞানের পর "আমি ঘটকে জানিতেছি" এইরূপ যে অনুব্যবসায়জ্ঞান হয়, সেই অনুব্যবসায়জ্ঞানেই উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। আর—

ভট্টকুমারিলমতে "জ্ঞান অতীন্দ্রিয়" বলিয়াই তাহা অনুমেয় এবং তাহার প্রামাণ্যও অনুমেয়। অতএব "অয়ং ঘটঃ" ঘটের এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের পর ঘটে একটী জ্ঞততা জন্মে. তৎপরে "ঘট আমার জ্ঞাত" এইরূপের জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ হয়, তৎপরে ব্যাপ্যরূপ হেতুর প্রত্যক্ষের পর জ্ঞানের অনুমান হয়। সেই অনুমানটী এই—

আমি ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞানবান্ ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু আমাতে ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞাততাবত্ত্বা রহিয়াছে ... (হেতু)

আর এই অনুমানের ফলে যেমন জ্ঞানের জ্ঞান হয়, তদ্রূপই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। অতএব এই তিন মতেই যে সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞান হয়, সেই সামগ্রীর দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। কিন্তু জ্ঞানের অপ্রামাণ্যবিষয়ে আবার আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যাহা হউক, জ্ঞানের প্রকাশত্ব, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সম্বন্ধে ইহাদের মতভেদ এইরূপ—

মতের নাম	প্রকাশবিষয়ে	প্রামাণ্যবিষয়ে	অপ্রামাণ্যবিষয়ে
নৈয়ায়িক …	পরতঃ প্রকাশবাদী …	পরতঃ প্রামাণ্যবাদী …	পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদী
ভট্টমীমাংসক …	„ …	স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী …	„
প্রাভাকর ও মুরারী-মিশ্র মীমাংসক …	স্বতঃ প্রকাশবাদী …	„ …	„
বেদান্তী ও সাংখ্য …	„ …	„ …	„
বৌদ্ধ …	„ …	পরতঃ প্রামাণ্যবাদী …	স্বতঃ অপ্রামাণ্যবাদী

ইহাই হইল বুদ্ধি বা জ্ঞানসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। বেদান্তমত-স্থূলভাবে আরও জানিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানামৃত, বেদান্তসংজ্ঞাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে। অতঃপর অবশিষ্ট গুণগুলির বিষয় আলোচ্য।

অবশিষ্ট গুণগুলির পরিচয়।

সুখ—যাহা সকলের অনুকূল বেদনা উৎপাদন করে, অর্থাৎ যাহা অনুকূল বা একান্ত হৃদ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাই সুখ। কিন্তু ইহার নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ—"ইতরেচ্ছার অনধীন যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছার বিষয়ত্ব"। ধর্ম্ম হইতে সুখ জন্মে। সুখের কোন বিষয় নাই। ইহার যে বিষয়, তাহা ইচ্ছারই বিষয় হয়, এজন্য ইহার বিষয় বলিয়া যে অভিহিত হয়, তাহা "যাচিত-মণ্ডন" ন্যায়েই বলা হয়। এই সুখ গুণটী আত্মাতেই উৎপন্ন হয়। সুখের ইচ্ছা—সুখত্বপ্রকারক জ্ঞানমাত্রজন্য হয়। ইহা বৈষয়িক ও মানোরথিকভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। ঈশ্বরে ইহা নাই।

বেদান্তমতে সুখস্বরূপ ব্রহ্ম। বিষয়জন্য যে সুখ তাহা বৃত্তিসুখ। ইহা সাক্ষিভাস্য। সাক্ষীর ভাস্য সুখ অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইলে জাগ্রতাদিতে "আমি সুখী" বোধ হয়। বৃত্তিসুখের আশ্রয় অন্তঃকরণ, আত্মা নহে। আত্মাতে এই বৃত্তিসুখ আরোপিত হয় মাত্র।

দুঃখ—যাহা সকলের প্রতিকূল বেদনা উৎপাদন করে, অর্থাৎ যাহা প্রতিকূল বা দ্বেষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাই দুঃখ। ইহার পরিষ্কার লক্ষণ—"ইতর দ্বেষের অনধীন যে দ্বেষ, সেই দ্বেষবিষয়ত্ব"। অধর্ম্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। জন্যজ্ঞানবিশিষ্ট সকল জীবের স্বাভাবিক দ্বেষের বিষয়

এই দুঃখ। দুঃখের প্রতিদ্বেষের কারণ—দুঃখত্বপ্রকারক জ্ঞান। সুখাভাবও স্বাভাবিক দ্বেষের বিষয় হয়। তাহার প্রতি দ্বেষের কারণ—সুখাভাবত্বপ্রকারক জ্ঞান। ঈশ্বরে ইহা নাই। জীবাত্মাই ইহার আশ্রয়।

বেদান্তমতে ইহার আশ্রয় অন্তঃকরণ, আত্মা নহে। আত্মাতে ইহা আরোপিত হয় মাত্র।

ইচ্ছা—অর্থাৎ কাম বা কামনা। ইহা তিন প্রকার হয়, যথা—ফলেচ্ছা, উপায়েচ্ছা ও চিকীর্ষা, অর্থাৎ করিবার ইচ্ছা। পুরুষের যাহা প্রয়োজন তাহাই এই ফল। ইহাও আবার মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। মুখ্যফল—সুখ ও দুঃখাভাব। গৌণফল—ভোজনাদি। সুখাদির ইচ্ছার প্রতি অন্যবিষয়ক ইচ্ছা কারণ হয় না; যেহেতু ইহা স্বাভাবিক। অন্যবিষয়ক ইচ্ছার অধীন যে ইচ্ছা, তাহার যে বিষয় তাহাই গৌণফল। ইহারাই মুখ্যফলের উপায়। যেহেতু উপায়ের ইচ্ছার প্রতি ফলের ইচ্ছাই কারণ। সেই ফলেচ্ছার প্রতি ফলের জ্ঞান কারণ। সুতরাং সুখ ও দুঃখাভাবের ইচ্ছার প্রতি তাহাদের জ্ঞান কারণ। ইচ্ছার যাহা বিষয়, সেই ইচ্ছার কারণ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানেরও তাহাই বিষয়। উপায়েচ্ছা নানা প্রকার, যথা—কাম, অভিলাষ, দয়া, বৈরাগ্য। এই উপায়েচ্ছার প্রতি "বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনতাজ্ঞানটী" কারণ। চিকীর্ষার প্রতি "কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান ও বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনতাজ্ঞান" কারণ হয়। অতএব ফলজ্ঞান, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান—এই অন্যতম কারণজন্য অথচ উপাদানপ্রত্যক্ষের অজন্য যে গুণ তাহাই ইচ্ছা। ইচ্ছার আশ্রয় আত্মা।

বেদান্তমতে ইহাও অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। আত্মার ধর্ম্ম নহে। ঈশ্বরের যে ইচ্ছা তাহা মায়াজন্য।

দ্বেষ—যখন কোন কিছু আমরা চাহি না, তখন সেই বিষয়ে দ্বেষবশতঃই চাহি না। দুঃখের উপায়ে এবং সুখাভাবের প্রতি এই দ্বেষ আমাদের আছে। দ্বেষের প্রতি বলবদনিষ্টসাধনত্বজ্ঞান কারণ, এবং ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রতিবন্ধক। ক্রোধ এক প্রকার দ্বেষ। ইহাও আত্মার গুণ।

বেদান্তমতে ইহাও অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। আত্মার ধর্ম্ম নহে।

যত্ন—অর্থ কৃতি। কোন কিছু করিতে ইচ্ছা হইবার পর যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি তাহাই যত্ন। যত্নের পর চেষ্টা হয়। চেষ্টা ও যত্ন এক নহে। উদ্যোগ বা আয়াসও যত্ন। হিতাহিত প্রাপ্তিপরিহারার্থা ক্রিয়াই চেষ্টা। এই যত্ন ত্রিবিধ যথা—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি।

প্রবৃত্তিরূপ যত্নের কারণ—চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান, ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান এবং সমবায়িকারণরূপ উপাদানের প্রত্যক্ষ। বলবদ্ অনিষ্টের অজনকজ্ঞানকেও কেহ কেহ কারণ বলেন।

মীমাংসকমতে বিধিকেও কারণ বলা হয়। কারণ, অনেক সময় কোন বিষয় উপকারী বলিয়া জানিলেও প্রবৃত্তি হয় না, এবং অহিতকারী বলিয়া জানিলেও নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু কেহ "কর" বা "করিও না" বলিলে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয়। এজন্য বিধিও একটী কারণ বলা হয়।

নিবৃত্তিরূপ যত্নের কারণ—বলবদনিষ্টের সাধনতাজ্ঞানজন্য যে দ্বেষ, তাদৃশ দ্বেষ। এই দ্বেষজন্য যে যত্ন তাহাই নিবৃত্তি।

মীমাংসকমতে নিষেধকেও কারণ বলা হয়। অবশিষ্ট কথা প্রবৃত্তিবৎ।

জীবনযোনি যত্ন—এই জীবনযোনিরূপ যত্নবশতঃ মানব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি করিয়া থাকে। ইহা যাবজ্জীবন শরীরবৃত্তি ও অতীন্দ্রিয় এবং শরীরে প্রাণসঞ্চারের কারণ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ইহা উৎপন্ন হয়।

সংস্কার—ইহা তিন প্রকার, যথা—বেগরূপসংস্কার, স্থিতিস্থাপকরূপ-সংস্কার এবং ভাবনানামক সংস্কার। সুতরাং বেগাদিত্রয়বৃত্তি অথচ গুণত্ব-ব্যাপ্য যে জাতিবিশেষ, তাহার আশ্রয়ই সংস্কার। ইহাদের মধ্যে—

বেগনামক সংস্কার—কেবল মূর্ত্তপদার্থে থাকে। ইহা আবার দুই প্রকার, যথা—কর্ম্মজন্য এবং বেগজন্য।

কর্ম্মজন্য বেগাখ্যসংস্কার, যথা—প্রথমতঃ শরীরাদিতে নোদনাদি-হেতুক কর্ম্ম জন্মে, সেই কর্ম্ম হইতে যখন বেগ হয়, তখন কর্ম্মজন্য-বেগাখ্যসংস্কার বলা হয়।

বেগজন্য বেগাখ্যসংস্কার, যথা—প্রথমতঃ অশ্বাদির চরণাদিতে বেগ জন্মে, পশ্চাৎ অশ্বাদিতে যখন বেগ হয়, তখন সেই বেগকে বেগজন্য বেগাখ্যসংস্কার বলা হয়।

স্থিতিস্থাপকাখ্যসংস্কার কেবল পৃথিবীতে থাকে। শাখাদিকে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে পূর্ব্বস্থানে গমন করে, তাহা এই স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কারবশতঃ হয়। ইহা অতীন্দ্রিয় এবং আকৃষ্ট শাখাদির স্পন্দনের হেতু।

ভাবনাখ্যসংস্কার—ইহা জীবমাত্রবৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। অর্থাৎ আত্ম-মাত্রবৃত্তি অথচ স্মরণের কারণ যে অতীন্দ্রিয় সংস্কার, তাহাই ভাবনাখ্য-সংস্কার। উপেক্ষা ভিন্ন যে নিশ্চয়জ্ঞান বা অনুভব, তাহাই ইহার কারণ। ইহা হইতে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানামক জ্ঞান জন্মে। এই স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি পূর্ব্বানুভব করণ, তজ্জন্য যে ভাবনাখ্যসংস্কার তাহা ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সংস্কার হইতে স্মৃতি জন্মিলে ইহার নাশ হয়। নব্যমতে স্মৃতি হইতেও সংস্কার জন্মে।

বেদান্তমতে ইহা স্মৃতি জন্মিলে নষ্ট হয় না। দৃঢ়তর ও দৃঢ়তম সংস্কার পৃথক্ সংস্কার। ইহারা বিলক্ষণ কারণ হইতে জন্মে, অথবা পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতেও জন্মে। মূলগ্রন্থে তৃতীয় মিথ্যাত্ব লক্ষণমধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অদৃষ্ট—বলিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুঝায়। ইহা জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার অপর নাম অপূর্ব্ব। ধর্ম্ম—বলিতে যাহা হইতে স্বর্গাদি বা সুখ হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে স্বর্গের সাধনী-ভূত শরীরাদিও জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বর্গাদির সাধন যে অদৃষ্ট তাহাই ধর্ম্ম। স্বর্গাদির প্রতি গঙ্গাস্নানাদি ও অশ্বমেধযাগাদি করণ এবং ধর্ম্মটী ব্যাপার হয়। ধর্ম্মের কীর্ত্তনাদি করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ইহা জীবাত্মারই গুণ। পরমাত্মা ধর্ম্মরহিত। যাগাদির ফল যখন বহুদিন পরে ফলে, তখন ইহার অস্তিত্ব অনুমান করিতেই হয়।

অধর্ম্ম—বলিতে যাহা নরকাদি সকল প্রকার দুঃখের কারণ, তাহাই

বুঝিতে হইবে। নিন্দিত কর্ম্মটী করণ এবং তজ্জন্য যে অধর্ম্ম তাহা ব্যাপার। নরকাদির সাধন যে অদৃষ্ট, তাহাই অধর্ম্ম। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা অধর্ম্মের নাশ হয়। প্রায়শ্চিত্ত অর্থ পাপের খ্যাপন, অনুতাপ, তীর্থভ্রমণ, দান ও দণ্ডাদি। ইহাও জীবাত্মারই গুণ। পরমাত্মা অধর্ম্ম-রহিত। ইহাও ধর্ম্মবৎ অনুমেয়।

এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বাসনাজন্য হয়, এজন্য জ্ঞানীর কৃত কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের জনক হয় না। বাসনা অর্থ—ভাবনাখ্য সংস্কার। এজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞান ও ভোগ কারণ হয়।

বেদান্তমতেও প্রায় এইরূপই বলা হয়।

এই গুণ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যেই থাকে। গুণত্বজাতি আবার সমবায় সম্বন্ধে গুণে থাকে। গুণের উপর গুণ থাকে না।

বেদান্তমতে গুণ, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। গুণের সঙ্গে গুণীর ভেদাভেদ সম্বন্ধ। তজ্জন্য মূলগ্রন্থ ১ম লক্ষণ ৪২ বাক্য ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইহাই হইল গুণ পরিচয়।

কর্ম্ম পরিচয়।

কর্ম্মের লক্ষণ ও বিভাগ ২২৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। তথাপি ইহার আর একটু বিশেষ পরিচয় এই—বেগবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান যে পদার্থবিশেষ, তাহাই কর্ম্ম; অথবা পঞ্চমক্ষণবৃত্তি ধ্বংসের প্রতিযোগী যে পদার্থ, তাহাই কর্ম্ম। যেহেতু প্রথমতঃ অভিঘাত কিংবা নোদনপ্রযুক্ত কর্ম্ম জন্মে, তৎপরে বিভাগ, তৎপরে পূর্ব্বসংযোগনাশ, তৎপরে উত্তরসংযোগ, তৎপরে কর্ম্মনাশ হয়। প্রত্যক্ষ কর্ম্মে প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অপ্রত্যক্ষ কর্ম্মে অনুমানাদি প্রমাণ।

বেদান্তমতে কর্ম্ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্যই থাকে। দ্রব্যের সহিত গুণের ন্যায় ইহার ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

সামান্য পরিচয়।

ইহারও বিষয় ২২৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। নিত্য হইয়া যাহা

অনেক সমবেত তাহাই জাতি। ইহা ত্রিবিধ, যথা—পরা, অপরা এবং পরাপরা। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনটীতে থাকে, যে সত্ত্বা তাহাই পর সামান্য বা পরা জাতি। কারণ, দ্রব্যবৃত্তি যেদ্রব্যত্বজাতি, গুণবৃত্তি যে গুণত্বজাতি এবং কর্ম্মবৃত্তি যে কর্ম্মত্বজাতি, সেই সকল জাতি অপেক্ষা ইহা বড় অর্থাৎ ব্যাপকজাতি। "দ্রব্য আছে" "গুণ আছে" "কর্ম্ম আছে"—এই প্রতীতিই উক্ত সত্ত্বাজাতির প্রমাণ। এই দ্রব্যত্ব জাতির অন্তর্গত আবার পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি জাতি থাকায়, আর সেই পৃথিবীত্বাদি জাতির অন্তর্গত আবার ঘটত্ব পটত্ব জাতি থাকায়, দ্রব্যত্বাদি ও পৃথিবীত্বাদি জাতিকে পরাপরা জাতি বলা যায়, এবং ঘটত্ব পটত্বাদি জাতি অপরা জাতি বলা যায়। নচেৎ সত্ত্বার তুলনায় দ্রব্যত্বজাতি অপরাজাতি, আবার দ্রব্যত্বের তুলনায় পৃথিবীত্ব অপরাজাতি এবং পৃথিবীত্বের তুলনায় ঘটত্ব অপরাজাতি। ঘটত্বের অপেক্ষা অপরাজাতি আর নাই। প্রত্যক্ষজাতির প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অপ্রত্যক্ষ জাতির অনুমানাদিই প্রমাণ।

বেদান্তমতে ইহাকে নিত্য বলা হয় না, এবং তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম থাকে। ইহার সঙ্গে জাতিবিশিষ্টের গুণাদির ন্যায় ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

উপাধির পরিচয়।

যাহা নিত্য অথচ অনেক সমবেত নহে বা অনুগত ধর্ম্মমাত্র, তাহাই উপাধি। ইহা নিত্য ও অনিত্য উভয়ই হইতে পারে। দ্রব্যত্ব পৃথিবীত্ব ঘটত্বাদি জাতি, কিন্তু আকাশত্ব, দিক্ত্ব, কালত্ব প্রভৃতি উপাধি। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব—ইহারা উপাধি।

জাতির বাধক।

জাতির বাধক ছয়টী, যথা—১। ব্যক্তির অভেদ, ২। তুল্যত্ব, ৩। সংকর, ৪। অবনবস্থা, ৫। রূপহানি এবং ৬। অসম্বন্ধ। ইহা থাকিলে কোন ধর্ম্মবিশেষকে আর জাতি বলা যায় না।

১। ব্যক্তির অভেদ বলিতে নিজের আশ্রয়ব্যক্তির ঐক্য। যেমন আকাশত্ব। ইহার আশ্রয়ব্যক্তি একই হয়।

২। তুল্যত্ব বলিতে অন্যূনানতিরিক্তব্যক্তিকত্ব। যেমন ঘটত্ব ও কলসত্ব ভিন্ন জাতি নহে।

৩। সঙ্কর বলিতে পরস্পর অত্যন্তাভাবসমানাধিকবণ ধর্ম্মদ্বয়ের একত্র সমাবেশ। যেমন—ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব জাতি নহে। ভূতত্ব থাকে—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুদ্ ও ব্যোমে, এবং মূর্ত্তত্ব থাকে—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুদ্ ও মনে। ব্যোমে মূর্ত্তত্ব থাকে না, মনেও ভূতত্ব থাকে না। এজন্য ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব পরস্পরের অত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ হয়, আর তজ্জন্য সঙ্কর দোষ হওয়ায় ভূতত্ব কিংবা মূর্ত্তত্ব জাতি হইল না।

৪। অনবস্থা বলিতে যাহার শেষ নাই। যেমন জাতির জাতিত্ব জাতি নহে।

৫। রূপহানি বলিতে নিজের ব্যাবর্ত্তকত্বাত্মক রূপের হানি। যেমন বিশেষের বিশেষত্ব জাতি নহে।

৬। অসম্বন্ধ বলিতে অসমবেত। যেমন অভাবের অভাবত্ব জাতি নহে। কারণ, অভাবত্ব ধর্ম্ম অভাবের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, পরন্তু স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে।

বেদান্তমতে এবিষয়ে মতভেদ নাই।

বিশেষের পরিচয়।

ইহার বিষয় ২২৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। নিত্য বিভু, অর্থাৎ—আত্মা আকাশাদি ও নিত্য পরমাণু সমুহের মধ্যে পরস্পরের ভেদের জন্য এই বিশেষ স্বীকার করা হয়। সংক্ষেপে ইহার লক্ষণ "জাতিজাতিমদ্‌ভিন্ন হইয়া, সমবেত যে, পদার্থ তাহাই বিশেষ। ইহা যোগীদিগের প্রত্যক্ষ হয় বলা হয়।

বেদান্তমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। কারণ বস্তুর স্বরূপদ্বারাই ইহার উপপত্তি হয়।

সমবায় পরিচয়।

ইহার বিষয় ২২৫ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। অবয়বে অবয়বীর, গুণবানে গুণের, ক্রিয়াবানে ক্রিয়ার নিত্যদ্রব্যে বিশেষ পদার্থের এবং দ্রব্যগুণ ও কর্ম্মে জাতির যে সম্বন্ধ তাহাই সমবায় সম্বন্ধ। নিত্য অথচ বিশেষণতাসম্বন্ধ ভিন্ন যে বৃত্তিনিয়ামক এক সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়। "এই কপালে ঘট আছে, এই ঘটে ঘটত্ব আছে, এই দ্রব্যে গুণ আছে" ইত্যাদি প্রতীতিই সমবায়ের প্রমাণ। সমবায় সম্বন্ধ এক হইলে বায়ুতে স্পর্শের সমবায় আছে, এবং তেজে রূপের সমবায় আছে বলিয়া বায়ুতে রূপের প্রত্যক্ষ হইবে না কেন, এরূপ বলা যায় না। কারণ, বায়ুতে রূপ নাই বলিয়া বায়ুতে রূপবত্তাজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বায়ুতে কেবল সমবায় থাকিলেও রূপের সমবায় নাই।

বেদান্তমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। ইহার স্থলে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। আর সমবায় স্বীকার না করায় ফলতঃ ন্যায়মতের পদার্থবিভাগও স্বীকার করা হয় না। ব্যবহারসম্পাদনের জন্য উহার উপযোগিতা স্বীকার্য্য মাত্র। সমবায় অস্বীকারে যুক্তি বহুর মধ্যে একটী যথা—

সমবায়টী সমবায়িদ্বয় হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন? ভিন্ন বলিলে সমবায় কোন্ সম্বন্ধে সমবায়িতে থাকে? সংযোগসম্বন্ধে থাকিতে পারে না; কারণ, সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যই থাকে। সমবায় সম্বন্ধেও থাকিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হয়। স্বরূপসম্বন্ধ অপ্রামাণিক বলিয়া অন্যসম্বন্ধেও থাকিতে পারে না। ইত্যাদি বহু কথাই আছে, শাঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্রে দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধের পরিচয়।

সমবায়টী ন্যায়মতে একটী সম্বন্ধ বিশেষ। সমবায় ভিন্ন এই সম্বন্ধ নানারূপ হইয়া থাকে। যেমন সংযোগ একটী সম্বন্ধ, ইহা কিন্তু গুণ। ইহার কথা বলা হইয়াছে। তদ্রূপ—

বিশেষণতা একটী সম্বন্ধ। ইহা আবার দৈশিক, দিক্‌কৃত ও কালিকভেদে ত্রিবিধ। দৈশিকবিশেষণতা আবার দুই প্রকার, যথা— অভাবীয় বিশেষণতা ও স্বরূপ বিশেষণতা।

অভাবীয় বিশেষণতা সম্বন্ধে অভাব পদার্থ টী থাকে।

স্বরূপবিশেষণতা সম্বন্ধে গগণত্বাদি গগনাদিতে থাকে।

দিক্‌কৃত বিশেষণতাসম্বন্ধে সকল বস্তু দিকে থাকে।

কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে সকল বস্তু কালে থাকে।

তাদাত্ম্য ও একটী সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধে নিজে নিজের উপর থাকে।

বেদান্তমতে বিশেষণতা সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না। কারণ, সম্বন্ধ যেমন দুইটীতে থাকে, ইহা সেরূপ নহে, কিন্তু ইহা একটীতেই থাকে। তাহার পর যাহা বিশেষণ হয়, তাহা অন্য কোন সম্বন্ধেই বিশেষ্যের উপর থাকে; যেমন দণ্ড দণ্ডীর বিশেষণ, উহা সংযোগ সম্বন্ধে দণ্ডীপুরুষে থাকে। এইরূপ বিশেষণটী কোন না কোন একটী সম্বন্ধেই থাকে। আর তজ্জন্য বিশেষণতা একটী সম্বন্ধ নহে।

বৃত্তিনিয়ামক এবং বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ।

যে সম্বন্ধে থাকা কল্পিত নহে, সেই সম্বন্ধের নাম বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ। যেমন সংযোগ, সমবায় এবং স্বরূপ।

যে সম্বন্ধে থাকা কল্পিত তাহাকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ বলে। যেমন তাদাত্ম্য। কারণ, নিজে কখন নিজের উপর থাকে না।

সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর পরিচয়।

যে সম্বন্ধে যে থাকে, সে সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং যাহাতে থাকে, তাহা অনুযোগী। এই প্রতিযোগী ও অনুযোগীর যাহা ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মটী সেই প্রতিযোগীর ধর্ম্ম যে প্রতিযোগিতা তাহার এবং সেই অনুযোগীর ধর্ম্ম যে অনুযোগিতা তাহার অবচ্ছেদক হয়, যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতলে আছে, এখানে ঘট প্রতিযোগী আর ভূতল অনুযোগী। আর—ঘটত্ব সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, ভূতলত্ব অনুযোগিতার অবচ্ছেদক। তদ্রূপ সংযোগ সম্বন্ধটীও উক্ত অনুযোগিতা ও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক।

অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতার পরিচয়।

কোন অবচ্ছেদকের সহিত যে ধর্ম্ম থাকে তাহা সেই অবচ্ছেদকের

ধর্ম্ম যে অবচ্ছেদকতা, তাহার অবচ্ছেদক হয়। স্থূল কথায়—বিশেষণ হয় অবচ্ছেদক এবং বিশেষণের যে বিশেষণ তাহা অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়। যেমন "নীলঘটবদ্ আর্দ্র ভূতলম্" স্থলে ঘটত্ব যেমন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক এবং ভূতলত্ব ভূতলনিষ্ঠ অনুযোগিতার অবচ্ছেদক, তদ্রূপ নীলত্বটী ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অবচ্ছেদক। আর আর্দ্রত্বটী ভূতলনিষ্ঠ অনুযোগিতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক।

অধিকরণতার বা আধারতা ও আধেয়তার পরিচয়।

যে থাকে তাহা আধেয়, আর যাহাতে থাকে তাহা আধার বা অধিকরণ। আধেয়ের যে ধর্ম্ম তাহা আধেয়তা, এবং আধার বা অধিকরণের যে ধর্ম্ম তাহা আধারতা বা অধিকরণতা। উক্ত "ঘটবদ্ ভূতলম্" স্থলে ঘটত্বটী আধেয়তাবচ্ছেদক এবং ভূতলত্বটী আধারতা বা অধিকরণতার অবচ্ছেদক। তদ্রূপ "নীলঘটবদ্ আর্দ্রভূতলম্" স্থলে নীলত্বটী ঘটনিষ্ঠ আধেয়তাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক এবং আর্দ্রত্বটী ভূতলনিষ্ঠ আধারতা বা অধিকরণতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বলা হয়।

বিশেষ্যতা, প্রকারতা, ধর্ম্মতা প্রভৃতির পরিচয়।

এইরূপ প্রকারের ধর্ম্মপ্রকারতা, বিশেষ্যের ধর্ম্ম বিশেষ্যতা, ধর্ম্মীর ধর্ম্ম ধর্ম্মিতা, বিশেষণের ধর্ম্ম বিশেষণতা বলা হয়। প্রকারাদির বিশেষণ থাকিলে সেই বিশেষণের ধর্ম্মগুলি উক্ত প্রকারতাদির অবচ্ছেদক হয়, এবং সেই অবচ্ছেদকের আবার অবচ্ছেদক থাকিতে পারে। বিশেষণকে প্রকার বলে। বিশেষ্যকে ধর্ম্মী বলে। যাহার বিষয় বলা হয় তাহাকে উদ্দেশ্য বলে, যাহা বলা হয় তাহাকে বিধেয় বলে, জ্ঞানের যাহা জ্ঞেয় তাহাকে বিষয় বলে, জ্ঞানকে বিষয়ী বলে। আর ইহাদের বিশেষণগুলির যে ধর্ম্ম তাহারা উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক, বিধেয়তাবচ্ছেদক, বিষয়তাবচ্ছেদক বা বিষয়িতাবচ্ছেদক নামে অভিহিত হয়।

অভাবের পরিচয়।

অভাবের বিষয় ২২৫ পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। এস্থলে আর একটু বিশেষভাবে বলা যাইতেছে। যাহা ভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন তাহাই অভাব, সেই অভাব দুই প্রকার যথা—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

প্রভাকর মীমাংসকের মতে ভাবান্তরই অভাব। অভাব কোন পদার্থ নহে।

সংসর্গাভাব পরিচয় ও বিভাগ।

সংসর্গাভাব বলিতে প্রাগভাব ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব বুঝায়। যে অভাবের প্রতিযোগিতা ভেদসম্বন্ধে অর্থাৎ তাদাত্ম্যভিন্ন সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন বা পরিচিত হয়, তাহাই সংসর্গাভাব।

প্রাগভাব পরিচয়।

প্রাগভাব—প্রতিযোগীর জন্ম হইলে যে অভাবের নাশ হয়, তাহা প্রাগভাব। ইহা অনাদি কিন্তু সান্ত। "এই কপালে ঘট হইবে", এই প্রতীতি ইহার প্রমাণ। এই ঘটপ্রাগভাবের অধিকরণ কপাল।

ধ্বংস পরিচয়।

ধ্বংস—প্রতিযোগীর নাশরূপ যে অভাব তাহাই ধ্বংস। ইহা জন্য কিন্তু অনন্ত। "এই কপালে ঘট নষ্ট হইয়াছে"—এই প্রতীতি ইহার প্রমাণ। এই ঘটধ্বংসের অধিকরণ কপাল।

অত্যন্তাভাব পরিচয়।

অত্যন্তাভাব—ত্রৈকালিক সংসর্গানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবই অত্যন্তাভাব। "এই ভূতলে ঘট নাই" এইরূপ প্রতীতিই ইহার প্রমাণ। এই ঘটাভাবের অধিকরণ ভূতলাদি।

সাময়িকাভাব পরিচয়।

প্রাচীনমতে "ভূতলে ঘট নাই" ইহা সাময়িক অত্যন্তাভাব। কারণ, ভূতলে ঘট আনিলে ভূতলে ঘট থাকে, আর ঘট অপসরণের পূর্ব্বে ভূতলে ঘট ছিল—দেখা যায়। এজন্য বায়ুতে যে রূপাভাব, তাহাই প্রকৃত অত্যন্তাভাব। যেহেতু বায়ুতে রূপ ছিল না, নাই এবং থাকিবেও না।

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী।

প্রাচীনমতে ঘটাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তিন প্রকার, যথা—ঘট, ঘটধ্বংস ও ঘটপ্রাগভাব। নবীনমতে কেবল ঘটই প্রতিযোগী। প্রাচীনমতে ঘটের অত্যন্তাভাবের জ্ঞানের প্রতি যেমন ঘটবত্ত্বজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রূপ ঘটধ্বংস ও ঘটপ্রাগভাবও প্রতিবন্ধক হয়। এজন্য ঘট, ঘটধ্বংস ও ঘটপ্রাগভাব এই তিনটীই প্রতিযোগী বলা হয়।

অভাবের স্বরূপ।

ভাবভিন্নত্বই অভাবের স্বরূপ। অর্থাৎ যাহা নিষেধবুদ্ধির বিষয় তাহাই অভাব। প্রাভাকরমতে যে অভাব যেখানে থাকে, সেই অভাব সেই অধিকরণেরই স্বরূপ হয় বলিয়া, অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলা হয় না, কিন্তু তাহা উচিত নহে। কারণ, নানা অধিকরণের স্বরূপ কল্পনা অপেক্ষা অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করায় লাঘব হয় বলিয়া এবং আধার আধেয়ভাবের উপপত্তির জন্যও অভাব অতিরিক্তই বলা হয়।

অন্যোন্যাভাবের পরিচয়।

অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বলিতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুঝায়। যেমন "ঘট পট নয়" বলিলে বুঝায়। ঘটভেদ পটে থাকে, আর পটভেদ ঘটে থাকে। আর তজ্জন্য পটভেদই ঘটস্বরূপও নহে। পটভেদ ও ঘট পৃথক্। উহারা একত্র থাকে বটে, কিন্তু পৃথক্।

অভাবপ্রত্যক্ষে সহকারি কারণ।

অভাবের প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি সহকারি কারণ এবং ইন্দ্রিয়াদি করণ হইয়া থাকে। ইহা না থাকিলে অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না।

ভট্ট, মীমাংসক বা বেদান্তমতে ইহা অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য, ইন্দ্রিয়াদি সহকারিকারণ। কেহ বলেন অভাব অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য হইলেও প্রত্যক্ষই হয়।

অভাবের বহুত্বের হেতু।

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক এবং আরোপ্য সংসর্গের ভেদপ্রযুক্ত এক প্রতিযোগিক অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাবও বহু হইয়া থাকে।

কেবলাভাব ও বিশিষ্টাভাব ইত্যাদি প্রকার ভেদ।

"ঘটাভাব" বলিলে যে অভাব বুঝায় তাহা কেবলাভাব। এখানে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুঝায়। ইহার অন্য নাম সামান্যা-ভাব। "নীলঘটাভাব" বলিলে—বিশিষ্টাভাব বুঝায়। ইহাতে কিন্তু ঘটাভাবকেবুঝায় না; যেহেতু ঘটাভাবটী এস্থলে সামান্যাভাব। কারণ, "নীলঘটো নাস্তি" বলিলে রক্ত ঘটের নিষেধ হয় না। সামান্যাভাব বিশিষ্টাভাব হইতে অতিরিক্ত। এখানে ঘটত্ব—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং নীলত্ব—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক।

বিশিষ্টাভাবের নিষেধের অর্থ।

বিশিষ্টাভাবস্থলে অর্থাৎ বিশিষ্টের নিষেধ করিলে বিশেষ্য বাধা থাকিলে বিশেষণেরই অভাব বুঝায়, নচেৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই নিষেধ বুঝায়। বস্তুতঃ, বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব হয়, বিশেষণা-ভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব হয়, এবং উভয়ের অভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব হয়।

সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাব পরিচয়।

যে ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে, সেখানে সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই বলা যায়,—এরূপ স্থলে সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাব বুঝায়। অন্যোন্যাভাব সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অন্যতরাভাব ও উভয়াভাব পরিচয়।

"ঘটো বা পটো নাস্তি" বলিলে অন্যতরাভাব বুঝায়। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব বা পটত্ব বা অন্যতরত্ব।

"ঘটপটোভয়ং নাস্তি" বলিলে উভয়াভাব বুঝায়। ইহার প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, পটত্ব এবং উভয়ত্ব—এই তিনটীই হয়।

সমানাধিকরণ এবং ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব।

ঘটত্বরূপে ঘট থাকে না বা থাকে—ইহাই সাধারণতঃ বলা হয়। পটত্ব বা মঠত্বরূপে ঘট কখনই থাকে না। কিন্তু "পটত্বরূপে ঘট নাই" বলিলে ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বলা হয়। কারণ

পটত্বের অধিকরণই পট, আর পটত্বের ব্যধিকরণ হয় ঘট। ন্যায়মতে ইহা স্বীকার করা হয় না। তন্মতে "ঘটত্বেন পটো নাস্তি" বলিলে "পটে ঘটত্বং নাস্তি" ইহাই বুঝায়।

আর যদি ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাহা কেবলান্বয়ী হয়, অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্থায়ী হয়। অর্থাৎ যেখানে ঘট থাকে সেখানেও তাহা থাকে। কিন্তু "ঘটত্বেন ঘট" যেখানে থাকে সেখানে "ঘটত্বেন ঘটাভাব" থাকে না।

ঘটত্বেন ঘটাভাব অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকে সমানাধিকরণ অভাব বলা হয়। সমানাধিকরণ অভাব প্রতিযোগিসত্তার বিরোধী, কিন্তু ব্যধিকরণ অভাব প্রতিযোগীর সত্তার বিরোধী নহে।

অভাবের অভাবের পরিচয়।

অভাবের অভাব ভাবই হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগী যে ভাব, সেই ভাবস্বরূপই হয়। অতিরিক্ত নহে, কারণ অনবস্থাদোষ হয়। যেমন ঘটাভাবাভাব—ঘটস্বরূপ। ধ্বংসের প্রাগভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ, যেহেতু ঘটধ্বংসের পূর্ব্বে ঘটই থাকে। আর প্রাগভাবের ধ্বংসও প্রতিযোগীর স্বরূপই হয়, যেহেতু প্রাগভাব নষ্ট হইয়াই ঘট উৎপন্ন হয়।

নবীনমতে অভাবের অভাব ভাবই নহে, কিন্তু অতিরিক্ত অভাব-স্বরূপ। তৃতীয় অভাবটী প্রথম অভাবের স্বরূপ হয়। যেমন ঘটাভাবা-ভাব ঘটস্বরূপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত। আর ঘটাভাবাভাবাভাবটী ঘটাভাবের স্বরূপ।

ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব ভিন্ন নহে। যেমন ঘটভেদ ও ঘটত্বাত্যন্তাভাব অভিন্ন। ধ্বংসের প্রাগভাব ধ্বংসের প্রতিযোগীর স্বরূপ। যেমন ঘটধ্বংসের পূর্ব্বের অভাব ঘটস্বরূপ। প্রাগভাবের ধ্বংস প্রাগভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপ। যেমন ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংস ঘটস্বরূপ।

অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগী।

সম্বন্ধের প্রতিযোগীও অনুযোগীর ন্যায় "যাহার অভাব" তাহা প্রতিযোগী; কিন্তু অভাব যেখানে থাকে তাহাই অনুযোগী। প্রতি-যোগিতা বা অনুযোগিতার সহিত একত্রাবস্থিত ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক বা অনুযোগিতাবচ্ছেদক হয়। অবশিষ্ট কথা সম্বন্ধের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

বেদান্তমতে অভাবের বিভাগাদি ন্যায়মতানুরূপই। তবে যাহা বিশেষ তাহা এই—

ধ্বংস নিত্য নহে; কারণ, তাহার অধিকরণ যে কপাল তাহার নাশে ধ্বংসেরও নাশ হয়—বলা হয়। আর ঘটধ্বংসের ধ্বংস হইলে ঘট হইতে পারে না; কারণ, সে ধ্বংসেরও প্রতিযোগী ঘটই হয়। ইহা না মানিলে ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংসাত্মক ঘটের বিনাশে প্রাগভাবের পুনরাবির্ভাব হইবে।

অন্যোন্যাভাবটী ভেদরূপ বা পৃথক্ত্বরূপ। পৃথকত্ব গুণ নহে। ইহার অধিকরণ সাদি হইলে ইহা সাদি, যেমন ঘটে পটভেদ, আর অধিকরণ অনাদি হইলে ইহা অনাদি, যেমন জীবে ব্রহ্মভেদ বা ব্রহ্মে জীবভেদ। এই দ্বিবিধ ভেদই ধ্বংসপ্রতিযোগিকই হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে অবিদ্যাপরতন্ত্রসমূহের নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

অন্যরূপে এই ভেদ দ্বিবিধ, যথা—সোপাধিক ও নিরুপাধিক। তন্মধ্যে উপাধিসত্তার ব্যাপ্যসত্তাকত্ব সোপাধিক, আর তাহা না থাকিলে নিরুপাধিক।

সোপাধিকভেদ বলিতে উপাধিসত্তার ব্যাপ্য যে সত্তা, তাদৃশ সত্তাকত্ব বুঝায়। যেমন একই আকাশের ঘটাদি উপাধিভেদে ভেদ হয়। অথবা এক সূর্য্যের জলপাত্রভেদে ভেদ, বা এক ব্রহ্মের অন্তঃকরণভেদে ভেদ।

নিরুপাধিকভেদ বলিতে তৎশূন্যত্ব বুঝায়। যেমন ঘটে পটভেদ।

ইহাই হইল পদার্থ পরিচয়, এক্ষণে ইহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বিষয়টী আলোচ্য। ইহা হইলেই আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইতে পারিবে। যেহেতু আত্মজ্ঞানের জন্যই এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। অভ্যুদয় তাহার আনুসঙ্গিক ফল।

পদার্থপ্রভৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য পরিচয়।

পদার্থ ও তাহার সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যজ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, ইহা মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন। তদনুসারে পদার্থপরিচয়ের দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করা হইল, এক্ষণে তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সাতটী পদার্থের সাধর্ম্ম্য—জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, বস্তুত্ব এবং অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি। এই ধর্ম্মগুলি কেবলান্বয়ী, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বত্রস্থায়ী। জ্ঞেয়ত্ব অর্থ—জ্ঞানবিষয়ত্ব, বাচ্যত্ব অর্থ—ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব অর্থ—প্রমাজ্ঞানের বিষয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব অর্থ—অভিধারূপ শক্তির বিষয়ত্ব। ইহাদের বৈধর্ম্ম্য নাই।

ভাবত্ব, অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টীর সাধর্ম্ম্য—ভাবত্ব, অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব। সমবায়িত্ব অর্থ সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমানত্ব। আর তজ্জন্য অভাবত্ব, একত্ব ও অসমবায়িত্ব ইহাদের বৈধর্ম্ম্য।

সত্তাবত্ব।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনটীর সাধর্ম্ম্য—সত্তাবত্ব বা সত্তাশ্রয়ত্ব। অর্থাৎ ইহাতে সত্তানামক পরসামান্যটী সমবায়সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং ইহাদের বৈধর্ম্ম্য অসত্তাবত্ব। "দ্রব্য আছে" "গুণ আছে" "কর্ম্ম আছে" বলিলে সত্তা জাতি ইহাদের উপর সমবায়সম্বন্ধে থাকে বুঝায়। অতএব "সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব আছে বলিলে" দ্রব্যাদির ন্যায় আছে বুঝায় না। কারণ, ইহাদের সত্তাজাতি নাই। সামান্যাদিকে স্বরূপ-সম্বন্ধে "আছে" বলা হয়।

নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই ছয়টীর সাধর্ম্ম্য নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব। সুতরাং বৈধর্ম্ম্য সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব।

সামান্যরহিতত্ব।

সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই চারিটীর সাধর্ম্ম্য সামান্য-রহিতত্ব। সুতরাং সামান্যবত্ত্ব ইহাদের বৈধর্ম্ম্য।

কারণত্ব।

পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ ভিন্ন সমস্ত পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য—কারণত্ব। অর্থাৎ উহারাই কারণপদবাচ্য হয়। সুতরাং বৈধর্ম্ম্য—কারণহীনত্ব। পারিমাণ্ডল্যটী কাহারও কারণ হয় না। দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ—পরমাণুর পরিমাণ নহে, কিন্তু পরমাণুর সংখ্যাই তাহার কারণ। কিন্তু বিষয় জ্ঞানের কারণ হয় বলিয়া সেই অর্থে সকল পদার্থেরই সাধর্ম্ম্য "কারণতা" হয়। পারিমাণ্ডল্যভিন্ন পদার্থের যে কারণতা তাহা জ্ঞানের কারণতাভিন্ন কারণতা বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যপদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য সমবায়িকারণত্ব।

দ্রব্যমাত্রের সাধর্ম্ম্য—সমবায়িকারণত্ব এবং বৈধর্ম্ম্য অসমবায়িকারণত্ব। অর্থাৎ দ্রব্যই কেবল সমবায়সম্বন্ধে কারণ হয়। অথবা দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়, অসমবায়িকারণ হয় না।

অসমবায়িকারণত্ব।

গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য—অসমবায়িকারণত্ব। বৈধর্ম্ম্য—সমবায়িকারণত্ব। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্ম অসমবায়িকারণই হয়, সমবায়িকারণ হয় না।

আশ্রিতত্ব।

নিত্য দ্রব্য ভিন্ন পদার্থের, অর্থাৎ জন্য অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য—আশ্রিতত্ব। অর্থাৎ নিত্য দ্রব্য কাহারও আশ্রিত হয় না, কিন্তু আশ্রয় হয়। সুতরাং অনিত্য পদার্থের বৈধর্ম্ম্য অনাশ্রিতত্ব। এই আশ্রিতত্ব সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। নচেৎ নিত্যদ্রব্যেও কালিকাদি সম্বন্ধে কালাদির আশ্রিতত্ব থাকে।

নিত্যত্ব।

পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা—ইহাদের সাধর্ম্ম্য নিত্যত্ব, সুতরাং বৈধর্ম্ম্য অনিত্যত্ব। 'নিত্য দ্রব্যভিন্ন' সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অত্যন্তাভাবও নিত্য।

অনিত্যত্ব।

কার্য্য বা জন্য দ্রব্যমাত্রেরই সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্ব এবং বৈধর্ম্ম্য নিত্যত্ব। অভাব পদার্থের মধ্যে ধ্বংস এবং প্রাগভাবও অনিত্য।

পরত্ব, অপরত্ব, মূর্ত্তত্ব, ক্রিয়াশ্রয়ত্ব ও বেগাশ্রয়ত্ব।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন—এই পঞ্চ দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য—পরত্ব, অপরত্ব, মূর্ত্তত্ব, ক্রিয়াশ্রয়ত্ব ও বেগাশ্রয়ত্ব। সুতরাং ইহাদের বিপরীত-গুলি বৈধর্ম্ম্য।

বিভুত্ব ও পরমমহত্ত্ব।

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা—এই চারি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য বিভুত্ব অর্থাৎ সর্ব্বগতত্ব এবং পরমমহত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণামবত্ত্ব। সুতরাং ইহাদের বিপরীতগুলি বৈধর্ম্ম্য।

ভূতত্ব।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের সাধর্ম্ম্য ভূতত্ব। যাহা আত্মভিন্ন হইয়া বিশেষ গুণের আশ্রয় তাহাই ভূত। সুতরাং ভূতত্বহীনত্ব ইহাদের বৈধর্ম্ম্য ; অথবা অপর দ্রব্যগুলি ভূত নহে।

স্পর্শবত্ত্ব ও দ্রব্যারম্ভকত্ব।

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ ও মরুতের সাধর্ম্ম্য স্পর্শবত্ত্ব এবং দ্রব্যারম্ভকত্ব। দ্রব্যারম্ভকত্ব অর্থ—যাহার দ্বারা দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহাদের বিপরীত ধর্ম্মগুলি ক্ষিত্যাদির বৈধর্ম্ম্য।

অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষগুণাশ্রয়ত্ব ও ক্ষণিকবিশেষগুণাশ্রয়ত্ব।

আকাশ ও জীবাত্মার সাধর্ম্ম্য—অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণাশ্রয়ত্ব ও ক্ষণিকবিশেষগুণাশ্রয়ত্ব। যাহার একদেশাবচ্ছেদে উৎপত্তি ও অন্য-দেশাবচ্ছেদে অভাব, তাহাই অব্যাপ্যবৃত্তি। আর যাহার তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস তাহাই ক্ষণিক। উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের বিপরীত অর্থাৎ অক্ষণিক এবং ব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণরূপ ধর্ম্মদ্বয়, সুতরাং আকাশ ও আত্মার বৈধর্ম্ম্য।

ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ও অক্ষণিকত্ব।

পৃথিবী অপ্ তেজঃ ও মরুতের সাধর্ম্ম্য—ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ও অক্ষণিকত্ব। বৈধর্ম্ম্য পূর্ব্ববৎ বুঝিতে হইবে।

রূপবত্ত্ব, দ্রব্যত্ববত্ত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব।

পৃথিবী অপ্ ও তেজের সাধর্ম্ম্য—রূপত্ব, দ্রব্যত্ববত্ত্ব এবং প্রত্যক্ষত্ব। বৈধর্ম্ম্য পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়।

গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব।

পৃথিবী ও অপের সাধর্ম্ম্য—গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব। বৈধর্ম্ম্য পূর্ব্ববৎ।

নৈমিত্তিক দ্রবত্ব।

পৃথিবী ও তেজের সাধর্ম্ম্য—নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। বৈধর্ম্ম্য পূর্ব্ববৎ।

পৃথিবী, অপ, তেজঃ, মরুদ্, ব্যোম ও আত্মার সাধর্ম্ম্য—বিশেষগুণাশ্রয়ত্ব। বৈধর্ম্ম্য পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়। সুতরাং বিশেষগুণের আশ্রয় আর অন্য দ্রব্য নহে।

দ্রব্যবিশেষের গুণবিশেষ।

কোন্ দ্রব্যের কি কি গুণ ইহা নির্ণয় করিতে পারিলেও প্রকারান্তরে দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য নির্ণীত হইতে পারে। এজন্য এক্ষণে কোন্ দ্রব্যের কি কি গুণ, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

পৃথিবীর গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—এই চারিটী বিশেষগুণ এবং সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব গুরুত্ব নৈমিত্তিকদ্রব্যত্ব বেগ ও স্থিতিস্থাপকাখ্য-সংস্কার এই দশটী সামান্যগুণ, উভয়ে ১৪টী।

জলের গুণ—উক্ত চতুর্দ্দশটী, তবে গন্ধ বাদ দিতে হইবে ও স্নেহের গ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ ১৪টী। ইহার বিশেষ-গুণ সুতরাং রূপ, রস, স্পর্শ ও স্নেহ ও স্বাভাবিক দ্রবত্ব—এই পাঁচটী, এবং অবশিষ্ট সামান্যগুণ।

তেজের গুণ—রূপ ও স্পর্শ এই দুইটী বিশেষগুণ এবং সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব দ্রবত্ব ও বেগাখ্য-সংস্কার—এই নয়টী সামান্যগুণ, উভয়ে—১১টী।

বায়ুর গুণ—স্পর্শ এটী বিশেষগুণ এবং সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব ও সংস্কার এই আটটী সামান্যগুণ ; উভয়ে—৯টী।

আকাশের গুণ—শব্দটী বিশেষগুণ ও সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটী সামান্যগুণ ; উভয়ে—৬টী।

কালের গুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই ৫টী সামান্যগুণ।

দিকের গুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই ৫টী।

জীবাত্মার গুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ বিভাগ এ পাঁচটী সামান্যগুণ এবং বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার—এই নয়টী বিশেষ-গুণ ; উভয়ে ১৪টী।

ঈশ্বরের গুণ—বুদ্ধি ইচ্ছা প্রযত্ন—এই তিনটী বিশেষগুণ এবং সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটী সামান্য-গুণ ; উভয়ে—৮টী।

মনের গুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব ও অপরত্ব ও সংস্কার—এই ৮টী সামান্যগুণ। ইহার বিশেষগুণ নাই।

গুণের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।

বিশেষ গুণ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ স্নেহ সাংসিদ্ধিক-দ্রব্যত্ব শব্দ বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং ভাবনাখ্য সংস্কার—এই ১৬টী ; সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্ম্য বিশেষগুণত্ব।

সামান্যগুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব গুরুত্ব নৈমিত্তিক-দ্রব্যত্ব, বেগ ও স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কার —এই ১০টী; সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্ম্য সামান্যগুণত্ব।

নিত্যগুণ—জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুতে বৃত্তি বিশেষগুণ অর্থাৎ রূপ, রস, স্নেহ স্পর্শ ও সাংসিদ্ধিক দ্রব্যত্ব, এবং ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ুর পরমাণুতে বৃত্তি স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কার, বিভুর অর্থাৎ দিক্ কাল ও আত্মার এবং পরমাণুর —একত্ব পরিমাণ ও পৃথকৃত্ব এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞান ও কৃতি। অর্থাৎ এই সকল গুণের সাধর্ম্ম্য নিত্যত্ব।

অপ্রত্যক্ষগুণ—গুরুত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং ভাবনা ও স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কার, পরমাণু ও দ্ব্যণুকবৃত্তি গুণ, অতীন্দ্রিয় সামান্য-গুণ এবং ত্রসরেণুর রূপ ভিন্ন অন্য অতীন্দ্রিয় গুণ। ইহাদের সাধর্ম্ম্য সুতরাং অপ্রত্যক্ষত্ব।

প্রত্যক্ষগুণ—উক্ত অপ্রত্যক্ষ গুণ ভিন্ন গুণগুলি।

মূর্ত্তগুণ—রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগাখ্য সংস্কার। সুতরাং মূর্ত্তগুণত্ব ইহাদের সাধর্ম্ম্য।

অমূর্ত্তগুণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট, ভাবনাখ্য সংস্কার, শব্দ বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ ও যত্ন। সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্ম্য অমূর্ত্তগুণত্ব।

মূর্ত্তামূর্ত্তগুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকৃত্ব সংযোগ ও বিভাগ। অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের গুণ। সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্ম্য—মূর্ত্তামূর্ত্তগুণত্ব।

উভয়াশ্রিতগুণ—সংযোগ বিভাগ দ্বিত্বাদি সংখ্যা ও দ্বিপৃথকৃত্ব। সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্ম্য—উভয়াশ্রিতগুণত্ব।

একাশ্রিতগুণ—অবশিষ্ট গুণগুলি।

দ্বি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ—ইহারা দুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। অর্থাৎ চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের বিষয়।

বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা একএকটী পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যগুণ। যথা—রূপ চক্ষুর, রস রসনার, গন্ধ ঘ্রাণের, স্পর্শ ত্বকের এবং শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়।

কারণগুণ হইতে অনুৎপন্নগুণ—বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম ভাবনাখ্য সংস্কার ও শব্দ। যেহেতু সমবায়িকারণের গুণ হইতে কার্য্যের গুণের উৎপত্তি হয়। যেমন ঘটের রূপ তাহার সমবায়িকারণ কপালের রূপ হইতে জন্মে। বুদ্ধ্যাদি সেরূপ নহে।

কারণগুণ হইতে উৎপন্নগুণ—অপাকজ অথচ জন্য যে রূপ রস গন্ধ অনুষ্ণস্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, স্থিতিস্থাপক এবং বেগাখ্য সংস্কার, গুরুত্ব, একত্বসংখ্যা, একপৃথক্ত্ব ও পরিমাণ—ইহারা কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন কপালের রূপ হইতে ঘটের রূপ হয়। পাকজ রূপাদি অগ্নিসংযোগজন্য হয়।

কর্ম্মজন্যগুণ—সংযোগ বিভাগ ও বেগাখ্য সংস্কার—ইহারা কর্ম্মজন্য।

অসমবায়িকারণ গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্বসংখ্যা, একপৃথক্ত্ব, স্নেহ ও শব্দ—এই নয়টী গুণ অসমবায়িকারণ হয়।

নিমিত্তকারণ গুণ—আত্মার বিশেষ গুণ, অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার—ইহারা

কেবলই নিমিত্তকারণ হয়। ইহারা কাহারও অসমবায়ি-কারণ হয় না। বুদ্ধি কিন্তু সুখ, দুঃখ ও ইচ্ছাদির নিমিত্তকারণ হয়। ইচ্ছাদিও অন্যের নিমিত্তকারণ হয়।

নিমিত্ত ও অসমবায়িকারণ গুণ—উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, দ্রবত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্বিত্বাদি ও দ্বিপৃথক্ত্বাদি—ইহারা নিমিত্ত এবং অসমবায়ি উভয় কারণই হয়।

অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ—বিভুর বিশেষগুণ, সংযোগ ও বিভাগ—ইহারা অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয়।

ইহাই হইল সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য পরিচয়। এক কথায় যে যাহার সাধর্ম্ম্য, অপরের পক্ষে তাহা বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে হইবে।

ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানে আত্মজ্ঞান।

এইরূপে পদার্থজ্ঞান ও তাহার সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানদ্বারা আত্মা যে আত্মভিন্ন হইতে ভিন্ন, তাহার অনুমান হয়, আর তাহার ফলে আত্মার জ্ঞান হয়। ইতরভেদসহকারে আত্মার জ্ঞান না হইলে, আত্মা বলিতে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি অজ্ঞান প্রভৃতি বলিয়া বুঝিবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিয়াও থাকে। কিন্তু দেহাদি, আত্মা হইতে ভিন্ন, সুতরাং অনাত্মা ইহা জানায় "দেহাদি আমি" এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, আর তাহার ফলে আত্মা আর দেহাদির সুখদুঃখে সুখীদুঃখী হইতে পারিবে না, এবং পরিশেষে নিঃশ্রেয়সলক্ষণ মুক্তিলাভ ঘটে। এইজন্য মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" ১।১।২ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞাননাশে দোষ নাশ পায়, দোষনাশে প্রবৃত্তি নাশ পায়, প্রবৃত্তি নাশে জন্ম নাশ পায়, আর জন্ম নাশে দুঃখ নাশ পায়। দেহাদিজন্য সুখও দুঃখেরই রূপান্তর।

তবে এরূপ আত্মার জ্ঞানসত্ত্বেও যে সুখদুঃখানুভব হয়, তাহার কারণ, দেহাত্মবোধের সংস্কার যতদৃঢ়, আত্মার ইতরভেদের জ্ঞানের সংস্কার ততদৃঢ় নহে। অতএব আত্মার ইতরভেদের জ্ঞান হইবার পর তাহার ধ্যান করিতে হইবে, এবং এই ধ্যানের সংস্কার দৃঢ়তর হইলে সুখদুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিবে—ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এ বিষয়ে ন্যায়ের সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই।

মুক্তির স্বরূপ পরিচয়।

মহর্ষি কণাদের মতে এই মুক্তির স্বরূপ আত্মার নয়টী বিশেষ গুণের প্রাগভাবাসংবৃত্তিপ্রধ্বংসরূপ ; সুতরাং ভবিষ্যতে দুঃখসম্ভাবনা থাকে না। ইহা পদার্থতত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ঈশ্বরোপাসনাসহিত আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে হইয়া থাকে।

মহর্ষি গৌতমের মতে ইহার স্বরূপ—পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের পর শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে আত্মদ্বয়ের সাক্ষাৎকার হইলে এবং তৎপরে বাসনা সহিত মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, তাহার কার্য্য পরম্পরার নিবৃত্তি হইয়া কায়ব্যূহদ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মভোগশেষে শরীরান্তরের জন্ম হয় না। তৎপরে একবিংশতি প্রকার দুঃখের বাধলক্ষণ অত্যন্তনাশে মুক্তি হয়। মতান্তরে, কাম্যাদি কর্ম্মত্যাগ ও নিত্যনৈমিত্তিকের অনুষ্ঠানে আগামী কর্ম্মের উচ্ছেদ ও বিদ্যমান কর্ম্মের ক্ষয়রূপ সর্ব্বকর্ম্মের উচ্ছেদই মোক্ষ।

প্রভাকরমতে বিহিত আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মের পরিক্ষয়নিমিত্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধের যে আত্যন্তিক উচ্ছেদ তাহাই মোক্ষ।

ভট্টমতে জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র অনুষ্ঠানদ্বারা জড় ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মার নিত্যজ্ঞান ও নিত্যসুখের উদয় হয়। সেই নিত্যজ্ঞানদ্বারা বিষয়বিশেষনিরপেক্ষ যে নিত্য সুখাভিব্যক্তি, তাহাই মুক্তি। মতান্তরে মানসজ্ঞানদ্বারা নিত্যসুখাভিব্যক্তি অথবা দুঃখাভাব মাত্রই মুক্তি।

বেদান্তমতে—প্রায়শ্চিত্ত, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিষিদ্ধকর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক বেদান্তবিচার করিতে করিতে ঈশ্বরকৃপায় অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তিলক্ষণ নিরতিশয় আনন্দবোধরূপ আত্মভাবই মোক্ষ। শমদমাদি বিষয়াসক্তির নিবর্ত্তক, শ্রবণ প্রমাণগত অসম্ভাবনার নিবর্ত্তক, মনন প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিবর্ত্তক, এবং নিদিধ্যাসন বিপরীতভাবনার

নিবর্ত্তক হয়। অবিদ্যানিবৃত্তি উপলক্ষিত আত্মাই এ মতে মোক্ষ। মোক্ষ সদাই বিদ্যমান, তাহার জ্ঞানই তাহার লাভ।

ইহাই হইল ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়মুখে বেদান্ত ও মীমাংসামতের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কতিপয় মতবাদের পরিচয়।

গ্রন্থারম্ভে আমাদের প্রতিজ্ঞানুসারে ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের পরিচয়ের সঙ্গে এই গ্রন্থের মতবাদের অনুকূল ও প্রতিকূল মতবাদের পরিচয়দান করিবার কথা ছিল, কিন্তু ভূমিকার কলেবর এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে, এস্থলে তাহা আর সম্ভবপর নহে, এবং সঙ্গতও নহে। অতএব এস্থলে কতিপয় মতবাদের নামমাত্র পরিচয় দিয়া বিরত হইলাম।

অসৎকার্য্যবাদ—যে মতে কারণ নিত্যই হউক বা অনিত্যই হউক, কিন্তু সৎ, আর কার্য্যটী উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, উৎপত্তির পর সৎ বলা হয়, তাহার নাম অসৎকার্য্যবাদ। যেমন ন্যায়মতে ঘটের কারণ কপাল অনিত্য ও 'থাকে' বলিয়া সৎ, কিন্তু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট 'থাকে না' বলিয়া সেই ঘটরূপ কার্য্যটী অসৎ। এমতে জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে, কিন্তু অনিত্য। ইহা দ্বৈতবাদ।

সৎকার্য্যবাদ—যে মতে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া কারণের ন্যায় কার্য্যও সৎ বলা হয়, তাহার নাম সৎকার্য্যবাদ। যেমন সাংখ্যমত। এমতেও জগৎ সৎ, মিথ্যা নহে, কিন্তু অনিত্য। ইহাও দ্বৈতবাদ। সৎকার্য্যবাদী বলেন—কার্য্যটী উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে অব্যক্ত থাকে, কার্য্যাবস্থায় কেবল ব্যক্তভাব ধারণ করে মাত্র। যাহা অসৎ তাহার উৎপত্তি অসম্ভব।

সৎকারণবাদ—যে মতে কারণই সৎ বলা হয়, এবং কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলা হয় না, যেহেতু তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহাকে সৎ-কারণবাদ বলা হয়। যেমন বেদান্তমত। এমতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে।

বলা বাহুল্য যত দার্শনিক মত আছে, সমুদায়ই অসৎকার্য্যবাদ, সৎ-কার্য্যবাদ এবং সৎকারণবাদ এই তিনটী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আরম্ভবাদ—ইহা অসৎকার্য্যবাদেরই নামান্তর।

অনির্ব্বচনীয়বাদ—ইহা সৎকারণবাদেরই নামান্তর। ইহার অপর নাম অদ্বৈতবাদ বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ।

মায়াবাদ—যে মতে জগতের মূলকারণ কেবলই মায়া বলা হয়, তাহার নাম মায়াবাদ। ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধমত। অনেকে বেদান্তের অদ্বৈতমতকে মায়াবাদ বলেন। তাহা ভুল। কারণ, তন্মতে মূল জগৎকারণ ব্রহ্ম, অতএব অদ্বৈত-বেদান্তমত ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ নহে। ব্রহ্মবাদ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবাদ—যে মতে ব্রহ্মই জগতের মূলকারণ বলা হয়, তাহাই ব্রহ্মবাদ। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এবং মায়ার পরিণাম বলিয়া, এবং জ্ঞান হইলে সেই মায়াও থাকে না বলিয়া এবং তাহা সদসদ্ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জগতের নিত্য মূলকারণ মায়া নহে, কিন্তু ব্রহ্মই। অদ্বৈতবেদান্ত-মতকে যে মায়াবাদ বলা হয়, তাহা মায়ার পরিণাম জগৎ বলিয়া প্রতিপক্ষগণকর্ত্তৃক নিন্দার উদ্দেশ্যেই বলা হয়। বস্তুতঃ, মায়া জগতের মূলকারণ নহে। ব্রহ্মই জগতের মূলকারণ। এই মায়া মিথ্যা বলিয়া জগৎও মিথ্যা।

অদ্বৈতবাদ—যে মতে জগতের মূলতত্ত্ব যে ব্রহ্ম, তাহা অদ্বৈত বলা

হয়; অর্থাৎ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্য বলা হয়। ইহা ও অনির্ব্বচনীয়বাদ বা ব্রহ্মবাদ অভিন্ন। এমতে জ্ঞানেই মুক্তি। ইহার অপর নাম শাঙ্কর মত। জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইলেই মুক্তি হয়। মুক্তিতে আর জগতাদি থাকে না। অজ্ঞান অনাদি, কিন্তু সান্ত, জগৎ মিথ্যা, কিন্তু অসৎ নহে। ব্রহ্ম সৎ অথচ দৃশ্য হয় না, বন্ধ্যাপুত্র অসৎ অথচ দৃশ্য হয় না, আর মিথ্যা না থাকিয়াও দৃশ্য হয়। এ মতে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার্য্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ মতে জগতের মূলকারণ সবিশেষ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। জীব ও জগৎ সগুণ অদ্বিতীয়ব্রহ্মের শরীর বলিয়া সবই ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। এই সগুণ ব্রহ্মের নাম ঈশ্বর। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে স্বগতভেদ আছে, সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই। জীব ও জগৎ সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থাপন্ন হওয়াই সৃষ্টি, আর স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিই প্রলয়। জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জীব ও জগৎরূপ বিশেষ থাকায় ইহার নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ঈশ্বরকৃপাতেই মুক্তি। মুক্তিতেও বিশেষ থাকে। ইহার প্রচারকর্ত্তা রামানুজাচার্য্য। ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী, অবতার ও অর্চ্চাবিগ্রহ এই চারিরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান। জগৎ সত্য তবে অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে। ভ্রমও সত্যজ্ঞান। ইঁহাদের মতে নারায়ণই পরমতত্ত্ব।

দ্বৈতবাদ—এ মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সকলই বিভিন্ন। জীব ও ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ হইলেও প্রভেদ আছে। জগৎ জড়। ঈশ্বর কৃপায় মুক্তি হয়। এ মতের প্রচারক মধ্বাচার্য্য। জীব জগৎ সবই সত্য, তবে জগৎ অনিত্য, মিথ্যা নহে।

বন্ধ্যাপুত্রাদি অসৎ, উহা নাই। ভ্রম আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতকেও দ্বৈতবাদ বলা হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জীব জগৎ যেমন ব্রহ্মের শরীর বলা হয়, এ মতে তাহা বলা হয় না। এ মতে উহা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এ মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের সহিত ভেদও আছে, অভেদও আছে। এক ধর্ম্মে ভেদ, আর অন্য ধর্ম্মে অভেদ। ইহার প্রচারকর্ত্তা নিম্বার্কাচার্য্য এবং ভাস্করাচার্য্য। নিম্বার্কের মতে স্বরূপতঃই ভেদাভেদ এবং ভাস্করের মতে উপাধিবশতঃ ভেদাভেদ। নিম্বার্ক—বৈষ্ণব, ভাস্কর—উপবর্ষমতাবলম্বী জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী। এ মতেও জগৎ সত্য, তবে অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে।

শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই অনুরূপ। তবে ইঁহাদের মতে শিবই ঈশ্বর। ইঁহারা শৈবসম্প্রদায়।

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—ব্রহ্মের নিত্যা শক্তিপ্রযুক্ত ব্রহ্মে বিশেষ স্বীকার করা হয়। স্বরূপগত বিশেষ বা স্বগতভেদ স্বীকার করা হয় না। ইহারা এক প্রকার শাক্তসম্প্রদায় এবং শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত ইহাকে অভিন্ন বলা হয়। অপর শাক্তসম্প্রদায় ও অদ্বৈতবাদ অভিন্ন।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—এ মতে জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদ এবং অভেদ আছে। কিন্তু উভয়ই অচিন্ত্য বিষয়। ইহা চৈতন্য-দেবের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। জীব কৃষ্ণের শক্তি, জগৎ তাঁহার মায়া শক্তির পরিণাম। এই মায়াশক্তির পরিণাম বলিয়া জগতের সহিত তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু জীব অংশ বলিয়া জীবের সহিত ভগবানের ভেদই সম্বন্ধ—ইহা বলদেবের মত। শ্রীজীবের মতে জীবের

সঙ্গেও অচিন্ত্যভেদাভেদই সম্বন্ধ। ভগবানের শক্তি ত্রিবিধ, যথা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। অন্তরঙ্গা আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ শক্তির জন্য ভগবান্‌কে আনন্দ, সৎ ও চিৎ বলা হয়। তটস্থা শক্তি জীব এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়া। রাধিকার ভাব প্রাপ্তিই এ মতে চরম মুক্তি। এ মতে কৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। জগৎ সত্য, তবে অনিত্য, মিথ্যা নহে।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এ মতে সগুণ এক শুদ্ধ ব্রহ্মই জগৎকারণ, জীব তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আবির্ভূত। সগুণ শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতেই জগতাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। শাঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ইহা নহে। মুক্তিতে সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না, কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। প্রীতিমার্গই সাধন। ইহা বল্লভাচার্য্যের মত।

আভাসবাদ—অজ্ঞানোপহিত আত্মা, অজ্ঞানতাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া স্বচিদাভাসের অবিবেকবশতঃ অন্তর্য্যামী সাক্ষী ও জগৎকারণ নামে অভিহিত হন। আর বুদ্ধির উপহিত আত্মা বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া স্বচিদাভাসের অবিবেকবশতঃ কর্ত্তা ভোক্তা প্রমাতা নামক জীব নামে কথিত হন। ইহা বার্ত্তিককারের মত। ইহাও অদ্বৈতমত।

প্রতিদেহে বুদ্ধি বিভিন্ন বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিগত চিদাভাসভেদে সেই সেই বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত চৈতন্যও ভিন্নের ন্যায়ই প্রতীত হয়। অজ্ঞান সর্ব্বত্র অভিন্ন বলিয়া তদ্‌গত চিদাভাসের ভেদাভাবপ্রযুক্ত তাহা হইতে অপৃথক্ যে সাক্ষিচৈতন্য তাহার কখনও ভেদভান হয় না। ইহা সংক্ষেপশারীরকের মত। ইহাও অদ্বৈতমত।

প্রতিবিম্ববাদ—অজ্ঞানোপহিত বিম্বচৈতন্যই ঈশ্বর, আর অন্তঃকরণ ও তাহার সংস্কারাবচ্ছিন্ন অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব —ইহা বিবরণকারের মত।

অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর, আর বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব, কিন্তু অজ্ঞান অনুপহিত বিম্বচৈতন্য শুদ্ধ—ইহা সংক্ষেপশারীরকের মত। এই দুই পক্ষেই বুদ্ধিভেদবশতঃ জীবের নানাত্ব। ইহাও অদ্বৈতমত।

অবচ্ছেদবাদ—অজ্ঞানবিষয়ীভূত চৈতন্য ঈশ্বর, অজ্ঞানের আশ্রয়ীভূত চৈতন্য জীব। ইহা বাচস্পতিমত। এ পক্ষে অজ্ঞান নানা, তদবচ্ছিন্ন জীবও নানা, জীবভেদে প্রপঞ্চের ভেদ। তবে যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহা অতিসাদৃশ্যবশে। সপ্রপঞ্চ জীবগত অবিদ্যার অধিষ্ঠান বলিয়া ঈশ্বরকে উপচারক্রমে কারণ বলা হয়। ইহাও অদ্বৈতমত।

একজীববাদ—অজ্ঞানোপহিত বিম্বচৈতন্য ঈশ্বর, আর অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব, অথবা অজ্ঞান অনুপহিত শুদ্ধচৈতন্যই ঈশ্বর, আর অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য জীব। এই পক্ষে জীবই নিজ অজ্ঞানবশে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত। দৃশ্য সবই প্রাতীতিক, দেহভেদে জীবভেদের ভ্রান্তি হয়। গুরু শাস্ত্র ও সাধন সবই স্বকল্পিত, আর তদনুসারে আত্মসাক্ষাৎকারে মোক্ষ হয়। এ মতে এখনও কাহারও মোক্ষ হয় নাই। ইহাও অদ্বৈতমত।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ—একজীববাদের অপর নাম। অর্থাৎ দৃষ্টিই অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষই সৃষ্টি, দৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টি নাই।

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ—দৃষ্টিসৃষ্টিবাদভিন্ন অন্য যাবৎ বাদের নাম। এ মতে দৃষ্টির পূর্ব্বেও সৃষ্টি থাকে। সৃষ্ট বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়িলে জ্ঞান হয়।

জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ—যে মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম একই কালে একই ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় হইলে মুক্তি হয়—বলা হয়। ইহা মীমাংসক ও রামানুজাচার্য্যাদির মত।

জ্ঞানকর্ম্মক্রমসমুচ্চয়বাদ—এ মতে কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। ইহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তীর মত।

এইরূপ মতভেদ বা মতবাদ অসংখ্য আছে এবং নূতন হইতেও পারে। উপরে সর্ব্বদা ব্যবহৃত কয়েকটী মাত্রের দুই এক কথায় পরিচয় দেওয়া হইল। অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের ইতিহাসে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

মাধ্বমতের বিশেষ পরিচয়।

এইবার দেখা যাউক--মাধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তটী কিরূপ? ন্যায়মতে যেরূপ পদার্থবিভাগ আছে, তদ্রূপ পদার্থবিভাগ যদি এই মতেও করা যায়, তাহা হইলে এই মতটীর প্রধান বিশেষত্ব বা বৈলক্ষণ্য বেশ বুঝা যাইতে পারে। ন্যায়মতের যে পদার্থবিভাগ, তাহাতে ন্যায়মতে সকল-বিষয়েরই যেমন জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ অন্যমতেও সেই পথে পদার্থবিভাগ করিতে পারিলে, সেই মতের সকল বিষয়েরই জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা। মঃ মঃ পণ্ডিত বাসুদেব অভ্যঙ্কর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ভূমিকায় মাধ্বমতের একটী উত্তম পদার্থবিভাগ প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। ন্যায়মতের সঙ্গে ইহা মিলাইয়া, অদ্বৈতমতাদি অন্য মতের পদার্থবিভাগের সহিত মিলাইলে মাধ্বমতের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে আর বিলম্ব হইবে না। সেই পদার্থবিভাগটী এই—

এমতে পদার্থ দশটী, যথা—১। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম্ম, ৪। সামান্য, ৫। বিশেষ, ৬। বিশিষ্ট, ৭। অংশী, ৮। শক্তি, ৯। সাদৃশ্য এবং ১০। অভাব।

ইহাদের মধ্যে ১। দ্রব্য আবার বিংশতি প্রকার, যথা—১। পরমাত্মা। ২। লক্ষ্মী, ৩। জীব, ৪। অব্যাকৃত আকাশ, ৫। প্রকৃতি, ৬। গুণত্রয়, ৭। মহৎতত্ত্ব, ৮। অহংকারতত্ত্ব, ৯। বুদ্ধি, ১০। মন, ১১। ইন্দ্রিয়, ১২। মাত্রা, ১৩। ভূত, ১৪। ব্রহ্মাণ্ড, ১৫। অবিদ্যা, ১৬। বর্ণ, ১৭। অন্ধকার, ১৮। বাসনা, ১৯। কাল এবং ২০। প্রতিবিম্ব।

২। গুণ আবার প্রধানতঃ ৪১ প্রকার, যথা—১। রূপ, ২। রস, ৩। গন্ধ, ৪। স্পর্শ, ৫। সংখ্যা, ৬। পরিমাণ, ৭। সংযোগ, ৮। বিভাগ, ৯। পরত্ব, ১০। অপরত্ব, ১১। দ্রবত্ব, ১২। গুরুত্ব, ১৩। লঘুত্ব, ১৪। মৃদুত্ব, ১৫। কাঠিন্য, ১৬। স্নেহ, ১৭। শব্দ, ১৮। বুদ্ধি, ১৯। সুখ, ২০। দুঃখ, ২১। ইচ্ছা, ২২। দ্বেষ, ২৩। প্রযত্ন, ২৪। ধর্ম্ম, ২৫। অধর্ম্ম, ২৬। সংস্কার, ২৭। আলোক, ২৮। শম, ২৯। দম, ৩০। কৃপা, ৩১। তিতিক্ষা, ৩২। বল, ৩৩। ভয়, ৩৪। লজ্জা, ৩৫। গাম্ভীর্য্য, ৩৬। সৌন্দর্য্য, ৩৭। ধৈর্য্য, ৩৮। স্থৈর্য্য, ৩৯। শৌর্য্য, ৪০। ঔদার্য্য, ৪১। সৌভাগ্য ইত্যাদি।

৩। কর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা—১। বিহিত, ২। নিষিদ্ধ, ৩। উদাসীন।

৪। সামান্য দ্বিবিধ, যথা—১। নিত্য, ২। অনিত্য।

৫। বিশেষ—অনন্ত। ইহা ভেদব্যবহার নির্ব্বাহক।

৬। বিশিষ্ট— „ । বিশেষণ সম্বন্ধে বিশেষ্যের আকার।

৭। অংশী— „ । হস্ত বিতস্তি আদি পরিমিত ঘট পটাদি ও গগনাদি।

৮। শক্তি ইহা চারি প্রকার, যথা—১। অচিন্ত্যশক্তি, ২। আধেয় শক্তি, ৩। সহজশক্তি এবং ৪। পদশক্তি।

৯। সাদৃশ্য—অনন্ত, একনিরূপিত অপরবৃত্তি, দ্বিষ্ঠ নহে।

১০। অভাব চারি প্রকার, যথা—১। প্রাগভাব, ২। প্রধ্বংসাভাব, ৩। অন্যোন্যাভাব, ৪। অত্যন্তাভাব।

এক্ষণে ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাউক।

দ্রব্যমধ্যে (১) পরমাত্মা সগুণ ঈশ্বর, নারায়ণ। (২) লক্ষ্মী নারায়ণের শক্তি (৩) জীব বহু ও নিত্য। দিকই অব্যাকৃত আকাশ (৪)। ইহা সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যেও নির্ব্বিকার থাকে এবং ইহা ভূতাকাশ হইতে ভিন্ন। বিশ্বের যে উপাদান তাহাই প্রকৃতি (৫)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যে সমুদায়, তাহাই গুণত্রয় (৬)। যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে গুণত্রয়ের উপাদান তাহাই মহৎতত্ত্ব (৭)। মহৎতত্ত্ব হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অহংকার-তত্ত্ব (৮) বুদ্ধি দুইরূপ, যথা—তত্ত্বরূপ এবং জ্ঞানরূপ (৯)। তন্মধ্যে যাহা তত্ত্বরূপা বুদ্ধি তাহাই দ্রব্য। মনঃ (১০) দ্বিবিধ, যথা—তত্ত্বরূপ এবং তদন্যৎ। বৈকারিক অহংকার হইতে যাহা জন্মে, তাহা তত্ত্বরূপ মনঃ। অন্যপ্রকার যে মনঃ তাহা ইন্দ্রিয়। তত্ত্বরূপ মনঃ আবার পাঁচ প্রকার, যথা—মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও চেতন। ইন্দ্রিয় (১১)—জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী মিলিয়া দশটী। মাত্রা (১২) বলিতে বিষয়। উহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভেদে পাঁচ প্রকার। সেই মাত্রা হইতে ক্রমে পাঁচটী ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। (১৪) ব্রহ্মাণ্ড এই ভূত হইতে উৎপন্ন। (১৫) অবিদ্যাটী মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং তমোভেদে পঞ্চ প্রকার। অন্য প্রকারে ইহা আবার চারি প্রকার, যথা—জীবাচ্ছাদিকা, পরমাচ্ছাদিকা, শৈবলা এবং মায়া। এই সকল প্রকার অবিদ্যাই জীবাশ্রিতা। (১৬) বর্ণ অকারাদি ৫১টী। (১৭) অন্ধকার প্রসিদ্ধ বস্তু, ইহা তেজের অভাবরূপ নহে। (১৮) বাসনা স্বাপ্নপদার্থের উপাদানভূত। (১৯) কাল আয়ুর ব্যবস্থাপক। (২০) প্রতিবিম্বটী বিম্বের অবিনাভূত অথচ বিম্বসদৃশ।

গুণ বলিতে দোষভিন্ন বুঝিতে হইবে। রূপাদির স্বরূপ ও অবান্তর-ভেদ প্রায়ই বৈশেষিকেরই মত। তথাপি প্রভেদ এই—পরিমাণ ত্রিবিধ, যথা—অণু, মহৎ ও মধ্যম। উভয়ের যে সংযোগ তাহা একটী নহে,

কিন্তু ভিন্নই। ঘটনিরূপিত পটে এবং পটনিরূপিত ঘটে, এইরূপে ঘট ও পটমধ্যে যে সংযোগ তাহা দুইটী। সংযোগজ সংযোগ নাই। বেগ-হেতু যে গুণ তাহাই লঘুত্ব। মৃদুত্ব ও মার্দ্দব একই কথা। কাঠিন্য অন্য গুণ, ইহা নিবিড় অবয়ব সংযোগ নহে। যেহেতু সম্বন্ধিদ্বয়ের প্রতীতি বিনাই "ইহা কঠিন" এইরূপ প্রতীতি হয়। পৃথকৃত্বই অন্যোন্যা-ভাব বা ভেদ। শব্দটী ধ্বনি, উহা পঞ্চভূতেরই গুণ। বুদ্ধি অর্থ—জ্ঞান। অনুভবটী ত্রিবিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শাব্দ। বুদ্ধি হইতে প্রযত্ন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন (১৮—২৩) মনের ধর্ম্ম এবং অনিত্য। সংস্কারটী চারি প্রকার, যথা—বেগ, ভাবনা, যোগ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা। আলোক অর্থ—প্রকাশ। বুদ্ধির যে ভগবন্নিষ্ঠতা তাহাই শম। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দম। কৃপা অর্থ—দয়া। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা। পরের অপেক্ষা ব্যতিরেকে কার্যানু-কূল যে গুণ তাহাই বল। ভয়াদি প্রসিদ্ধ। ৪১ সংখ্যক সৌভাগ্য-গুণের পরও সত্য ও শৌচাদিকে গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখানেও আদিপদে নিয়মের অন্তর্গত তপস্যাদি গ্রাহ্য। ফলতঃ, গুণ মাধ্বমতে বহু। ইহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

কর্ম্ম—উদাসীন কর্ম্ম চলনাত্মক, উৎক্ষেপণাদি।

সামান্য—ব্রাহ্মণত্ব, মনুষ্যত্বাদিরূপ যে সামান্য তাহা প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন এবং অনিত্য। কারণ, তাহারা ব্যক্তির সহিত উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। আরও, ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলেও সুরাপানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণত্বাদি নষ্ট হয় এবং তপস্যাদ্বারা বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণত্ব উৎপন্নও হইয়াছিল বলিয়া ইহা উৎপন্নও হয়। জীবত্বাদি যে সামান্য, তাহা জীব নিত্য বলিয়া নিত্য। অন্যরূপে সামান্য দ্বিবিধ, যথা—জাতিরূপ এবং উপাধিরূপ। সর্ব্বজ্ঞত্ব ও প্রমেয়ত্বাদি উপাধিরূপ সামান্য। ঈশ্বর নিত্য বলিয়া তদ্গত সর্ব্বজ্ঞত্ব নিত্য। ঘটপটাদিগত যে প্রমেয়ত্ব তাহা অনিত্য।

বিশেষ—সকল পদার্থনিষ্ঠ। ঈশ্বরাদিগত বিশেষ নিত্য। ঘট-পটাদিগত বিশেষ অনিত্য।

বিশিষ্ট—নিত্য এবং অনিত্য। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণবিশিষ্ট যে পরব্রহ্মাদিরূপ তাহা নিত্য। আর দণ্ডাদি বিশেষণসম্বন্ধে পরিণত যে দণ্ডী আদি বিশিষ্টরূপ তাহা অনিত্য।

অংশী—অংশ অর্থ—অবয়ব। যাহা তদ্‌যুক্ত তাহাই অংশী। যথা—পটাদি ও গগনাদি। আর সেই সব অবয়ব তন্তু ব্যতিরিক্ত হস্ত-বিতস্তি ইত্যাদি পরিমাণ-বিশেষদ্বারা পরিমিত। তাদৃশ অবয়ববিশিষ্টই অবয়বী, তাহা তন্তু সকলদ্বারা জন্মে। গগনাদিতে কিন্তু অনারম্ভক অবয়বসমূহ আছে, এই জন্যই গগনভাগে পক্ষী উড়িতেছে, আর অন্যত্র তাহার অভাব আছে—এইরূপ বলা হয়।

শক্তি—অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ। অন্যত্র যেরূপ আশ্রয়, সেইরূপভাবে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাদি করিলে প্রতিমাদিতে আধেয়শক্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে। সহজশক্তি অর্থ—স্বভাব। পদশক্তি বলিতে বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ।

সাদৃশ্য—ইহা জীবাদিতে নিত্য। ঘটাদিতে অনিত্য।

অভাব—প্রাগভাব, প্রধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব—এই তিনটী অভাব ধর্ম্মী হইতে অতিরিক্ত, অধিকরণের স্বরূপ নহে। অন্যোন্যাভাবটী পৃথক্‌ত্ব, ইহা ধর্ম্মীর স্বরূপই। নিত্যাত্মক হইলে নিত্য, অনিত্যাত্মক হইলে অনিত্য। শশশৃঙ্গাদিরূপ যে অভাব তাহাই অত্যন্তাভাব। আর তাহা নিত্য। ঘটাদির অভাব যথাযথ প্রাগভাবাদিরূপই, অতিরিক্ত নহে। ইহাই মাধ্বমতে পদার্থ-পরিচয়।

ন্যায়মতের সমবায় পদার্থ টী এ মতে স্বীকার করা হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে বিশিষ্ট ও অংশীকে পদার্থ বলা হইয়াছে; কারণ, বিশেষণ বিশেষ্যের সম্বন্ধ এবং অংশ ও অংশীর সম্বন্ধটীই অধিকাংশ স্থলেই সমবায়

সম্বন্ধ হইয়া থাকে। শক্তি ও সাদৃশ্য মীমাংসকমতে স্বীকৃত হয়, ন্যায়মতে স্বীকৃত হয় না।

অদ্বৈতমতে পদার্থ এবং তাহার অবান্তর বিভাগাদি প্রায়ই ভট্টমীমাংসকের মতানুরূপ। এজন্য "ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়" পরিচ্ছেদের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

মাধ্বমতে স্থূলভাবে পদার্থবিভাগ প্রদর্শিত হইল, কিন্তু ইহার সঙ্গে অপর বহু বিষয়ই জ্ঞাতব্য আছে। নিম্নে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটী চিত্র প্রদত্ত হইল, এতদ্দ্বারা অবশিষ্ট অনেক কথাই জানিতে পারা যাইবে।

এই চিত্রটী টি, সুব্বারাও মহোদয়ের ব্রহ্মসূত্রের ভূমিকা হইতে সংগৃহীত। এই চিত্রদ্বারা মাধ্বমত অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। তবে এই সব অংশ ন্যায়মতের পদার্থবিভাগ চিত্রের * সহিত মিলাইয়া আলোচনা করিলে মাধ্বমতের অবশিষ্ট অনেক কথা এতদ্দ্বারাই জানিতে পারা যাইবে।

অদ্বৈতমতের সহিত মাধ্বমতের প্রধান প্রভেদ।

অদ্বৈতমতের সঙ্গে ইহার অনেক বিষয়ে সাম্য এবং অনেক বিষয়ে বৈষম্য থাকিলেও সর্ব্বপ্রধান বৈষম্য এই যে,—

মাধ্বমতের সার সম্প্রদায়মধ্যে একটী শ্লোকদ্বারা প্রচারিত করা হয়। সেই শ্লোকটী এই—

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ, সত্যং জগৎ, তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা, নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা, ভক্তিশ্চ তৎ সাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

---

* এই চিত্র আমার ব্যাপ্তিপঞ্চকের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের ভূমিকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

পদার্থ
সৎ
অসৎ
(যথা—বন্ধ্যাপুত্র, রজ্জুসর্প প্রভৃতি)
স্বাধীন সৎ
(একমাত্র বিষ্ণু)
অধীন সৎ
ভাব
অভাব
চেতন (আত্মা)
অচেতন (অনাত্মা)
প্রাগভাব
ধ্বংস
অত্যন্তাভাব
মুক্ত (লক্ষ্মী নিত্যযুক্ত)
দুঃখী জীব
নিত্য
নিত্যানিত্য
অনিত্য
স্বর্গে মুক্ত
সংসারী জীব
বেদ
বর্ণাত্মক শব্দ
অব্যাকৃত আকাশ
পুরাণাদি
কাল
মহাকাল নিত্য
খণ্ডকাল অনিত্য
ভূতপ্রকৃতি
কারণ নিত্য
কার্য্য অনিত্য
অসংসৃষ্ট
(অত্যল্প পরিবর্ত্তনশীল)
সংসৃষ্ট
(সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল যথা—ব্রহ্মাণ্ড)
দেব
ঋষি
পিতৃ
পা (সম্রাট্)
নর
স্বর্গযোগ্য
স্বর্গসুখভোগে যোগ্য
দেব
ঋষি
পিতৃ
পা (সম্রাট্)
নর
বুদ্ধি
মন
ইন্দ্রিয়
বিষয়
স্থূলভূত
তমোলোকযোগ্য জীব
যাহারা অনন্তকাল সংসারী এতাদৃশ জীব
৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়
৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়
শব্দ
স্পর্শ
রূপ
রস
গন্ধ
ক্ষিতি
অপ্
তেজঃ
মরুৎ
ব্যোম
তমোলোকে পতিত জীব
যাহারা তমোলোকে পতিত হইবে এতাদৃশ জীব
বর্ণজাত শব্দ (বাক্যাদি)
ধ্বন্যাত্মক শব্দ

অর্থাৎ মাধ্বমতে শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য, ভেদও সত্য, জীবগণ হরির অনুচর, তাহাদের মধ্যে উচ্চনীচভাব আছে, অমলা নিজসুখানুভূতিই মুক্তি, তাহার সাধন ভক্তি, প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটী প্রমাণ, হরি একমাত্র বেদগম্য।

প্রত্যক্ষ ও শব্দ—অনুমান অপেক্ষা প্রবল। ঈশ্বরবিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ অপৌরুষেয়। জীব অণু, ঈশ্বর বিভু, জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস। পরমাণুও বিভাজ্য, দুঃখের অভাব সুখ নহে। মোক্ষে দুঃখাভাবও সুখ। ভক্তি ও ভগবৎকৃপা মুক্তির হেতু। কর্ম্মক্ষয় ভগবদ্দর্শনে হয়। জীব ঈশ্বর নিত্য বিম্বপ্রতিবিম্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধ। বিষয়হীন জ্ঞান নাই। দেশ ও কাল সাক্ষীর বেদ্য। ঈশ্বর নিমিত্তকারণ। লক্ষ্মী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টিকালে তাঁহার সহকারিণী। প্রকৃতিই জীবের বন্ধের হেতু ও অনাদি অজ্ঞানের কারণ। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বিবিধ। একটী জীবাচ্ছাদিকা, অপরটী পরমাচ্ছাদিকা। প্রথমটীর জন্য আত্মজ্ঞান হয় না, দ্বিতীয়টীর জন্য ভগবদ্দর্শন ঘটে না। এই অজ্ঞান ভাবরূপ ও নিত্য। রামানুজমতে কিন্তু অভাবরূপ। উক্ত প্রকৃতি হইতে মহৎ, অহংকার, বুদ্ধি, মনঃ, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয় এবং পঞ্চভূত এই ২৪টী উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে। প্রকৃতি হইতে প্রথমে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ জন্মে। শ্রী, ভূ এবং দুর্গা তিন গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তৎপরে মহতের জন্ম। ইহা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার শরীরের উপাদান। মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি। ইহা রুদ্রের দেহ। অহংকার হইতে বুদ্ধির জন্ম। মনও অহংকার হইতে উৎপন্ন। অহংকার ত্রিবিধ, যথা—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। বৈকারিক হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। তৈজস হইতে দশ ইন্দ্রিয় জন্মে। তামস হইতে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের ও পঞ্চভূতের জন্ম হয়। যথা—শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে

বায়ু, বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজ, তেজ হইতে রস, রস হইতে জল, জল হইতে গন্ধ, গন্ধ হইতে ক্ষিতি হয়। অতঃপর ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। যথা—ভূ পৃথিবীপ্রধান, ভুব জলপ্রধান, স্বর্ ও মহঃ অগ্নি-প্রধান, জন ও তপঃ বায়ুপ্রধান, সত্য আকাশপ্রধান। স্থূলশরীর অন্নময়-কোশ, সূক্ষ্মশরীর প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময়কোশ, কারণশরীর আনন্দময়-কোষ। স্থূলশরীর ভূর্লোক, সূক্ষ্মশরীর ভুব, স্বর্ ও মহর্লোক এবং জন, তপঃ ও সত্য আনন্দময়কোশ। এমতে স্বপ্ন সত্য, তবে অনিত্য।

অদ্বৈতমতের সারসংক্ষেপ।

অদ্বৈতমতের সার যে একটী শ্লোকদ্বারা ব্যক্ত করা হয় তাহা এই—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অর্থাৎ যাহা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহাই অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি, যথা—ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অপর কিছু নহে।

অতএব ব্রহ্ম ও জীবের ভেদভ্রান্তিনিবারণই মুক্তি। এ মতে প্রমাণ ছয়টী, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। বেদরূপ শব্দপ্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অপর প্রমাণের মধ্যে যাহা পরীক্ষাসিদ্ধ তাহাই প্রবল।

পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব সাতটী।

দ্রব্য একাদশটী, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুদ্, ব্যোম, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বুদ্ধি, বর্ণাত্মক শব্দ ও অন্ধকার। গুণ—২৪টী, কর্ম্ম—৫টী, সামান্য—৩টী, শক্তি—৩টী, সাদৃশ্য বহু, অভাব চারিটী বা পাঁচটী। ইহাদের বিবরণ ২২৩, ২২৪, এবং ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ, মিথ্যা মায়াযোগে সগুণ ও সবিশেষবৎ হন।

অনাদি ত্রিগুণাত্মক মায়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে এক ও বহু। সমষ্টিতে শুদ্ধ সত্ত্বের প্রাধান্য থাকে, ব্যষ্টিতে মলিন সত্ত্বের প্রাধান্য থাকে।

সমষ্টি মায়োপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মায়োপহিত ব্রহ্মই প্রাজ্ঞ জীব। এজন্য প্রাজ্ঞসমষ্টিই ঈশ্বর। এই মায়া, অনাদি, কিন্তু অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানে বিলীন হয় বলিয়া অনন্ত নহে।

মায়ার দুইটী শক্তি, একটী—আবরণ শক্তি, অপরটী—বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তির ফলে ব্রহ্মের প্রকাশ হয় না, বিক্ষেপশক্তির দ্বারা জগৎ-সংসার ও আমিত্বের আবির্ভাব হয়। অনাদি ভ্রমই এই মায়া।

এই মায়া বিকৃত হইয়া আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতও তাহার কারণ ত্রিগুণাত্মক মায়ার ন্যায় ত্রিগুণাত্মক হয়। এই পঞ্চভূতের সমষ্টি সত্ত্বগুণ হইতে অন্তঃকরণ ও দেবতাদি উৎপন্ন হন।

এই অন্তঃকরণ—চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ-ভেদে চতুর্ব্বিধ।

অন্তঃকরণের অন্তর্গত চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণু, বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহংকারের রুদ্র এবং মনের চন্দ্র।

সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের সমষ্টি রজোগুণ হইতে পঞ্চপ্রাণ ও তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ উৎপন্ন হন।

সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের সমষ্টি তমোগুণ হইতে সমষ্টিভাবে ভূতগণ পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলভূতে পরিণত হয়।

ব্যষ্টি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—আকাশ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজঃ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, জল হইতে রসনেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হয়।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দিক্, ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ু, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অশ্বিনীকুমার এবং রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বরুণ।

উক্ত ব্যষ্টি সূক্ষ্মপঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হয়, যথা—আকাশের রজোগুণ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্তেন্দ্রিয়,

তেজের রজোগুণ হইতে পাদেন্দ্রিয়, জলের রজোগুণ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় এবং ক্ষিতির রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় হয়।

বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, বায়ুর মিত্র এবং উপস্থের প্রজাপতি।

এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং তাহাদের দেবতার সমষ্টি লইয়া সূক্ষ্ম জগৎ, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হিরণ্যগর্ভ এবং তাহার ব্যষ্টি—তৈজস জীব। অতঃপর এই সূক্ষ্মভূত পঞ্চীকৃত হইয়া এই স্থূল জগৎ, অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতৃদেবতা বিরাট্ এবং তাহার ব্যষ্টি জীব—বিশ্ব বা বৈশ্বানর হন। এই স্থূল জগতের মধ্যে ১৪টী ভুবন, আর তাহাতে চতুর্ব্বিধ শরীরী জীবাদি অবস্থিত।

ঈশ্বর জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, উপাসনা বা ভক্তির দ্বারা একাগ্রতা ও দেবতার অনুগ্রহলাভ হয়, এবং "আমি ব্রহ্ম" এই অভেদজ্ঞানে মুক্তি হয়। বুদ্ধির সমষ্টি মহত্তত্ত্ব, অহংকারের সমষ্টি অহংতত্ত্ব। ইহারা ভৌতিক। অর্থাৎ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, সাংখ্যাদিমতের ন্যায় তাত্ত্বিক নহে, ইত্যাদি।

বেদান্ত ও মাধ্বমতের বিশেষ প্রভেদ।

বেদান্তমতে সৎ, অসৎ ও মিথ্যা ত্রিবিধ পদাথ স্বীকার করা হয়, কিন্তু মাধ্বমতে কেবলই সৎ ও অসৎ এই দ্বিবিধ পদার্থ স্বীকার করা হয়।

এই প্রভেদটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই অংশে যদি প্রভেদ না থাকিত, তাহা হইলে উভয় মতের মধ্যে যে বিরোধ, তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইত।

বেদান্তমতে সৎ—যাহা তিনকালেই থাকে।

মাধ্বমতে সৎ—যাহা কোনকালেও থাকে।

বেদান্তমতে অসৎ—যাহা কোনকালেই নাই এবং যাহার জ্ঞানও হয় না, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম, শশবিষাণ ইত্যাদি।

মাধ্বমতে অসৎ—যাহা কোনকালেই নাই এবং যাহার জ্ঞান হয়।
যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ও শশবিষাণ ইত্যাদি
এবং রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত প্রভৃতি।

বেদান্তমতে মিথ্যা—যাহা কোনকালেই নাই কিন্তু প্রতীত হয়
অর্থাৎ যাহার ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা আছে।
যেমন জগৎপ্রপঞ্চ এবং রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত প্রভৃতি।

মাধ্বমতে মিথ্যা—মাধ্বমতের অসৎ পদার্থ। অর্থাৎ বেদান্তমতের
মিথ্যা মাধ্বমতে স্বীকৃত হয় না।

মাধ্বমতে অনিত্যই মিথ্যাপদবাচ্য হয়, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ সৎ। যাহা অনিত্য তাহা তাঁহার মতে সৎ হইতে বাধা নাই।

কিন্তু বেদান্তমতে যাহা অনিত্য তাহা সৎ নহে, তাহা মিথ্যাই। সৎ কখন অনিত্য হইতে পারে না। আর যাহা অনিত্য অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়ই হয়। এই অনির্ব্বচনীয় ও মিথ্যা একার্থক।

মাধ্বমতে বন্ধ্যাপুত্রেরও জ্ঞান হয় বলিয়া রজ্জুসর্পাদিকেও বন্ধ্যাপুত্রবৎ বলা হয়। কিন্তু—

বেদান্তমতে বন্ধ্যাপুত্রের জ্ঞান হয় না—ইহাই বলা হয়। বন্ধ্যা-পুত্রের জ্ঞান বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা অন্তঃকরণের ইচ্ছাদ্বেষাদির ন্যায় একটা বৃত্তিবিশেষ। ইহার নাম বিকল্পবৃত্তি।

মাধ্ব বলেন—"বন্ধ্যাপুত্র" এই শব্দ যখন রহিয়াছে, তখন ঘট পটাদি শব্দ হইতে যেমন একটা জ্ঞান হয়, "বন্ধ্যাপুত্র" শব্দ হইতেও তদ্রূপ জ্ঞানই হয়। উহা জ্ঞান ভিন্ন নহে।

বেদান্তী বলেন—ঘট পটাদি শব্দ হইতে যেমন একটা পদার্থের উপস্থিতি মনোমধ্যে হয়, "বন্ধ্যাপুত্র" শব্দে তদ্রূপ কোন পদার্থের উপস্থিতি হয় না, প্রত্যুত বন্ধ্যা ও তাহার পুত্রের উপস্থিতি হইয়া তাহাদের সম্বন্ধ-

বিষয়ে একটা অসম্ভাবনারই বোধ হয়, ঘট পটাদি এক একটা বস্তুর ন্যায় কোন এক বস্তুর জ্ঞান হয় না। অতএব উহা জ্ঞান নহে। যুক্তির দিক্ দিয়া উভয় মতের ইহাই প্রধান বৈলক্ষণ্য।

শাস্ত্রার্থনির্ণয়োপায়ে মতভেদ।

কিন্তু শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের উপায়মধ্যেও উভয় মতের বৈলক্ষণ্য আছে। যথা—

শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণয়ে অভিজ্ঞের উক্তি এই যে—ষড়্বিধ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে হইবে। সেই লিঙ্গ ছয়টী—উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, অর্থবাদ, উপপত্তি ও ফল। এই ছয়টীর দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয় করিলে কোন ভুল হয় না। এই নিয়মটী লৌকিক ও অলৌকিক উভয় শাস্ত্রেই প্রযোজ্য।

অদ্বৈতবাদী বেদার্থনির্ণয়ে এই ছয়টীরই প্রয়োগ করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। তন্মতে এই ছয়টীই আবশ্যক।

মাধ্বমতে কিন্তু এই ছয়টীরই আবশ্যকতা নাই। তন্মতে উপপত্তি ও অর্থবাদ, বাদে অবশিষ্ট চারিটীর উপযোগিতা স্বীকার করা হয়। এ কথাও এই গ্রন্থপাঠকালে অবগত হইতে পারা যাইবে।

বস্তুতঃ, এই ছয়টী স্বীকার করিলে মাধ্বমতের অসুবিধা হয়। কিন্তু এই ছয়টীর উপযোগিতা বহু প্রাচীনকাল হইতে স্বীকৃত। ইহার মূল-প্রবর্ত্তক যে কোন্ ঋষি বা আচার্য্য, তাহা আজ পর্য্যন্তও নির্ণীত হয় নাই। তবে পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মীমাংসকগণও এই ছয়টীই গ্রহণ করিয়াছেন। অপর সকল দার্শনিকও ইহা স্বীকার ও ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বেদার্থনির্ণয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার নিবারণোপায় এই ছয়টীর যথাযথ প্রয়োগ করা। পরস্পরবিরোধী মতের আচার্য্যগণের ভুলভ্রান্তি যদি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের এই প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

এখানে অনুভূতির সাহায্য আবশ্যক করে না। অঙ্কশাস্ত্র যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মতন্ত্র বলিয়া সর্ব্বদা একটী অঙ্কের একই ফল সর্ব্ববাদিসম্মত হয়, এই ছয়টীর প্রয়োগে তদ্রূপ সর্ব্বদা শাস্ত্রের একই তাৎপর্য্য লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বেদার্থ একটীই নির্ণীত হইয়া থাকে।

অতএব প্রাচীনের শাস্ত্র—প্রাচীন বেদে প্রাচীনের আবিষ্কৃত এবং অনুসৃত কৌশল মাধ্বগণ অবলম্বন না করায়—ছয়টী তাৎপর্য্যনির্ণায়ক-লিঙ্গের সকলগুলি গ্রহণ না করায়, বেদের প্রাচীন অর্থই গ্রহণ করেন নাই, অর্থাৎ মাধ্বগণ নিজাভিমত নবীন অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, ইহা তাঁহার জীবনীকার পদ্মনাভাচার্য্যও লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৪২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মাধ্ব বলিবেন—এই ছয়টী যে মানিতে হইবে, ইহা ত আর বেদের আদেশ নহে, যে না মানিলে দোষ হইবে, ইহা যুক্তির ফল। সুতরাং যুক্তির দ্বারা দেখা যায়—ছয়টী অনাবশ্যক, চারিটীই আবশ্যক।

তদুত্তরে বেদান্তী বলেন যে, শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে ছয়টীরই আবশ্যকতা আছে, ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। লৌকিকশাস্ত্রে দেখা যায়, প্রতিপাদ্যবিষয় যুক্তিদ্বারা বুঝাইবার জন্য উপপত্তি ও তাহাতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য অর্থবাদ, লেখকের স্বভাববশেই গ্রন্থমধ্যে আপনা আপনি প্রকটিত হয়। অবশ্য ইহা এক মাধ্বভিন্ন প্রায় সকলেরই নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এজন্য ছয়টীর প্রত্যেকেরই যখন উপযোগিতা অনেকেই স্বীকার করিবেন, তখন ছয়টীর মধ্যে দুইটীকে অনাবশ্যক বলা সঙ্গত নহে। প্রাচীন বিষয়ে প্রাচীনের পথ উপেক্ষা করা কখনই সমীচীন নহে।

যাহা হউক শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের উপায়বিচারের পরিণামে আবার সেই যুক্তি ও অনুভবের শরণ গ্রহণ করিতে হইল। আর তাহা হইলে ইহার মীমাংসা পাঠকবর্গের হস্তেই থাকা ভাল।

তথাপি যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন মতামত প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে যে দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া অদ্বৈতমত ও দ্বৈতমত সিদ্ধ হইতেছে, সেই রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত এবং শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ সংখ্যা সম্বন্ধে মাধ্বমতটী আমরা ঠিক্ বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, অদ্বৈতমতে যে রজ্জুসর্পকে মিথ্যা বলা হয় এবং মাধ্বমতে যে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় তাহাকে অসৎ বলা হয়, এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটীই সঙ্গত। এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর কথাই ঠিক্। কারণ, রজ্জুসর্প না থাকিলেও প্রতীত হয় বলিয়া তাহা ঠিক্ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নহে। বন্ধ্যাপুত্রও নাই রজ্জুসর্পও নাই—এইরূপে উভয়ে অভিন্ন হইলেও রজ্জুসর্প প্রতীত হয়, আর বন্ধ্যাপুত্র প্রতীত হয় না—এই প্রভেদটুকু অস্বীকার করিলে অনুভববিরুদ্ধ কথা বলা হয়। অতএব এ বিষয়ে মাধ্বমত ঠিক্ নহে মনে হয়। তদ্রূপ শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণয়ের জন্য যে ছয়টী লিঙ্গ সকলে স্বীকার করেন, তাহার দুইটী মাধ্ব স্বীকার না করায় এস্থলেও মাধ্বমত অনুভববিরুদ্ধ হইতেছে। আমরা ছয়টীরই উপযোগিতা আছে মনে করি। অতএব অনুভব যুক্তি ও শ্রুতি অনুসারে মাধ্বমত আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না।

উভয়মতভেদ মীমাংসার অন্য উপায়।

এখন যদি শাঙ্কর ও মাধ্বমতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠ আবশ্যক, অন্যদিকে আচার্য্যশঙ্কর ও আচার্য্যমধ্বের জীবনবৃত্ত তুলনা করাও আবশ্যক। জীবনের সঙ্গে মতের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই থাকে। এজন্য নিম্নলিখিত যে কয়েকটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য করিলে অনেকটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায়, তাহা এই—

১। বেদের যাহা তাৎপর্য্য তাহাই সত্য, তাহাই গ্রাহ্য যদি হয়—

২। বেদান্তের তাৎপর্য্যনির্ণয়ের জন্য যদি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া থাকেন—

৩। বেদব্যাসের নিজমত বলিয়া যদি কিছু স্বীকারও করা হয়, এবং তাহা বেদবিরোধী হইলে যদি অগ্রাহ্য হয়—

৪। বেদব্যাস প্রাচীন বলিয়া বেদব্যাসের নামে প্রচলিত নানা মতবাদের মধ্যে প্রাচীনের নিকট হইতে লব্ধ বেদব্যাসের মতের প্রামাণ্য যদি অধিক বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক হয়—

৫। শাঙ্করমতের যদি প্রাচীন সম্প্রদায় দেখা যায়, আর—

৬। মাধ্বমতের যদি প্রাচীন সম্প্রদায় না পাওয়া যায়, প্রত্যুত তিনি শঙ্করমতেই যদি দীক্ষিত হইয়া থাকেন ও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া থাকেন—

৭। মধ্ব ও শঙ্কর উভয়েই বেদব্যাসের দর্শন যদি পাইয়া থাকেন, ও নিজ সম্মত সূত্রার্থবিষয়ে যদি বেদব্যাসের সম্মতিলাভ হইয়া থাকে,—

৮। শঙ্করের সহিত বেদব্যাসের এই দর্শনের সাক্ষ্য যদি শঙ্করশিষ্য-প্রভৃতি বহু ব্যক্তি হন, আর—

৯। মধ্বাচার্য্যের সহিত বেদব্যাসের এই দর্শনের সাক্ষ্য যদি অপর কেহই না থাকে—

১০। শঙ্করমতে যদি শ্রুতিপ্রমাণ অধিক হয়,—

১১। মাধ্বমতে যদি পুরাণপ্রমাণ অধিক হয়,—

১২। শ্রুতি অপেক্ষা পুরাণের বিকৃতিসম্ভাবনা যদি পরবর্ত্তীকালে উত্তরোত্তর অধিক হয়,—

১৩। মধ্ব যদি শঙ্কর হইতে ৫।৬ শত বৎসর পরবর্ত্তী হন,—

১৪। শঙ্করের সময় যদি ম্লেচ্ছাক্রমণ না হইয়া থাকে,—

১৫। মধ্বাচার্য্যের সময় যদি ম্লেচ্ছরাজ্য ভারতের অর্দ্ধেকের উপর বিস্তৃত হইয়া থাকে, এমন কি মধ্বাচার্য্যকে ম্লেচ্ছভাষা যদি শিক্ষা করিতে হইয়া থাকে এবং ম্লেচ্ছগণ যদি শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের ধ্বংসকারী হয়,---

১৬। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা ও মধ্বকৃত ব্যাখ্যা যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, মধ্ব যদি নিজ গুরুর সঙ্গে বিবাদ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন—

১৭। মধ্বাচার্য্যের গুরুর গুরু ও আচার্য্য শঙ্করমতাবলম্বী শৃঙ্গেরী স্বামী বিদ্যাশঙ্করের সহিত বিচারে নিজমতের প্রামাণ্যপ্রদর্শনের জন্য যদি মধ্বাচার্য্যের মনে ব্রহ্মসূত্রার্থরচনা করিবার দৃঢ় সংকল্প হয়, আর তাহার ফলে যদি মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা করিয়া থাকেন—

১৮। শঙ্কর যদি গুরু বা বিশ্বনাথের আদেশে ভাষ্যরচনা করিয়াথাকেন—

১৯। মধ্বাচার্য্য যদি স্বোদ্‌ভাবিত নিজমত প্রচলিত করিয়া থাকেন,

কারণ, তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্বাচার্য্যের জীবনীকার পদ্মনাভাচার্য্য ২৫৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, "Sri Madva built his system on his own interpretations of the Upanishad, Geeta and Sootra Prasthans." আর—

২০। শঙ্করমত যদি শুকদেব ও তৎপুত্র গৌড়পাদপ্রভৃতি ব্যাস-সম্প্রদায়ের মত হয়, কারণ, তিনি "যথোক্তং সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ আচার্য্যৈঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট করিয়াই ইহা বলিয়াছেন—এরূপ হয় ; আর—

২১। "সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" এই পুরাণবাক্য যদি উভয় মতেই বিশ্বাস করা হয়,—

২২। শঙ্করমতে দ্বৈতবাদেরও স্থান আছে, উহা মিথ্যা হইলেও উহার উপযোগিতা আছে, কিন্তু মাধ্বমতে শঙ্করমতের স্থান নাই, উহা মিথ্যা এবং উহার অবলম্বনে নরক হয়—এইরূপ যদি হয়—

তাহা হইলে কোন্ মতটী গ্রাহ্য এবং কোন্ মতটী ত্যাজ্য, কোন্ মতটী প্রমাণ ও কোন্ মতটী অপ্রমাণ, তাহা সুধীগণই নির্ণয় করিবেন।

ব্যাসাচার্য্য ও মধুসূদনের তুলনা।

আর যদি ন্যায়ামৃতকার ব্যাসাচার্য্য ও মধুসূদনের জীবনচরিত আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও ব্যাসাচার্য্যের জীবনবৃত্ত মধুসূদনের জীবনবৃত্তের ন্যায় মহনীয় বলিয়া বোধ হয় না। মধুসূদন ধনরত্ন স্পর্শ করিতেন না, সম্রাট্ আকবরপ্রদত্ত সুবর্ণমুদ্রা তিনি স্পর্শও করেন নাই, গোরক্ষনাথপ্রদত্ত চিন্তামণি তিনি গঙ্গাজলে নিক্ষেপই করিয়াছিলেন, আর ব্যাসাচার্য্যকে বিজয়নগরের রাজা রত্নাভিষেক করিয়াছিলেন, আর ব্যাসাচার্য্য তাহা উপভোগই করিয়াছিলেন। মধুসূদন দিগ্বিজয় করেন নাই, ব্যাসাচার্য্য তাহা করিয়াছিলেন। মধুসূদন, সম্রাট্ আকবরের সভায় বিচার করিয়া যে "মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী" ইত্যাদি প্রশস্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনুরুদ্ধ হইয়াই করিয়াছিলেন। মধুসূদন পরমত খণ্ডন না করিয়া স্বমত স্থাপন ও পরের আক্রমণ নিরাকরণ করিয়াছিলেন, ব্যাসাচার্য্য পরমতখণ্ডনেই শক্তিক্ষয় অধিক করিয়াছিলেন। তিনি তর্কতাণ্ডব গ্রন্থে নব্যন্যায়ের চিন্তামণিগ্রন্থ খণ্ডন করায় পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের দেশের সংবাদপত্রে আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুরক্তব্যক্তিগণকর্তৃক প্রকাশিত করা হইয়া থাকে। এরূপ বহুবিষয় আছে যে, মনে হয়, মধুসূদনের শাস্ত্রজ্ঞান বুদ্ধিমত্তা ও ভগবন্নিষ্ঠা-প্রভৃতি ব্যাসরাজাচার্য্যের অপেক্ষা অনেক অধিক। মধুসূদন যখন ব্যাসাচার্য্যের আক্রমণ

প্রতিহত করিয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁহাকে আক্রমণ করেন নাই, তখন ব্যাসাচার্য্য হইতে মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠাসনই দিতে হয়। অতএব মধুসূদন ও ব্যাসাচার্য্যের জীবনদৃষ্টেও ব্যাসাচার্য্যের মত সমানশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

মাধ্বসম্প্রদায়কর্তৃক অদ্বৈতমতের উপকার।

কিন্তু তাহা হইলেও মাধ্বসম্প্রদায় অদ্বৈতবেদান্তের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে শত্রুভাবে উপকার হইলেও তাহা অতুলনীয় প্রকৃত উপকার বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার ফলে অদ্বৈত-বেদান্তের এমন অকাট্য সূক্ষ্ম যুক্তি ও তত্ত্বসকল আবির্ভূত হইয়াছে, যাহা অন্যথা আবির্ভূত হইতে পারিত না। এই সকল যুক্তি হৃদয়ঙ্গম হইলে অদ্বৈতবেদান্তে আর সংশয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। ইহার ফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অনিবার্য্য হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বলপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করে। ভগবান্, শঙ্কররূপে যে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য বায়ুর ন্যায় ধূলিপটলের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া সেই জ্ঞান-সূর্য্যকে নিষ্প্রভ করিলে ভগবানের বিপদভঞ্জনরূপ মধুসূদন অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। এই কুজ্ঝটিকা নিবারণের ফলে স্নিগ্ধশীতল ধরাতলে জ্ঞানসূর্য্যের অধিকতর মিষ্ট উজ্জ্বলরূপই প্রকাশিত হইল। এজন্য মাধ্বচেষ্টায় অদ্বৈতমতের প্রকৃত উপকারই সাধিত হইয়াছে। কারণ, ব্যাসাচার্য্য ন্যায়ামৃতে যে ভাবে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, তাহার উপর আর পূর্ব্বপক্ষ হয় না, আর মধুসূদন যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার উপর আপত্তিও আর চলে না। যাহা চলিয়াছে, তাহা বিদ্যাবিনোদ মাত্র।

ইহাই হইল বেদান্তমতের অনুকূল ও প্রতিকূল মতবাদের পরিচয়। বস্তুতঃ, ইহাদের একটী মতই ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে সকল মতেরই বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন হয়। আর তাহার জন্য কত যে পুস্তকাদি পড়িতে হয়, তাহার তালিকাপ্রদানও সহজ ব্যাপার নহে। আজ কাল ভারতে যে কয়টী দার্শনিকমত স্বীয় প্রভাবে মহিমান্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা অন্ততঃপক্ষে ২৫টী, যথা—

১ চার্ব্বাক	৯ পাশুপত	১৭ পাণিনি
২ মাধ্যমিক বৌদ্ধ	১০ শৈব	১৮ সাংখ্য
৩ যোগাচার বৌদ্ধ	১১ প্রত্যভিজ্ঞা	১৯ যোগ (পাতঞ্জল)
৪ সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ	১২ রসেশ্বর	২০ বেদব্যাস
৫ বৈভাসিক বৌদ্ধ	১৩ বৈশেষিক	২১ শাঙ্কর
৬ জৈন	১৪ নৈয়ায়িক	২২ ভাস্কর
৭ রামানুজ	১৫ ভট্টমীমাংসক	২৩ নিম্বার্ক
৮ মাধ্ব	১৬ প্রভাকর মীমাংসক	২৪ বল্লভ ২৫ চৈতন্য

প্রথম ছয়টী মতবাদ নাস্তিক মতবাদ, আর সপ্তম হইতে অবশিষ্ট আস্তিক মতবাদ। চার্ব্বাক মতটী বস্তুতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—পুত্রাত্মবাদ, দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনআত্মবাদ। বেদপ্রামাণ্যের অস্বীকারই নাস্তিকতার লক্ষণ। তন্মধ্যে ৭ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; ৮, ১৩, ১৪, ১৮ দ্বৈতবাদ; ৯, ১০, ১১, ১২ শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৩ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ; ২৪ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ; ২৫ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ এবং ১৭, ২১ অদ্বৈতবাদ।

ইহাদের মধ্যে মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহোক্ত ১৬খানি দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ মঃ মঃ শ্রীযুক্ত বাসুদেব অভ্যঙ্কর মহাশয় যেরূপ প্রদান করিয়াছেন তাহা চিত্রসহ (৪২৭ পৃঃ) প্রদর্শিত হইল।

ইহাদের সকলের মতে সকল গ্রন্থ আর এখন পাওয়া যায় না। যাহাও পাওয়া যায়, তাহাও দুর্ল্লভ। বস্তুতঃ, এই সকল মতেরই পরিচয় থাকিলে অদ্বৈতসিদ্ধি বুঝিবার পক্ষে সহায়তা হয়। ইহার কারণ অদ্বৈতসিদ্ধি অদ্বৈতবেদান্তমতের চরম গ্রন্থ, এবং ইহা সকল মতের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল মতের সামান্যভাবে পরিচয়ের জন্য শঙ্করাচার্য্যকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থ দুখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাপি ইহাতে ২৩ নিম্বার্কমত, ২৪ বল্লভমত, ২৫ চৈতন্যমত এবং ২২ ভাস্করমতের কোন উল্লেখ নাই; অথচ ইহাদের মতে ব্রহ্মসূত্রাদিরই ভাষ্য এখনও বর্ত্তমান।

দর্শন
নাস্তিক
আস্তিক
আধ্যক্ষিক (চার্ব্বাক ১)
তার্কিক
সগুণাত্মবাদী
নির্গুণাত্মবাদী
ক্ষণিকবাদী (বৌদ্ধ ২)
স্যাদ্‌বাদী (জৈন ৩)
তার্কিক
শ্রৌত
তার্কিক
শ্রৌত
(শাঙ্করবেদান্ত ১৬)
প্রচ্ছন্নতার্কিক
স্পষ্টতার্কিক
বাক্যার্থবাদী (মীমাংসক ১২)
পদার্থবাদী (বৈয়াকরণ ১৩)
প্রচ্ছন্নদ্বৈতবাদী (রামানুজ ৪)
স্পষ্টদ্বৈতবাদী (মাধ্ব ৫)
নিরীশ্বর (সাংখ্য ১৪)
সেশ্বর (পাতঞ্জল ১৫)
ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী
উৎপত্তিসাধনাদৃষ্টবাদী
বিদেহমুক্তিবাদী
জীবন্মুক্তবাদী (রসেশ্বর দর্শন ৯)
শব্দপ্রমাণান্তর অনঙ্গীকারী (বৈশেষিক ১০)
শব্দপ্রমাণান্তর অঙ্গীকারী (নৈয়ায়িক ১১)
আত্মভেদবাদী
আত্মৈক্যবাদী (প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ৮)
কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী (নকুলীশপাশুপত ৬)
কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী (শৈব ৭)

১। চার্ব্বাক—আধ্যক্ষিক নাস্তিক দর্শন।

২। বৌদ্ধ—ক্ষণিকবাদী তার্কিক নাস্তিক দর্শন।

৩। জৈন—স্যাদবাদী তার্কিক নাস্তিক দর্শন।

৪। রামানুজ—প্রচ্ছন্নদ্বৈতবাদী, প্রচ্ছন্নতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৫। মধ্ব—স্পষ্টদ্বৈতবাদী, প্রচ্ছন্নতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৬। নকুলীশপাশুপত—কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী, আত্মভেদবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৭। শৈব—কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী, আত্মভেদবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিকদর্শন।

৮। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—আত্মৈক্যবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৯। রসেশ্বরদর্শন—জীবন্মুক্তবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১০। বৈশেষিকদর্শন—শব্দপ্রমাণান্তর অনঙ্গীকারী, উৎপত্তিসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১১। ন্যায়দর্শন—শব্দপ্রমাণান্তর অঙ্গীকারী, উৎপত্তি সাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১২। মীমাংসক—বাক্যার্থবাদী, শ্রৌত, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৩। বৈয়াকরণ—পদার্থবাদী, শ্রৌত, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৪। সাংখ্য—নিরীশ্বর, তার্কিক, নির্গুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৫। পাতঞ্জল—সেশ্বর, তার্কিক, নির্গুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৬। শাঙ্করবেদান্ত—শ্রৌত, নির্গুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

অবশ্য এতদ্দ্বারাই যে এই ১৬ খানি দর্শনের সব কথা বলা হইল, তাহা নহে। যেহেতু রামানুজমতে জীবন্মুক্ত নাই, কিন্তু শাঙ্করমতে তাহা স্বীকার করা হয়। অথচ এই দৃষ্টিতে এই দুই মতের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয় নাই। যাহা হউক, তথাপি ইহাতে ইহাদের একটা সম্বন্ধ বেশ জানা যায়।

এক্ষণে যাঁহারা অতি অল্প পরিশ্রম করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির রসাস্বাদ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য কতিপয় প্রবেশিকা গ্রন্থের একটী অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম, যথা—

(১) ন্যায়মতের জন্য—
১। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বা তর্কসংগ্রহসটীক।

(২) বেদান্তমতের জন্য—
১। বেদান্তসার
২। বেদান্তপরিভাষা
৩। অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ
৫। পঞ্চদশী
৫। বেদান্তসংজ্ঞাবলী
৬। শঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্র রত্নপ্রভাটীকাসহ
৭। সিদ্ধান্তবিন্দু বা সিদ্ধান্তলেশ।

(৩) মীমাংসামতের জন্য—
১। মীমাংসাপরিভাষা বা আপোদেবী।
২। মানমেয়োদয়।

(৪) বেদান্তের অন্যমতের জন্য
(ক) রামানুজমতে—
১। যতীন্দ্রমতদীপিকা
২। বেদান্তসার
(খ) মাধ্বমতে—
১। মাধ্বমতসংগ্রহ
২। মাধ্বভাষ্য।

(৫) অপরাপর মতের জন্য—
১। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

অদ্বৈতসিদ্ধি বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তকগুলির জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। নিতান্ত সংক্ষেপে উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিতে হইলে এতদপেক্ষা সংক্ষেপ আর করা যায় না, তবে সর্ব্বোপরি একটী কথা এই যে, শ্রদ্ধা-সহকারে দৃঢ়চেষ্টা থাকিলে সকলের সকলই সম্ভব। অনেক কথাই লিখিবার সংকল্প হইয়াছিল, পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু

গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধিভয়ে এই স্থানেই বিরত হইতে হইল। এখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মধুসূদনের কৃপা ভরসা।

উপসংহার।

যাহা হউক, এতদূরে ভূমিকার কি আলোচ্যবিষয়, তাহা এক প্রকার আলোচনা করা গেল। আর তদনুসারে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তিসম্পাদনের জন্য (১) গ্রন্থপরিচয়, (২) গ্রন্থকারপরিচয় (৩) গ্রন্থপ্রতিপাদ্যপরিচয় ও (৪) গ্রন্থ-পাঠের ফলপরিচয় আলোচনা করিয়া, গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদন করিবার জন্য সংক্ষেপে (১) ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয় ও তদুপলক্ষে (২) বেদান্ত ও (৩) মীমাংসামত এবং অতি সংক্ষেপে (৪) অপরাপর দার্শনিকমত আলোচনা করা হইল। এখন এতদ্দ্বারা যদি কথঞ্চিৎও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—তাহা হইলে শ্রম সফল।

এখন এই আলোচনা হইতে কি জানা গেল, তাহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে,—

১। অদ্বৈতমতই বেদান্ত বা উপনিষদের মত। অপর যত মত তাহা ইহার প্রতিকূলতা করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষরূপে থাকিয়া ইহারই পুষ্টি ও উজ্জ্বলতা সাধন করে। উচ্চাধিকারীর পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট মত। অনুভব, যুক্তি ও শ্রুতি—তিনরূপেই ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। আর বৈদিক যুগ হইতে ইহার ধারা অবিচ্ছিন্নই রহিয়াছে। আর সেই অদ্বৈতমত জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধির সমকক্ষ গ্রন্থ আর নাই।

২। সেই অদ্বৈতমতের সার এক কথায় এই যে, (ক) একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু, (খ) জগৎপ্রপঞ্চ তাহাতে অধ্যস্ত হইয়া সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ বোধ হয়। (গ) এই ব্রহ্মের অনাদি ও অচিন্ত্য শক্তিবলে এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জীব ও জগতের আবির্ভাব। (ঘ) এই ব্রহ্মশক্তির নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিলেও ব্রহ্ম যাহা তাহাই আছেন, এজন্য এই শক্তি মিথ্যাবস্তু এবং ব্রহ্মই সত্যবস্তু। বস্তুতঃ, যাহা নিত্য

পরিবর্ত্তনশীল কখন একরূপে থাকে না, তাহাই অনির্ব্বচনীয়, তাহাই মিথ্যা; এজন্য যাহা দৃশ্য হয়, অথচ নাই, তাহাই মিথ্যা এবং যাহা নিত্য সৎ অথচ দৃশ্য হয় না, তাহাই সত্য। (ঙ) ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ এই শক্তির আধার নির্গুণ নিষ্ক্রিয়নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানে, এই শক্তির খেলা আর থাকে না, শক্তিও আর থাকে না। আর এই শক্তির খেলা বন্ধ না হইলে দুঃখও দূর হয় না। জগতের সুখ দুঃখমিশ্রিত। জগতেদুঃখশূন্য সুখ নাই। দুঃখশূন্য সুখ আর সুখস্বরূপ অভিন্ন বস্তু। (চ) ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ বা গোলোক—সকলই দুঃখশূন্য নহে এবং সকলই অনিত্য।

৩। এইরূপ ব্রহ্মপ্রভৃতি সম্বন্ধে প্রমাণ একমাত্র শ্রুতি। প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণের নিকট দুর্ব্বল। সুতরাং তাহারা অনুকূল হইলেই গ্রাহ্য, নচেৎ ত্যাজ্য।

৪। বেদ নিত্য অপৌরুষেয় অভ্রান্ত এবং পরস্পর অবিরুদ্ধ। আবৃত্তিশূন্য নিঃশ্রেয়স মুক্তি বেদোক্ত জ্ঞানসাহায্যেই লভ্য, অন্য উপায়ে নহে। ইত্যাদি।

এই সত্য সিদ্ধান্তগুলি পরপক্ষের যাবতীয় উদ্ভাবিত ও সম্ভাবিত যুক্তিতর্ক নিরস্ত করিয়া বুঝিতে গেলে অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনা অনিবার্য্য আবশ্যক। ইহার আলোচনায় নিদিধ্যাসন পূর্ণ হয় এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ইহার আলোচনায়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইহার আলোচনায়—

"বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" "স্বেন রূপেণ অভিসম্পদ্যতে"। ইতি হরিঃ ওম্।

কলিকাতা
১৩৩৭ সাল

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

অদ্বৈতসিদ্ধি প্রথমভাগের

সামান্য সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ পর্য্যন্ত)

অদ্বৈতসিদ্ধি প্রথম ভাগের সূচীপত্র।

অদ্বৈতসিদ্ধির মূলসূচী।

(মঙ্গলাচরণ, ইষ্টস্মরণাত্মক—১)

মায়াকল্পিত-মাতৃতামুখ-মৃষাদ্বৈত-প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ,
সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধীগোচরঃ।
মিথ্যাবন্ধবিধূননেন পরমানন্দৈকতানাত্মকং,
মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে বিষ্ণুর্বিকল্পোজ্ঝিতঃ ॥১

(মঙ্গলাচরণ, গুরুনমস্কাররূপ ২৩)

শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাম্,
ঐক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্।
স্পর্শেন নির্ধূততমোরজোভ্যঃ,
পাদোত্থিতেভ্যোঽস্তু নমো রজোভ্যঃ ॥২

(গ্রন্থরচনার প্রয়োজন—২৬)

বহুভির্বিহিতা বুধৈঃ পরার্থং, বিজয়ন্তেঽমিতবিস্তৃতা নিবন্ধাঃ।
মম তু শ্রম এষ নূনমাত্মন্তরিতাং ভাবয়িতুং ভবিষ্যতীহ ॥৩

শ্রদ্ধাধনেন মুনিনা মধুসূদনেন,
সংগৃহ্য শাস্ত্রনিচয়ং রচিতাতিযত্নাৎ।
বোধায় বাদিবিজয়ায় চ সত্বরাণাম্
অদ্বৈতসিদ্ধিরিয়মস্তু মুদে বুধানাম্ ॥৪

(গ্রন্থারম্ভ --অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধি পূর্ব্বকত্ব – ২৯)

তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ দ্বৈত-মিথ্যাত্বমেব প্রথমম্ উপপাদনীয়ম্।১

(উপপাদন কাহাকে বলে—৫১)

উপপাদনং চ স্বপক্ষসাধন-পরপক্ষ-নিরাকরণাভ্যাং ভবতি ইতি, তদ্ উভয়ং বাদজল্পবিতণ্ডানাম্ অন্যতমাং কথাম্ আশ্রিত্য সম্পাদনীয়ম্ ।২

(মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তি অবশ্যপ্রদর্শনীয় – ৫৪)

তত্র চ বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য বিচারাঙ্গত্বাৎ মধ্যস্থেন আদৌ বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া ।৩

(বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের বিচারাঙ্গত্বে পূর্ব্বপক্ষ—৫৭)

যদ্যপি বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য ন পক্ষতাসম্পাদকতয়া উপযোগঃ, সিসাধয়িষাবিরহসহকৃত-সাধকমানাভাবরূপায়াঃ তস্যাঃ সংশয়াঘটিতত্বাৎ— ।৪

(পূর্ব্বপক্ষীর কথা অস্বীকারে দোষ – ৫৯)

অন্যথা শ্রুত্যা আত্মনিশ্চয়বতঃ অনুমিৎসয়া তদনুমানং ন স্যাৎ, বাদ্যাদীনাং নিশ্চয়বত্ত্বেন সংশয়াসম্ভবাৎ, আহার্য্য-সংশয়স্য অতিপ্রসঞ্জকত্বাৎ চ— ।৫

(সিদ্ধান্তীর সম্ভাবিত উত্তর খণ্ডন– ৬১)

নাপি বিপ্রতিপত্তেঃ স্বরূপতঃ এব পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহ-ফলকতয়া উপযোগঃ, "ত্বয়া ইদং সাধনীয়ম্" "অনেন ইদং দূষণীয়ম্" ইত্যাদি মধ্যস্থবাক্যাদেব তল্লাভেন বিপ্রতিপত্তি-বৈয়র্থ্যাৎ— ।৬

(বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের বিচারাঙ্গত্বে সিদ্ধান্তপক্ষ—৬৩)

তথাপি বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য অনুমিত্যনঙ্গত্বেঽপি ব্যুদসনীয়তয়া বিচারাঙ্গত্বম্ অস্ত্যেব ।৭

(পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন—৬৭)

তাদৃশসংশয়ং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ ক্বচিৎ নিশ্চয়াদি-প্রতিবন্ধাৎ অজনকত্বেঽপি স্বরূপযোগ্যত্বাৎ বাদ্যাদীনাং চ নিশ্চয়বত্ত্বে নিয়মাভাবাৎ।৮

(বাচস্পতির উক্তির ব্যাখ্যা ও স্বপক্ষসমর্থন—৬৯)

"নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুতঃ" ইতি আভিমানিকনিশ্চয়াভি-প্রায়ম্; পরপক্ষম্ আলম্ব্যাপি অহংকারিণঃ বিপরীতনিশ্চয়-বতঃ জল্পাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ।৯

(সিদ্ধান্তপক্ষের উপসংহার—৭১)

তস্মাৎ সময়বন্ধাদিবৎ স্বকর্ত্তব্যনির্ব্বাহায় মধ্যস্থেন বিপ্রতি-পত্তিঃ প্রদর্শনীয়া এব।১০

(মিথ্যাত্বানুমানে সামান্যাকার বিপ্রতিপত্তি—৭৫)

তত্র মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ—"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্‌ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগি ন বা? পারমার্থিকত্বাকারেণ উক্তনিষেধ-প্রতিযোগি ন বা"?।১১

(সামান্যাকার বিপ্রতিপত্তিঘটকপদের ব্যাবৃত্তি—১২৯)

অত্র চ পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন সাধ্যসিদ্ধেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ "পক্ষৈকদেশে সাধ্যসিদ্ধৌ অপি সিদ্ধসাধনতা" ইতি মতে শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধনবারণায় 'ব্রহ্মজ্ঞানেতরবাধ্যত্বং' পক্ষবিশেষণম্।১২। যদি পুনঃ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনৈব সাধ্যসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা, তদা একদেশে সাধ্যসিদ্ধৌ অপি সিদ্ধ-সাধনাভাবাৎ তদ্‌বারকং বিশেষণম্ অনুপাদেয়ম্।১৩। ইতর-বিশেষণদ্বয়ং তু তুচ্ছে ব্রহ্মণি চ বাধবারণায় আদরণীয়মেব।১৪

(মিথ্যাত্বে বিশেষ বিপ্রতিপত্তি—১৪৭)

প্রত্যেকং বা বিপ্রতিপত্তিঃ—"বিয়ৎ মিথ্যা ন বা" "পৃথিবী মিথ্যা ন বা" ইতি।১৫। এবং বিয়দাদেঃ প্রত্যেকং পক্ষত্বেঽপি ন ঘটাদৌ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা, পক্ষসমত্বাৎ ঘটাদেঃ।১৬। তথাহি পক্ষে সাধ্যসন্দেহস্য অনুগুণত্বাৎ পক্ষভিন্নে এব তস্য দূষণত্বং বাচ্যম্।১৭। অতএব উক্তং "সাধ্যাভাবনিশ্চয়বতি হেতুসন্দেহে এব সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা" ইতি।১৮। পক্ষত্বং তু সাধ্যসন্দেহবত্ত্বং সাধ্যগোচরসাধকমানাভাববত্ত্বং বা, এতচ্চ ঘটাদিসাধারণম্; অতএব তত্রাপি সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং ন দোষঃ।১৯। পক্ষসমত্বোক্তিস্তু প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বাভাবমাত্রেণ। ২০। ন চ তর্হি প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বমেব পক্ষত্বম্, স্বার্থানুমানে তদভাবাৎ।২১

(বিপ্রতিপত্তির প্রাচীন প্রয়োগ—১৬৬)

এবং বিপ্রতিপত্তৌ প্রাচাং প্রয়োগাঃ—"বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ ইতি; ন (অত্র) অবয়বেষু আগ্রহঃ।২২। অত্র স্বনিয়ামকনিয়তয়া বিপ্রতিপত্ত্যা লঘুভূতয়া পক্ষতাবচ্ছেদঃ ন বিরুদ্ধঃ।২৩। সময়বন্ধাদিনা ব্যবধানাৎ তস্য অনুমানকালাসত্ত্বেঽপি উপলক্ষণতয়া পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্।২৪। যদ্ বা বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাবচ্ছেদকমেব পক্ষতাবচ্ছেদকম্; প্রাচাং প্রয়োগেষ্বপি বিমতম্ ইতি পদং বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাভিপ্রায়েণ, ইতি অদোষঃ।২৫

(মিথ্যাত্বনিরূপণে প্রথম লক্ষণ, পূর্ব্বপক্ষে বিকল্পত্রয় - ১৮৬)

ননু কিম্ ইদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে? ন তাবৎ মিথ্যাশব্দঃ

"অনির্ব্বচনীয়তাবচনঃ" ইতি পঞ্চপাদিকাবচনাৎ সদসত্ত্বানধি-করণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বম্ ।২৬। তৎ হি কিং সত্ত্ববিশিষ্টা-সত্ত্বাভাবঃ, উত সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্ম্মদ্বয়ম্, আহোস্বিৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্ ।২৭

(সিদ্ধান্তীর সম্ভাবিত উত্তর খণ্ডন, বিকল্পত্রয়ের স্থাপনা—১৮৬)

ন আদ্যঃ, সত্ত্বমাত্রাধারে জগতি সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বানভ্যুপ-গমাৎ, বিশিষ্টাভাবসাধনে সিদ্ধসাধনাৎ ।২৮। ন দ্বিতীয়ঃ, সত্ত্বা-সত্ত্বয়োঃ একাভাবে অপরসত্ত্বাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাতাৎ, নির্ধর্ম্মক-ব্রহ্মবৎ সত্ত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরাৎ চ, শুক্তিরূপ্যে অবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকস্য সত্ত্বেঽপি বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য ব্যতিরেকাসিদ্ধ্যা সাধ্যবৈকল্যাৎ চ ।২৯। অতএব ন তৃতীয়ঃ, পূর্ব্ববৎ ব্যাঘাতাৎ, অর্থান্তরাৎ, সাধ্যবৈকল্যাৎ চ ইতি চেৎ ।৩০

(সিদ্ধান্তপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষীর দ্বিতীয়-বিকল্পে ইষ্টাপত্তি—২৪০)

মৈবম্, সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ ।৩১

(ব্যাঘাতবারণার্থ কল্পত্রয়াশঙ্কা—২৪০)

ন চ ব্যাহতিঃ, সা হি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া বা ? ।৩২

(ব্যাঘাতার্থ প্রথম কল্প অস্বীকার—২৪০)

(তত্র) ন আদ্যঃ, তদনঙ্গীকারাৎ। তথা হি অত্র ত্রিকালা-বাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকো ন অসত্ত্বম্, কিন্তু কচিদপি উপাধৌ

সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্, তদ্ব্যতিরেকশ্চ সাধ্যত্বেন বিবক্ষিতঃ।৩৩। তথাচ ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপং সাধ্যং পর্য্যবসিতম্।৩৪। এবং চ সতি ন শুক্তিরূপ্যে সাধ্যবৈকল্যমপি, বাধ্যত্বরূপাঽসত্ত্ব-ব্যতিরেকস্য সাধ্যাপ্রবেশাৎ।৩৫। নাপি ব্যাঘাতঃ, পরস্পর-বিরহরূপত্বাভাবাৎ।৩৬

(ব্যাঘাতার্থ দ্বিতীয় কল্পও অস্বীকার ২৪০)

অতএব ন দ্বিতীয়োঽপি, সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতাঽসত্ত্বব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচারাৎ।৩৭

(ব্যাঘাতার্থ তৃতীয় কল্পও অস্বীকার ২৪০)

নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য ব্যাঘাতাপ্রয়োজকত্বাৎ, গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি তদভাবয়োঃ উষ্ট্রাদৌ একত্র সহোপলম্ভাৎ।৩৮

(পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত দ্বিতীয় বিকল্পের অর্থান্তরতা নিরাস ২৪০)

যৎ চ নির্ধর্ম্মকস্য ব্রহ্মণঃ সত্ত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্ববৎ প্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরম্ উক্তম্— তৎ ন, একেনৈব সর্ব্বানুগতেন (সত্ত্বেন) সর্ব্বত্র সৎপ্রতীত্যু-পপত্তৌ ব্রহ্মবৎ প্রত্যেকং প্রপঞ্চস্য সৎস্বভাবতাকল্পনে মানা-ভাবাৎ, অনুগতব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাৎ চ।৩৯

(সিদ্ধান্তপক্ষে সাধ্যান্তর নির্দ্দেশ, সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ সাধ্য ২৭১)

সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং বা সাধ্যম্।৪০ তথাচ উভয়াত্মকত্বে অন্যতরাত্মকত্বে বা তাদৃগ্‌ভেদাসম্ভবেন তাভ্যাম্ অর্থান্তরানবকাশঃ।৪১। ন চ অসত্ত্বব্যতিরেকাংশস্য অসদ্‌ভেদস্য চ প্রপঞ্চে সিদ্ধত্বেন অংশতঃ সিদ্ধসাধনম্ ইতি

বাচ্যম্ ; গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং, সমানাধিকৃতত্বাৎ ইতি ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে তার্কিকাদ্যঙ্গীকৃতস্য ভিন্নত্বস্য সিদ্ধৌ অপি উদ্দেশ্যপ্রতীত্যসিদ্ধেঃ যথা ন সিদ্ধসাধনং, তথা প্রকৃতেঽপি মিলিতপ্রতীতেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনম্ ।৪২ যথা চ তত্র অভেদে ঘটঃ কুম্ভঃ ইতি সামানাধিকরণ্যপ্রতীতেঃ অদর্শনেন মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা, তথা প্রকৃতেঽপি সত্ত্বরহিতে তুচ্ছে দৃশ্যত্বাদর্শনেন মিলিতস্য তৎপ্রয়োজকতয়া মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা ইতি সমানম্ ।৪৩

(বিশিষ্টসাধ্যপক্ষও সঙ্গত, পূর্ব্বপক্ষীর তৃতীয় বিকল্প-- ৩৪৬)

অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং সাধ্যম্ ইত্যপি সাধু ।৪৪। ন চ মিলিতস্য বিশিষ্টস্য বা সাধ্যত্বে তস্য কুত্রাপি অপ্রসিদ্ধ্যা অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা মিলিতস্য বিশিষ্টস্য বা সাধনে শশশৃঙ্গয়োঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ ইতি বাচ্যম্ ; তথাবিধপ্রসিদ্ধেঃ শুক্তিরূপ্যে এব উক্তত্বাৎ ।৪৫। ন চ নির্ধর্ম্মকত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাসত্ত্বরূপধর্ম্মদ্বয়শূন্যত্বেন তত্র অতিব্যাপ্তিঃ, সদ্রূপত্বেন ব্রহ্মণঃ তদত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ, নির্ধর্ম্মকত্বেনৈব অভাবরূপধর্ম্মানধিকরণত্বাৎ চ ইতি দিক্ ।৪৬

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে প্রথম লক্ষণম্ ।

ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায়।

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

মায়াকল্পিত-মাতৃতামুখ-মৃষাদ্বৈত-প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ,
সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধীগোচরঃ।
মিথ্যাবন্ধবিধূননেন পরমানন্দৈকতানাত্মকং
মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে বিষ্ণুর্বিকল্পোজ্ঝিতঃ॥১

অনুবাদ—মায়াপ্রযুক্ত যে মাতৃতামুখ অর্থাৎ প্রমাতা প্রমাণ প্রমিতি ও প্রমেয় প্রভৃতি মিথ্যা দ্বৈত প্রপঞ্চ, তাহার যিনি আশ্রয়, যিনি সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, যিনি শ্রুতির শিখাস্বরূপ যে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য, সেই মহাবাক্যজন্য যে অখণ্ডাকার বুদ্ধি, সেই বুদ্ধির গোচর, যিনি মিথ্যাবন্ধন যে মূল অবিদ্যা তাহা বিনষ্ট হওয়ায় বিকল্পশূন্য অর্থাৎ সাদি ও অনাদি দৃশ্যমাত্র বর্জ্জিত, সেই বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক জীব, নিরতিশয় অপরিচ্ছিন্ন সুখমাত্রস্বরূপ যে মোক্ষ, তাহাকে যেন প্রাপ্ত এবং প্রকাশসম্বন্ধব্যতিরেকে প্রকাশমান।১

বালবোধিনী টীকা।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

ওম্। গ্রন্থস্যাস্য পরব্রহ্মৈব বিষয়ঃ প্রয়োজনং চ। মোক্ষস্যাপি ব্রহ্মরূপত্বাৎ ব্রহ্মৈব প্রয়োজনম্। বিষয়প্রয়োজনপ্রদর্শনমুখেন বিশ্বসত্যত্বপ্রতি-

ক্ষেপণব্যাজেন চ মঙ্গলম্ আচরন্ অতএব ন্যায়ামৃতগ্রন্থোক্তমঙ্গলশ্লোকে "সত্যাশেষবিশ্বস্য কারণম্" ইতি বদন্তং ব্যাসাচার্য্যং কটাক্ষয়ন্ দ্বৈত-মাত্রস্য মিথ্যাত্বম্ আবেদয়ন্ পরমার্থসত্যং ব্রহ্ম অনুসন্দধান আহ মূলকারঃ—"**মায়া**" ইত্যাদি।

তত্রায়ম্ অন্বয়ঃ—মায়াকল্পিত-মাতৃতামুখ-মৃষাদ্বৈত-প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ সত্য জ্ঞানসুখাত্মকঃ মিথ্যাবন্ধবিধূননেন বিকল্পোজ্ঝিতঃ শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধী-গোচরঃ বিষ্ণুঃ পরমানন্দৈকতানাত্মকং মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে ইতি।

অত্র 'বিষ্ণুঃ' ইত্যন্তম্ উদ্দেশ্যং, শিষ্টং বিধেয়ম্। বিষ্ণুঃ মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে ইতি সম্বন্ধঃ। বিষ্ণুপদম্ উদ্দেশ্যসমর্পকম্। বিষ্ণু-বিশেষণপদানি উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকসমর্পকাণি।

"বিষ্ণুঃ" অত্র ব্যাপ্তিগুণযোগাৎ ব্যাপকঃ জীবঃ। নতু যোগরূঢ়িবৃত্ত্যা নারায়ণঃ ঈশ্বরঃ, তস্যাপি নিত্যমুক্তত্বেন "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইত্যস্য অন্বয়াযোগাৎ।

স বিষ্ণুঃ কীদৃশঃ ইতি আকাংক্ষায়াম্ আহ—"শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধী-গোচরঃ" ইতি। "অখণ্ডধীঃ" নাম সংসর্গাবিষয়কমনোবৃত্তিবিশেষঃ; তদ্-গোচরঃ—তদ্‌বিষয়ীভূতঃ। শ্রুতীনাং শিখা ইব শিখা মুখ্যং বাক্যং, যৎ তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যং, তজ্জন্যা যা অখণ্ডধীঃ নিরুক্তরূপা, তদ্‌বিষয়ঃ ইত্যর্থঃ।

পুনঃ কীদৃশঃ বিষ্ণুঃ ইতি আকাংক্ষায়াম্ আহ—"মিথ্যাবন্ধবিধূননেন বিকল্পোজ্ঝিতঃ" ইতি। মিথ্যারূপো যো বন্ধঃ ব্রহ্মাত্মৈক্যাজ্ঞানং মূলা অবিদ্যা, "সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ" ইতি বার্ত্তিকাৎ, তস্য বিধূননেন অস্তময়েন, "অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ" ইতি তত্রৈব উক্তত্বাৎ বিধূননস্য অস্তময়ঃ অর্থঃ। "বিধূননেন" ইতি তৃতীয়া জ্ঞাপকহেতৌ। তেন অবিদ্যাস্তময়জ্ঞাপ্যং বিকল্পরাহিত্যং, বিকল্পশ্চ অবিদ্যাপ্রযুক্তং দৃশ্যমাত্রং; তেন উজ্ঝিতঃ দৃশ্যশূন্যঃ, অবিদ্যাস্তময়েন দৃশ্যশূন্যঃ ইত্যর্থঃ। অত্র বন্ধস্য

মিথ্যাত্বোক্ত্যা বন্ধোচ্ছেদঃ জ্ঞানাধীনঃ ইতি জ্ঞাপিতম্। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যস্যৈব মিথ্যাত্বাৎ। তথা চ অবিদ্যোচ্ছেদেন দৃশ্যোচ্ছেদবান্ বিষ্ণুঃ ইত্যর্থঃ। অবিদ্যায়াঃ মিথ্যাত্বোক্ত্যা অবিদ্যাপ্রযুক্তদৃশ্যানামপি মিথ্যাত্বং লব্ধম্।

কীদৃশঃ পুনঃ স বিষ্ণুঃ—"সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ"। সত্যাত্মকঃ জ্ঞানাত্মকঃ সুখাত্মকঃ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র সত্যত্বাদিকং ন ব্রহ্মণঃ ধর্ম্মঃ, তস্য নির্ধর্ম্মকত্বাৎ, কিন্তু মিথ্যাত্বাদ্যভাবরূপং সত্যত্বাদিকম্; অধিকরণাতিরিক্তাভাবানভ্যুপগমেন মিথ্যাত্বাদ্যভাবরূপস্য সত্যত্বাদেঃ ব্রহ্মস্বরূপাবিরোধাৎ। এতৎ সর্ব্বম্ অগ্রে প্রপঞ্চয়িষ্যতে।

স বিষ্ণুঃ পুনঃ কীদৃশঃ—"মায়াকল্পিত-মাতৃতামুখ-মৃষাদ্বৈতপ্রপঞ্চাশ্রয়ঃ।" মায়য়া কল্পিতং—মায়াকল্পিতং মায়াপ্রযুক্তম্, ন তু মায়াজন্যম্। অনাদিদৃশ্যানাং জীবেশ্বরভেদানাং জন্যত্বানুপপত্তেঃ। অনাদিদৃশ্যেঽপি মায়াপ্রযুক্তত্বম্ অক্ষতমেব। মায়ানিবৃত্ত্যা নিবৃত্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। মায়া নাম অনাদিভাবরূপত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্যা। মায়াকল্পিতম্ অতএব মৃষাভূতং যৎ মাতৃতামুখং প্রমাতৃত্ব-প্রমাণত্ব-প্রমিতিত্ব-প্রমেয়ত্বরূপং দ্বৈতমাত্রম্ আত্মভিন্নং, তদভিন্নঃ যঃ প্রপঞ্চঃ তদাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ।

স বিষ্ণুঃ "মোক্ষং প্রাপ্তঃ" ইত্যস্য মোক্ষসম্বন্ধবান্ ইতি মুখ্যঃ অর্থঃ।

"নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ"

"অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা চ বন্ধ উদাহৃতঃ"

ইতি বার্ত্তিকাৎ মোক্ষরূপস্য বিষ্ণোঃ স্বাতিরিক্তমোক্ষাভাবাৎ মুখ্যা প্রাপ্তিঃ ন সম্ভবতি ইত্যতঃ "প্রাপ্ত ইব" ইত্যুক্তম্। সম্বন্ধিনোঃ ভেদে হি সম্বন্ধঃ ঘটতে। প্রকৃতে তু সম্বন্ধিনোঃ মোক্ষবিষ্ণুপদার্থয়োঃ একত্বাৎ প্রাতীতিক এব তদুভয়সম্বন্ধঃ—ইতি দ্যোতনায় "ইব" ইত্যুক্তম্। এবম্ আনন্দাঽবাপ্তিস্থলেঽপি মুখ্যা অবাপ্তিঃ ন সম্ভবতি ইতি তত্রাপি এষা এব গতিঃ। "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইত্যস্য মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশঃ ইত্যর্থঃ।

"স্বয়ং বিজয়তে"—প্রকাশান্তরনিরপেক্ষঃ প্রকাশতে, স্বপ্রকাশঃ ইত্যর্থঃ। "বিজয়তে"পদস্ত প্রকাশতে ইত্যর্থঃ।

ন চ "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইতি "স্বয়ং বিজয়তে" ইতি চ বিধেয়দ্বয়ম্ একস্মিন্ উদ্দেশ্যে বিষ্ণৌ অন্বয়ী, বিধেয়ভেদাৎ বাক্যভেদস্তু ইষ্ট এব, বিশিষ্টস্য বিশেষ্যবিশেষণভাবে বিনিগমনাবিরহাৎ গুরুতরবিশিষ্টবিধেয়-দ্বয়বিধানে মহাগৌরবাৎ, বাক্যভেদস্য অপৌরুষেয়বাক্যে এব দোষা-ধায়কত্বাৎ, বাক্যভেদস্থলে আবৃত্তেঃ কল্পনীয়তয়া আবৃত্তেস্তু পৌরুষেয়-তয়া অপৌরুষেয়ে ভগবতি আম্নায়ে তদসম্ভবাৎ, উক্তং হি কল্পতরুকৃদ্ভিঃ —"পৌরুষেয়ীম্ আবৃত্তিম্ অপৌরুষেয়ো বেদো ন সহতে" ইতি, লৌকিকে বাক্যে বাক্যভেদস্য অদূষণত্বাৎ, সতি প্রমাণে গৌরবস্য অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ, প্রত্যুত লৌকিকস্থলে বাক্যভেদস্য ভূষণত্বাৎ—অন্যথা শ্লেষালঙ্কারস্য উচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ—ইতি বাচ্যম্। মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্ববিশিষ্ট-প্রকাশান্তরনিরপেক্ষপ্রকাশাভিন্নঃ ইতি বিশিষ্টং বিধেয়ং, তেন ন বাক্য-ভেদঃ। "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ। লোকবেদয়োঃ বাক্যার্থস্য একরূপত্বাৎ বেদে বাক্যভেদো দূষণং ন তু লোকে ইত্যপি ন যুক্তম্। বিশেষ্যবিশেষণভাবে বিনিগমনাবিরহাৎ বিশিষ্টস্য বিধেয়ত্বে মহাগৌরবম্ ইতি এতদপি ন যুক্তম্। "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে" ইতি ক্রমিকপদোপস্থিতেরেব বিনিগমকত্বাৎ। শ্লেষস্থলেঽপি ন বাক্যভেদঃ ইতি চিন্তনীয়ম্। অতঃ বিশিষ্টমেব বিধেয়ম্।

কীদৃশং "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইতি আকাঙ্ক্ষায়াম্ আহ—"পরমা-নন্দৈকতানাত্মকম্" নিরতিশয়াপরিচ্ছিন্নসুখমাত্রস্বরূপম্ ইত্যর্থঃ।

অত্র মৃষাদ্বৈতাশ্রয়ত্বোক্ত্যা মুমুক্ষাবান্ অধিকারী সূচিতঃ। গ্রন্থ-বিষয়য়োঃ সম্বন্ধস্তু স্বয়ম্ ঊহনীয়ঃ। বিষয়প্রয়োজনে তু প্রাগেব উক্তে। এবম্ এতন্মঙ্গলশ্লোকে গ্রন্থস্যাস্য অনুবন্ধচতুষ্টয়ঃ উক্তঃ।

তাৎপর্য্য।

"বিষ্ণু"পদের অর্থনির্ণয়।

এস্থলে মঙ্গলশ্লোকে বিষ্ণুপদের অর্থ—ব্যাপক জীব। যদিও বিষ্ণুপদ যোগরূঢ়িবৃত্তির দ্বারা শ্রীনারায়ণকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তথাপি তিনি ঈশ্বর, এজন্য নিত্যমুক্ত ; সুতরাং তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত—এইরূপ অন্বয় তাহাতেও হইতে পারে না। এখানে "বিষ্ণুঃ"—উদ্দেশ্য এবং "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" এই অংশ বিধেয়। নিত্যমুক্ত ঈশ্বরে "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" এইরূপ বিধেয়াংশের অন্বয় সম্ভাবিত নহে বলিয়া যোগরূঢ়িবৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যোগার্থমাত্রদ্বারা জীব গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাপ্ত্যর্থক বিশ্ ধাতুর দ্বারা বিষ্ণুপদ নিষ্পন্ন। তাহার অর্থ—যাহা ব্যাপক, অর্থাৎ জীব। যদিও বিষ্ণুপদ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাও জীবকে বুঝাইতে পারিত, তথাপি জীবাণুত্ববাদ নিরাসাভিপ্রায়ে লক্ষণা না করিয়া যোগশক্তির দ্বারা বিষ্ণু পদের অর্থ—জীব বুঝান হইয়াছে। লক্ষণাদ্বারা বিষ্ণুপদ জীবকে বুঝাইলে জীবের বিভুত্ব লাভ হইত না। জীবের বিভুত্বলাভের জন্য যোগশক্তির দ্বারা বিষ্ণুপদের অর্থ "জীব" এইরূপ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অখণ্ডধীগোচরপদের অর্থ।

এস্থলে বিষ্ণুপদ উদ্দেশ্যবাচকপদ আর সেই উদ্দেশ্যের বিশেষণ "অখণ্ডধীগোচর" পদ। অখণ্ড পদের স্বারসিক অর্থ—নিরবয়ব। অন্তঃকরণবৃত্তিই ধী-পদের মুখ্য অর্থ। অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষ যে ধী তাহা সাবয়ব। সুতরাং ধী অখণ্ড হইতে পারে না। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অখণ্ডধীপদের অর্থ—সংসর্গাবিষয়ক মনোবৃত্তি-বিশেষ বুঝিতে হইবে। যে চিত্তবৃত্তিতে পদার্থদ্বয়ের সংসর্গ ভাসমান হয় সেই চিত্তবৃত্তি সখণ্ড। যেহেতু সংসর্গ সংসর্গিদ্বয়ের আয়ত্ত। সংসর্গিদ্বয় সংসর্গদ্বারা মিলিত হইয়া বিশিষ্টরূপ হইয়া থাকে। আর বিশিষ্টরূপের

মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ এই দুইটী খণ্ড। যে চিত্তবৃত্তির বিষয় বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রাপ্ত না হইয়া অখণ্ডরূপে ভাসমান হয়, সেই অখণ্ড-বিষয়িণী চিত্তবৃত্তি অখণ্ড চিত্তবৃত্তি। অখণ্ড বিষয়ে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধাবিষয়ক চিত্তবৃত্তিবিশেষই অখণ্ড ধী; আর যিনি উক্ত ধীর বিষয়ীভূত তিনি অখণ্ডধীগোচর। তিনিই এখানে বিষ্ণুপদবাচ্য জীব।

অখণ্ডধীগোচরপদ উদ্দেশ্যের বিশেষণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিষ্ণুপদটী উদ্দেশ্যবাচক পদ, আর তাহার বিশেষণ অখণ্ডধীগোচর। "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" এবং "স্বয়ং বিজয়তে" ইহারা বিশিষ্টরূপে বিধেয়, অর্থাৎ বিষ্ণু মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্ববিশিষ্ট স্বয়ং-প্রকাশমান এইরূপ অর্থের বোধক। এরূপ না বলিয়া "অখণ্ডধীগোচর" ও "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" এই দুইটীকে বিধেয় বলিলে "স্বয়ং বিজয়তে"টী উদ্দেশ্যবিশেষণ বলিতে হয়, নতুবা তিনটী বিধেয় বলিতে হয়; কিন্তু ক্রিয়া পদেরই বিধেয়তা সঙ্গত এবং বিষ্ণু প্রকাশস্বরূপ বলিয়া "স্বয়ং বিজয়তে" তাহার বিশেষণ হইতে পারে না। আর বিষ্ণু অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির বিষয় এবং মোক্ষপ্রাপ্ত—এইরূপে দুইটী বিধেয় ভাসমান হইলে বাক্যভেদরূপ দোষ হইয়া পড়ে। এজন্য অখণ্ডধীগোচর এবং "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" এই দুটীর মধ্যে একটীকে উদ্দেশ্যের বিশেষণ করিয়া অপরটীকে বিধেয় করিতে হইবে।

"মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" উদ্দেশ্যবিশেষণ নহে, কিন্তু বিধেয়।

আর এরূপও বলা যায় না যে, "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইহাই উদ্দেশ্য-বিশেষণ এবং অখণ্ডধীগোচর ইহাই বিধেয়। অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশ জীব অখণ্ডধীর বিষয়ীভূত। বস্তুতঃ মোক্ষপ্রাপ্তিকে উদ্দেশ্যের বিশেষণ করিয়া অখণ্ডধীবিষয়ত্বকে বিধেয় বলা যায় না। যেহেতু তাহা হইলে "ইব" পদের আর কোন সার্থকতা থাকে না। এইজন্যই মোক্ষপ্রাপ্ত-

সদৃশকে উদ্দেশ্যবিশেষণ না করিয়া অখণ্ডধীগোচরকেই অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তিমাত্রকেই উদ্দেশ্যবিশেষণ বলা হইয়াছে।

আর যদি মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশকেই উদ্দেশ্যের বিশেষণ করা যায়, তাহা হইলে দোষ এই হয় যে, উদ্দেশ্যের বিশেষণীভূত ধর্ম্মটী বিধেয়-প্রতীতির পূর্ব্বে সিদ্ধ হওয়া চাই। অতএব অখণ্ডধীগোচর হইবার পূর্ব্বেই মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া চাই। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না। জীব অখণ্ডধীর বিষয় হইয়াছে বলিয়াই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্ম অখণ্ডধীগোচরত্বকে উদ্দেশ্যের বিশেষণ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্বকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

"মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইহার বিধেয়তাতে শঙ্কা।

যদি বলা যায়—ইহা অসঙ্গত। কারণ, মোক্ষপ্রাপ্তি যদি বিধেয় হয়, তবে অখণ্ডধীবিষয়ত্ব উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। যেহেতু বিধেয়টী উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ উদ্দেশ্যের বিশেষণ ও বিধেয় এককালেই প্রতীত হইয়া থাকে। উদ্দেশ্যের বিশেষণটী যে কালে ভান হইবে বিধেয়টীও সেই কালেই উদ্দেশ্যে ভান হইবে। ইহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে।

উক্ত শঙ্কার অনুকূলে যুক্তি।

এই প্রতীতি অস্বীকার করিলে "গন্ধপ্রাগভাববিশিষ্ট ঘট গন্ধবান্" —এই বাক্যেরও প্রামাণ্যাপত্তি হইয়া পড়ে। 'ঘট গন্ধবান্'—এই বাক্যের প্রামাণ্য থাকিলেও 'গন্ধপ্রাগভাববিশিষ্ট ঘট গন্ধবান্'—এই বাক্যের প্রামাণ্য নাই। তাহার কারণ—উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক যে গন্ধপ্রাগ-ভাব তৎসমানকালীনত্ব বিধেয়ভূত গন্ধে ভাসমান হইয়া পড়ে। কিন্তু গন্ধপ্রাগভাবকালে গন্ধ থাকিতে পারে না। যদি তাদৃশ কাল বিধেয়ে ভাসমান না হইত, তাহা হইলে 'গন্ধপ্রাগভাববিশিষ্ট ঘট গন্ধবান্'—এই বাক্যেরও প্রামাণ্য হইত। সুতরাং উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক কাল বিধেয়গত

হইয়া ভাসমান হয়—ইহাই অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং যে সময়ে জীব অখণ্ডধীবিষয়ীভূত সেই সময় তাহার মোক্ষ—ইহাই হইতে পারে না। যেহেতু মোক্ষ বস্তুটী অবিদ্যারূপবন্ধশূন্য আত্মস্বরূপ।

উক্ত শঙ্কার অনুকূলে সুরেশ্বরের মতপ্রদর্শন।

আর অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তি অবিদ্যারূপ বন্ধেরই অন্তর্গত। ইহাই বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যও বলিয়াছেন, যথা—"অবিদ্যার অস্তময়ই মোক্ষ আর অবিদ্যাই বন্ধ। আর অবিদ্যার অস্তময়টী জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মস্বরূপ"। অবিদ্যার অস্তময় বলিলে স্থূলরূপে এবং সূক্ষ্মরূপে অবিদ্যার অনবস্থান বুঝায়। অবিদ্যার সংস্কারাদিরূপে অবস্থানই সূক্ষ্মরূপে অবস্থান। যখন অবিদ্যা স্থূলসূক্ষ্ম উভয়রূপেই থাকে না তখনই অবিদ্যার অস্তময় হয়। এই অবিদ্যার অস্তময় শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। ইহাকেই সুরেশ্বরাচার্য্য জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মস্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ মোক্ষ বিদেহতাকালেই সম্ভব, জীবদবস্থায় সম্ভব নহে। যে সময় অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত আত্মা হয়, সে সময় জীবদবস্থাই বটে, বিদেহকৈবল্যাবস্থা নহে। সুতরাং অখণ্ডধীগোচরত্ব উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না।

জ্ঞাতত্বোপহিত ও জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত-মধ্যে প্রভেদ।

জীবদ্দশাতে জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট বা জ্ঞাতত্বোপহিত আত্মা হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হইতে পারে না। জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মা বিদেহতাকালেই হইবে। জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাই মোহনিবৃত্তির স্বরূপ। অখণ্ডধীগোচর আত্মাই জ্ঞাতত্বোপহিত আত্মা, জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত নহে। জ্ঞাতত্ব—অখণ্ডাকারবৃত্তির বিষয়ত্ব। এই অখণ্ডাকারবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিলে আত্মা জ্ঞাতত্বোপহিত হয়। আর পূর্ব্বে কোন সময়ে অখণ্ডাকারবৃত্তি হইয়া পরে অখণ্ডাকারবৃত্তির অবর্ত্তমান হইলে আত্মা জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হয়। মোক্ষও এই জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মা। সুতরাং যে

উপহিত, তাহাকে উপলক্ষিত বলা যাইতে পারে না। আর জ্ঞাতত্বো-পলক্ষিতত্বই তৎসম্বন্ধোত্তরকালীন-তৎসমানাধিকরণ-তদভাববত্ত্ব। তাহা হইলে অখণ্ডধীবিষয়ত্ব-সম্বন্ধোত্তরকালীন-অখণ্ডধীবিষয়ত্ব-সমানাধিকরণ-অখণ্ডধীবিষয়ত্বের অভাবই জ্ঞাতত্বোপলক্ষিতত্ব হইল। আর এতাদৃশ জ্ঞাতত্বোপলক্ষিতত্ব বৃত্ত্যন্তরকালে সম্ভাবিত হইলেও কদাচিৎ-জ্ঞাতত্বো-পলক্ষিত মোহনিবৃত্তিস্বরূপ নহে, কিন্তু সর্ব্বদা-জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাই মোহনিবৃত্তিস্বরূপ। জীবন্মুক্তিতে কদাচিৎ-জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মা হয়, কেবল বিদেহমুক্তিতেই সর্ব্বদা-জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মা হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে বিষ্ণু যে জীবাত্মা, তিনি যখন অখণ্ডাকারধী-বিষয়ত্বোপহিত হইবেন, তখন তিনি প্রাপ্তমোক্ষ হইতে পারেন না। যেহেতু সর্ব্বদা-জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ। উপহিতকালে উপ-লক্ষিত কিরূপে হইবে ? উপহিতত্ব উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক এবং উপলক্ষিতত্ব বিধেয়। সুতরাং উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ও বিধেয়ের কাল বিভিন্ন হইয়া পড়িল। ইহা কিন্তু অসঙ্গত। স্থূলসূক্ষ্মসাধারণ অবিদ্যার অস্তময় বিদেহতাকালেই হয়, বিদ্যাবৎক্ষণে অর্থাৎ অখণ্ডধীগোচরতাক্ষণে তাহা সম্ভাবিত নহে। যেহেতু অখণ্ডাকারধীই তত্ত্বজ্ঞান বা বিদ্যা এবং এই বিদ্যা অবিদ্যারই পরিণাম। সুতরাং "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" বিধেয় হইতে পারে না।

"মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইহার বিধেয়ত্বে শঙ্কার সমাধান। (৭ পৃষ্ঠা)

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া এতদুত্তরে মূলকার "মিথ্যাবন্ধ-বিধূননেন বিকল্পোজ্ঝিতঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ পরে ১৩পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। এস্থলে বন্ধমাত্রের মিথ্যাত্ব উক্তির দ্বারা মিথ্যা বস্তুর উচ্ছেদটী জ্ঞানের অধীন—ইহাই সূচিত হইয়াছে। সুতরাং যাহার উচ্ছেদ জ্ঞানদ্বারা হইবে, সেই উচ্ছেদটী জ্ঞানসমানকালে হইতে পারে না। জ্ঞানোৎপত্তিকালে জ্ঞানের কার্য্য উচ্ছেদটী থাকিতে পারে না—ইহাও সূচিত হইয়াছে। সুতরাং চরমধীরূপবিদ্যাকালে বিদ্যাকার্য্য

যে মিথ্যাবন্ধমাত্রের উচ্ছেদ, তাহা হইতে পারে না, প্রত্যুত পরক্ষণেই হইবে।

অবিদ্যার উচ্ছেদ—ব্যাবহারিক ধ্বংসরূপ নহে।

এখন এই উচ্ছেদটী কি, তাহাও জানা আবশ্যক। অখণ্ডাকার চরমধী অর্থাৎ জ্ঞানরূপ যে বিদ্যা, সেই বিদ্যার অধিকরণ যে ক্ষণ, তাহা অবিদ্যা ও তৎপ্রযুক্তদৃশ্যবিশিষ্টকালের পূর্ব্বভাবী হয় না—ইহাই নিয়ম। তাহার ফলে এই হইল যে, চরম তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির পরক্ষণে অবিদ্যা ও তৎপ্রযুক্ত অনাদি ও সাদি দৃশ্যমাত্র কিছুই থাকে না। যদি থাকিত তাহা হইলে চরম তত্ত্বজ্ঞানটীও দৃশ্যবিশিষ্টকালের পূর্ব্বভাবীই হইত। আর তবে উক্ত নিয়মও অসিদ্ধ হইত। চরম তত্ত্বজ্ঞানও অবিদ্যার কার্য্য অর্থাৎ দৃশ্য। তত্ত্বজ্ঞানের পরক্ষণে দৃশ্যমাত্রই না থাকিলে সেই তত্ত্বজ্ঞানই বা থাকিবে কি করিয়া ? সুতরাং চরম তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি-ক্ষণে চরমজ্ঞানসাধারণ দৃশ্যবস্তু মাত্রের উচ্ছেদ আর হইতে পারে না। যেহেতু উৎপত্তিক্ষণ বিনাশক্ষণ হয় না।

উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককাল বাধা না থাকিলে বিধেয়ে ভাসমান হয়।

সুতরাং যে সময় আত্মা অখণ্ডাকারচিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত হয়, সেই আত্মা মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মাতে তাদৃশ চিত্ত-বৃত্তির বিষয়তা ও মোক্ষপ্রাপ্তি এক সময় সম্ভাবিত নহে। তবেই বুঝিতে হইবে যে, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকাল যে বিধেয়ে ভাসমান হয়, তাহা ঔৎসর্গিক, অর্থাৎ বাধক না থাকিলে হইতে পারে, বাধক থাকিলে হয় না। যেমন, তার্কিকগণ ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য অনুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, "সর্গাদ্যকালীনদ্ব্যণুকং জন্যতাসম্বন্ধেন কর্ত্তৃমৎ, কার্য্যত্বাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমক্ষণোৎপন্ন দ্ব্যণুক কর্ত্তৃবিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ত্তৃজন্য। যাহা কর্ত্তৃজন্য তাহাই জন্যতাসম্বন্ধে কর্ত্তৃবিশিষ্ট। যেমন ঘটের সংযোগ থাকা ও সংযোগসম্বন্ধে ঘট থাকা—একই কথা। এস্থলে দ্ব্যণুকের যে কর্ত্তৃমত্তা সিদ্ধ

হয়, তাহা, কোন কালবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া হয় না। কোন কাল-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া যাহা সিদ্ধ হয় না, তাহাকে কোন কালবিশেষা-বচ্ছিন্ন বলা যায় না। এজন্য তাহাকে কালবিশেষানবচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বলা হয়। এই অনুমিতিতে বিধেয় কর্ত্তা নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া পক্ষবিশেষণীভূত সর্গাদ্যকাল আর বিধেয়ে ভাসমান হইতে পারিল না। পারিলে আর বিধেয় নিরবচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। এই নিরবচ্ছিন্ন কর্তৃ-বিধেয়ক অনুমিতিতে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক যে সর্গাদ্যকাল তাহা বাধিত বলিয়া যেমন ভাসমান হয় না, অর্থাৎ বিধেয় কর্ত্তাতে ভান হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও ভান হইবে না, অর্থাৎ আত্মার অখণ্ডধীগোচরতা ও মোক্ষপ্রাপ্তি এক সময়ে হয় না—ইহাই সিদ্ধ হইল।

উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালীনত্ব এস্থলে বিধেয়ে বিবক্ষিত নহে।

অতএব সর্ব্বদৃশ্যোচ্ছেদ-উপলক্ষিত পরমানন্দস্বরূপ আত্মাই কৈবল্য-প্রাপ্তি। আর তাহা তত্ত্বজ্ঞানের পরই হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির সময় হয় না। সুতরাং উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক যে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ত্ব অর্থাৎ অখণ্ডাকারধীবিষয়ত্ব, তাহার সমানকালীনত্ব, বিধেয় মোক্ষপ্রাপ্তিতে থাকিতে পারে না; এজন্য উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালীনত্ব বিধেয়ে বিবক্ষিত নহে। সুতরাং "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" ইহা উদ্দেশ্যের বিশেষণ নহে, কিন্তু বিধেয়।

মিথ্যাবন্ধবিধূনন ও বিকল্পোজ্ঝিত পদার্থের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপক সম্বন্ধ।

এখন শঙ্কা এই যে "মিথ্যাবন্ধবিধূনন" ও "বিকল্পোজ্ঝিত" এই পদদ্বয় যে একার্থক হয়? যেহেতু বিকল্পোজ্ঝিত শব্দের অর্থ দৃশ্যশূন্য; আর বন্ধবিধূননও দৃশ্যশূন্যত্ব; সুতরাং অভেদে জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবও হয় না।

ইহার উত্তর এই যে, বন্ধশব্দদ্বারা অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য আকাশাদি বুঝিতে হইবে, আর বিকল্পশব্দদ্বারা অবিদ্যা ও চিৎসম্বন্ধ, জীবব্রহ্মভেদ—ইত্যাদি অনাদিসাধারণ দৃশ্য বুঝিতে হইবে। বিধূনন

ও উজ্ঝিত পদদ্বারা তাহাদের রাহিত্য বুঝায়। আর তাহা হইলে উভয়ের ভেদও সিদ্ধ হইল, আর জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবও সম্ভব হইল। মিথ্যাবন্ধবিধূনন জ্ঞাপক, আর বিকল্পোজ্ঝিত জ্ঞাপ্য।

মিথ্যাবন্ধবিধুনন বিকল্পোজ্ঝিতের জ্ঞাপক হেতু।

"বিধূননেন" এই তৃতীয়া বিভক্তিটী জ্ঞাপক-হেতুতে হইয়াছে, তৃতীয়া বিভক্তিটী জ্ঞাপকত্বের বোধক। কিন্তু কারক-হেতুতে নহে, অর্থাৎ কারকতার বোধক নহে। ইহার কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে, যেরূপ বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার অস্তময়টী অবিদ্যার ব্যাবহারিক ধ্বংসরূপ নহে, তদ্রূপ অবিদ্যার নিবৃত্তির দ্বারা অনাদি দৃশ্যান্তরের ধ্বংসও ব্যাবহারিক ধ্বংসরূপ নহে। যদি তাহা হইত, তবে অবিদ্যার নিবৃত্তির দ্বারা যে দৃশ্যান্তরের ধ্বংস, তাহার কেহ নাশক নাই বলিয়া তাহা থাকিয়াই যাইত। আর দৃশ্যান্তর ধ্বংসও ত নামরূপেরই অন্তর্গত দৃশ্যপদার্থ। এজন্য "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত বিদ্বানের সর্ব্ব দৃশ্যোচ্ছেদ বাধিত হইত। যেহেতু দৃশ্যান্তরের ধ্বংসরূপ যে দৃশ্য তাহা থাকিয়াই গেল। তত্ত্বজ্ঞানজন্য অবিদ্যাদি দৃশ্যের নাশ হয়, আর সেই অবিদ্যাদি দৃশ্যের নাশ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের নাশ উৎপন্ন হয়—এইরূপ স্বীকার করিলেও নাশরূপদৃশ্যের আর বাধা হইতে পারে না। সুতরাং শ্রুতির বাধ হয়। তত্ত্বজ্ঞানজন্য যে অবিদ্যাদি দৃশ্যান্তরের নাশ ও তত্ত্বজ্ঞানের নাশ—উক্ত দুইটী নাশের আর নাশক কেহ নাই বলিয়া তাহাদের স্বনাশকত্ব স্বীকার করিলেও নাশের নাশটীই দৃশ্যই হইবে, আর তাহাতে উক্ত শ্রুতিবিরোধ থাকিয়াই যাইবে। নাশের স্বনাশকত্ব স্বীকার করিয়া অপ্রামাণিক অনন্তনাশের কল্পনায় গৌরব দোষও হইয়া পড়িবে। অতএব মিথ্যাবন্ধবিধূননটী বিকল্পোজ্ঝিত হইবার পক্ষে কারক-হেতু নহে, কিন্তু জ্ঞাপক হেতু।

তত্ত্বজ্ঞানের ফলে তত্ত্বজ্ঞান ও অবিদ্যার নাশে দৃশ্যমাত্রের মিথ্যাত্ব।

"চরম তত্ত্বজ্ঞানের দৃশ্যাশ্রয়কালপূর্ব্বত্বাভাব" নিয়ম আছে বলিয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দৃশ্যাশ্রয়কালের পূর্ব্বভাবী হয় না, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের পর আর দৃশ্যবস্তুমাত্রই থাকিতে পারে না বলিয়া চরম তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিজের উত্তরকালে দৃশ্য নাই—ইহা জানা যায়। এই কারণে ইহাকে জ্ঞাপক-হেতুই বলা হইল।

"মিথ্যাবন্ধবিধূননেন বিকল্পোজ্ঝিতঃ" পদের অর্থ।

সুতরাং "মিথ্যাবন্ধবিধূননেন বিকল্পোজ্ঝিতঃ" ইহার অর্থ হইল—বিষ্ণু-পদবাচ্য জীব অবিদ্যার উচ্ছেদদ্বারা জ্ঞাপ্য যে দৃশ্যোচ্ছেদ, সেই দৃশ্যোচ্ছেদবিশিষ্ট। অবিদ্যার উচ্ছেদটী দৃশ্যোচ্ছেদের ব্যাপ্য, আর দৃশ্যোচ্ছেদটী অবিদ্যার উচ্ছেদের ব্যাপক। এইরূপে জ্ঞাপক-হেতুর দ্বারা ইহা লব্ধ হইতেছে। সুতরাং অবিদ্যারূপ বন্ধকে মিথ্যা বলায় অবিদ্যাপ্রযুক্ত দৃশ্যমাত্রেরই—মিথ্যাত্ব লব্ধ হইল।

"পরমানন্দৈকতানাত্মকম্" পদের অর্থ।

বিধেয় যে মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ঘটক যে মোক্ষ তাহা কীদৃশ ? অর্থাৎ বিষ্ণু জীব কীদৃশ মোক্ষপ্রাপ্ত—এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইতেছে—"পরমানন্দৈকতানস্বরূপ"। ইহা বিধেয় যে মোক্ষ তাহার বিশেষণ। ইহার অর্থ—এই নিরতিশয় ও অপরিচ্ছিন্ন যে সুখ তন্মাত্রস্বরূপ মোক্ষ। নিরতিশয় ও অপরিচ্ছিন্ন এই দুইটী "পরম"-পদের অর্থ। অপকর্ষের অনাশ্রয় যে সুখ তাহাকেই নিরতিশয় সুখ বলা যায়। আর অপরিচ্ছিন্ন বলিলে কালাদি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত বুঝায়। আনন্দ-পদের অর্থ সুখ। আর একতান পদের অর্থ "মাত্র"। এই জন্য উক্ত বাক্যের অর্থ হইল—নিরতিশয় অপরিচ্ছিন্ন সুখমাত্র স্বরূপ, আর তাহাই মোক্ষের স্বরূপ।

"স্বয়ং বিজয়তে" পদের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশমান।

"বিষ্ণুঃ বিজয়তে" এই বিধেয়মধ্যে "বিজয়তে" পদের অর্থ—

প্রকাশতে। এস্থলে মনে হইতে পারে যে, মোক্ষপ্রাপ্ত যে বিষ্ণু অর্থাৎ মুক্ত যে বিষ্ণু, তাঁহার কেহ প্রাকাশক নাই বলিয়া তিনি প্রকাশমান হইলেন কিরূপে? এজন্য বলা হইল—"স্বয়ং বিজয়তে"। স্বয়ং-পদের অর্থ —প্রকাশকসম্বন্ধবিনাই। প্রকাশকসম্বন্ধ বিনা যে প্রকাশমান তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশমান বলা যায়।

"বিজয়তে" বলায় বিষ্ণুর মিথ্যাত্বাপত্তি।

এস্থলে আপত্তি হয় যে, "বিজয়তে" পদের অর্থ—"প্রকাশতে," আর "প্রকাশতে" বলিলে প্রকাশের আশ্রয়—এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। কারণ, ক্রিয়ার যে আশ্রয় তাহাই কর্ত্তা। আখ্যাতের অর্থই আশ্রয়ত্ব। আর তাহা হইলে, যে বিষ্ণু প্রকাশের আশ্রয়, সেই বিষ্ণুর প্রকাশ-স্বরূপতা সিদ্ধ না হইয়া প্রকাশ্যত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বনিষ্ঠ প্রকাশের আশ্রয়ই "প্রকাশতে" পদের অর্থ। সুতরাং "স্বয়ং বিজয়তে" বাক্যের অর্থ এই হইল যে, প্রকাশকসম্বন্ধ বিনা স্বনিষ্ঠ স্বভিন্ন প্রকাশসম্বন্ধবান্। কিন্তু তাহাতে ত স্বাত্মকপ্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপতা সিদ্ধ হইল না। প্রত্যুত প্রকাশসম্বন্ধী বলিয়া বিষ্ণুর দৃশ্যত্বই হইয়া গেল। আর তাহাতে বিষ্ণুর মিথ্যাত্বাপত্তি হয়।

"সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ" পদের অর্থ দ্বারা তাহার খণ্ডন।

এজন্য বলা হইল "সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ"। অর্থাৎ আত্মা সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও সুখস্বরূপ, কিন্তু সত্যত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট বা জ্ঞানত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট বা সুখত্বধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। যেহেতু আত্মা নির্ধর্ম্মক। অতএব প্রকাশ-সম্বন্ধী বলিয়া বিষ্ণুর দৃশ্যত্ব আর তজ্জন্য বিষ্ণুর মিথ্যাত্বাপত্তি হয় না।

"মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" বাক্যে ইব-পদের অর্থ দ্বারা খণ্ডন।

আর আত্মা সত্য জ্ঞান ও আনন্দরূপ বলিয়া জীবের পক্ষে আনন্দরূপ মোক্ষের প্রাপ্তিসম্ভাবনা হয় না; এজন্য "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দুইটী ভিন্ন বস্তুরই সম্বন্ধ হইয়া থাকে; প্রকৃতস্থলে মোক্ষ

ও বিষ্ণু একই পদার্থ বলিয়া মোক্ষ ও বিষ্ণুর সম্বন্ধ প্রাতীতিক। ইহাই বুঝাইবার জন্য "ইব" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর এজন্য শ্রুতিতে যে আনন্দাবাপ্তি বলা হইয়াছে তাহারও অর্থ—অনাবৃত আনন্দের সহিত ঐক্য, কিন্তু আনন্দের সহিত সম্বন্ধ নহে। যেহেতু আত্মা ও আনন্দ ভিন্নপদার্থ নহে। অতএব সম্বন্ধবশতঃ বিষ্ণুর মিথ্যাত্বাপত্তি হয় না।

"বিজয়তে" পদের অর্থ দ্বারা খণ্ডন।

তদ্রূপ "বিজয়তে" পদের অর্থ যে "প্রকাশতে" এই স্থলেও বিষ্ণু প্রকাশস্বরূপ বলিয়া প্রকাশাশ্রয় এরূপ বলা যায় না। ভিন্ন বস্তু না হইলে আশ্রয়-আশ্রয়িভাব হয় না। সুতরাং "প্রকাশতে" পদ অনাবৃত-চিদভেদের বোধক, কিন্তু প্রকাশসম্বন্ধবান্ এরূপ নহে। সুতরাং দৃশ্যত্ব-প্রযুক্ত আর বিষ্ণুর মিথ্যাত্বাপত্তিও নাই।

জ্ঞানদ্বারা অনাদিদৃশ্যের নাশে শঙ্কা।

যদি বল শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য রজতাদিরই বিরোধী। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য প্রপঞ্চাদির বাধক হইতে পারিলেও তাহাতে অনাদিসাধারণ দৃশ্যমাত্রের বিরোধিতা দেখা যায় না, যেহেতু অনাদিদৃশ্য অজ্ঞানের কার্য্য নহে; এজন্য তাহা এই অনাদিসাধারণ দৃশ্যের বাধক কিরূপে হইবে? চৈতন্যের মায়াসম্বন্ধ ও জীবব্রহ্মভেদ—ইত্যাদি অনাদিদৃশ্য মায়াজন্য নহে, এবং মায়াও নহে। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা মায়া এবং মায়াজন্য দৃশ্যমাত্রেরই নিবৃত্তি হয়। যেহেতু জ্ঞান, অজ্ঞানের এবং তাহার কার্য্যেরই বিরোধী। অনাদি যে দৃশ্য তাহা মায়া বা তাহার কার্য্য নহে বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে?

"মায়াকল্পিতমাতৃতামুখঃ" পদের অর্থ দ্বারা তাহার খণ্ডন।

এজন্য বলা হইয়াছে—"মায়াকল্পিতমাতৃতামুখঃ" ইত্যাদি। এখানে মায়া শব্দের অর্থ—ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান। তদ্দ্বারা কল্পিত অর্থাৎ মায়াপ্রযুক্ত।

"মায়াকল্পিত" পদের অর্থ—মায়াজন্য নহে, কিন্তু মায়াপ্রযুক্ত। এই প্রযুক্তত্ব অনাদি ও জন্যসাধারণ। অনাদি বস্তুতে জন্যত্ব না থাকিলেও প্রযুক্তত্ব থাকিতে পারে। যে অগ্রিম ক্ষণে থাকিলে যে থাকে, আর না থাকিলে থাকে না, সে তৎপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। অনাদি মায়া যাবৎ কাল আছে, অনাদি উক্ত দৃশ্যসমূহও তাবৎ কালই আছে। অনাদি মায়া না থাকিলে অনাদি উক্ত দৃশ্যও থাকে না। সুতরাং অনাদি উক্ত দৃশ্য মায়াজন্য না হইয়াও মায়াপ্রযুক্ত হইতে পারে।

জ্ঞানদ্বারা মায়াপ্রযুক্ত ও মায়াজন্যের উচ্ছেদ।

মূল কথা এই যে, মায়ার অধীন যাহার উৎপত্তি তাহাকে মায়া-জন্য বলা যায়, আর মায়ার অধীন যাহার স্থিতি তাহাকে মায়াপ্রযুক্ত বলা যায়। কিন্তু যাহা মায়ার কার্য্য তাহারও স্থিতি মায়ার অধীন, আর যে সমস্ত অনাদি দৃশ্য, তাহাদের স্থিতিও মায়ার অধীন। এইরূপে "প্রযুক্ত" পদে দ্বিবিধ অর্থই হয়। আর এই মায়া অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মায়াপ্রযুক্ত যে প্রমাতৃতাদিরূপ দ্বৈত, অর্থাৎ আত্মভিন্ন বস্তু, তাহা অনির্ব্বাচ্য ও অনাদি, এবং তাহার আশ্রয় বিষ্ণু বা ব্রহ্ম। আর তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে অনাদিসাধারণ দৃশ্যমাত্রেরও নিবৃত্তি হইতে পারিবে। যেহেতু শুক্তিবিষয়ক যে অজ্ঞান তাহাও ত অনাদি। অর্থাৎ মূল অজ্ঞান প্রযুক্ত বলিয়া তাহা অনাদি।

মূলাঽজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্তদৃশ্যের বিরোধী জ্ঞানের স্বরূপ।

যদি বল তাহা হইলে সেই শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইল কিরূপে ?

তাহার উত্তর এই যে, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান অনাদি বলিয়া মায়ার কার্য্য নহে, কিন্তু মায়াপ্রযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান না থাকিলে শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান আর থাকিতে পারে না। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকেই মূল অজ্ঞান বলে, আর তদধীনস্থিতিক যে

অনাদি অজ্ঞান, যেমন শুক্ত্যাদিবিষয়ক অজ্ঞান, তাহা তুলাঽজ্ঞান। এই শুক্ত্যাদিবিষয়ক তুলাঽজ্ঞান অনাদি হইয়াও মায়াপ্রযুক্ত বলিয়া যেমন শুক্ত্যাদিজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ মায়াসম্বন্ধাদি অনাদিদৃশ্যও ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শুক্ত্যাদিবিষয়ক জ্ঞান যেমন শুক্ত্যাদিবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী—ইহা লোকদৃষ্ট, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানও ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত দৃশ্যমাত্রের বিরোধী—ইহা দৃষ্ট-বিপরীত কল্পনা নহে। শুক্ত্যাদিবিষয়ক জ্ঞান যে কেবল শুক্তিবিষয়ক অনাদি অজ্ঞানেরই বিরোধী, তাহা নহে, কিন্তু শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের সহিত চৈতন্যের যে অনাদি সম্বন্ধাদি তাহারও বিরোধী। এই সম্বন্ধাদি-বিক্ষেপস্বরূপ—ইহা আবরণ নহে। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেরও ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের সহিত বিরোধিতার ন্যায় সেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত সর্ব্বদৃশ্যের সহিত বিরোধিতাও স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে নিয়ম স্থির হইল যে, "যে জ্ঞান যে অজ্ঞানের বিরোধী সেই জ্ঞান সেই অজ্ঞান-প্রযুক্ত দৃশ্যমাত্রের বিরোধী"। অতএব শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান-দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

"শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধীগোচরঃ" পদের অর্থ।

এখন প্রশ্ন এই যে, অখণ্ডব্রহ্মাকারজ্ঞানই যদি সমস্ত দৃশ্যের উচ্ছেদক হয়, তবে আপাতব্রহ্মজ্ঞানও সর্ব্বদৃশ্যের উচ্ছেদক হউক।

এতদুত্তরে গ্রন্থকার মঙ্গলশ্লোকে বলিতেছেন—"শ্রুতিশিখোত্থা-খণ্ডধীগোচরঃ"। ইহার অর্থ—বেদান্তবাক্যজন্য অখণ্ডসাক্ষাৎকারের বিষয়। এখন শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই ত্রিতয় কাণ্ডরূপ উপকারকদ্বারা উপকার্য্য যে জ্ঞানকাণ্ডীয় মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি, তাহাই শ্রুতির শিখা অর্থাৎ মুখ্য বা প্রধান। আর সেই মহাবাক্য জনিত যে অখণ্ডাকার-ধী তাহার যে বিষয় তাহাই—শ্রুতিশিখোত্থা-খণ্ডধীগোচর। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, এবং উপাসনার

অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে মহাবাক্যজন্য যে অখণ্ডাকার জ্ঞান, তাহাই সর্ব্বদৃশ্যের উচ্ছেদক হইয়া থাকে। অতএব মহাবাক্যদ্বারা যে সর্ব্বদৃশ্যের উচ্ছেদক্ষম তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহার সহকারিসম্পাদক—কর্ম্ম ও উপাসনাকাণ্ডীয় শ্রুতি। সুতরাং সহকারী শ্রুতির বিষয় কর্ম্ম উপাসনার অনুষ্ঠান বিনা আপাত ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সর্ব্বদৃশ্যের উচ্ছেদ হয় না।

ব্রহ্মাভিন্নজীবের স্বরূপানুস্মরণই শ্রেষ্ঠমঙ্গলাচরণ।

গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রারম্ভে শিষ্টাচারসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ করিয়া শ্লোকদ্বারা তাহা উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। মঙ্গল এবং মঙ্গলের উপনিবন্ধন উভয়ই শিষ্টাচারসিদ্ধ। যদিও বিষ্ণুপদের অর্থ 'জীব' বলাতে ইষ্টদেবতার স্মরণ করা হয় নাই বলিয়া ইহা মঙ্গলাচরণ নহে—এইরূপ মনে হইতে পারে, তথাপি সত্যজ্ঞানসুখাত্মক পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জীবচৈতন্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বলিয়া তাঁহারই কীর্ত্তন গ্রন্থকার এই মঙ্গলশ্লোকে করিয়াছেন। আর তাহা পরমমঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ বলিয়া গ্রন্থারম্ভে তাঁহার অনুস্মরণ করায় শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলাচরণ করাই হইয়াছে। বদ্ধজীব-মাত্রের অনুস্মরণ—মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের অর্থ নহে। বস্তুতঃ তাহা হইলে উক্ত দোষ হইতে পারিত। অতএব এস্থলে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলাচরণই করা হইয়াছে, এবং ইহাতে কোন দোষই হয় নাই।

এই গ্রন্থের বিষয় প্রয়োজন সম্বন্ধ এবং অধিকারী।

পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জীবচৈতন্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 'বিষয়'। আর তাহাই অনাবৃত প্রকাশাভিন্ন অনাবৃত আনন্দরূপ বলিয়া 'প্রয়োজন' পদবাচ্য হয়। আর প্রয়োজনের সহিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবটী 'সম্বন্ধ'। এস্থলে যাহা প্রয়োজন তাহাই বিষয় বলিয়া প্রয়োজনের সহিত বিষয়ের অভেদসম্বন্ধ। অর্থাৎ পরব্রহ্মই প্রয়োজন আর সেই পরব্রহ্মই বিষয়। অধিকারী ইহার মুমুক্ষু ব্যক্তি। ইহাই হইল এই গ্রন্থের অনুবন্ধচতুষ্টয়।

"মৃষাদ্বৈতপ্রপঞ্চাশ্রয়ঃ" পদের অর্থ।

এই অধিকারী সূচিত করিবার জন্য "মৃষা দ্বৈতপ্রপঞ্চের আশ্রয়" বলিয়াছেন। যেহেতু আত্মাতে মিথ্যাত্বধর্ম্মবিশিষ্ট দ্বৈতের আশ্রয়ত্ব জ্ঞান হইলে সেই মিথ্যাত্ববিশিষ্ট দ্বৈতের জিহাসারূপ মুমুক্ষা উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত জ্ঞানটী মুমুক্ষার কারণ। যেমন শুক্তিরজতে মিথ্যাত্ব-জ্ঞান হইলে শুক্তিরজতে জিহাসা হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে মিথ্যাত্ববিশিষ্টদ্বৈতাশ্রয়ত্ব-জ্ঞান মুমুক্ষার প্রয়োজন বলিয়া সম্বন্ধী যে মুমুক্ষা, সেই জ্ঞান তাহার স্মারক হইয়া থাকে। এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয়—ইহাই নিয়ম। সুতরাং মুমুক্ষাই অধিকারীর বিশেষণ, আর উক্ত পদদ্বারা তাহারও লাভ হইল।

মঙ্গলাচরণদ্বারা গ্রন্থের অধ্যায়চতুষ্টয়ের বিষয়নির্দ্দেশ।

এই মঙ্গলাচরণশ্লোকে অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মক অদ্বৈতসিদ্ধি-গ্রন্থের প্রতি-পাদ্য বিষয় সম্পূর্ণরূপে সূচিত হওয়ায় ইহার অতিমাত্রনৈপুণ্য এবং প্রকৃত গ্রন্থারম্ভের ভূমিকারূপতা—এতদুভয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"দ্বৈতপ্রপঞ্চকে মায়াকল্পিত" বলায় দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চের মায়াকল্পিতত্বহেতুক তাহার মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনপূর্ব্বক সত্যজ্ঞানসুখাত্মক অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতিপাদন করায় অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বকত্ব দেখান হইয়াছে। এইরূপে "মায়া-কল্পিতত্ব" দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনরূপ প্রথম পরিচ্ছেদার্থ সূচিত হইয়াছে।

"শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধীগোচর" বলায় দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রতিপাদিত তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের লক্ষণাদিদ্বারা উপপন্ন যে অখণ্ডপদার্থ, তাহার কথাই সূচিত হইয়াছে।

আর ঐ বাক্যদ্বারাই শ্রুতিশিখা যে মহাবাক্য, তাহা অখণ্ডাকার-চিত্তবৃত্তির জনক বলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদার্থ যে শব্দাপরোক্ষবাদ ও

শ্রবণের অন্তরঙ্গসাধনতা, এবং মনন ও নিদিধ্যাসন অপেক্ষা শ্রবণের প্রাধান্য, যেহেতু মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ এবং শ্রবণ তাহাদের অঙ্গী ইত্যাদি, তাহারই সূচনা করা হইয়াছে।

আর "পরমানন্দৈকতানাত্মক" এই বাক্যদ্বারা মুক্তির আনন্দরূপতা ও পুরুষার্থতা ইত্যাদি যে চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য, তাহাই সূচিত করা হইয়াছে। এইরূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থের পূর্ণ তাৎপর্য্য এই শ্লোকে সূচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা শাস্ত্রারম্ভক শ্লোকও বটে।

মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকের নির্গলিতার্থ।

এখন এই শ্লোকের নির্গলিতার্থ এই—"শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধীগোচরঃ" অর্থাৎ শ্রুতির শিখাসদৃশ মুখ্য যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য, তজ্জন্য সংসর্গাবিষয়ক মনোবৃত্তিবিশেষের বিষয়ীভূত যে বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক জীবচৈতন্য, তাহা "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে" অর্থাৎ প্রকাশসম্বন্ধ বিনাই প্রকাশমান অর্থাৎ প্রকাশাভিন্ন বা প্রকাশস্বরূপ। কীদৃশ মোক্ষকে প্রাপ্ত এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইয়াছে—"পরমানন্দৈক-তানাত্মকম্"। ইহার অর্থ—সেই মোক্ষ নিরতিশয় ও অপরিচ্ছিন্ন সুখ-মাত্রস্বরূপ। তাহার পর সেই বিষ্ণু কীদৃশ—এই আকাঙ্ক্ষাতে "মিথ্যা-জ্ঞানবিধূননেন বিকল্পোজ্ঝিতঃ" বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিষয়ক অজ্ঞানরূপ যে বন্ধ, তাহার কার্য্য যে দেহ ও তদুপাদান আকাশাদি ও তাহার অকার্য্য যে অবিদ্যা ও চিৎসম্বন্ধাদি, তাহাদের অভাবপ্রযুক্ত বিষ্ণু সর্ব্বদৃশ্যরহিত। পুনর্ব্বার সেই বিষ্ণু কীদৃশ—এইরূপ জিজ্ঞাসাতে বলা হইয়াছে—"মায়াকল্পিতমাতৃতামুখমৃষাদ্বৈতপ্রপঞ্চাশ্রয়ঃ" এবং "সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ"। প্রথমটীর অর্থ—মায়াপ্রযুক্ত অতএব মিথ্যা-ভূত যে প্রমাতৃত্বাদিরূপ আত্মভিন্ন দ্বৈতমাত্র, তাদৃশ প্রপঞ্চের আশ্রয়। এস্থলে মাতৃতামুখ বলিয়া প্রমাতাকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করায় প্রমাতার অধীন যে প্রমাণ প্রমিতি ও প্রমেয়রূপ যাবদ্ বস্তু, তাহাও বলা হইল।

"সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ" বলায় সেই বিষ্ণু—সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হইল। এস্থলে বিষ্ণুর মোক্ষপ্রাপ্তি অখণ্ডধীগোচরত্বপ্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অখণ্ডধীবিষয়তার সমানকালীন মোক্ষপ্রাপ্তি নহে—ইহাও বলা হইল। ইহা বস্তুতঃ, বন্ধের মিথ্যাত্ব বিশেষণদ্বারা সূচিত হইয়াছে। "বিজয়তে" এই পদের অর্থ প্রকাশাশ্রয়ই হইবে—এইরূপ ভ্রমনিবৃত্তির জন্য "স্বয়ং" এই পদটী দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুতে মোক্ষপ্রাপ্তি ও বিজয়ের অন্বয়যোগ্যতালাভের জন্য বিষ্ণুকে 'সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ' বলা হইয়াছে। দ্বৈতমাত্রকে মায়াপ্রযুক্ত বলায় মায়ানিবর্ত্তক যে জ্ঞান সেই জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব দ্বৈতপ্রপঞ্চে আছে—ইহাও সূচিত হইয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্য হইতেছে—"বিষ্ণুঃ" ; তাহার বিশেষণ—"মায়াকল্পিতমাতৃতামুখমৃষাদ্বৈত-প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধীগোচরঃ," এবং "মিথ্যাবন্ধবিধূননেন বিকল্পোজ্ঝিতঃ"। আর বিধেয় হইল "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" এবং "স্বয়ং বিজয়তে" অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্ববিশিষ্ট স্বয়ংপ্রকাশ-মান। ইহাদের মধ্যে মোক্ষের বিশেষণ—"পরমানন্দৈকতানাত্মকম্"।

বিধেয়দ্বয়স্বীকারে বাক্যভেদের দোষগুণ।

এস্থলে বিধেয় দুইটী করিলে বাক্যভেদের আশঙ্কায় বিশিষ্টবিধেয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব" এবং "স্বয়ং বিজয়তে" ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বিধেয় না করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্ববিশিষ্ট স্বয়ংপ্রকাশমান—এইরূপ করা হইয়াছে। আর যদি বলা হয়—বাক্যভেদ বৈদিকবাক্যেই দোষাবহ, লৌকিকবাক্যে দোষাবহ নহে, এজন্য পৃথক্ পৃথক্ বিধেয়দ্বয়ও স্বীকার করা যাইতে পারে, যেহেতু পৃথক্ বিধেয়দ্বয়স্থলে যেমন উদ্দেশ্যের আবৃত্তি করিতে হয়, তদ্রূপ বিশিষ্টবিধেয়স্থলে বিশেষ্যবিশেষণের বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত অর্থাৎ একপক্ষপাতিনী যুক্তি নাই বলিয়া উভয়-প্রকারের সম্ভাবনা হয়, অর্থাৎ 'মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্ববিশিষ্ট স্বয়ংপ্রকাশমান' যেমন বলা যায়, তদ্রূপ 'স্বয়ং প্রকাশমানত্ববিশিষ্ট মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্ব'ও

বলা যায়। আর বাক্যার্থটী বুঝিবার জন্য উদ্দেশ্যের সহিত এই দুইটী বিধেয়ের অন্বয় করিয়া বুঝিতে হয়, আর তাহাতে বস্তুতঃ যে দুইটী বাক্য হয়, তাহা পৃথক্‌বিধেয়স্থলের দুইটীবাক্য অপেক্ষা গুরুতরই হয়। আর তজ্জন্য গৌরব দোষ হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ বলা যায় না। কারণ,—

"সম্ভবতি একবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে"

অর্থাৎ একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ করা উচিত নহে—এইরূপ একটী "ন্যায়"ই আছে; সুতরাং বিধেয়দ্বয়কে পৃথক্ না রাখিয়া বিশিষ্ট করিয়া উদ্দেশ্যের সহিত অন্বয় করাই শ্রেয়ঃ। আর লৌকিক বাক্যের যে অর্থাদি করা হয়, তাহা বৈদিক বাক্যেরই অনুকরণে করা হয়, সুতরাং লৌকিক বাক্যভেদও দোষাবহই হয়। তাহার পর "মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে" এইরূপ ক্রম শ্লোকমধ্যে থাকায় বিশেষ্য বিশেষণ-নির্ণয়ে বিনিগমনাবিরহও নাই। অর্থাৎ 'মোক্ষপ্রাপ্তসদৃশত্ববিশিষ্ট স্বয়ং-প্রকাশমান' এইরূপ একটীমাত্রই বিশিষ্টবিধেয় হইবে। আর তাহারই সহিত উদ্দেশ্যের অন্বয় হইবে। সুতরাং উক্ত গৌরবদোষও হয় না। টীকামধ্যে এ বিষয়ে অন্য কথাও আলোচিত হইয়াছে (৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এইজন্য এস্থলেও বিশিষ্টবিধেয় গ্রহণ করাই ব্রহ্মানন্দপ্রভৃতি আচার্য্য-গণের অভিপ্রেত এবং তাহাই এস্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থরচনার অবান্তর উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থের মহত্ত্ব।

তাহার পর "মিথ্যাবন্ধবিধূননেন" পদের মধ্যে মিথ্যাশব্দটীর গ্রহণ, বোধ হয়, দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্য্যকৃত ন্যায়ামৃত-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে "সত্যাশেষবিশ্বস্য কারণম্" এই বাক্যস্থ "সত্য"পদের প্রত্যুত্তর। যেহেতু এই গ্রন্থ ন্যায়ামৃতেরই প্রতিপঙ্‌ক্তির খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করে। ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতবাদের যাবতীয় গ্রন্থ-মন্থন করিয়া অদ্বৈতবাদকে এইরূপ ভাবে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া-ছেন যে, ইহার আর তুলনা হয় না। ন্যায়ামৃতকারের সেই চেষ্টা এই

শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাম্
ঐক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্।
স্পর্শেন নির্ধূততমোরজোভ্যঃ
পাদোত্থিতেভ্যোঽস্তু নমো রজোভ্যঃ ॥২

(১ম শ্লোকের তাৎপর্য্যশেষ।)

অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করা হইয়াছে। এইজন্য মনে হয় "মিথ্যা"পদটী ন্যায়ামৃতগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে "সত্য" পদের প্রত্যুত্তর। নচেৎ "মায়াকল্পিত" পদের দ্বারা বন্ধেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, এইরূপে মঙ্গলাচরণের এই প্রথম-শ্লোকের দ্বারা জীবের ব্রহ্মস্বরূপতার অনুস্মরণরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলাচরণ করা হইল এবং সেই সঙ্গে সমগ্রগ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয়ের সূচনা ও অনুবন্ধচতুষ্টয়ের উল্লেখ করা হইল। ইহাই হইল মঙ্গলাচরণের অন্তর্গত প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য।১

অনুবাদ।

২। আমার যে পরমগুরু—শ্রীরাম সরস্বতী, গুরু—শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী এবং বিদ্যাগুরু,—মাধব সরস্বতী, তাঁহারা স্বীয় আত্মার সহিত অভিন্নরূপে মাধবনামধেয় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরণোত্থিত যে ধূলি, যাহা তাঁহাদের চরণস্পর্শে রজোগুণ ও তমোগুণ-রহিত হইয়াছে, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বময় তাঁহাদের চরণধূলিতে, আমার কোটি কোটি নমস্কার।২

টীকা।

২। প্রথমশ্লোকেন গ্রন্থস্য বিষয়প্রয়োজনে উক্ত্বা গুরুপরম্পরা-প্রণতিরূপং মঙ্গলম্ আচরন্ আহ—"শ্রীরামে"ত্যাদি। ন চ প্রথমশ্লোকে বিষ্ণুপদস্য জীবপরতয়া বিবৃতত্বাৎ ইষ্টদেবতোৎকর্ষপ্রতিপাদনরূপ-মঙ্গলাকরণাৎ গ্রন্থকর্ত্তুঃ ন্যূনতা ইতি শঙ্ক্যম্? বিষয়প্রয়োজনকথনেনৈব

(২য় শ্লোকের টীকা ।)

পরমমঙ্গলরূপপরব্রহ্মানুসন্ধানাৎ পরব্রহ্মাভিন্নজীবচৈতন্যস্য গ্রন্থপ্রতিপাদ্যত্বেন উল্লেখাৎ শিষ্টাচারপরিপালনে অগ্রণীঃ মূলকার ইতি বিভাবনীয়ম্ ।

অত্র অন্বয়ঃ—ঐক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাং শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং স্পর্শেন নির্ধূততমোরজোভ্যঃ পাদোত্থিতেভ্যঃ রজোভ্যঃ নমঃ অস্তু ।

মূলকারস্য পরমগুরবঃ গুরবঃ বিদ্যাগুরবশ্চ ক্রমেণ শ্রীরামবিশ্বেশ্বর-মাধবাঃ আসন্ । তান্ বন্দনক্রমানুরোধেন নির্দ্দিশতি । প্রথমতঃ পরম-গুরূণাং, ততঃ গুরূণাং, ততঃ বিদ্যাগুরূণাং বন্দনম্—ইতি শিষ্টসমাচারঃ । "ঐক্যেন"—স্বাত্মৈক্যেন, স্বাত্মাভিন্নতয়া ইত্যর্থঃ । "সাক্ষাৎকৃতঃ"—অপরোক্ষীকৃতঃ, "মাধবঃ"—বিষ্ণুঃ পরমাত্মা যৈঃ তেষাং 'সাক্ষাৎকৃত-মাধবানাং', স্বাত্মাভিন্নতয়া প্রত্যক্ষীকৃতমাধবানাম্, "শ্রীরামবিশ্বেশ্বর-মাধবানাং"—পরমগুরু-গুরু-বিদ্যাগুরূণাম্, "পাদোত্থিতেভ্যঃ রজোভ্যঃ" মম "নমঃ অস্তু" মম কোটিশঃ প্রণামাঃ সন্তু ইত্যভিপ্রায়ঃ । কিম্ভূতেভ্যঃ রজোভ্যঃ ইত্যাকাংক্ষায়াম্ আহ—"স্পর্শেন" ইতি । তেষাং পাদস্পর্শেন নির্ধূতে তমোরজসী যেষাং রজসাং ধূলীনাং তেভ্যঃ—"নির্ধূততমো-রজোভ্যঃ" বিশুদ্ধসত্ত্বময়েভ্যঃ ইত্যর্থঃ । এতেন প্রণন্তুঃ নিষ্প্রত্যূহবিজ্ঞান-স্ফূর্ত্তিঃ আশংসিতা ।২

তাৎপর্য্য ।

ইষ্টদেবতা ও গুরুনমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ ।

২ । প্রথমশ্লোকে পরমমঙ্গলরূপ জীব হইতে ভিন্ন পরব্রহ্মই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাহাই প্রয়োজন, ইহা দেখান হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুপদে 'জীব' অর্থ করায় ইষ্টদেবতার উৎকর্ষ-প্রতিপাদনরূপ যে মঙ্গলাচরণ তাহা হয় নাই । এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গ্রন্থকার এই দ্বিতীয় শ্লোকে ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন গুরুর নমস্কাররূপ মঙ্গল আচরণ করিতেছেন । এজন্য এস্থলে ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন পরমগুরু, গুরু এবং

বিদ্যাগুরু—এই তিন জনকে যথাক্রমে প্রণাম করিতেছেন। গুরুবন্দনের এই ক্রম শাস্ত্রসিদ্ধ ও সম্প্রদায়সিদ্ধ।

গুরুপরিচয় ও গ্রন্থকারের গুরুভক্তির আতিশয্য।

"ঐক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাং" এস্থলে 'মাধব' পদের অর্থ—পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্মকে যাঁহারা জীবচৈতন্যের সহিত অভেদে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর এবং মাধবের পদোত্থিত রজঃসমূহকে অর্থাৎ ধূলিরাশিকে নমস্কার করি। এই রজঃ সেই শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর ও মাধবের চরণস্পর্শমাত্রেই তমঃ-গুণ ও রজঃ-গুণবিহীন হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার স্পর্শে মানবের তমঃ ও রজঃগুণ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই গুরুপাদোত্থিত রজঃসমূহে আমি প্রণাম করি—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। শ্রীরাম সরস্বতী গ্রন্থকারের পরমগুরু, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী দীক্ষাগুরু বা আশ্রমগুরু এবং মাধব সরস্বতী বিদ্যাগুরু *।২

গুরুভক্তি মোক্ষলাভের উপায়।

প্রথমশ্লোকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জীবচৈতন্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় দেখাইয়া আর অনাবৃত প্রকাশের সহিত অভিন্ন তাহার অনাবৃত আনন্দরূপতাপ্রতিপাদনদ্বারা এই গ্রন্থের প্রয়োজন সূচিত করিয়া গুরু নমস্কারের আবশ্যকতা যে উক্তরূপ প্রয়োজনলাভ তাহাই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ মোক্ষলাভের জন্যই গুরুনমস্কারের প্রয়োজন। সুতরাং পরম-প্রয়োজন ও পরমমঙ্গলস্বরূপ মোক্ষের প্রতিপাদন করিয়া তাহার সাধন যে গুরুপ্রণামাদি, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল।

---

* কেহ কেহ বলেন—এই শ্রীরাম প্রসিদ্ধ শ্রীরামতীর্থ। কিন্তু তাহা হইলে তিনি আর পরমগুরু হন না। কারণ, পরমগুরু বলিতে গুরুর গুরু বুঝায়। গুরু যদি শ্রীবিশ্বেশ্বর-সরস্বতী হন, তবে পরমগুরু শ্রীরাম সরস্বতীই হইবেন, শ্রীরামতীর্থ হন না। তীর্থ ও সরস্বতী সম্প্রদায়—একই শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও ভিন্ন। অতএব এই শ্রীরাম 'শ্রীরামতীর্থ' নহেন বোধ হয়। এজন্য আমাদের প্রকাশিত" শাঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী" প্রথম ভাগের অন্তর্গত মঠাম্নায় দ্রষ্টব্য। এ বিষয় ভূমিকামধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বহুভির্বিহিতা বুধৈঃ পরার্থং
বিজয়ন্তেঽমিতবিস্তৃতা নিবন্ধাঃ।
মম তু শ্রম এষ নূনমাত্ম-
ন্তরিতাং ভাবয়িতুং ভবিষ্যতীহ ॥৩

অনুবাদ।

৩। শ্রীহর্ষ, আনন্দবোধ, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শিষ্যগণের বোধের জন্য ও কুতার্কিকগণের অজ্ঞানবিনাশের জন্য সুবিস্তর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং তাহা সর্ব্বাতিশায়ী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু আমার এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থরচনারূপ পরিশ্রম সেজন্য নহে। অর্থাৎ আমার বুদ্ধিবৈশদ্যের জন্যই এই পরিশ্রম।৩

টীকা।

৩। ইদানীং গ্রন্থকারঃ গ্রন্থকরণে স্বকীয়ম্ ঔদ্ধত্যাদিকং পরিহরন্ গ্রন্থারম্ভং প্রতিজানীতে—"বহুভিঃ" ইতি।

অত্র অন্বয়ঃ—বহুভিঃ বুধৈঃ পরার্থং বিহিতাঃ অমিতবিস্তৃতাঃ নিবন্ধাঃ বিজয়ন্তে, তু মম ইহ এষঃ শ্রমঃ আত্মন্তরিতাং ভাবয়িতুং নূনং ভবিষ্যতি।

"বহুভিঃ বুধৈঃ" শ্রীহর্ষ-আনন্দবোধ-চিৎসুখপ্রভৃতিভিঃ, "পরার্থং" শিষ্যজনবোধসম্পাদনার্থং কুতার্কিকাজ্ঞাননিবারণার্থম্, অতঃ "বিহিতাঃ" বিরচিতাঃ, "অমিতবিস্তৃতাঃ নিবন্ধাঃ" খণ্ডন-মকরন্দ-প্রত্যকৃতত্ত্বপ্রদীপীকা-প্রভৃতয়ঃ সুবিস্তরাঃ গ্রন্থাঃ, "বিজয়ন্তে" সর্ব্বাতিশায়িতয়া বর্ত্তন্তে। অর্থাৎ তৈরেব গ্রন্থৈঃ পরেষাং প্রয়োজনসিদ্ধেঃ নাস্মাভিঃ অত্র যতনীয়ম্। "তু" কিন্তু, "মম" মূলকারস্য, "ইহ" অস্মিন্ বিষয়ে অদ্বৈততত্ত্বপ্রদিপাদকগ্রন্থরচনায়াম্, "এষঃ শ্রমঃ" অয়ং অদ্বৈতসিদ্ধিরচনারূপঃ শ্রমঃ, "আত্মন্তরিতাং" মন্নিষ্ঠাম্ অর্থবোধসম্পত্তিং, "ভাবয়িতুং" সম্পাদয়িতুং, "নূনং ভবিষ্যতি" অবশ্যমেব ভবিষ্যতি, স্বীয়বুদ্ধিবৈশদ্যায় এব এতদ্‌গ্রন্থরচনম্ ইতি ভাবঃ।৩

শ্রদ্ধাধনেন মুনিনা মধুসূদনেন
সংগৃহ্য শাস্ত্রনিচয়ং রচিতাতিযত্নাৎ।
বোধায় বাদিবিজয়ায় চ সত্বরাণাম্
অদ্বৈতসিদ্ধিরিয়মস্তু মুদে বুধানাম্ ॥৪

(৩য় শ্লোকের তাৎপর্য্য।)

গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বর্ণন।

৩। মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া এক্ষণে এই তৃতীয়শ্লোকে গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এতদর্থে তিনি বলিতেছেন,—যদিও বহুপণ্ডিতগণ অপরের বোধের জন্য যে বৃহদ্ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছেন, তাহারা এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্টগ্রন্থরূপে বিরাজমান রহিয়াছে, তথাপি আমার এই গ্রন্থরচনারূপ যে পরিশ্রম, তাহা নিশ্চিতই আমার আত্মম্ভরিতার নিমিত্ত হইবে, অর্থাৎ নিজের বোধসম্পাদন করিবারই নিমিত্ত হইবে। সুতরাং এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নিজের বোধের বিশুদ্ধিসম্পাদনমাত্র। এস্থলে আত্মম্ভরিতা পদের অর্থ 'অহঙ্কার' নহে, কিন্তু নিজের বোধসম্পাদন। এই গ্রন্থরচনার প্রাসঙ্গিক ফল পরশ্লোকে বর্ণিত হইবে। আর এই অদ্বৈতসিদ্ধির রচনাকে নিজের পরিশ্রম বলায় গ্রন্থকারের স্বভাবসুলভ বিনয় প্রকাশিত হইতেছে।৩

অনুবাদ।

৪। অদ্বৈততত্ত্বে শ্রদ্ধাশীল ও মননপরায়ণ মধুসূদন—সূত্রভাষ্য, বার্ত্তিক ও খণ্ডনাদি শাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য্য আলোচনাপূর্ব্বক অতিযত্নে এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা অতি শীঘ্র অদ্বৈতশাস্ত্রজ্ঞানলাভ ও বাদিবিজয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অদ্বৈতশাস্ত্রজ্ঞান ও বাদিবিজয়ের জন্য এবং সর্ব্বজ্ঞকল্প পণ্ডিতগণের আনন্দবিধানের জন্য এই গ্রন্থ হউক।৪

টীকা।

৪। গ্রন্থনির্ম্মাণস্য মুখ্যং ফলম্ উক্ত্বা প্রাসঙ্গিকম্ আহ "শ্রদ্ধাধনেন" ইতি।

অত্র অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধাধনেন মুনিনা মধুসূদনেন শাস্ত্রনিচয়ং সংগৃহ্য অতিযত্নাৎ রচিতা ইয়ম্ অদ্বৈতসিদ্ধিঃ সত্বরাণাং বোধায় বাদিবিজয়ায় চ বুধানাং মুদে চ অস্তু।

"শ্রদ্ধাধনেন" শ্রদ্ধা এব ধনং যস্য তেন, "শ্রদ্ধাবিত্তঃ ভূত্বা" ইতি শ্রুতেঃ, শ্রৎ ইতি অব্যয়ং সত্যনামসু পঠ্যতে, শ্রৎ-পূর্ব্বধাঞ্-ধাতোঃ নিষ্পন্নং শ্রদ্ধাপদং সত্যধারণম্ আহ, সত্যাদরশালিনী বুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা; "মুনিনা" ইতি, মুনিঃ কস্মাৎ? মননাৎ, মননশীলেন ইত্যর্থঃ; "বাল্যং পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" ইতি শ্রুতেঃ; "মধুসূদনেন" গ্রন্থকারেণ; "শাস্ত্রনিচয়ং" সূত্র-ভাষ্য-বার্ত্তিক-খণ্ডন-মকরন্দাদিকম্, "সংগৃহ্য" সংগ্রহেণ তেষাং তাৎপর্য্যাণি আলোচ্য, "অতিযত্নতঃ" অনুক্ত-পুনরুক্তাদিকং বিভাব্য পূর্ব্বপক্ষিণাং প্রত্যক্ষরোদ্ধারং নিরাকৃত্য চ, "ইয়ং" এতদ্গ্রন্থাধীনা, "অদ্বৈতসিদ্ধিঃ" অদ্বৈতনিশ্চয়ঃ, অত্র "সিদ্ধি"পদস্য নিষ্পত্তিঃ ইতি ন অর্থঃ, অদ্বৈতপদার্থস্য ব্রহ্মণঃ নিত্যনিষ্পন্নত্বাৎ; অদ্বৈতসিদ্ধির্নাম দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত-ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয়ঃ; তেন তাদৃশনিশ্চয়বোধকমপি "সিদ্ধি"পদং গ্রন্থকর্ত্তৃসংকেতেন তাদৃশনিশ্চয়সাধকং গ্রন্থমপি বোধয়তি; অথবা "সিদ্ধি"পদং লক্ষণয়া সাধকং গ্রন্থং জ্ঞাপয়তি। "রচিতা" গ্রন্থদ্বারা শিষ্যেভ্যঃ বলভদ্রাদিভ্যঃ প্রতিপাদিতা; এষা অদ্বৈতসিদ্ধিঃ "সত্বরাণাং" ত্বরয়া বিবিদিষূণাং, "বোধায়" জ্ঞানায়, ত্বরয়া বিজিগীষূণাং চ "বাদিবিজয়ায় চ" পরপক্ষনির্জ্জয়ায়, এবং "বুধানাং" বোধ-বাদিবিজয়-নিরপেক্ষাণাং শাস্ত্রপরাদৃশ্বনাং, "মুদে" হর্ষায়, "অস্তু" ভবেৎ।৪

তাৎপর্য্য।

গ্রন্থরচনার অবান্তর উদ্দেশ্য বর্ণন।

৪। অতিশয়সত্যাদরশালিনী বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মননশীল মধুসূদন

গ্রন্থারম্ভ—অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্ব।

তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ দ্বৈত-মিথ্যাত্বমেব প্রথমম্ উপপাদনীয়ম্।১

(৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্যশেষ।)

যাবতীয় অদ্বৈতশাস্ত্রসিদ্ধান্তনিচয় সংগ্রহ করিয়া অতিযত্নসহকারে এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা শীঘ্রবোধ ও বাদিবিজয় ইচ্ছা করেন তাঁহাদের আনন্দের জন্য এই গ্রন্থ হউক—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এস্থলে অদ্বৈতসিদ্ধিপদের অর্থ—অদ্বৈতনিশ্চয়; অর্থাৎ দ্বৈতা-ভাবোপলক্ষিতব্রহ্মনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়। 'সিদ্ধি' পদের অর্থ—'নিষ্পত্তি' হইলেও এস্থলে তাহার গ্রহণ করা যায় না। যেহেতু অদ্বৈত পদের অর্থ—ব্রহ্ম। আর তাহা নিত্যনিষ্পন্ন অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত। এজন্য উক্ত "নিশ্চয়" অর্থই এস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। আর সেই নিশ্চয় এতদ্-গ্রন্থাধীন বলিয়া এই গ্রন্থকেও অদ্বৈতসিদ্ধি বলা যায়। অথবা 'সিদ্ধি' পদটী লক্ষণার দ্বারা সেই নিশ্চয়ের সাধক গ্রন্থকেও বুঝায়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের সমাপ্তিশ্লোকে সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত যে ইষ্টসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ও ব্রহ্মসিদ্ধি নামক তিনখানি সিদ্ধিগ্রন্থের কথা বলা হইয়াছে, সেস্থলেও সিদ্ধিপদের অর্থ—'নিশ্চয়কে'ই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই জন্য এই গ্রন্থের নামও 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রাখা হইল।৪

অনুবাদ।

১। সেই এই অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থে দ্বৈতের মিথ্যাত্বই প্রথমে উপপাদন করা হইতেছে। কারণ, শ্রুতির দ্বারা যে যে স্থলে অদ্বৈতব্রহ্মের নিশ্চয় করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই দ্বৈতের মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকই তাহা করা হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বৈতের মিথ্যাত্বনিশ্চয় না হইলে অদ্বৈত-ব্রহ্মের নিশ্চয়ই হইতে পারে না, আর সেই কারণে গ্রন্থকার প্রথমতঃই দ্বৈতবস্তুমাত্রকে 'পক্ষ' করিয়া তাহার মিথ্যাত্ব অনুমান করিতেছেন।১

টীকা।

১। অদ্বৈতসিদ্ধিম্ আরভমানেন সিদ্ধ্যুপযোগ্যেব নিরূপয়িতুম্ উচিতম্। ন তু তদনুপযোগিদ্বৈতমিথ্যাত্বম্। অথচ মূলকৃতা সপরিকরং দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব আদৌ নিরূপিতম্, তৎ অসঙ্গতমিব, ইত্যতঃ আহ— "অত্র অদ্বৈতসিদ্ধে"রিত্যাদি। "তত্র"—তস্যাম্ অদ্বৈতসিদ্ধৌ প্রারীপ্সিতায়াম্ "দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব প্রথমম্ উপপাদনীয়ম্"। যতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুত্যা জায়মানায়াঃ দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতব্রহ্মনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়রূপায়াঃ "অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ"। দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধৌ ক্রিয়মাণায়াম্ অদ্বৈতং সূপপাদম্ ইত্যর্থঃ। দ্বৈতমিথ্যাত্বোপপাদনস্য অদ্বৈতসিদ্ধ্যনুগুণত্বাৎ আদৌ দ্বৈতমিথ্যাত্বনিরূপণং ন অসঙ্গতম্। অতএব মূলকৃতা চতুর্থপরিচ্ছেদান্তে "অদ্বৈতসিদ্ধিঃ অধুনা চতুর্থী সমজায়ত" ইতি উক্তম্।

অত্র মূলকারঃ "সিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ" ইত্যন্তেন বাক্যেন শ্রুত্যা অদ্বৈতসিদ্ধিমাত্রে দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়স্য পূর্ব্বভাবিত্বেন কারণত্বং সূচয়তি। যত্র যত্র শ্রুত্যা অদ্বৈতনিশ্চয়ঃ তত্র সর্ব্বত্র দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়স্য পূর্ব্বভাবিত্বম্। এতদভিপ্রায়েণৈব দ্বৈতমিথ্যাত্বোপপাদনে প্রবৃত্তিঃ মূলকারস্য।

শ্রুত্যা দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত-ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয়ে দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বং কথম্? ইতি চেৎ? শৃণু—

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতেঃ চৈতন্যমাত্রপ্রতিপাদনেন শ্রুতেঃ তাৎপর্য্যম্। চৈতন্যমাত্রস্য স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধত্বাৎ তন্মাত্রপ্রতিপাদনে শ্রুতেঃ অনুবাদকত্বেন অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কিন্তু দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতব্রহ্মপ্রতিপাদনপূর্ব্বকচৈতন্যমাত্রপ্রতিপাদনে তাদৃশশ্রুতেঃতাৎপর্য্যম্। দ্বৈতাভাববিশিষ্টচৈতন্যপ্রতীতিপূর্ব্বকত্বাৎ দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতচিন্মাত্রপ্রতীতেঃ। সা হি সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিকরী ইতি অগ্রে প্রবেদয়িষ্যতি। বিশিষ্টবোধানন্তরমেব হি উপলক্ষিতবোধো জায়তে।

উপলক্ষ্যধর্ম্মিবোধে উপলক্ষণীভূতধর্ম্মবিশিষ্টবুদ্ধেঃ কারণত্বাৎ। যঃ খলু ধর্ম্মী যেন ধর্ম্মেণ উপলক্ষ্যতে তেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টরূপতয়া স ধর্ম্মী যদি ন প্রতীয়েত, তর্হি ন উপলক্ষিতবুদ্ধিঃ জায়েত। অতএব দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতবুদ্ধৌ দ্বৈতাভাববিশিষ্টবুদ্ধেঃ দ্বারত্বনির্ব্বাহঃ। দ্বৈতাভাববিশিষ্টবুদ্ধেরপি অভাববুদ্ধিত্বেন প্রতিযোগিপ্রসক্তিপূর্ব্বকত্বাৎ। দ্বৈতবত্ত্বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ দ্বৈতাভাববত্ত্ববুদ্ধেঃ। দ্বৈতপ্রকারকবুদ্ধিং বিনা দ্বৈতাভাবপ্রকারকবুদ্ধেঃ অনুপপত্তেঃ। দ্বৈতবতি ব্রহ্মণি এব দ্বৈতবত্ত্বকালাবচ্ছেদেন দ্বৈতাভাববত্ত্ববিষয়কবুদ্ধেঃ উদয়াৎ। যৎকালাবচ্ছেদেন যৎ প্রসজ্যতে তৎকালাবচ্ছেদেনৈব তৎ নিষিদ্ধ্যতে—ইত্যেব প্রতিযোগিপ্রসক্তিপূর্ব্বকনিষেধবুদ্ধেঃ মুদ্রা।

তথাহি—অদ্বৈতপ্রতিপাদকং যৎ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি বাক্যং তৎপূর্ব্ববাক্যে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যস্মিন্ "ইদং" শব্দেন দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্নব্রহ্মণ উপস্থাপকতয়া তস্মিন্ দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্টে ব্রহ্মণি দ্বৈতাভাববোধনে দ্বৈতমাত্রস্য মিথ্যাত্বম্ আয়াতম্। "সদেব সোম্যে"তি পূর্ব্ববাক্যম্ উদ্দেশ্যোপস্থাপকম্, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি বিধেয়সমর্পকম্। তেন 'ইদং সৎ দ্বৈতাভাববৎ' ইত্যর্থঃ লভ্যতে। ইদং-শব্দোদিতে দ্বৈতসামান্যতাদাত্ম্যাপন্নে ব্রহ্মণি "অদ্বিতীয়ম্" ইত্যনেন দ্বৈতাভাববোধনাৎ। উদ্দেশ্যসমর্পকপূর্ব্ববাক্যেন "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যনেন নিষেধপ্রতিযোগিনঃ প্রসক্তিঃ দর্শিতা। প্রতিযোগি দ্বৈতসামান্যং "সদেব" ইতি বাক্যেন ব্রহ্মণি প্রসক্তং তদেব "অদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুত্যা নিষিদ্ধ্যতে।

উদ্দেশ্যব্রহ্মণি দ্বৈতসামান্যতাদাত্ম্যস্য বিশেষণত্বেন উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্নত্বস্য চ বিনা বাধকং বিধেয়গতত্বেন বোধস্য ব্যুৎপত্তিসিদ্ধত্বাৎ। অন্যথা 'গন্ধপ্রাগভাববিশিষ্টো ঘটো গন্ধবান্' ইতি বাক্যস্য প্রমাণত্বাপত্তেঃ। তথা চ দ্বৈতবতি ব্রহ্মণি দ্বৈতবত্ত্বকালাবচ্ছেদেন দ্বৈতাভাববোধনে দ্বৈতসামান্যস্য মিথ্যাত্বম্ আয়াতম্।

(টীকা।)

এককালাবচ্ছেদেন প্রতিযোগ্যভাবয়োঃ একাধিকরণবৃত্তিত্বং হি মিথ্যাত্বম্। তৎ চ স্বাবচ্ছেদকদেশকালাবচ্ছিন্ন-স্বাশ্রয়নিষ্ঠ-স্বাভাবপ্রতি-যোগিত্বরূপম্। অত্র "স্ব"পদং মিথ্যাত্বেন অভিমতপরম্।

শাব্দবোধস্য আহার্য্যত্বাসম্ভবেন দ্বৈতবতি দ্বৈতাভাববোধঃ শাব্দঃ ন স্যাৎ—ইতি চ ন শঙ্ক্যম্। ইদং-শব্দোদিতদ্বৈতস্য দৃশ্যত্বরূপেণ, এবম্ "অদ্বিতীয়ম্" ইত্যত্র দ্বিতীয়পদেন আত্মভিন্নত্বেন রূপেণ, দ্বৈতসামান্যস্য বোধনাৎ ন আহার্য্যত্বাপত্তিঃ। দ্বৈতোদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকক-দ্বৈতাভাব-বিধেয়ক-শাব্দবোধস্য প্রদর্শিতেন প্রকারেণ আহার্য্যত্বানাপত্তৌ অপি বিধেয়ে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক-কালাবচ্ছিন্নত্বভানস্য অসার্ব্বত্রিকত্বাৎ প্রকৃত-বাক্যস্য তাদৃশবোধে তাৎপর্য্যে মানাভাবাৎ মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ ন সম্ভবতি ইতি ন শঙ্ক্যম্। প্রকৃতবাক্যস্য তাদৃশবোধে তাৎপর্য্যানঙ্গীকারে প্রকৃত-বাক্যস্যৈব বৈয়র্থ্যাৎ। কালান্তরাবচ্ছেদেন দ্বৈতাভাববত্ত্ববিষয়কবোধ-জনকস্য "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরস্য বিদ্যমানত্বাৎ।

তথাচ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুত্যা দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতাত্মনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়ে জননীয়ে দ্বৈতবতি ব্রহ্মণি দ্বৈতবত্ত্বকালাবচ্ছেদেন দ্বৈতাভাবনিশ্চয়পূর্ব্বকত্বধ্রৌব্যাৎ অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বকত্বং সিদ্ধম্। ইদম্ আপাততঃ।

পরমার্থতস্তু এককালাবচ্ছেদেন প্রতিযোগাভাবয়োঃ একাধিকরণ-বৃত্তিত্বং ন মিথ্যাত্বম্, কিন্তু মিথ্যাত্বঘটকাভাবস্য সর্ব্বকালাবচ্ছেদেন সর্ব্ব-দেশাবচ্ছেদেন ব্রহ্মণি বিদ্যমানত্বাৎ ন অবচ্ছিন্নবৃত্তিকঃ অভাবঃ মিথ্যাত্ব-ঘটকঃ, পরন্তু অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্যঃ সঃ। 'প্রতিপন্নোপাধৌ অবচ্ছিন্নবৃত্তি-কান্যাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্' ইতি দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণে স্ফুটী ভবিষ্যতি। মিথ্যাত্বস্য এবংরূপত্বে চ উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্নত্বস্য

(টীকা।)

বিধেয়াংশে অভানেঽপি ন কাচন বস্তুক্ষতিঃ। শ্রুতেঃ তাদৃশবোধে তাৎপর্য্যগ্রাহকাভাবেঽপি চ ন কোঽপি দোষঃ। মিথ্যাত্বঘটকাভাবস্য কালাবচ্ছিন্নত্বানঙ্গীকারাৎ। তথা চ 'স্বাশ্রয়নিষ্ঠাবচ্ছিন্নবৃত্তিকাত্যন্তবিশিষ্ট-স্বাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বং' ফলিতম্। এবং চ "সদেব" ইতি বাক্যে 'ইদং সৎ দ্বৈতাভাববৎ' ইত্যর্থঃ লভ্যতে। ইদং-তাদাত্ম্যাপন্নে অর্থাৎ দৃশ্যসামান্যতাদাত্ম্যাপন্নে সতি ব্রহ্মণি, "অদ্বিতীয়"-পদেন দ্বিতীয়া-ভাববত্ত্বং দ্বিতীয়পদস্য আত্মভিন্নত্বেন দৃশ্যসামান্যপরতয়া তাদৃশদৃশ্য-সামান্যস্য অবচ্ছিন্নবৃত্তিকাত্যাভাববত্ত্বং লভ্যতে। তথা চ দ্বৈতমাত্রস্য মিথ্যাত্বং পর্য্যবস্যতি। অতএব "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুত্যা 'অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বম্' আয়াতম্।

এবং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণবাক্যানামপি দ্বৈতা-ভাবোপলক্ষিতনির্ব্বিকল্পকব্রহ্মনিশ্চয়জনকত্বাৎ তত্রাপি দ্বৈতমিথ্যাত্ব-সিদ্ধিপূর্ব্বক এব তাদৃশঃ বোধঃ বোদ্ধব্যঃ। এবং মহাবাক্যজন্যাদ্বৈত-নিশ্চয়স্যাপি দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বং বিজ্ঞেয়ম্। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং মূলকৃতা "অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ" ইতি। তথা চ "দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব" দ্বৈতমাত্রং পক্ষীকৃত্য তন্মিথ্যাত্বম্ এব সদসত্ত্বানধি-করণত্বাদিরূপং "প্রথমম্" অদ্বৈতনিশ্চয়াৎ প্রাক্ গ্রন্থাদৌ, "উপপাদ-নীয়ম্"—উপপত্ত্যা সাধনীয়ম্, অনুমেয়ম্ ইত্যর্থঃ।১

তাৎপর্য্য।

অদ্বৈতসিদ্ধি পদের অর্থ।

১। "অদ্বৈতসিদ্ধি" পদের অর্থ—দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মস্বরূপ-মাত্রের নিশ্চয়। অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক নিশ্চয়। সিদ্ধিপদের অর্থ—এই নিশ্চয়। এই দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মস্বরূপনিশ্চয় নির্ব্বিকল্পকরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। সপ্রকারক জ্ঞানকেই সবিকল্পক জ্ঞান বলে।

এই ব্রহ্মনিশ্চয়ে কোন প্রকারীভূত ধর্ম্ম ভাসমান হয় না। এই জন্য উক্ত নিশ্চয় নির্ব্বিকল্পকরূপ। সুতরাং 'দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক নিশ্চয়' অদ্বৈতসিদ্ধি পদের অর্থ।

দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধি অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বার।

এই অদ্বৈত নিশ্চয় করিতে যাইয়া গ্রন্থকার দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপপাদন করিতেছেন। আপাততঃ মনে হইতে পারে—অদ্বৈতসিদ্ধিতে অদ্বৈত-ব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদনীয়, দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্বপ্রদিপাদন প্রকৃত অদ্বৈত-সিদ্ধিতে অনুপযোগী। কিন্তু তাহা নহে। যেহেতু দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপপাদিত হইলে অদ্বৈত উপপাদনযোগ্য হয়। দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্বপ্রদর্শন না করিয়া শ্রুতি অদ্বৈতব্রহ্মের প্রতিপাদন করেন নাই। যেহেতু শ্রুতিবাক্য হইতে দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বক অদ্বৈতসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতি হইতে দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধি কিরূপে দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পক নিশ্চয়ে, অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধিতে দ্বারস্বরূপ হয়, তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির তাৎপর্য্য—দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতব্রহ্মস্বরূপনিশ্চয়ে।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহ তাহাদের তাৎপর্য্য দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মনিশ্চয়ে, কিন্তু চৈতন্যমাত্রের প্রতিপত্তিতে নহে।

চৈতন্যমাত্র তাৎপর্য্যে শ্রুতি অনুবাদিনী হয়।

কারণ, চৈতন্যমাত্রের প্রতিপত্তিতে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে শ্রুতি অনুবাদিনী হইয়া ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যেহেতু চৈতন্যমাত্র স্বপ্রকাশ বলিয়া নিত্য সিদ্ধই আছে। নিত্য সিদ্ধবস্তুমাত্রের প্রতিপাদক হইলে শ্রুতি অনুবাদিনী হইয়া পড়ে।

অন্য দোষ—শ্রুতি পুরুষার্থের অনুপযোগিনী হয়।

কেবল তাহাই নহে, কিন্তু পুরুষার্থেরও অনুপযোগিনী হইয়া পড়ে; যেহেতু চৈতন্যমাত্র দ্বৈতভ্রমরূপ অনর্থনিবৃত্তির হেতু হয় না।

তৃতীয় দোষ—স্বরূপচৈতন্য অনর্থের সাধক, বাধক হয় না।

আর কেবল যে হেতু হয় না, তাহাও নহে, কিন্তু অবিদ্যাপ্রভৃতি দ্বৈতজালের সাধক হয়। যেহেতু—"যৎপ্রসাদাদবিদ্যাদি সিদ্ধ্যতীব দিবা-নিশম্"। ইহা **বার্ত্তিককারই** বলিয়াছেন। স্বরূপ-চৈতন্য দ্বৈতমাত্রের বাধক না হইয়া প্রত্যুত সাধকই হয়; সুতরাং দ্বৈতভ্রমরূপ যে অনর্থ তাহার নিবৃত্তির হেতু হয় না বলিয়া পুরুষার্থের উপযোগিনী হইতে পারে না।

অদ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য্য।

এজন্য অদ্বৈতশ্রুতির তাৎপর্য্য দ্বৈতাভাববিশিষ্ট ব্রহ্মপ্রতিপত্তিপূর্ব্বক দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মবিষয়ক প্রতীতিতে বলিতে হইবে। যেহেতু উপলক্ষিতবুদ্ধি বিশিষ্টবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়। তাদৃশ প্রতীতি পূর্ব্বসিদ্ধ নহে বলিয়া, অর্থাৎ শ্রুতি বিনাই সিদ্ধ হয় না বলিয়া, শ্রুতির অনুবাদিত্ব দোষ হইল না। আর উক্ত প্রতীতি অনর্থজালনিবৃত্তির হেতু হয় বলিয়া পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষের হেতু হইল।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির তাৎপর্য্য।

এখন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈতব্রহ্মপ্রতিপাদক "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রথমতঃ দ্বৈতাভাববিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপত্তি অর্থাৎ দ্বৈতাভাবপ্রকারক ব্রহ্মবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অনন্তর দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মিমাত্রের বোধ হইয়া থাকে।

উপলক্ষিত বুদ্ধির বিশিষ্টবুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব।

এস্থলে দ্বৈতাভাব—উপলক্ষণ, আর ব্রহ্মস্বরূপমাত্র—উপলক্ষ্য। উপলক্ষ্য-ধর্ম্মীর জ্ঞানে উপলক্ষণীভূত ধর্ম্মের বিশিষ্টজ্ঞান কারণ হইয়া থাকে। যেমন কাকোপলক্ষিত গৃহমাত্রের বুদ্ধিতে কাকবিশিষ্ট গৃহ-নিশ্চয় কারণ হয়। বিশিষ্টবুদ্ধিপূর্ব্বক উপলক্ষিত বুদ্ধি হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মনিশ্চয়ে দ্বৈতাভাববিশিষ্ট ব্রহ্মনিশ্চয় দ্বারস্বরূপ হইল।

উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালে বিধেয়ের অন্বয়।

আর এই দ্বারস্বরূপ বিশিষ্টনিশ্চয়ে দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্ম—উদ্দেশ্য, এবং দ্বৈতাভাব—বিধেয়। এই উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবের জ্ঞানস্থলে যদি কোন বাধক প্রমাণ না থাকে, তবে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছেদে উদ্দেশ্যে বিধেয়ধর্ম্ম ভাসমান হইয়া থাকে—ইহাই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। যেমন "ধনবান্ সুখী" ইত্যাদি প্রতীতিতে ধনকালেই সুখের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ধনকালাবচ্ছিন্ন সুখেরই প্রতীতি হইয়া থাকে।

উক্ত নিয়ম অস্বীকারে দোষ।

এই নিয়ম স্বীকার না করিলে "গন্ধপ্রাগভাবকালীনঘটঃ—গন্ধবান্" এইরূপ অনুমিতিতে আর বাধদোষ হইতে পারে না। এইরূপ অনুমিতিতে ঘটে গন্ধপ্রাগভাবকালে গন্ধ প্রতীত হয় বলিয়াই বাধদোষ হয়, কেবল মাত্র ঘটে গন্ধ প্রতীত হইলে বাধের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ এস্থলে বাধদোষই হয়। অতএব উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালেই উদ্দেশ্যে বিধেয় অন্বিত হইয়া থাকে—ইহাই সাধারণ নিয়ম।

বাধক থাকিলে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম।

তবে বাধক থাকিলে এইরূপ হয় না। যেমন, "সর্গাদ্যকালীনং দ্ব্যণুকং জন্যতাসম্বন্ধেন কর্তৃমৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম ক্ষণের দ্ব্যণুককে পক্ষ করিয়া জন্যতাসম্বন্ধে কর্তৃমত্ত্বের অনুমান করিলে সর্গাদ্যকালাবচ্ছিন্ন কর্তৃমত্ত্ব বিধেয় হয় না, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন কর্তৃমত্ত্বই বিধেয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল সময়ই দ্ব্যণুক কর্তৃমৎ এইরূপই বুঝায়। অতএব বাধক থাকিলেই উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছেদে উদ্দেশ্যে বিধেয়ধর্ম্ম ভাসমান হয় না—ইহাই সিদ্ধ হইল।

উক্ত নিয়মপ্রয়োগের ফল—দ্বৈতমিথ্যাত্ব।

প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ দ্বৈতকালে দ্বৈতাভাববুদ্ধি উৎপন্ন হইতে গেলে কোন বাধক না থাকায় "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই পূর্ব্ববর্ত্তী

শ্রুতি অনুসারে "ইদং সৎ" শব্দদ্বারা লব্ধ দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মে দ্বৈতবস্তু-কালে দ্বৈতাভাব-বুদ্ধি হইল বলিয়া দ্বৈতের মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইল। প্রকৃতস্থলে যে যে প্রমাণ বাধকরূপে প্রতিভাত হয়, তাহারা যে বাধক নহে, তাহা বাধোদ্ধার প্রকরণে বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, দ্বৈতকালে দ্বৈতাশ্রয়ে দ্বৈতের অভাব থাকিলেই দ্বৈত মিথ্যা হয়। সুতরাং "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি অদ্বৈতব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনপূর্ব্বক দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মের নিশ্চয় উৎপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এইরূপে শ্রুতির পরম তাৎপর্য্য অদ্বয়ব্রহ্মে থাকিলেও অবান্তরতাৎপর্য্য দ্বৈতমিথ্যাত্বে আছে, সুতরাং এরূপ আপত্তি হইতে পারে না যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে শ্রুতির তাৎপর্য্য থাকিলে ঐ শ্রুতির দ্বারা দ্বৈতমিথ্যাত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে ?

অদ্বৈতশ্রুতির দ্বৈতমিথ্যাত্বে অবান্তর তাৎপর্য্য।

শ্রুতির পরমতাৎপর্য্য দ্বৈতমিথ্যাত্বে না থাকিলেও অবান্তরতাৎপর্য্য দ্বৈতমিথ্যাত্বে আছে। আর আছে বলিয়াই দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বক অদ্বৈতব্রহ্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। অদ্বৈতশ্রুতির অবান্তরতাৎপর্য্য দ্বৈত-মিথ্যাত্বে আছে—ইহাই **বিবরণাচার্য্যের** অভিপ্রায়। ইহা দ্বৈতমিথ্যাত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির উপপত্তিপরিচ্ছেদে বিশেষভাবে উপপাদন করা হইবে।

উক্ত ব্রহ্মনিশ্চয় সবিকল্পক নহে।

দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মনিশ্চয়—নির্ব্বিকল্পক নিশ্চয়, সবিকল্পক নহে। কাকাদি-উপলক্ষিত-গৃহনিশ্চয় সবিকল্পক হইলেও প্রকৃতস্থলে তাহা হইতে পারে না। কারণ, "কাকৈঃ গৃহম্" এইস্থলে উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম 'উৎতৃণত্বাদি' যেমন ভিন্নরূপে ভাসমান হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলে উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ; **উপলক্ষ্য-তাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, ধর্ম্মী হইতে ভিন্নই হইতে হইবে—এমন কোন নিয়ম নাই।** সুতরাং দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মনিশ্চয়

নির্ব্বিকল্পক হইতে পারিবে। ইহাও মিথ্যাত্ব-শ্রুত্যুপপত্তি প্রকরণে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে।

দ্বৈতবিশিষ্টবুদ্ধির দ্বৈতাভাববিশিষ্টবুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব।

তাহার পর এই দ্বৈতাভাববিশিষ্ট বুদ্ধিটী অভাববুদ্ধি। আর অভাব-বুদ্ধি প্রতিযোগীর প্রসক্তিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। আর তাহাতে দ্বৈতাভাব-বিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বৈতবিশিষ্টবুদ্ধিপূর্ব্বক হইবে। দ্বৈতবিশিষ্টবুদ্ধি হইলেই প্রতিযোগিস্বরূপ দ্বৈতের প্রসক্তি হইল, আর তাহা হইলেই প্রসক্ত দ্বৈতের অভাববিশিষ্ট বুদ্ধিও হইতে পারিবে। দ্বৈতাভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম বুঝিতে হইলে দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্ম জানা আবশ্যক। আর তাহা হইলে হইল এই যে, দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্মে দ্বৈতাভাববিশিষ্ট বুদ্ধি হইল।

প্রসক্তেরই প্রতিষেধ হয়।

ইহার কারণ "প্রসক্তং হি প্রতিষিদ্ধ্যতে" অর্থাৎ যাহা প্রসক্ত তাহারই নিষেধ করা হইয়া থাকে। ইহা অভিযুক্তগণও বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এইজন্যই সর্ষপাদিতে সুমেরুর অত্যন্তাভাববুদ্ধি হয় না। এমন কি "সর্ষপে সুমেরুঃ নাস্তি" এইরূপ বাক্যপ্রয়োগকর্ত্তা উপহাসাস্পদই হইয়া থাকেন। কারণ, সর্ষপে সুমেরুর কোন কালেই প্রসক্তি নাই, সুতরাং তাহার নিষেধ করিবার আবশ্যকতা নাই। এইজন্য অপ্রসক্তপ্রতিষেধকারী উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন এবং এই জন্যই সর্ষপাদিতে সুমেরুর নিষেধ করিতে হয় না।

উক্ত নিয়মানুসারে দ্বৈতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি।

নিষেধ প্রসক্তিপূর্ব্বক হয় বলিয়া দ্বৈতাভাববিশিষ্ট ব্রহ্মবোধের পূর্ব্বে দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপস্থিতি অবশ্যই বলিতে হইবে। দ্বৈতবিশিষ্টব্রহ্মের অবভাসক সামগ্রী হইতে দ্বৈতবিশিষ্টব্রহ্ম প্রকাশমান হইলে পরে, তাহাতে দ্বৈতাভাববোধ হইলে এই দ্বৈতাভাববোধে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে দ্বৈতভান হয় বলিয়া দ্বৈতাভাবে দ্বৈতকালাবচ্ছিন্নত্বভান অর্থাৎ উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক-

কালাবচ্ছিন্নত্বভান হইতে পারে। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ও ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক একই কথা। যেহেতু দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্ম—উদ্দেশ্য, এবং উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক —দ্বৈত; আর দ্বৈতাভাব—বিধেয়। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মবিশিষ্টে অর্থাৎ দ্বৈতবিশিষ্টব্রহ্মে দ্বৈতাভাব বিধেয়ের যে প্রতীতি, সেই প্রতীতিতেই উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালবচ্ছিন্নত্বও ভাসমান হইয়া থাকে। বিধেয় ও কালাবচ্ছিন্নত্ব তুল্যবিত্তিবেদ্য, অর্থাৎ একই জ্ঞানে দুইটী ভাসমান হয়। সুতরাং দ্বৈতবৎ ব্রহ্মে দ্বৈতাভাবরূপ বিধেয়টী দ্বৈতকালে ও দ্বৈতাশ্রয়ে ভাসমান হইতেছে বলিয়া দ্বৈতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি হইল। এস্থলে দ্বৈতের মিথ্যাত্বটী এই যে, দ্বৈতে স্বাবচ্ছেদককালবচ্ছিন্ন-স্বাশ্রয়বৃত্তিস্বাভাবকত্ব। "স্ব"-পদের অর্থ—দ্বৈত। সুতরাং দ্বৈতাভাবটী দ্বৈতাবচ্ছেদক-কালাবচ্ছিন্ন-দ্বৈতাশ্রয়বৃত্তিক হইয়াছে, আর এতাদৃশ অভাবনিশ্চয়টীই দ্বৈতমিথ্যাত্ব-নিশ্চয়। আর তৎপূর্ব্বক অদ্বৈতসিদ্ধি হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মনিশ্চয় হইতেছে বলিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বক অদ্বৈত-ব্রহ্মনিশ্চয় হইল।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্রুতিতে দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্মবুদ্ধির উপস্থাপক কে?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতির দ্বারা যে দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত ব্রহ্মনিশ্চয় হইবে, তাহা অভাববিষয়ক বলিয়া আর অভাবপ্রতীতি প্রতিযোগিপ্রসক্তিপূর্ব্বক হয় বলিয়া প্রতিযোগীর প্রসঞ্জক অর্থাৎ দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপস্থাপক শ্রুতি কে হইবে?

"সদেব সৌমেদমগ্র আসীৎ" ইহাই উপস্থাপক।

ইহার উত্তর এই যে, উক্ত শ্রুতিরই পূর্ব্ববাক্য "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই যে বাক্য, ইহাই তাহার উপস্থাপক হইবে। এই বাক্যে "ইদং" শব্দের অর্থ—দ্বৈতসামান্যের তাদাত্ম্য; আর "সৎ" পদের অর্থ—ব্রহ্ম। সুতরাং "ইদং সৎ" অর্থ—দ্বৈতসামান্যতাদাত্ম্যবিশিষ্ট সৎ বা ব্রহ্ম। ইহাই উদ্দেশ্য। আর "অগ্রে আসীৎ" ইহার অর্থ—অগ্রকালসৎ।

উপস্থাপকবাক্যসহকৃত একমেবাদ্বিতীয়ং বাক্যের অর্থ।

আর "অদ্বিতীয়ং" পদের অর্থ—দ্বৈতাভাববৎ। সুতরাং "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই সমগ্রবাক্যের অর্থ হইল এই যে, দ্বৈতসামান্যতাদাত্ম্যাপন্ন সৎ—অগ্রকালসৎ এবং দ্বৈতাভাববৎ। অগ্রকালসত্ত্ব ও দ্বৈতাভাববত্ত্ব—এই দুইটী বিধেয়। উদ্দেশ্য হইল—দ্বৈতসামান্যতাদাত্ম্যাপন্ন সৎ। এখন একটী উদ্দেশ্যে বিধেয়দ্বয় ভাসমান হইলে বিধেয়ভেদে বাক্যভেদ হয়, অর্থাৎ ইদমাত্মক সৎই অগ্রকালসৎ" এই একটী বাক্য, আর "ইদমাত্মক সৎই দ্বৈতাভাববৎ" এই আর একটী বাক্য—এইরূপে দুইটী বাক্য হয়। এই দ্বিতীয় বাক্যের ইহাই অর্থ। অর্থাৎ ইদমাত্মক সৎ অর্থাৎ দ্বৈতসামান্যতাদাত্ম্যাপন্ন সৎ—দ্বৈতাভাববৎ। আর তাহা হইলে হইল—দ্বৈততাদাত্ম্যপন্ন ব্রহ্ম দ্বৈতাভাববিশিষ্ট। আর উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক যে "দ্বৈতকালীনত্ব" তাহা দ্বৈতাভাবরূপ বিধেয়ে ভাসমান হয় বলিয়া দ্বৈতসামান্যের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হইল। প্রথম বাক্যের দ্বারা শূন্যবাদ নিরস্ত হয়। এস্থলে বাক্যভেদ অনভীষ্ট নহে।

উক্ত শাব্দবোধে আহার্য্যত্বশঙ্কানিরাস।

আর দ্বৈতবৎ ব্রহ্মে দ্বৈতাভাববোধ আহার্য্য হইয়া পড়ে বলিয়া উক্তরূপ শাব্দবোধ হইতে পারে না; যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আহার্য্য হয়, শাব্দাদি অন্য কোন জ্ঞানই আহার্য্যস্বরূপ হইতে পারে না? এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু "ইদং" পদ দৃশ্যত্বরূপে দ্বৈতের বোধক, অর্থাৎ উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ইদং পদার্থ যে দ্বৈত তাহা দৃশ্যত্বরূপে দ্বৈতের বোধক, আর অদ্বিতীয় পদের ঘটক যে 'দ্বিতীয়-পদ' তাহা আত্মভিন্নত্বরূপে দ্বৈতের বোধক। এইরূপে উভয় দ্বৈতের রূপভেদ হয় বলিয়া উক্ত শাব্দবোধে আর আহার্য্যত্ব দোষ হইল না। অতএব উক্ত শ্রুতি অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া দ্বাররূপে দ্বৈতসামান্যের মিথ্যাত্বও প্রতিপাদন করিল।

দ্বৈতমিথ্যাত্বের দ্বারত্বপ্রযুক্ত অবান্তরত্ব।

বাক্যের অবান্তরতাৎপর্য্য দ্বারাই দ্বাররূপে অর্থপ্রতিপাদন হইয়া থাকে। প্রমাণ যদর্থপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া যদর্থপ্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তাহাই দ্বাররূপে সেই প্রমাণের প্রতিপাদ্য। সুতরাং অদ্বৈতশ্রুতির দ্বাররূপে প্রতিপাদ্য অর্থ—দ্বৈতমিথ্যাত্ব।

অনুমানাদির দ্বারা দ্বৈতমিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য।

আর এইরূপে শ্রুতিদ্বারা দ্বৈতমিথ্যাত্বপ্রতিপাদিত হইলেও শ্রুতি-প্রতিপাদিত দ্বৈত্যমিথ্যাত্বে অশুদ্ধচিত্ত প্রমাতৃগণের অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনাদি হয় বলিয়া, তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য অনুমানাদি-প্রমাণান্তরদ্বারা দ্বৈতমিথ্যাত্বের উপপাদনে গ্রন্থকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরমপুরুষার্থের সাধন যে দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্ম-নির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয় তাহা দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয় বিনা হইতে পারে না বলিয়া শ্রুত্যুক্ত দ্বৈত-মিথ্যাত্ব-উপপাদনে অনুমানপ্রমাণের উপন্যাস করা হইতেছে।

দ্বৈতবাদিগণের আপত্তি-নিরসনের উদ্দেশ্য।

আর এই প্রসঙ্গে দ্বৈতবাদিগণের উক্ত মিথ্যাত্বে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার কারণ যে প্রত্যক্ষাদিবিরোধপ্রভৃতি, তাহারও নিরসন এই প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে। গ্রন্থকার উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রযুক্ত দ্বৈতমিথ্যাত্বপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু প্রকৃতোপযোগী অর্থাৎ উক্ত নির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয়-উপযোগী শ্রুতির অবান্তরতাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত এবং দ্বৈতবাদিগণের বিপ্রতিপত্তিবিষয়ীভূত দ্বৈতমিথ্যাত্ব অনুমানপ্রমাণদ্বারা সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালাবচ্ছিন্নত্বের ভান সার্ব্বত্রিক নহে বলিয়া মিথ্যাত্বসিদ্ধিতে আপত্তি।

কিন্তু এখনও প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত শ্রুতির দ্বারা যে দ্বৈতাভাব বিধেয় হইয়াছে, সেই বিধেয়ের উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দ্বৈত হইলেও বিধেয়ে

উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক-কালাবচ্ছিন্নত্বের ভান সার্ব্বত্রিক নহে, তাহাও দেখান হইয়াছে। সুতরাং যে নিয়ম সার্ব্বত্রিক নয়, তদ্দ্বারা প্রকৃতস্থলে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদককালবচ্ছিন্নত্বের ভান সিদ্ধ হয় কিরূপে? উক্ত কালাবচ্ছিন্নত্বে শ্রুতির যে তাৎপর্য্য আছে, তাহার প্রমাণ কি? যদি উক্ত কালাবচ্ছিন্নত্বের ভান না হয়, তাহা হইলে মিথ্যাত্বনিশ্চয়ও হইল না। এক সময়ে প্রতিযোগী ও অভাবের একাধিকরণবৃত্তিতার নিশ্চয়ই মিথ্যাত্বনিশ্চয়। এককালাবচ্ছিন্নত্বের ভান না হইলে আর মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইল না।

অদ্বৈতশ্রুতির ব্যর্থতাপ্রযুক্ত প্রকৃতস্থলে উক্ত নিয়মের গ্রহণ।

কিন্তু এ আশঙ্কা অসঙ্গত। কারণ, "অদ্বিতীয়বাক্যের" তাদৃশকালাবচ্ছিন্নত্ববোধে তাৎপর্য্যস্বীকার না করিলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতি বাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়। যেহেতু কালান্তরাবচ্ছেদে দ্বৈতাভাববত্ত্বনিশ্চয় "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধই আছে বলিয়া তাদৃশবোধজননে উক্ত অদ্বিতীয় শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া যায়। উদাহৃত শ্রুতিত্রয়ের মধ্যে প্রথম শ্রুতিদ্বয়ে 'জ্ঞান' উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক। অর্থাৎ আত্মবেদন ও ব্রহ্মবেদন—উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক। আর যাহা উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক তাহা বিধেয়ের প্রযোজক হয়। যেমন "ধনী সুখী"-স্থলে হয়। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক যে ধন, তাহা বিধেয় সুখের প্রয়োজক। আর যাহা প্রয়োজক তাহা পূর্ব্বভাবী, আর যাহা বিধেয় তাহা উত্তরভাবী; সুতরাং পূর্ব্বোত্তরভাবে যে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ও বিধেয়ের প্রতীতি, তাহা সমানকালীন নহে। তৃতীয় শ্রুতিতে "জ্ঞাত্বা" এই ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়দ্বারা উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞানে পূর্ব্বভাবিত্ব সূচিত হইয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক-সমানকালীন যে বিধেয়, তাহা উক্ত শ্রুতিত্রয়ে প্রতিপাদিত হয় নাই বলিয়া অদ্বিতীয় শ্রুতিদ্বারা সেই সমানকালীনত্ব-প্রতিপাদনে সেই অদ্বিতীয় শ্রুতির সার্থকতা রহিল।

প্রকারান্তরে অদ্বৈতনিশ্চয়ের দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব।

কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারেও শ্রুতির দ্বারাই দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়-পূর্ব্বক অদ্বৈতনিশ্চয় প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, প্রতিযোগী ও অভাব এককালে যদি এক অধিকরণবৃত্তি হয় তবে তাহা মিথ্যা হইবে। এখন বলা হইতেছে যে, মিথ্যাত্বের ঘটক যে অভাব, তাহা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বস্থলে বিদ্যমান থাকে বলিয়া উক্ত অভাব কোন দেশাবচ্ছিন্ন বা কালাবচ্ছিন্ন নহে। এজন্য মিথ্যাত্বঘটক অভাবকে অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য বা নিরবচ্ছিন্ন অভাব বলা যাইতে পারে। আর পূর্ব্বে যে মিথ্যাত্বঘটক অভাব বলা হইয়াছিল, তাহা প্রতিযোগীর দেশে এবং প্রতিযোগীর কালে থাকে, সুতরাং ঐ অভাবকে প্রতিযোগি-দেশকালাবচ্ছিন্নবৃত্তিক বলা হইয়াছিল। আর তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাত্ব হইতে এই মিথ্যাত্ব ভিন্নরূপ হইল। অর্থাৎ অবচ্ছিন্নবৃত্তিক যে অভাব তদ্‌ভিন্ন অভাবদ্বারা ঘটিত এই দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব, আর অবচ্ছিন্ন-বৃত্তিক অভাবদ্বারা ঘটিত প্রথম মিথ্যাত্ব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয়—মিথ্যাত্বঘটক অভাবটী আর প্রতিযোগীর কালাবচ্ছিন্ন হইল না, সুতরাং উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক কাল বিধেয়ে ভাসমান না হইলেও মিথ্যাত্বসিদ্ধি হইতে কোন বাধা থাকিল না। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক কাল বিধেয়ে ভাসমান হইয়া থাকে—এই নিয়ম সার্ব্বত্রিক নহে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রকৃতস্থলেও এই নিয়ম স্বীকার না করিলে অদ্বিতীয়-শ্রুতির দ্বারা দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধি হইতে কোন বাধা নাই। যেহেতু মিথ্যাত্বের ঘটক অভাবটী কোন কালাবচ্ছিন্ন নহে।

দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বকত্ব কোন্ মিথ্যাত্বলক্ষণানুযায়ী ?

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে—মূলকার কীদৃশ মিথ্যাত্বলক্ষণাভিপ্রায়ে দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বকত্ব বলিতে চাহিতেছেন ? বস্তুতঃ, তিনি প্রতিযোগীর প্রসক্তিপূর্ব্বক অভাব দেখাইতে যাইয়া "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-

নিষেধপ্রতিযোগিত্ব”রূপ দ্বিতীয়-মিথ্যাত্বলক্ষণেরই নির্দেশ করিতেছেন। এই দ্বিতীয় লক্ষণটী **বিবরণাচার্য্য**সম্মত। ইহার ব্যাখ্যা মিথ্যাত্ব-নিরুক্তিমধ্যে বিশদভাবে বলা যাইবে।

সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিও অদ্বৈতনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়-জনক।

যদি বলা যায়, শ্রুতিদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি সামান্যদ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বক হইয়া থাকে—ইহাই মূলকার “অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ” বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন। শ্রুতিদ্বারা যে যে স্থলে দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয় হইবে, সেই সমস্ত স্থলেই দ্বৈতমিথ্যাত্ব-নিশ্চয়পূর্ব্বক হইবে—ইহাই ইহার অভিপ্রায়। আর তাহা হইলেই দ্বৈত-মিথ্যাত্বের উপপাদন মূলকারের সঙ্গত হয়। শ্রুতির অদ্বিতীয়বাক্য অর্থাৎ যাহাতে সাক্ষাৎ কণ্ঠরবদ্বারা শ্রুতি অদ্বৈতব্রহ্মনিশ্চয় করিয়াছেন, অর্থাৎ দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্ম-নির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয় বলিয়াছেন, সেই “একমেবাদ্বিতীয়ং” শ্রুতির দ্বারা যে দ্বৈতাভাব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয় দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বক হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও—

> যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
>
> তস্মাৎ এতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপ মন্নং চ জায়তে॥ ইত্যাদি

যে ব্রহ্মলক্ষণপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য, তাহারও অদ্বৈতনির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয়জনকত্ব আছে, যেহেতু যে-কোন লক্ষণবাক্যমাত্রই বস্তুর স্বরূপ-মাত্রের প্রতিপাদক হয় বলিয়া নির্ব্বিকল্পক নিশ্চয়ই জন্মাইয়া থাকে। বস্তুর স্বরূপমাত্রের জিজ্ঞাসাতেই বক্তা স্বরূপলক্ষণই বলিয়া থাকেন। জিজ্ঞাসিতস্বরূপাতিরিক্ত প্রতিপাদন করিলে অজিজ্ঞাসিতাভিধান-দোষ হইয়া পড়ে। এইজন্য স্বরূপলক্ষণের নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানজনকত্ব স্বীকার করিতে হয়। “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপলক্ষণেরও এইজন্য নির্ব্বি-কল্পকনিশ্চয়জনকত্ব মানিতে হইবে। আর তাহার পূর্ব্বকালে দ্বৈত-

মিথ্যাত্বনিশ্চয় নাই বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিসামান্যের দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব রক্ষিত হইল কিরূপে?

টীকাকার বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বকালীন-সর্ব্বোপাদানত্ববোধক "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" শ্রুতিরও লক্ষণবাক্যরূপে নির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়জনকত্ব আছে বলিয়া তাদৃশ নিশ্চয়ের সর্ব্বদ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্টধীপূর্ব্বকত্বও আছে। ব্রহ্মে সর্ব্বদ্বৈততাদাত্ম্যই সর্ব্ববিষয়কত্ব। আর সর্ব্বোপাদানত্বই ব্রহ্মে সর্ব্বজনকত্ব, ইত্যাদি।

উপলক্ষণীভূতধর্ম্মের কারণ বিশিষ্টবুদ্ধি বলিয়া ব্রহ্মের দ্বৈততাদাত্ম্যলাভ।

উপলক্ষ্য ধর্ম্মিবিষয়ক বুদ্ধিতে উপলক্ষণীভূত ধর্ম্মের বিশিষ্টবুদ্ধিটী কারণ হয় বলিয়া দ্বৈত-উপলক্ষিত-নির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়ের পূর্ব্বে দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্টবুদ্ধি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলেই ব্রহ্মের দ্বৈততাদাত্ম্যলাভ হইবে।

সর্ব্বজ্ঞশ্রুতি হইতে ব্রহ্মে দ্বৈততাদাত্ম্যলাভের উপায়।

যদি বলা যায় "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এই ব্রহ্মলক্ষণবাক্যে সর্ব্বজ্ঞত্ব-উপলক্ষিত-ব্রহ্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর সর্ব্বজ্ঞত্ব-উপলক্ষিত বুদ্ধির কারণ, সর্ব্বজ্ঞত্ববিশিষ্টবুদ্ধিই হইবে। যেহেতু তাহাই এস্থলে উপলক্ষণ-বুদ্ধির হেতু। কিন্তু দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্টবুদ্ধি ত সর্ব্বজ্ঞত্ব-উপলক্ষিত-ব্রহ্মবুদ্ধির কারণ নহে। এখন তাহা হইলে উক্ত উপলক্ষিত বুদ্ধির পূর্ব্বে দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্টবুদ্ধিলাভ হইল কিরূপে?

এতদুত্তরে টীকাকার বলিতেছেন যে, সর্ব্বতাদাত্ম্যই ব্রহ্মে সর্ব্ববিষয়কত্ব। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, আর তাহাতে জ্ঞেয় "সর্ব্ব"বস্তু আরোপিত বলিয়া সর্ব্বদ্বৈততাদাত্ম্য ব্রহ্মে আছে। জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের আধ্যাসিক তাদাত্ম্য সম্বন্ধ—ইহা দৃক্‌দৃশ্যবিবেক পরিচ্ছেদে পরে কথিত হইবে। আর সর্ব্বকর্ত্তৃত্বও সর্ব্বোপাদানত্ব। ব্রহ্মে এই সর্ব্বোপাদানত্বটী ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যাপন্ন সর্ব্বজনকত্ব।

সর্ব্বজ্ঞশ্রুতির অর্থে দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বকত্ব।

এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্বতাদাত্ম্যাপন্নরূপে প্রতীত হইলেও অর্থাৎ সর্ব্বদ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্ম-বোধ হইলেও দ্বৈতাভাববোধক পদ নাই বলিয়া উক্ত বাক্যজন্য বোধে দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব থাকিল কিরূপে ?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এই শ্রুতি "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতির সহকারেই দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয় জন্মাইয়া থাকে। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" কেবল এই শ্রুতিটী ব্রহ্মের নির্ব্বিকল্পকবোধ জন্মায় না। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এই শ্রুতি "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতি-সহকারে যখন নির্ব্বিকল্পক বোধ জন্মায়, তাহার পূর্ব্বে দ্বৈতমিথ্যাত্ব-নিশ্চয় হইয়া যায়। যেহেতু দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্ট ব্রহ্মে দ্বৈতাভাবনিশ্চয় করিতে গেলেই দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকই হইয়া থাকে। "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" এই শ্রুতির অর্থ যে দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্ট ব্রহ্ম, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সর্ব্বজ্ঞশ্রুতির দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বকত্বে প্রয়োজন-নির্দ্দেশ।

যদি বলা যায়, সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতি হইতে নির্ব্বিকল্পক নিশ্চয় করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, আরও ইহা যে অদ্বিতীয় শ্রুতির অপেক্ষা করিবে, তাহাতেও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্তীর তাদৃশ অর্থের উপবর্ণন অসঙ্গত ?

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে—না, তাহা নহে। কারণ, যদি কেবল সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতির দ্বারা প্রথমতঃ ব্রহ্মে দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার পর অদ্বিতীয় শ্রুতির দ্বারা কখনও ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পক নিশ্চয় সম্ভাবিত হইতে পারিবে না। সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতির দ্বারা যে দ্বৈতপ্রকারক বোধ হইয়াছে, তাহাতে প্রকারীভূত দ্বৈতবস্তুর কোন বাধগ্রহ নাই বলিয়া অবাধিতরূপে দ্বৈতপ্রকারীভূত হইয়া ভান হইতেছে। এই অবাধিত দ্বৈতপ্রকার ভান অদ্বিতীয় বাক্যজন্য বোধেও

দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। অদ্বিতীয় বাক্যজন্য বোধে অবাধিত দ্বৈত প্রকার হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে কোন স্থলেই আর ব্রহ্মনির্ব্বি-কল্পকনিশ্চয় হইতে পরিবে না। সুতরাং কোন স্থলেই ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পক-নিশ্চয় আর শ্রুতির দ্বারা সম্ভাবিত হইবে না। অদ্বিতীয় শ্রুতিজন্য যে নিশ্চয় তাহাও দ্বৈতপ্রকারক হইয়া যাইবে, ইত্যাদি। অতএব সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতি অদ্বৈতশ্রুতির অপেক্ষাই করে—বলিতে হইবে।

সর্ব্বজ্ঞশ্রুতির অনর্থনিবৃত্তিতে হেতুতা।

আর যদি বলা যায় অদ্বিতীয় বাক্যজন্য বোধে প্রকারীভূত দ্বৈতভানে তাৎপর্য্য নাই বলিয়া প্রকারীভূত দ্বৈতভান হইবে না, কিন্তু উপলক্ষ্য ব্রহ্মস্বরূপমাত্রই ভান হইবে, তাহা হইলেও অদ্বিতীয় শ্রুতিজন্য নির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়ে অনর্থনিবৃত্তিহেতুতা থাকিতে পারিবে না। যেহেতু যদ্বিশিষ্ট বুদ্ধি যাহার বিরোধী হইয়া থাকে, তদ্বিশিষ্ট বুদ্ধিপূর্ব্বক তদুপ-লক্ষিত ধর্ম্মিমাত্রবিষয়ক নির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়ও তাহার বিরোধী হইয়া থাকে। এজন্য দ্বৈতভ্রমের বিরোধী দ্বৈতাভাববিশিষ্ট বুদ্ধি হয় বলিয়া দ্বৈতাভাববিশিষ্টবুদ্ধিপূর্ব্বক দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত-ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়ও দ্বৈতভ্রমের বিরোধী হয়। দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বৈতভ্রমরূপ অনর্থের প্রতিবন্ধক নহে, সুতরাং দ্বৈতবিশিষ্টব্রহ্মবুদ্ধিপূর্ব্বক দ্বৈতোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপমাত্রবিষয়ক নির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়ে অনর্থনিবৃত্তির হেতুতাসম্পাদনার্থ উক্ত সর্ব্বজ্ঞবাক্যে অদ্বিতীয় শ্রুতিবাক্যজন্য দ্বৈতাভাববোধের অপেক্ষা বলিতে হইবে। তাহা না হইলে সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতির অনর্থনিবৃত্তিহেতুতা থাকে না। অদ্বিতীয়শ্রুতি নিষেধার্থক বলিয়া প্রতিযোগিপ্রসঞ্জক সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিজন্য বোধের অপেক্ষা অদ্বিতীয়শ্রুতির আছে। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতি এবং অদ্বিতীয়শ্রুতি পরস্পর অপেক্ষা থাকায় উক্ত বাক্য-দ্বয়ের একবাক্যতা উপপন্ন হইতেছে।

সর্ব্বজ্ঞশ্রুতি খণ্ডবাক্য হইলেও অনর্থনিবৃত্তিফলক।

যদি বলা যায় যে, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এই শ্রুতি "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যঘটক তৎপদার্থের শোধক বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতিজন্য বোধে অনর্থনিবারণের অপেক্ষা নাই ; যেহেতু "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" এটী খণ্ডবাক্য ; আর খণ্ডবাক্যার্থবোধদ্বারাই অনর্থনিবৃত্তি হইলে অনর্থনিবৃত্তিফলক মহাবাক্যার্থবোধ ব্যর্থ হইয়া পড়ে, ইত্যাদি ?

তদুত্তরে বলিতে হইবে—তাহা হইলে শোধিত-তৎপদার্থবিষয়ক-নির্ব্বিকল্পকবোধে উক্ত সর্ব্বজ্ঞশ্রুতির তাৎপর্য্যগ্রহের জন্য অদ্বিতীয়বাক্যের অপেক্ষা আছে। অদ্বিতীয়বাক্যাধীন সর্ব্বজ্ঞত্বের বাধগ্রহ না হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ববিশিষ্ট চৈতন্যে সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতির তাৎপর্য্যনিরাকরণ সম্ভাবিত নহে। সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতির শুদ্ধচৈতন্যে তাৎপর্য্যগ্রহের জন্য সর্ব্বজ্ঞশ্রুতি অদ্বিতীয়-বাক্যকে আপেক্ষা করিয়া থাকে। একবাক্যতা সম্ভাবিত হইলে বাক্য-ভেদ করা অসঙ্গত বলিয়া শুদ্ধচৈতন্যে তাৎপর্য্যগ্রাহক অদ্বিতীয় শ্রুতির সহিত সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতির একবাক্যতাপ্রযুক্ত খণ্ডবাক্যও অবান্তরতাৎপর্য্য-দ্বারা অবান্তরবোধজনক হয়—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বজ্ঞ বাক্য-দ্বারা চৈতন্যে সর্ব্বদ্বৈততাদাত্ম্যের প্রসক্তিপূর্ব্বক নিষেধার্থক অদ্বিতীয়-বাক্যের "তৎ"পদ অধ্যাহার করিয়া, অর্থাৎ 'তৎ অদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্ট তাহা দ্বিতীয়রহিত—এইরূপ যোজনা করিয়া যাহা সর্ব্বদ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্ট তাহা অদ্বিতীয়, অর্থাৎ অবচ্ছিন্নবৃত্তিকান্য যে দ্বিতীয়াভাব তদ্বিশিষ্ট, এইরূপে অদ্বিতীয়-শ্রুতির সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতিরও শাব্দবোধ হইবে। বস্তুতঃ, উক্তরূপে মিলিত শ্রুতিদ্বয়ের উক্তরূপ শাব্দবোধই বুঝিতে হইবে।

তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যেও দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্ব।

যদি বলা হয়—সর্ব্বজ্ঞ-শ্রুতি ব্রহ্মলক্ষণ-বাক্য। ব্রহ্মের লক্ষণবাক্যদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্মনিশ্চয়ের দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব আছে বুঝা গেল, কিন্তু

তাহা হইলেও তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজন্য অদ্বৈতনিশ্চয়ে দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্ব থাকিল কিরূপে ?

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজন্য অদ্বৈতনিশ্চয়েরও অর্থাৎ দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মনির্ব্বিকল্পক নিশ্চয়েরও দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব আছে। যথা, মহাবাক্যজন্য অদ্বৈতনিশ্চয়েরও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নাত্র কাচন ভিদাস্তি" ইত্যাদি তৎপদার্থশোধক-বাক্যাধীন-ধীপূর্ব্বকত্ব আছে বলিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বও আছে। সুতরাং অনুপপত্তি নাই।

"নেহ নানাস্তি" বাক্যে দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্ব।

যদি বল মহাবাক্যজন্য বুদ্ধি "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি বাক্যাধীনধীপূর্ব্বক হইলেও তাহাতে দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব থাকিল কিরূপে ?

তাহা হইলে বলিব "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"-বাক্যে দ্বৈতবিশিষ্টব্রহ্মরূপ-উদ্দেশ্যপ্রতিপাদক "ইহ"-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক যে দ্বৈতবত্ত্ব সেই দ্বৈতবত্ত্বের অবচ্ছেদক যে দেশ ও কাল সেই দেশকালাবচ্ছেদে "ইহ" পদার্থ দ্বৈতবিশিষ্ট ব্রহ্মে "নানা কিঞ্চন নাস্তি" বাক্যাংশদ্বারা অস্তিত্ববিশিষ্ট দ্বৈতাভাবের বোধক হইতেছে বলিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইতেছে। উক্ত শ্রুতিতে "নানা" পদের অর্থ—ব্রহ্মভিন্ন, আর "কিঞ্চন" পদের অর্থ—ব্রহ্মভিন্নের সহিত অন্বিত বস্তুসামান্য ; সুতরাং "নানা কিঞ্চন" এই নিপাতদ্বারা ব্রহ্মভিন্ন বস্তুসামান্যকে বুঝাইতেছে। আর সেই ব্রহ্মভিন্নবস্তুসামান্য নঞ্-অর্থ অভাবে অন্বিত হইবে। আর তাহা হইলে অস্তিত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মভিন্ন বস্তুসামান্যাভাব "ন নানাস্তি কিঞ্চন" এইবাক্যভাগদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। আর উক্ত বিধেয়ার্থ, উদ্দেশ্যসমর্পক "ইহ" পদার্থের সাহিত অন্বিত হইলে দ্বৈততাদাত্ম্যবিশিষ্ট ব্রহ্মে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে দ্বৈতবত্ত্ব, তদবচ্ছেদকীভূত যে দেশ ও কাল সেই দেশকালাবচ্ছেদে অস্তিত্ববিশিষ্ট যে ব্রহ্মভিন্ন

বস্তুসামান্যাভাব, তাহা বিধেয়রূপে প্রতীত হইল বলিয়া অর্থাৎ দ্বৈতকালে দ্বৈতবদ্ ব্রহ্মনিরূপিত আধেয়তা দ্বৈতাভাবে থাকিল বলিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্যে অস্তিত্ববিশিষ্ট যে ব্রহ্মভিন্ন-বস্তুসামান্যাভাব তাহা দ্বৈতকালাবচ্ছিন্ন দ্বৈতবদ্‌ব্রহ্মনিরূপিত আধেয়তাশ্রয়—এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। আর এই বোধ দ্বৈত-মিথ্যাবগাহী বলিয়া মহাবাক্যজন্য বোধের দ্বৈতমিথ্যা-নিশ্চয়পূর্ব্বকত্ব থাকিবে। আর উক্ত "নেহ নানাস্তি" বাক্য যে তৎপদার্থশোধক বাক্য, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধিতে দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপপাদনের উপসংহার।

বস্তুতঃ শ্রুতিসিদ্ধ দ্বৈতমিথ্যাত্বের উপপাদন করিলে অদ্বৈতব্রহ্ম অনায়াসে উপপাদনযোগ্য হয় বলিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্বের উপপাদন অদ্বৈত-সিদ্ধির অনুগুণই হইয়াছে। দ্বৈতমিথ্যাত্বের উপপাদন বিনা অদ্বৈত ব্রহ্মের সিদ্ধি অসম্ভব। এইরূপে দেখা যাইবে, শ্রুতিমধ্যে যেখানেই অদ্বৈত ব্রহ্মের কথা আছে, সেই সমস্ত স্থলেই দ্বৈতের মিথ্যাত্বও উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈতের মিথ্যাত্ব ঘোষণা না করিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব উপদেশ করা হয় নাই। আর এই কারণেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন— "দ্বৈতের মিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বক অদ্বৈতের সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

গ্রন্থের নামানুসারে গ্রন্থকারের উপর আক্ষেপ ও তাহার নিরাস।

অতএব যাঁহারা বলেন—অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে অদ্বৈতবস্তুই প্রতিপাদনীয় হওয়া উচিত, কিন্তু গ্রন্থকার যে অদ্বৈতবস্তুর প্রতিপাদন না করিয়া দ্বৈত-মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অসঙ্গত ইত্যাদি, তাঁহাদের এইরূপ আক্ষেপের আর অবসর রহিল না। যেহেতু শ্রুতির দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধিমাত্রই দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। ইহাই হইল—"তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব প্রথমম্ উপপাদনীয়ম্" এই বাক্যের তাৎপর্য্য।১

উপপাদন কাহাকে বলে ?

১। উপপাদনং চ স্বপক্ষসাধনপরপক্ষনিরাকরণাভ্যাং ভবতি, ইতি তদ্ উভয়ং বাদজল্পবিতণ্ডানাম্ অন্যতমাং কথাম্ আশ্রিত্য সম্পাদনীয়ম্ ।২ (২৯পৃঃ-৫৭পৃঃ)

অনুবাদ।

২। আর সেই উপপাদন অর্থাৎ দ্বৈতমাত্রকে পক্ষ করিয়া তাহার মিথ্যাত্বের অনুমান, স্বপক্ষসাধন অর্থাৎ স্থাপনীয় কোটির স্থাপন এবং পরপক্ষনিরাকরণ অর্থাৎ নিরাকরণীয় কোটির নিরাকরণ এতদ্ উভয়দ্বারা হইয়া থাকে। সেইজন্য বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে যে কোন একটী কথা আশ্রয় করিয়া সেই স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষনিরাকরণ করিতে হইবে ।২

টীকা।

২। তচ্চ "**উপপাদনং**" দ্বৈতমিথ্যাত্বোপপাদনং "স্বপক্ষসাধন-পরপক্ষনিরাকরণাভ্যাং" স্থাপনীয়কোটিস্থাপন-নিরাকরণীয়কোটিনিরাকরণাভ্যাং দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বস্থাপনাৎ সত্যত্বনিরাকরণাৎ চ ইত্যর্থঃ; "ভবতি" দ্বৈতমিথ্যাত্বোপপাদনম্ ইতি শেষঃ। "ইতি" শব্দঃ অত্র হেত্বর্থঃ। ইতি হেতোঃ ইতি যাবৎ। ইতিশব্দসম্বন্ধাৎ পূর্ব্ববাক্যে "যতঃ" ইতি পঠিতব্যম্। যতঃ মিথ্যাত্বোপপাদনং স্বপক্ষসাধনপরপক্ষনিরাকরণাভ্যাং ভবতি ইতি হেতোঃ "তদ্ উভয়ং" স্বপক্ষসাধনং পরপক্ষনিরাকরণং চ "সম্পাদনীয়ম্" ইতি অগ্রেতনেন অন্বয়ঃ। তৎ স্বপক্ষসাধনপরপক্ষনিরাকরণয়োঃ কথাসম্পাদনীয়ত্বাৎ, কথায়াশ্চ ত্রিবিধত্বেন, তিসৃণাং কথানাং বাদজল্পবিতণ্ডানাম্ "অন্যতমাং কথাম্" বাদরূপাং জল্পরূপাং বিতণ্ডারূপাং বা যাং কাঞ্চিৎ কথাম্ "আশ্রিত্য সম্পাদনীয়ম্"। কথা নাম পঞ্চাবয়বপরিকরোপেতং বাক্যম্। তত্ত্ববুভুৎসুনা সহ কথা বাদঃ; সা চ তত্ত্বনির্ণয়াবসানা। বিজিগীষুণা সহ কথা জল্পঃ, সা চ বিজয়াবসানা,

বাদিনিগ্রহমাত্র-প্রয়োজনা। বিতণ্ডা তু স্বপক্ষস্থাপনাহীনা পরপক্ষখণ্ডন-মাত্রপর্য্যবসানা। জল্পবিতণ্ডয়োঃ বিজিগীষুকথারূপত্বাৎ।২

তাৎপর্য্য।

দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিতে অনুমানের উপযোগিতা।

২। পূর্ব্বে যে অদ্বৈতনিশ্চয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা করিতে হইলে অগ্রে দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিতে হইবে। এই দ্বৈতবস্তু-মাত্রের মিথ্যাত্ব যদিও শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধই আছে, তথাপি কুতার্কিকগণ দ্বৈতমিথ্যাত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহকে, দ্বৈতবস্তুর সত্যত্বগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাভাসের ভয়ে ভীত হইয়া, অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। দ্বৈত-সংস্কার প্রবল থাকায় দ্বৈতমিথ্যাত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির স্বারসিক সরল অর্থে আস্থাস্থাপন করিতে পারেন না। এজন্য শ্রুতিপ্রদর্শিত দ্বৈত-সামান্যের মিথ্যাত্ব যথার্থ অনুমানদ্বারা সমর্থিত হইলে, মাধ্বপ্রভৃতি তার্কিকগণের শ্রুতিসিদ্ধ অর্থে অর্থাৎ শ্রৌত দ্বৈতমিথ্যাত্বে, শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে পারে। এজন্য মূলকার অনুমান প্রমাণদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধির অনুকূল দ্বৈতমিথ্যাত্ব দেখাইতেছেন। আর দ্বৈতমিথ্যাত্বের বিরোধী যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাভাসসমূহ তাহারও নিরাকরণ উক্ত মিথ্যাত্বানুমান-প্রদর্শন উপলক্ষ্যেই করিবেন। দ্বৈতবস্তুর সত্যত্বগ্রাহক যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাভাস তাহাই এস্থলে পরপক্ষ। এই প্রমাণাভাসরূপ পরপক্ষের নিরাকরণ না হইলে দ্বৈতবস্তুমাত্রের মিথ্যাত্বরূপ স্বপক্ষের সাধন, অর্থাৎ অনুমান সুদৃঢ় হয় না। এস্থলে যে পরপক্ষের নিরাকরণ বলা হইয়াছে, তাহা পরপক্ষের সাধনের অর্থাৎ প্রতিসাধনের নিরাকরণ বুঝিতে হইবে এবং তাহাদের উদ্ভাবিত আক্ষেপেরও নিরাকরণ বুঝিতে হইবে। অতএব দৃশ্যত্বপ্রভৃতি হেতুর দ্বারা সেই দ্বৈতমিথ্যাত্বের সাধনরূপ স্বপক্ষ-স্থাপন এবং দ্বৈতসত্যত্বের গ্রাহক প্রত্যক্ষাভাস ও অনুমানাভাস প্রভৃতির নিরাকরণরূপ পরপক্ষ খণ্ডনদ্বারা দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপপাদিত হইতেছে।

অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে বাদ কথাই অবলম্বিত হইয়াছে।

এইরূপে দ্বৈতমিথ্যাত্বের উপপাদন করিতে গেলে অর্থাৎ স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষনিরাকরণপূর্ব্বক দ্বৈতবস্তুমাত্রের মিথ্যাত্বানুমান করিতে হইলে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডারূপ ত্রিবিধ কথার মধ্যে যে কোন একটী কথা অবলম্বন করিয়া করিতে হইবে। কিন্তু মূলকার এই গ্রন্থে বাদরূপ কথাই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কথা শব্দের অর্থ।

এস্থলে 'কথা' শব্দের অর্থ—পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনরূপ পাঁচটী বাক্য লইয়া যে একটী মহাবাক্য হয়, তাহারই নাম 'ন্যায়বাক্য' বা 'কথা'। এই কথা ত্রিবিধ, যথা—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। ন্যায়বাক্য বা কথাদ্বারা যে অনুমান প্রদর্শিত হয় তাহার নাম **পরার্থানুমান,** অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার জন্য অনুমান। গ্রন্থে যে অনুমান প্রদর্শিত হয়, তাহা পরার্থানুমানই হইয়া থাকে। নিজের জ্ঞানের জন্য যে অনুমান, তাহা **স্বার্থানুমান**। তাহার জন্য ন্যায়বাক্যের আবশ্যকতা নাই। নিজের বোধ নিজের বাক্যপ্রয়োগাধীন নহে। এইজন্য এই গ্রন্থে যে দ্বৈতমিথ্যাত্বানুমান প্রদর্শিত হইতেছে তাহা পরার্থানুমান। দ্বৈতসত্যত্ববাদী তার্কিকগণের কথায় সন্দিগ্ধহৃদয় বা বিপ্রতিপন্ন শিষ্যবর্গকে বুঝাইবার জন্য এই পরার্থানুমান প্রদর্শিত হইতেছে।

বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা শব্দের অর্থ।

এস্থলে **বাদ** বলিতে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কথা বুঝায়, অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য যে কথা তাহাকে বাদ বলে। তত্ত্বনির্ণয় হইলে বাদ কথার বিশ্রান্তি হয়। সাধারণতঃ গুরুশিষ্যাদির মধ্যে যে কথা হয় তাহাকে 'বাদ কথা' বলে।

জল্প বলিতে বিজিগীষুর কথা বুঝায়, অর্থাৎ বাদিবিজয় যেস্থলে উদ্দেশ্য হয়, সেস্থলে 'জল্প কথা' হয়। তত্ত্বনির্ণয় না হইয়াও বাদিবিজয় হইলেই, অর্থাৎ বাদী পরাজিত হইলেই 'জল্প কথার' বিশ্রান্তি হয়।

মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তি অবশ্যপ্রদর্শনীয়।

৩। তত্র চ বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য বিচারাঙ্গত্বাৎ **মধ্যস্থেন আদৌ বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া** ॥৩ (৫১পৃঃ-৫৭পৃঃ)

(২য় বাক্যের তাৎপর্য্যশেষ।)

বিতণ্ডা বলিতেও বিজিগীষুর কথাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে **স্বপক্ষস্থাপনপূর্ব্বক** পরপক্ষদূষণ করা হয় না। কেবল পরপক্ষের দূষণমাত্রই ইহাতে করা হয়। বাদীর নিগ্রহই এই কথার প্রয়োজন।

বাদজল্পবিতণ্ডাপ্রধান গ্রন্থের নাম।

ইতঃপূর্ব্বে এবিষয়ে যে সমস্ত গ্রন্থাদি রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীহর্ষমিশ্র বিরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থ বিতণ্ডাপ্রধান চিৎসুখাচার্য্যের প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থ কোথায় জল্পপ্রধান কোথায় বিতণ্ডাপ্রধান এবং এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানিকে বাদপ্রধান গ্রন্থ বলা যাইতে পারে তবে স্থলে স্থলে জল্পকথারও আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। উপপাদনকার্য্য এই ত্রিবিধ কথার দ্বারাই হইয়া থাকে।২

অনুবাদ।

৩। বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়ই বিচারদ্বারা নিরসনীয় বলিয়া তাদৃশ সংশয়ের বিচারাঙ্গতা আছে। এজন্য বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই 'বাদ'কথাতেও মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তি অবশ্য প্রদর্শনীয়।৩

ইতি শ্রীমন্ মহামহোপাধ্যায়-লক্ষ্মণশাস্ত্রিশ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির বঙ্গানুবাদে গ্রন্থারম্ভ।

টীকা।

৩। সংশয়জননদ্বারা বিপ্রতিপত্তেঃ বিচারাঙ্গত্বম্ আশঙ্কতে, **তত্র** ইত্যাদি। ন্যায়ামৃতকৃদ্ভিঃ বিপ্রতিপত্তেঃ বিচারানুপযোগিত্বস্য ব্যবস্থাপিতত্বাৎ তন্নিরাসায় পূর্ব্বপক্ষতয়া তন্মতম্ উপন্যস্য বিপ্রতিপত্তেঃ বিচারাঙ্গত্বম্ প্রতিপাদয়িতুম্ ইদম্ আহ মূলকারঃ "অত্র চ" ইত্যাদি।

কিন্তু ন্যায়ামৃতকৃদ্ভিঃ উক্তম্—"ইদং চ বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনং তার্কিকরীত্যৈব, উক্তম্ ন তু বস্তুতঃ" ইত্যাদি। তেষাম্ অয়ম্ আশয়ঃ—বিপ্রতিপত্তেঃ উপযোগঃ কিং সংশয়জননদ্বারা? অথবা সংশয়ম্ অদ্বারীকৃত্য সাক্ষাদেব পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহফলকতয়া? নাদ্যঃ, "বাদ্যাদীনাং নিশ্চয়বত্ত্বেন সংশয়াসম্ভবাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থেন প্রত্যুক্তত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, "ত্বয়া ইদং সাধনীয়ম্, অনেন ইদং দূষণীয়ম্" ইত্যাদিগ্রন্থেন প্রত্যুক্তত্বাৎ ইতি ভাবঃ। গ্রন্থস্যাস্য তত্ত্বনির্ণয়াবসানত্বেন বাদকথারূপত্বাৎ মূলস্থিতং "তত্র" ইতি তৎপদং বাদকথাং পরামৃশতি। তেন "তত্রে"তি তস্যাং বাদকথায়াম্ ইত্যর্থঃ। তত্র বাদকথায়াং বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া ইত্যন্বয়ঃ। বিপ্রতিপত্তিঃ নাম সংশয়জনিকা বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকবাক্যদ্বয়রূপা বিবক্ষিতা। বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ যস্মাৎ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। বিপ্রতিপত্তেঃ প্রদর্শনীয়ত্বে হেতুঃ বিচারাঙ্গত্বম্। বিচারাঙ্গত্বাৎ বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া ইত্যর্থঃ।৩

ইতি শ্রীমন্ মহামহোপাধ্যায়-লক্ষ্মণশাস্ত্রিশ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ
শর্ম্মবিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিন্যাং গ্রন্থারম্ভঃ।

তাৎপর্য্য।

উপপাদনের কোটিদ্বয়।

৩। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, অদ্বৈতসিদ্ধির অনুগুণ দ্বৈতমিথ্যাত্বই যদি প্রথমতঃ উপপাদনীয় হয়, তাহা হইলে দ্বৈতমিথ্যাত্বেরই উপপাদন করা উচিত, কিন্তু গ্রন্থকার দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপপাদন না করিয়া বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিতে যাইতেছেন কেন?

ইহার উত্তর এই যে, এইরূপ আশংকা করা অসঙ্গত। কারণ, দ্বৈতমিথ্যাত্বের উপপাদন, স্থাপনীয় কোটিরূপ যে স্বপক্ষ তাহার স্থাপন এবং নিরসনীয় কোটিরূপ যে পরপক্ষ তাহার নিরাকরণ করিয়া করিতে হয়—অর্থাৎ দ্বৈতের মিথ্যাত্ব স্থাপন এবং দ্বৈতের সত্যত্বনিরাকরণ এতদুভয়দ্বারা করা হইয়া থাকে।

বাদবিচার সংশয়জন্য বলিয়া বিপ্রতিপত্তি প্রথম প্রদর্শনীয়।

এই পূর্ব্বোত্তর পক্ষ অর্থাৎ বিশ্বসত্যত্ব ও বিশ্বমিথ্যাত্বরূপ পক্ষদ্বয়ের পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রবর্ত্তনীয় যে বাদকথারূপ বিচার, তাহা সংশয়জন্য বলিয়া বিচারাঙ্গ সংশয়ের জনক বিপ্রতিপত্তি মধ্যস্থকর্ত্তৃক প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়। এইজন্য দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপপাদন করিবার পূর্ব্বেই বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ জল্প বা বিতণ্ডা-গ্রন্থ নহে। এইজন্য বাদের উপযোগী যে বিপ্রতিপত্তি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রদর্শিত হওয়া উচিত, এবং সেই মধ্যস্থবাক্যই এস্থলে বিপ্রতিপত্তিরূপে কথিত হইতেছে।

বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ।

বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ—বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি; অর্থাৎ জ্ঞানই বিপ্রতি-পত্তি—এইরূপ অর্থ করিলে বিপ্রতিপত্তির অর্থ হয়—'সংশয়'। আর বিরুদ্ধপ্রতিপত্তি যাহা হইতে হয়—এরূপ অর্থ করিলে বিপ্রতিপত্তির অর্থ—সংশয়ের জনক বাক্যদ্বয়ই হয়। এস্থলে এই অর্থই অভিপ্রেত। এই বিপ্রতিপত্তি, বাদীর বা প্রতিবাদীর বাক্য নহে, কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী একটী একটী নির্দ্দিষ্ট পক্ষপরিগ্রহের জন্য বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক মধ্যস্থের বাক্যদ্বয়রূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এজন্য এই বিপ্রতিপত্তি মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিচারের পূর্ব্বে প্রদর্শিত হয়।

বিচারের ক্রম।

সুতরাং প্রথমতঃ মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়া সংশয় উৎপাদন করিলে তৎপশ্চাৎ একপক্ষকে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতে হয়, এবং অন্য পক্ষকে সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিতে হয়, তৎপরে উভয় পক্ষের আক্ষেপ, উত্তর ও প্রত্যুত্তরপ্রভৃতি হইতে থাকে—ইহাই বিচারের ক্রম। এইরূপ বিচারমধ্যে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ যথাক্রম প্রদর্শন করাই রীতি। যেহেতু—**"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্"**।

বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের বিচারাঙ্গত্বে পূর্ব্বপক্ষ।

৪। যদ্যপি বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য ন পক্ষতাসম্পাদকতয়া উপযোগঃ, সিসাধয়িষাবিরহসহকৃতসাধকমানাভাবরূপায়াঃ তস্যাঃ সংশয়াঘটিতত্বাৎ—।৪ (৫৪পৃঃ—৫৯পৃঃ)

(৩য় বাক্যের তাৎপর্য্যশেষ।)

এইরূপ অভিযুক্তের উক্তি প্রসিদ্ধই আছে। এই কারণে বিচারের পূর্ব্বে মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তি বাক্য প্রদর্শন করিবেন।৩

ইতি শ্রীমন্ মহামহোপাধ্যায়-লক্ষ্মণশাস্ত্রিশ্রীচরণান্তেবাসি-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি তাৎপর্য্যপ্রকাশে গ্রন্থারম্ভ।

অনুবাদ।

পক্ষতার লক্ষণদ্বারা আপত্তি।

বিপ্রতিপত্তি-বাক্যজন্য সংশয়ের বিচারঙ্গতা প্রদর্শনার্থ এক্ষণে মূলকার পূর্ব্বপক্ষের বক্তব্য গুলি বলিতেছেন—যদিও বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়ের পক্ষতাসম্পাদকরূপে উপযোগিতা নাই, যেহেতু পক্ষতা সংশয়ঘটিত নহে, অর্থাৎ সাধ্যসংশয়কে পক্ষতা বলা যায় না, কিন্তু সিসাধয়িষার অভাবসমানাধিকরণ সাধ্যনিশ্চয়করূপ বিশিষ্টের অভাবই সর্ব্বত্র অনুগত পক্ষতা, অথবা সিসাধয়িষার অভাবসহকৃত অনুমানাতিরিক্ত সাধকমানরূপ বিশিষ্টের অভাবই সর্ব্বত্র অনুগত পক্ষতা—এইরূপই বলা হয়—ইত্যাদি, (তথাপি সংশয়—বিচারাঙ্গ। ইহা ৭ম হইতে ১০ম বাক্যে বলা হইবে)।৪

টীকা।

৪। তাদৃশসংশয়স্য বিচারাঙ্গত্বং কথম্—ইতি পৃচ্ছায়াং যেন রূপেণ সংশয়স্য বিচারাঙ্গত্বং তদ্রূপং প্রদর্শয়িতুং পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—"**যদ্যপি**" ইতি। বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য পক্ষতাসম্পাদকতয়া পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহফলকতয়া বা যদ্যপি ন উপযোগঃ, তথাপি ব্যুদসনীয়তয়া বিচারাঙ্গত্বম্ অস্ত্যেব—ইতি অগ্রতনেন সহ অন্বয়ঃ।

সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বস্য পক্ষত্বেন তাদৃশসংশয়স্য পক্ষতাসম্পাদকতয়া কথং ন উপযোগঃ? বাদিনা প্রতিবাদিনং প্রতি প্রতিবাদিনা বা বাদিনং প্রতি অনুমানে প্রযুক্তেঽপি অনুমিতিঃ ন স্যাৎ, সন্দেহঘটিতপক্ষতায়াঃ অনুমিতিজনিকায়াঃ অভাবাৎ, ইত্যতঃ আহ—পক্ষতায়াঃ সংশয়াঘটিতত্বাৎ ন পক্ষতাসম্পাদকতয়া বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য উপযোগঃ। সংশয়ং বিনাপি সিসাধয়িষাবিরহসহকৃতসাধকমানাভাবরূপস্য পক্ষত্বস্য সম্ভবাৎ।

নন্থ সাধকমানাভাবঃ পক্ষতা ইতি ন সঙ্গচ্ছতে, সর্ব্বত্র অনুমানরূপসাধকমানস্যৈব সত্ত্বাৎ, ইতি চেৎ? উচ্যতে। অত্র সাধকমানপদস্য অনুমানাতিরিক্তসাধকমানপরত্বাৎ। তথাচ সিসাধয়িষাবিরহসহকৃত-অনুমানাতিরিক্ত-সাধকমানরূপ-বিশিষ্টস্য অভাবঃ সর্ব্বত্র অনুগতঃ।

তথাহি প্রাত্যক্ষিকসিদ্ধিস্থলে সিসাধয়িষাসত্ত্বে অনুমানাতিরিক্ত-প্রত্যক্ষরূপসাধকমানরূপবিশেষ্যস্য সত্ত্বেঽপি বিশেষণস্য সিসাধয়িষাবিরহস্য অভাবেন বিশিষ্টস্য অভাবঃ অস্তি। "মহানসে বহ্নিম্ অনুমিনুয়াম্" ইতি সিসাধয়িষয়া অনুমানং প্রবর্ত্ততে। সিদ্ধেঃ অসত্ত্বে ধূমলিঙ্গক-বহ্ন্যনুমিতৌ সিসাধয়িষাবিরহরূপং বিশেষণম্ অস্তি। সিদ্ধিস্থলে এব সিসাধয়িষা ন সর্ব্বত্র। ইচ্ছায়াঃ জ্ঞানসাধ্যত্বমেব, নতু অনুমিত্যাদি-জ্ঞানরূপস্য ইচ্ছাসাধ্যত্বম্। সত্যাং সামগ্র্যাম্ ইচ্ছাভাবেন জ্ঞানানুদয়া-ভাবাৎ। অন্যথা অনিচ্ছতোঽপি দুর্গন্ধাদিজ্ঞানং ন স্যাৎ। তস্মাৎ অত্র বিশেষণস্য সিসাধয়িষাবিরহস্য সদ্ভাবেঽপি বিশেষ্যস্য অনুমানাতি-রিক্তসাধকমানস্য অভাবাৎ বিশিষ্টাভাবঃ। এবমেব ঘনগর্জ্জিতাদি-স্থলেঽপি দ্রষ্টব্যম্। যথোক্তম্ অনুমানপ্রকাশে রুচিদত্তোপাধ্যায়ৈঃ—"সাধকমানপদম্ অনুমানাতিরিক্তসাধকমানপরং বা" ইতি। নব্যাস্তু সাধকমানপদং ভাবব্যুৎপত্ত্যা সিদ্ধিপরম্। লাঘবেন সিদ্ধ্যভাবস্যৈব পক্ষ-পদপ্রবৃত্তিনিমিত্তত্বাৎ অনুমানাতিরিক্তসাধকমানাভাবস্য গুরুশরীরতয়া পক্ষপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তত্বাভাবাৎ ইত্যাহুঃ। অতঃ নিরুক্তরূপায়াঃ পক্ষ-

৫।—অন্যথা শ্রুত্যা আত্মনিশ্চয়বতঃ অনুমিৎসয়া তদনুমানং ন স্যাৎ, বাদ্যাদীনাং নিশ্চয়বত্ত্বেন সংশয়াসম্ভবাৎ, আহার্য্যসংশয়স্য অতিপ্রসঙ্গকত্বাৎ চ—॥৫ (৫৭পৃঃ-৬১পৃঃ)

(৪র্থ বাক্যের টীকাশেষ।)

তায়াঃ সংশয়াঘটিতত্বাৎ বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য ন পক্ষতাসম্পাদকতয়া উপযোগঃ ।৪

৪। **তাৎপর্য্য** ১০ম বাক্যশেষে দ্রষ্টব্য। এই ৪র্থ বাক্য হইতে ১০ম বাক্য পর্য্যন্ত বিপ্রতিপত্তি বিচার। তন্মধ্যে ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ বাক্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ এবং ৭ম হইতে ১০ম বাক্য পর্য্যন্ত—সিদ্ধান্তপক্ষ ।৪

অনুবাদ।

"শ্রোতব্যঃ" শ্রুতির দ্বারা সংশয় পক্ষতায় আপত্তি।

৫। সিসাধয়িষাবিরহসহকৃত সিদ্ধ্যভাবকে পক্ষতা না বলিয়া সাধ্যসংশয়রূপ পক্ষতা স্বীকার করিলে "শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আত্মার শাব্দবোধাত্মক নিশ্চয়বান্ পুরুষের অনুমিৎসাপ্রযুক্ত আর আত্মার অনুমান হইতে পারে না, আর তাহাতে আত্মশ্রবণের পর শ্রুতিসিদ্ধ মনন অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যেহেতু "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুতিতে আত্মার শ্রবণের পর আত্মার মনন বিহিত হইয়াছে।

বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চয়দ্বারা আপত্তি।

তাহার পর মধ্যস্থপ্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তিবাক্যের সংশয়জনকতাও সম্ভব নহে ; কারণ, বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থের নিশ্চায়ক প্রমাণ বিশেষদর্শন থাকায়, বিশেষাদর্শনজন্য সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয়জনক হইলেও সংশয়ের সহকারী কারণ যে বিশেষাদর্শন, তাহা বাদী, প্রতিবাদী ও মধ্যস্থের নাই বলিয়া তাহাতে সংশয় জন্মে না।

আহার্য্যসংশয়দ্বারাও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

আর যদি বলা যায়—বাদী ও প্রতিবাদিগণের বিশেষদর্শন থাকিলেও

তাহাদের আহার্য্যসংশয় হইতে পারিবে ? যেহেতু আহার্য্যসংশয় বিশেষ-দর্শনের প্রতিবধ্য নহে ? কিন্তু তাহা অসঙ্গত। কারণ, আহার্য্যসংশয় পক্ষতার ঘটক হইলে, অনুমিতির পরে সিসাধয়িষা না থাকিয়াও আহার্য্য-সংশয়ঘটিত পক্ষতা থাকিয়া অনুমিতির আপত্তিরূপ অতিপ্রসঙ্গ হয় ।৫

টীকা।

৫। ননু সাধ্যসংশয়রূপায়াঃ পক্ষতায়াঃ অঙ্গীকারে কা হানিঃ ? ইত্যত্রঃ আহ মূলকারঃ—"**অন্যথা**" ইত্যাদি। "অন্যথা" নিরুক্তরূপাং পক্ষতাম্ অনঙ্গীকৃত্য সাধ্যসংশয়রূপায়াঃ পক্ষতায়াঃ অঙ্গীকারে, "শ্রুত্যা" "শ্রোতব্যঃ" ইতি শ্রুত্যা, "আত্মনিশ্চয়বতঃ"—শাব্দবোধাত্মকনিশ্চয়বতঃ পুরুষস্য, আত্মনিশ্চয়কালে, "অনুমিৎসয়া"—"আত্মানম্ অনুমিনুয়াম্' ইতি ইচ্ছয়া, 'তদনুমানং' আত্মানুমিতিঃ, "ন স্যাৎ," সশয়ঘটিতপক্ষতায়াঃ অভাবাৎ, শাব্দবোধাত্মকনিশ্চয়সত্ত্বাৎ ইতি ভাবঃ। সাধকমানাভাব-রূপায়াঃ পক্ষতায়াঃ অঙ্গীকারে তু শাব্দবোধাত্মকসিদ্ধিসত্ত্বেঽপি অনুমিৎ-সয়া যথা অনুমানং সম্ভবতি, তথা উক্তং পুরস্তাৎ।

মধ্যস্থপ্রদর্শিতবিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য সংশয়জনকত্বমপি ন সম্ভবতি। তাদৃশবিপ্রতিপত্তিবাক্যাৎ বাদিপ্রতিবাদিমধ্যস্থানাং ন সংশয়ঃ, তেষাং বিশেষদর্শনসদ্ভাবাৎ, ইত্যাহ মূলকারঃ—"বাদ্যাদীনাম্" ইত্যাদি। "বদ্যাদীনাম্"—বাদিপ্রতিবাদিপ্রাশ্নিকানাং নিশ্চায়কপ্রমাণরূপবিশেষ-দর্শনসদ্ভাবেন বিশেষাদর্শনরূপসংশয়হেত্বভাবাৎ ন বিপত্তিপত্তিবাক্যস্য বাদ্যাদি-সংশয়জনকত্বম্। অতঃ তাদৃশবিপ্রতিপত্তিবাক্যতঃ পক্ষত্ব-ঘটকসংশয়োঽপি ন বাদ্যাদীনাং সম্ভবতি।

ননু বিশেষদর্শনসদ্ভাবেন বাদ্যাদীনাং স্বারসিকসংশয়াসম্ভবেঽপি তেষাম্ আহার্য্যসংশয়ো ভবিষ্যতি। স এব অনুমিতৌ পক্ষতাঘটকঃ, আহার্য্যজ্ঞানস্য বিশেষদর্শনাপ্রতিবধ্যত্বাৎ ইত্যত আহ—"আহার্য্য-সংশয়স্য" ইত্যাদি। আহার্য্যসংশয়স্য অনুমিতিহেতুত্বে অতিপ্রসঙ্গেন

৬।—নাপি বিপ্রতিপত্তেঃ স্বরূপত এব পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহফলকতয়া উপযোগঃ; "ত্বয়া ইদং সাধনীয়ম্" "অনেন ইদং দূষণীয়ম্" ইত্যাদি মধ্যস্থবাক্যাদেব তল্লাভেন বিপ্রতি-পত্তিবৈয়র্থ্যাৎ—।৬(৫৯পৃঃ-৬০পৃঃ)

(৫ম বাক্যের টীকাশেষ।)

পক্ষত্বাপ্রয়োজকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অনুমিত্যুত্তরকালে সিদ্ধিস্থলে সিসাধয়িষা-বিরহদশায়ামপি আহার্য্যসংশয়সম্ভবেন পক্ষত্বাপত্ত্যা অনুমিত্যাপত্তিঃ অত্র অতিপ্রসঙ্গঃ বোধ্যঃ। আহার্য্যসংশয়স্য পক্ষতাঘটকত্বে, আহার্য্য-পরামর্শাদেঃ অপি অনুমিতিকারণতাপত্তেঃ।৫

৫। **তাৎপর্য্য**—১০ম বাক্যের শেষে দ্রষ্টব্য। এই বাক্যটীও পূর্ব্বপক্ষের অনুকূলে যুক্তি।

অনুবাদ।

বিপ্রতিবাক্য স্বরূপতঃও বিচারাঙ্গ নহে।

৬। মধ্যস্থপ্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয় উৎপাদন করিয়া যে বিচারের অঙ্গ হয় না, তাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিপ্রতিপত্তিবাক্য যে স্বরূপতঃই অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে সংশয় উৎপাদন না করিয়াই বিচারাঙ্গ হইতে পারে না—সেই পূর্ব্বপক্ষীর কথা বলিতেছেন। যথা—পক্ষপ্রতি-পক্ষপরিগ্রহই বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ফল। এস্থলে 'পক্ষ' পদের অর্থ—ধর্ম্মী, এবং 'প্রতিপক্ষ' পদের অর্থ—প্রতিনিয়ত পক্ষ। পক্ষ অর্থাৎ ধর্ম্মীতে প্রতিনিয়ত পক্ষের পরিগ্রহই 'ফল' বলা হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর যে ভাবকোটি ও অভাবকোটি, তাহাদের অন্যতরকোটির এক ধর্ম্মীতে প্রয়োগই 'প্রতিনিয়ত পক্ষপরিগ্রহ'। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর স্থাপনীয় যে কোটি, তাহার পরিগ্রহই বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ফল। পূর্ব্বপক্ষীর মতে এই স্থাপনীয় কোটির পরিগ্রহের জন্যও বিপ্রতিপত্তিবাক্যের আবশ্যকতা নাই। যেহেতু "তুমি ইহা সাধন কর এবং তুমি ইহাতে দোষ

দেও”—ইত্যাদিরূপ মধ্যস্থবাক্যদ্বারা বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ফল সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিপ্রতিপত্তি অন্যথাসিদ্ধ হইয়েছে, আর তজ্জন্য তাহা ব্যর্থ।৬

টীকা

৬। বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়জননদ্বারা বিচারাঙ্গত্বং নিরস্য ইদানীং সংশয়ম্ অদ্বারীকৃত্য—সাক্ষাদেব বিপ্রতিপত্তেঃ বিচারাঙ্গত্বং নিরসিতুম্ আহ—"**নাপি বিপ্রতিপত্তেঃ** স্বরূপতঃ" ইত্যাদি। "স্বরূপতঃ" ইত্যস্য সংশয়ম্ অদ্বারীকৃত্য ইত্যর্থঃ। সংশয়ম্ অদ্বারীকৃত্য পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহফলকতয়াপি বিপ্রতিপত্তেঃ ন উপযোগঃ ইতি ভাবঃ। বাদি-প্রতিবাদিনোঃ পরিগ্রহদ্বয়স্য একধর্ম্মিকত্বলাভায় পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ ইত্যস্য যথাশ্রুতম্ অর্থং পরিত্যজ্য "পক্ষে" ধর্ম্মিণি "প্রতিপক্ষঃ" প্রতি-নিয়তপক্ষঃ তস্য পরিগ্রহঃ ইত্যর্থঃ বোধ্যঃ। বাদিপ্রতিবাদিনোঃ ভাবা-ভাবান্যতরকোটেঃ একধর্ম্মিণি প্রয়োগঃ ইতি যাবৎ। একধর্ম্মিণি প্রতি-নিয়তপক্ষপরিগ্রহঃ ন বিপ্রতিপত্তেঃ ফলম্, অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ। কথা-বাহ্যেনাপি "ত্বয়া ইদং সাধনীয়ম্", "অনেন ইদং দূষণীয়ম্" ইত্যাদি মধ্যস্থবাক্যাদেব তল্লাভসম্ভবাৎ। কথাবাহ্যতয়া নিগ্রহানর্হেন মধ্যস্থ-বাক্যাদেব পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহফলসিদ্ধৌ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণং বিশেষণং প্রক্ষিপ্য তৎপ্রয়োজনান্বেষণরূপ-কুসৃষ্টিযুক্তবিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ। কথাবাহ্যতয়া লৌকিক-বাক্যাদিতোঽপি তৎফলসম্ভবাৎ চ। অতঃ বিপ্রতিপত্তিঃ অন্যথা-সিদ্ধা এব।

"নাপি সাধ্যোপস্থিত্যর্থং বিপ্রতিপত্তিবাক্যং; প্রতিজ্ঞাবাক্যেনৈব তৎসিদ্ধেঃ" ইত্যপি ন্যায়ামৃতকৃদ্ভিঃ বিপ্রতিপত্তিবৈয়র্থ্যপ্রদর্শনায় উক্তম্; ইতি বিপ্রতিপত্তেঃ অবশ্যপ্রদর্শনীয়ত্বে পূর্ব্বপক্ষঃ।৬

৬। **তাৎপর্য্য**—১০ম বাক্যের শেষে দ্রষ্টব্য। এই বাক্যটীও পূর্ব্বপক্ষের অনুকূলে যুক্তি।

বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের বিচারাঙ্গত্বে সিদ্ধান্তপক্ষ।

৭।—তথাপি বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য অনুমিত্যনঙ্গত্বেঽপি ব্যুদসনীয়তয়া বিচারাঙ্গত্বম্ অস্ত্যেব।৭ (৬১পৃঃ—৬৭ঃপৃ)

অনুবাদ।

৭। বিপ্রতিপত্তিবাক্য যে বিচারে অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বপক্ষরূপে বলা হইয়াছে ; সম্প্রতি সিদ্ধান্তী বিপ্রতিপত্তিবাক্যের

৭। টীপ্পনী—এস্থলে অনুমিতি ও বিচারের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বুঝা আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিলে "সংশয় পক্ষতাসম্পাদকরূপে অনুমিতির হেতু না হইলেও বিচারের দ্বারা নিরসনীয়রূপে বিচারের অঙ্গ হইতে পারিবে"—এই কথাটীর অর্থ পরিষ্কার হইবে।

অনুমিতি বলিতে পরামর্শজন্য জ্ঞানকে বুঝায়। পরামর্শ বলিতে সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ বুঝায়। এই পরামর্শ আবার ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে। সহজ কথায় হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা পক্ষে হেতু দেখিয়া পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়ের নাম অনুমিতি। যেমন—পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু তাহাতে ধূম রহিয়াছে ; যেমন রন্ধনশালায় ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে, এই পর্ব্বতে সেইরূপ বহ্নিব্যাপ্য ধূম রহিয়াছে, সুতরাং পর্ব্বতটী বহ্নিমান্ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাই অনুমিতি।

এই বাক্যগুলিকে ন্যায়াবয়ব বাক্য বলে। এই ন্যায়াবয়ব পক্ষ হেতু সাধ্য ও দৃষ্টান্তদ্বারা রচিত। এখানে পর্ব্বতটী পক্ষ, ধূমটী হেতু, বহ্নিটী সাধ্য এবং রন্ধনশালাটী দৃষ্টান্ত। সুতরাং এই অনুমিতির কারণ—পরামর্শ আর করণ—ব্যাপ্তিজ্ঞান। এতদ্ভিন্ন এই অনুমিতির আর একটী কারণ আছে, তাহার নাম পক্ষতা। প্রাচীনমতে পক্ষে সাধ্যসংশয়ের নাম পক্ষতা এবং নবীনমতে সাধনেচ্ছাশূন্য যে সিদ্ধি সেই সিদ্ধির অভাবের নাম পক্ষতা। অর্থাৎ এইরূপ স্থলেই অনুমিতি হয়। এক কথায় যেরূপ স্থলে অনুমিতি হয় তাহাই পক্ষতা। সুতরাং প্রাচীনমতে পক্ষতাসম্পাদকরূপে সংশয়টী অনুমিতির একটী হেতু হয়, এবং নবীনমতে সংশয় আর অনুমিতির হেতুই হয় না। ব্যাপ্তি বলিতে সাধ্যাভাবের অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকা বুঝায়।

এই অনুমিতি দুইরূপ, যথা—স্বার্থ অর্থাৎ নিজের জন্য, এবং পরার্থ অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার জন্য। পক্ষে হেতু দেখিয়া ব্যাপ্তিস্মরণজন্য যে অনুমিতি তাহাই স্বার্থানুমিতি, ইহাতে ন্যায়াবয়ব বাক্যেরও প্রয়োজন হয় না। এস্থলে যে অনুমিতির কথা বলা হইতেছে, তাহা পরার্থানুমিতি। ইহাতে ন্যায়াবয়ব বাক্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এই অনুমিতি আবার অন্যরূপে তিন প্রকার, যথা—কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী। যেস্থলে সাধ্যের অভাব অপ্রসিদ্ধ হয়, তাহা কেবলান্বয়ী, যেমন ঘট অভিধেয়, যেহেতু তাহা প্রমেয়। যেস্থলে সাধ্যপ্রসিদ্ধি পক্ষাতিরিক্ত স্থলে নাই, তাহাই কেবলব্যতিরেকী, যেমন পৃথিবী ইতরভেদবতী, যেহেতু তাহাতে গন্ধবত্ত্ব রহিয়াছে; আর যেস্থলে সাধ্য এবং সাধ্যের অভাব উভয়ই অন্যত্র প্রসিদ্ধ থাকে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী

বিচারাঙ্গতা দেখাইতেছেন। যদিও বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয় পক্ষতাসম্পাদকরূপে অনুমিতির উপোযোগী নহে, তথাপি বিচারদ্বারা

বলে। যেমন পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, যেহেতু ধূমবান্, যেমন রন্ধনশালা। বেদান্তমতে এই বিভাগ স্বীকার করা হয় না। তন্মতে অনুমিতি এই একই প্রকার।

এখন এই অনুমিতি করিতে হইলে যে পাঁচটী ন্যায়াবয়ব বাক্যের প্রয়োজন, তাহাদিগের বিভাগ এইরূপ; যেমন—পর্ব্বতটী বহ্নিমান্—ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য, যেহেতু ধূম রহিয়াছে—ইহা হেতুবাক্য, যেমন রন্ধনশালায় ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে—ইহা উদাহরণ বাক্য, এই পর্ব্বতে সেইরূপ বহ্নিব্যাপ্য ধূম রহিয়াছে—ইহা উপনয়বাক্য, সুতরাং পর্ব্বতটী বহ্নিমান্—ইহা নিগমনবাক্য। বেদান্তমতে প্রথম তিনটী বা শেষ তিনটী বাক্যই প্রয়োজন, পাঁচটীর প্রয়োজন নাই বলা হয়।

এই বাক্য পাঁচটীর দ্বারা অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানে পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব প্রকাশ করে। কেবলান্বয়ী অনুমানে বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব থাকে না, কেবলব্যতিরেকী অনুমানে সপক্ষসত্ত্ব থাকে না।

প্রতিজ্ঞাবাক্য হেতুর উত্থাপকমাত্র। হেতুবাক্যদ্বারা পক্ষবৃত্তিত্ব প্রকাশ পায়, উদাহরণবাক্যদ্বারা সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব প্রকাশ করে, উপনয়বাক্যদ্বারা অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব প্রকাশ করে, এবং নিগমনবাক্যদ্বারা অবাধিতত্ব প্রকাশ করে। হেতুতে এইরূপে এই পাঁচটী বা চারিটী ধর্ম্ম প্রকাশ পাইলে অপরের অনুমিতি হইতে বাধা। ইহাই হইল অনুমিতির সংক্ষিপ্ত স্বরূপ।

এক্ষণে বিচার কাহাকে বলে দেখা যাউক—

অপরকে অনুমিতির দ্বারা যখন বুঝাইতে হয়, তখন সেই অনুমিতি বিচারের অঙ্গ হইয়া যায়। বিচার বলিতে কোন এক বিষয়ে সংশয় ও ভ্রম নিবারণপূর্ব্বক সেই বিষয়ের প্রকৃততত্ত্বনির্ণায়ক বচনাবলী বুঝায়। অথবা তদ্বিষয়ক কেবলমাত্র সংশয় বা ভ্রমনিবর্ত্তক বাক্যাবলী বুঝায়। সুতরাং বিচারের ফল ভ্রমনিরসন ও সংশয়নিবৃত্তি। সুতরাং অনুমিতি বিচারের অঙ্গ।

এই বিচার দুইরূপ। প্রথম—কল্পিত বাদিপ্রতিবাদিসাধ্য এবং দ্বিতীয়—প্রকৃত বাদিপ্রতিবাদি সাধ্য। প্রথম প্রকারে আচার্য্যপ্রভৃতি শিষ্যহিতকামনায় গ্রন্থমধ্যে যে বিচার রচনা করেন তাহা; যেমন—বেদান্তদর্শনের ১৯২টী অধিকরণ এক একটী বিচার। ইহার অঙ্গ প্রধানতঃ বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ এই পাঁচটী। কোন কোন গ্রন্থে ফলভেদ ও পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনকেও ধরিয়া সপ্তবিধ বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার—গুরুশিষ্যপ্রভৃতি মধ্যে অথবা মধ্যস্থ ও সভাসদ্‌গণের সমক্ষে উভয় পক্ষের উত্তরপ্রত্যুত্তররূপ। এই প্রকার বিচারের চারিটী অঙ্গ থাকে। যথা—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ বা বাদিপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ বা প্রতিবাদিপক্ষ। অনুমিতি এই পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষের মধ্যে থাকে। এই উভয় পক্ষের প্রাণই অনুমিতি।

এই বিচার আবার তিন প্রকার হইয়া থাকে, যথা—বাদরূপ, জল্পরূপ ও বিতণ্ডারূপ।

নিরসনীয়রূপে বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয় বিচারের উপযোগী হইয়া থাকে। সংশয়নিবৃত্তির জন্যই বিচারের প্রবৃত্তি হয়। আর সেই সংশয়ের জনক বিপ্রতিপত্তিবাক্য। সুতরাং বিচারে নিরসনীয় সংশয়ের জনক বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্যকে বিচারাঙ্গ বলা যাইতে পারে।৭

বাদবিচারের উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয় ; জল্পবিচারের উদ্দেশ্য বিজয়, ইহাতে স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন করা হয়। বিতণ্ডার উদ্দেশ্য স্বপক্ষস্থাপনহীন পরপক্ষখণ্ডন।

এই তিনরূপ বিচারের মধ্যে যে দুইটী পক্ষ থাকে তন্মধ্যে পক্ষদ্বয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তররূপ বাদবিচারে মধ্যস্থ এবং সভাসদগণ থাকিতেও পারেন এবং নাও পারেন। যেহেতু গুরু-শিষ্যমধ্যেও ইহা হইয়া থাকে। কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডারূপ বিচারে পক্ষদ্বয়ভিন্ন মধ্যস্থ ও সভাসদাদি অবশ্যই থাকিবেন।

মধ্যস্থের কার্য্য হইতেছে, যে বিষয়ে বিচার হইবে, সেই বিষয়ে সংশয়োৎপাদক বিপ্রতি-পত্তিবাক্য রচনা করিয়া সকলকে শ্রবণ করান, তৎপরে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষকে নিজ নিজ পক্ষ নির্দ্দেশ করিতে অনুমতি দান, তৎপরে জয়পরাজয়ঘোষণা ইত্যাদি।

এইরূপে মধ্যস্থহীন উত্তরপ্রত্যুত্তররূপ বাদবিচারের অঙ্গ—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ ; মধ্যস্থযুক্ত বাদবিচারের অঙ্গ—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ। জল্প-বিচারের অঙ্গ—বিষয়, সংশয়, বাদী বা পূর্ব্বপক্ষ ও প্রতিবাদী বা উত্তরপক্ষ ; এবং বিতণ্ডা-বিচারের অঙ্গ—বিষয়, সংশয়, বাদী ও প্রতিবাদী। জল্প ও বিতণ্ডায় সংশয় সর্ব্বদা থাকে না, মধ্যস্থবাক্যে তাহার উদ্ভাবনমাত্র করা হয়। বাদবিচারে সংশয় থাকেই। ফলতঃ মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারা সংশয় উৎপাদন করেন বলিয়া সংশয়কেও বিচারের অঙ্গ বলা হয়।

বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ফল যে সংশয় তাহা মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিচারাঙ্গ 'বিষয়' অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মধ্যস্থ এই বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারা সংশয় প্রদর্শন করিলে বাদ ও জল্পবিচারে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ নিজ নিজ পক্ষানুকূল পঞ্চাবয়ব অনুমান প্রদর্শন করেন, এবং পরস্পর প্রতিপক্ষের অনুমানে দোষ দেখান এবং নিজ নিজ পক্ষের দোষোদ্ধার করেন। বিতণ্ডার স্থলে প্রতিবাদী কেবল বাদীর দোষ দেখান এবং বাদী তাহার দোষোদ্ধার করেন, অথবা বাদী প্রতিবাদীর প্রদর্শিত দোষেরই উপর দোষই দেন। প্রতিবাদী স্বপক্ষস্থাপন অনুমান আর করেন না। সুতরাং বাদ ও জল্প বিচারে উভয় পক্ষের অনুমান থাকেই। বিতণ্ডায় সকলস্থলে উভয়পক্ষে অনুমান থাকে না। বাদীর পক্ষেই থাকে।

এই বিচারের অধিকারী ত্রিবিধ, যথা—অপ্রতিপন্ন, বিপ্রতিপন্ন ও সন্দিহান ব্যক্তি। যাহার বিচার্য্যবিষয়ের কোন জ্ঞানই নাই তিনি অপ্রতিপন্ন, যাহার বিপরীতনিশ্চয় আছে তিনি বিপ্রতিপন্ন, আর যাহার সংশয় আছে তিনি সন্দিহান ব্যক্তি। অপ্রতিপন্ন ব্যক্তি অপর পক্ষের কথা শুনিয়া বিষয়বিশেষে সন্দিহান হইলে সন্দিহান অধিকারী হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। এই সন্দিহান অধিকারী বাদবিচারেই প্রবৃত্ত হন। বিপ্রতিপন্ন অধিকারী জল্প বা বিতণ্ডাবিচারে প্রায়ই প্রবৃত্ত হন এবং পরাজিত হইয়া কথন কথন বাদবিচারে প্রবৃত্ত হন।

টীকা।

৭। বিপ্রতিপত্তেঃ বিচারাঙ্গত্বে পূর্ব্বপক্ষং প্রদর্শ্য সিদ্ধান্তম্ আহ—**"তথাপি"** ইত্যাদি। পূর্ব্ববাক্যে **"যদ্যপি"** ইতি অভিসম্বন্ধাৎ সিদ্ধান্ত-

---

সন্দিহান অধিকারীকে মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণ করাইলে সভাস্থ ব্যক্তিগণের এবং উভয় পক্ষেরই মনে সংশয় উৎপন্ন হয়। বিপ্রতিপন্ন অধিকারীকে মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য শ্রবণ করাইলে কখন তাহার পূর্ব্বের সংশয় স্মরণমাত্র হয়, নূতন সংশয় জন্মে না। এই সংশয়ই বিচারাঙ্গ সংশয়, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের অনুমানে প্রাচীনমতে পক্ষতাসম্পাদক সংশয় হয়। নবীনমতে এই বিচারাঙ্গ সংশয়কে উপরে ব্যুদসনীয় সংশয় বলা হইয়াছে। বিচারদ্বারা ইহার নিরাস করা হইয়া থাকে। বিপ্রতিপন্ন অধিকারী জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা পরাজিত হইলে সন্দিহান হইয়া সংশয়নিবৃত্তির জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া বাদবিচারে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ বিপ্রতিপন্ন অধিকারীরও বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও সংশয় কখন কখন জন্মায় বলিয়া, এবং কখনই সংশয় জন্মায় না—এরূপ হয় না বলিয়া সংশয় বিচারের অঙ্গ বলা হয়।

এই সংশয় যখন উৎপন্ন হয় তখন উভয় পক্ষের নিজ নিজ অনুমানেই উৎপন্ন হয়। এইজন্য প্রাচীনমতে সংশয়পক্ষতা স্বীকার করা হয়। বিপ্রতিপন্ন অধিকারীরও প্রাচীন-মতে মধ্যস্থবাক্যে সংশয়ই জন্মে বলা হয়। সুতরাং বিপ্রতিপন্ন অধিকারীর অনুমানে সংশয়পক্ষতার হানি হয় না। এজন্য প্রাচীনমতে বিচারাঙ্গ যে সংশয় তাহার যে উপযোগিতা তাহা পক্ষতাসম্পাদকরূপেই উপযোগিতা হয়। কিন্তু নবীনমতে সংশয়পক্ষতা স্বীকার করা হয় না বলিয়া বিচারাঙ্গ সংশয়ের পক্ষতাসম্পাদকরূপে উপযোগিতা থাকে না, অথচ মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিলে তাহার ফল সংশয় হইতে বাধ্য। এজন্য এই সংশয়কে নিরসনীয় সংশয় বলা হয়। অর্থাৎ বিপ্রতিপন্ন বাদী বা প্রতিবাদীর মনে মধ্যস্থের বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ফলে সংশয় না জন্মাইলেও সভাস্থব্যক্তিগণের সংশয় জন্মে এবং নির্দ্দোষী ব্যক্তিতে দোষারোপের ন্যায়, উভয়পক্ষ সংশয় স্বীকার না করিলেও উভয়-পক্ষে সংশয় আরোপ করা হয়, আর উভয়পক্ষকে তাহা নিরাস করিতে হয়। আর মধ্যস্থ-কর্ত্তৃকই আরোপিত এই সংশয় আহার্য্যসংশয়ও নহে, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর এতৎসংক্রান্ত আপত্তিও আর হয় না। এইজন্যই বিচারের অঙ্গ—বিষয় সংশয় পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ বলা হয় বা বিষয়, সংশয়, বাদী ও প্রতিবাদী বলা হয়।

নব্যমতে এই সংশয় অনুমিতির অঙ্গ নহে, কিন্তু নিরসনীয়রূপে বিচারের অঙ্গ। প্রাচীনমতে সংশয় অনুমিতির অঙ্গ, সুতরাং নিরসনীয়রূপেও সংশয় বিচারের অঙ্গ। অর্থাৎ উভয়মতেই সংশয় যে বিচারের অঙ্গ। ন্যায়ামৃতকার নবীনমতানুসারেই সংশয়কে অনুমিতির অঙ্গ নহে বলিয়া বিচারেরও অঙ্গ নহে বলেন, সুতরাং মধ্যস্থের বিপ্রতি-পত্তিপ্রদর্শন নিষ্ফলই বলেন ; কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিকার, সংশয়, নবীনমতানুসারে অনুমিতির অঙ্গ না হইলেও বিচারাঙ্গ হয় বলিয়া এবং প্রাচীনমতে অনুমিতির অঙ্গ হইয়া বিচারাঙ্গ হয় বলিয়া মধ্যস্থকর্ত্তৃক সেই সংশয়োৎপাদক বিপ্রতিপত্তির প্রদর্শন আবশ্যক বলেন।

৮। **তাদৃশসংশয়ং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ ক্বচিৎ নিশ্চয়াদি-প্রতিবন্ধাৎ অজনকত্বেঽপি স্বরূপযোগ্যত্বাৎ, বাদ্যাদীনাং চ নিশ্চয়বত্ত্বে নিয়মাভাবাৎ ॥৮ (৬৩পৃঃ-৬৯পৃঃ)**

৭ম বাক্যের টীকা শেষ।

বাক্যে "তথাপি" ইতি উক্তম্। যদ্যপি সংশয়জননদ্বারা অনুমিতেঃ পক্ষতা-সম্পাদকতয়া স্বরূপত এব পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহফলকতয়া বা বিপ্রতিপত্তেঃ ন বিচারে উপযোগঃ, তথাপি বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য ব্যুদসনীয়তয়া বিপ্রতিপত্তেঃ বিচারাঙ্গত্বম্ অস্তি এব—ইতি অভিপ্রায়ঃ। অত্র "অনুমিত্য-নঙ্গত্বেঽপি" ইত্যস্য পক্ষতাসম্পাদকতয়া অনুমিত্যনঙ্গত্বেঽপি ইতি অর্থঃ বোধ্যঃ। "**ব্যুদসনীয়তয়া**" ইত্যস্য বিচারসাধ্যাভাবপ্রতিযোগিতয়া নিরসনীয়তয়া ইত্যর্থঃ। বিচারসাধ্যঃ অভাবঃ সংশয়াভাবঃ। তস্য প্রতি-যোগী সংশয়ঃ, তজ্জনকত্বং বিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য। বিচারসাধ্যাভাব-প্রতিযোগিসংশয়জননদ্বারা বিপ্রতিপত্তেঃ বিচারাঙ্গত্বম্। তথাহি—সংশয়াভাবরূপবিচারফলজ্ঞানং বিচারে প্রবৃত্ত্যুপযোগি। সংশয়াভাব-রূপফলজ্ঞানস্য বিশেষণজ্ঞানবিধয়া কারণে জ্ঞানে বিষয়ত্বং সংশয়স্য। তথাচ—বিপ্রতিপত্তিবাক্যাৎ সংশয়ে জাতে "সন্দেহ্মি" ইত্যাকারকেণ সংশয়রূপবিশেষণজ্ঞানেন সংশয়াভাবরূপজ্ঞানাধীনেচ্ছয়া বিচারে প্রবৃত্তিঃ। এবং রীত্যা বিচারে বিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য উপযোগঃ।৭

৭। **তাৎপর্য্য**—১০ম বাক্য শেষে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।

৮। সংশয়াভাব বিচারসাধ্য বলিয়া সংশয়কে বিচারাঙ্গ বলা হইয়াছে। এক্ষণে বলা হইতেছে যে, কোনস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বস্বপক্ষের নিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ মধ্যস্থপ্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তি-বাক্য সেই বিচারাঙ্গ সংশয়রূপ ফলের জনক না হইলেও সেই বিপ্রতি-পত্তিবাক্য সংশয়ের স্বরূপযোগ্য কারণ হইতে পারে, অর্থাৎ যে স্থলে

বাদী ও প্রতিবাদীর স্বস্বপক্ষনিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধক থাকিবে না, সেই স্থলে বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয়জনক হইবে। প্রতিবন্ধকবশতঃ কোনস্থলে কারণ, ফলের জনক না হইলেও, তাহার কারণতার ব্যাঘাত হয় না।

আর যদি বলা যায়—সর্ব্বত্রই বাদী ও প্রতিবাদীর স্বস্বপক্ষের নিশ্চয় থাকিবেই, আর তাহা হইলে উক্ত নিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ কোন স্থলেই মধ্যস্থপ্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয়রূপ ফলের জনক হইতে পারিবে না; আর যাহা কোনস্থলেই ফলের জনক হয় না, তাহাকে স্বরূপযোগ্য কারণ বলাও সঙ্গত হয় না; সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবাক্য কোনস্থলেই ফলের জনক হইতে পারে না বলিয়া তাহা সংশয়ের স্বরূপযোগ্য কারণও নহে, ইত্যাদি—তাহা হইলে তদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর যে সর্ব্বত্র স্বস্বপক্ষের নিশ্চয় থাকিবেই—এরূপ কোন নিয়ম নাই। অতএব বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিচারাঙ্গ-সংশয়জনকতায় কোন বাধা থাকিতে পারে না। সুতরাং কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদিগণের স্বস্বপক্ষনিশ্চয় নিয়তই থাকিবে—ইহা অসিদ্ধ।৮

টীকা।

৮। ননু বাদিনোঃ স্বস্বকোটিনিশ্চয়কালে বিপ্রতিপত্তিবাক্যতঃ সংশয়াসম্ভবাৎ কথং বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য ব্যুদসনীয়তয়া বিচারাঙ্গতা? —ইত্যত আহ—"**তাদৃশসংশয়ং প্রতি**" ইত্যাদি। "তাদৃশসংশয়ং প্রতি"—বিচারাঙ্গসংশয়ং প্রতি ইত্যর্থঃ। "ক্বচিৎ" বাদিনোঃ স্বস্বকোটি-নিশ্চয়কালে। বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ং প্রতি অজনকত্বেঽপি স্বরূপযোগ্যত্বাৎ। অত্র "অজনকত্বেঽপি" ইত্যস্য ফলানুপধায়কত্বেঽপি ইত্যর্থঃ। "স্বরূপযোগ্যত্বাৎ"—কারণতাবচ্ছেদকধর্ম্মবত্ত্বাৎ। ফলোপহিতজাতীয়ত্বাৎ ইতি ভাবঃ। ক্বচিৎ ফলানুপধায়কত্বেঽপি বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ং প্রতি স্বরূপযোগ্যত্বম্ অক্ষতম্ ইতি ভাবঃ। ন চ বিপ্রতিপত্তিবাক্যস্য সংশয়-

৯। "নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুতঃ" ইতি আভিমানিক-নিশ্চয়াভিপ্রায়ম্; পরপক্ষম্ আলম্ব্যাপি অহঙ্কারিণঃ বিপরীত-নিশ্চয়বতঃ জল্পাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ ॥৯ (৬৭পৃঃ-৭১পৃঃ)

৮ম বাক্যের টীকাশেষ।

জনকত্বম্ অসিদ্ধম্? প্রত্যক্ষস্যৈব সংশয়ত্বনিয়মেন শাব্দবোধস্য সংশয়াত্মকত্বাসম্ভবাৎ ইতি বাচ্যম্। প্রাচীনৈঃ শাব্দসংশয়স্যাপি অভ্যুপগমাৎ। উক্তং চ বেদান্তসূত্রমুক্তাবল্যাং "শাব্দে চ সংশয়ত্বম্ আনুভবিকম্ অতএব আহৈত্যেব বিপ্রতিপত্তিবাক্যাৎ সংশয়ম্ আহুঃ" ইতি। তন্মতানুসারেণ যথাশ্রুতঃ অর্থঃ সঙ্গচ্ছতে। প্রত্যক্ষস্যৈব সংশয়ত্বম্ ইতি মতে তু বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ং প্রতি অজনকত্বেন ইত্যস্য সংশয়কারণীভূত-কোটিদ্বয়োপস্থাপকপদঘটিতত্বেন নিশ্চয়াদিপ্রতিবন্ধাৎ ক্বচিৎ ফলানুপধায়কত্বেঽপি ইত্যর্থঃ বোধ্যঃ।

নন্থ বাদ্যাদীনাং নিশ্চয়বত্ত্বধ্রৌব্যেন বিপ্রতিপত্তেঃ ক্বচিদপি বাদ্যাদি-নিষ্ঠসংশয়ানুপধায়কত্বেন তাদৃশসংশয়ং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ স্বরূপযোগ্যত্বস্যাপি অকল্পনাৎ ক্বচিৎ ফলোপহিতজাতীয়স্যৈব স্বরূপযোগ্যত্বাৎ, ইত্যতঃ আহ মূলকারঃ—"**বাদ্যাদীনাং চ** নিশ্চয়বত্ত্বে নিয়মাভাবাৎ" বাদ্যাদীনাং নিশ্চয়বত্ত্বধ্রৌব্যম্ অসিদ্ধম্ প্রমাণাভাবাৎ ইতি ভাবঃ।৮

৮। **তাৎপর্য্য**—১০ম বাক্য শেষে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।

৯। যদি বলা যায় কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চয় নিয়তই থাকিবে—ইহা অসিদ্ধ কেন হইবে? যেহেতু মহামতি বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার তাৎপর্য্যটীকাতে বলিয়াছেন—"নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুতঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ স্বস্বপক্ষের নিশ্চয়বান্ বাদী ও প্রতিবাদীই বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি। এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন যে, উক্ত প্রাচীন প্রবাদের অর্থ এই যে, বস্তুতঃ নিশ্চয়শূন্য

যে বাদী ও প্রতিবাদী তাহারা "আমরা স্বস্বপক্ষে নিশ্চয়বান্" এইরূপ অভিমান জ্ঞাপন করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ আভিমানিক নিশ্চয়বান্ই প্রাচীন প্রবাদের "নিশ্চিত" পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। পরমার্থতঃ নিশ্চয়বান্ এইরূপ অর্থ—উক্ত "নিশ্চিত" পদের গ্রহণ করিলে পরপক্ষ অবলম্বন করিয়া বিপরীত নিশ্চয়বান্ অহংকারী বাদী ও প্রতিবাদীর জল্পাদিতে প্রবৃত্তি অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু বিপরীত নিশ্চয়বান্ কোন কোন অহংকারী ব্যক্তিরও কদাচিৎ পরপক্ষ অবলম্বন করিয়া জল্পাদি কথাতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। যেমন শব্দের অনিত্যতাবাদী তার্কিকের, কোন সময়ে, স্বীয় উদ্ভট পাণ্ডিত্যখ্যাপনা-ভিপ্রায়ে শব্দের নিত্যত্বব্যবস্থাপনের জন্যও বিবাদে প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব বাদী ও প্রতিবাদী যে সর্ব্বদাই স্বস্বপক্ষে নিশ্চয়বান্ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা নহে।৯

টীকা।

৯। বাদ্যাদীনাং নিশ্চয়বত্ত্বে প্রমাণাভাবাৎ ইতি যৎ উক্তম্, তৎ অসঙ্গতম্, "নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুতঃ" ইতি তাৎপর্য্যটীকায়াং বাচস্পতি-মিশ্রৈঃ অভিহিতত্বাৎ, বাদ্যাদীনাং বিশেষদর্শনবত্ত্বনিয়মঃ ন অসিদ্ধঃ, ইত্যত আহ—"**নিশ্চিতৌ হি** বাদং কুরুতঃ—ইতি আভিমানিক-নিশ্চয়াভিপ্রায়ম্"। উক্তমিশ্রবাক্যম্ "নিশ্চয়বান্ অস্মি" ইতি জ্ঞাপয়ন্তৌ বিবদেতে ইত্যর্থকম্। নতু আভিমানিকত্বং ভ্রমত্বম্। তথা সতি ভ্রমাত্মক-নিশ্চয়েনাপি নিশ্চয়বত্ত্বনিয়মঃ অব্যাহত এব স্যাৎ। অতএব অত্র অভিমানপদং ন ভ্রমপরম্। বস্তুতঃ নিশ্চয়শূন্যাবপি বাদিপ্রতিবাদিনৌ "নিশ্চয়বান্ অস্মি" ইতি জ্ঞাপয়ন্তৌ বিবদেতে। তথা চ বিপরীত-নিশ্চয়বতঃ অহংকারিণঃ পরপক্ষম্ আলম্ব্যাপি জল্পাদৌ প্রবৃত্তিঃ উপ-পদ্যতে। যথা শব্দাঽনিত্যত্বাঙ্গীকর্ত্তুঃ নৈয়ায়িকস্য কস্যচিৎ কদাচিৎ স্বোদভটতাখ্যাপনার্থং শব্দনিত্যত্বব্যবস্থাপনেঽপি প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে। বস্তু-

১০। তস্মাৎ **সময়বন্ধাদিবৎ স্বকর্ত্তব্যনির্ব্বাহায় মধ্যস্থেন বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া এব** ॥১০ (৬৯পৃঃ-৯৫পৃঃ।)

৯ম বাক্যের টীকাশেষ।

তস্ত কথাতঃ প্রাক্ বাদিপ্রতিবাদিনোঃ নিশ্চয়বত্ত্বনিয়মাঙ্গীকারে বাদ-কথায়াঃ উচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। তত্ত্ববুভুৎসুকথায়াঃ বাদরূপত্বেন কথাপ্রবৃত্ত্য-নন্তরভাবিতত্ত্বনির্ণয়স্য কথাতঃ প্রাগেব জাতত্বেন পুনঃ তত্ত্ববুভৎসায়াঃ এব অযোগাৎ ইতি ভাবঃ। অত বাদ্যাদীনাং নিশ্চয়বত্ত্বনিয়মস্ত অসিদ্ধ এব।৯

৯। **তাৎপর্য্য**—১০ম বাক্য শেষে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ।

১০। বিপ্রতিপত্তিবাক্য যে সংশয়জনক তাহা বলা হইয়াছে, আর এই সংশয়াভাবের উদ্দেশেই বিচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও বলা হইয়াছে। যেস্থলে বাদিপ্রতিবাদীর ও সভাস্থগণের নিশ্চয় থাকে, সেস্থলে তাৎকালিক সংশয় হইতে না পারিলেও বাদিপ্রতিবাদিগণের নিশ্চয়জন্য সংস্কারের কালান্তরে উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়া কালান্তরে সংশয়োৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। আর কালান্তরে সংশয়োৎ-পত্তির সম্ভাবনা হয় বলিয়া কালান্তরেও সংশয়াভাব অনুবৃত্ত হউক—এইরূপ ইচ্ছা সম্ভাবিত হয়। আর এই ইচ্ছার বশে বিচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল বিজয়মাত্র-অভিপ্রায়ে বিচারে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাই মূলস্থ "তস্মাৎ" এই পদের অর্থ। মূলবাক্যটী এস্থলে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমবাক্য—"তস্মাৎ মধ্যস্থেন বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া এব"। ইহার আক্ষরিক অর্থ এই যে, যেহেতু সংশয়াভাব-উদ্দেশে বিচারে প্রবৃত্তি হয়, এজন্য মধ্যস্থ অবশ্য বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিবেন। আর দ্বিতীয়বাক্য—"সময়-বন্ধাদিবৎ স্বকর্ত্তব্যনির্ব্বাহায় মধ্যস্থেন বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া এব" এই বাক্যের অর্থ এই যে, সময়বন্ধ ও বাদিপ্রতিবাদিপরীক্ষা, যেমন মধ্যস্থের

কর্ত্তব্য, তদ্রূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্যপ্রদর্শনও মধ্যস্থের অন্যতম কর্ত্তব্য। অন্যথা বিচারের প্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়াও বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে এক জনের বিজয়স্বীকারের আপত্তি হইতে পারে। এইরূপ প্রকৃত বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদীর জয়পরাজয়ব্যবস্থাপন, যাহা মধ্যস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহার নির্ব্বাহ হয় না। মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করিলে সভ্যগণ তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারা উপস্থাপিত কোটিদ্বয় অপলাপ করিয়া প্রাসঙ্গিক বিষয়ান্তরগ্রহণপূর্ব্বক বাদিপ্রতিবাদীর জয়পরাজয় আপত্তি আর হইতে পারে না। এই দ্বিবিধ প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিয়া মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন করা উচিত।১০

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রিশ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্ম্মবিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি বঙ্গানুবাদে বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের বিচারাঙ্গতা ব্যবস্থাপন।

টীকা।

১০। ননু বাদিনোঃ অন্যেষাং চ সভাস্থানাং নিশ্চয়ে সংশয়াভাবম্ উদ্দিশ্য ন বাদিপ্রতিবাদিনোঃ বিচারে প্রবৃত্তিঃ, কিন্তু বিজয়াদিকম্ উদ্দিশ্য, তত্র বিপ্রতিপত্তিঃ ন উপযুজ্যতে—ইত্যাশঙ্ক্য বিপ্রতিপত্তেঃ অবশ্যপ্রদর্শনীয়ত্বম্ উপসংহরন্, আহ—"**তস্মাৎ**" ইতি। এতৎ মূলস্থং বাক্যং বিভজ্য ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা পূর্ব্বাপরসন্দর্ভবিরোধাপত্তেঃ। বাক্যবিভাগশ্চ—"তস্মাৎ মধ্যস্থেন বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া এব" ইতি একং বাক্যম্, "সময়বন্ধাদিবৎ স্বকর্ত্তব্য-নির্ব্বাহায় চ মধ্যস্থেন বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া এব" ইতি অপরং বাক্যম্। ইতি মূলকারস্য অভিপ্রায়ঃ। তথা চ বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনে প্রয়োজনদ্বয়ম্ উক্তম্। তত্র প্রথমবাক্যস্য অর্থঃ—যস্মাৎ ক্বচিৎ বাদিপ্রতিবাদিনোঃ সভাস্থানাং চ তাৎকালিকে সংশয়াভাবে নিশ্চিতেঽপি নিশ্চয়জন্যসংস্কারস্য কালান্তরে উচ্ছেদশঙ্কয়া সংশয়োৎপত্তিসম্ভবজ্ঞানেন কালান্তরেঽপি সংশয়াভাবঃ অনুবর্ত্ততাম্ ইতি

ইচ্ছায়াঃ সম্ভবাৎ ন বিজয়াদিমাত্রম্ উদ্দিশ্য বিচারে প্রবৃত্তিঃ, কিন্তু কালান্তরেঽপি সংশয়াভাবঃ অনুবর্ত্ততাম্ ইতি সংশয়াভাবম্ উদ্দিশ্যৈব বিচারে প্রবৃত্তিঃ, তস্মাৎ বিচারোদ্দেশ্যাভাবপ্রতিযোগিসংশয়জনক-বিপ্রতিপত্তিঃ মধ্যস্থেন প্রদর্শনীয়া এব। অপরবাক্যার্থস্তু—যথা বা সময়বন্ধো মধ্যস্থেন ক্রিয়তে, "এতন্মতম্ আলম্ব্য এব যুবাভ্যাং বাদি-প্রতিবাদিভ্যাম্ বিচারণীয়ম্" ইতি, অন্যথা বাদিপ্রতিবাদিনোঃ মতান্তর-প্রবেশে অব্যবস্থাপত্তেঃ, তথা বিপ্রতিপত্তিরপি মধ্যস্থেন প্রদর্শনীয়া এব। অন্যথা প্রাসঙ্গিকবিষয়ম্ আদায় বাদিপ্রতিবাদিনোঃ একস্য জয়স্বীকারা-পত্ত্যা প্রকৃতবিষয়ে বাদিপ্রতিবাদিনোঃ জয়পরাজয়ব্যবস্থাপনরূপস্য মধ্যস্থকর্ত্তব্যস্য অনির্ব্বাহাৎ। তস্মাৎ সার্ব্বকালিকসংশয়াভাবপ্রয়োজক-সংস্কারদার্ঢ্যস্য জয়পরাজয়ব্যবস্থাপনরূপস্য স্বকর্ত্তব্যস্য চ নির্ব্বাহায় মধ্যস্থেন বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শনীয়া এব ইতি লঘুচন্দ্রিকায়াম্ উক্তম্।১০

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রিশ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্ম্মবিরচিতায়াং অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিন্যাং বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয়স্য বিচারাঙ্গতাব্যবস্থাপনম্।

তাৎপর্য্য।

৪—১০। এইবার মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তি-প্রদর্শনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কথাগুলি একটু বিশদভাবে একত্র আলোচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এক্ষণে দেখা যাউক—এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষিগণ কি বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বপক্ষ।

বিপ্রতিপত্তির অভাবেও বিচার সম্ভব।

এ বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষিগণ বলিয়া থাকেন যে, সংশয়ের জনক বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদক যে বাক্যদ্বয়, যাহা বিপ্রতিপত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা বিচারের পূর্ব্বে মধ্যস্থকর্ত্তৃক প্রদর্শন নিরর্থক। কারণ, মধ্যস্থকর্ত্তৃক প্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তি কোনক্রমেই বিচারের অঙ্গ হইতে

পারে না ; ইহার কারণ, কোন পক্ষেরই সংশয় না থাকিলেও তাহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুতরাং তাহা নিষ্প্রয়োজন।

ভাষ্যাদি মূলগ্রন্থে বিপ্রতিপত্তি নাই।

আর ভাষ্যাদি মূলগ্রন্থেও কোনস্থলে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হয় নাই। বিপ্রতিপত্তির বিচারাঙ্গতা থাকিলে মূলগ্রন্থেও তাহার প্রদর্শন থাকিত। এই জন্যও বুঝিতে হইবে—বিপ্রতিপত্তির বিচারাঙ্গতা নাই।

বিপ্রতিপত্তি শিষ্যগণের উৎপ্রেক্ষণীয়ও নহে।

আর যদি এরূপ মনে করা যায় যে, মূলগ্রন্থে যে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হয় নাই, তাহার কারণ, তাহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নহে, কিন্তু, শিষ্যগণ নিজেই তাহা উৎপ্রেক্ষা করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া তথায় বিপ্রতিপত্তির প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং বিপ্রতিপত্তির প্রয়োজনই আছে, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিতে হইবে—এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—সিদ্ধান্তী কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে মধ্যস্থপ্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তির যে অবশ্যপ্রদর্শনীয়তা স্বীকার করেন, তাহার কারণ, কি ? যদি বল সেই বিপ্রতিপত্তির প্রয়োজনবত্তা আছে, ইহাই কারণ, তাহা হইলে বল দেখি—সেই প্রয়োজনবত্তা কি ?

পক্ষপরিগ্রহও সেই প্রয়োজনবত্তা হইতে পারে না।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন—পক্ষপরিগ্রহরূপ সাধনীয় কোটির পরিগ্রহমাত্রই সেই প্রয়োজনবত্তা। কিন্তু তাহা হইলে বলিব—তাহা অসঙ্গত ; কারণ, স্থাপনীয় কোটিপরিগ্রহ, কথার বহির্ভূত বিষয় ; অতএব নিগ্রহস্থানোদ্ভাবনের অযোগ্য লৌকিক রীত্যনুসারে সংস্কৃত বা ভাষাবাক্যদ্বারা "ময়া প্রপঞ্চমিথ্যাত্বং সাধ্যতে" ইত্যাদিরূপ বাদীর বাক্যদ্বারা অথবা তাদৃশ "প্রপঞ্চমিথ্যাত্বং ত্বয়া সাধ্যতাম্" এইরূপ মধ্যস্থ-কল্পিত বিষয় স্বীকারদ্বারা স্থাপনীয় কোটির পরিগ্রহ হইতে পারে

বলিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্য ব্যতিরিক্ত কুসৃষ্টিকল্পনারূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য ব্যর্থই বুঝিতে হইবে। সুতরাং পক্ষপরিগ্রহ অর্থাৎ স্থাপনীয় কোটির পরিগ্রহ, যাহা বিপ্রতিপত্তিবাক্যের প্রয়োজন বলা হইয়াছিল, তাহা কথা-বহির্ভূত লৌকিক রীতিদ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া নিষ্ফল। **তার্কিক মতেও** বিপ্রতিপত্তিবাক্যের পক্ষপরিগ্রহরূপ ফলই বলা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বিচারকালে নিষ্ফল, এজন্য তাহাকে বিচারাঙ্গ বলা যাইতে পরে না।

সাধ্যোপস্থিতিও সেই প্রয়োজনবত্তা নহে।

আর যদি সিদ্ধান্তী এরূপ বলেন যে, পক্ষপরিগ্রহরূপ ফল অন্যথাসিদ্ধ হয় বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্য ব্যর্থ হইলেও প্রয়োজনান্তর আছে বলিয়া সার্থক হইবে। তবে আমরা পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, সেই প্রয়োজনান্তরটী কি? তাহা কি **সাধ্যোপস্থিতি** অথবা **পক্ষত্বপ্রয়োজক সংশয়?** এই উভয়ের কোন্‌টী?

কিন্তু, সাধ্যোপস্থিতিরূপ প্রথম পক্ষটী অসঙ্গত। কারণ, হেত্বভিধান-প্রযোজক-আকাংক্ষাজনক **সাধ্যোপস্থিতি** প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিপ্রতিপত্তিবাক্য সময়বন্ধাদির দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া হেত্বভিধানপ্রযোজক আকাংক্ষাজনক সাধ্যোপস্থিতির হেতু হইতে পারে না। বিপ্রতিপত্তিবাক্য সাধ্যের উপস্থাপক নহে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্যই সাধ্যের উপস্থাপক। বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহা "ত্বয়া ইদং সাধনীয়ং" "অনেন ইদং দূষনীয়ং" ইত্যাদি মধ্যস্থবাক্যরূপ সময়বন্ধাদির দ্বারা ব্যবহিত হইয়া পড়ে, এজন্য তদুত্তরে, অবশ্যবক্তব্য যে, প্রতিজ্ঞাবাক্য-দ্বারাই হেত্বভিধানপ্রযোজক আকাংক্ষাজনক সাধ্যোপস্থিতি হইবে। সুতরাং প্রথম কল্পেও বিপ্রতিপত্তিবাক্য নিষ্প্রয়োজনই হইতেছে।

পক্ষত্বপ্রযোজক সংশয়ও সেই প্রয়োজনবত্তা নহে।

তদ্রূপ **পক্ষত্বপ্রযোজক সংশয়রূপ** উক্ত যে দ্বিতীয় পক্ষ, তাহাও অসঙ্গত; কারণ "সন্দিগ্ধসাধ্যধর্ম্মা ধর্ম্মী পক্ষঃ" এই প্রাচীন পদার্থবিদ্-

গণের উক্তি-অনুসারে পক্ষতার প্রযোজক সংশয় স্বীকার করিলেও কাহার সংশয়টী পক্ষতার প্রযোজক হইবে—তাহার বিবেচনা প্রয়োজন। বাদী ও প্রতিবাদী এবং **প্রাশ্নিকগণের বিশেষদর্শন** আছে বলিয়া সংশয়ের বিশেষাদর্শনরূপ যে কারণ তাহা নাই ; এজন্য বিপ্রতিপত্তিবাক্য বাদিপ্রতিবাদিগণের সংশয়জনক হইতে পারে না।

আহার্য্যসংশয়ও হেতু হয় না।

যদি সিদ্ধান্তী এরূপ মনে করেন যে, বাদিপ্রতিবাদিগণের বিশেষদর্শন থাকিলেও বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারা বাদিপ্রতিবাদিগণের **আহার্য্যসংশয়** ত হইতে পারে ; যেহেতু আহার্য্যসংশয় ত বিশেষদর্শনের প্রতিবধ্য নহে ; এই আহার্য্যসংশয়ই পক্ষতার প্রযোজক হইবে, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—সিদ্ধান্তী এরূপও বলিতে পারেন না। কারণ, **আহার্য্যসংশয়** বিশেষদর্শনদ্বারা প্রতিবধ্য হয় না বলিয়া অনুমিতির উত্তরকালে—অর্থাৎ সিদ্ধিস্থলে সিসাধয়িষার অভাব থাকিয়াও আহার্য্য-সংশয় আছে বলিয়া পক্ষতা আছে, আর পক্ষতা আছে বলিয়া—অনুমিতিও হইতে পারিবে। অর্থাৎ অনুমিতির ধারা চলিতে থাকিবে। এখন যদি এতাদৃশ আপত্তিতে সিদ্ধান্তী ধৃষ্টতাপ্রযুক্ত ইষ্টাপত্তি করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, **আহার্য্যসংশয়** বিপ্রতিপত্তিবাক্য-সাপেক্ষ নহে ; কারণ, উহা যে-কোন রূপেই হইতে পারে।

সংশয়পক্ষতাস্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

আর যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, যদি বাদী প্রভৃতির নিশ্চয় আছে বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্য বাদ্যাদির স্বারসিক সংশয়াধায়ক হইতে পারে না, তবে কথামধ্যে বাদীর দ্বারা প্রতিবাদীর প্রতি অথবা প্রতিবাদীর দ্বারা বাদীর প্রতি অনুমানপ্রযুক্ত হইলেও অনুমিতিরূপ ফল ত জন্মাইতে পারিবে না ; যেহেতু অনুমিতির জনক **সংশয়ঘটিত পক্ষতা** নাই, ইত্যাদি।

তাহা হইলে এতদুত্তরে আমরা পূর্ব্বপক্ষী বলিব যে, সংশয় না থাকিলেও সাধকমানাভাবরূপ পক্ষতা সেই স্থলে সম্ভাবিত হইতে পারে বলিয়া অনুমিতি হইবে। 'সিসাধয়িষাবিরহসহকৃত সাধক-মানাভাবরূপ পক্ষতা' সংশয় না থকিয়াও হইতে পারে।

সাধকমান শব্দের অর্থ।

যদি বলা হয় সিদ্ধির জনক যে মান, তাহাই 'সাধকমান' পদের অর্থ, আর সর্ব্বত্র অনুমিতিস্থলে সিদ্ধির জনক মানরূপ অনুমান থাকিবে বলিয়া কোন স্থলেই সাধকমানের অভাব হইবে না? অতএব ইহাকে পক্ষতা বলা যায় না।

তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিব যে, এরূপ আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, এজন্য 'সাধকমান' পদের অর্থ—অনুমানাতিরিক্ত সাধকমান বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে সিসাধয়িষাবিরহসহকৃত অনুমানাতি-রিক্ত সাধকমানের অভাবই সর্ব্বত্র অনুমতিস্থলে অনুগত পক্ষতা হইল। 'সর্ব্বত্র অনুগতি' বলিতে বুঝিতে হইবে যে, প্রাত্যক্ষিক সিদ্ধিস্থলে সিসাধয়িষাসত্ত্বে অনুমানাতিরিক্ত প্রত্যক্ষস্বরূপ সাধকমানরূপ বিশেষ্য থাকিলেও সিসাধয়িষারূপ বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব আছে। "মহানসে বহ্নিম্ অনুমিনুয়াম্" এইরূপ সিসাধয়িষার দ্বারাই সেস্থলে অনুমান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতে ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনুমানস্থলে বিশেষণ যে সিসাধয়িষাবিরহ তাহাই আছে, যেহেতু পর্ব্বতে বহ্নির সিদ্ধি নাই বলিয়া সিসাধয়িষা হইতে পারে না। সিদ্ধিস্থলেই সিসাধয়িষা হইয়া অনুমিতি হইবে, সর্ব্বত্র নহে। ইচ্ছা জ্ঞানসাধ্যই হইয়া থাকে, সুতরাং সিদ্ধিজন্যই সিসাধয়িষা হইতে পারে, কিন্তু অনুমিত্যাদিরূপ জ্ঞান ইচ্ছা-সাধ্য নহে। জ্ঞানের সামগ্রী থাকিলে ইচ্ছা নাই বলিয়া জ্ঞানের অনুদয় হইতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে অনিচ্ছুক ব্যক্তির দুর্গন্ধাদির জ্ঞান হইত না। সুতরাং পর্ব্বতে ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনুমিতিস্থলে বিশেষণ

সিসাধয়িষাবিরহ থাকিলেও বিশেষ্য যে অনুমানাতিরিক্ত সাধকমান তাহার অভাব প্রযুক্তই বিশিষ্টাভাবরূপ পক্ষতা থাকিবে। এইরূপ ঘনগর্জ্জিতস্থলেও বুঝিতে হইবে। এজন্য 'অনুমানচিন্তামণির' প্রাচীন ব্যাখ্যাতা **রুচিদত্ত উপাধ্যায়** 'অনুমানপ্রকাশে' বলিয়াছেন—"সাধকমানপদম্ অনুমানাতিরিক্তসাধকমানপরং বা"। অর্থাৎ সাধকমান পদটী অনুমানাতিরিক্ত সাধকমানপরও বলা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সাধকমান পদের অর্থ—ভাবব্যুৎপত্তি করিয়া সিদ্ধিই বুঝিতে হইবে। কিন্তু করণব্যুৎপত্তিতে "সিদ্ধির করণ যে মান" এইরূপ যে অর্থ হয়,—তাহা বুঝিতে হইবে না। এই দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিতে অনুমিৎসা-বিরহসহকৃত অনুমানাতিরিক্ত সাধকমানাভাবরূপ প্রমাণাভাবের পক্ষতা-রূপ কারণতা স্বীকার করিতে হয়। তাদৃশ প্রমাণাভাব পক্ষতারূপ কারণ না হইয়া সিদ্ধ্যভাবই পক্ষতা হইবে। যেহেতু পক্ষপদের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত লঘুভূত সিদ্ধ্যভাবই হইবে। গুরুতর শরীর এবং অতীন্দ্রিয়-প্রতিযোগিক অনুমানাতিরিক্ত প্রমাণাভাব পক্ষপদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইতে পারে না। তাহাতে গৌরব দোষ হয়। এজন্য সাধকমানাভাব পদের অর্থ সিদ্ধ্যভাবই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব সংশয়পক্ষতা-স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তিতে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর উত্তর কল্পনা।

বিপ্রতিপত্তিজন্য পারিষদগণের সংশয়ও বিচারের অঙ্গ।

আর যদি সিদ্ধান্তিগণ বলেন যে, যদিও সংশয়, বিশেষদর্শনপ্রতিবধ্য বলিয়া বাদিপ্রতিবাদিগণে বিশেষদর্শন থাকায় বিপ্রতিপত্তিবাক্য বাদিপ্রতিবাদিগণের সংশয়জনক হইতে পারে না, (৭৬পৃঃ), তথাপি বিপ্রতিপত্তিবাক্য **পারিষদাদির সংশয়**জনক হইতে পারিবে, যেহেতু তাঁহাদের বিশেষদর্শন নাই। আর **অন্যদীয় সংশয়** পক্ষতার প্রযোজক না হইলেও অর্থাৎ সভ্যগণের সংশয়দ্বারা বাদিপ্রতিবদিগণের

অনুমিতির পক্ষতাসম্পাদন না হইলেও—সুতরাং তাদৃশ সংশয় অনুমানের অঙ্গ না হইলেও—বিচারাঙ্গ হইতে কোন বাধা নাই—অনুমানের অঙ্গ না হইয়াও বিচারাঙ্গ হইতে পারে। যেহেতু সংশয় **বিচারদ্বারা ব্যুদসনীয়** হয় বলিয়া বিচারের অঙ্গ হইতে পারে। কারণ, বিচারের ফল সংশয়নিরাস। উক্ত নিরাসের প্রতিযোগী সংশয়। আর এই সংশয় বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য হইয়া থাকে। সুতরাং উক্তরূপে বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়ের বিচারাঙ্গতা থাকিল, ইত্যাদি।

বিপ্রতিপত্তিবাক্য বাদিপ্রতিবাদিনিষ্ঠ সংশয়েরও স্বরূপযোগ্যকারণ।

আর যদি সিদ্ধান্তী বলেন—বাদিপ্রতিবাদিগণের বিশেষনিশ্চয়রূপ প্রতিবন্ধক আছে বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারা তাহাদের সংশয়রূপ ফল উৎপন্ন না হইলেও বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বাদিপ্রতিবাদিনিষ্ঠ সংশয়জনকতার **স্বরূপযোগ্যতা আছে।** প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্যের সংশয়রূপ ফলোপধায়কত্ব না থাকিলেও স্বরূপযোগ্যত্ব আছে। অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয়ের ফলোপধায়ক কারণ না হইলেও স্বরূপযোগ্য কারণ হইতে পারে। এজন্য মধ্যস্থ যেমন সময়বন্ধাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ স্বীয় কর্ত্তব্যতানির্ব্বাহের জন্য মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিবেন, ইত্যাদি।

বিপ্রতিপত্তিবাক্য বাদিপ্রতিবাদিনিষ্ঠ সংশয়ের ফলোপধায়ক কারণ।

তাহার পর সিদ্ধান্তী আরও যদি বলেন যে, বাদিপ্রতিবাদিগণের সাধ্যনিশ্চয়বত্ত্ব নিয়ম নাই। অর্থাৎ তাঁহারা যে সাধ্যসম্বন্ধে নিশ্চয়বান্ হইবেনই এরূপ কোন নিয়ম নাই। অতএব তাঁহাদেরও বিপ্রতিবাক্যজন্য সংশয়ও জন্মিতে পারে। "**নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুতঃ**" এই যে অভিযুক্তগণের উক্তি, তাহাকে তাঁহারা **আভিমানিক নিশ্চয়াভিপ্রায়ক** বলেন। যেহেতু পরপক্ষ অবলম্বন করিয়াও বিপরীত নিশ্চয়বান্ অহংকারী ব্যক্তি জল্পাদি কথাতে প্রবৃত্ত হন, দেখা যায়, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তীর উপরি উক্ত উত্তর খণ্ডন।

তাহা হইলে তদুত্তরে আমরা পূর্ব্বপক্ষী বলিব যে, আমাদের উদ্ভাবিত আপত্তিতে সিদ্ধান্তীর এরূপ উত্তর অসঙ্গত। কারণ, বাদি-প্রতিবাদিগণের স্বস্বপক্ষের নিশ্চয় অত্যাবশ্যক বলিয়া বিপ্রতিপত্তি-বাক্যদ্বারা কোনস্থলেই বাদিপ্রতিবাদীর সংশয় জন্মিতে পারিবে না। আর যাহা কোনস্থলেই ফলোপধায়ক হয় না, তাহার **স্বরূপযোগ্যতাও** কল্পনা করা যায় না। কোন স্থলে ফলোপহিত জাতীয়েরই স্বরূপ-যোগ্যতা স্বীকার করা হইয়া থাকে। বাদিপ্রতিবাদিগণ যে স্বস্বপক্ষে নিশ্চয়বান্ তাহা কথাপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে "সমবিদ্যত্বজ্ঞাপক" পরীক্ষাদির দ্বারাই সিদ্ধ আছে। অতএব বিপ্রতিপত্তিবাক্য ব্যুদসনীয় সংশয়ের কোনরূপ জনকই নহে, অর্থাৎ ফলোপধায়ক কারণও নহে ও স্বরূপযোগ্য-কারণও নহে।

সংশয়নিরাসব্যতীত বিজয়াদির উদ্দেশ্যেও বিচার সম্ভব।

আর **আহংকারিক**গণের পরপক্ষ অবলম্বন করিয়া যে জল্পাদিতে প্রবৃত্তি, তাহা খ্যাতি ও বিজয়াদির উদ্দেশ্যেই সম্ভব, সংশয়নিরাসের জন্য নহে। সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীর ব্যুদসনীয় সংশয়ের সম্ভাবনাই নাই। আর তজ্জন্য বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিচারাঙ্গতা নাই।

সংশয়পক্ষতাস্বীকারে মনন অসম্ভব।

আর যদি সিদ্ধান্তী এরূপও বলেন—সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বই পক্ষত্ব, সুতরাং পক্ষতার প্রয়োজক যে সংশয়, সেই সংশয়জনকরূপে বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিচারাঙ্গতা হইতে পারিবে, ইত্যাদি।

কিন্তু তাহাও বলা যায় না। যেহেতু "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" এই শ্রুতি-বাক্যস্থলে প্রথমতঃ শ্রবণদ্বারা শাব্দবোধাত্মক আত্মনিশ্চয় হইলে আর সংশয় নাই বলিয়া আত্মার মনন অর্থাৎ অনুমান হইতে পারে না। এই জন্য সিসাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সাধকমানাভাবকেই পক্ষতা বলিতে হইবে।

যেহেতু **শাব্দবোধাত্মক** আত্মনিশ্চয় থাকিলেও আত্মবিষয়ক অনুমিতির ইচ্ছা হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং সিসাধয়িষা সম্ভাবিত হয় বলিয়া বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাবরূপ পক্ষতা সম্ভাবিত হইতে পারে। সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বকে পক্ষতা বলিলে শ্রুতিবিহিত **শ্রবণোত্তর মনন** অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব সংশয়পক্ষতার সম্ভাবনাই নাই, আর তজ্জন্য বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিচারঙ্গতা থাকিল না।

বাদী ও প্রতিবাদীর বিশেষদর্শন থাকায় সংশয়পক্ষতা হয় না।

তাহার পর বিপ্রতিপত্তিবাক্যের **পক্ষতাসম্পাদক সংশয়জনকত্ব** বলাও অসঙ্গত। যেহেতু বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে যে সংশয়টী হইবে তাহা বাদী ও প্রতিবাদীর অথবা পারিষদবর্গের সম্ভাবিত নহে। বাদিপ্রতিবাদীর **স্বস্ব** পক্ষবিষয়ক নিশ্চয় আছে বলিয়া তাহাদের সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষাদর্শন সংশয়ের কারণ বলিয়া বিশেষ-দর্শন সংশয়ের প্রতিবন্ধক। বাদিগণের উক্ত বিশেষদর্শন আছে বলিয়া সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে না।

কার্য্যকারণসম্বন্ধদ্বারা বিপ্রতিপত্তির প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয় না।

আর এজন্য সিদ্ধান্তী যদি বলেন—বাদী ও প্রতিবাদীর স্বস্বপক্ষ-নিশ্চয় থাকিলেও সংশয়ের কারণ বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে বাদী ও প্রতিবাদীর সংশয় হইবেই, যেহেতু **কারণ থাকিলে কার্য্য অবশ্য** উৎপন্ন হয়? তাহা হইলে বলিব এরূপও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু বিশেষদর্শন সংশয়ের প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকসত্ত্বে কার্য্যোৎপাদ হয় না।

অন্যদীয় সংশয় পক্ষতার প্রয়োজক হয় না।

আর **পারিষদগণের সংশয়** সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বরূপ পক্ষতার সম্পাদক হইতে পারে না। কারণ, অন্যদীয় সংশয় পক্ষতার প্রয়োজক নহে বলিয়া অনুমানের অঙ্গ নহে। সুতরাং বিচারেরও অঙ্গ হইতে পারে না। অতএব সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্ব পক্ষতা হয় না।

পারিষদগণেরও ব্যুদসনীয় সংশয় সম্ভব হয় না।

আর **ব্যুদসনীয়রূপে** বিচারাঙ্গ যে পারিষদগণের সংশয়, তাহা বিপ্রতিপত্তিবাক্য বিনাও হইতে পারে। বাদিপ্রতিবাদিগণের বাক্যদ্বারা বিরুদ্ধকোটিদ্বয়ের উপস্থিতি হইলে, এবং বিশেষদর্শন না থাকিলেই সংশয় সম্ভাবিত হইতে পারে বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্যের অনাবশ্যকতাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবাক্য নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অনাবশ্যক।

বিপ্রতিপত্তিবাক্যে গৌরব দোষ হয়।

আর যদি বলা যায়—পক্ষপরিগ্রহই বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ফল; কারণ, মধ্যস্থপ্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারাও স্থাপনীয় কোটির পরিগ্রহ হইতে পারে, এবং "ত্বয়া ইদং সাধনীয়ম্" ইত্যাদি মধ্যস্থবাক্যদ্বারাও স্থাপনীয় কোটির পরিগ্রহ হইতে পারে। এখন এই উভয়ই মধ্যস্থবাক্য; সুতরাং এতদুভয় বাক্যের কোন্‌টী স্থাপনীয় কোটির পরিগ্রহরূপ ফল জন্মাইবে, তাহার বিনিগমনা কি? সুতরাং বিনিগমনা নাই বলিয়া পক্ষপরিগ্রহই মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনের ফল?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, "ত্বয়া ইদং সাধনীয়ম্" ইত্যাদি মধ্যস্থবাক্য লঘুভূত বলিয়া উক্ত ফলের জন্য তাদৃশবাক্যের প্রয়োগ করাই উচিত। কিন্তু অনেক বিশেষণবিশিষ্ট কুসৃষ্টিযুক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্যের গৌরবপ্রযুক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে উক্ত ফল হয়—বলা সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব পক্ষপরিগ্রহ বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ফল বলা উচিত নহে। তাহাতে গৌরবদোষই হয়। সুতরাং বিনিগমনাবিরহ আর বলা যায় না।

সময়বন্ধ ব্যবধানহেতু সাধ্যোপস্থিতিও বিপ্রতিপত্তির ফল হয় না।

আর যদি বলা যায়—বিপ্রতিপত্তিবাক্যের পক্ষপরিগ্রহমাত্রই যদি ফল হইত, তাহা হইলে উক্ত ফল মধ্যস্থবাক্যের দ্বারাই লব্ধ হয় বলিয়া অন্যথাসিদ্ধ হইয়া যাইত; কিন্তু পক্ষপরিগ্রহমাত্রই বিপ্রতিপত্তিবাক্যের

ফল নহে, পরন্তু **সাধ্যোপস্থিতির জন্য** বিপ্রতিপত্তিবাক্যের প্রদর্শন আবশ্যক। যেহেতু সাধ্যোপস্থিতি বিপ্রতিপত্তিবাক্যপ্রদর্শনের ফল—ইত্যাদি।

তাহাও বলা যায় না। বিপ্রতিপত্তিবাক্য মধ্যস্থকর্ত্তৃক সময়বন্ধাদির দ্বারা ব্যবহিত হইয়া যায় বলিয়া ব্যবহিত বিপ্রতিপত্তিবাক্য হেত্বভিধান-প্রয়োজক যে আকাংক্ষা সেই আকাংক্ষাজনক-সাধ্যোপস্থিতির হেতু হইতে পারে না।

প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সাধ্যোপস্থিতি সম্ভব।

বস্তুতঃ "বিশ্বং মিথ্যা" এই প্রকার অবশ্য-অপেক্ষিত প্রতিজ্ঞাবাক্য হইতেই সাধ্যের উপস্থিতি সম্ভাবিত হইবে, এজন্য মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। একথা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। (৭৫পৃঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোনরূপেই বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিচারাঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। আর তজ্জন্য বিচারারম্ভে মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। ইহাই হইল—বিপ্রতি-পত্তিপ্রদর্শন-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষীর কথা। ন্যায়ামৃতকারের এবং তাঁহার টীকাকারগণের ইহাই মত।

সিদ্ধান্তপক্ষ।

"বিশ্বং মিথ্যা" কাথার দ্বারা বিপ্রতিপত্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষীর কথা নিতান্তই অসঙ্গত। তাঁহারা নানা পূর্ব্বপক্ষ করিয়া শেষকালে (৮৩পৃঃ) বলিয়াছেন—বিপ্রতিপত্তি বিচারাঙ্গ হইতে পারে না, যেহেতু বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করিয়া "বিমতং মিথ্যা" এইরূপে অনুমানপর কথার আশ্রয় না করিয়াই—"বিশ্বং মিথ্যা" এইরূপ অনুমানপর কথার আশ্রয়দ্বারাই—স্বপক্ষসাধন ও পরপক্ষনিরাকরণ উপপন্ন হইতে পারে; সুতরাং "বিমতং মিথ্যা" এইরূপ অনুমান করিবার জন্য, বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন নিরর্থক, ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা বলা যায় না। কারণ, "বিশ্বং মিথ্যা" বলিলে বিশ্বশব্দদ্বারা ব্রহ্ম, অলীক ও প্রাতিভাসিক পদার্থেরও গ্রহণ সম্ভাবিত হয় বলিয়া ব্রহ্ম ও অলীকে বাধ দোষ হয় ও প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদিরূপ বিশ্বে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। কিন্তু "বিমতং মিথ্যা" বলিলে সে দোষের সম্ভাবনা নাই। এজন্য বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন সার্থক।

আর বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করিলেও **উক্ত দোষ তদবস্থই** থাকিবে; যদি বলা হয়; কারণ, "বিমতং" পদদ্বারাও ব্রহ্ম, অলীক ও প্রাতিভাসিক পদার্থের গ্রহণ সম্ভাবিত হয়, যেহেতু "বিমতং" পদদ্বারা বিমতির বিষয়মাত্র বিশ্বই গৃহীত হয়? ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—এরূপ বলা যায় না। কারণ, বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্যরূপে যাহা নির্দ্দিষ্ট, তাহাই অনুমিতির পক্ষরূপে "বিমত"শব্দদ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম অলীকাদি গৃহীত হয় না। এজন্য উক্ত বাধাদি দোষের অবকাশ নাই।

মূলগ্রন্থে অনুক্তি বিপ্রতিপত্তির অনাবশ্যকতা প্রমাণ করে না।

আর পূর্ব্বপক্ষী যে মূলগ্রন্থে বিপ্রতিপত্তির অদর্শনজন্য বিপ্রতিপত্তি অনাবশ্যক বলিয়াছিলেন (৭৪পৃঃ), তাহাও পূর্ব্বসমাধানদ্বারাই নিরস্ত হইল। যেহেতু বাধাদিদোষনিরাকরণরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট বিপ্রতিপত্তি অবশ্যই প্রদর্শনীয় হইবে। কোন স্থলে বিপ্রতিপত্তির অপ্রদর্শন শিষ্যাদির অনায়াস-উৎপ্রেক্ষণীয় বলিয়া উপেক্ষিতও হইতে পারে। বস্তুতঃ, কোন **মূলগ্রন্থে** কোন স্থলে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হয় নাই—এইরূপ নহে। যেহেতু "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" ইত্যাদি প্রাচীন প্রয়োগে বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্যরূপেই "বিমত" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। তবে কোন কোন স্থলে প্রাচীনগণের অনুক্তি শিষ্যের উৎপ্রেক্ষাধীন বুঝিতে হইবে। **প্রকৃতস্থলে** কিন্তু বিপ্রতিপত্তির যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বলাই হইয়াছে।

বিপ্রতিপত্তিজন্যসংশয় বিচারের উপযোগী।

আর বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন যে বিচারের অনুপযোগী, তাহাও নহে, কারণ, বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়, বিচারোপযোগী বলিয়া সংশয়দ্বারা বিপ্রতিপত্তিও বিচারোপযোগী হইবে।

সংশয় পরম্পরাসম্বন্ধে বিচারের উপযোগী।

আর যদি বলা যায় সংশয় বিচারোপযোগী নহে, তবে বলিব—সংশয় বিচারের সাক্ষাৎ উপযোগী না হইলেও পরম্পরারূপে বিচারের উপযোগী হইতে পারিবে।

বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারা পারিষদ্যগণের সংশয় অবশ্যম্ভাবী।

তাহার পর বিপ্রতিপত্তিবাক্য, বাদী, প্রতিবাদী ও পারিষদ্যবর্গের কাহারও সংশয় উৎপাদন করিবে না—পূর্ব্বপক্ষীর একথা সঙ্গত নহে। কারণ, বিপ্রতিপত্তিবাক্য বাদী ও প্রতিবাদীর সংশয়জনক না হইলেও পারিষদ্যগণের সংশয় অবশ্যই জন্মাইতে পারিবে। যেহেতু তাহাদের বিশেষদর্শন নাই। (৮১পৃঃ)

অন্যদীয় সংশয় ব্যুদসনীয় বলিয়া বিচারাঙ্গ হয়।

আর অন্যদীয় সংশয় স্বার্থানুমানস্থলে সম্ভাবিত হয় না বলিয়া স্বার্থানুমানসাধারণ পক্ষতার প্রয়োজকরূপে অনুমানাঙ্গ হইতে পারিবে না—একথাও অসঙ্গত। কারণ, অন্যদীয় সংশয় পক্ষতার প্রয়োজকরূপে অনুমানাঙ্গ না হইলেও ব্যুদসনীয়রূপে বিচারাঙ্গ হইতে বাধা নাই।(৮১পৃঃ)

ব্যুদসনীয় সংশয় অন্যথাসিদ্ধও হয় না।

যদি বলা যায়—বিচারদ্বারা ব্যুদসনীয় পারিষদ্যগণের সংশয় বিপ্রতিপত্তিবাক্য ব্যতিরেকেও বাদীপ্রতিবাদীর সংঘর্ষদ্বারা কোটিদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া বিশেষাদর্শনপ্রযুক্ত সম্ভাবিত হইবে। সুতরাং পারিষদ্যগণের ব্যুদসনীয় সংশয় উৎপত্তির জন্য বিপ্রতিপত্তিবাক্যের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাদৃশ সংশয়ের প্রতি বিপ্রতিপত্তিবাক্য অন্যথাসিদ্ধই হইল।

তাহা হইলে বলিব এরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ, বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে উক্ত সংশয় লব্ধ হয় বলিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর সংঘর্ষ (১), কোট্যুপস্থিতি (২), ও বিশেষাদর্শন (৩) প্রভৃতি অনেকের উক্তসংশয়ের প্রতি হেতুতা কল্পনা করা গৌরবদোষদুষ্ট। (৮১পৃঃ)

বিপ্রতিপত্তিবাক্য পক্ষতাপ্রয়োজকসংশয়ে স্বরূপযোগ্য কারণ।

আর বিপ্রতিপত্তিবাক্যের **পক্ষতাসম্পাদক সংশয়জনকরূপে** উপযোগিতাও সম্ভাবিত হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—অন্যদীয় সংশয় পক্ষতার অপ্রয়োজক, আর বাদ্যাদির সংশয় সম্ভাবিতই নহে, সুতরাং সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বই পক্ষতা—এই পক্ষে বিপ্রতিপত্তির উপযোগ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে ? ইত্যাদি।

তাহাও বলা যায় না। কারণ, কোনস্থলে বিশেষদর্শনরূপ প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত পক্ষত্বপ্রয়োজক বাদ্যাদির সংশয়ের প্রতি বিপ্রতিপত্তিবাক্য ফলোপধায়ক কারণ না হইলেও সংশয়জনকতার **স্বরূপযোগ্যতা** তাহাতে আছে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত কোনস্থলে ফলোপধায়ক না হইলেও কারণের **স্বরূপযোগ্যতা** থাকিতে কোন বাধা নাই। (৭৯পৃঃ)

কোনওস্থলে ফলোপধায়ক নহে বলিয়া স্বরূপযোগ্য নহে—বলা যায় না।

আর যদি বলা যায়—বাদী ও প্রতিবাদীর বিশেষদর্শন অবশ্য অপেক্ষিত বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্য কোনস্থলে বাদিপ্রতিবাদিনিষ্ঠ সংশয়ের ফলোপধায়ক কারণ হইতে পারে না ; সুতরাং স্বরূপযোগ্যও হইতে পারে না। যাহা কোনও স্থলে ফলোপধায়ক হয়, তজ্জাতীয় কারণকেই **স্বরূপযোগ্য** বলা যায়। যাহা কোনস্থলেই ফল জন্মায় না, তাহাকে স্বরূপযোগ্য কারণ বলিবার কোনই হেতু নাই। বিপ্রতিপত্তিবাক্য যখন কোনস্থলেই বাদিপ্রতিবাদীর সংশয় জন্মাইবে না, তখন তাদৃশ সংশয়ের প্রতি বিপ্রতিপত্তিবাক্যকে **স্বরূপযোগ্য** বলিবার কোনই হেতু নাই।

কিন্তু এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, কোনস্থলে বিশেষদর্শন-রহিত বাদিপ্রতিবাদীতে সংশয় সিদ্ধ আছে বলিয়া, আর উক্ত সংশয়ের জনক বিপ্রতিপত্তিবাক্য হয় বলিয়া, বিশেষদর্শনযুক্ত অন্য বাদিপ্রতি-বাদীতেও বিপ্রতিপত্তিবাক্যের সংশয়জননযোগ্যতা আছে, যেহেতু কোনস্থলে ফলোপহিত জাতীয়েরই স্বরূপযোগ্যতা থাকে—ইহাই পূর্ব্ব-পক্ষী বলিয়াছেন। (৭৯পৃঃ)

বাচস্পতিবাক্যদ্বারা বিশেষদর্শন স্বীকার্য্য নহে।

আর যদি বলা যায়—বাদিপ্রতিবাদীর **বিশেষদর্শনবত্তা** সর্ব্বস্থলেই থাকিবে। এমন একটী স্থলও হইতে পারে না, যেখানে বাদিপ্রতিবাদীর বিশেষদর্শন নাই, যেহেতু "নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুতঃ" এই বাচস্পতি-বাক্যই প্রমাণ।

তাহা হইলে বলিব—"নিশ্চিতৌ হি বাদং কুরুতঃ" এই বাক্যের অর্থ কি? নিশ্চয়বান্ বাদে অধিকারী—এরূপ ইহার অর্থ নহে। বাদ-বিচারের উত্তরকালে নিশ্চয়বত্তা থাকে, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। সুতরাং বাদের পূর্ব্বে নিশ্চয়বত্তা উক্ত বাক্যের অর্থ নহে। অতএব উক্ত বাক্য পূর্ব্বপক্ষীর মতের পোষক হইল না। (৭৯পৃঃ)

পরীক্ষার দ্বারাও নিশ্চয়বত্তা সিদ্ধ হয় না।

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, বাদের পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বস্বপক্ষ নিশ্চয় আছে—ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেতু বিচারের পূর্ব্বে বাদিপ্রতিবাদীর সর্ব্ববিত্ত্ববোধক **পরীক্ষাদির দ্বারা নিশ্চয়বত্ত্ব** সিদ্ধ আছে।

এরূপও কিন্তু বলা যায় না। কারণ, কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে বাদিপ্রতিবাদীর স্বস্বপক্ষনিশ্চয়, যদি অবশ্য অপেক্ষিত হইত, তবে পরপক্ষ **অবলম্বনপূর্ব্বক অহংকারী ব্যক্তি জল্পাদি** কথাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। যেহেতু পররক্ষে তাহার নিশ্চয় নাই। সুতরাং

তাদৃশ জল্পাদিতে বাদী ও প্রতিবাদীর প্রবৃত্তিই অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদীর **স্বস্বপক্ষনিশ্চয়বত্তা** নাই। থাকিলে জল্পাদিতে প্রবৃত্তিই হইতে পারিত না। (৭৯পৃঃ)

বাদী ও প্রতিবাদীর নিশ্চয়বত্তার অন্য দোষ।

যদি অহংকারী বাদী ও প্রতিবাদী **খ্যাতিপ্রভৃতির** জন্য পরপক্ষ **অবলম্বন** করিয়া অর্থাৎ যে পক্ষ নিশ্চয় নাই, তাহা অবলম্বন করিয়া জল্পাদি কথাতে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বলা যায়, তথাপি কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে তত্ত্বনিশ্চয় থাকিলে বাদকথাতে প্রবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। তত্ত্ব-বুভুৎসুকথাই বাদ, আর বাদে প্রবৃত্তির অনন্তর তত্ত্বনিশ্চয় হইয়া থাকে বলিয়া কথাপ্রবৃত্তির পূর্ব্বেই যদি ফল সিদ্ধ থাকে, অর্থাৎ তত্ত্বনিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে **তত্ত্ববুভুৎসাই** হইতে পারে না। (৭৯পৃঃ)

বিপ্রতিপত্তির প্রদর্শন তার্কিকরীতিমাত্র নহে।

আর ন্যায়ামৃতকার যে বলিয়াছেন—"ইদং বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনং **তার্কিকরীত্যৈব ন বস্তুতঃ**"—ইত্যাদি, (৭৫পৃঃ)।

তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, বিবাদাঙ্গ সংশয়ের বীজ বলিয়াই বিপ্রতি-পত্তির আবশ্যকতা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে বাদী, প্রতিবাদী ও প্রাশ্নিকগণের স্বস্বপক্ষনিশ্চয় সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহাদের স্বারসিক সংশয় হইতে পারে। আর তাদৃশ সংশয়ের বীজ এই বিপ্রতিপত্তি বাক্য। কথাতে প্রবৃত্ত বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদজন্য যে নিশ্চয়, সেই নিশ্চয়ের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় উক্ত সংশয়। নিশ্চয়-নিবর্ত্তনীয়রূপে বিবাদাঙ্গ যে সংশয়, তাহা বক্তব্য বলিয়া তাদৃশ বিপ্রতিপত্তিবাক্যই সংশয়ের উপস্থাপক। বস্তুতঃ বিচারের ফল সংশয়াভাব। আর ফলজ্ঞান বিচারে প্রবৃত্তির জনক।

সংশয়াভাবরূপ বিচারফলজ্ঞানেই বিচারে প্রবৃত্তি হয়।

সংশয়াভাবরূপফলের জ্ঞান বিচারে প্রবৃত্তির উপযোগী। ফলজ্ঞান

না হইলে প্রেক্ষাবানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। বিচারের ফল সংশয়াভাব আর তাহার জ্ঞানই ফলজ্ঞান। আর বিচারপ্রবৃত্তির কারণ-স্বরূপ যে ফলজ্ঞান, অর্থাৎ সংশয়াভাবজ্ঞান, তাহাতে সংশয়টী বিশেষণ-রূপে বিষয় হইয়াছে। তাহা হইলে ফল হইল এই যে, বিপ্রতিপত্তিবাক্য-দ্বারা সংশয় উৎপন্ন হইলে "অহং সন্দেহ্মি" এইরূপ সংশয়রূপ বিশেষণ-জ্ঞান হইয়া সংশয়াভাবরূপ ফলের জ্ঞান সম্ভাবিত হয়। আর ফলজ্ঞানা-ধীন ফলের ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচাররূপ উপায়ের ইচ্ছা হইয়া বিচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া বিচারে বিপ্রতিপত্তিবাক্যের উপযোগিতা আছে।

কথকসম্প্রদায়ের অনুরোধেও বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন প্রয়োজন।

আরও কথা এই যে, যাঁহারা সাধারণের সমক্ষে শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, সেই কথকসম্প্রদায়ানুরোধেও বিপ্রতিপত্তিবাক্যপ্রদর্শন আবশ্যক। বিচারের পূর্ব্বে বিপ্রতিপত্তিবাক্যপ্রদর্শন না করিলে **কথক-সম্প্র-দায়ের** বিরোধ হয়।

কথকসম্প্রদায় অন্ধপরম্পরা নহে।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে, বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন কথক-সম্প্রদায়ানুসারী হইলেও তাহা নির্ম্মূল বলিয়া অন্ধপরম্পরাতে পর্য্যবসান হয়, অর্থাৎ তাহা নিষ্প্রয়োজন, ইত্যাদি।

তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, **শিষ্টাচারের মত কথকসম্প্র-দায়েরও** মূলপ্রমাণানুমাপকতা আছে, অর্থাৎ শিষ্টাচারের দ্বারা স্মৃতি, ও স্মৃতির দ্বারা মূলরূপ শ্রুতির অনুমান হইয়া থাকে। এজন্য তাহা অন্ধপরম্পরা হইতে পারে না। আর কথকসম্প্রদায়ের মূলপ্রমাণানু-মাপকতা না থাকিলে শিষ্টাচারমাত্রেরই অন্ধপরম্পরাপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ শিষ্টাচারও মূলপ্রমাণানুমাপক হইতে পারিবে না। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে না।

বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয়জনক নহে—বলা যায় না।

আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিচারে বিপ্রতিপত্তিবাক্যের উপযোগিতা নাই, ইত্যাদি ; তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাতে তাঁহাদের অভিপ্রায় কি ? তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয়ের জনকই নহে (১), অথবা বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয় অনুমানাঙ্গ নহে (২), অথবা বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয় কথাঙ্গ নহে (৩) ?

তাহা হইলে বলিব—**প্রথম পক্ষ অসঙ্গত**। কারণ, সাধারণ ধর্ম্মবত্তাজ্ঞান ও অসাধারণ ধর্ম্মবত্তাজ্ঞানের ন্যায় বিপ্রতিপত্তিবাক্যেরও সংশয়জনকতা প্রামাণিকগণের স্বীকৃতই আছে।

বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন অনুমানাঙ্গ নহে—বলা যায় না।

আর **দ্বিতীয় পক্ষও** সঙ্গত নহে। কারণ, "পর্ব্বতে বহ্নি আছে" ও "পর্ব্বতে বহ্নি নাই"—এইরূপ বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়শ্রবণকারী ব্যক্তির পর্ব্বতে বহ্নিসন্দেহ হইয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান হইতে দেখা যায়।

বিশেষদর্শনজন্য ব্যভিচারশঙ্কা নাই।

যদি বলা যায় যে, বিশেষদর্শনরহিত ব্যক্তির বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে সংশয় উৎপন্ন হইলেও বিশেষদর্শনবান্ ব্যক্তির বিপ্রতিপত্তি-বাক্য হইতে সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া বিপ্রতিপত্তিবাক্য-জন্য সংশয় অনুমানমাত্রের অঙ্গ হইতে পারে না, অঙ্গ কারণবিশেষরূপ হয় বলিয়া ব্যভিচার থাকিলে কারণত্ব থাকিতে পারে না, ইত্যাদি।

তাহাও অসঙ্গত। কারণ, বিশেষদর্শনবান্ ব্যক্তির অনুমানেরই উদয় হয় না বলিয়া বিশেষদর্শনরহিত পুরুষেরই অনুমান হইয়া থাকে ; এজন্য বিশেষদর্শনাভাবপ্রযুক্ত সংশয়ও থাকিবে। সুতরাং ব্যভিচার হইল কিরূপে ? অতএব সংশয় অনুমানের কারণ হইতে কোন বাধা নাই। আর এই জন্যই "বাদিপ্রতিবাদী বিপ্রতিপত্তিরচনাপূর্ব্বক বাদ

করিবেন” এইরূপ সময়বন্ধদ্বারা কথাপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিয়া বিপ্রতিপত্তির সার্ব্বত্রিকতাই সিদ্ধ হয়।

বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনদ্বারা পারিষদ্যগণের অবিশ্বাসপরিহার হয়।

আর যদি বলা যায়—বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রয়োগ না করিয়া বিচার করিলে **কোন প্রত্যবায় ত নাই**, সুতরাং তাহার নিয়ম সিদ্ধ হইবে কিরূপে ?

তাহাও অসঙ্গত। কারণ, বিপ্রতিপত্তি বিনা বিচার করিলে বাদিপ্রতিবাদীর স্বস্বাভিমত পক্ষনির্ণয় হইতে পারে না বলিয়া পারিষদ্যগণের বাদিপ্রতিবাদীর প্রতি অবিশ্বাস আসিতে পারে, আর এই অবিশ্বাস পরিহারের জন্যই বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক বাদবিচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিপ্রতিপত্তির নিয়মও এই জন্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন কথাঙ্গ নহে—বলা যায় না।

তৃতীয় পক্ষও অসিদ্ধ। যেহেতু বিপ্রতিপত্তিদ্বারা ইনি বাদী, ইনি প্রতিবাদী—ইহা জানিতে পারা যায়। এজন্য বিপ্রতিপত্তি কথার অঙ্গ হইয়া থাকে। নানাকর্তৃক **বাক্যবিস্তাররূপ** কথার নিরূপ্যনিরূপক নিয়ম (১), বাদিপ্রতিবাদিনিয়ম (২), সভ্য ও অনুবিধেয় নিরূপণ (৩), এবং নিগ্রহসামর্থ্যাসামর্থ্য (৪) প্রভৃতিকে বিচারের অঙ্গরূপে কথকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। বিপ্রতিপত্তির অর্থ—বিবাদ, আর যে দুইজন বিবাদ করে তাহাদেরই বাদিপ্রতিবাদিভাব বুঝিতে হইবে, অন্যের নহে। বিবাদমান ব্যক্তিদ্বয়ই বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া থাকে—এইরূপ **বাদিপ্রতিবাদিনিয়ম**, (২) বিপ্রতিপত্তিসাপেক্ষ। সুতরাং **নিরূপ্যনিরূপকাদি** নিয়মের (১) ন্যায় বাদিপ্রতিবাদিনিয়মও কথাঙ্গ। আর বিবাদের আপর নাম যে বিপ্রতিপত্তি, তদ্ব্যতীত বাদিপ্রতিবাদিনিয়ম নিরূপিত হইতে পারে না; সুতরাং বাদিপ্রতিবাদীর নিয়ামকরূপে কথাতে বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন আবশ্যক।

বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন বাদী ও প্রতিবাদীও করিতে পারেন।

আর যদি বলা যায়—বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন মধ্যস্থমাত্রের কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্যদ্বারা বাদিপ্রতিবাদিভাব কিরূপে জানা যাইবে ? ইত্যাদি।

কিন্তু তাহাও বলা যায় না; কারণ, বিপ্রতিপত্তি মধ্যস্থমাত্র প্রদর্শনীয় এরূপ নহে। উহা বাদিপ্রতিবাদিকর্ত্তৃকও প্রদর্শনীয় হইতে পারে। যেহেতু পারিষদ্যগণের অবিশ্বাসপরিহারের নিমিত্ত, কে কোন্ পক্ষ পরিগ্রহ করিলেন, তাহার নির্ণয় সভ্যগণের থাকা আবশ্যক। এজন্য বাদী ও প্রতিবাদীও বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করিতে পারেন। মধ্যস্থ নাও করিতে পারেন।

বাদিপ্রতিবাদিভাব অন্যথাসিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায় যে, "শব্দঃ অনিত্যঃ, কৃতকত্বাৎ, ঘটবৎ" এবং "শব্দঃ নিত্যঃ, আকাশৈকগুণত্বাৎ, তৎপরিমাণবৎ" এইরূপ বাদিপ্রতিবাদীর পরস্পর বোধানুকূল ন্যায়বাক্যদ্বয়ে প্রবিষ্ট পরস্পরবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাবাক্যই বিবাদরূপ বলিয়া তদ্দ্বারাই বাদিপ্রতিবাদিভাব উপপন্ন হইতে পারে, আর পৃথক্ বিপ্রতিপত্তিবাক্যের আবশ্যকতা কি ? ইত্যাদি।

ইহাও কিন্তু বলা যায় না। কারণ, অনুমানাঙ্গ সংশয়ের জনক বিপ্রতিপত্তির আবশ্যকতা আছে বলিয়া উক্ত বিপ্রতিপত্তিদ্বারাই বাদিপ্রতিবাদিভাব উপপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বিপ্রতিপত্তির অধীন **প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা** বাদিপ্রতিবাদিভাব কল্পনা করিলে **গৌরব** হয়।

আর কথাতে সভ্যানুবিধেয়াদির বাক্যের ন্যায় বিপ্রতিপত্তিবাক্যেরও অঙ্গতা আছে বলিয়া **বিপ্রতিপত্তিবাক্যও কথার অন্তর্গত।** যেমন যাগশরীরনির্ব্বাহক প্রোক্ষণাবঘাতাদি যাগাঙ্গ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সভ্যানুবিধেয়বাক্য ও বিপ্রতিপত্তিবাক্য নানাপ্রবক্ত বাক্যবিস্তাররূপ কথার শরীরনির্ব্বাহক হয় বলিয়া কথাঙ্গ হইতে পারে।

সভ্যানুবিধেয়বাক্যের জন্য বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন আবশ্যক।

যদি বলা যায়—**সভ্যানুবিধেয়বাক্য** কথামাত্রেই থাকিবে—এরূপ নিয়ম নাই বলিয়া সভ্যানুবিধেয়বাক্যদৃষ্টান্তে বিপ্রতিপত্তিবাক্যও কথা-মাত্রের অন্তর্ভূত নহে; এজন্য তাহা কথাঙ্গ নহে। কারণ, **তত্ত্ববুভুৎসু কথাতে** সভ্যানুবিধেয়বাক্যের অবকাশ নাই। উক্ত কথা গুরুশিষ্যমাত্রের সপ্রমাণক উক্তিরূপ বলিয়া তাহাতে সভ্যানুবিধেয়বাক্যের অবকাশ নাই।

তাহা হইলে বলিব যে, **জল্প-কথাতে** সভ্যানুবিধেয়বাক্যের অবকাশ আছে বলিয়া তদ্দৃষ্টান্তে বিপ্রতিপত্তিবাক্যেরও কথান্তর্ভাবপ্রযুক্ত কথার অঙ্গত্ব হইতে পারে। আমরা সিদ্ধান্তী এরূপ বলি না যে, বিপ্রতিপত্তিবাক্য যাবৎ কথারই অঙ্গ, কিন্তু কথার একদেশের অঙ্গ, এজন্য মূলকার "বাদজল্পবিতণ্ডানাম্ অন্যতমাং কথামাশ্রিত্য" বলিয়াছেন।

পক্ষতাবচ্ছেদকরূপেও বিপ্রতিপত্তির প্রয়োজন নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের জ্ঞান না হইয়া পরার্থানুমানে পক্ষনির্দ্দেশ অসম্ভব। অথচ পরার্থানুমানে পক্ষ-নির্দ্দেশ আবশ্যক বলিয়া বিপ্রতিপত্তি অনুমানমাত্রে পক্ষতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহাদের বিপ্রতিপত্তির আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু তাহা অসঙ্গত। কারণ, "বর্ণাত্মকশব্দঃ নিত্যঃ" "অন্ধকারত্বং ভাববৃত্তি" ইত্যাদিরূপে পক্ষনির্দ্দেশ পরার্থানুমানে দেখা যায় বলিয়া সর্ব্বত্র পরার্থানুমানে বিপ্রতিপত্তি পক্ষতাবচ্ছেদক হয় না। অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে বিপ্রতিপত্তির আবশ্যকতা নাই।

কালান্তরে সংশয়সম্ভাবনানিরাসের জন্য বিচারে প্রবৃত্তি হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিচারের ফল সংশয়নিরাস। কিন্তু যে স্থলে বাদী, প্রতিবাদী ও সভ্য সকলেরই নিশ্চয় আছে; সেস্থলে **সংশয়াভাব উদ্দেশ করিয়া বিচারে** প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত স্থলে বিপ্রতিপত্তির আবশ্যকতা নাই, ইত্যাদি।

এরূপ কিন্তু বলা যায় না। কারণ, তাদৃশ স্থলে বিচারকালে সংশয়াভাব নিশ্চিত থাকিলেও নিশ্চয়জন্য সংস্কার কালান্তরে উচ্ছিন্ন হইতে পারে, আর তাহা হইলে সংশয়ও সম্ভাবিত হইতে পারিবে। কালান্তরীয় সংশয়োৎপত্তিজ্ঞানদ্বারা কালান্তরীয় সংশয়াভাবজ্ঞান সম্ভাবিত হয় বলিয়া "কালান্তরে সংশয়াভাব অনুবর্ত্তিত হউক" এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বিচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে; সুতরাং বাদিপ্রতিবাদীর নিশ্চয় স্থলেও সংশয়াভাববিষয়িণী ইচ্ছা, যাহাকে ফলেচ্ছা বলা হয়, তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে। অতএব বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনের আবশ্যকতাই আছে।

বিপ্রতিপত্তিবিচারের উপসংহার।

সুতরাং সার্ব্বকালিক সংশয়াভাবের প্রয়োজক সংস্কারদার্ঢ্যের জন্য এবং বাদিপ্রতিবাদীর ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং মধ্যস্থের স্বকর্ত্তব্যতা-নির্ব্বাহের জন্য বিপ্রতিপত্তি অবশ্যপ্রদর্শনীয় হইবে। বাদিপ্রতি-বাদিব্যবস্থা বলিতে বুঝিতে হইবে—মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত না হইলে প্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়াও বাদিপ্রতিবাদিদ্বয়ের অন্যতরের জয়স্বীকারাপত্তি হইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং প্রকৃত বিষয়ে বাদি-প্রতিবাদীর জয়পরাজয়ব্যবস্থা, যাহা মধ্যস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য তাহার নির্ব্বাহ হয় না। আর বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শিত হইলে সভ্যগণকর্ত্তৃক প্রকৃতবিষয়ক কোটিদ্বয় শ্রুত হইয়া থাকে বলিয়া আর বাদিপ্রতিবাদী প্রকৃতবিষয়ক কোটিদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাসঙ্গিক বিষয়ান্তরগ্রহণ-পূর্ব্বক বাদিপ্রতিবাদীর বিজয় স্বীকার সম্ভাবিত হইবে না; অতএব বিচারারান্তের পূর্ব্বে মধ্যস্থকর্ত্তৃক বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই হইল বিপ্রতিপত্তিবিচারে সিদ্ধান্তপক্ষ।১০

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মবিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি তাৎপর্য্যপ্রকাশে বিপ্রতিপত্তি বিচার।

মিথ্যাত্বানুমানে সামান্যাকার বিপ্রতিপত্তি।

১১। তত্র মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ—ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্‌ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা? পারমার্থিকত্বাকারেণ উক্তনিষেধপ্রতিযোগি ন বা? ॥১১

অনুবাদ।

১১। মধ্যস্থকর্তৃক বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনের আবশ্যকতা বলা হইয়াছে, এক্ষণে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানের অনুকূল সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্যপ্রদর্শন করা যাইতেছে। সেই বাক্যটী এই—"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্‌ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগি ন বা, পারমার্থিকত্বাকারেণ উক্তনিষেধপ্রতিযোগি ন বা।"

এস্থলে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং" এই অংশটী বিপ্রতিপত্তিতে উদ্দেশ্য বা ধর্ম্মী এবং "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা" অথবা "প্রতিপন্নোপাধৌ পার-মার্থিকত্বাকারেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা"—এই অংশটী বিধেয়। তন্মধ্যে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" এবং "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং" এই দুইটী "চিদ্ভিন্নং" ইহার বিশেষণ, এবং "চিদ্ভিন্নং"টী বিশেষ্য। এখানে মনে রাখিতে হইবে—এই তিনটী পদের মধ্যে যে কোনটী বিশেষ্য এবং অপর দুইটী বিশেষণ হইতে পারে। যেহেতু ইহাতে বিনিগমনা নাই।

এস্থলে বেদান্তী ব্যাবহারিক প্রপঞ্চমাত্রের মিথ্যাত্ব আর দ্বৈতবাদিগণ তাহার সত্যত্ব অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এজন্য ব্যাবহারিক প্রপঞ্চমাত্রকে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব এই কোটিদ্বয় প্রদর্শন করিতেছেন। "ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চং মিথ্যা ন বা" এরূপ বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করা যায় না। যেহেতু ব্যাব-হারিকত্ব ধর্ম্ম উভয়মতসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ বেদান্তী স্বীকার করিলেও

দ্বৈতবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না। "সত্তাত্রৈবিধ্যোপপত্তি"প্রকরণে বেদান্তীর মতসিদ্ধ ব্যাবহারিক সত্তা ব্যবস্থাপিত হইবে। এখন পর্য্যন্ত তাহা অসিদ্ধ, এজন্য সহজভাবে ব্যাবহারিককে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী না করিয়া উভয়মতসাধারণ ধর্ম্মীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম, অলীক শশবিষাণাদি ও প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি ব্যতিরিক্ত দৃশ্যবস্তুমাত্র ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ। এই ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চেরই মিথ্যাত্ব অনুমান করিতে সিদ্ধান্তী প্রবৃত্ত; এজন্য ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চ বলিতে গেলে উক্ত তিনটী ভিন্ন দৃশ্য বলিতে হইবে। আর এজন্য বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী চিদ্‌ভিন্ন বলা হইয়াছে। চিৎ পদের অর্থ—ব্রহ্ম, চিদ্‌ভিন্ন পদের অর্থ—ব্রহ্মভিন্ন। ব্রহ্মভিন্ন না বলিয়া ব্রহ্মসহিত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমান করিতে গেলে ব্রহ্মে বাধ হইবে। ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য, তাহা মিথ্যা নহে। এই বাধদোষ নিবারণের জন্য চিদ্‌ভিন্নং বলা হইয়াছে। চিদ্‌ভিন্নমাত্রই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী হইলে অলীক শশবিষাণাদিও বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মীর অন্তর্গত হইয়া পড়ে, আর তাহা হইলে অলীকে মিথ্যাত্বানুমান করিতে গেলে বাধ হয়। এই বাধদোধ নিবৃত্তির জন্য "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং" বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—সদ্রূপে প্রতীতির বিষয়। অলীক শশবিষণাদি সদ্রূপে প্রতীতির বিষয় হয় না। "শশবিষাণং সৎ" "বন্ধ্যাপুত্রঃ সন্" এরূপ প্রতীতি হয় না। এজন্য এই বিশেষণটীর দ্বারা শশবিষাণাদি অলীক বস্তুর নিবৃত্তি করা হইয়াছে। আর ব্রহ্মভিন্ন এবং অলীকভিন্ন বস্তুমাত্রই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী হইলে, শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তুও এই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মীর অন্তর্গত হইয়া পড়ে, আর তাহাতে মিথ্যাত্বের অনুমান করিতে গেলে সিদ্ধান্তীর মতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া পড়ে, যেহেতু শুক্তিরজতাদি যে মিথ্যা তাহা সিদ্ধান্তীর অঙ্গীকৃতই বটে, আর তজ্জন্য সিদ্ধান্তী প্রকৃত অনুমানে শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিককেই দৃষ্টান্ত করিয়াছেন। "বিমতং মিথ্যা,

দৃশ্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ" ইহাই ত সিদ্ধান্তীর অনুমান। অতএব এই সিদ্ধসাধনতা দোষ বারণ করিবার জন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ—বেদান্তবাক্যজন্য ব্রহ্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্পকনিশ্চয়ই বেদান্তীর মতে ব্রহ্মপ্রমা। এই ব্রহ্মপ্রমার অতিরিক্ত যে জ্ঞান তদ্দ্বারা অবাধ্য ; অর্থাৎ বেদান্তীর মতসিদ্ধ ব্যাবহারিক প্রপঞ্চই ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্য। কারণ, ব্রহ্মপ্রমার দ্বারাই ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের বাধ হইয়া থাকে। আর শুক্তিরজতাদি যে প্রাতিভাসিক, তাহা ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত যে শুক্তিপ্রভৃতি অধিষ্ঠান বিষয়ের জ্ঞান তদ্দ্বারাও বাধিত হইয়া থাকে। এজন্য শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত জ্ঞানদ্বারা অবাধ্য নহে, কিন্তু বাধ্যই বটে। সুতরাং "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" এই বিশেষণটীর দ্বারা প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদিকে আর বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মীর মধ্যে গ্রহণ করিতে পারা গেল না। আর এইরূপে ব্রহ্মভিন্ন, অলীকভিন্ন এবং প্রাতিভাসিকভিন্ন যে বস্তু তাহাই হইল বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী। আর এই ধর্ম্মীতে মিথ্যাত্ব ও তাহার অভাব—এই দুইটী কোটি দেখান হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে—যাহা বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী তাহাই প্রকৃতানুমানের পক্ষ। এবং যাহা বিপ্রতিপত্তিবাক্যের বিধেয় তাহাই প্রকৃতানুমানে সাধ্য।

এস্থলে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মীর কথা বলা হইয়াছে, এখন বিধেয়-কোটিদ্বয় দেখান হইতেছে। এই বিধেয় কোটি "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা"। ত্রৈকালিকনিষেধের অর্থ—অত্যন্তাভাব। বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিরূপে নির্দ্দিষ্ট যে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ তাহা এই ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী কি না ? অথবা উক্ত ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব আছে কি না ? যেহেতু ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব একই কথা।

এস্থলে 'প্রতিপন্ন' পদের অর্থ—স্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয়। যাহা মিথ্যা তাহাই এস্থলে "স্ব"পদের অর্থ। আর উপাধি পদের অর্থ—ধর্ম্মী। সুতরাং 'প্রতিপন্নোপাধৌ' পদের অর্থ হইল এই যে মিথ্যারূপে অভিমত যে শুক্তিরজতাদি, সেই শুক্তিরজতপ্রকারক প্রতীতির বিষয় যে ধর্ম্মী তাহাতে, অর্থাৎ শুক্তিরজতপ্রকারক প্রতীতির বিশেষ্যীভূত ধর্ম্মীতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগী যে "স্ব" তাহাই মিথ্যা, অথবা ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিতা যদি সেই "স্ব"তে থাকে, তাহা হইলে সেই প্রতিযোগিতাই মিথ্যাত্ব। উক্তরূপ মিথ্যাত্ব ব্যাবহারিক প্রপঞ্চে আছে কি না—ইহাই উক্ত বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের অর্থ।

এখন, যে যাহাতে প্রতীত হয়, তাহাতে সে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইলে সে অবশ্য মিথ্যা হইবে। কারণ, যে যাহাতে প্রতীত হইবে, সে তাহাতে নিষিদ্ধ হইয়া আর অন্যত্র থাকিতে পারিবে না; যেমন এই পটের আশ্রয়রূপে প্রতীত যে এই তন্তু, তাহাতে এই পট নিষিদ্ধ হইলে, অর্থাৎ তাহাতেও এই পট না থাকিলে, এই তন্তুভিন্ন অন্যস্থানে এই পট থাকিবে এরূপ সম্ভাবনাই, হইতেও পারে না। আর এই পট "কার্য্য" বলিয়া নিরাশ্রয় থাকিবে তাহাও হইতে পারে না। যেহেতু কার্য্যমাত্রই তাহার সমবায়িকারণে আশ্রিত হইয়া থাকে। আর ন্যায়াদিমতে আকাশ ও পরমাণুপ্রভৃতি নিত্যদ্রব্য নিরাশ্রয় হইবে এরূপ শঙ্কাও করা যায় না। কারণ, বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে "বিয়দধিকরণা"দিতে যে ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আকাশাদি নিত্য নহে, কিন্তু কার্য্য—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সুতরাং আকাশাদিকে নিরাশ্রয় বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এস্থলে কার্য্য-পদের অর্থ 'কল্পিত' বুঝিতে হইবে। আর তাহাতে অবিদ্যাপ্রভৃতি অনাদি ভাববস্তু উৎপত্তিমৎ বা জন্য না হইয়াও কার্য্য হইল। যেহেতু

কার্য্যপদের অর্থ—কল্পিত। আর অবিদ্যাদি-কল্পিত বলিয়া তাহার আশ্রয় বা অধিষ্ঠান ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ। আর সেই প্রসিদ্ধ অধিষ্ঠানে ত্রৈকালিক-নিষেধের প্রতিযোগী হয় বলিয়া অবিদ্যাদি মিথ্যা হইল; ব্রহ্মব্যতি-রিক্ত প্রপঞ্চমাত্রই কল্পিত। সুতরাং তাহাদের প্রতিপন্ন উপাধি অপ্রসিদ্ধ হইবে না। এইরূপে এই প্রদর্শিত মিথ্যাত্বলক্ষণে উক্ত আকাশ ও পরমাণুপ্রভৃতির দ্বারা অব্যাপ্তি দোষ হয় না। তদ্রূপ অতিব্যাপ্তি দোষও হয় না। কারণ, সত্য ব্রহ্ম নিরাশ্রয়, সুতরাং তাহার প্রতিপন্ন উপাধিই হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ব্রহ্মে থাকিল ইহা বলাই যাইতে পারে না। আর অলীক শশবিষণাদি কল্পিত নহে, এজন্য তাহার প্রতিপন্ন উপাধি নাই, সুতরাং তাহাতেও উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণ যাইতে পারে না। আর অলীক পরমার্থসত্যও নহে। সুতরাং পরমার্থ সত্য ব্রহ্মে এবং অলীক শশবিষাণাদিতে উক্ত মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষও সম্ভাবিত হইল না।

প্রদর্শিত মিথ্যাত্বলক্ষণে যে ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থাৎ অত্যন্তাভাব বলা হইয়াছে, সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম কি? যদি ব্যাবহারসিদ্ধ প্রতিযোগীর স্বরূপটীই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, তবে, বিরোধ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যেরূপে যাহা যে স্থানে থাকে, সেইরূপে তাহার অভাব সেই স্থানে প্রদর্শন করিলেই স্বরূপাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হয়, অর্থাৎ স্বরূপটীই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। আর তাহাতে অল্পবুদ্ধিজনের বিরোধ-আশংকা হইয়া থাকে। তাহারা মনে করে—যেরূপে যে সম্বন্ধে যাহা যাহাতে থাকে, সেইরূপে সেই সম্বন্ধে তাহার অভাব তাহাতে বিরুদ্ধ। তাহাদের জন্যই মূলকার "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ"—ন্যায়ে তাহাদেরই মত অনুসরণ করিয়া বিপ্রতিপত্তির অনুরূপ বিধেয়কোটিদ্বয় দেখাইতেছেন। "পারমার্থিকত্বাকারেণ উক্ত-

নিষেধপ্রতিযোগি ন বা"—এস্থলে "আকার"পদের অর্থ "রূপ"। স্বরূপে নিষেধের প্রতিযোগী না বলিয়া পারমার্থিকরূপে নিষেধের প্রতিযোগী বলা হইল। পূর্ব্বকল্পে নিষেধের প্রতিযোগিতাটী স্বরূপাবচ্ছিন্ন বলা হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত নিষেধের প্রতিযোগিতাটী পারমার্থিকত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলা হইল, এই পারমার্থিকত্ব পদের অর্থ—ব্রহ্মতুল্যসত্তাকত্ব। সুতরাং ঘটাদি যাবৎ প্রপঞ্চ যেরূপে যে স্থানে থাকে, তাহা পারমার্থিকত্বরূপে সেই স্থানে নাই—ইহাই বলা হইল। তাহাতে হইল এই যে, যেস্থানে ঘটাদি প্রপঞ্চ স্বরূপতঃ আছে, সেস্থানে তাহা পারমার্থিক নহে। এই অপারমার্থিকত্বই মিথ্যাত্ব। যেরূপে যাহা যেস্থানে প্রতীত হয়, ভিন্নরূপে তাহার অভাব সেই স্থানে থাকায় পূর্ব্বোক্ত বিরোধেরও আর সম্ভাবনা নাই। এই মিথ্যাত্বলক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিবেচনা দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রদর্শিত হইবে।১১

টীকা।

১১। বিপ্রতিপত্তেঃ অবশ্যপ্রদর্শনীয়ত্বম্ উক্তম্। প্রকৃতে চ দ্বৈতমিথ্যাত্বোপপাদনে বহ্বীনাং বিপ্রতিপত্তীনাং সম্ভবাৎ বিশিষ্য বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনাৎ প্রাক্ সামান্যতো বিপ্রতিপত্তিং দর্শয়িতুম্ আহ "**তত্র**" ইত্যাদি। মিথ্যাত্বেন সিসাধয়িষিতানাং যাবতাং বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিত্বেন নির্দ্দেশাৎ সামান্যতঃ বিপ্রতিপত্তিঃ ইয়ম্। "তত্র"—তাসু বিপ্রতিপত্তিষু। "মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ"—দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধ্যনুকূলা সামান্যতঃ বিপ্রতিপত্তিঃ। ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তেত্যাদিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকবাক্যদ্বয়রূপা ইত্যর্থঃ। একধর্ম্মিকবিরুদ্ধকোটিদ্বয়প্রকারকজ্ঞানজনকবাক্যস্য বিপ্রতিপত্তিরূপত্বাৎ। বিশ্বং মিথ্যা ন বা ইত্যাদিরূপেণ বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনে ব্রহ্মালীকয়োরপি বিশ্বশব্দেন গ্রহণাৎ বাধাদিদোষাপত্তেঃ আদৌ ধর্ম্মিণং নির্দ্দিশন্ বিপ্রতিপত্তিম্ আহ—"ব্রহ্মাপ্রমে"তি। "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নম্" ইত্যন্তেন বিপ্রতিপত্তেঃ

ধর্ম্মিণঃ নির্দ্দেশঃ। "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা।" ইত্যনেন প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বতদভাবৌ বিরুদ্ধৌ কোটী দর্শিতৌ। এতেন কোটিদ্বয়স্য নির্দ্দেশঃ। অত্র বিধিকোটিঃ সিদ্ধান্তীনাং নিষেধকোটিঃ দ্বৈতসত্যত্ববাদীনাম্। অত্র "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বং" "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বং" চ বিশেষণে, "চিদ্ভিন্নং" বিশেষ্যম্।

ইদমত্র অবধেয়ম্—অত্র ধর্ম্মিঘটকপদানাং বিশেষ্যবিশেষণভাবে বিনিগমনাবিরহাৎ যৎকিমপি একং বিশেষ্যোপস্থাপকম্, ইতরদ্বয়ং বিশেষণোপস্থাপকম্। অত্র চিৎপদং ব্রহ্মপরম্। তথাচ ব্রহ্মভিন্নম্ ইত্যর্থঃ।

অত্র শিষ্যজনবুদ্ধিবৈশদ্যার্থং বিপ্রতিপত্তিঘটকপদানাং প্রয়োজনানি নিরুচ্যন্তে। "চিদ্ভিন্নং মিথ্যা ন বা" ইত্যুক্তে শশবিষাণাদিরূপে অলীকে বাধঃ স্যাৎ। অলীকস্যাপি ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ। অতঃ অলীকে বাধবারণায় "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং" ইত্যুক্তম্। "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং"—সত্ত্বপ্রকারক-প্রতীতিবিশেষ্যম্ অসদ্বিলক্ষণম্ ইত্যর্থঃ। অসতঃ অলীকস্য সত্ত্বপ্রকারক-প্রতীতিবিশেষ্যত্বাসম্ভবাৎ, "শশবিষাণং সৎ" ইতি কুত্রাপি অপ্রতীতেঃ, তদ্বারণম্। এতাবন্মাত্রোক্তৌ অর্থাৎ "অসদ্বিলক্ষণত্বে সতি ব্রহ্ম-ভিন্নম্" ইত্যেতাবন্মাত্রধর্ম্মিনির্দ্দেশে শুক্তিরজতাদৌ সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ। শুক্তিরজতস্য সদসদ্বিলক্ষণত্বাঙ্গীকারাৎ।

সদসদ্বিলক্ষণে শুক্তিরজতাদৌ মিথ্যাত্বসাধনে সিদ্ধান্তিনঃ মতে সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ। অতঃ তদ্ব্যাবর্ত্তনায় "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যুক্তম্। ব্রহ্মবিষয়িণী যা প্রমা, তদতিরিক্তা তদন্যা যা প্রমা, তয়া অবাধ্যত্বে সতি ইত্যর্থঃ। তথাচ শুক্তিরজতাদীনাং ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তশুক্তিপ্রময়া বাধ্যত্বাৎ অবাধ্যত্বং নাস্তি। অতঃ অবাধ্যত্ব-বিশেষণেন শুক্তিরজতাদিবারণাৎ ন সিদ্ধসাধনম্। ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽ-বাধ্যত্বে সতি ইত্যস্য সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্যত্বে সতি ইতি নিষ্কৃষ্টঃ অর্থঃ। বেদান্তবাক্যজন্যব্রহ্মবিষয়কনির্ব্বিকল্পকজ্ঞানস্যৈব ব্রহ্মপ্রমাত্বাৎ। সপ্রকা-

রকজ্ঞানমাত্রস্যৈব ব্রহ্মপ্রমাত্বাভাবাৎ। তথাচ ব্রহ্মণি আরোপিত-ক্ষণিকত্বে প্রাতিভাসিকে মিথ্যাভূতে "ব্রহ্ম স্থায়ি" ইতি প্রমাবাধ্যে ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি ইত্যাদি বিশেষণজাতস্য সত্ত্বেন তস্য বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিত্বপ্রাপ্তৌ তত্র মিথ্যাত্বসাধনে সিদ্ধান্তিনঃ সিদ্ধসাধনতাস্যাৎ ইত্যপি নিরস্তম্। "ব্রহ্ম স্থায়ি" ইত্যস্য সপ্রকারকজ্ঞানত্বেন ব্রহ্মপ্রমাত্বাভাবাৎ।

ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বে সতি ইত্যুক্ত্যৈব সামঞ্জস্যে কথম্ অভাবদ্বয়গর্ভম্ উপাত্তম্ ইতি চেৎ? শৃণু—বাদিপ্রতিবাদিমতসাধারণ্যেন ধর্ম্মি-নির্দ্দেশস্য আবশ্যকতয়া সিদ্ধান্তিমতে দোষানবতারেঽপি দ্বৈতসত্যত্ববাদি-মতে বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিণঃ অসিদ্ধিঃ এব স্যাৎ। তন্মতে প্রপঞ্চস্য সত্যত্বেন ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বাভাবাৎ। অভাবদ্বয়প্রবেশে চ নায়ং দোষঃ। প্রপঞ্চ-সত্যত্ববাদিমতে প্রপঞ্চস্য সর্ব্বথা অবাধ্যত্বাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বমপি অস্ত্যেব। সিদ্ধান্তিমতে প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বেন তদতিরিক্ত-প্রময়া অবাধ্যত্বম্ অক্ষতমেব। তথাচ সিদ্ধান্তিমতে প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মজ্ঞান-বাধ্যত্বেন, প্রপঞ্চসত্যত্ববাদিমতে প্রপঞ্চস্য সর্ব্বথা অবাধ্যত্বেন উক্ত-বিশেষণপর্য্যবসানং বোধ্যম্।

নন্বত্র "প্রমা"পদং কিমর্থম্? ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞানাঽবাধ্যত্বে সতি ইত্যেব উচ্যমানে কো দোষঃ? ইতি চেৎ, উচ্যতে—অধিষ্ঠানসাক্ষাৎ-কারেণ হি আরোপিতং বস্তু বাধ্যতে, যথা রজতাদ্যধিষ্ঠানীভূতশুক্ত্যাদি-সাক্ষাৎকারানন্তরম্ রজতাদীনাং বাধঃ। অধিষ্ঠানজ্ঞানং চ ব্রহ্ম-বিষয়কমেব। "সর্ব্বপ্রত্যয়বেদ্যেঽস্মিন্ ব্রহ্মরূপে ব্যবস্থিতে" ইতি বার্ত্তি-কোক্ত্যা সর্ব্বেষাং জ্ঞানানাং ব্রহ্মবিষয়কত্বাৎ শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যবিষয়ক-শুক্তিজ্ঞানস্যাপি ব্রহ্মবিষয়কত্বমপি অক্ষতম্। তথাচ শুক্তিজ্ঞানমপি ব্রহ্মজ্ঞানমেব। শুক্তিজ্ঞানস্য ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞানত্বাভাবাৎ, শুক্তিজ্ঞানবাধ্যে প্রাতিভাসিকরজতে ব্রহ্মজ্ঞানান্যজ্ঞানাঽবাধ্যত্বাৎ তস্য চ মিথ্যাত্বেন

সিদ্ধত্বাৎ তত্র মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধান্তিমতে সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ। অতঃ প্রাতিভাসিকস্য শুক্তিরজতাদেঃ বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিকোটৌ অপ্রবেশায় জ্ঞানপদম্ অপহায় প্রমাপদম্ উপাত্তম্। বেদান্তবাক্যজন্যনিষ্প্রকারক-ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈব বস্তুগত্যা প্রমাত্বেন অতথাভূতশুক্তিজ্ঞানস্য ব্রহ্মজ্ঞানত্বেঽপি ব্রহ্মপ্রমাত্বাভাবাৎ। অতঃ "ব্রহ্মপ্রমান্যেন অবাধ্যত্বস্য" শুক্তিরজতে অভাবেন তস্য বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিকোটৌ অপ্রবেশাৎ ন সিদ্ধান্তিমতে সিদ্ধসাধনতা।

ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চমেব বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিতয়া গ্রহীতুম্ ব্রহ্মপ্রমেত্যাদি-বিশেষণম্ উক্তম্, তস্যৈব সত্যত্বমিথ্যাত্বাভ্যাং সন্দিহ্যমানত্বাৎ তত্রৈব সিদ্ধান্তিনা মিথ্যাত্বম্ অনুমেয়ম্। মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যনুকূলা চ ইয়ং বিপ্রতি-পত্তিঃ। অত্র চ ব্রহ্মপ্রমেত্যাদিবিশেষণেন প্রাতিভাসিকশুক্তিরজতা-দীনাং ব্যাবৃত্তিঃ। "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব"বিশেষণেন অলীকস্য শশ-বিষাণাদেঃ ব্যাবৃত্তিঃ। চিদ্ভিন্নম্ ইত্যনেন ব্রহ্মণঃ ব্যাবৃত্তিঃ। তথাচ প্রাতিভাসিকালীকব্রহ্মভিন্নং দৃশ্যমাত্রম্ ব্যাবহারিকঃ প্রপঞ্চঃ। ব্যাব-হারিকসত্তায়াঃ অদ্যাপি অসিদ্ধত্বাৎ ব্যাবহারিকঃ প্রপঞ্চঃ মিথ্যা ন বা— এবংরূপেণ ধর্ম্মিনির্দ্দেশঃ ন কৃতঃ।

বিপ্রতিপত্তেঃ ধর্ম্মিণং নির্দ্দিশ্য বিধেয়কোটিদ্বয়ং নির্দ্দিশতি—"প্রতি-পন্নোপাধৌ" ইত্যনেন। প্রতিপন্নঃ যঃ উপাধিঃ তন্নিষ্ঠঃ যঃ ত্রৈকালিকঃ নিষেধঃ তৎপ্রতিযোগি ন বা ইতি যোজনা। অত্র প্রতিপন্নপদস্য স্বসম্বন্ধি-তয়া জ্ঞাতঃ ইতি অর্থঃ। তথাচ স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যঃ ইত্যর্থঃ। অত্র স্বং মিথ্যাত্বেন অভিমতপরম্। "উপাধি"পদস্য অধিকরণম্ ধর্ম্মী বা অর্থঃ। তথাচ "প্রতিপন্নোপাধৌ" ইত্যস্য স্বসম্বন্ধিতয়া জ্ঞাতে সর্ব্বত্র অধিকরণে ধর্ম্মিণি বা স্বপ্রকারকধীবিশেষ্যে সর্ব্বত্র ধর্ম্মিণি বা যঃ ত্রৈকালিকঃ নিষেধঃ ত্রৈকালিকঃ সর্ব্বদা বিদ্যমানঃ যো নিষেধঃ সংসর্গাভাবঃ তস্য প্রতিযোগী ন বা ইত্যর্থঃ। তথাচ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী ন

বা ইত্যর্থঃ লব্ধঃ। ধ্বংসপ্রাগভাবয়োঃ সর্ব্বদাবিদ্যমানত্বাভাবাৎ। অত্র "সর্ব্বত্র" ইত্যুক্ত্যা যাবত্ত্বং বিবক্ষিতম্। অতঃ ভ্রমপ্রতিপন্নাধিকরণ-নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাম্ আদায় ন সিদ্ধসাধনম্। অত্র প্রতি-পন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্, তৎ চ দ্বিতীয়-লক্ষণবিবরণে স্ফুটীভবিষ্যতি। তাদৃশপ্রতিযোগী ন বা ইত্যুক্তেঃ মিথ্যা ন বা ইত্যত্রৈব পর্য্যবসানম্। মিথ্যাত্বমেব উক্তপ্রতিযোগিত্বরূপম্। এতেন প্রতিপন্নপদস্য জ্ঞানবিষয়ঃ অর্থঃ, প্রতিপত্তিঃ জ্ঞানম্, তদ্বিষয়ঃ প্রতিপন্নঃ, তথাচ জ্ঞানবিষয়তায়াঃ কেবলান্বয়িতয়া ঘটাত্যন্তাভাববতি জ্ঞানবিষয়ে অধিকরণে তন্ত্বাদৌ যঃ ত্রৈকালিকঃ নিষেধঃ তৎপ্রতিযোগিত্বস্য ঘটাদৌ সত্ত্বাৎ সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ ইত্যপি নিরস্তম্। তন্ত্বাদীনাং ঘট-প্রকারকধীবিশেষ্যত্বাভাবাৎ। প্রতিপন্নোপাধিতয়া তন্ত্বাদীনাং গ্রহণা-সম্ভবাৎ। অত্র প্রতিপন্নত্বং প্রতীতত্বমাত্রম্। তেন প্রমাপ্রতিপন্নত্বং ভ্রমপ্রতিপন্নত্বম্ আদায় ন বিরোধসিদ্ধসাধনে সম্ভবতঃ। সর্ব্বত্র ত্রৈকা-লিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমাত্রস্য মিথ্যালক্ষণত্বে অলীকশশবিষাণাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তস্য সর্ব্বত্রাসত্ত্বাৎ, অতঃ তদ্বারণায় "প্রতিপন্নো-পাধৌ" ইত্যুক্তম্। অলীকে শশবিষাণাদৌ প্রতিপন্নোপাধেরেব অভাবাৎ। অত্র নিষেধপদং সংসর্গাভাবপরম্। ত্রৈকালিকঃ সংসর্গাভাবস্তু অত্যন্তাভাব এব। প্রাগভাবধ্বংসব্যাবর্ত্তনায় ত্রৈকালিকেতি নিষেধ-বিশেষণম্। নিষেধস্য উক্তবিশেষণানুক্তৌ প্রতিপন্নোপাধৌ ধ্বংসস্য প্রাগভাবস্য বা প্রতিযোগিত্বস্য ঘটাদিরূপপ্রপঞ্চে সত্ত্বেন সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র যেন সম্বন্ধেন যদ্রূপবিশিষ্টসম্বন্ধিতয়া যৎ জ্ঞাতম্ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নং তদ্রূপাবচ্ছিন্নং তন্নিষ্ঠোক্তাভাবস্য প্রতিযোগিত্বং বোধ্যম্। অন্যথা সম্বন্ধান্তরাবচ্ছিন্নং রূপান্তরাবচ্ছিন্নং উক্তনিষেধপ্রতি-যোগিত্বম্ আদায় সিদ্ধসাধনতাপত্তেঃ। অত্র তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বং তদ্-রূপাবচ্ছিন্নত্বম্ প্রতিযোগিতায়াঃ যদ্ উক্তম্ তদ্ আপাততঃ। পরমার্থ-

তস্ত নিরবচ্ছিন্নমেব প্রতিযোগিত্বং বোধ্যম্, তৎ চ দ্বিতীয়লক্ষণে প্রদর্শয়িষ্যতে।

অত্র যে তু—যেন রূপেণ যৎ সম্বন্ধেন যৎ যত্র সম্বধ্যতে তেন রূপেণ তেন সম্বন্ধেন ন তত্র তদভাবঃ বর্ত্ততে, বিরোধাৎ, ইতি পশ্যন্তি, তান্ প্রতি তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ ইতি ন্যায়েন বিধেয়ান্তরং নির্দ্দিশন্ আহ—"পারমার্থিকত্বাকারেণ" ইত্যাদি। পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নম্ যৎ উক্তনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্, তদ্বৎ ন বা ইত্যর্থঃ। অত্র পারমার্থিকত্বং ব্রহ্মতুল্যসত্তাকত্বম্। পারমার্থিকত্বাকারেণ ইতি আকারপদং রূপপরম্। তেন পারমার্থিকত্বস্য উক্তনিষেধপ্রতিযোগিত্বাবচ্ছেদকত্বলাভঃ। অভাবীয়প্রতিযোগিতায়াঃ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বাঙ্গীকারাৎ।

এতেন প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বে সাধ্যে প্রপঞ্চস্য অত্যন্তাসত্তাপত্তিঃ ইত্যপি নিরস্তা। প্রপঞ্চস্য অসদ্‌বিলক্ষণব্যাবহারিকস্বরূপং অনুপমৃদ্য পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রপঞ্চঃ নাস্তি ইতি সাধ্যতে, অতঃ ন দোষঃ।১১

তাৎপর্য্য।

১১। সংশয়ের যে বিচারাঙ্গতা আছে, তাহা অতীত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি পূর্ব্বোত্তর পক্ষ পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রবর্ত্তনীয় বিশ্ব মিথ্যাত্ববিচারও, বিপ্রতিপত্তিজন্য যে সংশয়, সেই সংশয়জন্য বলিয়া উক্ত বিচারাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ" পদের অর্থবিচার।

মূলকার যে মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তি বলিয়াছেন, তাহার অর্থ—বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়, বিপ্রতিপত্তিবাক্য মাত্র নহে। বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে যে সংশয় উৎপন্ন হয়, তাহা **প্রাচীন** নৈয়ায়িকগণের **মতে শাব্দবোধাত্মক সংশয়**। শাব্দবোধাত্মক সংশয়ের জনকই বিপ্রতিপত্তি বাক্য। ইহাই প্রাচীন তার্কিকগণের মত। **নবীন** তার্কিকগণ বলেন

যে, **শাব্দবোধ সংশয়াত্মক হইতে পারে না।** কারণ, পরোক্ষ-জ্ঞান মাত্রই নিশ্চয়াত্মক হইয়া থাকে। কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সংশয়াকার হইতে পারে। সংশয়ত্বের ব্যাপকধর্ম্ম প্রত্যক্ষত্ব। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবাক্যের সংশয়জনকতা বলিতে বুঝিতে হইবে—সংশয়ের কারণীভূত বিরুদ্ধকোটিদ্বয়ের উপস্থাপক যে পদ সেই পদঘটিতত্ব। উক্ত পদঘটিতত্বই বিপ্রতিপত্তিবাক্যের সংশয়জনকত্ব। বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের ঘটক পদদ্বারা বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া পরে মানস-প্রত্যক্ষরূপ সংশয় হইয়া থাকে। সুতরাং **বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য যে সংশয় তাহা মানসপ্রত্যক্ষরূপই** বুঝিতে হইবে।

সংশয় কাহার হয় ?

বিশ্ব-মিথ্যাত্ববিচারে যে বিচারাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করা হইতেছে, সেই সংশয়টী কাহার হইবে, তাহা কি বাদী—অদ্বৈতবাদীর ? অথবা প্রতিবাদী—দ্বৈতবাদীর ? যদি বলা হয়, বাদীর সংশয় হইতে পারে না, যেহেতু তাহার নিকট বিশ্বের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ই আছে, আর প্রতিবাদীরও হইতে পারে না, যেহেতু তাহার নিকট বিশ্বের সত্যত্ব নিশ্চয়ই আছে; সুতরাং উক্ত সংশয় বাদীরও নহে, প্রতিবাদীরও নহে। তাহা হইলে বলিব—তদুভয়ব্যতিরিক্ত তত্ত্বনির্ণয়াভিলাষী সভ্যাদিরই সেই সংশয় হইবে। তত্ত্বনির্ণয়াভিলাষী সভ্যাদিকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বাদিপ্রতিবাদী কথাপ্রারম্ভ করেন। আর তাঁহাদের কথার দ্বারা সভ্যাদির সংশয়নিরাস-পূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয়রূপ ফল উৎপন্ন হইবে। তত্ত্বনির্ণয়াক কথার নাম বাদ, আর এই গ্রন্থও বাদপ্রক্রিয়ারূপেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

"মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ" পদের অর্থবিচারের নিষ্কর্ষ।

অতএব কথাপ্রারম্ভের পূর্ব্বে বাদিপ্রতিবাদী ব্যতিরিক্ত সভ্যাদির বাদিপ্রতিবাদিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তনীয় বিচারের অঙ্গ সংশয়াপরনাম্নী বিপ্রতিপত্তি আছে—ইহাই "মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ" বাক্যদ্বারা মূলকার বুঝাইয়াছেন।

"মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ" পদের অন্য অর্থ।

আর এরূপও বলা যাইতে পারে যে, বিপ্রতিপত্তি পদের অর্থ—বিপ্রতিপত্তিবাক্য। এই বিপ্রতিপত্তিবাক্য বাদীরও নহে, প্রতিবাদীরও নহে, কিন্তু মধ্যস্থদ্বারা প্রদর্শিত। বাদী ও প্রতিবাদীর একএকটী পক্ষ পরিগ্রহ করিবার জন্য বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয়রূপ বিপ্রতিপত্তি মধ্যস্থকর্ত্তৃক প্রদর্শিত আছে—ইহাই উক্ত "মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ" এই মূল বাক্যের অর্থ।

বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী "বিশ্ব" না বলিবার তাৎপর্য্য।

এখন যদি বল—বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিরূপে বিশ্বকে নির্দ্দেশ করিয়া বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করা যাইতে পারিত, অর্থাৎ "বিশ্বং মিথ্যা ন বা" এইরূপেও বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা না বলিয়া গ্রন্থকার "ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্ত" ইত্যাদিরূপে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী নির্দ্দেশ করিতে গেলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, বিশ্বশব্দদ্বারা ব্রহ্ম ও অলীকাদি পদার্থেরও গ্রহণ হয় বলিয়া বাধাদিদোষের আপত্তি হইয়া পড়ে। এজন্য মূলকার বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী নিরূপণ করিতে যাইয়া প্রকৃত বিপ্রতিপত্তিটী বিবৃত করিতেছেন। যথা—"ব্রহ্ম প্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্‌ভিন্নম্"। সুতরাং ইহাই উক্ত বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিপ্রতিপাদক বাক্য।

বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিঘটকপদসমূহের বিশেষ্যবিশেষণের ব্যাবৃত্তি।

তাহার পর এই বাক্যের মধ্যে "চিদ্‌ভিন্নং" পদটী বিশেষ্য। "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" এবং "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" এই দুইটী তাহার বিশেষণ।

"সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" বিশেষণের সার্থকতা।

যদি চিদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নকেই মিথ্যা বলা যায়, অর্থাৎ উক্ত বিশেষণদ্বয় পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে মিথ্যা বলা হয়, আর তাহার ফলে ব্রহ্মভিন্ন যে তুচ্ছ বা অলীক শশবিষাণাদি

তাহাও মিথ্যা হইয়া যায়, কিন্তু তাহা মিথ্যা নহে, অতএব বাধ হয়। এই তুচ্ছ বা অলীককে নিবারণ করিবার জন্য "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" অর্থাৎ অসদ্‌বিলক্ষণত্ব বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। অসৎ-পদার্থ শশবিষাণাদি সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না। ইহাতে হইল এই যে, অসদ্‌বিলক্ষণ ব্রহ্মভিন্ন যে তাহাই বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্য।

"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণের সার্থকতা।

কিন্তু তাহাতেও মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিতে গেলে শুক্তিরজতে সিদ্ধ-সাধনতা দোষ হইয়া পড়ে। যেহেতু শুক্তিরজত অসৎ এবং ব্রহ্ম-বিলক্ষণ বটে। এই দোষবারণের জন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। শুক্তিরজত ব্রহ্মবিষয়ক প্রমার অতিরিক্ত শুক্তিবিষয়ক প্রমার দ্বারা বাধিতই হইয়া থাকে, অবাধিত হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাতিভাসিক, অলীক ও ব্রহ্ম—এই তিনটী ব্যতিরিক্ত যে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ তাহাই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী বা বিশেষ্য। এই ব্যাবহারিক প্রপঞ্চকে অদ্বৈতবাদিগণ মিথ্যা ও দ্বৈতবাদিগণ সত্য বলিয়া থাকেন।

"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণের বেদান্তিমতে সার্থক্য।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি ব্যাবর্ত্তক যে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা সিদ্ধসাধনতা দোষের বারণ হইয়াছে, কিন্তু এই সিদ্ধসাধনতাবারক বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন। অসদ্‌বিলক্ষণ ব্রহ্মভিন্নই মিথ্যা—এইরূপ বাদী প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী মাধ্ব সিদ্ধসাধনতা উদ্ভাবন করিবেন। কিন্তু মাধ্ব তাহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না। কারণ, মাধ্বমতে শুক্তিরূপ্য অসৎ বলিয়া অসদ্‌ভিন্ন পদের দ্বারা তাহার নিবৃত্তিই হইয়াছে। সুতরাং শুক্তিরজত আর মাধ্বমতে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাক্রান্ত হইতেছে না। সুতরাং সিদ্ধসাধনতার উদ্ভাবন মাধ্ব কেমন করিয়া করিবেন?

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শুক্তিরজত মাধ্বমতে অসৎস্বরূপ হইলেও বেদান্তীর মতে শুক্তিরজত অসদ্‌বিলক্ষণ বলিয়া বেদান্তীর মতে সিদ্ধসাধনতাদোষ হইতে পারে। আর তাহার নিবারণের জন্য "ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণের সার্থকতা থাকিবে। যাঁহারা জগৎকে সত্য বলেন, তাঁহাদের প্রতি ন্যায়প্রয়োগ করিতে হইলে, অর্থাৎ জগন্মিথ্যাত্বানুমান করিতে হইলে, প্রকৃতানুমানের পূর্ব্বে দৃষ্টান্তসিদ্ধির জন্য শুক্তিরূপ্যে মিথ্যাত্বসাধন করিতে হইবে। আর তাহা হইলে বেদান্তীর মতেই সিদ্ধসাধনতাদোষ হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বমতে সিদ্ধসাধনতাদোষবারণের জন্য উক্ত বিশেষণের আবশ্যকতা আছে।

বিশেষণ উভয়বাদিসিদ্ধ না হইলে দোষ হয় না।

এই সিদ্ধসাধনতাবারক বিশেষণের প্রয়োজন উভয়বাদিসিদ্ধ হইল না বলিয়া আপত্তি করা যায় না। বিশেষণের সার্থক্যে প্রয়োজনবত্ত্বই অপেক্ষিত। যে বিশেষণ সপ্রয়োজন তাহাই সার্থক। কিন্তু যে বিশেষণ উভয়বাদিসিদ্ধ প্রয়োজনবিশিষ্ট তাহা সার্থক—এরূপ বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তাহাতে গৌরবদোষ হইয়া পড়ে। কারণ, প্রয়োজন-বত্ত্বকে প্রযোজক বলা অপেক্ষা উভয়বাদিসম্মত প্রয়োজনবত্ত্ব বলিলে গৌরবই হয়।

বিশেষণ উভয়বাদিসিদ্ধ না হইবার দৃষ্টান্ত।

আর এতাদৃশ গৌরবদোষ-উদ্ভাবন অদৃষ্টচর অর্থাৎ কোথাও দেখা যায় না, এরূপ বলা যায় না। কারণ, নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকের প্রতি ঈশ্বরসাধনের জন্য তার্কিকগণ এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন যে, **জন্যকৃত্যজন্যানি জন্যানি=সকর্তৃকানি**। ইহাতে "জন্যানি—সকর্তৃকানি" এইরূপ বলিলে জন্য-ঘটাদিতে কুলালাদিকর্তৃকত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া সিদ্ধসাধনতাদোষ হয়। এজন্য "কৃত্যজন্যানি জন্যানি—সকর্তৃকানি" এরূপ বলিলে উক্ত দোষ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও দোষ এই

যে, তার্কিকমতে সমস্ত জন্যবস্তুই ঈশ্বরকৃতিজন্য বলিয়া তাঁহাদের মতে আশ্রয়াসিদ্ধি হয়। এজন্য জন্যত্বকে কৃতির বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ "জন্যকৃত্যজন্য" বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃতি নিত্য বলিয়া "জন্যকৃত্য-জন্য" বলাতে আর আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হয় না। কিন্তু তার্কিকগণ এরূপ বলিতে পারেন না। কারণ, প্রথম জন্যপদের সার্থক্য তার্কিক-মতে থাকিলেও মীমাংসকমতে থাকে না। মীমাংসকগণ নিরীশ্বরবাদী বলিয়া তাঁহাদের মতে কৃতিমাত্রই জন্য, সুতরাং "কৃত্যজন্যজন্য" বলিলে মীমাংসকগণ আশ্রয়াসিদ্ধি উদ্ভাবন করিতে পারেন না। আশ্রয়াসিদ্ধি, ঈশ্বরবাদী তার্কিকগণের মতেই হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথম "জন্য" পদের দ্বারা যে আশ্রয়াসিদ্ধি-দোষের নিবারণরূপ প্রয়োজন, তাহা কেবল তার্কিক মতেই হয়, মীমাংসকমতে তাহার কোন সার্থক্য নাই। এজন্য প্রথম জন্যপদের উভয়বাদিসিদ্ধ প্রয়োজনবত্তা নাই বলিয়া ব্যর্থতা শঙ্কাতে তার্কিকগণ এই সমাধান বলিয়া থাকেন যে, **বিশেষণের সার্থক্যে প্রয়োজনবত্ত্বই অপেক্ষিত**, উভয়বাদিসিদ্ধ প্রয়োজনবত্ত্ব অপেক্ষিত নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সমাধান অদৃষ্টচর নহে।

"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণে আপত্তি।

যে সমস্ত বাদী জগৎকে সত্য বলেন, তাঁহাদের প্রতি অনুমান প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে দৃষ্টান্তসিদ্ধির জন্য শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব সাধন করিতে হইবে। আর তাহা হইলে "অসদ্‌বিলক্ষণ ব্রহ্মভিন্ন" বলিতে মিথ্যাভূত শুক্তিরজতও পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে। আর তাহা হইলে শুক্তিরজতান্তর্ভাবে সিদ্ধসাধনতাদোষ হইয়া পড়ে। এই দোষ নিবারণের জন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" বিশেষণটী পক্ষে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই শুক্তিরজতে সিদ্ধসাধনতাবারণের জন্য উক্ত বিশেষণপ্রক্ষেপ অসঙ্গত। যেহেতু "অসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি ব্রহ্মান্যৎ যৎ যৎ" অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নে সর্ব্বত্র, মিথ্যাত্বসিদ্ধি উদ্দেশ্যত্ব-

পক্ষে শুক্তিরজতে সিদ্ধসাধনতাদোষ হইতে পারে না। এরূপ স্থলে যে সিদ্ধসাধনতাদোষ হয় না, তাহা **"পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে"** এই অনুমানস্থলে দৃষ্ট আছে। যেমন ঘটত্বাবচ্ছেদে পৃথিবীতরের ভেদ সিদ্ধ থাকিলেও পৃথিবীত্বরূপ পক্ষতাবচ্ছেদাবচ্ছিন্নে সর্ব্বত্র পৃথিবীতরের ভেদরূপ সাধ্যসিদ্ধি নাই বলিয়া সিদ্ধসাধনতাদোষ হয় না। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও শুক্তিরূপ্যত্বাবচ্ছেদে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যসিদ্ধি থাকিলেও অসদ্-বিলক্ষণত্বে সতি ব্রহ্মান্যত্বাবচ্ছেদে সর্ব্বত্র বিয়দাদিপদার্থে মিথ্যাত্বরূপ-সাধ্যসিদ্ধি নাই বলিয়া **সিদ্ধসাধনতাদোষ হইতে পারে না।** সুতরাং অবাধ্যত্ব বিশেষণ ব্যর্থই হইল।

মতান্তরে উক্ত আপত্তির নিরাস।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নে যে কোন স্থলে সাধ্যসিদ্ধি যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে অংশে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃতস্থলেও পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোনও স্থলে অর্থাৎ **পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য** বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষের বারক **উক্ত বিশেষণ** দিতেই হইবে।

প্রকারান্তরে উক্ত আপত্তির নিরাস।

আবার কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, "অসদ্বিলক্ষণত্বে সতি ব্রহ্মভিন্নং সত্যং" ইহা প্রতিবাদী মাধ্ব সাধন করিবেন। তাহাতে বাদী—**অদ্বৈতবাদী শুক্তিরূপ্যে বাধ** উদ্ভাবন করিতে পারেন। আর এই জন্যই বিপ্রতিপত্তিতে **"অবাধ্যত্বে সতি"** এইরূপ ধর্ম্মীর বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

অংশতঃ বাধনিবারণার্থ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণ।

কিন্তু এস্থলে পূর্ণ বাধ না হইয়া **অংশতঃ বাধ** হইবে। যেহেতু যদ্ধর্ম্মাবচ্ছেদে যে ধর্ম্মীতে সাধ্যের সিদ্ধি করিতে হইবে, তদ্ধর্ম্মাবচ্ছেদে সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যের অভাবনিশ্চয়ই বাধ। যেমন অগ্নিত্বাবচ্ছেদে অগ্নিতে

অনুষ্ণত্বসাধনে অগ্নিত্বাবচ্ছেদে অগ্নিতে উষ্ণত্বনিশ্চয় বাধ হয়। কিন্তু অগ্নিত্বাবচ্ছেদে অনুষ্ণত্ব সাধ্য করিলে দ্রব্যত্বাবচ্ছেদে যে কোন স্থলে উষ্ণত্বনিশ্চয় বাধ হয় না। **সমানপ্রকারক অভাবনিয়শ্চই বাধ হইয়া থাকে**। আর তাহা হইলে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নে সর্ব্বত্র সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে অর্থাৎ অসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি ব্রহ্মান্যত্বাবচ্ছেদে সর্ব্বত্র প্রপঞ্চে মাধ্বকর্ত্তৃক সত্যত্বসাধনে শুক্তিরূপ্যত্বাবচ্ছেদে সত্যত্বাভাব সিদ্ধ থাকিলেও বাধ হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতস্থলে পূর্ণ বাধ হইল না। কিন্তু অংশতঃ বাধ হইতে বাধা নাই। যখন পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ধর্ম্মীতে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইবে, অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি হইবে, সেস্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ধর্ম্মীতে সাধ্যাভাবসিদ্ধি থাকিলে **অংশতঃ বাধ** হইবে। আর তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে অসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি ব্রহ্মান্যত্বরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ধর্ম্মীতে সত্যত্বসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে অসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি ব্রহ্মান্যত্বরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত শুক্তিরূপ্যে সত্যত্বাভাবসিদ্ধি আছে বলিয়া **অংশে বাধ বেদান্তী উদ্ভাবন করিতে পারেন**। এইজন্য "অবাধ্যত্বে সতি" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামানাধিকরণ্যে মিথ্যাত্বানুমান করিতে গেলে অংশতঃ সিদ্ধসাধন এবং সামানাধিকরণ্যে সত্যত্ব অনুমান করিতে গেলে অংশতঃ বাধ হয়। কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে মিথ্যাত্ব বা সত্যত্ব অনুমান করিতে গেলে অংশতঃ সিদ্ধসাধন বা অংশতঃ বাধ দোষ হয় না বলিয়া অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতিতে উক্ত "অবাধ্যত্বে সতি" বিশেষণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কেবল "অবাধ্যত্ব" বলার ফল।

আর কেবল "অবাধ্যত্বে সতি" এই মাত্র বলিলে **বেদান্তীর মতে আশ্রয়াসিদ্ধি** হয়। বেদান্তীর মতে বিশ্ব বাধ্য বলিয়া পক্ষলাভ

হইতে পারে না। এইজন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত" বলা হইয়াছে। আর তজ্জন্য বেদান্তীর মতে বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মপ্রমার দ্বারা বাধিত হইলেও তদন্যদ্বারা অবাধিত বলিয়া আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হইল না।

"অতিরিক্তাবাধ্য"রূপ নঞ্ দ্বয়ের ব্যাবৃত্তি।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, "ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যত্বে সতি" এইরূপ না বলিয়া "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" এইরূপ নঞ্ দ্বয় গর্ভিত কেন করা হইল? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নঞ্ দ্বয় প্রবেশ না করিয়া "ব্রহ্ম-প্রমাবাধ্যতে সতি" বলিলে **মাধ্বমতে আশ্রয়াসিদ্ধ** হয়। মাধ্বমতে জগৎপ্রপঞ্চ সত্য বলিয়া ব্রহ্মপ্রমাদ্বারা বাধিত হয় না। এজন্য নঞ দ্বয়ের প্রবেশ করা হইয়াছে। আর তাহাতে ফল হইল এই যে, মাধ্বমতে উক্ত বিশেষণটী সর্ব্বথা অবাধ্যেই পর্য্যবসিত হইল। আর বেদান্তীর মতে ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যরূপে পর্য্যবসিত হইল। ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য ও সর্ব্বথা অবাধ্য—এই দুইটী কথাই "প্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" এইরূপ নঞদ্বয় দ্বারা বলা হইয়াছে।

"প্রমা" পদের ব্যাবৃত্তি।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, উক্ত বিশেষণে নঞ্ দ্বয়ের প্রবেশের আবশ্যকতা থাকিলেও প্রমা বলিবার আবশ্যকতা কি? জ্ঞানমাত্র বলিলেই ত হইত? প্রমা পদ না দিয়া "ব্রহ্মজ্ঞানাতিরিক্তাবাধ্যত্বে সতি" এইরূপ বলা হইল না কেন?

ইহার উত্তর এই যে, এরূপ বলিলে **"সর্ব্বপ্রত্যয়বেদ্যেঽস্মিন্ ব্রহ্মরূপে ব্যবস্থিতে"** এই বার্ত্তিক বাক্যানুসারে "নেদং রূপ্যং, অপি তু শুক্তিঃ ইয়ম্" এই বাধজ্ঞানেরও শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়কত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানত্ব আছে। আর তদ্‌বাধ্য অতএব ব্রহ্মজ্ঞানান্যাঽবাধ্যে শুক্তিরজতে মিথ্যাত্বের সিদ্ধিই আছে বলিয়া তাহাতে মিথ্যাত্বসাধন করিলে সিদ্ধসাধন হইয়া পড়ে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর মতে শুক্তিরজতে

সিদ্ধসাধন দোষ বারণের জন্য জ্ঞানপদ না দিয়া প্রমাপদ দেওয়া হইয়াছে। শুক্তিরজতের বাধকজ্ঞান উক্তরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও তাহা ব্রহ্মপ্রমা নহে। বেদান্তবাক্যজন্য নিষ্প্রকারক ব্রহ্মজ্ঞানই বেদান্তীর মতে ব্রহ্মপ্রমা। "নেদং রজতং" এই জ্ঞান ব্রহ্মপ্রমা নহে। সুতরাং "নেদং রজতং" জ্ঞান ব্রহ্মপ্রমার অন্যই হইল। সুতরাং শুক্তিরজত ব্রহ্মপ্রমান্য-দ্বারা অবাধ্য হইল না। এইজন্য শুক্তিরজত আর বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী-কোটীতে প্রবিষ্ট হইল না বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষের অবকাশ নাই।

প্রমার লক্ষণ।

তাহার পর এস্থলে প্রমা বলিতে **"তদ্বতি তৎপ্রকারকত্ব"** রূপ প্রমা বুঝিতে হইবে না। কারণ, তাহা হইলে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান আর প্রমা হইতে পারে না। যেহেতু নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান সপ্রকারক নহে। ব্রহ্মপ্রমা নির্ব্বিকল্পক বলিয়া নিষ্প্রকারক। এজন্য ব্রহ্মত্ববতি ব্রহ্মত্ব-প্রকারক আর হইতে পারে না। এজন্য **"বিশেষ্যাবৃত্ত্যপ্রকারকত্ব"** অথবা **"অবাধিতজ্ঞানত্বই"** প্রকৃত স্থলে প্রমার লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত প্রথম লক্ষণে অর্থাৎ বিশেষ্যাবৃত্ত্যপ্রকারকত্ব লক্ষণে সবি-কল্পক প্রমাস্থলে বিশেষ্যবৃত্তি প্রকারকত্বকে গ্রহণ করিয়া আর নির্ব্বিকল্পক-স্থলে সর্ব্বথা নিষ্প্রকারকত্বকে গ্রহণ করিয়া লক্ষণ পর্য্যবসিত হইবে।

"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণের অন্যরূপ সার্থকতা।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" এইরূপ বলিলেও ত সিদ্ধসাধন দোষ হইতেছে। কারণ, "ব্রহ্ম ক্ষণিকং" এইরূপ ভ্রম ত হইতে পারে। এইরূপে ব্রহ্মে আরোপিত ক্ষণিকত্বাদি, ব্রহ্ম স্থায়ি এইরূপ ব্রহ্মপ্রমামাত্রনিবর্ত্ত্য বলিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তা-ঽবাধ্য বলিয়া **প্রাতিভাসিক ক্ষণিকত্বে সিদ্ধসাধনই** হইল। যেহেতু তাদৃশ ক্ষণিকত্ব বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিকোটিতেই প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে মিথ্যাত্ব সাধন করিলে সিদ্ধসাধন দোষই হইবে।

আর শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্যও হয় না—এইরূপ সিদ্ধান্তীর মতে বিয়দাদি প্রপঞ্চও ব্রহ্মপ্রমাণ্যবাধ্য হইতেছে বলিয়া বিয়দাদি প্রপঞ্চ আর পক্ষকোটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না ?

"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্ব" পদের প্রকৃত অর্থ।

ইহার উত্তর এই যে, এজন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি" এই বিশেষণের অর্থ **"সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্যত্বে সতি"** বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে ব্রহ্মে আরোপিত ক্ষণিকত্ব "ব্রহ্ম স্থায়ি" এইরূপ সপ্রকারক প্রমার বাধ্য বলিয়া এবং ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত ইত্যাদি বিশেষণ উক্ত প্রতিভাসিক ক্ষণিকত্বে থাকিল বলিয়া যে সিদ্ধসাধনতা দোষ, তাহা আর হইল না। যেহেতু "ব্রহ্ম স্থায়ি" ইহা সপ্রকারক জ্ঞান বলিয়া সপ্রকারক জ্ঞানদ্বারা অবাধ্য আর হইল না। সপ্রকারক যে ব্রহ্ম স্থায়ি ইত্যাকারক ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার দ্বারা বাধিতই হইল।

আর শুদ্ধ ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্য না হইলে ব্রহ্মপ্রমাই অপ্রসিদ্ধ হইতেছিল। এজন্য ব্রহ্মপ্রমাপদ পরিত্যাগ করিয়া "সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্যত্বে সতি" এইরূপ বলা হইল। বিয়দাদি প্রপঞ্চ নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্য হইল বলিয়া সপ্রকারক জ্ঞানের অবাধ্যই হইল। সুতরাং "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি" এই বিশেষণের অর্থ—"সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্যত্বে সতি" বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ কথা এই যে, "ব্রহ্মপ্রমা" শব্দদ্বারা নিষ্প্রকারক প্রমাই বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া "ব্রহ্ম স্থায়ি" এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মপ্রমাত্বই নাই, সুতরাং ব্রহ্মে আরোপিত ক্ষণিকত্বদ্বারা সিদ্ধসাধনতা বলিবার সম্ভাবনাই নাই। আর তজ্জন্য "সপ্রকারজ্ঞানাবাধ্যত্বে সতি" এইরূপ অর্থ করিবার আর প্রয়োজনও নাই, কিন্তু শুদ্ধব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্য না হইলে ব্রহ্মপ্রমাই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া **"সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্যত্বে সতি"** এইরূপ অর্থই করিতে হইবে।

"ব্রহ্মপ্রমা"পদের অর্থ বিচার।

অন্য কথা এই যে, যাঁহারা ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্য—এই দল না দিয়া "সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্য" এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা ব্রহ্মপ্রমা এই পদের অর্থ কি বলেন? ব্রহ্ম-প্রমা এই স্থলে তাহারা প্রমাশব্দদ্বারা (১) অতত্ত্বাবেদক প্রমা বলেন (২) অথবা তত্ত্বাবেদক প্রমা বলিয়া থাকেন?

ব্রহ্মপ্রমা অতত্ত্বাবেদক প্রমা নহে।

প্রথম পক্ষ (১) সমীচীন নহে। যেহেতু শুক্তিরজতেরও "নেদং রজতং" এইরূপ অতত্ত্বাবেদক প্রমাবাধ্যত্বপ্রযুক্ত অতত্ত্বাবেদক ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব শুক্তিরজতে আছে। এজন্য শুক্তিরজত ধর্ম্মি-কোটীতে প্রবিষ্টই হইতে পারিল, আর তাহা হইলে সিদ্ধসাধনতা দোষই থাকিয়া গেল।

ব্রহ্মপ্রমা তত্ত্বাবেদক প্রমা নহে।

দ্বিতীয় পক্ষও (১) সমীচীন নহে। কারণ, তত্ত্বাবেদক ব্রহ্মপ্রমাতি-রিক্তাঽবাধ্যত্ব আর ব্রহ্মে আরোপিত ক্ষণিকত্বে নাই। যেহেতু তত্ত্বা-বেদক ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত 'ব্রহ্ম স্থায়ি' এইরূপ প্রমার দ্বারা বাধিতই হইয়া থাকে। স্থতরাং অবাধ্যত্ববিশেষণদ্বারা আর ক্ষণিকত্ব পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া তাহাতে সিদ্ধসাধনতা উদ্ভাবিতই হইতে পারে না, স্থতরাং "সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্যত্বে সতি" এইরূপ বলিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শুদ্ধব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যত্বস্বীকারে বিশেষত্ব।

আর শুদ্ধব্রহ্ম বেদান্তজন্য বৃত্তিব্যাপ্যও নহে—এই মতে ব্রহ্মপ্রমাই সম্ভাবিত নহে বলিয়া তদ্‌ঘটিত বিপ্রতিপত্তিবাক্য সম্ভাবিত নহে। এই-জন্য ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত বিশেষণ পরিত্যাগ করিয়া "সপ্রকারকজ্ঞানাবাধ্যত্ব" বিশেষণ গ্রহণ করাই উচিত। এ বিষয়টী মিথ্যাত্বানুমানের অনুমান-

বাধোদ্ধার প্রসঙ্গে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে, অতএব এস্থলে আর বিস্তার করা হইল না। ইহাই হইল "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বে সতি" এই বিশেষণের সার্থক্য।

"চিদ্‌ভিন্ন" পদের অর্থ ও "সত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" বিশেষণের সার্থকতা।

চিদ্‌ভিন্ন পদের অর্থ—**ব্রহ্মভিন্ন**। এই ব্রহ্মভিন্ন বলিতে কি বুঝিতে হইবে? যদি এরূপ বলা যায় যে, (১) **ব্রহ্মপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাববান্‌ই** ব্রহ্মভিন্ন পদের অর্থ, তাহা হইলে নিঃস্বভাব যে অসদ্‌বস্তু, তাহা আর ব্রহ্মপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাববিশিষ্ট হইতে পারিল না। কারণ, অন্যোন্যাভাব তাহার ধর্ম্মীর স্বরূপ বলিয়া অসদ্‌বস্তু অন্যোন্যাভাবের ধর্ম্মী হইতে পারে না। হইলে আর অসদ্ বস্তু নিঃস্বভাব হয় না। সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাববৎ "অসৎ" আর হইল না। আর তজ্জন্য অসতে বাধদোষেরও প্রসক্তি হইল না। সুতরাং "সত্বেন প্রতীত্যর্হং" অর্থাৎ "অসদ্‌বিলক্ষণং" পদদ্বারা অসদ্‌ব্যাবর্ত্তন নিরর্থক। অতএব এই "অসদ্‌বিলক্ষণং" বা "সত্বেন প্রতীত্যর্হং" বিশেষণটী **ব্যর্থ** হইয়া পড়িল।

আর (২) যদি অন্যোন্যাভাবকে তাহার **প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবস্বরূপ** অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্যরূপ বলা হয়, যেমন ঘটভেদ ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে চিদ্‌ভিন্ন পদের অর্থ—ব্রহ্মত্বাত্যন্তাভাববত্ত্ব হইল। আর তাহা হইলে নির্ধর্ম্মকব্রহ্মেও ব্রহ্মত্বাত্যন্তাভাব আছে বলিয়া ব্রহ্ম 'পক্ষ' হইল, আর তাহাতে মিথ্যাত্বানুমান করিতে যাইলে **বাধ** হইবে। অতএব চিদ্‌ভিন্ন পদের দ্বারা ব্রহ্মও ধর্ম্মী হইয়া পড়িল।

আর যদি বলা যায় যে, ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে যেমন ব্রহ্মত্ব ধর্ম্ম নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বধর্ম্মও নাই। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, **'ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক'** পদের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম ভাবরূপ

ধর্ম্মেরই অধিকরণ নহেন, **কিন্তু অভাবরূপ ধর্ম্মের অধিকরণ** হইতে আপত্তি নাই। যেহেতু **মণ্ডনমিশ্র** বলিয়াছেন যে, অভাবরূপ ধর্ম্ম অদ্বৈতের বিঘাতক নহে। "**অভাবরূপা ধর্ম্মা নাদ্বৈতং ঘ্নন্তি**" ইহাই তাঁহার উক্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চিদ্‌ভিন্ন পদের অর্থ উভয় মতেই দোষদুষ্ট। অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবপক্ষেও দোষ এবং অত্যন্তাভাব-পক্ষেও দোষ হইল।

"চিদ্ভিন্ন" পদের উক্ত অর্থে বাধ ও ব্যর্থতাদোষ নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, **দ্বিতীয় পক্ষ (২) অঙ্গীকারে কোন দোষ নাই**। বলা হইয়াছিল যে, বাধ দোষ হইবে, তাহাও কিন্তু হয় না। কারণ, মায়াকল্পিত ব্রহ্মত্ব ব্রহ্মে আছে বলিয়া তাহার অত্যন্তাভাব ব্রহ্মে নাই। সুতরাং ব্রহ্মত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাববত্ত্ব ব্রহ্মে নাই বলিয়া ব্রহ্ম পক্ষবহির্ভূত হইল, সুতরাং **বাধের প্রসক্তি থাকিল না**।

তদ্রূপ অন্যোন্যাভাবরূপ **প্রথম পক্ষও (১) উপপাদান করা যাইতে পারে।** কারণ, ব্রহ্মভেদ দ্বৈতবাদীর মতে ধর্ম্মীর স্বরূপ হইলেও সিদ্ধান্তীর মতে ধর্ম্মীর স্বরূপ নহে বলিয়া অসদ্‌বস্তুও ব্রহ্মভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং অসতে বাধবারণের জন্য "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং" **বিশেষণ সার্থক** বটে।

"চিদ্‌ভিন্ন" পদের অন্যরূপ অর্থদ্বয়।

অথবা চিদ্‌ভিন্নত্ব পদের অর্থ—**ব্রহ্মবিলক্ষণত্ব।** আর বিরুদ্ধধর্ম্ম-যোগিত্বই বৈলক্ষণ্য, তাহা অসতে সম্ভাবিতই বটে। কারণ, নিষেধবুদ্ধি-বিষয়ত্বাদিরূপ ব্রহ্মবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অসতে আছে। সুতরাং অসতের ধর্ম্মিত্ব-প্রসক্তিবারক বিশেষণ যে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" তাহা সার্থকই হইল।

অথবা চিদ্‌ভিন্ন পদের অর্থ— **চিৎ ভিন্ন যাহা হইতে।** এরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া অসতেরও প্রাপ্তি হইতে পারে, আর তাহাতে বাধ-বারণের জন্য "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং" বিশেষণ সার্থক হইল। এই ব্যাখ্যাতে

অসৎ প্রতিযোগী হইল এবং ব্রহ্ম অনুযোগী অর্থাৎ ধর্ম্মী হইল। কিন্তু "চিৎ হইতে ভিন্ন" এইরূপ পূর্ব্ব ব্যাখ্যাতে অসৎ ভেদের অনুযোগী বা ধর্ম্মী হইয়াছিল এবং ব্রহ্ম প্রতিযোগী হইয়াছিল। এস্থলে তাহার বিপরীত বলা হইল। আর অনুযোগিত্ব বা ধর্ম্মিত্ব অসতে থাকিতে না পারিলেও প্রতিযোগিত্বাদি ধর্ম্ম অসতে থাকিতে কোন বাধা নাই। রূপরসাদি ধর্ম্ম যেমন ধর্ম্মীর সত্তাকে অপেক্ষা করে, প্রতিযোগিত্বাদি ধর্ম্ম তদ্রূপ ধর্ম্মীর সত্তাকে অপেক্ষা করে না। ইহাই হইল চিদ্‌ভিন্ন পদের অর্থ।

"সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" বিশেষণের সার্থকতা।

এখন "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" এই বিশেষণটী কেন প্রদত্ত হইল তাহা দেখা যাউক। এই বিশেষণটী **অসৎ** বা **অলীকে বাধবারণের জন্য** প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা না দিলে অসৎ বা অলীকবস্তুও পক্ষতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মাক্রান্ত হইত, আর তাহাতে মিথ্যাত্বানুমিতি করিতে গেলে **বাধ** হইত। কারণ, অসদ্‌বস্তু মিথ্যা নহে। অসদ্‌বস্তু বিকল্পবৃত্তির বিষয় হইলেও সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না, অর্থাৎ সদ্রূপে প্রতীত হয় না। সুতরাং অসতে বাধবারণের জন্য উক্ত বিশেষণ সার্থক হইল।

অসতের পক্ষত্বে শঙ্কা।

কেহ কেহ বলেন যে, **অসতের পক্ষত্বই** সম্ভাবিত নহে; কারণ, অসতে পক্ষত্বস্বীকার করিলে অসতের সবিশেষত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে অসত্ত্বই ব্যাহত হয়। সবিশেষ অথচ অসৎ— ইহা ব্যাহত। আর এই ব্যাঘাতবশতঃ অসতে পক্ষত্বশঙ্কার উদয়ই হইতে পারে না। যেহেতু **"শঙ্কা ব্যাঘাতাবধি"** ইহা **উদয়নাচার্য্য** বলিয়াছেন।

অসতের পক্ষত্বশঙ্কার সমাধান।

আর 'অসতের পক্ষত্বশঙ্কাই হইতে পারে না, যেহেতু ব্যাঘাত হয়' —এরূপ যে বলা হইয়াছিল তাহা অসঙ্গত। কারণ "বন্ধ্যাসুতো ন বক্তা,

অচেতনত্বাৎ, ঘটবৎ” এই অনুমানে বন্ধ্যাসুতের পক্ষত্ব দেখা যায়। আর **আনন্দবোধকৃত** ন্যায়দীপাবলী গ্রন্থে এই অনুমানের সদনুমানত্বই স্বীকার করা হইয়াছে।

আর এই পক্ষত্ব যদি ‘সিষাধয়িষিত সাধ্যসন্দেহবত্ত্ব’ অথবা ‘সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাব’ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই অসতের পক্ষত্ব হইতে বাধা নাই। যেমন ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব এবং প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বাদি ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সত্ত্বনিরপেক্ষ, তদ্রূপ উক্ত পক্ষত্বও ধর্ম্মীর সত্ত্বনিরপেক্ষ। ধর্ম্মীর সত্তা থাকিলে ধ্বংস ও প্রাগভাব হইতেই পারে না।

আর “ধর্ম্মী সৎ না হইলে ধর্ম্ম সৎ হয় না”—এই যে নিয়ম, তাহা সেই স্থলেই বুঝিতে হইবে, যেস্থলে ধর্ম্মীর সত্ত্বসাপেক্ষ ধর্ম্মের সত্ত্ব, অন্যত্র নহে। যেমন রূপরসাদি ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সত্ত্বসাপেক্ষ হয়, এস্থলে সেরূপ নহে। ইহাই হইল “সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব” বিশেষণের ব্যাবৃত্তি।

“সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব” বিশেষণের সার্থক্যে শঙ্কা।

আরও কথা এই যে, চিদ্‌ভিন্ন বিশেষণদ্বারাই অসতের পক্ষত্বব্যাবৃত্তি হইতেছে বলিয়া অসতে পক্ষত্বের প্রসক্তিই হইল না। সুতরাং অসতের পক্ষত্বনিবারক উক্ত “সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব” বিশেষণের সার্থক্য কিরূপে হইল? চিদ্‌ভিন্নত্ব পদের অর্থ—চিৎপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবাধিকরণত্ব। এই অভাবের অধিকরণত্ব অসতে থাকিতে পারে না। যেহেতু অসৎ—ভাব বা অভাবের অধিকরণ নহে।

উক্ত শঙ্কার সমাধান।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অসদ্‌বস্তু যদি ব্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদের অনধিকরণ হয়, তবে অসদ্‌বস্তু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িবে। আর চিদ্‌ভিন্নত্ব—চিৎপ্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণত্ব নহে, কিন্তু চিৎপ্রতিযোগিকভেদসম্বন্ধরূপ। সুতরাং **চিদ্‌ভিন্ন পদদ্বারা অসতেরও গ্রহণ** হইতে পারিল। অসতে অধিকরণতা না

থাকিলেও তাহাতে চিৎপ্রতিযোগিক-ভেদসম্বন্ধ থাকিতে বাধা নাই। অসৎ শশবিষাণ ব্রহ্মভিন্ন—এইরূপ বিশিষ্টপ্রতীতি আছে বলিয়া বিশিষ্ট প্রতীতির অনুরোধে বিশিষ্টপ্রতীতির নিয়ামক সম্বন্ধও বলিতে হইবে। আর উক্ত সম্বন্ধ ব্রহ্মপ্রতিযোগিক ভেদকেই বলিতে হইবে। যেরূপ "ধ্বস্ত-ঘটো জ্ঞাতঃ" এই অবাধিত বিশিষ্টপ্রতীতির দ্বারা ধ্বস্তঘটে ধ্বংসের প্রতিযোগিত্ব ও জ্ঞানের বিষয়ত্বসম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত স্থলেও হইবে। ধ্বস্ত ঘট অবিদ্যমান বলিয়া তাহাতে অধিকরণত্বাদি না থাকিলেও সম্বন্ধমাত্র স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা বিশিষ্ট বুদ্ধিই হইবে না। সুতরাং চিৎপ্রতিযোগিক ভেদসম্বন্ধ অসতে আছে বলিয়া তাহার পক্ষত্ব প্রসক্ত হইয়াছিল, আর তদ্বারক "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" বিশেষণ সার্থক হইল।

সিদ্ধান্তীর সহিত তার্কিক ও মাধ্বাদির বিপ্রতিপত্তিতে আপত্তি।

এখন এই বিপ্রতিপত্তি—(১) অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তীর সহিত তার্কিকের ? কিংবা (২) অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তীর সহিত দ্বৈতসত্যত্ববাদী-মাধ্বাদির ? অথবা (৩) অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তীর সহিত মাধ্ব ও তার্কিকের উভয়ের মধ্যে ?

কিন্তু ইহা (১) অদ্বৈতবাদীর সহিত তার্কিকের হইতে পারে না। যেহেতু তার্কিকমতে আপণস্থ রজতাতিরিক্ত শুক্তিরজত নাই বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ অসম্ভাবিত। সুতরাং তদ্বারক ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত অবাধ্যত্ব বিশেষণ অনাবশ্যক। তার্কিকমতে শুক্তিরূপ্যজ্ঞানেরই ভ্রমত্ব-জ্ঞাপনের জন্য রজতজ্ঞানে ভ্রমত্বজ্ঞাপনরূপ বাধবিষয়তা স্বীকার করা হয়। কিন্তু রজত বাধ্য নহে। এজন্য উক্ত বিশেষণদ্বারা শুক্তি-রজতের ব্যাবৃত্তি হইতে পারিল না। অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তিরজতে সিদ্ধসাধনতা হইলেও নিজের মতে নিজের সিদ্ধসাধনতা দোষ উদ্‌ভাবন সম্ভাবিত নহে। যেহেতু তিনি নিজেই সাধ্য নির্দ্দেশকর্ত্তা।

মাধ্বপক্ষেও (২) সম্ভাবিত নহে, যেহেতু তাহাদের মতে শুক্তিরূপ্য অলীক বা অসৎ বলিয়া 'সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব' এই বিশেষণদ্বারাই শুক্তি-রূপ্যের ব্যবচ্ছেদ সিদ্ধ আছে ; আর তজ্জন্য বিশেষণান্তর গ্রহণ নিরর্থক।

আর এজন্য (৩) তৃতীয় পক্ষও সমীচীন নহে। যেহেতু এই পক্ষে পূর্ব্বের উভয় দোষই থাকিবে। অতএব এই বিপ্রতিপত্তিই সম্ভব নহে।

উক্ত আপত্তির সমাধান।

কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। কারণ, মাধ্ব ও তার্কিকের সহিত অদ্বৈত-বাদীর বিপ্রতিপত্তি—এই তৃতীয়পক্ষ সমীচীন বলা যাইতে পারে। যেহেতু **ভট্টভাস্কর**প্রভৃতি দ্বৈতসত্যত্ববাদীর মতে শুক্তিরূপ্য তৎকালে উৎপন্ন হয় এবং যেস্থলে উৎপন্ন হয়—সেইস্থলে তাহা সৎই বটে। এই-রূপ শুক্তিরজতকে সৎ বলা হইলেও ঘটাদি ব্যাবহারিক পদার্থের সহিত তৎকালোৎপন্ন রজতের বৈলক্ষণ্য তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিয়া থাকেন ; নতুবা ভ্রমপ্রমাবিভাগ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই রজত সৎ হইলেও তাহা ঘটাদি হইতে বিলক্ষণ, তাহা তাহাদিগকে বলিতেই হইবে। এজন্য শুক্তিরজতকে পক্ষ হইতে বহির্ভূত রাখা আবশ্যক। অন্যথা সিদ্ধসাধন হয়। 'অবাধ্যত্বে সতি' এই বিশেষণ না দিলে ভট্টভাস্করাদির মতে শুক্তিরজতের পক্ষবহির্ভাব সিদ্ধ হয় না। তার্কিক ও অদ্বৈতবাদীর মতে উক্ত বিশেষণের ব্যাবৃত্তি প্রসিদ্ধি না থাকিলেও তাহা উপরঞ্জক বিশেষণ হইতে পারে। উক্ত বিশেষণদ্বারা উপরক্ত পক্ষরূপ ধর্ম্মীতে সাধ্যানুমিতিই এস্থলে প্রয়োজন। এইরূপে সর্ব্বমতেই উক্ত "অবাধ্যত্বে সতি" বিশেষণের সপ্রয়োজনত্ব রক্ষিত হইল। **বিশেষণ** সর্ব্বত্র ব্যাবর্ত্তক না হইয়া **উপরঞ্জকও হইতে পারে,** তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষণের প্রয়োজন থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা যে সর্ব্বমতসিদ্ধ হইবে তাহার আবশ্যকতা নাই। যেমন "জন্যকৃত্য-জন্যং" ইত্যাদি স্থলে প্রথম 'জন্য' বিশেষণটী উপরঞ্জক হইয়া থাকে।

"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং" পদের ব্যাখ্যা।

এখন উক্ত "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা" বিপ্রতিপত্তিতে ভাবকোটী সিদ্ধান্তীর ও অভাবকোটী দ্বৈতসত্যত্ববাদীর। এই কোটীদ্বয়—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব, এবং তদভাব। ভাবকোটীর অর্থ এই যে, "**প্রতিপন্নোপাধৌ**" অর্থাৎ যাহার যাহা অধিষ্ঠানরূপে প্রতিপন্ন তাহাতে। যেমন মিথ্যাত্বে অভিমত যে বস্তু, যথা—ঘটপটাদি, তাহার সম্বন্ধিরূপে প্রতিপন্ন অর্থাৎ জ্ঞাত সমস্ত ধর্ম্মী ভূতলাদিতে যে ত্রৈকালিক নিষেধ, অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তুতে আছে। সুতরাং ফল হইল এই যে, মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তুর সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত যে সমস্ত ধর্ম্মী, সেই সমস্ত ধর্ম্মীতে যে সর্ব্বদা বিদ্যমান অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্ব মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তুতে আছে। অর্থাৎ মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তু উক্ত ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইবে। এস্থলে তুচ্ছে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "প্রতিপন্নোপাধৌ" এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে। তুচ্ছে উক্তরূপ প্রতিপন্ন উপাধি সম্ভাবিত নহে।

দৃষ্টান্তের দ্বারা মিথ্যাত্বের লক্ষণপরিষ্কার।

যেমন ভ্রমে ভাসমান রজতের আশ্রয়ত্বে প্রসিদ্ধ যত ধর্ম্মী যে শুক্তি ও হট্টাদি, সেই সমস্ত শুক্তিপ্রভৃতি ধর্ম্মীতে, ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী রজত হইয়া থাকে। সেই প্রতিযোগিত্বই হইল **মিথ্যাত্ব**। এস্থলে মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তুটী যে সম্বন্ধে এবং যেরূপে যে ধর্ম্মীতে সম্বন্ধরূপে জ্ঞাত হইবে, সেই ধর্ম্মীতে সেই সম্বন্ধে এবং সেইরূপে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে। যে সম্বন্ধে যে রূপে যদবচ্ছেদে যে বস্তু যে স্থলে আছে বলিয়া বোধ হয়—সেই সেই স্থলে সেই সম্বন্ধে সেইরূপে সেই অবচ্ছেদে সে বস্তু তিনকালেই যে না-থাকা তাহাই **মিথ্যাত্ব**।

বস্তুতঃ এরূপ না বলিলে সম্বন্ধান্তরে রূপান্তরে ও অবচ্ছেদকান্তরে উক্ত ত্রৈকালিক অভাবের প্রতিযোগিত্ব ঘটপটাদিতে দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণ স্বীকার করেন বলিয়া **সিদ্ধসাধনতা** দোষ হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহা অদ্বৈতবাদিগণ সিদ্ধ করিতেছেন, তাহাই দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন—এইরূপ হইয়া যায়। (ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাবৃত্তি ১২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ব্যাখ্যান্তর্গত "সমস্ত ধর্ম্মীতে" পদের অর্থ।

এস্থলে ব্যাখ্যাকালে যে 'সমস্ত ধর্ম্মীতে' বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, 'সমস্ত ধর্ম্মীতে' না বলিলে রজততাদাত্ম্যরূপে জ্ঞায়মান যে শুক্ত্যাদি, তাহাতে যে অভাব, তাহার রজতত্ব-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিত্ব, তাহা যেমন প্রাতিভাসিক রজতে আছে, সেইরূপ ব্যাবহারিক রজতেও আছে বলিয়া সিদ্ধসাধন দোষ হইয়া পড়ে। ব্যাবহারিক রজতকেও গ্রহণের জন্যই 'সমস্ত ধর্ম্মীতে' বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক রজতও যখন স্বসম্বন্ধিনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী হইবে, তখন আর তাহাতে দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণ সত্যত্ব স্বীকার করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যান্তর্গত "ত্রৈকালিক" পদের ব্যাবৃত্তি।

কালিক অব্যাপ্যবৃত্তি অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়া অর্থান্তরতা দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া অভাবের বিশেষণ **ত্রৈকালিক** দেওয়া হইয়াছে। কালিক অব্যাপ্যবৃত্তি যে অত্যন্তাভাব তাহা ত্রৈকালিক অত্যন্তাভাব নহে।

"নিষেধ"পদের অর্থ ও "ত্রৈকালিক"পদের ব্যর্থতাশঙ্কা।

এস্থলে নিষেধ পদের অর্থ যদি—প্রাগভাব, ধ্বংস অথবা অন্যোন্যা-ভাব হয়, তাহা হইলে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদিতে ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তুর প্রাগভাব, ধ্বংস বা অন্যোন্যাভাব আছে বলিয়া তাদৃশ নিষেধের

প্রতিযোগিত্ব ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তুতে থাকিতে পারে—ইহা দ্বৈতসত্যত্ববাদীরও অভিমত। আর ইহাই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে সত্যত্বের অবিরোধী হইল বলিয়া **মিথ্যাত্বের পারিভাষিকত্বপ্রসঙ্গ** হইয়া পড়ে। সুতরাং দ্বৈতসত্যত্ববাদীর মতে সিদ্ধসাধনতা হইল। আর 'নিষেধ' পদের দ্বারা প্রাগভাব বলিলে অনাদি অবিদ্যাদি বস্তুতে বাধপ্রসঙ্গও হয়। যেহেতু অবিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মে অবিদ্যার প্রাগভাব সম্ভাবিত নহে। এজন্য 'নিষেধ' পদের অর্থ—অত্যন্তাভাব বলিতে হইবে, আর তাহা হইলে **ত্রৈকালিক পদ ব্যর্থ** হইয়া পড়িল। যেহেতু **অত্যন্তাভাব মাত্রই ত্রৈকালিক।**

আশঙ্কার উত্তর—"ত্রৈকালিক" পদের অর্থ।

এজন্য কেহ কেহ বলেন যে, ত্রৈকালিক ও নিষেধ—এই দুইটী পদ পৃথক্ পৃথক্ অর্থকে বুঝায় না। কিন্তু 'ত্রৈকালিক নিষেধ' এই সমুদায় শব্দটী অখণ্ড বৃত্তিদ্বারা অত্যন্তাভাবকে বুঝাইয়া থাকে। 'নিষেধ' পদের অর্থ 'অত্যন্তাভাব' নহে, কিন্তু 'ত্রৈকালিক নিষেধ' পদের অর্থই 'অত্যন্তাভাব'। 'ত্রৈলিক নিষেধ' সমুদায়ে এক অখণ্ড বৃত্তি আছে বলিয়া ত্রৈকালিক পদের পৃথক্ সার্থক্যে কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

আর কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, 'নিষেধ' পদের অর্থ—সংসর্গাভাব, আর 'ত্রৈকালিক' পদ তাহার বিশেষণ; সুতরাং ত্রৈকালিক সংসর্গাভাবের অর্থই অত্যন্তাভাব। আর 'ত্রৈকালিক নিষেধ' পদ যখন অত্যন্তাভাবপর হইল, তখন আর অন্যোন্যাভাবকে লইয়া সিদ্ধসাধনতা দোষের অবকাশ থাকিল না।

'প্রতিপন্ন' পদের ব্যাবৃত্তি।

এখন প্রতিপন্ন পদ না দিলে যে-কোন উপাধিতে ঘটাদির অত্যন্তাভাব স্বীকার করা যায় বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া পড়ে। এজন্য **প্রতিপন্ন উপাধি** বলা হইল। অর্থাৎ যেস্থলে যাহা প্রতীত নহে,

সেস্থলে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিলেও প্রতীতস্থলে তাহার অত্যন্তাভাব সিদ্ধ নাই বলিয়া সিদ্ধসাধনতা হইল না।

"প্রতিপন্ন"পদের অর্থ।

এখন এই প্রতিপন্নের অর্থ যদি প্রমার দ্বারা প্রতিপন্ন বলা যায়, তাহা হইলে **বিরোধ** দোষ হয়; কারণ, যাহাতে 'যদ্বত্তা' প্রমার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না।

আর ভ্রমদ্বারা প্রতিপন্ন বলিতে গেলে **সিদ্ধসাধন** হয়। যেহেতু যাহাতে যে বস্তু ভ্রমদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে তাহার অত্যন্তাভাবও আছে, ইহা তত্ত্ববাদীও স্বীকার করেন। এজন্য **ভ্রমপ্রমা-সাধারণ প্রতীতত্বমাত্র 'প্রতিপন্ন' পদের অর্থ।**

প্রতিপন্নোপাধিতে 'যাবত্ত্ব' বিশেষণ দেয়।

তাহার পর প্রতিপন্ন উপাধিতে 'যাবত্ত্ব' বিশেষণ দিতে হইবে। অর্থাৎ 'যাবৎ প্রতিপন্ন উপাধি' বলিতে হইবে। 'যাবৎ প্রতিপন্ন উপাধি' না বলিয়া 'যে কোন প্রতিপন্ন উপাধি' বলিলে ভ্রমপ্রতিপন্ন অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব লইয়া আবার **সিদ্ধসাধন** দোষ হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে অর্থ হইল এই যে, **স্বাধিকরণাভিমত যাবন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব।**

মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রথম আপত্তি ও উত্তর।

কিন্তু কেবলান্বয়ী অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে গগন, সেই গগনাদিতে **সিদ্ধসাধন** দোষ হয়। যেহেতু সর্বত্রই গগনের অত্যন্তাভাব আছে। গগনের অত্যন্তাভাব কেবলান্বয়ী। যেহেতু গগন অবৃত্তি পদার্থ।

এখন এ দোষবারণজন্য যদি বলা হয় যে, 'যে অধিকরণে যাহা **সৎ** অর্থাৎ বিদ্যমান, সেই অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**'। তাহা হইলে গগন কোন অধিকরণে বিদ্যমান নহে বলিয়া তাহাতে আর সিদ্ধসাধন হইল না।

মিথ্যাত্বলক্ষণে দ্বিতীয় আপত্তি ও উত্তর।

কিন্তু তাহা হইলেও ত তাহাতে **বিরোধ** দোষ হয়। কারণ, যে অধিকরণে যাহা বিদ্যমান, সে অধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না।

তাহা হইলে যে অধিকরণে যাহা বিদ্যমানরূপে **প্রতীত** তাহার অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**—এইরূপ বলিলে উক্ত দোষের পরিহার হয়।

মিথ্যাত্বলক্ষণে তৃতীয় আপত্তি ও উত্তর।

যদি বলা যায়—সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ ভূতলাদিতে সমবায় সম্বন্ধে ঘটের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া ঘটাদির **সিদ্ধসাধনতা** দোষ হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে 'যে সম্বন্ধে যে যাহার অধিকরণ সেই সম্বন্ধে তাহার অধিকরণে যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**' বলিতে হইবে।

মিথ্যাত্বলক্ষণে চতুর্থ আপত্তি ও উত্তর।

যদি বলা হয় অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিতে পুনর্ব্বার **সিদ্ধসাধনতা** দোষ হয়। যেহেতু সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু। ইহা যে সম্বন্ধে যে অধিকরণে থাকে, সেই সম্বন্ধেই ইহার তথায় অত্যন্তাভাবও থাকে।

তাহা হইলে এই দোষবারণের জন্য বলিতে হইবে যে, 'যে সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদে যাহা যে অধিকরণে প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে তন্নিষ্ঠ অত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**'। আর আকাশাদিবস্তুরও সংযোগাদি সম্বন্ধে বৃত্তিতা আছে স্বীকার করিয়া গগনাদির অত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিত্ব মিথ্যাত্ব বলিয়া লক্ষণসমন্বয় করিব। ইহাতে আর কোন দোষ হইবে না। ইহাই হইল 'প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বের' অর্থ।

"পারমার্থিকত্বাকারে তাদৃশমিথ্যাত্ব" পদের অর্থ।

এখন প্রতিপন্নোপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্ব সাধন-দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসাধন করিলে প্রপঞ্চের অত্যন্ত অসত্ব হইয়া পড়ে। যেহেতু যেরূপে যদবচ্ছেদে যে সম্বন্ধে যে যাহাতে সম্বদ্ধ, সেইরূপে সেই অবচ্ছেদে সেই সম্বন্ধে সেইস্থলে তাহার অভাব বলিলে তাহা আর কোন স্থলেই থাকে না, সুতরাং তাহা শশবিষাণাদির ন্যায় অসৎই হইয়া পড়ে। শশবিষাণাদি কোন স্থলেই থাকে না। অসৎ ও মিথ্যা সমান হইল। ইহাদের মধ্যে আর কোন ভেদই থাকিল না।

এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের জন্য "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ"—এই ন্যায়ে তাঁহাদের মতানুসারে সাধ্যান্তর নির্দ্দেশ করিয়া মূলকার 'পারমার্থিকত্বাকারেণ' বলিয়াছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণে প্রদত্ত হইবে। এই পারমার্থিকত্বাকার প্রতিযোগিতার বিশেষণ। অর্থাৎ ইহা উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। ইহাতে অসদ্‌বিলক্ষণ যে ব্যাবহারিকস্বরূপ, তাহার উপমর্দ্দন না করিয়া পারমার্থিকত্বরূপে ব্যাবহারিক বস্তুর অভাবকে সাধ্য করা হইল। সুতরাং ফল হইল এই যে, এক্ষণে মিথ্যাত্ব আর 'যে সম্বন্ধে যেরূপে যদবচ্ছেদে যাহা যেখানে থাকে, সেই সম্বন্ধে সেইরূপে সেই অবচ্ছেদে তাহা সেখানে না থাকা' হইল না, কিন্তু 'যে সম্বন্ধে যদবচ্ছেদে যে স্থানে যাহা যেরূপে থাকে, সেই সম্বন্ধে সেই অবচ্ছেদে সেই স্থানে পারমার্থিকরূপে তাহার না থাকাই' **মিথ্যাত্ব** হইল। অর্থাৎ ঘটাদি বস্তু ব্যাবহারিকরূপে থাকিলেও পারমার্থিকরূপে নাই সুতরাং মিথ্যা। ইহাই উক্ত "পার-মার্থিকত্বাকারেণ" এই বিশেষণ দিবার ফল। ইহাতে উক্ত প্রথম প্রকার মিথ্যাত্বলক্ষণে যে বিরোধ হইতেছিল, তাহা আর থাকিল না।

ইহাই হইল মিথ্যাত্বানুমানে সামান্যাকার বিপ্রতিপত্তি ও টীকাদিতে উক্ত তাহার ঘটক প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি।১১

সামান্যাকার বিপ্রতিপত্তিবাক্যঘটক পদের ব্যাবৃত্তি।

১২। অত্র চ পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন সাধ্য-সিদ্ধেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ "পক্ষৈকদেশে সাধ্যসিদ্ধৌ অপি সিদ্ধ-সাধনতা" ইতিমতে শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধনবারণায় ব্রহ্ম-জ্ঞানেতরাবাধ্যত্বং পক্ষবিশেষণম্। ১২। যদি পুনঃ পক্ষতা-বচ্ছেদকাবচ্ছেদেনৈব সাধ্যসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা, তদা একদেশে সাধ্যসিদ্ধৌ অপি সিদ্ধসাধনাভাবাৎ তদ্‌বারকং বিশেষণম্ অনুপাদেয়ম্। ১৩। ইতরবিশেষণদ্বয়ং তু তুচ্ছে ব্রহ্মণি চ বাধবারণায় আদরণীয়মেব। ১৪ (৯৫পৃঃ—১৪৭পৃঃ)

অনুবাদ।

১২। দ্বৈতমাত্রের মিথ্যাত্বানুমানে যেরূপ বিপ্রতিপত্তি অনুকূল হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই বিপ্রতিপত্তিবাক্য দ্বারা যে ধর্ম্মী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত দ্বৈতপক্ষক মিথ্যাত্ব-অনুমানে পক্ষ, আর তাহাই এস্থলে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং, চিদ্ভিন্নম্"—এই মাত্র, এবং বিপ্রতিপত্তিতে যাহা ধর্ম্মীর বিশেষণরূপে প্রতীত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতানুমানে পক্ষের বিশেষণ, অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া বুঝিতে হইবে—ইহা বলিয়া মূলকার বিপ্রতিপত্তিতে ধর্ম্মীর বিশেষণরূপে কথিত যে ব্রহ্মপ্রমাতি-রিক্তাবাধ্যত্ব, সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব এবং চিদ্ভিন্নত্ব, তাহাদের প্রকৃতানুমানে সার্থকতা প্রদর্শনার্থ প্রথমতঃ **ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্ব এই বিশেষণটীর সার্থকতা** প্রদর্শন করিতেছেন—**"অত্র চ"** ইত্যাদি।

১২। **অক্ষরার্থ**—আর এস্থলে পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সাধ্যের সিদ্ধি উদ্দেশ্য বলিয়া, 'পক্ষের একদেশে সাধ্য সিদ্ধ থাকিলেও সিদ্ধসাধনতা হয়'—এই মতে শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধনতাবারণের জন্য

ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বটী পক্ষের বিশেষণ। ১৩। আর যদি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেই সাধ্যের সিদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পক্ষের একদেশে সাধ্য সিদ্ধ থাকিলেও সিদ্ধসাধনতা হয় না বলিয়া সিদ্ধসাধনতা-বারক বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন।১৪। অপর বিশেষণ তুইটী তুচ্ছে এবং ব্রহ্মে বাধবারণের জন্য গ্রহণ করিতেই হইবে।

ইহার **বিশদ** অর্থ—এই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মীতে "ব্রহ্মজ্ঞানেতরাঽবাধ্যত্বং"টী বিশেষণ। অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মীতে এই বিশেষণটী যোগ করা হইয়াছে। কেন যোগ করা হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—**"শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধনবারণায়"** অর্থাৎ শুক্তিরজতে সিদ্ধসাধনতা দোষ বারণ করিবার জন্য। অর্থাৎ এই বিশেষণটী না দিয়া কেবল মাত্র "সত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং" এই মাত্র পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে মিথ্যাত্ব অনুমান করিলে শুক্তিরজতাদিতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়—যেহেতু শুক্তিরজত প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তু মিথ্যা হইলেও "শুক্তিরজত সৎ" এইরূপ সৎ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আর তাহা চিদ্ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নও বটে। সুতরাং প্রকৃত অনুমানের পক্ষকোটিতে মিথ্যা শুক্তিরজতও প্রবিষ্ট হইল। আর তাহাতে মিথ্যাত্বানুমান করিলে সিদ্ধান্তীর মতে সিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে।

"সত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং" এইরূপ 'পক্ষ' প্রকৃত অনুমানে হইলে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি ও ব্রহ্মভিন্নবস্তুমাত্রই 'পক্ষ' হইল। অর্থাৎ মিথ্যা শুক্তিরজতাদি যেমন পক্ষের অন্তর্গত হইল, সেইরূপ ব্যাবহারিক ঘটপটাদি প্রপঞ্চও পক্ষ হইল। সুতরাং প্রাতিভাসিকব্যাবহারিকসাধারণ প্রপঞ্চই পক্ষ হইল। এই পক্ষের একাংশ যে মিথ্যা শুক্তিরজত, তাহাতে মিথ্যাত্ব অনুমান করিলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় বটে, কিন্তু পক্ষের অপর অংশ যে ব্যাবহারিক ঘটপটাদি, তাহাতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় না। কারণ, তাহা মিথ্যারূপে বাদিপ্রতিবাদীর অঙ্গীকৃত

নহে। বাদী যে সিদ্ধান্তী তিনি মিথ্যা স্বীকার করিলেও, প্রতিবাদী মাধ্ব, ঘটপটাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের সত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এজন্য 'সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং মিথ্যা' এইরূপ অনুমান করিলে সর্ব্বথা সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় না—পক্ষের একদেশে সিদ্ধসাধনতা হইলেও অপরাংশে সিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা নাই। এজন্য বলিতেছেন **"পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন ইতি মতে"** ইত্যাদি।

পক্ষতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণ সাধ্যের সিদ্ধি যে অনুমিতির উদ্দেশ্য হয়, তাদৃশ অনুমিতিতে সিদ্ধিমাত্রই বিরোধী। অর্থাৎ সিদ্ধিমাত্রই অনুমিতির প্রতিবন্ধক। ইহাই নবীন তার্কিকগণের মত। মূলগ্রন্থে যে **"মতে"** এই কথাটী বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ নবীন তার্কিকগণের মতে। ১২

১৩। আর যদি "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং" এইরূপ পক্ষনির্দ্দেশ করিয়া পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাক্রান্ত যাবৎ পক্ষে মিথ্যাত্বের সিদ্ধি অনুমানের উদ্দেশ্য হয়, তবে পক্ষের এক দেশে অর্থাৎ মিথ্যা শুক্তিরজতাদিরূপ প্রাতিভাসিক বস্তুতে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধান্তীর মতে সিদ্ধ থাকিলেও সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় না। আর এজন্য শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তুকে পক্ষ হইতে বাদ দিবার জন্য ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্ব এই বিশেষণটী পক্ষে যোগ করিবার আবশ্যকতা নাই।১৩

১৪। পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ধর্ম্মীতে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যসিদ্ধি অনুমানের উদ্দেশ্য হইলে অর্থাৎ পক্ষাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে মিথ্যা শুক্তিরজতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় বলিয়া ঐ সিদ্ধসাধনতা দোষ বারণের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্ব এই বিশেষণটী পক্ষে দেওয়া হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বকেই পক্ষের বিশেষণ বলিলে অর্থাৎ "ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যং মিথ্যা" এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করিলে দোষ কি? সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব ও চিদ্ভিন্নত্ব এই দুইটী বিশেষণ বলিবার আর আবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে মূলাকার

বলিতেছেন—**"ইতরবিশেষণদ্বয়ং তু"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ইতর বিশেষণ দুইটী অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্ব বিশেষণ হইতে ভিন্ন যে বিশেষণ দুইটী, যথা সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব ও চিদ্ভিন্নত্ব, তাহাদিগকে পক্ষে বিশেষণরূপে যোগ না করিলে তুচ্ছ শশবিষাণাদিতে এবং পারমার্থিক ব্রহ্মে বাধ হয়। এই বাধদোষ বারণ করিবার জন্য উক্ত বিশেষণ দুইটী গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যং মিথ্যা" এই-রূপ অনুমানপ্রমাণ প্রয়োগ করিলে অলীক শশবিষাণাদি ও ব্রহ্ম পক্ষ-কোটির অন্তর্গত হয়। আর তাহাতে অমিথ্যাত্ব নিশ্চয় থাকায় তাহাতে মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিতে গেলে বাধদোষ হয়। আর এই বাধদোষ-বারণের জন্য অর্থাৎ তুচ্ছে বাধবারণের জন্য "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" বিশেষণ, আর ব্রহ্মে বাধবারণের জন্য "চিদ্ভিন্নত্ব" বিশেষণটীর আবশ্যকতা হয়। এই বাধদোষটী অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতির পক্ষেই বুঝিতে হইবে। সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি করিতে গেলে ঐ বিশেষণ দুইটীর আবশ্যকতা নাই।১৪। ইহাই হইল মূলের বিশদার্থ।

টীকা।

১২। দ্বৈতমিথ্যাত্বানুমানোপযোগিনী বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শিতা, ইদানীং বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিবিশেষণানাং ব্যাবৃত্তিপ্রদর্শনায় উপক্রমতে—**"অত্র চ পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন"**ইত্যাদি। অত্র চ বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মণি "ব্রহ্মজ্ঞানেতরাঽবাধ্যত্বং" বিশেষণম্ ইতি অগ্রেতনেন অন্বয়ঃ। তস্য চ ধর্ম্মিণঃ প্রকৃতানুমানে পক্ষত্বাৎ পক্ষবিশেষণম্ ইত্যুক্তম্। ব্রহ্মজ্ঞানেতরাঽবাধ্যত্বং পক্ষবিশেষণম্ "উপাত্তম্" ইতি শেষঃ। কুতঃ বিশেষণম্ উপাত্তম্? ইত্যত আহ—**"শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধনবার-ণায়"** ইতি। তথাহি অনুমিতির্হি কুত্রচিৎ পক্ষতাবচ্ছেদকসমানাধি-করণং সাধ্যম্ অবগাহতে, কুত্রচিৎ পক্ষতাবচ্ছেদকব্যাপকীভূতং সাধ্যম্ অবগাহতে। যত্র যাদৃশী পক্ষধর্ম্মতা হেতৌ অবগাহতে তত্র তাদৃশী

অনুমিতিঃ ইতিভাবঃ। তত্রাপি পুনঃ নবীনপ্রাচীনভেদেন মতভেদো বর্ত্ততে। অত্র সামানাধিকরণ্যেন অনুমিতিপক্ষে নবীনমতানুসারেণ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইতি প্রথমধর্ম্মিবিশেষণস্য সার্থক্যম্ উপপাদয়তি। প্রাচীনানাং সমানবিশেষ্যত্বসম্বন্ধেন বাধবিশিষ্টবুদ্ধ্যোঃ প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাববৎ সিদ্ধ্যনুমিত্যোরপি সমানবিশেষ্যত্বসম্বন্ধেনৈব প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবো যুক্তঃ, যুক্তিতৌল্যাৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ। তথা চ যদ্‌ধর্ম্মবিশিষ্টে যস্মিন্ ধর্ম্মিণি সাধ্যং সিদ্ধং তত্র ন অনুমিতিঃ ভবতি, তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে ধর্ম্ম্যন্তরে তু ভবত্যেব। এবং চ প্রাচীনমতে সামাধিকরণ্যেন অনুমিতৌ সামানাধিকরণ্যেন সিদ্ধিঃ ন প্রতিবন্ধিকা।

নবীনানাং মতে তু যদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে ক্বচিৎ ধর্ম্মিণি সাধ্যং সিদ্ধং তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে ধর্ম্ম্যন্তরেঽপি নানুমিতিঃ। তথাচ সামানাধিকরণ্যেন অনুমিতৌ সামানাধিকরণ্যেন সিদ্ধেঃ প্রতিবন্ধকত্বাৎ আহ—"**পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন সাধ্যসিদ্ধেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ পক্ষৈকদেশে সাধ্যসিদ্ধৌ অপি সিদ্ধসাধনতা ইতি মতে**"। অত্র "**মতে**" ইতি নবীনমতে ইত্যর্থঃ। অত্র বিপ্রতিপত্তেঃ ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকমেব প্রকৃতানুমানে পক্ষতাবচ্ছেদকম্। তথাচ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইতি ধর্ম্মিবিশেষণানুক্তৌ "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং" ইত্যেতাবন্মাত্রস্য ধর্ম্মিত্বে সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ববিশিষ্টচিদ্ভেদস্য ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকতয়া তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে শুক্তিরজতাদৌ প্রাতিভাসিকে ধর্ম্মিণি মিথ্যারূপসাধ্যস্য বেদান্তীনাং মতে সিদ্ধতয়া উক্তধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাক্রান্তশুক্তিরজতাদেঃ অন্যত্র পৃথিব্যাদৌ ব্যাবহারিকে প্রপঞ্চেঽপি নানুমিতিঃ ভবতুম্ অর্হতি। যদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে সাধ্যং সিদ্ধং তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টে ব্যক্ত্যন্তরেঽপি নানুমিতিঃ ভবতি সিদ্ধেঃ প্রতিবন্ধকত্বাৎ ইত্যত আহ মূলকারঃ—"**শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধনবারণায় ব্রহ্মজ্ঞানেতরাঽবাধ্যত্বং পক্ষবিশেষণম্**" অত্র জ্ঞানপদং প্রমাপরম্। এতদ্বিশেষণোপাদানে শুক্তিরজতাদীনাং পক্ষকোটৌ

অপ্রবেশাৎ ন সিদ্ধসাধনতা ইতি ভাবঃ। সুতরাং নবীনমতানুসারেণৈব এতদ্বিশেষণস্থ সার্থক্যম্ ইতি মন্তব্যম্। প্রাচীনমতে তু এতদ্বিশেষণস্থ সার্থক্যং নাস্তি।১২

১৩। ইদানীং পক্ষতাবচ্ছেদকব্যাপকীভূতং সাধ্যম্ অনুমিতেঃ বিষয়ঃ ইতি দ্বিতীয়পক্ষে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইতি বিশেষণস্থ সার্থক্যং নাস্তি ইতি প্রতিপাদয়িতুম্ আহ—"**যদি পুনঃ**" ইত্যাদি। নবীনমতে পক্ষতাবচ্ছেদকব্যাপকীভূতসাধ্যানুমিতৌ পক্ষতাবচ্ছেদকাক্রান্তে কস্মিংশ্চিৎ ধর্ম্মিণি সাধ্যসিদ্ধেঃ অপ্রতিবন্ধকত্বাৎ তাদৃশানুমিতৌ শুক্তিরজতাদিপ্রাতিভাসিকবারকং "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইতি পক্ষবিশেষণম্ অনুপাদেয়ম্, নিরর্থকত্বাৎ। প্রাচীনমতে তু এতাদৃশানুমিতৌ অপি অংশতঃ সিদ্ধসাধনস্থ দোষত্বাৎ উক্তবিশেষণম্ উপাদেয়মেব। অত্রায়ং নিষ্কর্ষঃ—সামানাধিকরণ্যেন অনুমিতৌ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইতি বিশেষণস্থ নবীনমতে এব সিদ্ধসাধনবারকতয়া সার্থক্যম্। অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন অনুমিতৌ তু উক্তবিশেষণস্থ প্রাচীনমতে এব অংশতঃ সিদ্ধসাধনবারকতয়া সার্থক্যম্।১৩

১৪। "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইতি বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিবিশেষণস্থ সার্থক্যং প্রদর্শ্য সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বচিদ্ভিন্নত্বয়োঃ বিশেষণয়োঃ সার্থক্যং প্রদর্শয়িতুম্ আহ—"**ইতরবিশেষণদ্বয়ং তু**" ইত্যাদি। তত্র সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ববিশেষণং তুচ্ছে শশবিষাণাদৌ বাধবারণায়, চিদ্ভিন্নত্ববিশেষণং তু ব্রহ্মণি বাধবারণায় বোধ্যম্। সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বচিদ্ভিন্নত্বয়োঃ অনুক্তৌ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা" ইতি বিপ্রতিপত্তিশরীরং পর্য্যবস্থতি। তথা চ ব্রহ্মতুচ্ছয়োঃ সর্ব্বথা অবাধ্যত্বেন ধর্ম্মিকোটৌ অনুপ্রবেশাৎ অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন মিথ্যাত্বসিদ্ধেঃ উদ্দেশ্যত্বে তুচ্ছে ব্রহ্মণি চ বাধঃ স্থাৎ। অতঃ তদ্বারণায় বিশেষণদ্বয়ম্ উপাত্তম্। ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বাবচ্ছেদেন

মিথ্যাত্বসিদ্ধেঃ উদ্দেশ্যত্বে এব এতয়োঃ বিশেষণয়োঃ বাধবারকতয়া সার্থক্যম্। ন তু ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বসামানাধিকরণ্যেন মিথ্যাত্বানুমিতৌ বাধবারকতয়া সার্থক্যম্। অংশতঃ বাধস্য সামানাধিকরণ্যেন অনুমিতৌ অদূষণত্বাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বসামানাধিকরণ্যেন মিথ্যাত্বানুমিতিং প্রতি ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বসামানাধিকরণ্যেন ব্রহ্মতুচ্ছয়োঃ মিথ্যাত্বাভাবজ্ঞানস্য অবিরোধিত্বেন উক্তবিশেষণদ্বয়স্য পক্ষকোটৌ প্রবেশে প্রয়োজনবিরহাৎ ইতি ভাবঃ।১৪

তাৎপর্য্য।

বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ধর্ম্মিঘটকপদের ব্যাবৃত্তি।

পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্যমধ্যে ধর্ম্মী বা উদ্দেশ্যের ঘটক যে পদ তিনটী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের সার্থকতা কি, এই প্রসঙ্গে তাহাই বলা হইতেছে। কিন্তু এই কথাটী বুঝিতে হইলে প্রথমে অনুমিতি সম্বন্ধে একটু পরিচয় লাভ আবশ্যক। তাহা এই—

সামানাধিকরণ্যে ও অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি।

ফলভেদে অনুমিতি দুই প্রকার হইয়া থাকে, এক প্রকার অনুমিতিতে পক্ষতাবচ্ছেদকের সহিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যমাত্র বিষয়ীভূত হয়—আর অপর প্রকার অনুমিতিতে পক্ষতাবচ্ছেদকের ব্যাপক সাধ্য অর্থাৎ যে যে স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক সেই সমস্ত স্থলে সাধ্য অনুমিতির বিষয়ীভূত হয়। ইহাদিগকেই যথাক্রমে সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি এবং অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি বলা হয়।

এই দুই প্রকার অনুমিতি হইবার কারণ এই যে, যেরূপে পক্ষে হেতুর জ্ঞান হইবে, সেইরূপে পক্ষে হেতু হইতে সাধ্যের অনুমিতি হইবে। কোন স্থলে হেতুর জ্ঞান পক্ষতাবচ্ছেদকসমানাধিকরণরূপে হইয়া থাকে এবং কোন স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে হইয়া থাকে। যেমন পর্ব্বতত্বসামানাধিকরণ্যে হেতু ধূমের জ্ঞান হইলে যে কোন

পর্ব্বতে সাধ্যবহ্নির অনুমিতি হয়; ইহাই হইল সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি এবং পর্ব্বতত্বের ব্যাপকরূপে হেতু ধূমের জ্ঞান হইলে সকল পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে, ইহাই হইল অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি।

অথবা যেমন "ঘট অনিত্য" এইরূপ অনুমিতি করিলে সকল ঘটই অনিত্য বলিয়া অনুমিতি হয়, এজন্য ইহাকে অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি বলা হয় এবং "পরমাণু রূপবান্" এইরূপ অনুমিতি করিলে বায়ুপরমাণু ভিন্ন অপর পরমাণুগুলি রূপবান্—এইরূপ অনুমিতি হয়, এজন্য ইহাকে সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি বলা হইয়া থাকে। ইহাতে আংশিক বাধসত্ত্বেও অনুমিতি হয়—এই মত অবলম্বনে দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে।

এখন এই দুই প্রকার অনুমিতিতেই আবার নবীন ও প্রাচীন-গণের মধ্যে মতভেদ আছে। অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি নবীন ও প্রাচীন মতভেদে দ্বিবিধ হয়, এবং অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিও নবীন ও প্রাচীন মতভেদে দ্বিবিধ হয়।

সামানাধিকরণ্যে অনুমিতিতে প্রাচীন মত।

ইহাদের মধ্যে সামানাধিকরণ্যে অনুমিতিতে যে প্রাচীন তার্কিক-গণের মত তাহা এই—যে কোন ধর্ম্মীতে সাধ্য সিদ্ধ আছে, সেই ধর্ম্মী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মীতে অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিতে অনুমিতি হইতে বাধা নাই, কেবল সেই ধর্ম্মীতেই অনুমিতি হয় না। যেমন কোন পর্ব্বতে যদি বহ্নিনিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে অপর কোন পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হইতে পারিবে। ইহাতে কোন বাধা হয় না। কেবল সেই পর্ব্বতেই বহ্নির অনুমিতি হইতে পারিবে না। কারণ, সমানবিশেষ্যতা-সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতি সিদ্ধি প্রতিবন্ধক। যেমন সমানবিশেষ্যতা-সম্বন্ধে বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বাধনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে

বিশেষ্যে বিশিষ্টবুদ্ধি হইবে, সেই বিশেষ্যে বাধনিশ্চয় থাকিলে আর বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারিবে না। যেমন যে ভূতলে ঘটের বিশিষ্ট-বুদ্ধি হইবে, সেই ভূতলে ঘটের অভাবনিশ্চয় থাকিলে আর সেই ভূতলে ঘটের বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু ভূতলান্তরে হইতে পারে। ইহা যেমন অনুভবসিদ্ধ, তদ্রূপ যে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হইবে, সেই পর্ব্বতে বহ্নির নিশ্চয় থাকিলে সেই পর্ব্বতে আর বহ্নির অনুমিতি হইতে পারিবে না। কিন্তু পর্ব্বতান্তরে হইতে পারিবে। ইহাকেই সমানবিশেষ্যতা সম্বন্ধে বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বাধের এবং অনুমিতির প্রতি সিদ্ধির প্রতি-বন্ধকতা বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাধ ও বিশিষ্টবুদ্ধির যেরূপ প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব, সিদ্ধি ও অনুমিতিরও সেইরূপ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক ভাব। ইহাই প্রাচীন তার্কিকগণের অভিপ্রায়।

সামানাধিকরণ্যে অনুমিতিতে নবীনমত।

আর সামানাধিকরণ্যে অনুমিতিতে যে নবীন তার্কিকগণের মত তাহা এই—যে ধর্ম্মবিশিষ্ট কোন ধর্ম্মীতে সাধ্য সিদ্ধ আছে, সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্য ধর্ম্মীতেও অর্থাৎ অন্যব্যক্তিতেও অনুমিতি হয় না। কিন্তু অন্যধর্ম্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম্মীতেও হইতে পারে। যেমন পর্ব্বতত্বরূপে কোন পর্ব্বতে যদি বহ্নিনিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতত্বরূপে অপর কোন পর্ব্বতেও বহ্নির অনুমিতি হইতে পারে না। কিন্তু পাষাণত্বরূপে সেই পর্ব্বতেও বহ্নির অনুমিতি হইতে পারিবে। কারণ, সমান-বিশেষ্যতা-সম্বন্ধে বাধ ও বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব থাকিলেও সিদ্ধি ও অনুমিতির প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব সমানবিশেষ্যতা-সম্বন্ধে নহে, কিন্তু বিশেষ্যতাবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতি সমানবিশেষ্য-তাবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এজন্য সিদ্ধি ও অনুমিতির বিশেষ্য ভিন্ন হইয়াও যদি বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী এক হয়, তাহা হইলে অনুমিতি হইতে পারিবে না। যেমন দুইটী বিভিন্ন

পর্ব্বতের একটীতে সিদ্ধি ও অপরটীতে অনুমিতি হইলে সিদ্ধি ও অনুমিতির বিশেষ্য পর্ব্বত দুইটী ভিন্নই হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশেষ্যতাবচ্ছেদক যে পর্ব্বতত্ব তাহা একই হয় বলিয়া সেস্থলে অনুমিতি হয় না। পর্ব্বতের ভেদেও পর্ব্বতত্ব ধর্ম্মটী বিভিন্ন হয় না। সুতরাং বিশেষ্য ভিন্ন হইলেও বিশেষ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম একই হইল। এই বিশেষ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মের একত্বপ্রযুক্ত সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। বিশেষ্যতাবচ্ছেদকের একত্বপ্রযুক্ত বহ্নির সিদ্ধি ও বহ্নির অনুমিতির আকারও একই হইয়া থাকে। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইহা সিদ্ধিরও আকার বটে, অনুমিতিরও আকার বটে। আর যদি বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী ভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে না। যেমন—এতৎপর্ব্বতত্বরূপে এতৎপর্ব্বতে বহ্নির সিদ্ধি থাকিলে অপর পর্ব্বতত্বরূপে অপর পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হইতে বাধা নাই। যেহেতু সিদ্ধির বিশেষ্যতাবচ্ছেদক এতৎপর্ব্বতত্ব এবং অনুমিতির বিশেষ্যতাবচ্ছেদক অপরপর্ব্বতত্ব হইয়াছে। বিশেষ্যতাবচ্ছেদক এক হয় নাই। বিশেষ্যতাবচ্ছেদক এক হইলেই সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে। ইহাই নবীন তার্কিকগণের মত।

অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতে প্রাচীন মত।

এক্ষণে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতে প্রাচীন তার্কিকগণের মত কি দেখা যাউক। প্রাচীন তার্কিকগণ বলেন যে, পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয়, সামানাধিকরণ্যে সিদ্ধিও অর্থাৎ অংশতঃ সিদ্ধিও প্রতিবন্ধক হয়। অতএব প্রাচীনের মতে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতির প্রতি সিদ্ধিমাত্রই প্রতিবন্ধক হয়। পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতেও অংশতঃ সিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া শব্দের অনিত্যত্বানুমানে পক্ষীকৃত শব্দ হইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দকে বাদ

দিবার জন্য "বর্ণাত্মকঃ শব্দঃ অনিত্যঃ" এইরূপ পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যদি পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে "বর্ণাত্মকঃ শব্দঃ" এইরূপে পক্ষনির্দ্দেশ না করিয়া কেবল "শব্দঃ" এইরূপ পক্ষনির্দ্দেশ করিলেই হইত। শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনিস্বরূপ ও বর্ণস্বরূপ। ধ্বনিস্বরূপ বর্ণের অনিত্যতা সর্ব্বমতসিদ্ধ, কিন্তু বর্ণস্বরূপ শব্দের অনিত্যতা মীমাংসকগণ স্বীকার করেন না। এজন্য মীমাংসকগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীনতার্কিকগণ "বর্ণাত্মকঃ শব্দঃ" এইরূপ পক্ষনির্দ্দেশ করেন। শব্দমাত্রকে পক্ষনির্দ্দেশ করিলে ধ্বনিরূপ শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ আছে বলিয়া অংশতঃ সিদ্ধসাধন দোষ হয়। আর এই দোষবারণের জন্য শব্দমাত্রকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া প্রাচীন তার্কিকগণ বর্ণাত্মক শব্দকে পক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীনমতে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতির প্রতি সিদ্ধিমাত্রই প্রতিবন্ধক হয় বলা হয়।

অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতে নবীনমত।

কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতে নবীন তার্কিকগণ বলেন যে, পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক হইবে, পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইবে না। যেমন পর্ব্বতত্বাবচ্ছেদে যাবৎ পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হইতে গেলে পর্ব্বতত্বরূপে যে কোন একটী পর্ব্বতে সাধ্যের সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি হইতে কোন বাধা নাই। তবে পর্ব্বতত্বরূপে সমস্ত পর্ব্বতে বহ্নির সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতির বাধা হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতাতে সমানাকার সিদ্ধিই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অনুমিতির আকার ও সিদ্ধির আকার যদি বিভিন্নরূপ হয় তবে, তাদৃশ সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না।

নবীনতার্কিকমতে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" বিশেষণের সার্থক্য।

এখন দেখা যাউক প্রকৃত বিষয়ের তাৎপর্য্য কি ? এস্থলে মূলকার "সিদ্ধসাধনতা ইতি মতে" এইরূপে যে "মতে" বলিয়াছেন ইহা নবীন তার্কিকগণের মতে বলিয়া বুঝিতে হইবে। নবীন তার্কিকগণের মতে সিদ্ধি যেরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য অনুসারে যখন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমিতি করা হইবে, তখন সেই অনুমিতি যদি পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে অনুমিতি হয়, তাহা হইলে পক্ষের একদেশ যে শুক্তিরজত সেই শুক্তি-রজতে সিদ্ধি, অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি, সেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া, অর্থাৎ এরূপ স্থলে নবীন তার্কিকমতে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষাবহ হয় বলিয়া, পক্ষমধ্যে শুক্তি-রজত যাহাতে গৃহীত না হয়, তজ্জন্য শুক্তিরজতবারক বিশেষণ যে "ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" তাহা সার্থক হইল। এস্থলে মূলে যে "ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বং" পদটী আছে, তাহা বিপ্রতিপত্তিবাক্যমধ্যে যে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" তাহাকেই বুঝাইতেছে।

প্রাচীনতার্কিকমতে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" বিশেষণের সার্থক্য।

প্রাচীন তার্কিকগণের মতে এরূপস্থলে এই বিশেষণের সার্থকতা নাই। কারণ, প্রাচীন তার্কিকগণ বলেন যে, পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে অনুমিতি হইলে পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক নহে, কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক হয়। কারণ, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, যে ধর্ম্মীতে সাধ্য সিদ্ধ থাকিবে, সেই ধর্ম্মীতেই অনুমিতি হইতে পারিবে না, কিন্তু অন্য ধর্ম্মীতে অনুমিতি হইতে কোন বাধা নাই। এখন ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বকে পক্ষের বিশেষণ না করিলে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং" পক্ষ হইবে। আর "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হ চিদ্ভিন্নত্ববিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি" শুক্তিরজত হইতে পারিবে।

সেই শুক্তিরজতে সাধ্য যে মিথ্যাত্ব তাহা সিদ্ধ থাকিলেও "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হচিদ্ভিন্নত্ববিশিষ্ট" অন্য ব্যক্তিতে অর্থাৎ আকাশাদিতে মিথ্যাত্বানুমান হইতে বাধা হয় না। যেহেতু তাহাতে মিথ্যাত্বের সিদ্ধি নাই। এজন্য প্রাচীনমতে প্রকৃতস্থলে সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি হইলে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি" এই শুক্তিরজতবারক বিশেষণটী অনুপযুক্তই হইবে—ইহার কোনই আবশ্যকতা থাকিবে না।

পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে অনুমিতিতে উক্ত বিশেষণ নবীনমতে সার্থক।

অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে, "পক্ষের একদেশে সাধ্যসিদ্ধি থাকিলেও সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়"—এই নবীন তার্কিকমতে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি" এই শুক্তিরজত-বারক বিশেষণটী দিবার প্রয়োজন আছে, সুতরাং পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যে মিথ্যাত্বানুমিতিতে উক্ত বিশেষণের সার্থকতা নবীন তার্কিকমতেই বুঝিতে হইবে, প্রাচীন তার্কিকমতে উক্ত বিশেষণের কোন আবশ্যকতা নাই।১২

অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতিতে উক্ত বিশেষণ প্রাচীনমতে সার্থক।

১৩। আর যদি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে উক্ত মিথ্যাত্বানুমিতি হয়, তবে প্রাচীনমতেই শুক্তিরজতে অংশতঃ সিদ্ধিসাধনতা দোষ হয় বলিয়া, সেই শুক্তিরজতে অংশতঃ সিদ্ধিসাধনতা দোষের বারক "ব্রহ্মপ্রমাতি-রিক্তাহবাধ্যত্ব" বিশেষণটী দিতে হইবে। কারণ, পক্ষতাবচ্ছেদকাব-চ্ছেদে অনুমিতিতে পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সিদ্ধিও প্রতিবন্ধক হয়—ইহাই প্রাচীন তার্কিকগণের অভিপ্রায়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নবীন তার্কিকমতে এতাদৃশ অনুমিতিতে শুক্তিরজতে অংশতঃ সিদ্ধিসাধনতা দোষ হয় না বলিয়া উক্ত ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্ব বিশেষণের আবশ্যকতা নাই। যেহেতু নবীনমতে বলা হয়—যখন সকল পর্ব্বতে বহ্নি অনুমান করা হয়, তখন একটা পর্ব্বতে বহ্নি আছে

জ্ঞান থাকিলেও উক্ত সকল পর্ব্বতে বহ্নি-অনুমানের বাধা হয় না। অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক নহে। অতএব অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি হইলে নবীন তার্কিকমতে উক্ত বিশেষণের আবশ্যকতা নাই, কেবল প্রাচীন তার্কিকমতেই উহার আবশ্যকতা থাকে।১৩

সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব ও চিদ্ভিন্নত্বের সার্থকতা।

১৪। আর যদি শুক্তিরজতে সিদ্ধসাধনতাদোষের বারণের জন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব" বিশেষণটী দিতে হইল, তবে ব্রহ্মপ্রমাতি-রিক্তাঽবাধ্যই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী হউক, আর "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং" এবং "চিদ্ভিন্নং" এই দুইটী বিশেষণ দিবার আবশ্যকতা কি?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যমাত্র বলিলে প্রাতি-ভাসিক শুক্তিরজতাদি ভিন্ন যাবৎ বস্তুই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মী হইয়া পড়ে। আর তাহাতে ব্যাবহারিক বিয়দাদিপ্রপঞ্চও যেমন ধর্ম্মী হয়, তদ্রূপ তুচ্ছ অর্থাৎ অলীক শশবিষাণাদি এবং পরমার্থ সদ্ ব্রহ্মও ধর্ম্মী হইয়া পড়ে। এখন ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চে মিথ্যাত্বের সিদ্ধি অভিলষিত হইলেও অলীক শশবিষাণাদি মিথ্যা নহে, সুতরাং তাহাতে মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে অংশতঃ বাধ দোষ হইবে। আর পরমার্থ সদ্ ব্রহ্মও মিথ্যা নহে বলিয়া তাহাতে মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিতে গেলে সেই অংশতঃ বাধ দোষই আবার হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যং মিথ্যা" এইরূপ অনু-মিতিটী যদি ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বসমানাধিকরণ অথবা ব্রহ্মপ্রমাতি-রিক্তাঽবাধ্যত্বাবচ্ছেদে মিথ্যাত্বকে বিষয় করে, তবে এই উভয় মতেই অংশতঃ বাধ অর্থাৎ তুচ্ছ ও ব্রহ্মে বাধ উক্ত অভীষ্ট প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানু-মিতির প্রতিবন্ধক হইবেই। আর এই অংশতঃ বাধবারণের জন্য উক্ত "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" এবং "চিদ্ভিন্নত্ব" বিশেষণদ্বয় দিতে হইবে। তন্মধ্যে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" বিশেষণটী অলীক বা তুচ্ছ শশবিষাণাদিতে

বাধবারণের জন্য এবং "চিদ্ভিন্নত্ব" বিশেষণটী ব্রহ্মে বাধবারণের জন্য বুঝিতে হইবে।

বাধ ও সিদ্ধির প্রতিবন্ধকতা।

এস্থলে মনে রাখিতে এই যে, প্রাচীন তার্কিকগণের মতে সিদ্ধি ও বাধ তুল্যরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যে অনুমিতিতে পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সিদ্ধি যেমন প্রতিবন্ধক নহে, তদ্রূপ পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে বাধও প্রতিবন্ধক নহে। ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্ব-সমানাধিকরণ মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে অংশতঃ বাধবারক উক্ত বিশেষণ দুইটীর সার্থকতা প্রাচীন তার্কিকমতে নাই; সুতরাং তাহাদের আবশ্যকতাও প্রাচীন-তার্কিকমতে নাই। আর অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি করিতে গেলে অংশতঃ সিদ্ধির ন্যায় অংশতঃ বাধও প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে বলিয়া অংশতঃ বাধবারক বিশেষণ দুইটীর সার্থকতা থাকে।

স্বরূপাসিদ্ধিবারণের জন্যও উক্ত বিশেষণদ্বয়।

এস্থলে "সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" বিশেষণটী তুচ্ছে বাধবারণের জন্য ও "চিদ্ভিন্ন" দলটী ব্রহ্মে বাধবারণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তুচ্ছ ও ব্রহ্মে যেরূপ বাধদোষ হয়, তদ্রূপ স্বরূপাসিদ্ধি দোষও ত হইতে পারে। যেহেতু তুচ্ছ ও ব্রহ্মে "দৃশ্যত্ব" হেতু নাই। প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমিতিতে দৃশ্যত্বাদিই হেতু, ইহা পরে বলা হইবে।

বিপ্রতিপত্তির দোষ বলিয়া বাধ উদ্ভাবন নহে।

যদি বলা যায়—বাধ বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়ের বিরোধী হয় বলিয়া বিপ্রতিপত্তির দোষ হইতে পারে। এজন্য বিপ্রতিপত্তির দোষ-রূপে বাধ উদ্ভাবন সঙ্গতই হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া ত স্বরূপাসিদ্ধির উদ্ভাবন হইতে পারে না। যেহেতু স্বরূপাসিদ্ধি ত বিপ্রতিপত্তিবাক্য-জন্য সংশয়ের বিরোধী নহে, এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্যের হেতু প্রয়োগ হয়

না, এজন্য কোন হেত্বাভাসই বিপ্রতিপত্তির দোষরূপে উদ্ভাবন করা সঙ্গত নহে, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, এরূপ কিন্তু বলা যায় না। যেহেতু বাধটী হেত্বাভাস। বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত ন্যায়প্রয়োগাধীন অনুমিতিতেই বাধ বিরোধী, এজন্য দোষ; কিন্তু বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের বিরোধী বলিয়া বাধদোষের উদ্ভাবন করা হয় নাই। যেহেতু বাদী ও প্রতি-বাদীর স্বস্বকোটীর নিশ্চয়কালে বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতে আর সংশয় উৎপন্নই হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং বিপ্রতি-পত্তি প্রতিবাদীতে আর সংশয় জন্মাইতে পারে না। এজন্য তাদৃশ স্থলে বিপ্রতিপত্তিবাক্য জয়পরাজয়মাত্র ব্যবস্থাসিদ্ধির জন্য বলিতে হইবে। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়ের বিরোধিরূপে বাধের উদ্ভাবন নহে। কিন্তু হেত্বাভাসরূপেই বাধের উদ্ভাবন করা হইয়াছে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে স্বরূপাসিদ্ধিরই বা উদ্ভাবন হইবে না কেন?

এজন্য বলিতে হইবে যে, অনুমিতি ও তাহার কারণ যে পরামর্শ, এতদন্যতরের বিরোধিরূপে অর্থাৎ হেত্বাভাসরূপে বাধের উদ্ভাবন করিতে হইবে। আর তাহা হইলে স্বরূপাসিদ্ধিরও উদ্ভাবন করা উচিত। যেহেতু স্বরূপাসিদ্ধি অনুমিতির অবিরোধী হইলেও অনুমিতির জনক পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের বিরোধী হয়; সুতরাং তাহাও হেত্বাভাসের অন্তর্গত। এজন্য স্বরূপাসিদ্ধিরও উদ্ভাবন করা উচিত।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, এ কথা অসঙ্গত। কারণ, বিপ্রতিপত্তিকালে হেতু প্রযুক্ত হয় না বলিয়া, হেতুমত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী যে অসিদ্ধি, তাহারও জ্ঞান হইতে পারে না। এজন্য অসিদ্ধি বিপ্রতি-পত্তির দোষরূপে গৃহীত হয় না। কিন্তু বাধ, পক্ষ ও সাধ্য ঘটিত বলিয়া তাহা বিপ্রতিপত্তিমধ্যে উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং তাহার নিবারণার্থ বাক্যপ্রয়োগও আবশ্যক।

বিপ্রতিপত্তিতে অসিদ্ধিদোষও সম্ভব।

যদি বলা যায়—বিপ্রতিপত্তিতে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্য বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া হেতুও পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেই প্রযোক্তব্য হইবে—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যেহেতু পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে হেতু প্রযোক্তব্য না হইলে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি হইতেই পারে না। সুতরাং বিপ্রতিপত্তিকালেও হেতুতে অসিদ্ধিদোষের সম্ভাবনা আছে।

তাহা হইলে এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, অনুমানকর্ত্তার অকুশলতাপ্রযুক্ত অথবা সভাক্ষোভাদির দ্বারা অন্যরূপেও হেতুর প্রয়োগ হইতে পারে। পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হইলেও অকুশলতাপ্রভৃতি কারণান্তরপ্রযুক্ত সামানাধিকরণ্যে হেতু প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে হেতুপ্রয়োগের পূর্ব্বে বিপ্রতিপত্তিকালে অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে হেতুর জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। এইজন্য হেতুমত্তাজ্ঞানের বিরোধী স্বরূপাসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন মূলকার করেন নাই। বস্তুতঃ কথা এই যে, **মূলে বাধপদটী অসিদ্ধিরও উপলক্ষক।** বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য ন্যায়প্রয়োগে প্রতিপাদিত হেতুর দোষও বিপ্রতিপত্তির দোষ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আর এইজন্য মূলাকার অগ্রিমগ্রন্থে সন্দিগ্ধানৈকান্তিক হেত্বাভাসকেও বিপ্রতিপত্তির দোষরূপে আশঙ্কা করিয়াছেন। অতএব বাধের সঙ্গে অসিদ্ধিও বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিতার অবচ্ছেদক নির্ণয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সামান্যাকারবিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতার অবচ্ছেদক কে হইবে? গ্রন্থকার অগ্রে বলিবেন যে, বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকই প্রকৃতানুমানে পক্ষতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। আর "বিমতং মিথ্যা" এইরূপে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমানে 'লঘুভূতা বিমতিঃ পক্ষতাবচ্ছেদিকা' ইহাও বলিবেন। আর উক্ত বিমতি পদের অর্থ—বিপ্রতিপত্তিবাক্য

বা সংশয়জ্ঞান। এখন যদি বিমতি লঘুভূতা বলিয়া অনুমানে পক্ষতাবচ্ছেদক হয়, তাহা হইলে সেই লঘুভূত ধর্ম্ম 'বিমতি' বিপ্রতিপত্তিতেও ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক হউক। আর কুসৃষ্টিযুক্ত "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদিকে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক বলিবার আবশ্যকতা কি ?

বিমতিই বিপ্রতিপত্তিতে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বিমতি সাধারণতঃ অননুগত বলিয়া অর্থাৎ অনিয়তবিষয় বলিয়া বিমতির নিয়তবিষয়ত্বসম্পাদনের জন্য অনুগত অবচ্ছেদকদ্বারা অনুগত করিয়া নিয়তবিষয়া বিমতিকেই বিপ্রতিপত্তিতে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে।

বিমতির অনুগমক ধর্ম্ম নির্ণয়।

এখন বিমতির অনুগমক ধর্ম্ম কি ? ইহা কি "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি হইবে, অথবা বিমতিই হইবে ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে; কারণ, "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি কুসৃষ্টিযুক্ত বলিয়া তাহাদিগকে অনুগমক ধর্ম্মরূপে আদর করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি কুসৃষ্টিযুক্ত ধর্ম্মদ্বারা বিমতি অনুগত হইতে পারে না।

ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বই ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক।

আর যদি এই কুসৃষ্টিযুক্ত ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি ধর্ম্মকেই বিমতির অনুগমক ধর্ম্ম বলিয়া আদর করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি ধর্ম্মই উক্ত বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক হউক। "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি ধর্ম্মের জ্ঞানাধীন জ্ঞানবিষয় বিমতিকে আর বৃথা পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া কল্পনা করিব কেন ? আর বিমতিকেও বিমতির অনুগমক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ বিমতির দ্বারা বিমতিকে অনুগত ধর্ম্ম করিয়া বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। নিজের দ্বারা

মিথ্যাত্বে বিশেষ বিপ্রতিপত্তি।

প্রত্যেকং বা বিপ্রতিপত্তিঃ—"বিয়ৎ মিথ্যা ন বা" পৃথিবী মিথ্যা ন বা ইতি।১৫। এবং বিয়দাদেঃ প্রত্যেকং পক্ষত্বেঽপি ন ঘটাদৌ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা, পক্ষসমত্বাৎ ঘটাদেঃ।১৬। তথাহি পক্ষে সাধ্যসন্দেহস্য অনুগুণত্বাৎ পক্ষভিন্নে এব তস্য দূষণত্বং বাচ্যম্।১৭। অতএব উক্তং "সাধ্যাভাবনিশ্চয়বতি হেতুসন্দেহে এব সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা" ইতি।১৮। পক্ষত্বং তু সাধ্যসন্দেহবত্ত্বং সাধ্যগোচরসাধকমানাভাবত্ত্বং বা; এতচ্চ ঘটাদিসাধারণম্। অতএব তত্রাপি সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং ন দোষঃ।১৯। পক্ষসমত্বোক্তিস্তু প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বাভাবমাত্রেণ।২০ ন চ তর্হি প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বমেব পক্ষত্বম্, স্বার্থানুমানে তদ-ভাবাৎ।২১

(পূর্ব্ব বাক্যের তাৎপর্য্য শেষ।)

নিজেকে অনুগত করিয়া ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক করিতে গেলে আত্মাশ্রয় দোষ স্পষ্টই হইয়া পড়ে। এজন্য ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব ইত্যাদি কুসৃষ্টিযুক্ত ধর্ম্মকেই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অতএব ইহাকে কুসৃষ্টি বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ইহা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। এই পক্ষতাবচ্ছেদকের বিচার পরেও কথিত হইবে। অতএব ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব ইত্যাদি অনুগতধর্ম্মিতাবচ্ছেদক, অথবা পৃথিবীত্বাদি বিশেষধর্ম্মই বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে।১৪

অনুবাদ।

১৫। সামান্যরূপে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। মিথ্যাত্বে অভিমত যে যে বস্তু, সে সমস্তকে ধর্ম্মিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া সামান্যরূপ বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। সম্প্রতি

মিথ্যাত্বে অভিমত যে যে বস্তু, তাহাদের মধ্যে যে কোন বস্তুকে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বিশেষ বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

বিশেষ বিপ্রতিপত্তিতে ধর্ম্মিনির্দ্দেশের লাঘব হয় বলিয়া মূলকার এক্ষণে বিশেষ বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করিতেছেন—"**প্রত্যেকং বা বিপ্রতিপত্তিঃ**" ইত্যাদি।

এই বিশেষবিপ্রতিপত্তির আকার—"বিয়ৎ মিথ্যা ন বা", অথবা "পৃথিবী মিথ্যা ন বা" ইত্যাদি। বিয়ৎ পদের অর্থ—আকাশ। এইরূপে বিশেষ বিপ্রতিপত্তি আত্মভিন্ন আটটী দ্রব্য ও গুণাদি ছয়টী পদার্থ এই চতুর্দ্দশটী হইবে—ইহা তাৎপর্য্যমধ্যে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে।১৫

১৬। এইরূপে আকাশপ্রভৃতি চতুর্দ্দশটী পদার্থের মধ্যে প্রত্যেকটীকে বিপ্রতিপত্তিবাক্যের ধর্ম্মিরূপে নির্দ্দেশ করিয়া তদনুসারে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক মিথ্যাত্বানুমান প্রদর্শিত হইলে, অর্থাৎ বিয়দাদি প্রত্যেকটীকে পক্ষ করিয়া—"বিয়ৎ মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এই প্রকারে মিথ্যাত্বের অনুমান করিলেও ঘটাদি বস্তুতে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইবে না। ইহাই বলিতেছেন—"**এবম্**" ইত্যাদি। যেহেতু বিয়দাদির মধ্যে প্রত্যেককে পক্ষ করিলেও ঘটাদিবস্তু পক্ষবহির্ভূত হয় না, ঘটাদি পক্ষসমই হইয়া থাকে। যেমন পক্ষে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয় না, তদ্রূপ পক্ষসমতেও সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয় না। ব্যভিচারকেই অনৈকান্তিকতা দোষ বলে। সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা পদের অর্থ—সন্দিগ্ধব্যভিচার। পক্ষে ও পক্ষসমে ব্যভিচার দোষ হয় না, যেহেতু তাহা হইলে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যায়।১৬

১৭। বিয়দাদির প্রত্যেকটী পক্ষ হইলেও ঘটাদি বস্তু কিরূপে পক্ষসম হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার "**তথাহি**" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। "তথাহি" হইতে "দূষণত্বং বাচ্যম্" এই পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা কোন্ স্থলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইবে, সেই স্থল

দেখাইতেছেন। সেই স্থানটী পক্ষভিন্নস্থান। সুতরাং পক্ষভিন্নেই সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইবে—ইহাই বলা হইল। এখানে পক্ষভিন্ন-পদের অর্থ—বিপক্ষ, অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাভাববান্। এই সন্দিগ্ধানৈ-কান্তিকতা দোষটী পক্ষে সম্ভাবিত নহে; কারণ, যাহাতে সাধ্যসন্দেহ হয়, অর্থাৎ যাহা সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ তাহাই পক্ষ বলা হয়। এই সন্দিগ্ধ-সাধ্যবান পক্ষে হেতুর নিশ্চয় থাকিলেও সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয় না। অর্থাৎ এই হেতুটী সাধ্যের ব্যভিচারী কি না—এইরূপ সন্দেহ হয় না। হেতুতে ব্যভিচারের নিশ্চয় বা ব্যভিচারের সন্দেহ—ইহাদের যে কোনটী থাকিলে অনুমিতি হয় না। পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ ও হেতুর নিশ্চয় আছে বলিয়া পক্ষান্তর্ভাবে হেতুতে ব্যভিচার নিশ্চয় সম্ভাবিত নহে, কিন্তু ব্যভিচার সন্দেহই হইতে পারে। আর এই ব্যভিচার সন্দেহ থাকিয়া যদি অনুমিতি না হয়, তবে কোন স্থলেই অনুমিতি হইতে পারিবে না। যেহেতু সর্ব্বত্র অনুমিতিতে পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ থাকিবে ও হেতুরও নিশ্চয় থাকিবে। সুতরাং পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ হেতুতে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষের জনক ত হয়ই না, প্রত্যুত পক্ষে সাধ্যসন্দেহ অনুমিতিতে অনুগুণ, অর্থাৎ অনুকূলই হইয়া থাকে। যেহেতু সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বই প্রাচীন তার্কিকমতে পক্ষত্ব, আর পক্ষতা অনুমিতির কারণই হইয়া থাকে।১৭

১৮। আর পক্ষে বা পক্ষসমে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয় না বলিয়া বিপক্ষেই উক্ত দোষ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর এই বিপক্ষেই যে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয়, প্রাচীন তার্কিক-গণও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—"যাহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাহাতে হেতুর সন্দেহ হইলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয়"। যাহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাহাই বিপক্ষ। আর এই বিপক্ষে হেতু আছে কি না—এইরূপ সন্দেহ হইলে হেতুতে ব্যভিচার সন্দেহরূপ

দোষ হইয়া থাকে। ইহাই **"অতএব"** ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইয়াছে।১৮

১৯। বিয়দাদি প্রত্যেক ধর্ম্মী পক্ষ হইলে ঘটাদি বস্তু ত পক্ষভিন্ন হইলই, আর পক্ষভিন্নে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইয়া থাকে, সুতরাং ঘটাদিতে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ কেন হইবে না?—এইরূপ আশংকা করিয়া পক্ষতা কাহাকে বলে, তাহাই বলা হইতেছে, **"পক্ষত্বং তু"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—সাধ্যসন্দেহই পক্ষতা। সাধ্যসন্দেহবত্ত্ব বলিলে সাধ্যসন্দেহকেই বুঝায়। যেমন ধনবত্ত্ব বলিলে ধনকেই বুঝায়। প্রাচীন তার্কিকগণ সাধ্যসন্দেহকেই পক্ষতা বলেন। যে ধর্ম্মীতে সাধ্যের সন্দেহ হইবে, সেই ধর্ম্মীকে পক্ষ বলা হয়। সাধ্যসন্দেহ পক্ষতা পদার্থ হইলে পক্ষভিন্ন নিশ্চিতহেতুমান্ যে ধর্ম্মী, তাহাতে সাধ্যাভাব সন্দেহ হইলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিক দোষ হয়—এরূপ যে ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে, সেই প্রসিদ্ধব্যবহার আর হইতে পারে না। কারণ, সাধ্যসন্দেহই সাধ্যা-ভাবসন্দেহ। সাধ্যসন্দেহ বলাও যাহা, সাধ্যাভাবসন্দেহ বলাও তাহাই হয়। কারণ, সন্দেহে ভাব ও অভাব—এই উভয় কোটীই ভাসমান হয়। সাধ্যসন্দেহবান্ পক্ষ, আর তাহাই সাধ্যাভাবসন্দেহবান্, সুতরাং পক্ষভিন্ন ধর্ম্মী সাধ্যাভাবসন্দেহবান্ আর হইতে পারে না। যেহেতু সাধ্যাভাব-সন্দেহবানকে পক্ষ বলা হইয়াছে। সুতরাং পক্ষভিন্ন হেতুমানে সাধ্যা-ভাবসন্দেহ দোষ—এরূপ ব্যবহার অসম্ভব হইয়া পড়িল। এজন্য মূলকার নবীনতার্কিকমত অবলম্বন করিয়া পক্ষতা পদার্থ কি, তাহাই বলিতেছেন—**"সাধ্যগোচরসাধকমানাভাববত্ত্বং বা"**।

ইহার অর্থ এই; সাধকমান পদের অর্থ—সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়। গোচর পদের অর্থ—বিষয়। সাধ্যগোচর অর্থ—সাধ্যবিষয়ক। সাধ্যগোচর সাধকমান অর্থ—সাধ্যবিষয়ক সিদ্ধি বা নিশ্চয়। এই সাধ্যবিষয়ক সিদ্ধি বা নিশ্চয়ের যে অভাব তাহাই পক্ষতা। এই অভাববত্ত্ব পদের অর্থও অভাব।

আর এই সিদ্ধ্যভাব-পক্ষতাবাদীর মতেও পূর্ব্বদোষ থাকিয়াই যাইতেছে। কারণ, পক্ষভিন্ন নিশ্চিত হেতুমান ধর্ম্মীতে সাধ্যাভাব-সন্দেহই দোষ—তাহা বলা হইয়াছে। এই দোষ এই দ্বিতীয়কল্পেও থাকিতেছে। যেহেতু এই দ্বিতীয় কল্পে সাধ্যসিদ্ধ্যভাববান্ পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয়াভাববান্ পক্ষ। আর পক্ষ হইতে ভিন্ন সাধ্যনিশ্চয়বান্ই হইবে। সাধ্যনিশ্চয়বান্ যে ধর্ম্মী তাহাতে সাধ্যাভাবের সন্দেহও হইতে পারিবে না। যেহেতু নিশ্চয় সন্দেহের প্রতিবন্ধক।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিও সাধ্যনিশ্চয়বানে সাধ্যাভাবের সন্দেহ হইতে পারে না, তথাপি সাধ্যনিশ্চয়াভাববান্ ধর্ম্মীতে সাধ্যা-ভাবের আহার্য্যসংশয় হইতে পারিবে। আর এই আহার্য্যসংশয়ও নিশ্চয়সামগ্রীর বিঘটক হয় বলিয়া ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের বিরোধী হইবে। আর এই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের বিরোধিরূপেই তাহা দোষ হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বকল্পের যে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতার অপ্রসিদ্ধি দোষ, তাহা এই দ্বিতীয় কল্পে আর থাকিল না।

যাহা হউক, সাধ্যসন্দেহ বা সাধ্যসিদ্ধির অভাব—পক্ষতা হইলে "বিয়ৎ মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে বিয়ৎ প্রভৃতি ধর্ম্মীতে সাধ্য-সন্দেহ, অথবা সাধ্যনিশ্চয়াভাবরূপ যে পক্ষতা আছে, সেই পক্ষতা ঘটাদিতেও আছে; যেহেতু ঘটাদি ধর্ম্মীতেও সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, তাহার সন্দেহ এবং সাধ্য যে মিথ্যাত্ব তাহার নিশ্চয়াভাব আছে বলিয়া ঘটাদিও পক্ষতাক্রান্ত হইল। এজন্য বিয়দাদিকে পক্ষ করিয়া তাহাতে মিথ্যা-ত্বানুমান করিতে গেলে, ঘটাদিবস্তুকে পক্ষভিন্ন আর বলা যায় না। সুতরাং ঘটাদি ধর্ম্মীতে আর নন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত দোষ পক্ষে হয় না, কিন্তু পক্ষ ভিন্নেই হয়।১৯

২০। বিয়দাদি ধর্ম্মীকে পক্ষ করিয়া মিথ্যাত্বানুমান করিতে গেলে যদি ঘটাদি বস্তুও পক্ষান্তর্গত হয়, তবে পূর্ব্বে যে মূলকার ঘটাদিবস্তুকে

পক্ষসম বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়িল। কারণ, ঘটাদি পক্ষসম নহে, কিন্তু পক্ষই বটে। পক্ষতা পদার্থটী যেমন বিয়দাদি পক্ষে আছে, তদ্রূপ ঘটাদিতেও আছে। সুতরাং ঘটাদি বস্তুকে পক্ষসম না বলিয়া পক্ষই বলা উচিত ছিল।

এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**"পক্ষসমত্বোক্তিস্তু"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ঘটাদি বস্তুকে যে পক্ষসম বলা হইয়াছে, তাহা পক্ষভিন্ন বলিয়া পক্ষসম বলা হয় নাই, কিন্তু ঘটাদি বস্তুতে প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্ব নাই বলিয়া পক্ষসম বলা হইয়াছে। "বিয়ৎ মিথ্যা" এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বিয়ৎ প্রতিজ্ঞার বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, ঘটাদি বস্তু প্রতিজ্ঞার বিষয় হয় না। ঘটাদিতে উক্ত পক্ষতা থাকিলেও প্রতিজ্ঞাবিষয়তা নাই বলিয়া পক্ষসম বলা হইয়াছে।২০

২১। এখন প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বই পক্ষতাপদার্থ—এই কথা বলিলে দোষ কি? ইহাও ত বলা যাইতে পারে? আর প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্ব পক্ষত্ব হইলে বিয়ৎকে পক্ষ করিয়া মিথ্যাত্বানুমান করিতে গেলে ঘটাদিবস্তু প্রতিজ্ঞার বিষয় হয় নাই বলিয়া পক্ষভিন্নই হইল। আর এই পক্ষভিন্নে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইতে পারে? পক্ষ বিয়ৎ ভিন্ন ঘটাদিবস্তু নিশ্চিতহেতুমান্ হইয়াছে, আর তাহাতে সাধ্যসন্দেহ অছে বলিয়া সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষই হইবে?

কিন্তু এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ, প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বকে পক্ষত্ব বলিলে স্বার্থানুমানে শব্দপ্রয়োগরূপ প্রতিজ্ঞা নাই বলিয়া স্বার্থানু-মানে আর পক্ষতা থাকিল না। এজন্য স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান-সাধারণ পূর্ব্বোক্তরূপ পক্ষতা মূলকার প্রদর্শন করিয়াছেন।২১

টীকা।

১৫। মিথ্যত্বসিদ্ধ্যনুকূলা সামান্যতঃ বিপ্রতিপত্তিঃ প্রদর্শিতা। ইদানীং লাঘবাৎ মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যনুকূলাং বিশেষবিপ্রতিপত্তিং প্রদর্শয়িতুম্

আহ—**"প্রত্যেকং বা"** ইতি। মিথ্যাত্বেন অভিমতানাং যাবতাং ধর্ম্মিত্বেন নির্দ্দেশে সামান্যা বিপ্রতিপত্তিঃ। মিথ্যাত্বেন অভিমতং যং কঞ্চিৎ ধর্ম্মিত্বেন পরিগৃহ্য যা বিপ্রতিপত্তিঃ সা বিশেষবিপ্রতিপত্তিঃ। বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিণঃ সাধারণত্বাসাধারণত্বাভ্যাং বিপ্রতিপত্ত্যোঃ ভেদঃ। **"বিয়ন্মিথ্যা ন বা পৃথিবী মিথ্যা ন বা"** ইতি—পৃথিবীত্বাদিরূপেণ পৃথিব্যাদিষু প্রত্যেকং বিপ্রতিপত্তৌ প্রদর্শিতায়ামপি বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিতাবচ্ছেদকপৃথিবীত্বাদিরূপেণ ন প্রকৃতানুমানে পক্ষনির্দ্দেশঃ। কিন্তু "বিয়ৎ মিথ্যা ন বা" "পৃথিবী মিথ্যা ন বা" ইতি অননুগতধর্ম্মাশ্রয়া অনুগতা বিপ্রতিপত্তিঃ এব পক্ষতাবচ্ছেদিকা। অননুগতানামপি বিপ্রতিপত্তীনাং সত্যত্বমিথ্যাত্বকোটীক-বিমতিত্বেন অনুগতীকৃতানাং পক্ষতাবচ্ছেদকত্বসম্ভবাৎ। যথা চ এতৎ তথা অগ্রে উপপাদয়িষ্যতে। ১৫

১৬। প্রদর্শিতায়াঃ প্রত্যেকং বিপ্রতিপত্তেঃ মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যনুকূলত্বে বিপ্রতিপত্ত্যনুসারেণ "বিয়ৎ মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" ইত্যেবমাদিরূপ এব অনুমানপ্রয়োগঃ। তথাচ বিয়দাদীনাং প্রত্যেকং পক্ষত্বে ঘটাদৌ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**"এবম্"** ইত্যাদি। বিশেষবিপ্রতিপত্তীনাং মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যনুকূলত্বেন বিশেষবিপ্রতিপত্ত্যনুসারেণ বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিণাং বিয়দাদীনাং প্রত্যেকং মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষত্বেঽপি ন ঘটাদৌ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা। কুতঃ ন সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা? ইত্যতঃ আহ—**"ঘটাদেঃ পক্ষসমত্বাৎ"**। অয়মত্র পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ঃ—বিয়দাদীনাং প্রত্যেকং পক্ষত্বেন নির্দ্দেশাৎ পক্ষবহির্ভূতানাং ঘটাদীনাং দৃশ্যত্বাদিহেতুমত্তয়া নিশ্চিতানাং মিথ্যাত্বরূপসাধ্যসন্দেহবত্ত্বেন ঘটাদৌ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা। নিশ্চিতহেতুমতি পক্ষভিন্নে সাধ্যসন্দেহে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বাৎ। সাধ্যসাধ্যাভাবসহচারনিশ্চয়ে সতি হেতৌ ব্যভিচারনিশ্চয়ঃ স্যাৎ। অত্র সাধ্যাভাবসহচারনিশ্চয়াভাবাৎ সন্দিগ্ধব্যভিচারঃ। সিদ্ধান্তস্তু ঘটাদীনাং পক্ষভিন্নত্বম্ অসিদ্ধম্, বস্তুতঃ ঘটাদীনাং পক্ষত্বমেব।

পক্ষে সাধ্যসন্দেহস্য অনুগুণত্বাৎ। ঘটাদীনাং পক্ষত্বেঽপি পক্ষসমত্বোক্তিঃ যথা সংগচ্ছতে তথা মূলকৃতৈব অগ্রে প্রদর্শয়িষ্যতে। তথা চ যথা তার্কিকমতে "ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা, কার্য্যত্বাৎ" ইত্যনুমানে ন জলাদৌ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা, কার্য্যত্বেন হেতুনা তত্রাপি সকর্তৃকত্বস্য সিষাধয়িষিতত্বাৎ এবং প্রকৃতেঽপি ইতি ভাবঃ।১৬

১৭। ঘটাদৌ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতাং নিরাচিকীর্ষুঃ প্রকৃতসন্দিগ্ধানৈকান্তিকতাং দিদর্শয়িষুঃ আহ—**"তথাহি"** ইতি। নিশ্চিতহেতুমতি সাধ্যসন্দেহে ন সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা। তথা সতি নিশ্চিতহেতুমতি পক্ষে সর্ব্বত্র সাধ্যসন্দেহে অনুমানমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। প্রকৃতে চ পক্ষে সাধ্যসন্দেহস্য অনুমিত্যনুকূলত্বাৎ ন দোষঃ, কিন্তু গুণ এব। যতঃ প্রাচীনতার্কিকমতে সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বমেব পক্ষত্বম্। তৎ চ অনুমিতেঃ কারণম্। কুত্র তর্হি সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বম্? ইত্যত আহ—**"পক্ষভিন্নে এব"** বিপক্ষে ইত্যর্থঃ। ১৭

১৮। পক্ষে সাধ্যসন্দেহস্য অনুগুণত্বাৎ "পক্ষভিন্নে" বিপক্ষে সন্দিগ্ধহেতুমতি "তস্য" সন্দিগ্ধানৈকান্তিকস্য দূষণত্বং বাচ্যম্। তথা চ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং ন উক্তরূপম্। কিং স্বরূপং তর্হি? ইতি পৃচ্ছায়াং প্রাচীনতার্কিকোক্ত্যা সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতাস্বরূপং প্রদর্শয়ন্ আহ—**"অতএব উক্তম্"** ইত্যাদি। এতএব উক্তম্ প্রাচীনতার্কিকৈঃ ইতি শেষঃ। কিম্ উক্তম্?—সাধ্যাভাবনিশ্চয়বতি হেতুসন্দেহে এব সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা" ইতি। সাধ্যাভাবনিশ্চয়বতি বিপক্ষে হেতুসন্দেহে এব সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং দোষঃ, নতু নিশ্চিতহেতুমতি সাধ্যসন্দেহে। সপক্ষে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতায়াঃ অসম্ভবাৎ পক্ষে চ অনুমানমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ বিপক্ষে নিশ্চিতসাধ্যাভাববতি সাধ্যসন্দেহদ্বারা দূষণস্য অসম্ভবাৎ হেতুসন্দেহদ্বারৈব সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং বক্তব্যম্। তদেব চ উক্তং প্রাচীনতার্কিকৈঃ ইতি ভাবঃ। ১৮

১৯। ন চ যদি পক্ষভিন্নে এব সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং দোষঃ, তর্হি প্রকৃতেঽপি ঘটাদীনাং পক্ষভিন্নত্বাৎ তত্র সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষঃ স্যাদেব, বিয়দাদীনাং প্রত্যেকং পক্ষত্বেন নির্দ্দেশাৎ তদ্ভিন্নত্বাৎ ঘটাদীনাম্, ইতি বাচ্যম্। বিয়দাদীনাং প্রত্যেকং পক্ষত্বেঽপি যথা ঘটাদীনাং পক্ষত্ব-নির্ব্বাহঃ তথা প্রদর্শয়িতুং পক্ষত্বং বিবৃণ্বন্ আহ—"**পক্ষত্বং তু**"। প্রতিজ্ঞা-বিষয়ত্বমেব পক্ষত্বং, তৎ চ ঘটাদৌ নাস্তি, ইতি মতং ব্যাবর্ত্তয়িতুম্ "তু" শব্দঃ। ন উক্তরূপং পক্ষত্বং, কিন্তু সাধ্যসন্দেবত্ত্বং সাধ্যগোচর-সাধকমানাভাববত্ত্বং বা "পক্ষত্বম্" পক্ষতাপদার্থঃ। "সাধ্যসন্দেহবত্ত্বং" পক্ষে সাধ্যসংশয়ঃ। সাধ্যজিজ্ঞাসায়াঃ অনুমিতিকারণত্ববাদিনাং প্রাচীনানাং মতেন ইদম্। নবীনানাং মতে তু সাধ্যগোচরসাধকমানা-ভাববত্ত্বং পক্ষত্বম্। সাধকমানপদং সিদ্ধিপরম্। তথাচ সাধ্যগোচর-সাধকমানং সাধ্যগোচরনিশ্চয়ঃ সাধ্যসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। তদভাববত্ত্বং সাধ্যসিদ্ধ্যভাবঃ, পক্ষতা ইতি ভাবঃ। প্রাচীননবীনমতভেদেন পক্ষতা-লক্ষণদ্বয়ম্ উক্তম্। "**এতৎ চ**"—সাধ্যসংশয়রূপং সাধ্যসিদ্ধ্যভাবরূপং বা পক্ষত্বম্ ঘটাদিসাধারণম্। বিয়াদাদীনাং প্রত্যেকং পক্ষত্বেঽপি যথা বিয়তি সাধ্যসন্দেহঃ সাধ্যসিদ্ধ্যভাবঃ বা বর্ত্ততে তথা ঘটাদৌ অপি সাধ্যসন্দেহঃ সিদ্ধ্যভাবঃ বা বর্ত্ততে এব। সাধ্যম্ অত্র মিথ্যাত্বম্—ইতি ন বিস্মর্ত্তব্যম্। ঘটাদৌ অপি মিথ্যাত্বসন্দেহস্য মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যভাবস্য বা সত্ত্বাৎ পক্ষত্বম্ অক্ষতমেব।

যত এব পক্ষত্বং ন প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বম্ কিন্তু সাধ্যসন্দেহরূপং সাধ্য-সিদ্ধ্যভাবরূপং বা "অতএব" বিয়ন্মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ ইত্যনুমানে ঘটাদীনাম্ অপি পক্ষত্বাৎ "তত্রাপি" ঘটাদৌ ন সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং দোষঃ। পক্ষ-ভিন্নে এব তস্য দূষণত্বস্য বাচ্যত্বাৎ ঘটাদীনাং পক্ষভিন্নত্বাভাবাৎ সন্দিগ্ধা-নৈকান্তিকত্বদোষস্য অসম্ভবাৎ। ন হি পক্ষে ব্যভিচারঃ দোষায় ইতি ভাবঃ।১৯

২০। ননু যদি ঘটাদীনামপি বিয়দাদিপ্রত্যেকপক্ষকানুমানে পক্ষত্বমেব, তৎ কথং ঘটাদেঃ পক্ষসমত্বোক্তিঃ মূলকারস্য সঙ্গচ্ছতে? পক্ষভেদঘটিতত্বাৎ পক্ষসমত্বস্য, ইত্যত আহ—"**পক্ষসমত্বোক্তিস্তু**" ইত্যাদি। ন হি ঘটাদীনাং পক্ষভিন্নত্বাৎ পক্ষসমত্বোক্তিঃ, কিন্তু ঘটাদীনাং প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বাভাবাৎ পক্ষসমত্বোক্তিঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। বিশেষতঃ অনুমানে বিয়দাদীনামেব প্রতিজ্ঞাবিশেষ্যত্বাৎ, ঘটাদৌ চ তদভাবাৎ, পক্ষসমত্বোক্তিস্তু মূলকৃতাম্ উপপদ্যতে এব। অতএব "মাত্রেণ" ইত্যুক্তম্। প্রতিজ্ঞাবিশেষ্যত্বাভাবাদেব পক্ষসমত্বোক্তিঃ, নতু পক্ষভিন্নত্বাৎ। তথাচ পক্ষভিন্নে নিশ্চিতহেতুমতি সাধ্যাভাবসন্দেহঃ দূষণম্—ইত্যত্র পক্ষপদং পক্ষতৎসমোভয়পরম্। পক্ষসমত্বং চ প্রতিজ্ঞাবিষয়ভিন্নত্বে সতি সাধ্যসন্দেহবত্ত্বং সাধ্যসিদ্ধ্যভাববত্ত্বং বা ? ইতি ফলিতম্ ।২০

২১। পক্ষে পক্ষসমে বা সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বং ন দোষঃ, অন্যথা অনুমানমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ ইতি উক্তম্। তৎ পক্ষত্বং যদি প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বং স্যাৎ, তর্হি বিয়দাদীনাং প্রত্যেকং পক্ষত্বে প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বরূপং পক্ষত্বং বিয়দাদিষু এব, ঘটাদৌ তন্নাস্তি—ইতি ঘটাদিঃ পক্ষাতিরিক্ত এব, অতএব ন পক্ষসমঃ। তথাচ পক্ষপক্ষসময়োঃ ভিন্নে ঘটাদৌ নিশ্চিতদৃশ্যত্বাদিহেতুমতি মিথ্যাত্বরূপসাধ্যসন্দেহস্য বর্ত্তমানত্বাৎ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বদোষঃ স্যাৎ—ইত্যাশঙ্কায়াম্ আহ মূলকারঃ "**ন চ তর্হি প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বম্**" ইত্যাদি। প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বমেব পক্ষত্বং ন ভবতি ইত্যর্থঃ। কিন্তু পক্ষত্বম্ উক্তরূপমেব। কুতঃ প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বং পক্ষত্বং ন ভবতি ? ইত্যত আহ—"**স্বার্থানুমানে তদভাবাৎ**"। স্বার্থানুমানে ন্যায়বাক্যপ্রয়োগাভাবাৎ ন্যায়াবয়বানাং প্রতিজ্ঞাদীনামপি অভাবাৎ স্বার্থানুমানে পক্ষত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ স্বার্থপরার্থানুমানসাধারণপক্ষত্বং সাধ্যসন্দেহবত্ত্বং সাধ্যগোচরসাধকমানাভাববত্ত্বং বা পূর্ব্বোক্তমেব বোধ্যম্। তথাচ ঘটাদীনাং প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বাভাবাৎ পক্ষভিন্নত্বমেব,

তত্র চ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষঃ স্যাৎ এব ইতি নিরস্তম্। তথাচ বিয়দ্ ইত্যেব পক্ষনির্দ্দেশঃ অস্তু, লাঘবাৎ, ইতি সর্ব্বং সুষ্ঠু।২১

তাৎপর্য্য।

সামান্যভাবে বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষভাবে বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করা যাইতেছে, যথা—

বিশেষ বিপ্রতিপত্তির আকার।

পৃথিব্যাদি নয়টী দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব—এই পঞ্চদশ পদার্থের মধ্যে কেবল আত্মপদার্থ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চতুর্দ্দশটী ধর্ম্মীতে পৃথিবীত্বজলত্বাদি চতুর্দ্দশ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাক চতুর্দ্দশটী বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনই "প্রত্যেকং বা বিপ্রতিপত্তিঃ" এই বাক্যের অর্থ। তাহার আকার—পৃথিবী মিথ্যা ন বা, জলং মিথ্যা ন বা, ইত্যাদি।

বিশেষবিপ্রতিপত্তির পক্ষতাবচ্ছেদক নির্ণয়।

উক্ত চতুর্দ্দশটী বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত যে সংশয় তাহাই পক্ষতাবচ্ছেদক; অননুগত চতুর্দ্দশটী বিপ্রতিপত্তিপ্রযুক্ত যে সংশয়, তাহাও অননুগত বলিয়া পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে না পারিলেও অনেক বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন চতুর্দ্দশ বিশেষ্যে সমূহালম্বনরূপ একটী সন্দেহ অনুগতই আছে। অথবা সমূহালম্বনাত্মক সন্দেহের বিষয়ত্ব অনুগতই আছে, আর তাহাই পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে।

পৃথিবীত্বাদি পক্ষতাবচ্ছেদক নহে সংশয়ই অবচ্ছেদক।

এই প্রত্যেক বিপ্রতিপত্তিপক্ষে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকই যে পৃথিবীত্বাদি তাহাই অনুমানের পক্ষতাবচ্ছেদক হউক—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক অননুগত। এজন্য অননুগত বিপ্রতিপত্তির অর্থাৎ উক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্যাশ্রিত যে সমূহালম্বন সন্দেহ তাহাই পক্ষতাবচ্ছেদক। পৃথিব্যাদি প্রত্যেক ধর্ম্মীতে "পৃথিবী মিথ্যা ন বা" "জলং

মিথ্যা ন বা” এইরূপে পৃথিবীত্বাদি প্রত্যেক ধর্ম্মাবচ্ছেদে বিপ্রতিপত্তি হইলেও বিমতত্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ উক্ত সমূহালম্বনাত্মক সংশয়ের বিষয়ত্ব তাবৎ ধর্ম্মীতে অনুগত আছে; তাহাই লঘুভূত, সুতরাং পক্ষতাবচ্ছেদক। বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকই পক্ষতাবচ্ছেদক সেই স্থলে হইতে পারিবে, যেখানে “ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি” এইরূপে অনুগত বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শন করিয়া পরে “বিমতং মিথ্যা” এইরূপ প্রয়োগ করা হইবে। কিন্তু যেস্থলে “পৃথিবী সত্যা মিথ্যা বা” এইরূপ অননুগত-ধর্ম্ম্যাশ্রয় বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়া পরে “বিমতং মিথ্যা” এইরূপ প্রদর্শন করা যাইবে, সেইস্থলে বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্বাদি পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। যেহেতু বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্বাদি অননুগত।

উক্ত সংশয়ের পক্ষতাবচ্ছেদকত্বে আপত্তি ও তাহার উত্তর।

অননুগত বিপ্রতিপত্তিজন্য যে সন্দেহ তাহাও অননুগত বলিয়া পক্ষ-তাবচ্ছেদক হইতে পারিবে না—এরূপ বলা যায় না। কারণ, সংশয় অননুগত হইলেও উক্ত চতুর্দ্দশ সংশয়কে বিশ্বধর্ম্মিক সত্যত্বমিথ্যাত্ব-কোটিক সংশয়ত্বরূপে অনুগত করিয়া পক্ষতাবচ্ছেদক করা যাইতে পারে।

অনুগতরূপে পৃথিবীত্বাদিকে পক্ষতাবচ্ছেদক করা যায় না।

কিন্তু বিপ্রতিপত্তির ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকীভূত পৃথিবীত্বাদি অননুগত হইলেও সত্যত্বমিথ্যাত্বকোটিক বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিতাবচ্ছেদকত্বরূপে পৃথিবী-ত্বাদি চতুর্দ্দশ ধর্ম্মকে অনুগত করিয়া পক্ষতাবচ্ছেদক করা যাইতে পারে—এরূপ বলা যায় না। কারণ, সত্যত্বমিথ্যাত্বকোটিক বিমতিত্বকে অপেক্ষা করিয়া সত্যত্বমিথ্যাত্বকোটিক বিপ্রতিপত্তিধর্ম্মিতাবচ্ছেদকত্ব গুরুভূত বলিয়া অনুগমকরূপ হইতে পারে না। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে বিমতিকে পক্ষতাবচ্ছেদক না করিয়া, অর্থাৎ “বিমতং মিথ্যা” এইরূপ

প্রয়োগ না করিয়া "বিয়দাদি মিথ্যা" এইরূপ পক্ষনির্দ্দেশ করা যায় না। যেহেতু আদিপদগ্রাহ্যতাবচ্ছেদক কোন ধর্ম্ম নাই। এজন্য অসঙ্কুচিত আদি-শব্দদ্বারা আত্মাদিরও গ্রহণ হইতে পারিবে। সুতরাং বাধাদি দোষ হয়।

প্রকারান্তরে পক্ষতাবচ্ছেদক নির্দ্দেশে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

প্রপঞ্চ মিথ্যা—এরূপও পক্ষনির্দ্দেশ হইতে পারে না। কারণ, প্রপঞ্চ শব্দদ্বারা আকাশাদি ভিন্ন জলক্ষিতিপ্রভৃতি গ্রহণ করিলে আকাশাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধি হয় না। আর "বিয়ৎ মিথ্যা" এইরূপ পক্ষ নির্দ্দেশও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে ঘটাদি বস্তু পক্ষবহির্ভূত বলিয়া তাহাতে দৃশ্যত্ব হেতু থাকায়, তাহাতে মিথ্যাত্বসিদ্ধি না হওয়ায় ব্যভিচার দোষ হইয়া পড়ে।

"বিয়ৎ মিথ্যা" প্রতিজ্ঞায় সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা।

যদি বলা যায় যে ঘটাদি পক্ষতুল্য, পক্ষে বা পক্ষতুল্যে ব্যভিচার ত দোষাবহ হয় না। সুতরাং "বিয়ৎ মিথ্যা" এরূপ পক্ষনির্দ্দেশ করিতে আপত্তি কি ?

তাহা হইলে বলিব আপত্তি এই যে, ঘটাদিপক্ষতুল্য হইল বলিয়া নিশ্চিত ব্যভিচার না হইলেও ব্যভিচারসন্দেহ ত হইবেই। সুতরাং সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইতে পারিবে।

সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতার দোষ নির্ণয়।

যদি বলা যায়—সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইল কিরূপে ? নিশ্চিত সাধ্যাভাববতে হেতুসন্দেহ হইলেই ত উক্ত দোষ হইয়া থাকে। তাহা ত প্রকৃতস্থলে নাই। কারণ, ঘটাদিতে সাধ্যাভাবনিশ্চয় নাই। আর দৃশ্যত্ব-হেতুর সন্দেহ ঘটাদিতে নাই ; কিন্তু নিশ্চয়ই আছে।

এরূপ বলা অসঙ্গত। নিশ্চিত সাধ্যাভাববানে হেতুর সন্দেহ হইলে যেরূপ সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয়, সেইরূপ নিশ্চিত হেতুমানে

সাধ্যসন্দেহ হইলেও সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইয়া থাকে। কারণ, ব্যভিচারে দুইটী অংশ। একটী হেতুর সত্ত্ব, অপরটী সাধ্যের অভাব। এই দুইটী অংশের মধ্যে একের নিশ্চয় ও অপরের সন্দেহে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয়। ঘটাদিতে হেতুর নিশ্চয় ও সাধ্যের সন্দেহ আছে বলিয়া ঘটাদিতে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ অপরিহার্য্য।

আর যদি বলা যায় যে, হেতুমতে সাধ্যসন্দেহে যদি সন্দিগ্ধানৈকান্তিক দোষ হয়, তাহা হইলে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে; কারণ, অনুমানমাত্রেই সাধ্যসন্দেহ অঙ্গ; পক্ষ সাধ্যসন্দেহবান্ ও হেতুনিশ্চয়-মান্ই হয়।

তাহা হইলে বলিব এই যে, পক্ষের অন্যত্র নিশ্চিত হেতুমানে সাধ্য-সন্দেহ হইলে উক্ত দোষ হইবে। পক্ষেই সাধ্যসন্দেহ অনুমানের অঙ্গ, অন্যত্র নহে। অন্যত্র সাধ্যসিদ্ধিই অনুমানের অঙ্গ। আর তাহা হইলে ঘটাদি পক্ষ হইতে ভিন্ন ত হইয়াছেই। আর তাহাতে হেতুনিশ্চিত আছে বলিয়া এবং সাধ্যের সন্দেহ আছে বলিয়া সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইলই বটে।

প্রকৃতস্থলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা।

যদি বলা যায়—সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ বলিয়া ঘটাদি পক্ষই বটে, পক্ষভিন্ন নহে। তাহাও অসঙ্গত; কারণ, সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বই পক্ষত্ব এস্থলে বক্তব্য নহে। যেহেতু সিদ্ধি থাকিয়া সিষাধয়িষা হইয়া যেস্থলে অনুমিতি হইবে, সেই স্থলে সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্ব নাই বলিয়া অনুমিতি হইতে পারিবে না। সুতরাং সন্দিগ্ধসাধ্যবত্ত্বকে পক্ষতা বলা যায় না। এজন্য প্রকৃতস্থলে প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বই পক্ষত্ব, আর "বিয়ৎ মিথ্যা" ইত্যাদিস্থলে প্রতিজ্ঞাবিষয় বিয়ৎই হইয়াছে, ঘট হয় নাই। সুতরাং ঘটাদি পক্ষ হইতে ভিন্নই হইয়াছে। অতএব সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষই থাকিল।

প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্ব পক্ষত্ব নহে।

যদি বলা যায়, না, এ দোষ হয় না। কারণ, ঘটাদি, পক্ষ হইতে ভিন্ন নহে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বরূপ পক্ষত্বলক্ষণ ঘটে নাই। সুতরাং পক্ষ হইতে ঘটাদি ভিন্নই হইল।

তাহা হইলে বলিব—পূর্ব্বপক্ষীর একথা অসঙ্গত। কারণ, প্রতিজ্ঞা-বিষয়ত্বটী পক্ষত্ব নহে। স্বার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা নাই বলিয়া পক্ষত্বের অভাব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ স্বার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বরূপ পক্ষত্ব সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং উক্তলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়। স্বার্থানু-মানে ন্যায়াবয়বের প্রয়োগ নাই। ন্যায়াবয়বের প্রয়োগ পরার্থানুমানেই হইয়া থাকে। স্বার্থানুমানে ন্যায়াবয়বের প্রয়োগ নাই বলিয়া পক্ষ-বচনরূপ প্রতিজ্ঞাও নাই। এজন্য স্বার্থপরার্থানুমানসাধারণ পক্ষত্বকে সাধকবাধকপ্রমাণাভাব বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে ঘটে মিথ্যাত্ব-সাধক এতদনুমানব্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণ নাই বলিয়া, আর মিথ্যাত্ববাধক প্রমাণান্তর নাই বলিয়া ঘটেও পক্ষত্ব থাকিল। সুতরাং ঘট পক্ষ হইতে ভিন্ন হইল কিরূপে? আর পক্ষ হইতে ভিন্ন না হইলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিক দোষই বা হইবে কেন? সুতরাং যখন সন্দিগ্ধানৈকান্তিক দোষের সম্ভাবনা নাই, তখন "বিয়ৎ" এই পর্য্যন্তই পক্ষ নির্দ্দেশ থাকুক।

প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বই পক্ষত্ব সমর্থনে পূর্ব্বপক্ষীর প্রয়াস।

প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্ব পক্ষত্ব অসঙ্গত, যেহেতু সাধ্যে অতিব্যাপ্তি হয়, ইত্যাদি যে সিদ্ধান্তী বলিয়াছিলেন, তাহার উত্তর এই যে, প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্বপদের অর্থ—প্রতিজ্ঞাবিশেষ্যত্ব। সাধ্য প্রতিজ্ঞার বিশেষ্য নহে, তাহা বিশেষণ। প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্ব সাধ্যে থাকিলেও বিশেষ্যত্বাখ্য বিষয়ত্ব সাধ্যে নাই।

আর যদি সিদ্ধান্তী বলেন "পর্ব্বতে বহ্নি" এইরূপ প্রতিজ্ঞা হইলে বিশেষ্যত্বাখ্য বিষয়তা ত সাধ্যেই থাকিল; সুতরাং প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্ব পক্ষত্ব হইল কিরূপে? তবে বলিব—উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞাবাক্য কথকসম্প্রদায়-

বিরোধী বলিয়া অপ্রামাণিক। আর যদি প্রামাণিক হয়, তবে প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্যত্বাখ্য বিষয়ত্বই পক্ষত্ব বলিব। তাহাতে আর আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, পর্ব্বতে বহ্নিঃ এইরূপ প্রতিজ্ঞা হইলেও এই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্যত্বাখ্য বিষয়তা পর্ব্বতেই আছে, বহ্নিতে নাই।

প্রতিজ্ঞাবিষয়ত্ব পক্ষত্ব নহে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষীর পুনর্ব্বার আপত্তি।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে, এতাদৃশ পক্ষত্ব বলিলেও স্বার্থানুমানে পক্ষতাসম্পাদন হইতে পারিল না। এজন্য সাধকবাধক প্রমাণাভাবই পক্ষতা বলিতে হইবে। আর তাহা ঘটে সম্ভাবিত হয় বলিয়া ঘটের পক্ষভিন্নতা নাই।

কিন্তু সিদ্ধান্তীর এরূপ বলাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, ঘটাদি-সাধারণ যে 'ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি' ইত্যাদিরূপ বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, সেই বিপ্রতিপত্তি অনুসারেই পক্ষনির্দ্দেশ কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত বিপ্রতিপত্তির বহির্ভাবে বিয়ৎ মাত্রকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিলে, নির্দ্দেশকর্ত্তার অকুশলতাই প্রকাশিত হয়। ইহা অপ্রাপ্তকালত্ব-রূপ নিগ্রহস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য যে সংশয় তাহা বিপ্রতিপত্তির অনন্তরকৃত অনুমানদ্বারা নিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকে। বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয় অনুমাননিবর্ত্তনীয় হয়—এজন্য বিপ্রতিপত্তির অনুগুণ পক্ষনির্দ্দেশ হওয়া উচিত। বিয়ৎ মাত্র পক্ষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে তৎপ্রযুক্ত যে অনুমান হইবে, তাহা ব্রহ্মপ্রমা ইত্যাদিরূপ বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের নিবর্ত্তক হইতে পারিবে না। ইহাই বস্তুতঃ পূর্ব্বপক্ষিগণের মূল অভিপ্রায়।

পক্ষতাসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। চতুর্দ্দশটী বিপ্রতিপত্তি।

এক্ষণে এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, ব্যাবহারিক চতুর্দ্দশটী বস্তুর মধ্যে যে-কোনটীকে লইয়া বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক মিথ্যাত্বানু-মানের প্রবৃত্তি হইতে পারে। "পৃথিবী মিথ্যা ন বা" এইরূপ বিপ্রতিপত্তি

প্রদর্শন করিয়া "পৃথিবী মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এইরূপ অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে যে সামান্যরূপে ব্যাবহারিক বস্তুমাত্র অর্থাৎ চতুর্দ্দশটী বস্তুকে এক উক্তিদ্বারা অনুগত করা হইয়াছিল, তাহা না করিয়া এক্ষণে অননুগত চতুর্দ্দশটী বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে যদিও শব্দকৃত গৌরব হইতেছে বটে, কিন্তু প্রতীতির বহু লাঘব হইতেছে। শব্দকৃত গৌরব অপেক্ষা প্রতীতিগৌরব অধিক দোষাবহ। প্রতীতিলাঘবের জন্য শব্দগৌরব স্বীকার করা উচিত, কিন্তু প্রতীতির গৌরব করিয়া শব্দ লাঘব করা অসঙ্গত। এজন্য এস্থলে সামান্যরূপে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াও বিশেষরূপে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে শব্দকৃত গৌরব থাকিলেও প্রতীতির বহু লাঘব আছে।

এখন পূর্ব্বপক্ষী যে চতুর্দ্দশটী বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়া উক্ত চতুর্দ্দশ-বিপ্রতিপত্তিসাধারণ বিয়দাদিকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিতে যে চতুর্দ্দশটী ধর্ম্মী হইবে, সেই চতুর্দ্দশ-ধর্ম্মিসাধারণ অনুমানের পক্ষরূপে বিয়দাদি চতুর্দ্দশ পদার্থকে চতুর্দ্দশ বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের বিষয়ত্বরূপে অনুগত করিয়া অনুমানে পক্ষনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কোন আবশ্যকতা নাই। যেহেতু বিয়ৎমাত্রকে পক্ষ করিলেও অর্থাৎ উক্ত চতুর্দ্দশ ধর্ম্মীর যে-কোনটীকে পক্ষ করিলেও কোন দোষ হয় না। প্রত্যুত পূর্ব্বপক্ষীর মতে বলিতে গেলে প্রতীতির লাঘবও থাকে না। সুতরাং "যদ্ বা" কল্পের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীর দ্বারা যে প্রকারান্তর প্রদর্শন করা হইয়াছে, যথা—"পৃথিবী মিথ্যা নবা" ইত্যাদি, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। পৃথিবী আদি চতুর্দ্দশ পদার্থের যে-কোনটীকে পক্ষ করিয়া অনুমানে প্রবৃত্ত হইলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতাদি দোষের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং "বিষয়াদি" না বলিয়া "বিয়ৎ মিথ্যা" এইরূপই বলিতে হইবে। অতএব ন্যায়ামৃতকার যে বিষয়াদিই পক্ষ হইবে, বিষয়াদির প্রত্যেক যথা বিয়ৎ মাত্রই পক্ষ হইতে পারে না—বলিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত। এস্থলে

পূর্ব্বপক্ষীর অভিসন্ধি এই যে বিয়দাদিকে পক্ষ করিলে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্‌ভিন্নং" এই বিপ্রতিপত্তি বিশেষ্যতার যতগুলি অবচ্ছেদক অর্থাৎ পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি, সেই সবগুলিই উক্ত বিষয়াদি পক্ষতারই অবচ্ছেদক হইবে। সুতরাং যদ্‌বা কল্পে প্রতীতির আর লাঘব থাকিল না—ইহাই প্রদর্শন করা। পূর্ব্বপক্ষী মনে করেন যে, বিয়ৎ মাত্রকে পক্ষ করিয়া মিথ্যাত্বানুমান করিতে গেলে পৃথিব্যাদি অন্তর্ভাবে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইয়া পড়ে। এজন্য প্রত্যেককে পক্ষ করা উচিত নহে।

কিন্তু এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে—না, তাহা হয় না। **সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ যে হয় না,** তাহা পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থেই দেখান হইয়াছে। আর পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থে উক্তরূপ অনুমানে যে দোষের নিষ্কর্ষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা এই যে, বিষয়াদি প্রত্যেককে পক্ষ করিলে অর্থাৎ "বিয়ৎ মিথ্যা" এইরূপ অনুমান করিলে, ঘটাদি-সাধারণ যে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" বিপ্রতিপত্তি তাহার অননুগুণ হয়। বিয়ৎকে পক্ষনির্দ্দেশ করিয়া যে অনুমানটী হইবে, তাহা সামান্য বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের নিবর্ত্তক যে নিশ্চয় তাহার জনক হইবে না—ইত্যাদি। ইহা কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, বিপ্রতিপত্তির পক্ষমাত্রপরিগ্রহই ফল—এরূপ নিয়ম নাই বলিয়া, কথাঙ্গরূপেও বিপ্রতিপত্তির আবশ্যকতা আছে বলিয়া, সামান্যরূপে বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনানন্তর বিশেষরূপে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইতে পারে।

সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতার প্রকৃতস্থল।

পূর্ব্বপক্ষী যে সন্দিগ্ধসাধ্যাভাববতে হেতুনিশ্চয় থাকিলেও সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয়—বলিয়াছেন, তাহা সেইস্থলে বুঝিতে হইবে, যেখানে ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক থাকিবে না। ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কসত্ত্বে তাদৃশ

ব্যভিচারসংশয় দোষই নহে। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা নিশ্চয় আছে বলিয়া উক্ত হেতু অপ্রযোজক হইতে পারে না। সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ, হেতুর অপ্রয়োজকত্বপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেস্থলে ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কদ্বারা হেতুর প্রয়োজকত্ব নিশ্চয় হইবে, সেস্থলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কাভাবস্থলেই সন্দিগ্ধসাধ্যাভাববতে হেতুসন্দেহ হইলে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হইতে পারে, অন্যত্র নহে। প্রকৃতস্থলে বিয়তের মিথ্যাত্বানুমানে, মিথ্যাত্বের সহিত দৃশ্যত্বাদি হেতুর ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কসমূহ অগ্রে বলা হইবে বলিয়া ঘটাদিতে দৃশ্যত্ব হেতু থাকিলেও মিথ্যাত্বাভাবের সম্ভাবনা নাই বলিয়া সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতার কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং "বিয়ন্মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এই অনুমানে যে দৃশ্যত্বহেতুক মিথ্যাত্বানুমান হইবে, সেই দৃশ্যত্বহেতু ব্যাবহারিক প্রপঞ্চমাত্রেই আছে বলিয়া আর কোন স্থলেই মিথ্যাত্বসন্দেহ হইতে পারিবে না। সুতরাং সামান্যবিপ্রতিপত্তির অনুগুণ পক্ষ নির্দ্দেশ না হইলেও সামান্যবিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের নিরাসক এই বিশেষানুমান হইতে কোন বাধা হইল না। বিপ্রতিপত্তিবাক্যের পক্ষনির্ণায়করূপে উপযোগিতা নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের ব্যুদসনীয়রূপেই উপযোগিতা আছে—ইহাই সিদ্ধান্ত, আর তাহাও প্রকৃতস্থলে রক্ষিত হইল।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, **নিশ্চিতসাধ্যাভাববতে হেতুসন্দেহ** থাকিলে যে সন্দিগ্ধানৈকান্তিক দোষ হয়, তাহা প্রকৃতস্থলে হয় না। কারণ, ঘটাদিতে মিথ্যাত্বের অভাবনিশ্চয় নাই ও দৃশ্যত্বহেতুরও সন্দেহ নাই, প্রত্যুত নিশ্চয়ই আছে। আর অন্যপ্রকার যে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা, যথা—**নিশ্চিতহেতুমানে সাধ্যসন্দেহ**, তাহা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক না থাকিলেই হয়, ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক থাকিলে হয় না। এজন্য **চিন্তামণিকার শক্তিসাধকানুমানে** সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষের

বিপ্রতিপত্তির প্রাচীন প্রয়োগ।

এবং বিপ্রতিপত্তৌ প্রাচাং প্রয়োগাঃ—বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ ইতি। নাত্র অবয়বেষু আগ্রহঃ।২২। অত্র স্বনিয়ামকনিয়তয়া বিপ্রতিপত্ত্যা লঘুভূতয়া পক্ষতাবচ্ছেদো ন বিরুদ্ধঃ।২৩। সময়বন্ধাদিনা ব্যবধানাৎ তস্য অনুমানকালাসত্ত্বেঽপি উপলক্ষণতয়া পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্।২৪। যদ্ বা বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাবচ্ছেদকমেব পক্ষতাবচ্ছেদকম্। প্রাচাং প্রয়োগেঽপি বিমতম্ ইতি পদং বিপ্রতিপত্তি(-বিমতি-?-)বিষয়তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাভিপ্রায়েণ, ইতি অদোষঃ।২৫ (১৪৭—১৮৫)

(পূর্ব্ববাক্যের তাৎপর্য্য শেষ)

উদ্ভাবন করিয়াছেন। ঈশ্বরানুমানচিন্তামণিতে "বহ্নিঃ অদৃষ্টাতীন্দ্রিয়ভাবভূত-ধর্ম্মসমবায়ী, দাহজনকত্বাৎ, আত্মবৎ" এই মীমাংসকপ্রদর্শিত শক্তিসাধকানুমানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক নাই বলিয়া হেতুকে অপ্রয়োজক বলিয়াছেন। অর্থাৎ সন্দিগ্ধানৈকান্তিক দোষদুষ্ট বলিয়াছেন; সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক না থাকিলেই সন্দিগ্ধানৈকান্তিকতা দোষ হয়। প্রকৃতস্থলে তাহা হয় না। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।২১

অনুবাদ।

২২। মিথ্যাত্বসিদ্ধির অনুকূল বিপ্রতিপত্তিবাক্য, যাহা—"ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং, ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা" ইত্যাদি, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এস্থলে ভাবকোটি, বাদী—বেদান্তিগণের এবং অভাব কোটি, প্রতিবাদী—দ্বৈতিগণের বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সিদ্ধান্তিগণের অভিমত

ভাব কোটি মিথ্যাত্বের প্রমাণ কি? এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী মিথ্যাত্বের সাধক অনুমান প্রমাণ উপন্যাস করিয়া বলিতেছেন—**"এবং বিপ্রতিপত্তৌ প্রাচাং প্রয়োগাঃ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ এইরূপে বিপ্রতিপত্তি সিদ্ধ হইলে প্রাচীন বেদান্তী **আনন্দবোধ** ভট্টারক প্রভৃতি গণের মতে এইরূপ ন্যায়প্রয়োগ হইবে। সেই প্রয়োগ এই—

(১) বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ,

(২) বিমতং মিথ্যা, জড়ত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ,

(৩) বিমতং মিথ্যা, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ।

এইরূপে তিনটী ন্যায়প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইরূপ ন্যায়প্রয়োগে ন্যায়াবয়ব যে প্রতিজ্ঞা হেতু প্রভৃতি তদ্বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ নাই। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অবয়ব প্রয়োগ করিতেই হইবে—এরূপ আগ্রহ গ্রন্থকারের নাই। কারণ, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অবয়ব প্রদর্শন করা অসম্ভব। যেহেতু দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে **নৈয়ায়িকের** মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চ অবয়ব স্বীকার করা হয়। সেই নৈয়ায়িকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্য প্রয়োগ আবশ্যক হইবে। দ্বৈতবাদী **মীমাংসকগণ** প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ অথবা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই তিনটী অবয়ব স্বীকার করেন বলিয়া তাহাদের সহিত বিচারে তিনটী অবয়বযুক্ত ন্যায় প্রয়োগ করা আবশ্যক হইবে। তদ্রূপ **বৌদ্ধগণ** উদাহরণ ও উপনয়মাত্র দুইটী ন্যায়াবয়ব স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত বিচারে দুইটী ন্যায়াবয়ব প্রয়োগ করা আবশ্যক হইবে। এই জন্যই মূলকার ন্যায়প্রয়োগে অবয়বনির্দ্ধারণে কোন আগ্রহ নাই বলিয়াছেন।২২

২৩। প্রাচীন বেদান্তিগণ "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" এইরূপ ন্যায়প্রয়োগ করেন—বলা হইয়াছে। **"বিমতং"** পদের দ্বারা পক্ষনির্দ্দেশ, **"মিথ্যা"** পদদ্বারা সাধ্যনির্দ্দেশ, এবং **"দৃশ্যত্বাৎ"** পদদ্বারা হেতুর নির্দ্দেশ

করা হইয়াছে। এই "বিমতং" পদের অর্থ—বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্য। প্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য যে সংশয় তাহাই এস্থলে বিপ্রতিপত্তি বা বিমতি পদদ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিপ্রতিপত্তি বা বিমতি-রূপ সংশয়ের বিশেষ্যই "বিমত" পদের অর্থ। এই বিমতি বা বিপ্রতি-পত্তিরূপ সংশয় পক্ষতাবচ্ছেদক। প্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য সংশয়ই বিমতি পদদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়মাত্র অর্থাৎ যে কোন সংশয়কে পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করিলে, যে কোন সংশয়ের বিশেষ্য পক্ষ হইয়া পড়ে। আর তাহাতে, যে কোন সংশয়ের বিশেষ্য ব্রহ্ম অলীক বা প্রাতিভাসিক বস্তু হইতে পারে। যেহেতু "ব্রহ্ম ক্ষণিকং ন বা" "প্রাতিভাসিকং সত্যং ন বা" এইরূপ সংশয় সর্ব্বত্রই সুলভ। আর ব্রহ্ম অলীক প্রভৃতি, মিথ্যাত্বানুমানে পক্ষ হইলে যে বাধ প্রভৃতি দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। এজন্য "ব্রহ্মপ্রমাতি-রিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ই পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে পক্ষতাবচ্ছেদক সংশয়ের নিয়তবিষয়তা রক্ষা করিবার জন্য এই পক্ষতাবচ্ছেদক সংশয়কেও অবচ্ছেদকসাপেক্ষ বলিতে হইবে। আর এই পক্ষতাবচ্ছেদকতাব-চ্ছেদকরূপে ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি প্রবেশ করাইতে হইবে। এই পক্ষতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকরূপে যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইতেছে, সেই ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলা উচিত? সংশয়কে পক্ষতাবচ্ছেদক বলিলেও ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিকে পক্ষতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকরূপে বলিতেই হইতেছে। সুতরাং উক্ত সংশয়কে আর পক্ষতাবচ্ছেদক না বলিয়া ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলা উচিত। অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং—মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ"—এইরূপ ন্যায়প্রয়োগ করা উচিত ছিল। "বিমতং মিথ্যা" এইরূপ ন্যায়প্রয়োগ করা উচিত ছিল না।

এতদুত্তরে মূলকার বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারে না। বিমতিই পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি অবচ্ছেদক হইবে না। কারণ, বিমতি বা বিপ্রতিপত্তিরূপ যে সংশয় তাহা লঘুভূতশরীর বলিয়া তাহাই পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। এই বিমতি কিরূপে লঘুশরীর হয় তাহাই দেখাইতেছেন—**"অত্র স্বনিয়ামক-নিয়তয়া"** ইত্যাদি। **অত্র** অর্থাৎ এই প্রাচীনগণের অনুমানপ্রয়োগে, **"স্বনিয়ামকনিয়তয়া বিপ্রতিপত্ত্যা"** অর্থাৎ "স্ব" যে বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ সংশয়, তাহার নিয়তবিষয়ত্বে নিয়ামক যে ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽ-বাধ্যত্বাদি তদ্দ্বারা নিয়তবিষয় বিপ্রতিপত্তি বা বিমতিরূপ সংশয়ই তদ্ব্যক্তিত্বরূপে লঘুশরীর বলিয়া পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। অর্থাৎ নিয়ত-বিষয় সংশয়কেই তদ্ব্যক্তিত্বরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক বলা হইয়াছে। এজন্য গৌরবদোষ হইতে পারে না।২৩

২৪। বিপ্রতিপত্তি বা বিমতিরূপ সংশয় পক্ষতার অবচ্ছেদক হইবে ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে দোষ এই যে, অনুমান প্রমাণ পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের সমানাধিকরণ সাধ্যকে সিদ্ধ করিয়া থাকে বলিয়া অর্থাৎ অনুমিতিটী পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের সমানাধিকরণ সাধ্যকে বিষয় করিয়া থাকে বলিয়া অনুমিতিকালে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী পক্ষে থাকা চাই। অনুমিতিকালে পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মটী না থাকিলে পক্ষে যে সাধ্যের সিদ্ধি হইবে তাহা পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের সমানাধি-করণ হইতে পারিবে না। এখন ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিরূপ বিপ্রতি-পত্তিজন্য সংশয়টী পক্ষতার অবচ্ছেদক হইলে, এই পক্ষতাবচ্ছেদক অনুমিতিকালে থাকিতে পারে না। কারণ, এই সংশয় জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং ক্ষণদ্বয়মাত্র স্থায়ী। তৃতীয় ক্ষণে ইহার নাশ অবশ্যম্ভাবী। এই পক্ষতাবচ্ছেদক বিমতি মধ্যস্থপ্রদর্শনীয় সময়বন্ধাদির দ্বারা ব্যবহিত হইয়া যায় বলিয়া অনুমিতিকালে থাকিতে পারে না। মধ্যস্থ বিপ্রতি-

পত্তিপ্রদর্শনের পর সময়বন্ধাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন—ইহাই কথক-সম্প্রদায়সিদ্ধনিয়ম। এই সময়বন্ধপদের অর্থ—নিয়মস্থাপন। সময়-পদের অর্থ—নিয়ম; ইহা—বাদী ও প্রতিবাদী অপশব্দ বর্জ্জন করিবেন, কথাবিশেষে নিগ্রহস্থানের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক এতগুলি নিগ্রহ-স্থান প্রদর্শিত হইবে, বাদী এই পক্ষ স্থাপন করিবেন, প্রতিবাদী এই পক্ষ দূষণ করিবেন, সভ্য ও রাজাদি অনুবিধেয়জনের নির্দ্দেশ করিবেন, ইত্যাদি। এইরূপ সময়বন্ধাদি দ্বারা বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয় ব্যবহিত হইয়া পড়ে বলিয়া আর সেই সংশয়টী অনুমিতিকালে থাকিতে পারে না। আর এজন্য বিমতিরূপ সংশয় পক্ষতাবচ্ছেদকও হইতে পারে না। পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যেস্থলে জ্ঞানস্বরূপ হইবে সেই সব স্থলেই এই আপত্তি চলিবে। কিন্তু পর্ব্বতত্বাদির মত স্থির ধর্ম্ম পক্ষতাবচ্ছেদক হইলে আর এরূপ আপত্তি হইতে পারিবে না। এই আশঙ্কাই মূলকার—**"সময়-বন্ধাদিনা ব্যবধানাৎ তস্য অনুমানকালাসত্ত্বেপি"** এই বাক্য-দ্বারা বলিতেছেন, আর ইহার উত্তর বলিতেছেন—**উপলক্ষণতয়া পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্**।

ইহার অর্থ—এই বিমতিরূপ সংশয় বিশেষণরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে না পারিলেও উপলক্ষণরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে বাধা নাই। যেমন আম (কাঁচা) অবস্থাতে শ্যামঘট পাকবশতঃ রক্ততাদশাতে শ্যামত্ব-উপলক্ষিত রক্ত প্রতীত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিমতিদ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ বিমতিবিষয়ত্বদ্বারা উপলক্ষিতকে পক্ষ করিয়া মিথ্যাত্বের অনুমিতি হইতে বাধা নাই।২৪

২৫। ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি বিশেষিত বিপ্রতিপত্তি বা বিমতিরূপ সংশয় প্রকৃতানুমানে পক্ষতার অবচ্ছেদক—ইহা বলা হইয়াছে। এই বিমতি বা সংশয় তদ্ব্যক্তিত্বরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইলেও বিমতির পরিচায়করূপে ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদির জ্ঞান অবশ্যই অপেক্ষিত

হইবে। সুতরাং বিমতির পরিচায়কের জ্ঞান না হইয়া পরিচায়কদ্বারা পরিচিত বিমতির জ্ঞান হইতে পারে না। এজন্য বিমতির পরিচায়ক পূর্ব্বেই উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং প্রথমোপস্থিতত্বপ্রযুক্ত বিমতির পরিচায়ক ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বাদিই পক্ষতাবচ্ছেদক হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা পরিচিত চরমোপস্থিত বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক হওয়া উচিত নহে। এইরূপ শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন— **"যদ্ বা"** ইত্যাদি। **যদ্ বা** কথাটী পূর্ব্বকল্প পরিত্যাগ করিয়া কল্পান্তর উপন্যাস করিতে গেলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার বিমতিকে পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া তাহাতে প্রদর্শিত দোষের চিন্তা করিয়া কল্পান্তর উপন্যাস করিতেছেন। বলিতেছেন—বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক নাই বা হইল। কিন্তু বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বাদি" তাহাই প্রকৃতানুমানে পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, তদবচ্ছিন্ন পক্ষ প্রকৃতানুমানে হইলে, তাহার আকার হইবে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং", কিন্তু "বিমতং" এরূপ আর হইবে না। তবে প্রাচীন **আনন্দবোধ** প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে "বিমতং" এইরূপ পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার অর্থও পূর্ব্বোক্তরূপেই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্যতাবাচ্ছেদক যে ধর্ম্ম—ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বাদি, সেই ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীকে বুঝাইবার জন্য "বিমত" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর এরূপ হইলে বাস্তবিকপক্ষে কোন দোষই থাকে না। পূর্ব্বে যে লঘুশরীর বলিয়া বিমতিকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলিতে চাহিয়াছিলেন, আর গুরুশরীর বলিয়া ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বাদি ধর্ম্মকে পক্ষতার অবচ্ছেদক বলিতে চাহেন নাই, তাহা আর রহিল না। গুরুশরীরই পক্ষতার অবচ্ছেদক হইল। কিন্তু তাহাতেও দোষ নাই। কারণ, বিমতি শরীরকৃত লঘু হইলেও প্রতিপত্তিকৃত

গৌরব দোষদুষ্ট। যেহেতু বিমতিকে নিয়তবিষয় করিবার জন্য ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিকে প্রবেশ করাইতেই হইবে। সুতরাং পক্ষতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকরূপে ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাত্বাদি ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে হইল। সুতরাং প্রতিপত্তিতে লাঘব থাকিল না। এক্ষণে সেই ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তত্বাদিকে পক্ষতাবচ্ছেদক বলায় আর বিমতিকে পক্ষতাব-চ্ছেদক বলিতে হইল না। এই বিমতির অপ্রবেশকৃত লাঘবই থাকিয়া গেল। শরীরকৃত লাঘব অপেক্ষা প্রতিপত্তিকৃত লাঘব অধিক আদরণীয়।২৫

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রি-শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম-বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির বঙ্গানুবাদে ন্যায়প্রয়োগ-বিচার সমাপ্ত।

টীকা।

২২। মিথ্যাত্বসিদ্ধ্যনুকূলা বিপ্রতিপত্তিঃ "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং, প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতি-যোগি ন বা ?" ইত্যাদিরূপা প্রদর্শিতা, তত্র ভাবকোটিঃ বাদিনাং বেদান্তিনাম্, অভাবকোটিঃ প্রতিবাদিনাং দ্বৈতিনাম্—ইত্যপি উক্তম্। বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনসমনন্তরং "কিমত্র ভাবকোটৌ প্রমাণম্ ?" ইতি ভবতি প্রতিবাদিনাং প্রমাণবিষয়িণী জিজ্ঞাসা। তত এব স্বাভিমতকোটৌ মিথ্যাত্বে অনুমানং প্রমাণম্ উপস্থাপয়ন্ আহ—"**এবং** বিপ্রতিপত্তৌ প্রাচাং প্রয়োগাঃ" ইত্যাদি—প্রদর্শিতরূপায়াং বিপ্রতিপত্তৌ সিদ্ধায়াম্ ইত্যর্থঃ। "**প্রাচাম্**" ন্যায়মকরন্দকৃতাম্ আনন্দবোধভট্টারকাণাং "**প্রয়োগাঃ**" ন্যায্যবাক্যপ্রয়োগাঃ ত্রয়ঃ। কে তে ? ইত্যাহ—বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, বিমতং মিথ্যা জড়ত্বাৎ, বিমতং মিথ্যা পরিচ্ছিন্নত্বাৎ ; ত্রিষ্বপি উদাহরণম্ একম্—"**শুক্তিরূপ্যবৎ**" ইতি। এষু প্রয়োগেষু বিমতম্ ইতি পক্ষনির্দ্দেশঃ। "**বিমতম্**" ইত্যস্য বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্য-সংশয়বিশেষ্যম্ ইত্যর্থঃ। প্রদর্শিতা যা বিপ্রতিপত্তিঃ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽ-

বাধ্যত্বাদিরূপা তজ্জন্যঃ যঃ সংশয়ঃ, তদ্‌বিশেষ্যম্ ইত্যর্থঃ। তথা চ উক্ত-বিপ্রতিপত্তিবাক্যজন্যসংশয়স্যৈব বিশেষ্যতাসম্বন্ধেন পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্ বোদ্ধব্যম্। **"মিথ্যা"**ইতি পদেন সাধ্যনির্দ্দেশঃ। মিথ্যাত্বং সাধ্যম্। তৎ চ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাদিরূপম্। এতৎ চ অগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি। দৃশ্যত্বাদিহেতুস্বরূপং হেতুনির্ব্বচনপ্রস্তাবে, "শুক্তি-রূপ্যবৎ" ইতি দৃষ্টান্তস্বরূপং দৃষ্টান্তনিরূপণপ্রস্তাবে চ স্ফুটীভবিষ্যতি। এবং ন্যায়বাক্যপ্রয়োগে কতি ন্যায়াবয়বাঃ প্রযোক্তব্যাঃ ? ইত্যত্র "আগ্রহঃ" ইয়ত্তাবধারণং নাস্তি। যতঃ তার্কিকাণাং প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়-নিগমনেতি পঞ্চাবয়ববাদিত্বাৎ তান্ প্রতি পঞ্চাবয়বাঃ প্রযোক্তব্যাঃ। মীমাংসকানাং প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণেতি ত্র্যবয়ববাদিত্বাৎ উদাহরণোপ-নয়নিগমনেতি ত্র্যবয়ববাদিত্বাৎ বা তান্ প্রতি তে এব ত্রয়ঃ অবয়বাঃ প্রযোক্তব্যাঃ, বৌদ্ধানাম্ উদাহরণোপনয়েতি দ্ব্যবয়ববাদিত্বাৎ তান্ প্রতি তাবেব দ্বৌ অবয়বৌ প্রযোক্তব্যৌ ইতি ভাবঃ। অতএব **"নাত্র অবয়বেষু আগ্রহঃ"** ইত্যুক্তং মূলকৃতা। তদুক্তং—

তত্র পঞ্চতয়ং কেচিৎ দ্বয়মন্যে বয়ং ত্রয়ম্।
উদাহারণপর্য্যন্তং যদ্‌বোদাহরণাদিকম্॥

কেচিৎ—নৈয়ায়িকাঃ, অন্যে বৌদ্ধাঃ বয়ং মীমাংসকাঃ, তার্কিকবৌদ্ধ-মীমাংসকানাং পঞ্চদ্বিত্র্যবয়ববাদিত্বাৎ তান্ প্রতি যথামতম্ অবয়বাঃ প্রযোক্তব্যাঃ ইতি ভাবঃ।২২

২৩। "বিমতং মিথ্যা" ইতি প্রাচাং প্রয়োগে "বিমতম্" ইত্যস্য বিপ্রতিপত্তিবিশেষ্যম্ ইত্যর্থঃ ইত্যুক্তম্। বিপ্রতিপত্তিশ্চ "ব্রহ্মপ্রমাতি-রিক্তাহবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগি ন বা" ইত্যাদিরূপা। এতাদৃশবিপ্রতি-পত্তিবাক্যজন্যসংশয়ঃ এব "বিমতি" পদেন উচ্যতে। বিমতেঃ সংশয়স্য বিশেষ্যং বিমতম্। এতদেব প্রাচাং প্রয়োগে পক্ষত্বেন নির্দ্দিষ্টম্।

তথা চ বিমতিরেব পক্ষতাবচ্ছেদিকা। ন তু বিমতিমাত্রং পক্ষতাবচ্ছেদকম্। বিমতিমাত্রস্য পক্ষতাবচ্ছেদকত্বে ব্রহ্মধর্ম্মিকায়াঃ তুচ্ছধর্ম্মিকায়াঃ বা, বিমতেঃ সত্ত্বাৎ, ব্রহ্মতুচ্ছয়োরপি পক্ষকোটৌ অন্তর্ভাবাপত্ত্যা অতিপ্রসঙ্গাৎ। এতদতিপ্রসঙ্গবারণায় পক্ষতাবচ্ছেদিকায়াঃ বিমতেরপি অবচ্ছেদকসাপেক্ষত্বেন ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি যদবচ্ছেদকম্ উচ্যেত, তস্যৈব ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদেঃ পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্ অস্তু। পক্ষতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকত্বেন অভিমতস্য পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্ অস্তু। অলম্ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিজ্ঞানাধীনজ্ঞানায়াঃ বিমতেঃ পক্ষতাবচ্ছেদকত্বোক্ত্যা, ব্যর্থত্বাৎ—ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষতাবচ্ছেদকশরীরলাঘবাৎ বিমতিরেব পক্ষতাবচ্ছেদিকা ভবিতুম্ অর্হতি, ইত্যাহ মূলকারঃ—**"অত্র স্বনিয়ামকনিয়তয়া"** ইত্যাদি।

অত্র—প্রাচাম্ অনুমানে, **স্বনিয়ামকনিয়তয়া**—স্বস্যা পক্ষতাবচ্ছেদিকায়াঃ বিমতেঃ নিয়তবিষয়ত্বে নিয়ামকং যৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি, তন্নিয়তয়া, ব্রহ্মতুচ্ছপ্রাতিভাসিকাবিষয়কত্বেন নিয়তবিষয়য়া **"বিপ্রতিপত্ত্যা"** বিমত্যা পক্ষতায়াঃ অবচ্ছেদো ন বিরুদ্ধঃ। তত্র হেতুঃ—**"লঘুভূতয়া"**। লঘ্ব্যা বিমত্যৈব প্রকৃতানুমানে পক্ষতা অবচ্ছিদ্যতাম্ ন পুনঃ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিনা। প্রকৃতানুমানে পক্ষতাবচ্ছেদিকা বিমতিঃ যদ্যপি নিয়তবিষয়ত্বায় অবচ্ছেদকসাপেক্ষা, তথাপি, সাবয়বত্বসাধিতেন লঘুভূতেন কার্য্যত্বেন পৃথিব্যাঃ সকর্তৃকত্বসাধনমিব, স্বনিয়ামকনিয়তয়া লঘ্ব্যা বিপ্রতিপত্ত্যা পক্ষতাবচ্ছেদো ন বিরুদ্ধঃ। তথাচ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিরূপেণ পরিচিতায়াঃ বিমতিব্যক্তেঃ তদ্ব্যক্তিত্বেনৈব পক্ষতাবচ্ছেদকত্বম্, প্রমাণোপন্যাসে লঘুভূতস্যৈব আদরণীয়ত্বাৎ। তদ্ব্যক্তিত্বেন নিবেশাদেব ন পক্ষতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকীভূতানাং ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদীনাং নিবেশঃ—ইতি ভাবঃ। ২৩

২৪। নন্নু বিমতেঃ পক্ষতাবচ্ছেদকত্বে পক্ষতাবচ্ছেকসামানাধিকরণ্যেন সাধ্যসিদ্ধেঃ অনুমানফলত্বাৎ পক্ষতাবচ্ছেকীভূতায়াশ্চ বিমতেঃ জ্ঞানরূপায়াঃ মধ্যস্থকর্তৃকসময়বন্ধাদিনা ব্যবহিতত্বেন অনুমানকালে অভাবাৎ ন অনুমানস্য পক্ষতাবচ্ছেদকসামাধিকারণ্যেন সাধ্যসিদ্ধিরূপফলসিদ্ধিঃ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**"সময়ববন্ধাদিনা"** ইত্যাদি। সময়বন্ধাদিনা বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়স্য ব্যবহিতত্বাৎ অতীতত্বাৎ **"তস্য"** বিমতিরূপপক্ষতাবচ্ছেদকস্য **অনুমানকালে** অনুমিতিসময়ে **অসত্ত্বেঽপি** অবর্ত্তমানত্বেঽপি নষ্টত্বেঽপি ইত্যর্থঃ। যদ্যপি বিমতিঃ সময়বন্ধাদিনা ব্যবহিত্বাৎ ন অনুমানকালে অস্তি, জ্ঞানস্য তৃতীয়ক্ষণনাশ্যত্বাৎ, তথাপি উপলক্ষণতয়া সা বিমতিরেব পক্ষতাবচ্ছেদিকা। শ্যামত্বোপলক্ষিতরক্তঃ ইতিবৎ বিমতিবিষয়ত্বোপলক্ষিতং বিমতং মিথ্যা ইতি বিমতেঃ উপলক্ষণতয়া পক্ষতাবচ্ছেদকত্বং যুক্তম্। সময়বন্ধশ্চ অপশব্দঃ বর্জ্জনীয়ঃ, এতাবন্তি চ নিগ্রহস্থানানি উদ্ভাবনীয়ানি "ত্বয়েদং সাধনীয়ম্ অনেনেদং দূষনীয়ম্" ইত্যাদি মধ্যস্থবাক্যরূপঃ। আদিপদেন সভ্যানুবিধেয়সংবরণং গ্রাহ্যম্।২৪

২৫। যদ্যপি শরীরলাঘবাৎ বিমতিরেব পক্ষতাবচ্ছেদিকা ইতি উক্তম্। তথাপি বিমতেঃ শরীরলাঘবেঽপি প্রতিপত্তিগৌরবাৎ ন পক্ষতাবচ্ছেদকত্বং যুক্তম্, শব্দগৌরবাপেক্ষয়া প্রতিপত্তিগৌরবস্য জ্যায়স্ত্বাৎ, ইতি অস্বরসাৎ আহ—**"যদ্ বা"** ইতি। অথবা ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিরূপস্য বিমতিপর্য্যায়কতয়া প্রথমোপস্থিতত্বাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিরূপমেব পক্ষতাবচ্ছেদকং যুক্তম্ ইত্যত আহ—**"যদ্ বা"** ইত্যাদি। অথবা বিমতেঃ উপলক্ষণতয়া পক্ষতাবচ্ছেদকত্বে প্রমাণস্য উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকবিশেষণত্বাবগাহিত্বরূপনিয়মবাধঃ এব অত্র দোষঃ স্যাৎ, ইত্যস্বরসাৎ আহ—**"যদ্ বা"** ইতি। বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাবচ্ছেদকমেব প্রকৃতানুমানে পক্ষতাবচ্ছেদকম্। বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাবচ্ছেদকং চ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্ব-সত্ত্বেন-প্রতীত্যর্হত্ব-চিদ্-

ভিন্নত্বানি। তথা চ "বিমতং" বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নম্" ইতি। তথা চ পূর্ব্বোক্তাশ্বরসাদীনাম্ অনবকাশঃ ইতি।২৫

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রিশ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্ম্ম বিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধিবালবোধিন্যাং ন্যায়প্রয়োগবিবরণম্।

তাৎপর্য্য।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান।

২২। সম্প্রতি গ্রন্থকার বিপ্রতিপত্তির আবশ্যকতা ও সামান্য-বিশেষরূপে বিপ্রতিপত্তির আকারদ্বয় প্রদর্শন করিয়া বিপ্রতিপত্তি-বিচারের উপসংহারপূর্ব্বক বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের নিবর্ত্তক মিথ্যাত্ব-সাধক অনুমানরূপ প্রমাণ উপন্যাস করিতেছেন। এই অনুমান প্রমাণ-দ্বারা বিপ্রতিপত্তির ভাবকোটী প্রসাধিত হইলে একতর কোটীর অব-ধারণজন্য উক্ত সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে।

মিথ্যাত্বানুমানে প্রাচীন প্রয়োগ।

"মিথ্যা ন বা" এইরূপ কোটিদ্বয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহাতে ভাবকোটী—মিথ্যাত্বকোটী। ইহা অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তিগণের। আর মিথ্যা নহে—ইহা অভাবকোটী, ইহা দ্বৈতবাদিগণের। এই মিথ্যাত্বরূপ ভাবকোটীর সিদ্ধিতে বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়ের নিরাস হইবে। যাহা হউক এই মিথ্যাত্বকোটির সিদ্ধি করিতে যাইয়া মূলকার সাধক প্রমাণরূপ যে অনুমান উপন্যাস করিতেছেন তাহা—"বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ"। এই অনুমানটী আনন্দবোধ স্বীয় ন্যায় মকরন্দগ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং মূলের "প্রাচাং" পদের অর্থ এই আনন্দবোধের।

বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক নহে—পূর্ব্বপক্ষ।

এই প্রাচীন প্রয়োগে "বিমত" এই শব্দদ্বারা পক্ষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর এই বিমত পদের অর্থ বিমতির বিষয় এবং এই "বিমতি" পদের অর্থ দুইটী হইতে পারে। প্রথম—বিরুদ্ধমতি যাহা হইতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক বাক্যদ্বয় অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তিবাক্য, এবং দ্বিতীয়—বিরুদ্ধ যে মতি এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে সংশয়রূপ জ্ঞান। এখন বিমতকে পক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিলে বিমতিই পক্ষতাবচ্ছেদক হইয়া পড়ে। যেহেতু বিমতিবিশিষ্টকেই বিমত বলা যায়। সিদ্ধান্তী ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চেই মিথ্যাত্ব সাধন করিতেছেন। সুতরাং বিমত পদের অর্থ—বিমতিবিশিষ্ট ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ। তাহাই পক্ষ, আর তাহার বিশেষণ 'বিমতি' পক্ষতাবচ্ছেদক।

কিন্তু বাক্যরূপ অথবা সংশয়রূপ বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক হয় না। কারণ, বিমতি পদের অর্থ বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইলে তাহা শব্দস্বরূপ হয়, আর তাহা গগনমাত্রবৃত্তি বলিয়া যাবৎ প্রপঞ্চে বৃত্তি হইতে পারে না। পক্ষতাধর্ম্ম যাবৎ প্রপঞ্চে আছে। আর অবচ্ছেদকীভূত উক্ত বাক্যরূপ বিমতি প্রপঞ্চান্তর্গত গগনমাত্রে আছে, যাবৎ প্রপঞ্চে নাই। সুতরাং পক্ষতার ন্যূনবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া পক্ষতার অবচ্ছেদক হয় না। যেহেতু অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্ম্মই অর্থাৎ সমনিয়ত ধর্ম্মই অবচ্ছেদক হয়। আর বিমতিপদের অর্থ সংশয়রূপ জ্ঞান হইলে, জ্ঞান আত্মবৃত্তি ধর্ম্ম বলিয়া পক্ষতাশূন্য আত্মাতে থাকিল। যেহেতু আত্মা পক্ষ নহে। বস্তুতঃ পক্ষতা ধর্ম্ম আত্মাতে নাই, সুতরাং উক্ত সংশয়জ্ঞান পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে পারিল না। অতএব বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক কোন মতেই হইতে পারিল না।

বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক হয়—সিদ্ধান্তপক্ষ।

এই আপত্তি সঙ্গত নহে। যেহেতু "বিমতি" বাক্যস্বরূপ হইলে প্রতিপাদ্যতাসম্বন্ধে প্রপঞ্চে থাকিতে পারে। বিপ্রতিপত্তিবাক্য সমবায়সম্বন্ধে

গগনমাত্রে থাকিলেও প্রতিপাদ্যতাসম্বন্ধে প্রপঞ্চে থাকিতে কোন বাধা নাই। আর যদি বিমতি পদের অর্থ সংশয়ও ধরা যায়, তাহা হইলে বিষয়তাসম্বন্ধে বিমতি প্রপঞ্চে থাকিতে পারিবে। সুতরাং বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে পারিল। এজন্য "বিমত" পদের অর্থ—বিপ্রতিপত্তিবাক্যপ্রতিপাদ্য, অথবা সংশয়ের বিষয় হইল। আর এই বিমতিই পক্ষতাবচ্ছেদক।

বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক হইলে গৌরব হয়—পূর্ব্বপক্ষ।

এখন ইহাতে আবার আপত্তি হয় এই যে, বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে কিরূপে? কারণ, ব্রহ্ম, তুচ্ছ ও প্রাতিভাসিক বস্তু বিমতির বিষয় হইয়া পড়িলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয় বলিয়া উক্ত অতিপ্রসঙ্গ দোষবারণের জন্য উক্ত বিমতিতে অবচ্ছেদক ধর্ম্ম প্রবেশ করাইতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তত্বাদি বিশেষণত্রয়দ্বারা বিশেষিত বিমতি বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে বিমতির যে বিশেষণ অর্থাৎ বিমতির যে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক তাহাই পক্ষতাবচ্ছেদক হউক। আর বিমতির বিশেষ্যতাবচ্ছেদক-জ্ঞানাধীন-জ্ঞাত যে বিমতি তাহাকে আর পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া লাভ কি? অর্থাৎ বিমতিকে জানিবার জন্য যে যে বিশেষণের জ্ঞান আবশ্যক, তাহাদিগকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলা যাইতে পারে। বিমতিকে পক্ষতাবচ্ছেদক বলা ব্যর্থ। ইহাতে বৃথা গৌরব হয়।

গৌরব হয় না—সিদ্ধান্তপক্ষ।

যদিও প্রাতিভাসিক, ব্রহ্ম ও তুচ্ছ অবিশেষ্যক এবং বিয়দাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চমাত্র বিশেষ্যক—এইরূপ বিমতির নিয়তবিষয়ত্ব রক্ষা করিবার জন্য "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি বিমতির বিশেষ্যতাবচ্ছেদকের অপেক্ষা আছে, আর তাহাকে অর্থাৎ সেই বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মকে পক্ষতাবচ্ছেদক করা যাইতে পারে, তথাপি বিমতির নিয়ামক যে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি বিশেষণত্রয়, তদ্দ্বারা নিয়মিত যে বিমতি তাহাকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলা উচিত।

কারণ, বিমতির নিয়তবিষয়তাতে নিয়ামক যে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি, তদ্দ্বারা নিয়মিত, অর্থাৎ প্রাতিভাসিক, ব্রহ্ম ও তুচ্ছাবিষয়করূপে নিয়মিত যে বিমতি, তাহাই তদ্ব্যক্তিত্বরূপে লঘুভূত বলিয়া পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে পারে।

কার্য্যত্বহেতুক ঈশ্বরানুমানদ্বারা সমর্থন।

লাঘবপ্রতিসন্ধান থাকিলে নিয়ামকান্তরদ্বারা নিয়মিত ধর্ম্মেরও প্রয়োগ পূর্ব্বাচার্য্যগণ করিয়া থাকেন। যেমন সাবয়বত্বহেতুদ্বারা ক্ষিত্যাদির কার্য্যত্ব অনুমান করিয়া সেই সাবয়বত্বানুমিত কার্য্যত্ব হেতু দ্বারা ক্ষিত্যাদির সকর্ত্তৃকত্ব অনুমান হইয়া থাকে; কারণ, সকর্ত্তৃকত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য কার্য্যত্ব, এবং সেই কার্য্যত্বের ব্যাপ্য সাবয়বত্ব; সুতরাং ব্যাপ্যের ব্যাপ্য বলিয়া সাবয়বত্বও সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্য হয়। এজন্য সাবয়বত্ব হেতুদ্বারা সকর্ত্তৃকত্ব অনুমান হইতে পারে। এস্থলে সাবয়বত্বানুমিত কার্য্যত্বহেতুর দ্বারা সকর্ত্তৃকত্ব অনুমান করিবার প্রয়োজন কি? বরং সাবয়বত্বসাধিত কার্য্যত্বহেতুদ্বারা সকর্ত্তৃকত্ব অনুমান করিতে গেলে গৌরব দোষই হয়—এইরূপ আশংকাতে যেমন সাবয়বত্ব গুরুভূত ধর্ম্ম বলিয়া সকর্ত্তৃকত্বের সাধন সাবয়বত্বকে না বলিয়া সাবয়বত্বাপেক্ষা লঘুভূত সাবয়বত্বসাধিত কার্য্যত্বকে হেতুরূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলে "ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বে সতি" ইত্যাদি বিশেষণত্রয়াপেক্ষা বিশেষণত্রয়নিয়মিত লঘুশরীর বিমতিব্যক্তিই পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শরীরকৃত লাঘবের প্রতিসন্ধান করিয়াই উক্তরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। সাবয়বত্ব নানা অবয়বঘটিত শরীরকে অপেক্ষা করে, কিন্তু কার্য্যত্ব তাহা করে না। তাহা প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব বা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ বলিয়া লঘুভূত হয়। আর তাহা হইলে ফল হইল এই যে, ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদিরূপে পরিচিত যে পূর্ব্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি ব্যক্তি, তাহাই তদ্ব্যক্তিত্বরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে।

অনুমতিকালে বিমতি থাকে না বলিয়া—পূর্ব্বপক্ষ।

এখন এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের সহিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যের নিশ্চয়রূপই অনুমিতি। পক্ষতাব-চ্ছেদক-ধর্ম্ম-সমানাধিকরণ সাধ্যের নিশ্চয়ের জন্যই অনুমানের প্রয়োজন। সুতরাং অনুমিতিকালে পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত ধর্ম্মটী যদি বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার সামানাধিকরণ্যজ্ঞান সাধ্যে হইতে পারে। ব্রহ্মপ্রমা ইত্যাদি অনুগত-ধর্ম্মাশ্রয়-বিষয়িণী যে বিমতি, অথবা পৃথিবীত্ব জলত্বাদি অনুগত-ধর্ম্মাশ্রয়-বিয়য়িণী যে বিমতি, তাহা পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু অনুমিতিকালে এই বিমতি থাকে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বিমতি বাক্যরূপ অথবা সংশয় জ্ঞানরূপ। উভয় পক্ষেই অর্থাৎ বিমতি শব্দরূপ বা জ্ঞানরূপ হইলে দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী হইবে, অনুমিতিকালে তাহা থাকিবে কিরূপে? যেহেতু বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনের পরে সময়বন্ধ, সভ্য ও অনুবিধেয়সম্বরণপ্রভৃতি মধ্যস্থব্যাপারদ্বারা বিমতি ব্যবহিত হইয়া পড়ে বলিয়া অনুমানকালে সেই পক্ষতাবচ্ছেদকরূপ বিমতি থাকে না। সুতরাং তাহা পক্ষতাবচ্ছেদকই হইতে পারে না।

উপলক্ষণরূপে থাকে বলিয়া—সিদ্ধান্তপক্ষ।

এই আশঙ্কা করিয়া মূলকার বলিতেছেন যে, সময়বন্ধাদির দ্বারা ব্যবহিত যে বিমতি তাহা অনুমানকালে না থাকিলেও পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে পারে। কারণ, বিশেষণরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক না হইলেও বিমতি উপলক্ষণরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে বাধা নাই।

উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নাই বলিয়া—পূর্ব্বপক্ষ।

কিন্তু যদি বলা হয়—এই বিমতি উপলক্ষণরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইলেও তাহাতে আপত্তি হয় যে, অনুগত উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম না থাকায় উপলক্ষণ সম্ভাবিত হয় না। যেমন "কাকবন্তঃ দেবদত্তস্য গৃহাঃ" এস্থলে কাক উপলক্ষণ হইয়াছে। কাকের অসত্ত্বদশাতে গৃহে উৎতৃণত্বাদি

উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অনুগতই আছে। উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক কিছুই নাই, অথচ উপলক্ষণ হইবে—ইহা কিরূপে সম্ভবে ?

আর যদি প্রকৃতস্থলে উপলক্ষণীভূত বিমতির উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক অনুগত ধর্ম্ম পক্ষে আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে উক্ত অনুগত উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মকেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলিলে চলিতে পারে; আর বিমতিকে পক্ষতাবচ্ছেদক বলিবার আবশ্যকতা কি ?

আর যদি এরূপ বলা যায় যে, পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত বিমতি না থাকিলেও বিমতির জ্ঞান ত সম্ভাবিত হইতে পারে, সেই বিমতিবিষয়ক জ্ঞানই বিশেষণরূপে পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। বিমতিকে পক্ষতাবচ্ছেদক বলিলেই উপলক্ষণরূপে বলিতে হয়, আর উহাতে উক্ত দোষ হয়। কিন্তু বিমতির জ্ঞানকে বিশেষণরূপেই পক্ষতাবচ্ছেদক বলিতে পারা গেল, সুতরাং উপলক্ষণ অনুসরণের আবশ্যকতাই নাই।

কিন্তু এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, উক্তরূপ জ্ঞানটী পক্ষতাবচ্ছেদক হইলে "বিমতত্বেন জ্ঞাতং মিথ্যা" এইরূপই প্রতিজ্ঞাবাক্য হইয়া পড়ে, কিন্তু "বিমতং মিথ্যা" এইরূপ প্রাচীন প্রয়োগ আর হইতে পারে না। অতএব বিমতি পক্ষতাবচ্ছেদকই হইতেই পারে না।

উপলক্ষণস্বীকার করিয়া—সিদ্ধান্তপক্ষ।

এস্থলে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, বিমতি উপলক্ষণরূপেই পক্ষতাবচ্ছেদক হইতে পারে। আর তাহাতে অনুগত উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের অপেক্ষা বা আকাংক্ষা নাই। কারণ, সেইস্থলেই অনুগত উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম আকাংক্ষিত হইবে, যেস্থলে উপলক্ষণীভূত ধর্ম্মটী ব্যাবৃত্তির ন্যূনবৃত্তি হইবে। যেমন, কাক আকাশগত হইলে "কাকবন্তঃ দেবদত্তস্য গৃহাঃ" বলিলে দেবদত্তের গৃহগুলিকে অন্য গৃহ হইতে ব্যাবৃত্ত করা হয়। এখানে ব্যাবৃত্তি হইল অন্যগৃহভেদ। এই ভেদ দেবদত্তের একাধিক গৃহে আছে। কিন্তু উপলক্ষণীভূত ধর্ম্ম যে কাক, তাহা সংযোগসম্বন্ধে দেবদত্তের

গৃহে নাই। অতএব উপলক্ষণীভূত ধর্ম্ম এখানে ব্যাবৃত্তির অপেক্ষায় ন্যূনবৃত্তি হইল। এজন্য উপলক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে উৎতৃণত্বাদি তাহার আবশ্যকতা আছে। প্রকৃতস্থলে ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাঽবাধ্যত্বাদি-বিষয়ক যে বিমতি তাহা উপলক্ষণ। এই উপলক্ষণদ্বারা ব্রহ্ম ও তুচ্ছাদির ব্যাবৃত্তি প্রপঞ্চে করা হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত বিমতির দ্বারা ব্রহ্মতুচ্ছাদি হইতে ব্যাবৃত্তরূপে প্রপঞ্চকে বুঝা যাইতেছে। বিমতি বিষয়তাসম্বন্ধে উক্ত প্রপঞ্চে আছে। সুতরাং ইহা ব্যাবৃত্তি হইতে ন্যূনবৃত্তি হইল না। যেহেতু ব্রহ্মতুচ্ছাদির ব্যাবৃত্তি প্রপঞ্চে আছে। আর বিষয়তাসম্বন্ধে বিমতিও প্রপঞ্চে আছে। সুতরাং বিমতি ব্যাবৃত্তির অন্যূন-অনধিক-দেশবৃত্তি হইয়াছে, ন্যূনবৃত্তি হয় নাই। এখন এই বিমতি অনুমানকালে না থাকিলেও "শ্যামত্বোপলক্ষিতো রক্তঃ" অর্থাৎ যে শ্যাম ছিল সেই পাক-রক্ত—ইত্যাদি বুদ্ধির মত "বিমতং মিথ্যা" এই অনুমিতিও নির্দ্দোষ।

উপলক্ষণস্বীকারে আপত্তি ও তাহার উত্তর।

আর অনুমানকালে অতীত বিমতির দ্বারা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিই বা কিরূপে হইবে—ইহাও বলা যায় না। যেহেতু ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের জ্ঞানই ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির কারণ। ব্যাবর্ত্তকের সত্তা কারণ নহে। যেমন—"কুরূণাং ক্ষেত্রম্"। ক্ষেত্রের ব্যবর্ত্তক কুরুগণ নাই, তথাপি তাহাদের স্বরূপসৎ-জ্ঞানই ব্যাবর্ত্তক। এজন্য তাহা কুরুক্ষেত্র পদবাচ্য হইয়া থাকে।

পক্ষধর্ম্মতা লইয়া আপত্তি ও তাহার উত্তর।

যদি বলা যায় তাহা হইলে পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্টে হেতুজ্ঞানরূপ পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে পারিবে না। প্রকৃতস্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক যে বিমতি, তাহা অতীত হইয়াছে। অতীত ধর্ম্মকে লইয়া বিশিষ্টপ্রতীতি হইতে পারে না। তাহা হইলে বলিব যে, পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম্মবিশিষ্টে হেতুজ্ঞান পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান নহে। স্বরূপসৎ পক্ষের ধর্ম্মতাজ্ঞানই পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান। অর্থাৎ স্বরূপসৎ পক্ষে হেতুর জ্ঞানই পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান।

উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম পক্ষে না থাকিলেও দোষ নাই।

অবশ্য ইহাতে এরূপ আপত্তি হয় যে, উপলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম পক্ষে না থাকিলে পক্ষতাই কিরূপে হইবে ? ইহাও কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, "বিষয়জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ" অর্থাৎ বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়নিষ্ঠ জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবৎ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ এইরূপ প্রত্যক্ষলক্ষণে বিষয়রূপে অভিমত ঘটাদিতে ঘটজ্ঞানের পূর্ব্বে বিষয়ত্ব সম্ভাবিত না হইলেও বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞানের জনকতা বিষয়ত্ব ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, প্রকৃতস্থলেও তদ্রূপ হইবে।

"যদ্বা" কল্পের কারণ।

কিন্তু এরূপ বলিলেও প্রমাণমাত্রের উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক বিশেষণা-বগাহিত্বরূপ যে নিয়ম তাহার ভঙ্গ হইল। অর্থাৎ উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে বিধেয় অবগাহন করে—ইহাই প্রমাণমাত্রের নিয়ম বলিয়া প্রকৃতস্থলে এই নিয়মের ভঙ্গ হইল। এই নিয়ম স্বীকার না করিলে "রূপপ্রাগভাবা-বচ্ছিন্ন ঘটঃ রূপবান্" ইহাও নির্ব্বাধ হইতে পারে। উদ্দেশ্যভূত ঘটমাত্রে রূপবত্তাবোধ হইতে বাধা নাই। কিন্তু উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক (বিশেষণ) যে রূপপ্রাগভাব তদবচ্ছেদে রূপবত্তাবোধ করিতে গেলেই বাধ হইবে। বিমতিকে উপলক্ষণ বলিলে উক্ত নিয়মের ভঙ্গই হইয়া পড়ে। এজন্য মূলকার **"যদ্ বা"** এই কল্পান্তর অনুসরণ করিয়াছেন।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিপ্রতিপত্তিতে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাহবাধ্যত্ব, সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব ও চিদ্ভিন্নত্ব, তাহাই প্রকৃতানু-মানে পক্ষতাবচ্ছেদক হইবে। সুতরাং অনুমানের আকার হইবে—

ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাহবাধ্যং
সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং—মিথ্যা, (প্রতিজ্ঞা),
দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ (হেতু),
শুক্তিরূপ্যাদিবৎ (উদাহরণ)।

যদি বল, তবে প্রাচীন আনন্দবোধাদি আচার্য্যগণ যে "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে এই বিমতিকে পক্ষতাবচ্ছেদক করিয়া অনুমানের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাচীনগণের এই বিমত পদদ্বারা প্রকৃত বিপ্রতিপত্তিবিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচীনগণের "বিমত" পদ উক্ত অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত, অর্থাৎ বিপ্রতিপত্তির বিশেষ্যটী যদ্‌ধর্ম্মবিশিষ্ট তদ্ধর্ম্মবিশিষ্টই প্রকৃতানুমানে পক্ষ হইবে;

ন্যায়বাক্যের অবয়ব নিরূপণ।

প্রকৃত বিপ্রতিপত্তির অনন্তর অদ্বৈতবাদিগণ যে ন্যায়প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ—এই তিনটী অবয়ব উপন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রেত পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করা হয় নাই। সিদ্ধান্তী মীমাংসক মতানুযায়ী বলিয়া তাঁহারা তিনটী-মাত্র অবয়ব স্বীকার করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকগণ পঞ্চাবয়ববাদী, মীমাংসকগণ ত্র্যবয়ববাদী, আর বৌদ্ধগণ দ্ব্যবয়বদাদী। নৈয়ায়িকগণের মতে ন্যায়বাক্যের অবয়ব--প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন; মীমাংসকমতে প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ এই তিনটী, অথবা উদাহরণ উপনয় ও নিগমন এই তিনটী আর বৌদ্ধমতে উদাহরণ এই দুইটী মাত্র। মীমাংসকগণের অভিপ্রায় এই যে, স্বার্থানুমানে যাদৃশ সামগ্রী অপেক্ষিত, পরার্থানুমানেও তাদৃশ সামগ্রী অপেক্ষিত। পরার্থানুমানে স্বার্থানুমান অপেক্ষা অধিক সামগ্রীর আবশ্যকতা নাই। অধিকসমাগ্রীজন্য হইলে তাহা অনুমানই হইবে না। **অনুমানের সামগ্রী**—হেতুতে ব্যাপ্তি-জ্ঞান ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান। যে যে অবয়বদ্বারা হেতুর উক্ত দুইটী স্বরূপ অবগত হওয়া যায় সেই সেই অবয়বের উপন্যাস ন্যায়বাক্যে অপেক্ষিত। অন্য অবয়বের প্রয়োগ ব্যর্থ। উদাহরণবাক্যদ্বারা ব্যাপ্তির এবং উপনয় বাক্যদ্বারা পক্ষধর্ম্মতার জ্ঞান হেতুতে সম্ভাবিত হয় বলিয়া বৌদ্ধগণ দুইটী

অবয়বেরই আদর করেন। মীমাংসকগণও হেতুবাক্যদ্বারা পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান ও উদাহরণবাক্যদ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভাবিত হয় বলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ না করিলে হেতুবাক্য অনাকাংক্ষিত হইয়া পড়ে, এজন্য হেতুবাক্যের প্রয়োগে আকাংক্ষা উত্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাপ্রয়োগও আবশ্যক। এজন্য মীমাংসকগণ—প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ বা উদাহরণ উপনয় ও নিগমন—এই তিনটী অবয়ব স্বীকার করেন। সুতরাং পঞ্চাবয়ববাদিগণের সহিত কথায় প্রবৃত্ত হইলে পঞ্চাবয়ব বাক্যের প্রয়োগ, ত্র্যবয়ববাদী মীমাংসকগণের সহিত কথায় প্রবৃত্ত হইলে ত্র্যবয়ব বাক্যের প্রয়োগ, আর দ্ব্যবয়ববাদী বৌদ্ধগণের সহিত কথায় প্রবৃত্ত হইলে দ্ব্যবয়ব বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্টরূপে অবয়বসংখ্যা বলা অসম্ভব। এই জন্য মুলকার অবয়বে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

প্রাচীন প্রয়োগের অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইল। কিন্তু নবীনগণ যাদৃশ প্রয়োগ করেন, তাহা 'মিথ্যাত্বে বিশেষানুমান প্রকরণে' বিশেষরূপে বলা যাইবে। পুনরুক্তিভয়ে এস্থলে আর বলা হইল না। উহা বহু, তন্মধ্যে দৃষ্টান্তরূপে এস্থলে একটী মাত্র বলা যাইতেছে। তাহা এই—

এতৎপটাত্যন্তাভাবঃ—এতৎতন্তুনিষ্ঠঃ (প্রতিজ্ঞা),
এতৎপটানাত্মভাবত্বাৎ (হেতু),
এতৎপটান্যোন্যাভাববৎ (উদাহরণ)।

এই অনুমানটী উক্ত বিশেষানুমান প্রকরণে—২৩ সংখ্যক অনুমান-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা হউক প্রাচীন আচার্য্যগণের ন্যায়বাক্য প্রয়োগে "বিমতম্" পদের অভিপ্রায় বলা হইয়াছে, এক্ষণে সাধ্য ও হেতু প্রভৃতির যথাক্রমে নির্ব্বচন করা হইবে, আর তদুদ্দেশ্যে সাধ্য যে মিথ্যাত্ব তাহারই নির্ব্বচন প্রথমে করা যাইতেছে।

মিথ্যাত্বনিরূপণে প্রথম লক্ষণ।

(পূর্ব্বপক্ষ)

নন্থ কিমিদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে? ন তাবৎ মিথ্যাশব্দঃ "অনির্ব্বচনীয়তাবচনঃ" ইতি পঞ্চপাদিকাবচনাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বম্।২৬ তৎ হি কিম্ সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবঃ, উত সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্ম্মদ্বয়ম্, আহোস্বিৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্।২৭

ন আদ্যঃ, সত্ত্বমাত্রাধারে জগতি সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বানভ্যুপগমাৎ, বিশিষ্টাভাবসাধনে সিদ্ধসাধনাৎ।২৮ ন দ্বিতীয়ঃ, সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ একাভাবে অপরসত্ত্বাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাতাৎ, নির্দ্ধর্ম্মকব্রহ্মবৎ সত্ত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরাৎ চ, শুক্তিরূপ্যে অবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকস্য সত্ত্বেঽপি বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য ব্যতিরেকাসিদ্ধ্যা সাধ্যবৈকল্যাৎ চ।২৯ অতএব ন তৃতীয়ঃ, পূর্ব্ববৎ ব্যাঘাতাৎ, অর্থান্তরাৎ সাধ্যবৈকল্যাৎ চ—ইতি চেৎ?৩০

২৬। সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্=সদসদনধিকরণত্বরূপম্—মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।

২৭। এস্থলে মুদ্রিত পুস্তকে "অসত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বাভাব" আছে, তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া "সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাব" করা হইল। ন্যায়ামৃত ও তরঙ্গিণী ইহার সমর্থক।

২৮। বাক্যে তদ্রূপ "সত্ত্বমাত্রাধারে জগতি অসত্ত্ববিশিষ্টসত্ত্বানভ্যুপগমাৎ" এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে ছিল, এস্থলেও "সত্ত্বমাত্রাধারে জগতি সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বানভ্যুপগমাৎ" এইরূপ পাঠ করা হইল।

২৯। "সত্ত্বরাহিত্যেঽপি"স্থলে মুদ্রিত পুস্তকে সত্ত্বাসত্ত্বরাহিত্যেঽপি পাঠ আছে। কিন্তু কাশীতে লিথো ছাপা পুস্তকে সত্ত্বরাহিত্যেঽপি পাঠ আছে। বস্তুতঃ উহাই সমীচীন বোধ হয়। "সত্ত্বেঽপি"স্থলে "সত্ত্বেন" পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

অনুবাদ।

২৬। মিথ্যাত্বসিদ্ধির অনুকূল বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শনের পর সিদ্ধান্তী অদ্বৈতবাদী স্বীয় অভিমত মিথ্যাত্ব কোটির সাধক অনুমান প্রমাণ উপন্যাস করিতে যাইয়া "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ" ইত্যাদি প্রাচীন প্রয়োগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। আর এই প্রাচীন প্রয়োগে সাধ্য প্রদর্শনের জন্য যে মিথ্যা পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অনেক অর্থ সম্ভাবিত হয়, এজন্য পূর্ব্বপক্ষী দ্বৈতবাদী মাধ্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন—**"ননু কিমিদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে"**। অর্থাৎ এই যে মিথ্যাত্বটীকে সাধ্য করা হইয়াছে, তাহা কি? মিথ্যাত্ব বলিতে কি বুঝিতে হইবে? অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপ পক্ষে সিষাধয়িষিত মিথ্যাত্ব বস্তুটী কি—ইহাই দ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এরূপ জিজ্ঞাসার কারণ, মিথ্যাশব্দটীর বহুবিধ অর্থ সম্ভাবিত হয়। (ইহা তাৎপর্য্যমধ্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে)।

তদভিপ্রায়ে তিনি সিদ্ধান্তিগণের সুপ্রাচীন আচার্য্য হইতে অধুনাতন আচার্য্যগণ পর্য্যন্ত সকলেই মিথ্যাশব্দের যে বহুপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অতি প্রাচীন পঞ্চপাদিকাপ্রণেতা ভগবৎ পদ্মপাদাচার্য্যের বচন উপন্যাস করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। বস্তুতঃ, মধ্বামতাবলম্বী ব্যাসাচার্য্য নিজ ন্যায়ামৃত গ্রন্থে মিথ্যাত্বের বহু লক্ষণই খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে সকল লক্ষণ সিদ্ধান্তীর অভিমত, অদ্বৈতসিদ্ধিকার তাহাদেরই দোষোদ্ধারমানসে তাহারই উল্লেখ করিতেছেন। অনভিমত লক্ষণসমূহের খণ্ডন তাৎপর্য্যমধ্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চপাদিকাকার "মিথ্যাশব্দঃ অনির্ব্বচনীয়তাবয়নঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—"মিথ্যাশব্দো দ্ব্যর্থঃ, অপহ্নববচনঃ অনির্ব্বচনীয়তাবচনশ্চ"। এই অনির্ব্বচনীয়তারূপ মিথ্যাত্বলক্ষণটীর খণ্ডনাভিপ্রায়ে পূর্ব্বপক্ষী ন্যায়ামৃতকার—**"ন তাবৎ মিথ্যাশব্দঃ অনির্ব্বচনীয়তাবচনঃ"**

ইত্যাদি বলিতেছেন। ইহার অর্থ, উক্ত পঞ্চপাদিকাকারের বচন হইতে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা সঙ্গত নহে—ইহাই তিনি বলিতেছেন।২৬

২৭। কিজন্য সঙ্গত নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন **"তৎ হি কিং"** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—সেই সদসত্ত্বানধিকরণত্বটী কি (১) সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব, অথবা (২) সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়, কিংবা (৩) সত্ত্বের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ একটী বিশিষ্ট ধর্ম্ম ?

প্রথমকল্পে "সদসত্ত্বানধিকরণত্ব" পদের কর্ম্মধারয় সমাস বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সৎ চ তৎ অসৎ চ ইতি সদসৎ, তাহার ভাব সদসত্ত্ব, তাহার অনধিকরণত্ব অর্থাৎ তাহার অধিকরণত্বাভাব। সত্ত্ববিশেষিত অসত্ত্বের অধিকরণত্বাভাবটী সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবই প্রথম কোটি বলা হইয়াছে। এই সত্ত্ব-বিশিষ্ট অসত্ত্ব কোথাও প্রসিদ্ধ নাহে বলিয়া অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করিয়া সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবরূপ প্রথমকোটি বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়কল্পে "সদসত্ত্বানধিকরণত্ব" পদের দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সৎ চ অসৎ চ সদসতী, তাহাদের ভাব সদসত্ত্ব, তাহার অনধি-করণত্ব সদসত্ত্বানধিকরণত্ব। দ্বন্দ্ব সমাসের পর শ্রূয়মাণ "ত্ব" প্রত্যয় এবং "অনধিকরণত্ব" পদটী সৎ ও অসৎ প্রত্যেকের সহিত সম্বদ্ধ হইবে, আর তাহাতে সত্ত্বানধিকরণত্ব ও অসত্ত্বানধিকরণত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়ই মিথ্যাত্বরূপ সাধ্য হইবে।

তৃতীয়কল্পে সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবকেই সদসত্ত্বানধি-করণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়কল্পে যে দুইটী অভাব স্বতন্ত্ররূপে ছিল, তৃতীয়কল্পে সেই দুইটী অভাবকেই বিশেষণবিশেষ্যভাবে একটী বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। "সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি" এই

যে "সতি সপ্তমী" প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে সত্ত্বাত্যন্তাভাবের সহিত অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ অসত্ত্বাত্যন্তাভাব লব্ধ হইয়াছে। সত্ত্বাত্যন্তাভাবটী বিশেষণ এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবটী বিশেষ্য। এই তৃতীয়কল্পটী সদসত্ত্বানধিকরণত্বপদের মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস আশ্রয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ "সদনধিকরণত্বং চ তদ্ অসত্ত্বানধিকরণত্বং চ ইতি" এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া সৎপদের পরবর্ত্তী অনধিকরণত্বভাগরূপ মধ্যপদের লোপ করিয়া উক্ত পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর এই সৎপদটী ভাবপ্রধানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সৎপদের অর্থ সত্ত্ব। সুতরাং সত্ত্বানধিকরণত্ব-বিশেষিত অসত্ত্বানধিকরণত্ব এইরূপ অর্থ লাভ হইল। বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে যে কর্ম্মধারয় সমাস হয়, তাহারই ইঙ্গিত গ্রন্থকার এই "সতি সপ্তমী" দ্বারা করিয়াছেন। ২৭

২৮। এইরূপে বিকল্পত্রয় প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষী এই তিনটী পক্ষকেই দূষণ করিবার জন্য বলিতেছেন—**"ন আদ্যঃ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ আদ্যপক্ষ যে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব, তাহাকে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইহাতে সিদ্ধসাধনতা দোষের আপত্তি হইয়া পড়ে। পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বের মতে জগতে সত্ত্বমাত্র ধর্ম্মই আছে বলিয়া সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব কোন স্থলে প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং সেই অপ্রসিদ্ধ সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব জগতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে। অতএব সিদ্ধেরই সাধন করা হইল। সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব বলিলে সত্ত্ব বিশেষণ হয় এবং অসত্ত্ব বিশেষ্য হয়। আর এই বিশেষ্য যে অসত্ত্ব তাহার অভাব সর্ব্বত্র জগতে আছে বলিয়া বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টের অভাবও সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ সিদ্ধসাধনতাই হইতেছে। আর সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের কোনস্থলে প্রসিদ্ধি নাই বলিয়া প্রতিযোগীর অপ্রসিদ্ধি দোষও হইতেছে। ইহাও এস্থলে বুঝিতে হইবে। ২৮

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী প্রথমপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিয়া দ্বিতীয়পক্ষ যে সত্ত্বাত্যন্তাভাবও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব পদের অর্থ বলা হইয়াছিল, সেই দ্বিতীয়পক্ষ খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন—**"ন দ্বিতীয়"** ইত্যাদি। অর্থাৎ এই দ্বিতীয়পক্ষও সমীচীন নহে। যেহেতু তাহাতে ব্যাঘাত, অর্থান্তর এবং দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষ ঘটে।

প্রথমতঃ ব্যাঘাত দোষ দেখাইতে যাইয়া বলিতেছেন **"সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ"** ইত্যাদি। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম দুইটী পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব, এবং অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব বলিয়া একটী ধর্ম্মের নিষেধ করিলে অন্য ধর্ম্মটীর সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। সত্ত্বের অত্যন্তাভাব বলিলে অসত্ত্বের প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনর্ব্বার অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বলিতে গেলে ব্যাঘাত দোষ হয়। পরস্পরের অভাবরূপ দুইটী ধর্ম্মের যুগপৎ নিষেধ কোন এক ধর্ম্মীতে হইতে পারে না। এইরূপ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সাধ্য হইলে সত্ত্বেরই প্রাপ্ত হয় বলিয়া পুনর্ব্বার সত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধ্য করিতে গেলে পূর্ব্ববৎ ব্যাঘাতই হইয়া পড়ে। পূর্ব্বপক্ষী যে এই ব্যাঘাত প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে তিনি মনে করেন যে সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবই সত্ত্ব, অর্থাৎ বাধ্যত্বই অসত্ত্ব এবং অবাধ্যত্বই সত্ত্ব—সুতরাং উক্ত ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবরূপ।

এইরূপে ব্যাঘাত দোষ দেখাইয়া অর্থান্তর দেখাইতেছেন—**"নির্ধর্ম্মকে"** ইত্যাদি। "কেবলো নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতির দ্বারা শুদ্ধব্রহ্মে বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ব ধর্ম্মটী সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করেন না। তিনি মনে করেন—সত্ত্বধর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্মের সদ্রূপতার কোন ব্যাঘাত নাই। এইরূপে শুদ্ধব্রহ্মে সত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাব আছে এবং শুদ্ধব্রহ্মে বাধ্যত্বরূপ যে অসত্ত্ব তাহারও অত্যন্তাভাব আছে। যেহেতু ব্রহ্ম বাধ্য হইলে আর অবিদ্যাদির ভাসকত্বরূপ সাক্ষিত্ব ব্রহ্মে সম্ভাবিত হইত না। আর ব্রহ্ম সাক্ষী না হইলে জগদান্ধ্য প্রসঙ্গ হইত। সুতরাং নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্ত্ব ও

অসত্ত্ব দুইটী ধর্ম্মের অভাব থাকিলেও যেমন সেই ব্রহ্মকে সংস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্তিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রপঞ্চেও সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাব থাকিলেও প্রপঞ্চের ব্রহ্মবৎ সদ্রূপতাতে কোন বাধা হইতে পারে না। সুতরাং প্রপঞ্চের সদ্রূপত্ববিরোধী মিথ্যাত্বের অসিদ্ধিপ্রযুক্ত অর্থান্তরতা দোষই হইল; অর্থাৎ সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মিথ্যাত্বের বিরোধী সদ্রূপত্বই স্বীকার করিলেন। সুতরাং অভিলষিত অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থের স্বীকারে অর্থান্তরতা দোষই হইল।

অর্থান্তরতা দোষ প্রদর্শন করিয়া দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য প্রদর্শন করিতেছেন—'**শুক্তিরূপ্যে**'ত্যাদি। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় সাধ্য। এই সাধ্যটী দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে নাই। কারণ, অবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব শুক্তিরূপ্যে থাকিলেও বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্বের অভাব তাহাতে নাই। যেহেতু শুক্তিরজত বাধ্যই বটে। ২৯

৩০। পূর্ব্বপক্ষী যথাক্রমে দ্বিতীয়কল্পে তিনটী দোষ উদ্ভাবন করিয়া সম্প্রতি সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ তৃতীয়কল্পে উক্ত দূষণত্রয় যোজনা করিতেছেন—"**অতএব ন**" ইত্যাদি। যে তিনটী দোষে দুষ্ট বলিয়া দ্বিতীয়কল্প অসঙ্গত, সেই তিনটী দোষ, এই তৃতীয়কল্পেও হইতেছে বলিয়া এই তৃতায়কল্পও অসঙ্গত। অর্থাৎ এই তৃতীয়কল্পে ব্যাঘাত, অর্থান্তর এবং সাধ্যবৈকল্য এই তিনটী দোষই হয়। তাহাই দেখাইতেছেন "**পূর্ব্ববৎ**" ইত্যাদি। পূর্ব্বের সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই ধর্ম্মদ্বয় সাধ্য পক্ষে যেমন পরস্পর অভাবরূপ বলিয়া ব্যাঘাত হইয়াছিল, এস্থলে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যপক্ষেও তাহাই হইবে। যেহেতু এই বিশিষ্টপক্ষে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব বিশেষণ ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বিশেষ্য হইতেছে। প্রপঞ্চে যদি সত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষণাংশ থাকে, তবে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্যাংশ থাকিতে পারিবে না। কারণ, সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই অসত্ত্ব, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব

থাকিলে অসত্ত্বই থাকিল অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। তাহা আছে বলিলে ব্যাঘাত হয় এইরূপ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্যাংশ থাকিলে সত্ত্ব থাকে বলিয়া সত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষণাংশ থাকিতে পারে না। যেহেতু অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব। সেই সত্ত্বের অভাবও বলিতে গেলে ব্যাঘাতই হইবে।

তদ্রূপ অর্থান্তরও হইবে। যেহেতু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম যেমন সত্ত্বাত্যন্তাভাববৎ হইয়াও মিথ্যাত্ববিরোধী সদ্রূপ, সেইরূপ প্রপঞ্চও সত্ত্বাত্যন্তাভাববান্ হইয়াও মিথ্যাত্ববিরোধী সদ্রূপ হইতে পারিবে। সুতরাং অর্থান্তরতা দোষই হইল।

আর দৃষ্টান্ত শুক্তিরজত মাধ্বমতে অসৎ বলিয়া অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্যাংশ তাহাতে থাকিতে পারে না। সত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশেষণাংশ শুক্তিরজতে থাকিলেও বিশেষ্যাংশ নাই বলিয়া বিশিষ্টরূপ সাধ্যের অভাব সেই শুক্তিরজতে আছে; সুতরাং দৃষ্টান্ত শুক্তিরজত সাধ্যবিকল অর্থাৎ সাধ্যশূন্য হইল। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষ।৩০

টীকা।

২৬। বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনানন্তরং সিদ্ধান্তিনা স্বাভিমতমিথ্যাত্বকোটৌ অনুমানং প্রমাণম্ উপন্যস্য বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ ইত্যাদি প্রাচাং প্রয়োগঃ উপস্থাপিতঃ। তস্মিন্ প্রয়োগে সাধ্যপ্রদর্শনায় যন্মিথ্যাপদং প্রযুক্তং তদর্থস্য বক্ষ্যমাণরূপেণ দুর্ঘটত্বং মন্বানঃ দ্বৈতবাদী পৃচ্ছতি— **"ননু কিমিদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে"** ইত্যাদি। "মিথ্যাত্বং" মিথ্যাপদার্থতাবচ্ছেদকবিশিষ্টং "সাধ্যতে" তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন পক্ষবিশেষণতয়া নির্দ্দিশ্যতে। "বিমতং মিথ্যা" ইতি প্রয়োগে মিথ্যাপদং মিথ্যাপদার্থতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপরম্ ইতি। ইদমেব সাধ্যং প্রপঞ্চরূপে পক্ষে তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন সিষাধয়িষিতম্। যৎ প্রপঞ্চরূপে পক্ষে তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন সিষাধয়িষিতং মিথ্যাত্বং তৎ কিম্?—ইতি দ্বৈতবাদিনাং প্রশ্নঃ—**"ননু"** ইতি।

পৃচ্ছতাং দ্বৈতবাদিনাম্ অয়ম্ আশয়ঃ—মিথ্যাত্বং চ ন অত্যন্তাসত্ত্বম্, সিদ্ধান্তিনাং অপসিদ্ধান্তাপাতাৎ ; নাপি সদ্বিবিক্তত্বম্, সতোঽপি সদন্তর-বিবিক্তত্বাৎ; নাপি ভ্রান্তিবিষয়ত্বম্, ব্রহ্মণোঽপি অধিষ্ঠানত্বেন ভ্রান্তি-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ; নাপি অনির্ব্বাচ্যত্বম্, জগৎসত্যত্ববাদিনা অনির্ব্বাচ্য-বস্ত্বনঙ্গীকারেণ তং প্রতি সাধ্যাপ্রসিদ্ধেরিতি। এবং মিথ্যাশব্দার্থাঃ বহবঃ, দ্বৈতবাদিভিঃ ন্যায়ামৃতকৃদ্ভিঃ প্রদর্শিতাঃ দূষিতাশ্চ। তথাচ মিথ্যাত্বং দুর্ঘটম্। সিদ্ধান্তিনস্তু অনভিমতেষু অর্থেষু দোষসত্ত্বেঽপি বক্ষ্যমাণেষু পঞ্চবিধেষু স্বাভিমতেষু অর্থেষু ন কোঽপি দোষাবসরঃ ইতি মত্বা প্রদর্শয়ন্তু দ্বৈতবাদিনঃ স্বাভিপ্রায়ং পশ্চাৎ সর্ব্বং সমাধাস্যামঃ ইতি দ্বৈতবাদিনাং ন্যায়ামৃতকৃতাং সর্ব্বা বাচো যুক্তীঃ উপস্থাপয়ন্ত আহুঃ—**"ন তাবৎ"** ইত্যাদি। মিথ্যাশব্দার্থং নিরূপয়তাম্ অতিপ্রাচীনানাং পঞ্চপাদিকাকৃতাং পদ্মপাদাচার্য্যানাং বচনম্ দূষয়িতুং উপন্যস্যতি পূর্ব্ববাদী—**"মিথ্যাশব্দঃ অনির্ব্বচনীয়তাবচনঃ"** ইতি। অনি-র্ব্বচনীয়ত্বং সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপং ন তাবৎ যুক্তম্ ইতি শেষঃ। সদসদ-নধিকরণত্বমিতি পাঠে তু সদসচ্ছব্দৌ ভাবপরৌ বোধ্যৌ।

কুতঃ ন যুক্তম্? ইত্যত আহ—**"তদ্ধি কিম্"** ইতি। তৎ হি—সদসত্ত্বানধিকরণত্বং হি। সিদ্ধান্তিনা হি পক্ষান্তরনিষেধেন মিথ্যাত্বং পঞ্চধা নিরুক্তম্। তত্র **প্রথমং** "মিথ্যাশব্দঃ অনির্ব্বচনীয়তাবচনঃ," ইতি পঞ্চপাদিকারীত্যা সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপানির্ব্বাচ্যত্বং মিথ্যাত্বম্; **দ্বিতীয়ম্**—"প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণস্য মিথ্যাত্বস্য" ইতি পঞ্চপাদিকাটীকাকৃতাং বিবরণাচার্য্যানাং প্রকাশাত্মশ্রীচরণানাং বচনানু-সারেণ বাধ্যত্বম্ অনির্ব্বাচ্যত্বম্, তৎ চ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বরূপম্, অথবা **তৃতীয়ম্**—"অজ্ঞানস্য স্বকার্য্যেণ বর্ত্তমানেন প্রবিলীনেন বা সহ জ্ঞানেন নিবৃত্তিঃ বাধঃ" ইতি পঞ্চপাদিকাটীকা-কৃতাং বিবরণাচার্য্যানাং প্রকাশাত্মশ্রীচরণানাং বচনানুসারেণ "জ্ঞানত্বেন

জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপবাধ্যত্বমেব মিথ্যাত্বম্; **চতুর্থঃ**—"স্বসমানাধিকরণা-ত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্ "ইতি তত্ত্বপ্রদীপিকাকৃতাং চিৎ-সুখাচার্য্যানাং বচনানুসারেণ উক্তরূপমেব মিথ্যাত্বম্; **পঞ্চমন্তু**—"সদ্বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্" ইতি ন্যায়মকরন্দকৃতাং আনন্দবোধভট্টারকাণাং বচনানুসারেণ—"সদ্রূপত্বাভাবঃ" এব মিথ্যাত্বম্ ইতি। তেষু পঞ্চবিধেষু নির্ব্বচনেষু আদ্যং নির্ব্বচনং সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বং মিথ্যাত্বং ন তাবৎ যুক্তম্ ইতি ভাবঃ।২৬

২৭। তৎ এতৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বম্ অনির্ব্বচনীয়ত্বম্ ত্রিধা বিকল্প্য দূষয়িতুম্ আহ—পূর্ব্ববাদী—**"তৎ হি কিম্"** ইত্যাদি। "তৎ হি"—সদসত্ত্বানধিকরণত্বং হি, "কিম্" "সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবঃ" (১?) সত্ত্বে সতি অসত্ত্বরূপং যদ্বিশিষ্টং তস্য অভাবঃ ইত্যর্থঃ। সচ্চ তদসচ্চেতি সদসৎ তস্য ভাবঃ সদসত্ত্বম্ ইতি কর্ম্মধারয়সমাসম্ অঙ্গীকৃত্য অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিকা-ভাবাভ্যুপগমেন অয়ং প্রথমঃ পক্ষঃ বোধ্যঃ, সত্ত্ববিশিষ্টস্য অসত্ত্বস্য কুত্রাপি অপ্রসিদ্ধেঃ। সদসদনধিকরণত্বম্ ইতি বা পাঠে সদসৎশব্দয়োঃ ভাব-প্রধাননির্দ্দেশাৎ সচ্ছব্দস্য সত্ত্বপরতয়া তস্য চ সত্ত্বস্য অসত্ত্ববিশেষণত্বে, অনধিকরণত্বস্য চ অধিকরণত্বাভাববত্ত্বে চ সত্ত্ববিশিষ্টস্য অসত্ত্বস্য অভাবে প্রথমবিকল্পে পর্য্যবসানাৎ। **"উত"** অথবা, "সত্ত্বাত্যন্তাভাবাঽসত্ত্বাত্যন্তা-ভাবরূপং ধর্ম্মদ্বয়ম্" (২?) সৎ চ অসৎ চ সদসতী তয়োঃ ভাবঃ সদসত্ত্বম্। দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণঃ ত্ব-প্রত্যয়ঃ অনধিকরণপদং চ প্রত্যেকম্ অভিসম্বধ্যতে। তথা চ সত্ত্বানধিকরণত্বম্ অসত্ত্বানধিকরণত্বং চেতি ধর্ম্মদ্বয়ং লব্ধম্। অনধিকরণত্বস্য চ অধিকরণত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বরূপত্বে পর্য্যবসানেন সত্ত্বা-ত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়ং লভ্যতে ইতি ধ্যেয়ম্। দ্বন্দ্বসমাসম্ অঙ্গীকৃত্য অয়ং দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। "আহোস্বিৎ" অথবা, "সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্" (৩?)। সতি সপ্তম্যাঃ সমানাধি-করণত্বার্থকত্বাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণঃ অসত্ত্বাত্যন্তাভাবঃ অর্থঃ।

তথা চ সদসত্ত্বানধিকরণত্বম্ ইত্যত্র সৎপদং ভাবপরম্, এবং চ সদনধিকরণত্বং চ তৎ অসত্ত্বানধিকরণত্বং চেতি মধ্যপদলোপীকর্ম্মধারয়াশ্রয়ণেন সৎপদোত্তরানধিকরণত্বপদস্য লোপাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বম্ ইতি পদং সিদ্ধম্। কর্ম্মধারয়সমাসাশ্রয়ণাৎ সত্ত্বানধিকরণত্বাসত্ত্বানধিকরণত্বয়োঃ বিশেষণবিশেষ্যভাবে সিদ্ধে তৃতীয়ঃ পক্ষঃ প্রাপ্তঃ। সত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য অসত্ত্বাত্যন্তাভাবে বিশেষণত্বম্ অনঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ অঙ্গীকৃত্য চ তৃতীয়ঃ পক্ষঃ ইতি বিশেষঃ।২৭

২৮। এবং বিকল্পত্রয়ং প্রদর্শ্য ইদানীং দূষয়িতুম্ আহ—**"নাত্তঃ"** ইত্যাদি। ন সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবঃ সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বম্ ভবিতুম্ অর্হতি; সিদ্ধসাধনদোষাপাতাৎ। মাধ্বমতে সদেকস্বভাবে জগতি সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবস্য সিদ্ধত্বাৎ। সত্ত্বে সতি অসত্ত্বরূপবিশিষ্টস্য যঃ অভাবঃ তস্য সিদ্ধত্বাৎ। বিশেষ্যস্য অসত্ত্বস্য "সত্তামাত্রাধারে" "জগতি" অভাবাৎ সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বস্য অভাবঃ। বিশেষ্যাভাবাৎ বিশিষ্টাভাবঃ ইতি ভাবঃ। সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বস্য প্রতিযোগিনঃ অপ্রসিদ্ধিরপি নৈয়ায়িকাদিমতে দূষণং বোধ্যম্। মাধ্বমতে অলীকস্যৈব অত্যন্তাভাবস্বীকারেণ উক্তবিশিষ্টপ্রতিযোগিকাভাবপ্রসিদ্ধৌ অপি নৈয়ায়িকাদিমতে তদপ্রসিদ্ধিঃ।২৮

২৯। সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্ম্মদ্বয়ং সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বম্ ইতি দ্বিতীয়ং পক্ষং ব্যাঘাতার্থান্তরসাধ্যবৈকল্যৈঃ দূষয়তি—**"ন দ্বিতীয়ঃ"** ইতি। তেষু দূষণেষু প্রথমতস্তাবৎ ব্যাঘাতম্ আহ—**"সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ"** ইত্যাদি। পরস্পরবিরহরূপয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ একতরনিষেধস্য অন্যতরবিধিনান্তরীয়কত্বাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবে সাধ্যে অসত্ত্বস্যৈব প্রাপ্ত্যা পুনঃ অসত্ত্বাত্যন্তাভাবে সাধ্যে ব্যাঘাতঃ। পরস্পরাভাবরূপত্বেন বিরুদ্ধয়োঃ একত্র যুগপৎ নিষেধাযোগাৎ। এবম্ অসত্ত্বাত্যন্তাভাবে সাধ্যে সত্ত্বস্যৈব প্রাপ্ত্যা পুনঃ সত্ত্বাত্যন্তাভাবে সাধ্যে পূর্ব্ববদেব ব্যাঘাতঃ।

সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাভিমানেন ইয়ম্ উক্তিঃ। ব্যাঘাতম্ উক্ত্বা অর্থান্তরম্ আহ—"**নির্ধর্ম্মকে**"ত্যাদি, "কেবলো নির্গুণশ্চে"তি শ্রুত্যা যথা শুদ্ধে ব্রহ্মণি বাধ্যত্বাভাবরূপং সত্ত্বং ধর্ম্মঃ ন অঙ্গীক্রিয়তে, সত্ত্বধর্ম্মরাহিত্যস্য সদ্রূপত্বানুপমর্দ্দকত্বাৎ ব্রহ্মণি সত্ত্বাত্যন্তাভাবো বর্ত্ততে, তথা ব্রহ্মণি বাধ্যত্ব-রূপম্ অসত্ত্বং যৎ ত্রৈকালিকপারমার্থিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং তদ্ধর্ম্মোঽপি নাস্তি, ব্রহ্মণোঽপি বাধ্যত্বে অবিদ্যাদীনাং ভাসকত্বরূপসাক্ষিত্বং ন স্যাৎ, তথাচ জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ অভাবেঽপি যথা তস্য সদ্রূপত্বং সিদ্ধান্তিভিঃ অঙ্গীক্রিয়তে, তথা প্রপঞ্চস্যাপি সত্ত্বাসত্ত্ব-রাহিত্যেন সদ্রূপত্বং কিং ন স্যাৎ ? প্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্বে চ তস্য সদ্রূপত্ব-বিরোধিমিথ্যাত্বাঽসিদ্ধ্যা অর্থান্তরম্ ইতি ভাবঃ। প্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্ব-বিরোধিমিথ্যাত্বসাধনায় প্রবৃত্তম্ অনুমানং সদ্রূপত্বাঽবিরোধি যৎ কিমপি সাধ্যমাদায় পর্য্যবসিতম্ ইতি প্রকৃতাৎ অর্থাৎ অন্যার্থকত্বেন অর্থান্তরত্বম্ ইতি বোধ্যম্। অর্থান্তরম্ উক্ত্বা সাধ্যবৈকল্যম্ আহ—"**শুক্তিরূপ্যে**" ইত্যাদি। শুক্তিরূপ্যস্য বাধ্যত্বেন অবাধ্যত্বরূপসত্ত্বস্য অভাবেঽপি বাধ্যত্ব-রূপাসত্ত্বস্য অভাবাসম্ভবাৎ দৃষ্টান্তীকৃতে শুক্তিরজতে সত্ত্বাত্যন্তাভাবা-সত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়সাধ্যস্য অভাবেন দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলতা। ধর্ম্মদ্বয়স্য সাধ্যত্বাৎ মাধ্বমতে শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য সত্ত্বেঽপি অসত্ত্বস্যৈব সত্ত্বেন অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য শুক্তিরূপ্যে অভাবাৎ সাধ্য-বিকলতা ।২৯

৩০। ধর্ম্মদ্বয়সাধ্যরূপে দ্বিতীয়কল্পে দূষণত্রয়ম্ উক্ত্বা সত্ত্বাত্যন্তা-ভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপবিশিষ্টসাধ্যে তৃতীয়কল্পে উক্তং দূষণত্রয়ং যোজয়ন্ আহ—"**অতএব ন তৃতীয়ঃ**" ইত্যাদি। "অতএব" দ্বিতীয়কল্পবদেব, "ন তৃতীয়ঃ" ন তৃতীয়কল্পোঽপি সমীচীনঃ। যথা দ্বিতীয়ঃ কল্পঃ দূষণত্রয়গ্রস্তত্বাৎ ন সমীচীনঃ তথা অয়ং তৃতীয়োঽপি কল্পঃ দূষণত্রয়গ্রস্তত্বাদেব ন সমীচীনঃ। কল্পস্যাস্য দূষণত্রয়গ্রস্তত্বং দর্শয়তি—

"পূর্ব্ববৎ ব্যাঘাতাৎ" ইত্যাদিনা। ধর্ম্মদ্বয়সাধ্যপক্ষে ইব বিশিষ্টসাধ্য-পক্ষেঽপি পরস্পরবিরহরূপয়োঃ সত্ত্বাত্যন্তভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ বিশেষণবিশেষ্যভাবাঽযোগাৎ ব্যাঘাতঃ। সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বেঽপি নির্দ্ধর্ম্মক-ব্রহ্মণঃ যথা মিথ্যাত্ববিরোধিসদ্রূপতা তথা প্রপঞ্চস্যাপি মিথ্যাত্ববিরোধি-সদ্রূপত্বেনাপি উপপত্ত্যা অর্থান্তরাৎ। এবং দৃষ্টান্তস্য শুক্তিরজতস্য মাধ্বমতে অসত্ত্বেন অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপবিশেষ্যাংশস্য শুক্তিরজতে অভাবেন সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তভাবরূপবিশিষ্টস্য সাধ্যস্য অভাবাৎ সাধ্যবৈকল্যম্। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।৩০

তাৎপর্য্য।

প্রাচীন প্রয়োগে যে "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" বলা হইয়াছে তাহার বিমতং পদের অর্থ কি তাহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু মিথ্যাপদের অর্থ কি? তাহা ত বলা হয় নাই। এই মিথ্যাপদের অর্থনিরূপণ করিবার জন্য মূলকার **কিমিদং মিথ্যাত্বং** ইত্যাদি গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন।

মিথ্যাত্বনির্ব্বচনে প্রথম পূর্ব্বপক্ষ।

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাত্বটী যদি অদ্বৈতবাদিগণ **"অত্যন্ত অসত্ত্ব"** বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে অপসিদ্ধান্ত হয়। যেহেতু অদ্বৈতবাদিগণ প্রপঞ্চকে অসদ্‌বিলক্ষণ বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অসদ্‌বিলক্ষণ প্রপঞ্চে অত্যন্তাসত্ত্বরূপ মিথ্যাত্বসিদ্ধ করিতে গেলে অপসিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থান উদ্ভাবিত হইবে। (১)

দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

অনির্ব্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপও বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহাতে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষ হয়, যেহেতু জগৎসত্যত্ববাদিগণ অনির্ব্বাচ্য বস্তু স্বীকার করেন না; এজন্য অনির্ব্বাচ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব সাধন করিতে গেলে দ্বৈতবাদিগণ অদ্বৈতবাদীর মতে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা

দোষের উদ্ভাবন করিবেন। সাধ্য যে অনির্ব্বাচ্যত্ব তাহাই পক্ষের বিধেয়বিশেষণ; এবং তাহা দ্বৈতবাদিগণের মতে অপ্রসিদ্ধ। এই জন্য উক্ত দোষ হয়। (২)

তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

সদবিবিক্তত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপও বলা যায় না। কারণ, তাহাতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। যেহেতু কোন একটী সদ্বস্তু অন্য সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন—ইহা সিদ্ধই আছে। যেমন ঘট পট হইতে ভিন্ন। সদ্-বিশেষের ভেদ অন্য সতেও সম্ভাবিত বটে। (৩)

চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষ।

সত্ত্বানধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপও বলা যায় না। কারণ, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম সত্ত্বের অনধিকরণ হইয়াও যেমন সদ্রূপ হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চও সত্ত্বের অনধিকরণ হইয়া ব্রহ্মবৎ সদ্রূপ হইতে পারিবে। আর তাহা হইলে প্রপঞ্চ ব্রহ্মবৎ অমিথ্যাই হইল।

আর যদি বলা যায়—ব্রহ্মনির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে সত্ত্বানধিকরণত্ব ধর্ম্মও নাই, সুতরাং ব্রহ্মবৎ প্রপঞ্চ হইবে কিরূপে ?

ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর এবং সত্ত্বানধিকরণত্বাভাবরূপ সাধ্যের সত্ত্বাসত্ত্বপ্রযুক্ত ব্যাঘাত হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্মে অভাবরূপ ধর্ম্মের নিষেধ করা যায় না। অর্থাৎ "ব্রহ্ম সত্ত্বানধিকরণং ন ভবতি, নির্ধর্ম্মকত্বাৎ" এইরূপ অনুমানে নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতু পক্ষে থাকিলে নির্ধর্ম্মকত্বরূপ ধর্ম্মই ব্রহ্মে থাকিল বলিয়া নির্ধর্ম্মকত্ব হেতুদ্বারা ব্যাঘাতই হইল। আর নির্ধর্ম্মকত্ব হেতু পক্ষীভূত ব্রহ্মে না থাকিলে ব্রহ্মের সধর্ম্মকত্বই হইবে। সুতরাং নির্ধর্ম্মকত্বরূপ হেতুর দ্বারা পুনর্ব্বার ব্যাঘাতই হইল। অতএব হেতুর সত্ত্ব ও অসত্ত্বপ্রযুক্ত ব্যাঘাত দোষই হইতেছে। এইরূপ সাধ্যের সত্ত্বাসত্ত্বপ্রযুক্তও ব্যাঘাত দোষই হইতেছে। যথা—নির্ধর্ম্মকত্ব হেতুর দ্বারা ব্রহ্মে সত্ত্বানধিকরণত্বাভাবরূপ সাধ্য স্বীকার করিলে

সত্ত্বানধিকরণত্বাভাবরূপ সাধ্যধর্ম্ম ব্রহ্মে লব্ধ হইল বলিয়া নির্ধর্ম্মকত্ব হেতুর দ্বারা ব্রহ্মে ব্যাঘাতই হইল।

আর যদি তাদৃশসাধ্যরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে না থাকে, তবে সত্ত্বানধিকরণত্ব-রূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকিল বলিয়া নির্ধর্ম্মকত্ব হেতুর দ্বারা পুনর্ব্বার ব্যাঘাতই হইল। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকরূপ হইলেও তাহাতে অভাবরূপ ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ব্রহ্ম সত্ত্বের অনধিকরণ হইয়াও যেরূপ অমিথ্যা, তদ্রূপ প্রপঞ্চ ও সত্ত্বের অনধিকরণ হইয়া অমিথ্যা-রূপ হইতে পারিবে। সুতরাং মিথ্যাত্বের সত্ত্বানধিকরণত্বরূপ লক্ষণটী— ব্রহ্মে অতিব্যাপ্ত।

পঞ্চম—পূর্ব্বপক্ষ।

প্রমিতির অবিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব। আর এ লক্ষণটী বস্তুতঃ ব্রহ্মে অতিব্যাপ্ত নহে। কারণ, ব্রহ্ম বেদান্তবাক্যজন্য বৃত্তির বিষয় বলিয়া প্রমিতির অবিষয় নহে। যদি বল ব্রহ্ম অদৃশ্য বলিয়া ব্রহ্মে প্রমিতির অবিষয়ত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্য। এজন্য বেদান্তবাক্যজন্য প্রমিতিবিষয়ত্ব ব্রহ্মে থাকিলেও চিদবিষয়ত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মে অদৃশ্যত্বও উপপন্ন হয়। বেদান্তজন্য বৃত্তি প্রমিতি। ব্রহ্ম প্রমিতির অবিষয় নহে। সুতরাং ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি নাই—এরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। কারণ, তাহা হইলে মিথ্যাভূত শুক্তিরূপ্যে উক্ত লক্ষণ যায় না বলিয়া লক্ষণটী অসম্ভব দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে। যেহেতু "শুক্তিরূপ্য-জ্ঞানবান্ অহং" এই অনুব্যবসায়রূপ প্রমিতির বিষয়ই শুক্তিরজত হইবে, প্রমিতির আর অবিষয় হইল না। সুতরাং প্রসিদ্ধ মিথ্যাবস্তু যে শুক্তিরজত, তাহাতে লক্ষণ যাইল না বলিয়া লক্ষণের অসম্ভব দোষ হইল।

আর এজন্য যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, **সাক্ষাৎ প্রমিত্যবিষয়ত্বই** মিথ্যাত্ব। শুক্তিরূপ্যাদি ব্যবসায়ের দ্বারা অনুব্যবসায়রূপপ্রমিতির

বিষয় হইয়াছে। সুতরাং প্রমিতির সাক্ষাৎ বিষয় হয় নাই। এজন্য অসম্ভবদোষ লক্ষণের হইল না। কিন্তু এরূপ বলাও অসঙ্গত। কারণ, শুক্তিরজত বাধকপ্রমাতে অর্থাৎ "রজতং নাস্তি" ইত্যাকারক প্রমাতে নিষেধ্যরূপে সাক্ষাৎ বিষয় হয়। সুতরাং প্রমার সাক্ষাৎ অবিষয়ত্ব শুক্তিরজতে নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকলই হইল।

আর এজন্য যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, **সত্ত্বপ্রকারক প্রমার প্রতি সাক্ষাৎ অবিষয়ত্বই** মিথ্যাত্ব। "রজতং নাস্তি" এইরূপ প্রমার সাক্ষাৎ বিষয় রজত হইলেও সত্ত্বপ্রকারক প্রমার বিষয় ত হয় নাই, প্রত্যুত অসত্ত্বপ্রকারক প্রমারই বিষয় হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব যে, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, শুক্তিরজতাদিতে তাদৃশ সত্ত্বপ্রকারক-প্রমার সাক্ষাৎবিষয়ত্ব নাই, কিন্তু ঘটাদিতে তাহা আছে। তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ সত্ত্বপ্রকারক প্রমার বিষয়তাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সত্ত্ব ঘটাদিতে বিদ্যমান আছে বলিয়া সত্ত্বপ্রকারক-প্রমার সাক্ষাৎবিষয়ত্বও তাহাতে আছে, আর শুক্তিরজতে উক্ত বিষয়তাচ্ছেদক সত্ত্ব বিদ্যমান নাই বলিয়া সত্ত্বপ্রকারকপ্রমার সাক্ষাৎবিষয়ত্বও নাই। আর তাহা হইলে সত্ত্বপ্রকারকপ্রমার প্রতি সাক্ষাৎ অবিষয়তার প্রযোজক সত্ত্বাভাবই হইল। আর তাহা অবশ্য শুক্তিরজতে স্বীকার করিতে হইবে, আর তাহা হইলে সত্ত্বাভাবই মিথ্যাত্ব হইল। সুতরাং সত্ত্বাভাবরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেই অতিব্যাপ্তি হইল; কারণ, ব্রহ্মে সত্ত্ব ধর্ম্মও নাই।

ষষ্ঠ—পূর্ব্বপক্ষ।

ভ্রান্তিবিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব। এরূপও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্ম ভ্রমের অধিষ্ঠান বলিয়া ভ্রান্তির বিষয় হয়। সুতরাং ব্রহ্মে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। আর যদি ভ্রান্তিমাত্রের বিষয় বলা যায়, অর্থাৎ যাহা প্রমার বিষয় না হইয়া ভ্রান্তির বিষয় হয়—তাহাই মিথ্যা।

ব্রহ্ম ত বেদান্তবাক্যজন্য প্রমার বিষয়। সুতরাং অধিষ্ঠানরূপে ভ্রমের বিষয় হইলেও প্রমার অবিষয় নহে। এজন্য উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। তাহা হইলে বলিব—তাহাও নহে। কারণ, ব্যবসায়দ্বারা অনুব্যবসায়রূপ প্রমার বিষয় শুক্তিরজত হয় বলিয়া ভ্রান্তিমাত্রবিষয়ত্ব শুক্তিরজতে নাই। সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ হইল।

আর এজন্য যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, **অধ্যস্তরূপে ভ্রান্তিবিষয়ত্বই** মিথ্যাত্ব। ব্রহ্ম অধিষ্ঠানরূপে ভ্রান্তির বিষয় হইলেও অধ্যস্তরূপে ভ্রান্তির বিষয় নহে। সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষ নাই। আর অধ্যস্তরূপে ভ্রান্তির বিষয় হয় বলিয়া শুক্তিরজতে অব্যাপ্তি দোষও নাই ; তাহাও অসঙ্গত। কারণ, তাহাতে বিশেষ্যাংশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অধ্যস্তত্বই মিথ্যাত্ব বলিলে চলিতে পারে। আর ভ্রান্তিবিষয়ত্বরূপ বিশেষ্যাংশের আবশ্যকতা কি ?

আর যদি **অধ্যস্তত্ব**মাত্রাকেই মিথ্যা বলা যায়, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ হয়। কারণ, মিথ্যাত্বের লক্ষণ করিতে যাইয়া অধ্যস্তত্ব বলা হইল। যেমন কারণের লক্ষণ বলিতে যাইয়া তাহাকে সাধক বলা হইল। এইরূপে পর্য্যায়শব্দ উল্লেখ করিলে আত্মাশ্রয় দোষই হয়।

সপ্তম—পূর্ব্বপক্ষ।

বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপও বলা যায় না। কারণ, এই বাধ্যত্ব পদার্থ কি ? যদি বলা যায় যে, অন্যথাবিজ্ঞাত বস্তুর সম্যক্‌জ্ঞানবিষয়ত্বই বাধ্যত্ব। অর্থাৎ যে বস্তুকে অন্যথারূপে বুঝিয়া ছিলাম তাহাকে সম্যক্‌রূপে জানিলাম—এই সম্যক্‌রূপে যাহাকে জানা যায়, তাহাই বাধ্য অর্থাৎ মিথ্যা।

কিন্তু এরূপ বলিলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। কারণ, মিথ্যাত্বক্ষণিকত্বাদিরূপে বিজ্ঞাত যে প্রপঞ্চ তাহা সত্যত্ব ও স্থায়িত্বাদিরূপে বিজ্ঞাত হয় বলিয়া সিদ্ধসাধনই হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্তিগণ যে প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলেন

তাঁহাদের যুক্তিতে প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া অবগত হইয়া পরে দ্বৈতবাদীর যুক্তিতে তাহাকে সত্য বলিয়া অবগত হইল বলিয়া বাধ্য হইল। আর ইহাই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে, দ্বৈতবাদীর তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এইরূপ বৌদ্ধাদির যুক্তিতে প্রপঞ্চক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধ হইলে দ্বৈতবাদীর যুক্তিতে তাহা স্থায়ী বলিয়া বিজ্ঞাত হইল, সুতরাং ক্ষণিকত্বরূপে বিজ্ঞাত বস্তু স্থিররূপে সম্যক্‌জ্ঞানবিষয় হইল বলিয়া তাহার বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকিল। আর এতাদৃশ মিথ্যাত্ব দ্বৈতবাদীর অভিমতই বটে। ইহাতে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, সুতরাং সিদ্ধসাধন দোষই হইল।

অষ্টম—পূর্ব্বপক্ষ।

বাধকজ্ঞানবিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব—এরূপও বলা যায় না। কারণ তাহাতে ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু ব্রহ্ম অধিষ্ঠানরূপে বাধকজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানবিষয়ক জ্ঞানই বাধকজ্ঞান। যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, নিষেধ্যরূপে বাধকজ্ঞানবিষয় যে, তাহাই মিথ্যা, ব্রহ্ম বাধকজ্ঞানবিষয় হইলেও নিষেধ্যরূপে বাধকজ্ঞানবিষয় নহে, কিন্তু অধিষ্ঠানরূপেই বাধকজ্ঞানবিষয় হয়। সুতরাং ব্রহ্ম মিথ্যা হয় না। বস্তুতঃ, নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি এরূপে বোধ্যমান যে ত্রৈকালিক অভাব তাহার প্রতিযোগিত্বরূপে বাধকজ্ঞানবিষয়ত্বই মিথ্যাত্ব। সিদ্ধান্তীর মতে শুক্তিতে প্রতীয়মান পুরঃস্থিত রজতই তাদৃশরূপে (নাস্তি প্রভৃতির প্রতিযোগিরূপে) বাধকজ্ঞানবিষয় হয়, এজন্য রজত মিথ্যা, কিন্তু শুক্তি তাদৃশরূপে বাধকজ্ঞানবিষয় হয় না বলিয়া তাহাকে আর মিথ্যা বলা যায় না। সুতরাং অধিষ্ঠান বাধকজ্ঞানবিষয় হইলেও মিথ্যা নহে। তবে বলিব এই লক্ষণে অসম্ভব দোষ হয়। কারণ, শুক্তিরজতও তাদৃশরূপ বাধকজ্ঞানবিষয় হয় না। যেহেতু রজতপ্রতীতিকালে প্রতীত রজতে প্রাতিভাসিকসত্ত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া ত্রৈকালিক নিষেধজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। প্রত্যুত এইরূপ ত্রৈকালিক রজতনিষেধের প্রতিযোগী আপনস্থ

রজতই হইয়া পড়ে। আভাসীভূত রজতের শুক্তিতে যে কালে প্রসক্তি আছে, সেইকালে তাহার নিষেধ নাই। আপনস্থ রজত কোনকালেই প্রসক্ত নহে, সুতরাং তাহারই তাদৃশ নিষেধপ্রতিযোগিত্ব থাকিবে। অতএব প্রসিদ্ধ যে প্রাতিভাসিক রজত তাহাতে এই মিথ্যাত্ব লক্ষণ না যাওয়ায়—অসম্ভব দোষ হয় এবং অনুমানে দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে এই মিথ্যাত্ব নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইল।

নবম—পূর্ব্বপক্ষ।

জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই মিথ্যাত্ব। ইহাও কিন্তু সঙ্গত নহে। যেহেতু ইহাতে অর্থান্তর দোষ হয়। কারণ, সত্য বস্তুও জ্ঞাননিবর্ত্ত্য হইতে পারে। যেমন পূর্ব্বজ্ঞান সত্য হইয়াও উত্তরজ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্ত্য হয়। সুতরাং এতাদৃশ মিথ্যাত্ব সত্যত্বের অবিরোধী। উত্তর জ্ঞাননিবর্ত্ত্য পূর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব থাকিয়াও যেমন তজ্জন্য মিথ্যাত্ব ব্যবহার হয় না, তদ্রূপ প্রপঞ্চেও মিথ্যাত্ব ব্যবহার হইবে না। সুতরাং যথাকথঞ্চিৎ লক্ষণমাত্র প্রসিদ্ধ হইলেও সিদ্ধান্তীর অভিমত সিদ্ধ হইল না। আর তজ্জন্য অর্থান্তরত্ব দোষই হইল বলিতে হইবে।

দশম—পূর্ব্বপক্ষ।

স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, ইহাও বলা যায় না। এই লক্ষণের অভিপ্রায় এই যে, মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তুই স্বপদের অর্থ। যেমন শুক্তিরজত। সুতরাং শুক্তিরজতসমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব, যথা 'রজতং নাস্তি' এই অত্যন্তাভাব; তাহার প্রতিযোগিত্ব রজতে আছে বলিয়া রজত মিথ্যা হইল। রজতাধিষ্ঠান শুক্তিতে রজতের অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব হইল।

ইহাও কিন্তু বলা যায় না। কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদি সত্য হইয়াও স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী হইয়া থাকে। অতএব

এই লক্ষণের সংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুতে অতিব্যাপ্তি হয়। সুতরাং অনুমানে ব্যভিচার দোষ হয়। যেমন সংযোগ সত্য হইয়াও স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয়—অথচ তজ্জন্য তাহা মিথ্যারূপে ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও হইবে না।

আর যদি এজন্য সিদ্ধান্তী বলেন যে, **অব্যাপ্যবৃত্তিত্বানাশ্রয়-স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বং** অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, তাহা হইলে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদির দ্বারা অর্থান্তরতা আর হইল না। যেহেতু সংযোগের যে অত্যন্তাভাব তাহা অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় নহে, অর্থাৎ তাহার আশ্রয়ই বটে, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তিই বটে। অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর অত্যন্তাভাবও অব্যাপ্যবৃত্তি। সুতরাং আর সংযোগাদির অত্যন্তাভাবকে লইয়া অর্থান্তরতার অবকাশ নাই।

এস্থলে সিদ্ধান্তীকে জিজ্ঞাসা করি যে, ব্যাপ্যবৃত্তিতার আশ্রয় যে অত্যন্তাভাব, তাহা না বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তির অনাশ্রয় যে অত্যন্তাভাব—এরূপ নঞ্‌দ্বয় প্রবেশ করিবার সার্থকতা কি? যদি বল তাহার অভিপ্রায় এই যে, নঞ্‌দ্বয় প্রবেশ না করিলে সংযোগাভাবকে লইয়া আবার সেই অর্থান্তরতা দোষই হইবে। সংযোগের অত্যন্তাভাব দ্রব্যে অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও গুণ ও কর্ম্মাদিতে অর্থাৎ যাহাতে সংযোগ কখন থাকে না তাহাতে, সংযোগের অত্যন্তাভাব ত ব্যাপ্যবৃত্তিই বটে। সুতরাং ব্যাপ্যবৃত্তির আশ্রয় অত্যন্তাভাব সংযোগের অত্যন্তাভাবও হইল। যে কোন স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তিতার আশ্রয় হইলেই ব্যাপ্যবৃত্তিতার আশ্রয় অত্যন্তাভাব বলা যাইতে পারে। আর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অর্থান্তরতা দোষই থাকিয়া গেল। কিন্তু নঞ্‌দ্বয় প্রবেশ করিলে অর্থাৎ অব্যাপ্য-বৃত্তিতার অনাশ্রয় অত্যন্তাভাব বলিলে আর সংযোগাত্যন্তাভাবকে

গ্রহণ করা যায় না। যেহেতু দ্রব্যান্তর্ভাবে সংযোগের অত্যন্তাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি, যে কোন স্থলে অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে আর তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় বলা যায় না। যেহেতু অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন নহে। গুণকর্ম্মাদিবৃত্তিসংযোগাভাব আর দ্রব্যবৃত্তি-সংযোগাভাব ভিন্ন নহে। অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন স্বীকার করিলে নিয়তসমানদেশবৃত্তি প্রাগভাব ও ধ্বংসের ভেদ সিদ্ধ হয় না। ঘটপ্রাগভাব ও ঘটধ্বংস নিয়তসমানাধিকরণ অর্থাৎ কপালমাত্র-বৃত্তি। অধিকরণভেদে অভাবভেদ করিতে গেলে ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণভেদ নাই বলিয়া তাহাদের ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন নহে। আর তাহা হইলে গুণকর্ম্মাদি-বৃত্তি সংযোগাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও দ্রব্যে সংযোগাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয়ত্ব আর সংযোগাভাবে নাই। সুতরাং সংযোগাভাবকে লইয়া আর অর্থান্তরতা দোষ হইবে না। এখন তাহা হইলে মিথ্যাত্বের লক্ষণ হইল এই যে, অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। আর তাহা হইলে আরোপিত সংযোগে মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি হইল। কারণ, অনারোপিতসংযোগপ্রতিযোগিক অত্যন্তাভাব যেমন অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় নহে, তদ্রূপ আরোপিতসংযোগাত্যন্তাভাবও অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় নহে। আর তাহা হইলে অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় অত্যন্তা-ভাব আরোপিত সংযোগের হইতেই পারে না। সুতরাং আরোপিত সংযোগে আর মিথ্যাত্বলক্ষণ যাইল না বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল।

এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, আরোপিত ও অনা-রোপিত সংযোগের অত্যন্তাভাব অভিন্ন। প্রতিযোগিভেদেও অভাব ভিন্ন নহে। প্রতিযোগিভেদে অভাব ভিন্ন হইলে আর অভাবদ্বয় অভিন্ন

হইতে পারে না। যেহেতু আরোপিত সংযোগ ও অনারোপিত সংযোগ ভিন্ন বস্তু। সিদ্ধান্তী এস্থলে অনারোপিত সংযোগের অত্যন্তাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও আরোপিত সংযোগের অত্যন্তাভাব তাহা হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি হয় বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন—এরূপ বলিতে পারেন না। যেহেতু "নেদং রজতং" এই নিষেধে আপনস্থরজত প্রতিযোগী হয়। আপনস্থরজত যদি শুক্তিরজত হইতে অতিরিক্ত বস্তু হয়, তবে স্বসমানাধিকরণ নিষেধ আর কোথাও হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত নিষেধের প্রতিযোগিত্ব আপনস্থরজতেই থাকিবে, শুক্তিরজতে থাকিবে না। এজন্য ব্যাবহারিকের সহিত প্রাতিভাসিকের ভেদ সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। আর তাহা হইলে আরোপিত সংযোগের অভাব ও অনারোপিত সংযোগের অভাব—উভয়ই অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তিতার অনাশ্রয় হইল না। সুতরাং আরোপিত সংযোগরূপ লক্ষ্যে লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি দোষই হইল।

একাদশ—পূর্ব্বপক্ষ।

অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের অন্যতরত্বই মিথ্যাত্ব। এরূপও মিথ্যাত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। যেহেতু অনাদি যে জীবব্রহ্মভেদ তাহা অবিদ্যা নহে। আর অনাদি বলিয়া অবিদ্যার কার্য্যও নহে। সুতরাং তাহা মিথ্যা হইতে পারিল না। যেহেতু সিদ্ধান্তিগণ বলিয়া থাকেন—

"জীবঈশো বিশুদ্ধা চিদ্ ভেদস্তস্যা স্তয়োর্দ্বয়োঃ।
অবিদ্যাতচ্চিতো র্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ॥"

সুতরাং লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষই হয়।

আর পূর্ব্বপক্ষীর মতে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য ভ্রান্তিপ্রভৃতি সত্য বলিয়া অর্থান্তরতা দোষও হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে সত্য বস্তুর নাম মিথ্যা—ইহাই সিদ্ধান্তীর দ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

আর যদি সিদ্ধান্তী বলেন—**অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যা ও তৎকার্য্য এতদন্যতরত্বই** মিথ্যাত্ব, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে। কারণ, শুক্তিরজতাদি অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া পূর্ব্বপক্ষী স্বীকার করেন না। দৃষ্টান্ত উভয়বাদীর সম্মত হওয়া চাই। পূর্ব্বপক্ষীর মতে শুক্তিরূপ্য অসৎ বলিয়া অনির্ব্বাচ্য নহে।

সিদ্ধান্তপক্ষ।

২৭। প্রাচীনগণের "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ" এরূপ ন্যায়বাক্যপ্রয়োগে মিথ্যাশব্দের অর্থ কি নিরূপণ করিতে যাইয়া পূর্ব্ব-পক্ষিগণ যে একাদশ প্রকার মিথ্যাত্বলক্ষণ বলিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, উক্ত একাদশটী পক্ষ সিদ্ধান্তীর অনভিমত পক্ষ। অনভিমত পক্ষে দোষ থাকিলেও সিদ্ধান্তীর অভিমত যে বক্ষ্যমাণ পাঁচটী পক্ষ, তাহাতে কোন দোষ নাই। সেই পাঁচটী পক্ষ এই—

(১) সদসত্ত্বানধিকরণত্ব,

(২) সর্ব্বস্মিন্ প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব,

(৩) জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব,

(৪) স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্ব, এবং

(৫) সদ্রূপত্বাভাবঃ।

এই পঞ্চপ্রকার মিথ্যাত্বলক্ষণ সিদ্ধান্তীর অভিমত, আর তাহাতে কোন দোষাশঙ্কা নাই। সম্প্রতি পূর্ব্বপক্ষী পঞ্চধানিরুক্ত লক্ষণের মধ্যে "সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ" প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণের উপর দোষ প্রদর্শনা-ভিপ্রায়ে আশঙ্কা করিতেছেন যে **"কিমিদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে"**। এই মিথ্যাশব্দার্থতাবচ্ছেদক মিথ্যাত্বটী কি ? যাহা সাধ্যের বিশেষণরূপে প্রাচীনগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মিথ্যাত্বপদের অর্থ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পক্ষের বিশেষণরূপে সাধিত হইবে। অর্থাৎ মিথ্যা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে পক্ষে থাকিবে। আর মিথ্যাত্বপদের অর্থ

যদি মিথ্যাশব্দার্থতাবচ্ছেদক হয়, অর্থাৎ মিথ্যাত্বটী মিথ্যার বিশেষণ হয়, তাহা হইলে সাধ্যের বিশেষণরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহাই "কিমিদং মিথ্যাত্বং সাধ্যতে" এই পূর্ব্বপক্ষের বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে। আর সিদ্ধান্তী ক্রমে উক্ত পাঁচ প্রকার মিথ্যাত্ব মিথ্যাশব্দার্থ-তাবচ্ছেদক হইতে পারিবে--তাহাই মিথ্যাত্বনিরুক্তিতে বলিবেন।

সেই মিথ্যাত্বলক্ষণপঞ্চক সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয়।

প্রথম—মিথ্যাশব্দটী **অনির্ব্বচনীয়তাবচন** এই পঞ্চপাদিকার বচন অনুসারে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ যে অনির্ব্বাচ্যত্ব তাহাই মিথ্যাত্ব বলিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অধিকরণ নহে, তাহাই অনির্ব্বাচ্য। যদিও মাধ্বমতে শুক্তিরজত অসৎ বলিয়া সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অনধিকরণত্ব-রূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাতে থাকিতে পারে না, এজন্য সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অনধিকরণত্বরূপ যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব সেই অনির্ব্বচনীয়ত্বরূপ মিথ্যাত্ব সাধ্য হইলে শুক্তিরজত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। যে কোন ধর্ম্মী সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অনধিকরণ হইতেই পারে না। এজন্য সাধ্যই অপ্রসিদ্ধ হয় ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, উক্তরূপ মিথ্যাত্বের সামান্যরূপে সিদ্ধি প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

সত্ত্বাসত্ত্বে—একধর্ম্মিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী, (প্রতিজ্ঞা)

ধর্ম্মত্বাৎ, (হেতু)

রূপরসবৎ (উদাহরণ)।

অর্থাৎ আকাশাদি যে কোন একটী ধর্ম্মীতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব আছে, যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মবিশেষ। যেমন রূপ ও রস ইত্যাদি। একথা "অনির্ব্বাচ্যত্বে অনুমানপ্রমাণনিরূপণ" পরি-চ্ছেদে বিশেষভাবে কথিত:হইবে। দেখ, এই উভয় ধর্ম্মেরই যে কোন একটী ধর্ম্মী বায়ু বা আকাশে অত্যন্তাভাব আছে। বায়ুতে বা আকাশে রূপও নাই রসও নাই। এইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্বও ধর্ম্ম, তাহারও যে

কোন একটী ধর্ম্মীতে অত্যন্তাভাব থাকিবে। যে কোন ধর্ম্মীতে উক্ত সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাব থাকিবে, তাহাই অনির্ব্বচনীয় এবং তাহাই উক্ত মিথ্যাত্বানুমানের দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়—**বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব** আর তাহা প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বরূপ। ইহাকেই বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন—"প্রতিপন্নোপাধৌ অভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণস্থ মিথ্যাত্বস্থ" ইত্যাদি। এতাদৃশ মিথ্যাত্ব সাধ্য করিলে শুক্তিরজত দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। যেহেতু সিদ্ধান্তীর মতে শুক্তিরজতের প্রাতিভাসিক সত্তা অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া তাহা ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী হইতে পারে না। প্রত্যুত আপণস্থ রজতই উক্তরূপ নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। এইরূপ আপত্তি নিবারণের জন্য পারমর্থিকত্বাকারে উক্তনিষেধপ্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব এইরূপ বলিতে হইবে। ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্ব তুচ্ছ বস্তুতেও আছে বলিয়া তুচ্ছে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, এজন্য প্রতিপন্নোপাধৌ এইরূপ বলা হইয়াছে। তুচ্ছের প্রতীতিই নাই, সুতরাং তাহার প্রতিপন্ন উপাধি হইতে পারে না। শুক্তিরজত তুচ্ছ-শশবিষাণাদি হইতে বিলক্ষণস্বরূপ—ইহা সিদ্ধান্তিগণ স্বীকার করেন। তাহারও ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিলে তুচ্ছতার আপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া "পারমার্থিকত্বাকারে অভাবপ্রতিযোগিত্ব" বলা হইয়াছে। বিবরণাচার্য্য যে অভাবপ্রতিযোগিত্ব বলিয়াছেন সেই অভাব ত্রৈকালিক অভাবই বুঝিতে হইবে।

প্রতিপন্ন পদের অর্থ ও মিথ্যাত্বলক্ষণের অর্থ।

প্রতিপন্নোপাধৌ পদান্তর্গত প্রতিপন্ন পদের অর্থ "প্রমিত" নহে। কারণ, তাহা বলিলে বিরোধ হয়। যেহেতু প্রতিযোগীর আধাররূপে প্রমিত, অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয় যে প্রতিযোগীর অধিকরণ, তাহাতে প্রতিযোগীর ত্রৈকালিকনিষেধ বিরুদ্ধ। আর যদি প্রতিপন্নপদের অর্থ

"ভ্রান্তিপ্রতিপন্ন" বলা হয়, তাহা হইলে সিদ্ধসাধন হয়। প্রতিযোগীর আধাররূপে ভ্রান্তির দ্বারা প্রতীত অধিকরণে প্রতিযোগীর ত্রৈকালিক নিষেধ, প্রতিবাদীরও ইষ্ট বটে। এজন্য প্রমার দ্বারা প্রতিপন্ন অথবা ভ্রমদ্বারা প্রতিপন্ন এইরূপ না বলিয়া প্রতীত মাত্রই বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে **লক্ষণের অর্থ** হইবে যে, প্রতিযোগীর আধাররূপে প্রতীয়মান যে অধিকরণ, তাহাতে যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**।

তার্কিকমতে সিদ্ধসাধনতার আপত্তি ও উত্তর।

আর এইরূপ বলিলেও **তার্কিকাদির মতে সিদ্ধসাধনতা দোষই হয়**। কারণ, তাঁহারা শুক্তিকাতে রজতত্বধর্ম্মের সংসর্গারোপ স্বীকার করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের মতে নিষেধের আকার হইবে, যে "অত্র রজতত্বং নাস্তি"। "নেদং রজতং" এরূপ আকার তাঁহাদের মতে হইবে না। শুক্তিকাতে রজতত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধটী অসৎ। রজতত্ব ধর্ম্ম অন্যত্র সত্যই বটে। অন্যত্র সত্য যে রজতত্ব ধর্ম্ম, তাহার সংসর্গমাত্রই শুক্তিকাতে ভাসমান হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে তার্কিকমতে নিষেধের প্রতিযোগীভূত যে রজতত্ব ধর্ম্ম, তাহার অধাররূপে প্রতীত যে শুক্তিরূপ অধিকরণ, তাহাতে যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব তাঁহারা সত্য রজতত্বে স্বীকার করিয়াই থাকেন। সুতরাং সত্য রজতত্বেও মিথ্যাত্বের অবিরোধী ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব থাকিল অর্থাৎ সিদ্ধসাধন হইল। এজন্য **"সর্ব্বত্র প্রতিপন্নেপাধৌ"** এইরূপ বলিতে হইবে। অর্থাৎ ভ্রান্তির দ্বারা অথবা প্রমার দ্বারা প্রতিপন্ন সমস্ত উপাধিতে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে অর্থ হইল যে, প্রতিযোগীর আধাররূপে ভ্রান্তির দ্বারা অথবা প্রমার দ্বারা প্রতীত অধিকরণনিষ্ঠ অত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্বই **মিথ্যাত্ব**। আর তাহা হইলে তার্কিকমতে আর সিদ্ধসাধনতা দোষের অবকাশ নাই। যে তার্কিকগণ আরোপিত বস্তুর অন্যত্র সত্তা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে আপণস্থ রজত ও

রজতত্বের আধাররূপে প্রমামাত্র প্রতিপন্নোপাধি বলিয়া সেই আপণস্থ-রজতে রজতত্বের অভাব নাই। কিন্তু বেদান্তীর মতে ভ্রান্তির দ্বারা অথবা প্রমার দ্বারা প্রতিপন্ন সমস্ত উপাধিতে নিষেধের প্রতিযোগিত্ব রজতত্ব ধর্ম্মে বলা যাইতেছে বলিয়া বেদান্তীর মতসিদ্ধ উক্ত প্রতিযোগিত্ব তার্কিকগণ রজতত্বে স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং সিদ্ধসাধন হয় না। প্রকৃতস্থলে ভ্রান্তিপ্রতিপন্ন উপাধিতে পারমর্থিকত্বাকারে নিষেধ-প্রতিযোগিত্ব আর প্রমাপ্রতিপন্ন উপাধিতে অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডাদি উপাধিতেও পারমার্থিকত্বাকারে ঘটাদি নাই—এইরূপে লক্ষ্যে লক্ষণের উপপাদন করিতে হইবে। বস্তুতঃ এরূপ বলিলে তার্কিকগণের সহিত অদ্বৈতবাদি-গণের যে বিরোধ হয়, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের ইষ্টই বটে।

তৃতীয়—এই তৃতীয় লক্ষণটীও বিবরণাচার্য্যের সম্মত। বিবরণা-চার্য্যের প্রথম লক্ষণে অর্থাৎ এই গ্রন্থোক্ত দ্বিতীয় লক্ষণে অত্যন্তাভাবগর্ভ বাধ্যত্ব বলা হইয়াছে, এক্ষণে এই বিবরণাচার্য্যের দ্বিতীয় লক্ষণে **"জ্ঞান-ত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই বাধ্যত্ব"** আর তাহাই মিথ্যাত্ব বলা হইতেছে। এই জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব সোপাদানধ্বংসগর্ভ। অর্থাৎ ধ্বংস বলিতে সাধারণতঃ উপাদান থাকিয়া তাহাতে কার্য্যের নিবৃত্তি বুঝায়, কিন্তু এস্থলে যে ধ্বংসের কথা বলা যাইতেছে, তাহা উপাদানের সহিত কার্য্যের নিবৃত্তি বুঝায়। সুতরাং এই লক্ষণটী ধ্বংসগর্ভ। বিবরণাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অজ্ঞানের বর্ত্তমান ও প্রবিলীনকার্য্যের সহিত অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের সহিত অজ্ঞানের জ্ঞানদ্বারা **যে নিবৃত্তি তাহাই বাধ।** আর এতাদৃশ বাধদ্বারা বাধ্যত্বই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব। অজ্ঞানের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তিই বাধ—বলিলে অজ্ঞানের কার্য্য যে বিয়দাদি প্রপঞ্চ তাহাদের বাধ্যত্ব সিদ্ধ হয় না, এজন্য স্বকার্য্যের সহিত বলা হইয়াছে; বিয়দাদি প্রপঞ্চ অজ্ঞানের কার্য্য। আর তাহাতেও অতীত অজ্ঞানকার্য্যের বাধ সিদ্ধ হয় না, এইজন্য প্রবিলীন স্বকার্য্যের সহিত বলা হইয়াছে।

জ্ঞানত্বেন পদের ব্যাবৃত্তি ।

যদি বলা যায়—প্রবিলীন অজ্ঞানকার্য্যের, জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি কিরূপ হইবে ? তাহার উত্তর এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞানকার্য্য ঘটাদি কার্য্যস্বরূপে প্রবিলীন হইলেও কারণস্বরূপে তাহা স্থিতই আছে। অতএব কার্য্যাকারে বর্ত্তমান এবং কার্য্যাকারে প্রবিলীন হইয়াও কারণরূপে বিদ্যমান কার্য্যের সহিত অজ্ঞানের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি না বলিয়া জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তনীয় বলার অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই বাধ্যত্ব এইরূপ বলিলে উত্তর-জ্ঞাননিবর্ত্ত্য-পূর্ব্ব-জ্ঞানাদিতে অতিব্যাপ্তি হইত। এজন্য জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন নিবর্ত্তকতা বলা হইল। জ্ঞানত্বই নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক যে উত্তর-জ্ঞান তাহার নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম জ্ঞানত্ব নহে, কিন্তু স্বোত্তর আত্মবিশেষগুণত্ব।

স্বোত্তর আত্মবিশেষ গুণত্বের অবচ্ছেদকতা।

যদি বলা হয়, পূর্ব্বজ্ঞানের নিবৃত্তিতে জ্ঞানত্ব কেন অবচ্ছেদক হইল না ? তাহার উত্তর এই যে, "জানাতি, ইচ্ছতি, প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদিরূপে আত্মার বিশেষ গুণের ক্রমিক উৎপত্তিদশাতে ইচ্ছার দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম জ্ঞানত্ব বলা যায় না ; যেহেতু ইচ্ছা পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়াছে, সেই ইচ্ছাতে জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম নাই, সুতরাং নিবর্ত্তকতা ইচ্ছাতেও থাকিল, আর নিবর্ত্তক-তাবচ্ছেদক ধর্ম্ম জ্ঞানত্ব উক্ত নিবর্ত্তকতা অপেক্ষা ন্যূনদেশবৃত্তিক হইয়া গেল, সুতরাং জ্ঞানত্ব নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক হইতে পারিল না। আর ইচ্ছাত্বকে নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিলে পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক উত্তর জ্ঞানে আর নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম থাকে না। এজন্য "আত্মার যোগ্যবিশেষ-গুণের উত্তরবর্ত্তী আত্মবিশেষগুণত্বকে"ই নিবর্ত্তকতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে। আর তাহা ইচ্ছাত্বাদি ধর্ম্মসাধারণ। আর তাহাতে হইল এই যে,

জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ননিবর্ত্তকতাক জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই বাধ্যত্ব ও তাহাই মিথ্যাত্ব। উত্তরবর্ত্তী জ্ঞান যদি জ্ঞানত্বরূপে পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়, তবে পূর্ব্বজ্ঞান মিথ্যা হইবে; আর যদি সেই উত্তরবর্ত্তী জ্ঞান স্বোত্তর-আত্মবিশেষগুণত্বরূপে পূর্ব্বজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়, তবে পূর্ব্বজ্ঞান মিথ্যা হইবে না। একই জ্ঞান কোনরূপে বাধের হেতু, আর কোনরূপে বাধের হেতু নহে—ইহাও অদৃষ্টচর নহে, যেমন, মনঃ মনস্ত্বরূপে অনুমিতির কারণ হইলেও ইন্দ্রিয়ত্বরূপে কারণ নহে। ইন্দ্রিয়ত্বরূপে কারণ হইলে সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইয়া যাইত। মনস্ত্বরূপে কারণ হওয়াতে সেই জ্ঞান অনুমিতিরূপই হইয়া থাকে।

চতুর্থ—চিৎসুখাচার্য্যের মতানুসারে মিথ্যাত্বের লক্ষণ হইতেছে—**"স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্বম্"** ইহাই এই গ্রন্থে গৃহীত মিথ্যাত্বের চতুর্থ লক্ষণ। ইহাকেই চিৎসুখাচার্য্য **সসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব** বলিয়াছেন।

এস্থলে "স্ব"পদের অর্থ—মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তু। মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তু যে শুক্তিরজতাদি, তাহার "অত্যন্তাভাবের" যে "অধিকরণ" তাহা শুক্ত্যাদি। তাহাতে "প্রতীয়মানত্ব" অর্থাৎ প্রতীতির বিষয়ত্ব; তাহা রজতে আছে। ইহাই হইল শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব। মিথ্যাত্বে অভিমত বস্তুর অধিকরণে উক্ত বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকে, মিথ্যা বস্তু ও তাহার অত্যন্তাভাব সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। অতএব **সসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব**। অর্থাৎ প্রতিযোগ্যধিকরণাধিকরণক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। প্রতিযোগীর অধিকরণই যেখানে অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইবে, সেই অত্যন্তাভাবই প্রতিযোগ্যধিকরণাধিকরণক অত্যন্তাভাবই হইবে।

সংযোগাদিতে সিদ্ধসাধন দোষাশঙ্কা নিরাস।

এখন লক্ষণের অর্থ এরূপ বলিলে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগাদিকে লইয়া

আর সিদ্ধসাধনাদি দোষ হইতে পারে না। শঙ্কা হইয়াছিল যে, সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণ ত একটীই হয়। যেহেতু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি, যেমন একই বৃক্ষে সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব থাকে। বৃক্ষরূপ অধিকরণে সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব উভয়ই আছে বলিয়া সংযোগের অত্যন্তাভাবাধিকরণে সংযোগও প্রতীয়মান হইয়াছে। সংযোগ-সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী সংযোগও বটে, সুতরাং এতাদৃশ মিথ্যাত্ব সত্যত্বের অবিরোধী বলিয়া সিদ্ধান্তীর অভিলষিত সিদ্ধ হয় না।

সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তিতা অস্বীকার করিয়া নিরাস।

কিন্তু তাহা বস্তুতঃ বলা যায় না। কারণ, সংযোগ ও তাহার অত্যন্তাভাব অবচ্ছেদকভেদে ভিন্ন আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকে, একাশ্রয়ে আশ্রিত নহে—ইহাই অনুভবসিদ্ধ। যেমন "অগ্রে বৃক্ষঃ কপি-সংযোগী, মূলে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী ন"। অর্থাৎ যে অগ্রাবচ্ছিন্নবৃক্ষরূপ অধিকরণে সংযোগ আছে, তদধিকরণে তাহার অত্যন্তাভাব নাই। সুতরাং "তদধিকরণাধিকরণকত্বরূপ সামানাধিকরণ্য" সংযোগাদিস্থলে নাই। সুতরাং সংযোগাদি আর অব্যাপ্যবৃত্তিই হইল না। ইহাই হইল সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব না মানিয়া উত্তর।

সংযোগাদির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব মানিয়া নিরাস।

আর যদি সংযোগাদিকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকারই করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত সিদ্ধসাধনাদি দোষ হইতে পারে না; কারণ, অদ্বৈত-সিদ্ধান্তীর মতে, যে অধিকরণে ব্যাবহারিক সংযোগ আছে, সেই অধি-করণে পারমার্থিক সংযোগাত্যন্তাভাবও আছে। সুতরাং সসমানাধি-করণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব থাকিল। বস্তুতঃ যে অবচ্ছেদে ব্যাবহারিক সংযোগ সেই অবচ্ছেদেই তাহার পারমার্থিক অত্যন্তাভাব —ইহা কেবল সিদ্ধান্তীই বলিতে পারেন, সুতরাং এরূপেও সিদ্ধসাধনতা এবং ফলতঃ অর্থান্তরতা দোষও নাই।

শুক্তিরজত দৃষ্টান্তের সাধ্যবিকলতা শঙ্কা নিরাস।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলে, শুক্তিরজত **সাধ্যবিকল** দৃষ্টান্ত হইয়া পড়ে। কারণ, সসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগ্যধিকরণাধিকরণক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব আপণস্থ রজতে আছে, কিন্তু দৃষ্টান্তীভূত শুক্তিরজতে নাই। সাধ্য দৃষ্টান্তে না থাকিলে দৃষ্টান্তকে **সাধ্যবিকল** বলা হয়।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, শুক্তিরজত প্রাতিভাসিকত্ব ধর্ম্ম পুরস্কারে শুক্তিতে সৎ হইলেও অর্থাৎ শুক্তিতে থাকিলেও পারমার্থিকত্বরূপ ব্যধিকরণ ধর্ম্ম পুরস্কারে সসমানাধিকরণক অত্যন্তাভাবের অর্থাৎ স্বাধিকরণাধিকরণক অত্যন্তাভাবের অথবা প্রতিযোগ্যাধিকরণাধিকরণক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইলই বটে, আর তাহাতে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইল না। প্রাতিভাসিকত্ব ধর্ম্ম পুরস্কারে শুক্তিরজত স্বাধিকরণ শুক্তিতে আছে বলিয়া প্রাতিভাসিকত্ব ধর্ম্ম পুরস্কারে তাহার অত্যন্তাভাব তথায় না থাকিলেও পারমার্থিকত্ব ধর্ম্ম পুরস্কারে সেই শুক্তিতেই তাহার অত্যন্তাভাব আছে। এজন্য আর আপণস্থ রজতকে প্রতিযোগী বলিবার আবশ্যকতা নাই। অতএব মিথ্যাত্বের এই লক্ষণে শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে সাধ্যবিকলতা দোষ নাই।

অসম্ভব ও সিদ্ধসাধনতা নিরাস।

আর যদি মিথ্যাত্বের এইরূপই লক্ষণ হইল যে, স্বাধিকরণাধিকরণক অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব, তবে তাহাতে প্রশ্ন এই যে, স্বাধিকরণ অর্থাৎ প্রতিযোগীর যে অধিকরণ, তাহা কি তাত্ত্বিক অধিকরণ অথবা প্রাতীতিক অধিকরণ? উভয়থাই ত দোষ? **তাত্ত্বিক অধিকরণ** বলিলে দোষ এই যে, ঘটাদি বস্তুর সমবায় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক অধিকরণ মৃৎপিণ্ডাদি। আর সংযোগ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক অধিকরণ ভূতলাদি।

সমবায় সম্বন্ধে ঘটের তাত্ত্বিক অধিকরণ মৃৎপিণ্ডে এবং সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের তাত্ত্বিক অধিকরণ ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না; থাকিলে মৃৎপিণ্ড ও ভূতল তাত্ত্বিক অধিকরণ হয় না। সুতরাং ঘটাদি লক্ষ্যে লক্ষণের অগমননিবন্ধন **অসম্ভব দোষ** হইল।

আর যদি প্রতিযোগীর তাত্ত্বিক অধিকরণ না বলিয়া প্রতিযোগীর অধিকরণত্বরূপে প্রতীত যে অধিকরণ—এইরূপ বলি, অর্থাৎ প্রতিযোগীর **অতাত্ত্বিক অধিকরণ**—এইরূপ বলি; তাহা হইলে দোষ এই যে, মিথ্যাত্ব অনুমানে **সিদ্ধসাধনতা দোষ** হইয়া পড়িবে। যেহেতু **অভিনব অন্যথাখ্যাতিবাদী মাধ্ব** বলেন যে, শুক্তিই, অত্যন্ত অসৎ রজতরূপে প্রতীত হয়; আর **অন্যথাখ্যাতিবাদী তার্কিকগণ** বলেন যে, অন্যত্র বিদ্যমান যে রজতত্ব তাহা অন্যত্র শুক্তিকাদিতে প্রতীত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ অন্যথাখ্যাতির মধ্যে প্রথম মতে রজতাদি অত্যন্ত অসৎ ও দ্বিতীয় মতে রজতত্বাদি ধর্ম্ম অন্যত্র সৎ। এই উভয়বিধ অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে রজতত্বাদির অধিকরণত্বরূপে প্রতীত শুক্তিকাদিতে রজতত্বাদির অত্যন্তাভাব তাঁহাদের অভীষ্ট বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদি **তার্কিকগণ রজতত্ব ধর্ম্মের অসৎসংসর্গারোপ বলেন,** আর অভিনব অন্যথাখ্যাতিবাদি **মাধ্বগণ অত্যন্ত অসৎ রজতেরই তাদাত্ম্যারোপ বলেন।** অতএব অধিকরণ অতাত্ত্বিক হইলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়।

চিৎসুখাচার্য্যের মিথ্যাত্ব লক্ষণের পরিষ্কার।

এই উভয় দোষপরিহারের জন্য উক্ত লক্ষণের অর্থ **"স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্ব"** এইরূপ করিতে হইবে। অর্থাৎ "নিজ অত্যন্তাভাবের অধিকরণমাত্রে প্রতীয়মান যাহা তাহাই মিথ্যা" এইরূপ বলিতে হইবে। আর এরূপ বলাতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইতে পারে না। কারণ, উভয়বিধ অন্যথাখ্যাতিবাদীর মতে রজত

বা রজতত্বাদি ধর্ম্ম, কেহই স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণমাত্রে প্রতীয়মান নহে। বস্তুভূত রজতেও পারমার্থিকরূপে রজতত্ব ভাসমান হইয়া থাকে—ইহাই তাঁহারা বলেন। অর্থাৎ রজতে যে রজতত্ব, তাহা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীয়মান এরূপ স্বীকার করেন না। আপণস্থ রজতে যে রজতত্ব ভাসমান, তাহা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে নহে,—ইহাই উক্ত উভয় প্রকার অন্যথাখ্যাতিবাদীর মত। সুতরাং অসম্ভব এবং সিদ্ধসাধনতা এই উভয় দোষেরই শঙ্কা নাই।

চতুর্থ মিথ্যাত্বলক্ষণের সহিত দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণের পুনরুক্তি শঙ্কানিরাস।

আর এইরূপে "সসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব" বলায় "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব"রূপ দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব লক্ষণের সহিত যে পুনরুক্তি দোষ হয়; কারণ, ইহারা একই ভাবে একই অর্থের প্রকাশক হয়, সেই—পুনরুক্তি দোষেরও পরিহার হইল। বস্তুতঃ, সসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব মিথ্যাত্ব বলিলে সিদ্ধসাধনতা দোষ অপরিহার্য্য হয়। আর তাহার উদ্ধারের জন্য স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে এব প্রতীয়মানত্ব বলিতে হইল। সুতরাং পুনরুক্তি দোষেরও পরিহার হইল।

শুক্তিরজতের অসত্ত্বাপত্তি নিরাস।

আর ইহাতে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের অত্যন্ত অসত্ত্বাপত্তি হয়—এরূপও বলা যায় না। যেহেতু অত্যন্ত অসৎ শশবিষাণাদি প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু প্রাতিভাসিক বস্তু শুক্তিরজত স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণে প্রতীত হয়। অত্যন্ত অসৎ শশবিষাণাদির সহিত প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদির ইহাই বৈলক্ষণ্য। অতএব শুক্তিরজতের অসত্ত্বাপত্তি শঙ্কা ব্যর্থ।

পঞ্চম—আনন্দবোধাচার্য্য ন্যায়মকরন্দে **সদ্‌বিবিক্তত্বই মিথ্যাত্ব** বলিয়াছেন। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধির পঞ্চম মিথ্যাত্ব লক্ষণ। "বিবিক্ত" পদের অর্থ—ভিন্ন। সুতরাং সদ্‌বিবিক্ত পদের অর্থ—সৎ হইতে ভিন্ন।

সদ্ বিবিক্তত্ব অর্থ—সদ্রূপত্বাভাব।

এখন একটী সদ্ বস্তু ঘট, অন্য সদ্‌বস্তু পট হইতে ভিন্ন—ইহা দ্বৈতবাদিগণ স্বীকারই করেন; সুতরাং একটী সদ্‌বস্তুর অন্য সদ্‌বস্তু হইতে ভেদ অনুমান করিতে গেলে **সিদ্ধসাধন** হইয়া পড়ে। এজন্য উক্ত বাক্যের অর্থ—"সদ্রূপত্বাভাব" বলিতে হইবে। ইহাতে আর উক্ত সিদ্ধ-সাধন দোষ হইবে না ; কারণ, ঘটপটাদিতে সদ্রূপত্বাভাব দ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য সদ্রূপত্বাভাবই মিথ্যাত্ব।

ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি নিরাস।

আর এরূপ বলিলেও যদি বলা যায়—এই মিথ্যাত্বলক্ষণের **ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি** হয়। কারণ, ব্রহ্ম সত্তাজাতিশূন্য বলিয়া সদ্রূপত্ব ধর্ম্ম তাহাতে থাকিতে পারে না। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম সত্তাজাতি-রহিত হইয়াও সদ্রূপ হইতে পারে। যেমন সত্তাজাতি, সত্তাজাতিশূন্য হইয়াও সদ্রূপ হইয়া থাকে। সত্তাজাতিশূন্যত্ব সদ্রূপত্বাভাবের সাধক নহে; যেহেতু উপরি উক্তরূপে সত্তাজাতিতে তাহা ব্যভিচারী হইয়াছে। অতএব সত্তাজাতিশূন্য হইয়াও সামান্য অর্থাৎ জাতি যেমন স্বরূপসত্তাকে লইয়া সৎ হয়, অর্থাৎ তাহাকে সৎ বলা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম সত্তাজাতিশূন্য হইয়াও স্বরূপসত্তা লইয়াই সদ্রূপ। সুতরাং সদ্রূপত্বাভাব নাই বলিয়া উক্ত লক্ষণের ব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হইল না।

ইহাই হইল সামান্যতঃ সিদ্ধান্তীর মতে মিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণের পরিচয়, এক্ষণে মূল গ্রন্থানুসরণপূর্ব্বক প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণের বিশেষভাবে পরিচয় প্রদান করা যাউক।

পূর্ব্বপক্ষ।

প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণের তিন প্রকার অর্থই অসঙ্গত।

সিদ্ধান্তিগণ যে পঞ্চপাদিকার বাক্যানুসারে **সদসত্ত্বানধিকরণত্ব-রূপ অনির্ব্বাচ্যত্বই মিথ্যাত্ব** বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

কারণ, সদসত্ত্বানধিকরণত্বটী যে কি, তাহা নির্ব্বচন করা যায় না। যেহেতু এই সদসত্ত্বানধিকরণত্বের তিনটী বিকল্প অর্থাৎ অর্থ হইতে পারে, এবং সেই তিনটীর কোনটীই সঙ্গত হয় না।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের প্রথম প্রকার অর্থ।

দেখ, **প্রথম বিকল্প** "সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব"। অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্ব পদের অর্থ, তাহা হইলে হইবে—সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব। এই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব পদের অর্থ—উক্তরূপ হইবার কারণ, **"সৎ চ তৎ অসৎ চেতি—সদসৎ"** এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া তাহার উত্তর ভাবার্থে "ত্ব" প্রত্যয় করা হইয়াছে। আর কর্ম্মধারয়ের উত্তর "ত্ব" প্রত্যয়ের অর্থ—পদার্থাবচ্ছেদকদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য। আর তাহাতে "সত্ত্বসমানাধিকরণ অসত্ত্ব" হইল সদসত্ত্ব পদের অর্থ। সত্ত্ব ধর্ম্মটী, অসত্ত্ব ধর্ম্মের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বিশেষণ। যেমন নীলোৎপলত্ব পদের অর্থ—সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে নীলত্ববিশিষ্ট উৎপলত্ব হয়। আর অনধিকরণত্ব পদের অর্থ—অধিকরণত্বাভাববত্ত্ব। আর তাহাতে উক্ত সমুদায়ের অর্থ হইল—সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অধিকরণত্বাভাববত্ত্ব। অর্থাৎ সত্ত্ববিশিষ্ট যে অসত্ত্ব সেই অসত্ত্বের যে অত্যন্তাভাব তাহাই সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব। সদসৎ পদের কর্ম্মধারয় সমাসাভিপ্রায়ে এই অর্থ হইয়া থাকে।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ।

আর সদসত্ত্বানধিকারণত্ব পদের যে **দ্বিতীয় বিকল্প,** যাহা সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়, তাহা সদসৎ পদের দ্বন্দ্ব সমাসাভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ **"সৎ চ অসৎ চ—সদসতী, তয়োঃ ভাবঃ সদসত্ত্বম্"**। দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণ "ত্ব" প্রত্যয় আর যে "অনধিকরণত্ব" পদ এই উভয়ই প্রত্যেকের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সত্ত্বানধিকরণত্ব ও অসত্ত্বানধিকরণত্ব এইরূপ অর্থ হইল। সুতরাং "সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বা-

ত্যন্তাভাব" এই ধর্ম্মদ্বয়ে মিথ্যাত্বটী পর্য্যবসিত হইল। অর্থাৎ যাহা সত্ত্বের অধিকরণ নহে এবং অসত্ত্বের অধিকরণ নহে, তাহাই মিথ্যা।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের তৃতীয় প্রকার অর্থ।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের **তৃতীয় বিকল্প**—সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাব রূপ। এই সতি সপ্তমীর অর্থ—সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ অসত্ত্বাত্যন্তাভাব। সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সত্ত্বাত্যন্তাভাব অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের বিশেষণ। সুতরাং সত্ত্বাত্যন্তাভাব-বিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এইরূপই অর্থ হইল। এইরূপ অর্থ—সদ-সত্ত্বানধিকরণত্ব পদের মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া হইয়াছে। এখন এই সমাসে প্রথম "সৎ" পদ সত্ত্ব অভিপ্রায়ে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর এই সৎ পদের পর একটী "অনধিকরণত্ব" পদ লুপ্ত হইয়াছে। তাহাতে হইল এই যে, **"সত্ত্বানধিকরণত্বং যৎ অসত্ত্বানধিকরণত্বম্"** তাহাই "সদসত্ত্বানধিকরণত্ব"। এই বিশেষণবিশেষ্য পদের কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া পূর্ব্বপদটী বিশেষণ ও পর পদটী বিশেষ্য হইয়াছে। সুতরাং সত্ত্বানধি-করণত্বটী বিশেষণ, আর অসত্ত্বানধিকরণত্বটী বিশেষ্য। "সত্ত্বানধিকরণত্বে সতি অসত্ত্বানধিকরণত্বম্" অর্থটী—"সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তা-ভাবরূপম্" এইরূপ বিশিষ্ট অর্থে পর্যবসিত হইয়াছে।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের প্রথম প্রকার অর্থে দোষ।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ অনির্ব্বাচ্যত্ব পদের এই তিন প্রকার বিকল্পিত অর্থ প্রদর্শিত হইল। সম্প্রতি মাধ্ব উক্ত তিনটী অর্থেই যথাক্রমে কতিপয় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

এক্ষণে **প্রথম বিকল্প** যে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব সেই অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই মিথ্যাত্ব, তাহাতে দোষ দিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, ইহাতে **সিদ্ধসাধনতা** দোষ হয়। কারণ, **মাধ্বমতে** জগৎ সদেকস্বভাব বলিয়া সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব কোথাও প্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং ইহা অলীক। আর

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী মাধ্বমতে অলীকই হইয়া থাকে। যেহেতু **মাধ্বমতে** "শশবিষাণং নাস্তি" ইহাই অত্যন্তাভাবের আকার। "ঘটো নাস্তি" ইহা **অত্যন্তাভাব** নহে। সুতরাং সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব অলীক, আর এই অলীক জগতে নাই, অর্থাৎ সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব জগতে প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং সিদ্ধসাধনই হইল। মাধ্ব **অলীকপ্রতি-যোগিক অভাব মানেন।** জগৎ সদেকস্বভাব বলিয়া তাহাতে অসত্ত্ব নাই, অসত্ত্বই উক্ত বিকল্পের বিশেষ্যাংশ। এই বিশেষ্যের অভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব সিদ্ধই আছে।

আর **তার্কিকমতে অপ্রসিদ্ধি** দোষও হইল। কারণ, সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব কোথাও প্রসিদ্ধ নহে। এমতে সিদ্ধসাধন বলা যায় না। **তার্কিক-গণ অলীকপ্রতিযোগিক অভাব মানেন না।** সুতরাং মাধ্বমতে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ মিথ্যাত্ব অনুমান করিলে অনুমানে **সিদ্ধসাধনতা** দোষ হয় এবং তার্কিকমতে **অপ্রসিদ্ধি** দোষ হয়। অতএব প্রথম বিকল্প অসঙ্গত।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের দ্বিতীয় প্রকার অর্থে দোষ।

এইরূপ **দ্বিতীয় বিকল্পও** অসঙ্গত। সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বা-ত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ই মিথ্যাত্ব—এইটী দ্বিতীয় পক্ষ। যেহেতু এতাদৃশ মিথ্যাত্বের অনুমান করিতে গেলে **ব্যাঘাত, অর্থান্তর ও সাধ্য-বৈকল্য** প্রভৃতি নানা দোষ হয়।

প্রথম দোষ **ব্যাঘাত**, যথা—পরস্পরের অভাবরূপ দুইটী ধর্ম্মের মধ্যে একটীর নিষেধে অপরের প্রাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে বলিয়া প্রপঞ্চে সত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধন করিলে অসত্ত্বেরই প্রাপ্তি হয়। আর পুনর্ব্বার অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সাধন করিতে গেলে ব্যাঘাত হয়। এইরূপ অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের সাধন করিলে সত্ত্বধর্ম্মেরই প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনর্ব্বার সত্ত্বাত্যন্তাভাবের সাধন করিলে ব্যাঘাত হয়। কারণ,

মাধ্বমতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, যথাক্রমে অবাধ্যত্ব ও বাধ্যত্বরূপ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর মতে তাহা নহে। কারণ, ঘটপটাদি ও শুক্তিরজতাদি সিদ্ধান্তীর মতে বাধ্য হইয়াও অসৎ নহে। মাধ্বমতে তাহা নহে। কারণ, ঘটপটাদি সৎ বলিয়া বাধ্য নহে এবং শুক্তিরজত অসৎ বলিয়া বাধ্য।

দ্বিতীয় দোষ **অর্থান্তর**। তাহা এই—"কেবলঃ নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতি অনুসারে সত্ত্ব ও অসত্ত্বাদি ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় না। হইলে উক্ত 'কেবল' শ্রুতির ব্যাঘাত হয়। অথচ এই কেবল ব্রহ্ম সদ্রূপ বটে। তদ্রূপ প্রপঞ্চের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব না থাকিয়া ব্রহ্মের ন্যায় তাহা সদ্রূপ হইতে পারিবে। সুতরাং প্রপঞ্চের সদ্রূপত্ব বিরোধী মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল না বলিয়া অর্থান্তরতাই সিদ্ধ হইল। ব্রহ্ম যেমন শ্রুতির দ্বারা প্রমিত এবং সাক্ষী এজন্য তাহা বাধ্যস্বরূপ হইতে পারে না, সদ্রূপই হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রপঞ্চও স্বতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদির দ্বারা প্রমিত বলিয়া বাধ্য হইতে পারে না। এজন্য প্রপঞ্চও সদ্রূপ বটে। সুতরাং সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইলেও তাহাতে জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহারই নাম অর্থান্তর দোষ।

তৃতীয় দোষ **সাধ্যবৈকল্য**। যথা— শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে সাধ্য থাকে না। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় এস্থলে সাধ্য। আর মাধ্বমতে অলীক শুক্তিরজতে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব নাই। যেহেতু তন্মতে শুক্তিরজত অসৎই বটে। সুতরাং সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত যে শুক্তিরজত তাহাতে সাধ্য নাই। সুতরাং দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইল। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব মাধ্বমতে অবাধ্যত্ব ও বাধ্যত্ব। যাহা অবাধ্য তাহা সৎ, আর যাহা বাধ্য তাহা অসৎ। শুক্তিরজত বাধ্য বলিয়া অসৎ। আর এই অসতের নামই অলীক। অলীকই এই মাধ্বমতে বাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

"পৃথিবী ইতরভিন্না" অনুমানের দ্বারা সাধ্যবিকলতা দূর হয় না।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই অভাবদ্বয়কে সাধ্য করা হইয়াছে, আর শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে মাধ্বমতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব প্রসিদ্ধ থাকিলেও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব ত প্রসিদ্ধ নাই। অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের অভাবই ত রহিয়াছে, সুতরাং উভয় অভাবের একটী অভাব প্রসিদ্ধ হইলেও আর একটী অভাব থাকিল না বলিয়া যদি শুক্তিরজত সাধ্যবিকল দৃষ্টান্ত হয়, তবে "পৃথিবী ইতরভিন্না পৃথিবীত্বাৎ" এই অনুমানেও দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে। কারণ, জলে তেজঃ প্রভৃতি দ্বাদশ পদার্থের দ্বাদশ ভেদ থাকিলেও জলে জলের ভেদ নাই বলিয়া জল সাধ্যবিকল দৃষ্টান্ত হইল। এইরূপ তেজঃ প্রভৃতি দৃষ্টান্তেও স্বভিন্নপ্রতিযোগিক দ্বাদশটী ভেদ থাকিলেও স্বতে স্ব এর ভেদ থাকিবে না বলিয়া ত্রয়োদশ ভেদসিদ্ধি কোন দৃষ্টান্তেই হইবে না। কিন্তু এরূপ বলা যায় না। যেহেতু পৃথিবীত্ব হেতুটী "কেবল ব্যতিরেকী" হেতু। তাহাতে অন্বয়ী দৃষ্টান্তের অপেক্ষা নাই। এইজন্য উক্তরূপে দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষের অবকাশ নাই।

সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি আশঙ্কায় সাধ্যবিকলতা নিবারিত হয় না।

যদি বলা যায়—কেবলব্যতিরেকী "পৃথিবীত্ব" হেতু যদি দৃষ্টান্তের অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে সাধ্যের প্রসিদ্ধিই হইতে পারিবে না, আর সাধ্যের প্রসিদ্ধি না হইলে সাধ্যের ব্যতিরেক নিরূপণ কি করিয়া হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে ত্রয়োদশটী অন্যোন্যাভাব তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিকরণে বিদ্যমান আছে বলিয়া এক একটী অভাব অথবা ভেদ স্ব স্ব অধিকরণে জ্ঞাত হইয়া সাধ্যের অভাবনিরূপণ সম্ভাবিত হইবে। তেজঃপ্রভৃতিতে জলাদির ত্রয়োদশ অন্যোন্যাভাবের প্রত্যেক প্রত্যেক করিয়া জ্ঞানের অনন্তর এই "ত্রয়োদশটী অন্যোন্যাভাব" এইরূপ সমূহাবলম্বন এক জ্ঞানের

বিষয়ীভূত হইয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং সাধ্যব্যতিরেক-নিরূপণ সম্ভাবিতই বটে। অতএব এ আপত্তি নিরর্থক। অর্থাৎ দ্বিতীয়পক্ষে সাধ্যবৈকল্য দোষ থাকিয়াই গেল।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের দ্বিতীয় প্রকার অর্থে অনুক্ত দুই দোষ।

কিন্তু এই দ্বিতীয় বিকল্পে আরও দুইটী দোষ আছে। যথা—**সাধ্যাপ্রসিদ্ধি** ও **অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা।**

এখন সাধ্যাপ্রসিদ্ধি যে হয় তাহার কারণএই যে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় কোন একটী অধিকরণেই প্রসিদ্ধ দেখা যায় না। এজন্য এই দ্বিতীয়বিকল্পেও অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বের দ্বিতীয় প্রকার অর্থে—তার্কিকমতানুসারে **সাধ্যাপ্রসিদ্ধি** অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ-সাধ্যতা দোষই হইবে।

আর যদি বলা যায় "পৃথিবী ইতরভিন্না" এই অনুমিতিস্থলে জলাদির ত্রয়োদশ অন্যোন্যাভাবের একাধিকরণে প্রসিদ্ধি না থাকিলেও তেজঃ-প্রভৃতি পদার্থে প্রত্যেক প্রত্যেক করিয়া প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া যেমন সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষের পরিহার হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও সত্ত্বা-ত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই অভাবদ্বয় এক অধিকরণে প্রসিদ্ধ না থাকিলেও সদ্বস্তুতে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব প্রসিদ্ধ আছে এবং অসদ্বস্তুতে সত্ত্বের অত্যন্তাভাবও প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ প্রত্যেক প্রসিদ্ধির দ্বারা অপ্রসিদ্ধসাধ্যত্ব দোষ থাকিবে না। কিন্তু এইরূপে অপ্রসিদ্ধসাধ্যতা দোষের বারণ করিলেও মাধ্বমতে প্রপঞ্চরূপ পক্ষে অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ সাধ্যাংশের সিদ্ধিই আছে বলিয়া তন্মতানুসারে এই দ্বিতীয় বিকল্পে **অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা** দোষ থাকিবে।

অপ্রসিদ্ধির সহিত কথিত বলিলেও অংশতঃ সিদ্ধসাধন বারণ হয় না।

যদি বলা যায়—কেবল অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব পক্ষে সিদ্ধি থাকিলেও সত্ত্বাত্যন্তাভাব সিদ্ধ নহে বলিয়া অসিদ্ধ সত্ত্বাত্যন্তাভাবের সহিত কথিত যে

অসত্ত্বাত্যন্তাভাব তাহাও অসিদ্ধই বটে। এজন্য **অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা** দোষ হইল না—এরূপ বলা যায় না। কারণ, অসিদ্ধের সহিত সিদ্ধ উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধ, অসিদ্ধ হইয়া যায় না; হইলে "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ পাষাণবাংশ্চ" এইরূপ অনুমিতিতে, পাষাণবত্তার সিদ্ধিপ্রযুক্ত আর সিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন হইতে পারিত না, যেহেতু অসিদ্ধ বহ্নিমত্তার সহিত সিদ্ধ পাষাণবত্তা উচ্চারিত বা কথিত হইয়াছে।

"পৃথিবী ইতরভিন্না" অনুমানে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা শঙ্কা।

আর যদি এরূপ বলা যায় যে, যেরূপে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ উদ্ভাবন করা হইয়াছে, সেইরূপে "পৃথিবী ইতরভিন্না" এইস্থলেও ত অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, সুতরাং এই অনুমানও ত দুষ্ট হইয়া পড়ে। যেমন—পৃথিবী হইতে ইতর জলাদির ত্রয়োদশ অন্যোন্যাভাব সাধ্য হইয়াছে, আর জলাদির প্রত্যেকের অন্যোন্যাভাব "ঘটো ন জলাদিঃ" এইরূপ প্রতীতিদ্বারা ঘটত্বাবচ্ছেদে উক্ত ত্রয়োদশ অন্যোন্যাভাব সিদ্ধ আছে বলিয়া অংশতঃসিদ্ধসাধনতা হইয়া অনুমান দুষ্ট হউক।

উক্ত শঙ্কা নিরাস।

কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু জলাদি প্রত্যেকের অন্যোন্যাভাব ঘটে ঘটত্বাবচ্ছেদে সিদ্ধ থাকিলেও পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে ঘটে সিদ্ধ নহে। অতএব অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ নাই। সুতরাং পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি হইল না বলিয়া "পৃথিবী ইতরভিন্না"—এই অনুমানে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ উদ্ভাবন করা যায় না। আর প্রকৃতস্থলে পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে অসদ্বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ আছে বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হইলই। সুতরাং দেখা গেল যে, এই দ্বিতীয় অর্থে উক্ত **ব্যঘাত, অর্থান্তর** এবং **সাধ্যবৈকল্য** এই তিনটী দোষ ব্যতিরিক্ত আরও দুইটী দোষ **সাধ্যাপ্রসিদ্ধি** এবং **অংশতঃসিদ্ধসাধনতা** হইয়া থাকে।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বের তৃতীয় প্রকার অর্থে দোষ।

তৃতীয় বিকল্প—দ্বিতীয় বিকল্পে অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবই মিথ্যাত্ব—এই পক্ষে ব্যাঘাত অর্থান্তর সাধ্যবৈকল্য সাধ্যাপ্রসিদ্ধি ও অংশতঃসিদ্ধসাধন এই পাঁচটী দোষ উক্ত হইয়াছে। সেই পাঁচটীর মধ্যে **ব্যাঘাত, অর্থান্তর** ও **সাধ্যবৈকল্য** এই প্রথম তিনটী দোষই এই তৃতীয়কল্পেও অর্থাৎ **সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবই মিথ্যাত্ব** এই পক্ষেও আছে।

উক্ত অভাবদ্বয়ের সাধনপক্ষে যেমন ব্যাঘাত হয়, বিশিষ্টসাধনপক্ষেও পরস্পরবিরুদ্ধ অভাবদ্বয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাব অসম্ভাবিত হয় বলিয়া তদ্রূপ **ব্যাঘাতই** হয়। আর নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্ম সত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট হইয়াও যেমন সদ্রূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রপঞ্চও সদ্রূপ হইতে পারিবে। সুতরাং **অর্থান্তরও** হইল। আর শুক্তিরজতে বিশেষ্যাংশ যে অসত্ত্বাত্যন্তাভাব তাহা নাই বলিয়া **সাধ্যবৈকল্য** হইল। শুক্তিরজত মাধ্বমতে অসৎ, সুতরাং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব তাহাতে থাকিতে পারে না।

তৃতীয় প্রকার অর্থে অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষ।

এই তৃতীয় বিকল্পে সাধ্যটী বিশিষ্টরূপ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় বিকল্পের ন্যায় অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের অবকাশ না থাকিলেও **অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা** নামক আর একটী দোষ হইবে। যেহেতু এই বিশিষ্ট সাধ্যটী কোথাও প্রসিদ্ধ নহে।

তৃতীয় প্রকার অর্থে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা না থাকিবার কারণ।

দ্বিতীয় বিকল্পের মত এই তৃতীয় বিকল্পে **অংশতঃসিদ্ধসাধনতা** না হইবার কারণ এই যে, যেস্থলে নানা ধর্ম্ম পক্ষতাবচ্ছেদক হয়, সেস্থলে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ হইতে পারে। যেমন "বাঙ্মনসে অনিত্যে" এইস্থলে বাক্ত্ব ও মনস্ত্ব এই দুইটী ধর্ম্ম পক্ষতাবচ্ছেদক। বাক্ত্বাবচ্ছেদে অনিত্যত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া এই দোষ হয় ?

আর পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এক হইলে পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম্মসামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি থাকিলে **পূর্ণ সিদ্ধসাধনতা** দোষই হইবে, **অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা** দোষ হইবে না। "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে" এই অনুমিতিস্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম একটী, আর ঘটে পৃথিবীর ইতর ভেদ সিদ্ধ থাকিলেও পৃথিবীত্বসামানাধিকরণ্যে অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধি নাই বলিয়া উদ্দেশ্যপ্রতীতির অসিদ্ধতা-প্রযুক্ত অংশতঃ সিদ্ধিসাধনতা দোষের অবকাশ নাই।

তাহার পর **পক্ষতাবচ্ছেদকের নানত্বপ্রযুক্ত যেমন অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা** দোষের অবকাশ হয়, সেইরূপ **সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের নানত্বপ্রযুক্ত অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা** হইয়া থাকে। এই জন্য অভাবদ্বয়ের সাধনপক্ষে অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ বলা হইয়াছে। পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এক হইলে যেমন অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় না, তদ্রূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এক হইলেও অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় না। এস্থলে সাধ্যতাব-চ্ছেদক ধর্ম্ম একটী বলিয়া অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয় প্রকার অর্থে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা লক্ষণের প্রয়োগ।

এখন প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ এই তৃতীয় বিকল্পে বিশিষ্টকে সাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া বিশিষ্টের একত্বপ্রযুক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম একটীই হইয়াছে। আর উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্য অসিদ্ধ বলিয়া অংশে সিদ্ধসাধনতার অবকাশ নাই। **বিশিষ্ট যদি বিশেষ্যবিশেষণাত্মক হয়,** অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণ হইতে অতিরিক্ত না হয়, তবে বিশিষ্টের সাধ্যতাস্থলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম এক নহে। বিশেষণতাবচ্ছেদক ও বিশেষ্যতাবচ্ছেদকই সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে। আর তাহা হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক একটি হইল না। এইরূপ মত স্বীকার করিলে **তৃতীয় বিকল্পেও অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ হইতে পারে ;** আর

বিশিষ্টকে বিশেষ্য ও বিশেষণ হইতে অতিরিক্ত স্বীকার করিলে বিশিষ্ট-সাধ্যস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম একটী হইবে, আর তাহা হইলে অংশতঃ-সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে না। অতএব দ্বিতীয় বিকল্পের মত তৃতীয় বিকল্পে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষ উদ্ভাবন করা হয় নাই।

ব্যর্থবিশেষ্যত্ব দোষ বিচার।

যদি বল অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ এস্থলে না হইতে পারিলেও ব্যর্থ-বিশেষ্যত্ব দোষ বলা উচিত ছিল। যেহেতু মাধ্বমতে প্রপঞ্চ সদ্রূপ বলিয়া তাহাতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব সিদ্ধ করিলেই অদ্বৈতবাদিগণের ইষ্ট-সিদ্ধি হয়। এই সত্ত্বাত্যন্তাভাব বিশিষ্টসাধ্যের বিশেষণাংশ। অসত্ত্বা-ত্যন্তাভাব যে বিশেষ্যাংশ তাহা প্রপঞ্চে সিদ্ধ করিবার আবশ্যকতা কি ? কারণ, মাধ্বমতে প্রপঞ্চে অসত্ত্বাত্যন্তাভাব ত স্বীকারই করা হয়। মাধ্ব-মতে প্রপঞ্চ সদ্রূপ। তাহাতে অসত্ত্ব ধর্ম্ম ত নাই। যাহা মাধ্বমতে স্বীকৃত তাহার সাধন ব্যর্থ।

ব্যর্থবিশেষণতা তার্কিকরীতিতে হয় না।

কিন্তু সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন—ইহা বলা সঙ্গত নহে। কারণ, তৃতীয় বিকল্পে এ দোষ সিদ্ধান্তীর হয় না। যেহেতু সাধ্যাংশে যে সিদ্ধ বিশেষণ দেওয়া হয়, তাহার ফল উদ্দেশ্যপ্রতীতির সিদ্ধি। যেমন তার্কিকপ্রদর্শিত ঈশ্বরানুমানে **"ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং কৃতিমজ্জন্যম্"** এইরূপ সাধ্য করিলেই ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে, তথাপি যে তাঁহারা অপরোক্ষজ্ঞানচিকীর্ষাদিকেও সাধ্যের বিশেষণরূপে উপন্যাস করিয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষণের ব্যর্থতাদোষ হয় না; যেহেতু ব্যাপক সাধ্যের যে সব বিশেষণ, তাহারা উদ্দেশ্যপ্রতীতির সাধক হইয়া থাকে। যাদৃশ সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য, তাদৃশ সাধ্যের প্রত্যায়ক হইয়া থাকে। কৃতি-মজ্জন্যমাত্র বলিলে অপরোক্ষজ্ঞানচিকীর্ষা ঈশ্বরে সিদ্ধি হয় না। কিন্তু তার্কিকগণের অপরোক্ষজ্ঞানচীকীর্ষাকৃতিবিশিষ্টরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি উদ্দেশ্য।

অপরোক্ষজ্ঞান ও চিকীর্ষা এই বিশেষণ দুইটী না দিলে তাঁহাদের যাদৃশ ঈশ্বরসিদ্ধি উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং **উদ্দেশ্যপ্রতীতি-সিদ্ধির জন্য বিশেষণ ব্যর্থ নহে।** এজন্য তার্কিকগণের "ক্ষিত্যঙ্কুরা-দিকং স্বোপাদানগোচরাপরোক্ষজ্ঞানচিকীর্ষাকৃতিমজ্জন্যম্" এইরূপ অনু-মানে ব্যর্থবিশেষণতা দোষ হইল না।

ব্যর্থবিশেষণতা মীমাংসকরীতিতেও হয় না।

আর যেমন ভেদাভেদবাদী মীমাংসকগণ,—তার্কিকগণের প্রতি **"গুণাদিকং—গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং, সমানাধিকৃতত্বাৎ"** এই যে অনুমান প্রদর্শন করেন, সেই অনুমানে ভিন্নাভিন্নত্ব এই যে সাধ্য করিয়াছেন, তাহাতে ভিন্নত্ব যে বিশেষণ, তাহা তার্কিকগণের অঙ্গীকৃত বলিয়া ব্যর্থ হয় না; যেহেতু ভিন্নাভিন্নত্বপ্রকারক প্রতীতি মীমাংসকগণের উদ্দেশ্য, সেইরূপ প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ উক্ত সত্ত্বাত্যন্তাভাব-বিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবই সদসদনধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব—এই তৃতীয়-বিকল্পে অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্য অংশ মাধ্বগণের অঙ্গীকৃত হইলেও ব্যর্থ হইল না। যেহেতু সিদ্ধান্তীর তাদৃশবিশিষ্টপ্রতীতিই উদ্দেশ্য।

আর মীমাংসকগণের উক্ত ভেদাভেদ অনুমানের দৃষ্টান্তদ্বারা **অন্য ফল লাভও হইয়া থাকে।** যেহেতু "গুণাদিকং গুণ্যাদিনা অভিন্নং" এইমাত্র যদি সাধ্য করা হইত, তাহা হইলে অভেদমাত্রই সাধ্য হইল, আর এই অভেদরূপ সাধ্যবিশিষ্ট যে ঘট ও কলস তাহাতে "ঘটঃ কলসঃ" এইরূপ সমানাধিকৃতত্বরূপ হেতু নাই বলিয়া অভেদরূপ সাধ্যের প্রতি সমানাধিকৃতত্বরূপ হেতুর প্রযোজকত্ব থাকে না। **সাধ্যের প্রতি হেতুর প্রযোজকত্বসিদ্ধিই এস্থলে অন্যফল।**

হেতুর প্রযোজকত্ব পদের অর্থ।

এইস্থলে হেতুকে যে **প্রযোজক** বলা হইল, তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, হেতু থাকুক সাধ্য না থাকুক, অর্থাৎ সন্দিগ্ধব্যভিচারের, বা

হেতুর বিপক্ষ বাধক তর্কের অভাব হউক, তাহা নহে; যেহেতু তাহা এস্থলে হয় না, কিন্তু **"তস্মিন্ সতি অভবতঃ, তেন বিনাপি ভবতঃ, তদপ্রযোজ্যত্বাৎ"** অর্থাৎ সাধ্য থাকিয়াও হেতু না থাকিলে হেতু সেই সাধ্যের প্রযোজক হয় না। হেতু সাধ্যসমনিয়তবৃত্তি হইলে সেই সমনিয়তবৃত্তি হেতুও সাধ্যের প্রযোজক হয়।

ভেদাভেদ সাধ্যের উদ্দেশ্য।

এজন্য হেতুর **অপ্রযোজকত্বনিবারণের জন্য ভেদবিশিষ্ট অভেদকে সাধ্য করা হইয়াছে।** ঘটকলসাদিস্থলে সমানাধিকৃতত্ব হেতু নাই, আর ভেদাভেদরূপ সাধ্যও নাই। অভেদমাত্র সাধ্য করিলে হেতু সমানাধিকৃতত্বটী না থাকিয়াও সাধ্য থাকিত। সুতরাং হেতুর অপ্রযোজকত্বদোষ হইয়া পড়িত। ভেদাভেদকে সাধ্য করায় আর হেতুর অপ্রযোজকত্বদোষ হইল না। অতএব অপ্রযোজকত্বদোষ পরিহারের জন্য ভিন্নত্বকে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, উদ্দেশ্যপ্রতীতির জন্য নহে।

ব্যর্থবিশেষণতা দোষ বিচারের উপসংহার।

আর তাহা হইলে প্রকৃতস্থলেও অপ্রযোজকত্বদোষ নিবারণ করিবার জন্যই বিশেষ্যদল বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সত্ত্বাভাবমাত্রকে সাধ্য করিলে সত্ত্বাভাববিশিষ্ট যে তুচ্ছ শশবিষাণাদি, তাহাতে দৃশ্যত্বহেতু নাই বলিয়া দৃশ্যত্বহেতু অপ্রযোজক হইয়া পড়ে। আর এই অপ্রযোজকতা পরিহারের জন্যই অসত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধ্যকোটিমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। অসত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধ্যকোটিতে দেওয়া হইল বলিয়া দৃশ্যত্বরূপ হেতুর অভাববিশিষ্ট তুচ্ছ শশবিষাণাদিতে, সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাব সাধ্যও নাই; সুতরাং হেতুর আর অপ্রযোজকত্বদোষ হইল না। এই জন্য বিশিষ্টসাধ্যই উদ্দেশ্য হইয়াছে। আর এই কারণে উদ্দেশ্য প্রতীতির জন্য বিশিষ্ট উপাদান হইল না। আর সেইহেতু প্রকৃতস্থলে ব্যর্থবিশেষ্যত্ব দোষ উদ্ভাবন করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার অর্থে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি বিচার।

এখন পূর্ব্বপক্ষী আরও বলিতেছেন যে, এরূপ হইলেও **বিশিষ্ট-সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি দোষ হইবে।** অর্থাৎ পক্ষের অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণতা দোষ হয়। যেহেতু সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তা-ভাবরূপবিশিষ্ট সাধ্য 'সতে' ও 'অসতে' অপ্রসিদ্ধ। কোন সদ্‌বস্তু বা অসদ্‌বস্তুতে এতাদৃশ বিশিষ্টভাব নাই, সুতরাং সাধ্য বিশিষ্টরূপ হইতে পারে না। সদ্‌বস্তুতে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেও সত্ত্বের অত্যন্তাভাব-রূপবিশেষণ নাই বলিয়া বিশিষ্ট সাধ্যের লাভ হইল না, এবং অসদ্‌বস্তুতে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ যে বিশেষ্য তাহা নাই বলিয়া বিশিষ্ট সাধ্যের লাভ হইল না।

প্রত্যেকের প্রসিদ্ধিতে সমুদায়ের প্রসিদ্ধি।

যদিও সত্ত্বাত্যন্তাভাব বিশেষণ অসদ্‌বস্তুতে এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব বিশেষ্য সদ্‌বস্তুতে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া বিশেষণের ও বিশেষ্যের প্রত্যেকের প্রসিদ্ধিদ্বারা বিশিষ্টের প্রসিদ্ধি বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, বিশিষ্ট সাধ্যস্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণের প্রত্যেকের বিভিন্নভাবে সিদ্ধির দ্বারা বিশিষ্টের সিদ্ধি বলা যাইতে পারে না। যেস্থলে নানাধর্ম্ম বিশেষ্যবিশেষণ ভাবপ্রাপ্ত না হইয়া সাধ্য হইয়া থাকে, সেইস্থলে প্রত্যেকের সিদ্ধির দ্বারা সমুদায়ের সিদ্ধি বলা যাইতে পারে। যেমন "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে" এইস্থলে পৃথক্ পৃথক্ অধিকরণে ত্রয়োদশ ভেদ সিদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে ত্রয়োদশ ভেদের অনুমান হয়। কিন্তু বিশিষ্ট সাধ্যস্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণের খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধি করিয়া বিশিষ্টের প্রসিদ্ধি বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে **"ভূঃ শশবিষাণোল্লিখিতা, ভূত্বাৎ"** এই অনুমানে, সর্ব্বসম্মত অপ্রসিদ্ধপক্ষবিশেষণত্ব দোষ অর্থাৎ সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ না হউক। এস্থলেও শশপ্রভৃতি প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথকভাবে প্রসিদ্ধিই আছে। এইরূপ প্রকৃতস্থলেও হইবে। অতএব এই

বিশিষ্টপক্ষে অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবই সদসত্ত্বানধিকরণরূপ মিথ্যাত্বপক্ষে উক্ত **ব্যাঘাত, অর্থান্তর সাধ্যবৈকল্য ভিন্ন আর একটী সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইল।** ইহাই হইল এস্থলে মিথ্যত্ব নির্ব্বচনে প্রথম লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ।

মাধ্বমতে অত্যন্তাভাবের স্বরূপ বিষয়।

কিন্তু এই পূর্ব্বপক্ষ উপসংহার করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত ব্যাঘাতদোষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় বহু আছে, যথা—

বিরহ পদের অর্থ নির্ণয়।

সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের বিরহ বা অভাবরূপ বলিয়া উক্ত ধর্ম্মদ্বয়কে সাধ্য করিলে ব্যাঘাত দোষ হয়—ইহা পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব বলিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিকটে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরহস্বরূপ, অর্থাৎ সত্ত্বের বিরহ অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের বিরহ সত্ত্ব—এইরূপ যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন, সেই বিরহটী কীদৃশ ? তাহা কি প্রাগভাব অথবা ধ্বংস কিংবা অত্যন্তাভাব অথবা অন্যোন্যাভাব ?

এতদুত্তরে এই বিরহকে প্রাগভাব ধ্বংস বা অন্যোন্যাভাবস্বরূপ বলা যায় না। কারণ, প্রাগভাব ধ্বংস বা অন্যোন্যাভাব উক্ত বিরহস্বরূপ বলিলে আর উক্ত ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরহরূপ হইতে পারে না। কারণ, সত্ত্বের প্রাগভাব, ধ্বংস বা অন্যোন্যাভাব অসত্ত্বস্বরূপ হয় না; এবং অসত্ত্বের প্রাগভাব, ধ্বংস বা অন্যোন্যাভাব সত্ত্বস্বরূপ হয় না; অতএব সেই বিরহকে অত্যন্তাভাবই বলিতে হইবে। অর্থাৎ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সত্ত্ব—পূর্ব্বপক্ষীকে এইরূপই বলিতে হইবে।

সত্ত্বাসত্ত্ব পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ হইলে ব্যাঘাত হয় না।

কিন্তু তিনি এরূপ বলিতে পারেন না। কারণ, **মাধ্বমতে অপ্রামাণিক বস্তু অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে।**

প্রামাণিক বস্তু কখনও অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে না। সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব বলিলে সত্ত্ব ধর্ম্মটী অপ্রামাণিক হওয়া চাই, কিন্তু সত্ত্ব ধর্ম্ম ত মাধ্বমতে অপ্রামাণিক নহে, কিন্তু প্রামাণিকই বটে। সুতরাং প্রামাণিক সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব—ইহা মাধ্ব কিরূপে বলিবেন? যেরূপ সত্ত্ব ধর্ম্ম সদ্‌বস্তু ঘটাদি প্রপঞ্চে প্রামাণিক, সেইরূপ অসত্ত্ব ধর্ম্মও তুচ্ছ অলীক বস্তুতে প্রামাণিকই বটে। এজন্য তাহার অত্যন্তাভাব সত্ত্ব—এরূপও মাধ্ব বলিতে পারেন না। সুতরাং সত্ত্বাসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরহরূপ বলিয়া যে ব্যাঘাত দোষ হয়, এরূপ কথা পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব বলিতেই পারেন না।

তার্কিকরীতিতে তাহা হয় এরূপ বলাও যায় না।

এতদুত্তরে মাধ্ব যদি বলেন যে, স্বীয়মতে যদিও প্রামাণিক বস্তুর অত্যন্তাভাব স্বীকার করা হয় না, তথাপি তার্কিকাদির মতে প্রামাণিক বস্তুরও অত্যন্তাভাব স্বীকার করা হয় বলিয়া তার্কিকাদির মতেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়কে পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ বলিয়া ব্যাঘাত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, স্বমতে প্রদর্শিত হয় নাই, ইত্যাদি।

কিন্তু ইহাও মাধ্ব বলিতে পারেন না। কারণ, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সত্ত্ব ইহা—মাধ্ব নিজেই স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়ামৃত গ্রন্থে **ব্যাসাচার্য্য** বলিয়াছেন যে, "ময়া লাঘবাৎ আবশ্যকত্বাৎ অসত্ত্বাভাব এব সত্ত্বং, তদভাব এব অসত্ত্বম্ ইতি স্বীকারাৎ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সত্ত্ব—একথাও যেমন মাধ্বগণ স্বীকার করেন, সেইরূপ প্রামাণিক বস্তুর অত্যন্তাভাব হয় না—ইহাও স্বীকার করেন। এজন্য অপ্রামাণিক সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং অপ্রামাণিক অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সত্ত্ব—ইহাই মাধ্বমতে বলিতে হইবে। আর **মাধ্বগণ আরোপিত বস্তুকে অপ্রামাণিক, অসৎ, বা অলীক বলিয়া**

থাকেন। আর তাহাতে হইল এই যে, বস্তুতঃ যাহা অসৎ তাহাতে আরোপিত সত্ত্ব ধর্ম্ম আছে। আর সেই অসদ্ বস্তুতে আরোপিত যে সত্ত্বধর্ম্ম, তাহার অত্যন্তাভাবই অসত্ত্ব। এইরূপ বস্তুতঃ যাহা সৎ তাহাতে আরোপিত অসত্ত্ব আছে, আর সেই বস্তুতঃ সদ্‌বস্তুতে আরোপিত অসত্ত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব। এইরূপ মাধ্বমতে বলিতে হইবে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম প্রামাণিক হইলে তাহার অত্যন্তাভাব হইতে পারে না। আরোপিত বস্তু অসৎ বা অপ্রামাণিক বলিয়া তাহার অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হয়, এজন্য আরোপিত সত্ত্ব ও অসত্ত্বই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে। আর তাহাতে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সত্ত্ব এইরূপই হইবে। আর আরোপিত সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ বলিয়া ব্যাঘাত সম্ভাবিত হইলেও বাস্তব প্রামাণিক সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অত্যন্তাভাবস্বরূপ নহে। সুতরাং প্রামাণিক সত্ত্বাসত্ত্বকে লইয়া ব্যাঘাতের সম্ভাবনা হইতেই পারে না। এজন্য মাধ্ব প্রামাণিক সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অত্যন্তাভাবরূপ বলিয়া ব্যাঘাত হয় একথা বলিলেন কিরূপে ?

মাধ্বমতে তৎপ্রদর্শিত ব্যাঘাতের উপপাদন।

এইরূপ শঙ্কার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব বলেন যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অত্যন্তাভাবরূপ বলিয়া যে ব্যাঘাত দোষ বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে; **পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ এই কথার অর্থ—পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপকরূপ।** অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব, এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব—এইরূপ হয় বলিয়াই ব্যাঘাত হইয়া থাকে। কিন্তু পরস্পর অত্যন্তাভাবস্বরূপ নহে। আর তাহাতে এই হইল যে, যে যে স্থলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব,

সেইস্থলে অসত্ত্ব, এবং যে যে স্থলে আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সেই স্থলে সত্ত্ব—এইরূপ ব্যাপ্তি মাধ্বগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। আর তাহাতেই ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

মাধ্বকর্তৃক উপপাদনে ব্যভিচার শঙ্কা।

কিন্তু মাধ্বগণ যে ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহাও ব্যভিচারদোষ-দুষ্ট বলিয়া সঙ্গত নহে। কারণ, ঘটাদি বস্তুতে প্রামাণিক সত্ত্বধর্ম্ম থাকিলেও সেই ঘটাদিতে আরোপিত সত্ত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব আছে, কিন্তু ঘটাদিতে অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই, এজন্য যে যে স্থলে আরোপিত সত্ত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব, সেইস্থলে অসত্ত্ব—এইরূপ নিয়মের ভঙ্গ হইল, অর্থাৎ অয়ম্ অসত্ত্ববান্, আরোপিতসত্ত্বাত্যন্তাভাবাৎ, এই হেতুটী ঘটে ব্যভিচারী হইয়াছে; আর তুচ্ছ বস্তুতে প্রামাণিক অসত্ত্ব ধর্ম্ম থাকিলেও আরোপিত অসত্ত্ব ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব আছে, কিন্তু সেই তুচ্ছ বস্তুতে সত্ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া মাধ্বপ্রদর্শিত নিয়মের ভঙ্গ হইল। অর্থাৎ "অয়ম্ সত্ত্ববান্, আরোপিতাসত্ত্বাত্যন্তাভাবাৎ" এইস্থলের হেতুটী তুচ্ছে ব্যভিচারী হইল। সুতরাং সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপকই বা হইল কিরূপ?

উক্ত ব্যভিচার শঙ্কার নিরাস।

এতদুত্তরে মাধ্বগণ বলেন যে, যেমন প্রতিযোগীর আরোপপূর্ব্বক অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে বলিয়া, অর্থাৎ যেস্থলে প্রতিযোগীটী আরোপিত সেই স্থলে উক্ত প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাব থাকে বলিয়া প্রতিযোগীর সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ হয়, সেইরূপ প্রতিযোগীর আরোপে যাহা প্রধান, তাহার সহিতও অত্যন্তাভাবের বিরোধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাব বলিলে আরোপিত ঘটই অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী হইয়া থাকে, আর মাধ্বমতে আরোপিত বস্তু অলীক বলিয়া অত্যন্তাভাবমাত্রই অলীক প্রতিযোগীক হয়—এই সিদ্ধান্তও

রক্ষিত” হইল। আর এই প্রতিযোগীর আরোপে যে অনারোপিত ঘট, অর্থাৎ বাস্তব ঘট, তাহাকেই প্রধান বলা হয়। সুতরাং উক্ত অত্যন্তাভাব আরোপিতপ্রতিযোগী ঘটের যেমন বিরোধী, তদ্রূপ প্রধান বা বাস্তব ঘটেরও বিরোধী। যেস্থলে আরোপিত ও অনারোপিত ঘট নাই, সেইস্থলে তাহার অত্যন্তাভাব আছে। এই কারণে যে প্রদর্শিত নিয়মের ভঙ্গ দেখান হইয়াছিল তাহা আর হইল না।

সত্ত্বাসত্ত্ব পরস্পরের বিরহব্যাপকরূপ বলিয়া উপপাদন।

যেহেতু যে যে স্থলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিবে, সেইস্থলে অসত্ত্ব ধর্ম্মটীও থাকিবে। আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব যেমন আরোপিত সত্ত্বের বিরোধী, তদ্রূপ বাস্তব সত্ত্বেরও বিরোধী, আর যে যে স্থলে আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিবে, সেইস্থলে সত্ত্বধর্ম্মটীও থাকিবে, যেহেতু আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব যেমন প্রতিযোগী আরোপিত অসত্ত্বের বিরোধী, সেইরূপ প্রধানীভূত বাস্তব অসত্ত্বেও বিরোধী; সুতরাং সত্ত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব, এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব। এই পরস্পর বিরহের ব্যাপকরূপে উক্ত ব্যাঘাতের আপত্তি হইবে।

পুনর্ব্বার ব্যভিচারশঙ্কা।

মাধ্বগণের এইরূপ সমাধানে যদি আবার আপত্তি হয় যে, মাধ্বগণের প্রদর্শিত নিয়মের ভঙ্গই ত হইয়াছে, সমাধান ত হয় নাই? কারণ, ঘটে যেমন প্রধানীভূত বাস্তব সত্ত্ব ধর্ম্ম আছে, তদ্রূপ ঘটে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাবও আছে, সুতরাং যেস্থলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিবে সেইস্থলে অসত্ত্ব থাকিবে, তাহা ত আর ঘটিল না। কারণ, ঘটে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিয়াও বাস্তব সত্ত্ব রহিয়াছে এইরূপ তুচ্ছে বা অলীকে প্রধানীভূত বাস্তব অসত্ত্বধর্ম্ম আছে, অথচ সেই তুচ্ছ বস্তুতে আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তা-

ভাবও আছে; সুতরাং যেস্থলে আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিবে, সেইস্থলে সত্ত্ব থাকিবে—এইরূপ নিয়ম আর থাকিল না। কারণ, তুচ্ছবস্তুতে আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব আছে, অথচ তাহাতে সত্ত্বধর্ম্ম নাই। দেখা যাইতেছে যে, প্রতিযোগীর আরোপে প্রধানের সহিত বিরোধ হয় না, অর্থাৎ প্রধান থাকিলেও প্রতিযোগীর আরোপ হইতে পারে, যেমন ঘটে বাস্তব সত্ত্বধর্ম্ম থাকিয়াও তাহাতে সত্ত্বধর্ম্মের আরোপ হইতে পারে।

উক্ত শঙ্কার সমাধান।

কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত। কারণ, যেস্থলে প্রধানীভূত বাস্তব সত্ত্বধর্ম্ম থাকিবে, সেস্থলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিবে না। যেহেতু অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর আরোপপূর্ব্বক হইয়া থাকে। যেস্থলে যাহা বাস্তব, সেস্থলে তাহার আরোপ সম্ভাবিত নহে। এজন্য বাস্তব বস্তুর সত্তাস্থলে তাহার আরোপ সম্ভাবিত হয় না বলিয়া অত্যন্তাভাবেরও সম্ভাবনা নাই। ঘটে প্রধানীভূত বাস্তব সত্ত্বধর্ম্ম আছে বলিয়া তাহাতে সত্ত্বের আরোপপূর্ব্বক নিষেধ হইতে পারে না। এইরূপ তুচ্ছে প্রধানীভূত বাস্তব অসত্ত্বধর্ম্ম আছে বলিয়া তাহাতে অসত্ত্বের আরোপপূর্ব্বক নিষেধ হইতে পারে না। ইহা অনুভবসিদ্ধ। এজন্য ঘটে সত্ত্বধর্ম্মের আরোপ-পূর্ব্বক প্রতীতির বিষয় অভাবরূপ আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব নাই। এইরূপ তুচ্ছে অসত্ত্বধর্ম্মের আরোপপূর্ব্বক প্রতীতির বিষয় অভাবরূপ আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব নাই। সুতরাং **পরস্পর অত্যন্তা-ভাবের ব্যাপকতাই রক্ষিত হইল।**

মাধ্বমতের ভগবল্লক্ষণে আপত্তি।

মাধ্বগণ প্রামাণিক বস্তুর অত্যন্তাভাব স্বীকার করেন না। অপ্রা-মাণিক বস্তুরই অত্যন্তাভাব স্বীকার করেন, এজন্য অনেকে মাধ্বমতের উপর এইরূপ শঙ্কা করিয়া থাকেন যে, মাধ্বগণ যে **দোষাত্যন্তা-**

ভাবই ভগবল্লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, রাগদ্বেষাদি দোষ অপ্রামাণিক নহে, কিন্তু প্রামাণিকই বটে। এজন্য তাহার অত্যন্তাভাব হইতেই পারে না, ইত্যাদি।

উক্ত আপত্তির নিরাস।

কিন্তু এরূপ শঙ্কাও অসঙ্গত। যেহেতু, মাধ্বগণ যে "দোষাত্যন্তাভাব ভগবানের লক্ষণ" বলিয়াছেন, তাহাতে দোষটী আরোপিত দোষ বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে আরোপিতদোষাত্যন্তাভাবই ভগবানের লক্ষণ হইল। আরোপিত বস্তু যে অপ্রামাণিক, তাহা মাধ্বগণেরই সিদ্ধান্ত। অনারোপিত দোষের অত্যন্তাভাব ভগবানের লক্ষণ নহে। কারণ, অনারোপিত বস্তুর অত্যন্তাভাব মাধ্বগণ স্বীকার করেন না।

জীবে ভগবল্লক্ষণের অতিব্যাপ্তিশঙ্কা।

ইহাতে আবার কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাবই যদি ভগবানের লক্ষণ হয়, তবে এই লক্ষণটি জীবে অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কারণ, জীবে বাস্তব দোষ থাকিলেও আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাব তাহাতে আছে।

উক্ত শঙ্কা নিঃ

কিন্তু ইহা বলাও অসঙ্গত। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যেস্থলে যাহা বাস্তব, সেস্থলে তাহার আরোপ হইতে পারে না। অত্যন্তাভাব, প্রতিযোগীর আরোপে যে প্রধানীভূত বাস্তব বস্তু তাহারও বিরোধী। আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাব যেমন তাহার প্রতিযোগী আরোপিত দোষের বিরোধী, সেইরূপ দোষের আরোপে প্রধানীভূত যে বাস্তব দোষ, তাহারও বিরোধী। জীবে আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারিত, যদি জীবে বাস্তব দোষ না থাকিত। কিন্তু জীবে বাস্তব দোষ আছে বলিয়া তাহাতে আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। বাস্তব দোষ জীবে আছে, এজন্য জীবে

দোষের আরোপপূর্ব্বক নিষেধ সম্ভাবিত নহে। অতএব জীবে ভগবল্লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না।

আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাব বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, উক্ত অভাবের প্রতিযোগীর সহিত তাহার অধিকরণের সম্বন্ধ আরোপ-পূর্ব্বক প্রতীতিবিষয় অভাব। এইরূপ আরোপিত সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবস্থলেও বুঝিতে হইবে।

ভগবানে আরোপিত দোষ নাই—এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহাতে ভগবানে বাস্তব দোষের সত্তা আর হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগীর আরোপে প্রধানীভূত বস্তুর সহিত বিরোধী হইয়া থাকে। দোষের আরোপে প্রধানীভূত বাস্তব দোষের সহিত আরোপিত দোষাত্যন্তাভাবের বিরোধ আছে।

প্রদর্শিত ব্যাঘাতদোষে তার্কিকমতের ও মাধ্বমতের নিষ্কর্ষ।

মাধ্বগণের এইরূপ আলোচনার দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা গেল যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অত্যন্তাভাবস্বরূপ বলিয়া যে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা করা হইয়াছিল, তাহা তার্কিকাদির মতেই বুঝিতে হইবে। মাধ্বমতে নহে। মাধ্বমতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক হয় বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব হয় বলিয়া এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব হয় বলিয়া ব্যাঘাত হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই ব্যাপকতা বলিতে যেখানে ব্যাপ্য আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকে এবং ব্যাপ্য বাস্তব অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবও থাকে সেখানে ব্যাপক সত্ত্ব থাকে, এবং যেখানে ব্যাপ্য আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকে এবং ব্যাপ্য বাস্তব সত্ত্বের অত্যন্তা-ভাব থাকে সেখানে ব্যাপক অসত্ত্ব থাকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষীর মতের ইহাই নিষ্কর্ষ। ইতি প্র ... ত্বলক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্তপক্ষঃ।

মৈবম্ ; সত্ত্বাত্যন্তাভাবাঽসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ।৩১

ন চ ব্যাহতিঃ ; সা হি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া বা।৩২

(তত্র) ন আদ্যঃ, তদনঙ্গীকারাৎ। তথা হি অত্র ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকো ন অসত্ত্বম্, কিন্তু ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্ ; তদ্ব্যতিরেকশ্চ সাধ্যত্বেন বিবক্ষিতঃ। ৩৩। তথাচ ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপং সাধ্যং পর্য্যবসিতম্।৩৪। এবং চ সতি ন শুক্তিরূপ্যে সাধ্যবৈকল্যমপি ; বাধ্যত্বরূপাঽসত্ত্বব্যতিরেকস্য সাধ্যাপ্রবেশাৎ।৩৫। নাপি ব্যাঘাতঃ, পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবাৎ।৩৬

অতএব ন দ্বিতীয়োঽপি, সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতাসত্ত্বব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচারাৎ।৩৭

নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য ব্যাঘাতাপ্রযোজকত্বাৎ, গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি তদভাবয়োঃ উষ্ট্রাদৌ একত্র সহোপলম্ভাৎ।৩৮

যচ্চ নির্ধর্ম্মকস্য ব্রহ্মণঃ সত্ত্বরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্ববৎ প্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরম্ উক্তম্—তৎ ন, একেনৈব সর্ব্বানুগতেন (সত্ত্বেন) সর্ব্বত্র সৎপ্রতীত্যুপপত্তৌ ব্রহ্মবৎ প্রত্যেকং প্রপঞ্চস্য সৎস্বভাবতাকল্পনে মানাভাবাৎ, অনুগতব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাৎ চ।৩৯ (১৮৬—)

অনুবাদ।

সিদ্ধান্তপক্ষ।

৩১। পঞ্চপাদিকাগ্রন্থে যে সদসত্ত্বানধিকরণত্বই অনির্ব্বাচ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছিল, সেই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব বাক্যের, তিন প্রকার অর্থ করিয়া, পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব প্রত্যেক অর্থেই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি সিদ্ধান্তী সেই মাধ্বপ্রদর্শিত দোষের উদ্ধার করিবার জন্য বলিতেছেন—**নৈবম্** ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী, সদসত্ত্বানধিকরণত্বের প্রথম প্রকার অর্থ দেখাইয়াছিলেন **সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবই** সদসত্ত্বানধিকরণত্ব শব্দের অর্থ। পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত এই প্রথম অর্থ টী বস্তুতঃই দুষ্ট বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত সদসত্ত্বানধিকরণত্ব শব্দের দ্বিতীয় অর্থ যে **সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়** তাহা যে দোষরহিত; অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্ব শব্দের ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্তীর মতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই তাহাই দেখাইতেছেন—**সত্ত্বাত্যন্তাভাব** ইত্যাদি; অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় যদি প্রদর্শিত পঞ্চপাদিকা বাক্যের অর্থ হয়, তবে তাহাতে **ব্যাঘাত, অর্থান্তর** ও **সাধ্যবৈকল্যের** কোনটীরই সম্ভাবনা থাকে না।৩১

৩২। তাহার কারণ, পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—"সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একের অভাব স্বীকার করিলে অপর ধর্ম্মের সত্ত্বা-স্বীকার অবশ্য করিতে হয়, আর এজন্য ব্যাঘাত হয়"—ইত্যাদি, তাহা যে সঙ্গত নহে, তাহাই বলিতেছেন—**ন চ ব্যাহতিঃ** ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যাঘাত হইতে পারে না। এক্ষণে প্রদর্শিত ব্যাঘাতটী তিনরূপে বিকল্প করিয়া একে একে তাহার পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন—**সা হি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—সেই প্রদর্শিত ব্যাঘাত নামক তর্কের হেতু কি—?

(১) সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবরূপ বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব—এইরূপ বলিয়া ?

(২) অথবা সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবের ব্যাপক বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব ও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব—এইরূপ হয় বলিয়া ?

(৩) অথবা সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্যরূপ বলিয়া, অর্থাৎ সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য সত্ত্বরূপ বলিয়া ? ।

অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই ধর্ম্ম দুইটী পরস্পরের অভাবরূপ অথবা পরস্পরের অভাবের ব্যাপকরূপ কিংবা পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্যরূপ হয় বলিয়া ব্যাঘাত হয় ? ।৩২

৩৩। তাহা হইলে এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, এই তিনটী কল্পের মধ্যে **প্রথম কল্পটী** সঙ্গত নহে। কারণ, সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব—ইহা আমরা স্বীকারই করি না। ইহাই বলিতেছেন—**তত্র ন আদ্যঃ** ইত্যাদি। এক্ষণে তাহার কারণ বলিতেছেন—**তথা হি তত্র** ইত্যাদি। অর্থাৎ আমাদের মতে ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব, আর এই সত্ত্বের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব অসত্ত্ব নহে। সিদ্ধান্তী ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবকে অসত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি স্বীকার করিতেন তবে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবস্বরূপ বলিয়া উক্ত ব্যাঘাত নামক তর্কের হেতু হইত। সিদ্ধান্তী যদি সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়কে পরস্পর বিরহরূপ বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব ও অসত্ত্বধর্ম্ম দুইটী কিরূপ ? এইরূপ জিজ্ঞাসাতে বলিতেছেন—**কিন্তু** ইত্যাদি। ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ যে সত্ত্ব বলা হইয়াছে, সেই সত্ত্বের অভাবই অসত্ত্ব নহে, কিন্তু **ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্** অর্থাৎ যে কোন

ধর্ম্মিনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্বের যে অনধিকরণতা তাহাই অসত্ত্ব। ইহার অর্থ এইরূপ—"উপাধি" পদের অর্থ ধর্ম্মী, আর "ক্কচিদপি" পদের অর্থ "যে কোন," আর সপ্তমী বিভক্তির অর্থ নিষ্ঠত্ব, সুতরাং "ক্কচিদপি উপাধৌ" ইহার অর্থ "যে কোন ধর্ম্মিনিষ্ঠ"। এই সপ্তমী বিভক্তির অর্থ যে নিষ্ঠত্ব, তাহার তৃতীয়ান্ত সত্ত্ব পদার্থের সহিত অন্বয় হইয়া অর্থ হইল যে, **যে কোন ধর্ম্মিনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারের প্রতীতি-বিষয়ত্বের অনধিকরণত্বই অসত্ত্ব**। প্রতীতিবিষয়ত্বের অনধিকরণ-ত্বের অর্থ—প্রতীতিবিষয়ত্বের অভাব। ঘটপটাদি দৃশ্য বস্তু, সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া, সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্ব অর্থাৎ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বের অধিকরণত্ব ঘটপটাদিতে থাকে। আর শশবিষাণাদি অলীক বস্তু সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না, অর্থাৎ "শশবিষাণং সৎ" এরূপ প্রতীতি হয় না বলিয়া সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় শশবিষাণাদি অলীক বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু "ঘটঃ সন্" এরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয়তা ঘটাদিতে থাকে। এই প্রতীয়মানত্বের ঘটক যে প্রতীতি, তাহা ভ্রমপ্রমাসাধারণ বুঝিতে হইবে। "শশবিষাণং সৎ" এইরূপ ভ্রম বা প্রমা কোনরূপ প্রতীতিই হইতে পারে না: সুতরাং সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিসামান্যের অবিষয় অলীকই হইয়া থাকে। "সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্ব"ই অসত্ত্ব—এইরূপ না বলিয়া "ক্কচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন" এইরূপে সত্ত্বকে বিশেষিত করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, "ঘটো গুরুঃ, পটো গুরুঃ" ইত্যাদিরূপপ্রমা-মাত্রসিদ্ধ যে গুরুত্বাদি অতীন্দ্রিয় বস্তু, তাহাতে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয়তাতে কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ "গুরুত্বং সৎ" এইরূপ প্রতীতি হয় না। এজন্য "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব" বা "সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বাধিকরণত্ব" গুরুত্বাদি অতীন্দ্রিয় বস্তুতে নাই বলিয়া গুরুত্বাদিতে অসত্ত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতেছে। এজন্য "ক্কচিদপি উপাধৌ" এই অংশটী

সত্ত্বের বিশেষণরূপে যোগ করা হইয়াছে। তাহাতে হইল এই যে, **কিঞ্চিৎ ধর্ম্মিনিষ্ঠ যে সত্ত্ব তদ্রূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব।** এইরূপ লক্ষণে আর গুরুত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, "গুরুত্বং সৎ" এইরূপ প্রতীতি না থাকিলেও "ঘটাদিনিষ্ঠগুরুত্বং সৎ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। যেহেতু ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে গুরুত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হয় বলিয়া সেই চৈতন্যগত সত্ত্বও গুরুত্বে আরোপিত হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মীতে যাহার তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধ্যাস হয়, সেই ধর্ম্মীর ধর্ম্মও তাহাতে অধ্যস্ত হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। এজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অতীন্দ্রিয় দৃশ্যমাত্রই কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মিনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। আর অলীক শশবিষাণাদি তাহা হইতে পারে না বলিয়া কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মিনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির অবিষয়ই হইয়া থাকে। এজন্য কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মিনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির অবিষয়ত্বই অসত্ত্ব। ইহাই অসত্ত্বের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ। সুতরাং **ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব** এবং **কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মিনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্বাভাবই অসত্ত্ব**—ইহাই বলা হইয়াছে। আর এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের যে ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব—সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব, তাহাই প্রকৃতানুমানে সাধ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। আর এইরূপ বিবক্ষাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবস্বরূপ হইল না বলিয়া ব্যাঘাতেরও আশঙ্কা থাকিল না।৩৩

৩৪। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় যেরূপ নির্ব্বচন করা হইয়াছে, তাহাতে সাধ্যটী যেরূপ লব্ধ হইল, তাহা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন—**তথা চ** ইত্যাদি। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই ধর্ম্মদ্বয়কে সাধ্য করিলে কোন দোষ নাই—এই কথা মূলকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এক্ষণে সেই উভয়াভাব পক্ষটীর পরিষ্কার যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে উভয়াভাব সাধ্য বিবক্ষিত না হইয়া বিশিষ্টাভাবই সাধ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত মূলকারের বিরোধ ও পরে যে

আবার বিশিষ্টাভাব সাধ্যের সমর্থন করিবেন, তাহার সহিত পুনরুক্তি দোষ হইয়া পড়িতেছে। এই আপত্তিদ্বয়ের সমাধান তাৎপর্য্য ও টীকামধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য এস্থলে আর পুনরুক্তি করা হইল না। অর্থাৎ এখানে সত্যন্ত ভাগদ্বারা যে বিশিষ্টের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ্যবিশেষণভাব সম্বন্ধে নহে, পরন্তু আধারাধেয় সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।৩৪

৩৫। সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব এই উভয়কে সাধ্য করিলে দৃষ্টান্ত শুক্তি-রজতে **সাধ্যবৈকল্য** দোষ হয়—এই কথা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন। সেই সাধ্যবৈকল্য দোষ নিরাকরণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**এবং চ সতি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—অবাধ্যত্বই সত্ত্ব এবং বাধ্যত্বই অসত্ত্ব এরূপ নহে। কিন্তু **ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব** এবং **ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বই অসত্ত্ব**। সত্ত্বাসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় এইরূপ হইল বলিয়া সেই সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাবকে সাধ্য করিলে আর শুক্তিরজতে সাধ্য-বৈকল্য দোষের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু শুক্তিরজতে সত্ত্বাভাব আছে। কারণ, ত্রিকালাবাধ্যত্ব যে সত্ত্ব তাহা বাধ্য শুক্তিরজতে নাই, এবং সত্ত্বের প্রতীত্যনর্হত্ব যে অসত্ত্ব, তাহাও শুক্তিরজতে নাই। যেহেতু "শুক্তিরজত সৎ"—এইরূপ প্রতীতি নির্ব্বিবাদ; সুতরাং সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাব শুক্তিরজতে থাকায় দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতে সাধ্যবৈকল্য দোষ হইল না।৩৫

৩৬। আর যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন—"সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে একটীর অভাব যেখানে থাকিবে, সেস্থলে অপর ধর্ম্মটী অবশ্যই থাকে বলিয়া উভয় ধর্ম্মের অভাব কোনস্থলেই থাকে না—এজন্য ব্যাঘাত দোষ হয়"—ইত্যাদি তাহারই নিরাকরণের জন্য মূলকার বলিতেছেন—**নাপি ব্যাঘাতঃ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, শুক্তিরজতে যেমন সাধ্যবৈকল্য দোষ নাই, সেইরূপ ব্যাঘাত দোষও নাই। কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় যদি পরস্পরের অভাবস্বরূপ হইত, তবে ব্যাঘাতদোষ হইতে

পারিত। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় যে, পরস্পরের বিরহরূপ নহে, তাহা **তত্র ন আদ্যঃ তদনঙ্গীকারাৎ** এই বাক্যদ্বারা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।৩৬

৩৭। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবরূপ বলিয়া ব্যাঘাতের সম্ভাবনা না থাকিলেও সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবের ব্যাপক-রূপ বলিয়া ব্যাঘাতদোষ হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। সেই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য মুলকার বলিতে-ছেন—**অতএব ন দ্বিতীয়োঽপি** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অভাবরূপ নহে বলিয়া ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা নাই, সেইহেতু সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব ও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব বলিয়াও ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা নাই। অসত্ত্ব যদি বাধ্যত্ব-রূপ হইত, তবে সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব হইতে পারিত। যেমন শুক্তিরজতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব আছে ও তাহাতে বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব ধর্ম্ম আছে, কিন্তু অসত্ত্ব বাধ্যত্বরূপ নহে। সিদ্ধান্তী অসত্ত্ব ধর্ম্মকে "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্ব"রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তীর নির্দ্দিষ্ট অসত্ত্ব, অলীক শশবিষাণাদিতেই আছে, কিন্তু শুক্তিরজতে নাই। শুক্তিরজতে যেমন ত্রিকালাবাধ্যত্ব-রূপ সত্ত্বও নাই, তদ্রূপ ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বরূপ অসত্ত্বও নাই। কারণ, "শুক্তিরজতং সৎ" এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হইয়া থাকে। সুতরাং শুক্তিরজতে সত্ত্বাভাবের ব্যাপকতা অসত্ত্বে থাকিল না। সত্ত্বাভাববং শুক্তিরজতে যদি অসত্ত্ব থাকিত, তবে সত্ত্বাভাবের ব্যাপকতা অসত্ত্বধর্ম্মে লব্ধ হইত। কিন্তু তাহা নাই। অতএব শুক্তিরজতান্তর্ভাবে সত্ত্বাভাব অসত্ত্বধর্ম্মের ব্যভিচারী হইয়া গেল।৩৭

৩৮। সত্ত্বধর্ম্মটী অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক এবং অসত্ত্বধর্ম্মটী সত্ত্বাভাবের ব্যাপক—এইরূপ পরস্পরের অভাবের ব্যাপকতাপ্রযুক্ত ব্যাঘাত দোষের পরিহার করিয়া, সম্প্রতি সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম দুইটী পরস্পর বিরহের ব্যাপ্য

অর্থাৎ অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য সত্ত্ব এবং সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব হয় বলিয়া ব্যাঘাত দোষ হইতে পারে—এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**নাপি তৃতীয়ঃ** ইত্যাদি। পরস্পর বিরহের ব্যাপ্যতাপ্রযুক্ত ব্যাঘাত, যাহা তৃতীয়কল্পরূপে সম্ভাবিত হইয়াছিল, সেইরূপে ব্যাঘাতও হইতে পারে না। অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইলেও তাহা ব্যাঘাতরূপ তর্কের প্রযোজক হইতে পারে না। কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইয়াও যে কোন একটী ধর্ম্মীতে সেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের পরস্পর অভাবের ব্যাপ্যত্ব অনুপপন্ন হয় না। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য বলিয়া ব্যাঘাত হয়, এরূপ বলায় পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, "পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য যে ধর্ম্মদ্বয়, তাহাদের অভাব এক ধর্ম্মীতে থাকিতে পারে না। থাকিলে আর পরস্পর অভাবের ব্যাপ্যতা থাকে না। ইহাই হইল ব্যাঘাত।" কিন্তু পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য ধর্ম্মদ্বয়ের অভাব এক ধর্ম্মীতে থাকিলেও অর্থাৎ সমানাধিকরণ হইলেও উক্ত ব্যাপ্যতার ভঙ্গ হয় না। যেমন গোত্বাভাবের ব্যাপ্য অশ্বত্ব এবং অশ্বত্বাভাবের ব্যাপ্য গোত্ব বলিয়া গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইলেও উষ্ট্রাদি যে কোন এক ধর্ম্মীতে গোত্বাভাব ও অশ্বত্বাভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে; সুতরাং যে ধর্ম্মটী যে ধর্ম্মের অভাবের সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগী হয়, সেই ধর্ম্মটী সেই ধর্ম্মের অভাবের ব্যাপ্য হয় না, এইরূপ ব্যাপ্তি আর থাকিল না। যেহেতু গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মদ্বয় উক্তরূপ হইয়াও পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য হইল। এই প্রদর্শিত গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের মত প্রকৃতস্থলে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইয়াও সত্ত্বাভাবও অসত্ত্বা-ভাব, একটী ধর্ম্মী শুক্তিরজতে সম্ভাবিত হয় বলিয়া আর ব্যাঘাত হইল

না। এই ব্যাঘাতের প্রযোজক প্রদর্শিত ব্যাপ্তিটী ব্যভিচারদোষদুষ্ট বলিয়া ব্যাঘাত শিথিলমূল হইয়া পড়িল। সুতরাং উক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচারপ্রযুক্ত আর পরস্পর অভাবের ব্যাপ্যত্বটী ব্যাঘাতের প্রযোজক হইল না। ।৩৮

৩৯। পূর্ব্বপক্ষী যে **অর্থান্তরতা** দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই দোষের উদ্ধার প্রদর্শন করিবার জন্য মূলকার পূর্ব্বপক্ষীর বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন—**যৎ চ** ইত্যাদি। ইহার অর্থ, পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া সত্ত্বধর্ম্ম-রহিত হইয়াও যেমন সদ্রূপ হয়, তদ্রূপ প্রপঞ্চও সত্ত্বধর্ম্মরহিত হইয়া ব্রহ্মেরই মত সদ্রূপ হউক, ইত্যাদি। এই পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে মূলকার বলিতেছেন—**তৎ ন** ইত্যাদি। ইহার—অর্থ প্রপঞ্চও সদ্রূপ এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু "ঘটঃ সন্, পটঃ সন্" ইত্যাদি প্রপঞ্চান্তর্গত ঘটাপটাদির সদ্রূপে প্রতীতিই প্রপঞ্চকে সদ্রূপ বলিবার পক্ষে প্রমাণ। কিন্তু উক্ত সদ্রূপপ্রতীতির দ্বারা প্রপঞ্চের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুর সদ্রূপতা কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত প্রপঞ্চান্তর্গত প্রত্যেক বস্তুকে সদ্রূপ বলিয়া কল্পনা করিলে গৌরব দোষও হইবে। প্রত্যক্ষবাধোদ্ধার পরিচ্ছেদে এই বিষয়টী অতিবিশদরূপে বর্ণিত হইবে। ঘটাদির সদ্রূপতা স্বীকার না করিয়াও তাহাদের সদ্রূপে প্রতীতির উপপাদন দেখাইতে যাইয়া মূলকার বলিতেছেন—**একেন এব সর্ব্বানুগতেন** ইত্যাদি। একমাত্র সর্ব্বানুগত সদ্রূপ ব্রহ্মই প্রপঞ্চা-ন্তর্গত সমস্ত ঘটপটাদিতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া সৎ ব্রহ্ম ঘটপটা-দিতে বিশেষণরূপে ভাসমান হইবার যোগ্য। আর তজ্জন্য ঘটাদির সদ্রূপতা স্বীকার না করিয়াই "ঘটঃ সন্" ইত্যাদি প্রতীতি উপপন্ন হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মের সদ্রূপতা স্বীকার করা অপেক্ষা প্রপঞ্চান্তর্গত প্রত্যেক বস্তুর সদ্রূপতা স্বীকার করিলে গৌরব দোষই হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ, মূলকথা এই যে, প্রপঞ্চে প্রত্যক্ষযোগ্য সদ্রূপতার কোন নিরূপণও করা যায় না। এজন্য প্রপঞ্চে সদ্রূপত্বপ্রতীতি ভ্রমই হইবে—ইহা প্রত্যক্ষবাধোদ্ধার পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। প্রপঞ্চের সৎ-স্বভাবতাকল্পনার যাহা সাধক, "ঘটঃ সন্" ইত্যাদি প্রতীতি, তাহা ঘটের সদ্রূপতাকে বিষয় করে না বলিয়া প্রপঞ্চের সদ্রূপতার সাধক নাই। এক্ষণে প্রপঞ্চের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুর সদ্রূপতার বাধক প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—**অনুগতব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাৎ চ**। ইহার অর্থ—অনুগত প্রতীতির অভাবনিবন্ধন অনুগত ব্যবহারের অভাব প্রসঙ্গ হয় বলিয়াও ব্রহ্মের ন্যায় প্রপঞ্চ সদ্রূপ হয় না। অনুগতপ্রতীতি সেই স্থলেই হইতে পারে, যেখানে বিশেষণ ও বিশেষণবিশেষ্যের সম্বন্ধ অনুগত হয়। বিশেষণটী অনুগত থাকিয়াও যদি বিশেষণবিশেষ্যের সম্বন্ধটী অননুগত হয়, তাহা হইলে অনুগতপ্রতীতি হইতে পারে না। যেমন একই গোত্বসামান্য সমবায় সম্বন্ধে ও কালিক সম্বন্ধে বিশেষণ হইলে প্রতীতি একরূপ না হইয়া বিভিন্ন রূপই হইয়া থাকে। "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন সদ্রূপতা স্বীকার করিলে বিশেষণ অননুগত হইয়া পড়িল। সুতরাং অনুগতপ্রতীতি হইতে পারিল না। আর এই সদ্রূপতাকে সত্তাজাতিস্বরূপ বলিলে বিশেষণ সত্তাজাতি অনুগত হইল বটে, কিন্তু বিশেষণবিশেষ্যের সম্বন্ধ অননুগত রহিল। কারণ, "দ্রব্যং সৎ, গুণঃ সন্, কর্ম্ম সৎ" এইরূপ প্রতীতিতে সত্তাজাতি সমবায় সম্বন্ধে বিশেষণ হইয়া থাকে, আর "জাতিঃ সতী, সমবায়ঃ সন্" ইত্যাদি প্রতীতিতে সত্তাজাতি আর সমবায় সম্বন্ধে বিশেষণ হয় না। কিন্তু একার্থসমবায় অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বিশেষণ হইবে। সুতরাং বিশেষণবিশেষ্যের সম্বন্ধ অননুগত হইল বলিয়া আর প্রপঞ্চান্তর্গত ঘট-পটাদি, সৎ সৎ এইরূপ অনুগতপ্রতীতির বিষয় হইতে পারিল না। সিদ্ধান্তীর মতে সদ্রূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চান্তর্গত সমস্ত বস্তু তাদাত্ম্য সম্বন্ধে

অধ্যস্ত বলিয়া আধ্যাসিক সম্বন্ধ সর্ব্বত্র একরূপই হয়। এজন্য দ্রব্যাদিতে সৎ সৎ এইরূপ অনুগতপ্রতীতি হইতে আর কোন বাধা নাই।৩৯

টীকা।

৩১। পূর্ব্বপক্ষিণা সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্ অনির্ব্বাচ্যত্বং ত্রিধা বিকল্প্য ত্রিষ্বেব কল্পেষু দোষাঃ প্রদর্শিতাঃ। ইদানীং সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিত-দূষণসমাধানায় আহ—**নৈবম্** ইত্যাদি। সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বস্য অভাবং প্রথমকল্পং দুষ্টত্বেন পরিত্যজ্য দ্বিতীয়ং কল্পং সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাব-রূপধর্ম্মদ্বয়ং নির্দুষ্টত্বেন উপপাদয়ন্ আহ—**সত্ত্বাত্যন্তাভাবে**ত্যাদি। **দোষাভাবাৎ**—ব্যাঘাতার্থান্তরসাধ্যবৈকল্যদোষাণাম্ অভাবাৎ।৩১

৩২। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ একাভাবে অপরসত্ত্বস্য আবশ্যকত্বেন যা ব্যাহতিঃ উক্তা, সা ন চ যুক্তা ইত্যাহ—**ন চ ব্যাহতিঃ** ইত্যাদি। উক্তাং ব্যাহতিং ত্রিধা বিকল্প্য দূষয়ন্ আহ—**সা হি** ইত্যাদি, সা হি প্রদর্শিতা ব্যাহতিঃ কিং সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ **পরস্পরবিরহরূপতয়া?** (১) সত্ত্বস্য অভাবঃ অসত্ত্বং অসত্ত্বস্য অভাবঃ সত্ত্বম্ ইতি পরস্পরাভাবরূপতয়া ব্যাঘাতঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা (২) **পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া?** সত্ত্বাভাবব্যাপকঃ অসত্ত্বম্ অসত্ত্বাভাবব্যাপকং সত্ত্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা (৩) **পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া?** সত্ত্বাভাবব্যাপ্যম্ অসত্ত্বম্ অসত্ত্বাভাবব্যাপ্যং সত্ত্বম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। প্রদর্শিতরূপত্রয়ং কিং ব্যাঘাত-রূপতর্কে হেতুঃ ইত্যর্থঃ।৩২

৩৩। ব্যাঘাতপ্রযোজকং প্রথমং পক্ষং পরস্পরবিরহরূপং দূষয়তি—**তত্র ন আদ্যঃ** ইতি। **তদনঙ্গীকারাৎ** তস্য সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পর-বিরহরূপত্বস্য **অনঙ্গীকারাৎ** অস্বীকারাৎ। কথম্ অনঙ্গীকারঃ ইত্যতঃ আহ—**তথাহি** ইতি। **অত্র** সিদ্ধান্তিনঃ মতে, ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপং সত্ত্বম্ **তদ্ব্যতিরেকঃ**—তাদৃশসত্ত্বস্য অত্যন্তাভাবঃ, ন অসত্ত্বম্ ন সিদ্ধান্তিনা অভ্যুপগতম্ ইতি শেষঃ। তদভ্যুপগমে হি পরস্পরাভাবরূপতয়া ব্যাঘাতঃ

স্যাৎ। যদি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বং সিদ্ধান্তিনা ন অঙ্গীক্রিয়তে তর্হি সত্ত্বম্ অসত্ত্বং চ সিদ্ধান্তিনঃ মতে কীদৃক্,—ইত্যাহ **কিন্তু** ইত্যাদি। ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্ত্বং, প্রাগেব উক্তম্, অসত্ত্বং তু "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্"—**সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বং**—সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বাভাবঃ—সত্তাদাত্ম্যাভাবঃ ইতি যাবৎ। সত্তাদাত্ম্যাপন্নে বস্তুনি সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতেঃ আবশ্যকত্বেন সত্তাদাত্ম্যানাপন্নে সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতেঃ অযোগাৎ। শশবিষাণাদীনাং ব্রহ্মণি অনারোপিতত্বেন সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতেঃ বিষয়ত্বাভাবাৎ। ঘটাদিদৃশ্যানাং তু সদ্রূপে ব্রহ্মণি তাদাত্ম্যেন আরোপিতত্বাৎ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বসম্ভবাৎ। গুরুত্বাদৌ অতীন্দ্রিয়ে সত্ত্বেন প্রত্যয়ে মানাভাবাৎ গুরুত্বাদিকং সৎ ইতি প্রতীতেঃ অভাবাৎ। গুরুত্বাদৌ অতীন্দ্রিয়ে অসত্ত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিম্ আশঙ্ক্য—সত্ত্বস্য বিশেষণম্ আহ—**ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন** ইতি। ক্বচিদপি উপাধৌ যৎ সত্ত্বং তেন। তথাচ কিঞ্চিদ্ধর্ম্মিনিষ্ঠং যৎ সত্ত্বং তেন প্রতীয়মানত্বাভাবত্বম্ অসত্ত্বম্। এবং চ গুরুত্বাদেরপি ঘটতাদাত্ম্যাপন্নে সতি ব্রহ্মণি আরোপাৎ ব্রহ্মগতসত্ত্বস্য চ গুরুত্বাদৌ আরোপাৎ ঘটাদিগতগুরুত্বাদিকম্ সৎ ইতি প্রত্যয়োপপত্তেঃ। এবং চ দৃশ্যমাত্রস্য সদ্বস্তুনি কল্পিতত্বেন সর্ব্বত্র দৃশ্যে সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিযোগ্যতা অস্তি। অলীকস্য চ সদ্রূপে ব্রহ্মণি অকল্পিতত্বেন সত্তাদাত্ম্যবিরহেণ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বাভাবাৎ ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্ অসত্ত্বং সিদ্ধম্। তৎ চ শশবিষাণাদীনাম্ ইতি ভাবঃ। **তদ্ব্যতিরেকঃ**—তয়োঃ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ ব্যতিরেকঃ। ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্ত্বং, ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্ অসত্ত্বং, তয়োঃ ব্যতিরেকঃ অভাবঃ সাধ্যত্বেন বিবক্ষিতঃ। তথাচ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবেন ব্যাঘাতাশঙ্কা নিরস্তা।৩৩

৩৪। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ এবং নির্ব্বচনে যাদৃক্ সাধ্যং লভ্যতে তৎপিণ্ডীকৃত্য দর্শয়তি—**তথা চ** ইত্যাদি। ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ইত্যনেন, সত্ত্বব্যতিরেকঃ, এবং ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব-ভাগেন অসত্ত্বব্যতিরেকঃ প্রদর্শিতঃ। তথাচ উক্তরূপং ধর্ম্মদ্বয়াত্মকং সাধ্যং পর্য্যবসিতং—ফলিতম্। অত্র বিলক্ষণত্বং যদি ভেদঃ, তর্হি সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং বা সাধ্যম্ ইতি বক্ষ্যমাণেন পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ। পৌনরুক্ত্যভিয়া যদি বিলক্ষণত্বং ন ভেদঃ, কিন্তু অত্যন্তাভাবঃ ইত্যুচ্যতে, তর্হি ধর্ম্মদ্বয়বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ ইত্যুপক্রম্য কথম্ ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ইত্যনেন বিশিষ্টরূপং বিবক্ষিতং সাধ্যং প্রদর্শিতম্, প্রদর্শনে চ সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি ইতিতৃতীয়কল্পেন পৌনরুক্ত্যং চ স্যাৎ ইতি ? তৎ ন। অত্র বিলক্ষণত্বং অত্যন্তাভাবঃ, তথাচ ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ইত্যত্র ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্ত্বং, তদ্-বিলক্ষণত্বং তদত্যন্তাভাবঃ, তস্মিন্, সত্ত্বাত্যন্তাভাবে, যৎ সৎ বিদ্যমানং, ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বস্য অত্যন্তাভাবঃ, এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং সত্তাদাত্ম্যম্ এতদুভয়ত্বম্, তাদৃশোভয়ত্বাশ্রয়ঃ সত্যন্তভাগস্য অর্থঃ বোধ্যঃ। তস্য চ প্রতীয়মানত্বে অন্বয়ঃ। তথাচ কালদেশাবচ্ছিন্নং যৎ অবাধ্যত্বং তদত্যন্তাভাবঃ সৎতাদাত্ম্যং চ ইত্যুভয়ত্বং সাধ্যং পর্য্যবসিতং, তথা সতি ন পূর্ব্বোক্তাশঙ্কাবকাশঃ। ইতি লঘুচন্দ্রিকায়াং স্পষ্টম্।৩৪

৩৫। পূর্ব্বপক্ষিণা উভয়াভাবস্য সাধ্যত্বপক্ষে শুক্তিরূপ্যে দৃষ্টান্তে যৎ বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য ব্যতিরেকাসিদ্ধ্যা সাধ্যবৈকল্যম্ উদ্ভাবিতং তন্নিরাকরোতি **এবং চ সতি** ইতি। কুতঃ ন শুক্তিরূপ্যে সাধ্যবৈকল্যম্? ইত্যাহ—**বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বব্যতিরেকস্য** ইত্যাদি। অসত্ত্বং ন বাধ্যত্ব-রূপং, যেন পূর্ব্বপক্ষিণা এবম্ উপালভ্যেমহি, কিন্তু ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বম্ অসত্ত্বম্ তদভাবশ্চ সাধ্যকোটৌ প্রবেশিতঃ। তথাচ সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বম্ আয়াতম্। তৎ চ শুক্তিরূপ্যে বর্ত্ততে এব,

শুক্তিরূপ্যস্য সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বানপায়াৎ। শুক্তিরজতং সৎ ইতি প্রতীতৌ বিবাদাভাবাৎ।৩৫

৩৬। যদুক্তং পূর্ব্বপক্ষিণা "সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ একাভাবে অপরসত্ত্বাবশ্যকত্বেন ব্যাঘাতাৎ" ইতি তন্নিরাকরোতি **নাপি ব্যাঘাতঃ** ইতি। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া নাপি শুক্তিরজতে ব্যাঘাতঃ। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বম্ যথা ন সম্ভবতি, তথা ইতঃ প্রাগেব উক্তম্ "তত্র ন আদ্যঃ, তদনঙ্গীকারাৎ" ইতি গ্রন্থেন। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বানঙ্গীকারাৎ যথা ন প্রপঞ্চে ব্যাঘাতঃ তথা শুক্তিরজতেঽপি। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবেন প্রপঞ্চে ব্যাঘাতাভাবাৎ তদ্‌রীত্যা শুক্তিরজতেঽপি ব্যাঘাতাভাবস্য অর্থাৎ লব্ধত্বেঽপি উক্তিবৈচিত্র্যমাত্রম্ অপেক্ষ্য সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া দৃষ্টান্তীকৃতশুক্তিরজতেঽপি ন ব্যাঘাতসম্ভাবনা ইতি উক্তম্ **নাপি ব্যাঘাতঃ** ইতি। ব্যাঘাতাভাবে হেতুম্ আহ—**পরস্পরবিরহরূপাত্বাভাবাৎ।** যথা ন এতয়োঃ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বম্ তথা উক্তং প্রাক্।৩৬

৩৭। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া ব্যাঘাতঃ ন সম্ভবতি ইতি উক্ত্বা সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া আশঙ্কিতং ব্যাঘাতং নিরাকুর্ব্বন্ আহ—**অতএব ন দ্বিতীয়োঽপি।** সত্ত্বাভাবস্য ব্যাপকম্ অসত্ত্বং ন ভবতি, যতঃ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বস্য অভাববতি শুক্তিরজতে বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যাপকতালাভেঽপি সিদ্ধান্তিনা বিবক্ষিতস্য অসত্ত্বস্য ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বস্য শুক্তিরজতে অভাবাৎ ব্যাপকতাভঙ্গঃ। শুক্তিরজতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপং সত্ত্বং নাস্তি, ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বরূপাসত্ত্বমপি নাস্তি। শুক্তিরজতং সৎ ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরজতে যদি অসত্ত্বং স্যাৎ তর্হি সত্ত্বাভাবব্যাপকতা অসত্ত্বস্য লভ্যেত। সা তু নাস্তি। তথাচ সত্ত্বাভাবঃ শুক্তিরজতান্তর্ভাবে অসত্ত্বব্যভিচারী।

যথা সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতাসত্ত্বাভাবস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচারঃ উক্তঃ তথা অসত্ত্বাভাববতি ব্রহ্মণি অবাধ্যত্বরূপসত্ত্বস্য বিদ্যমানত্বেন সত্ত্বস্যাপি অসত্ত্বব্যভিচারিত্বমপি বোধ্যম্। তথাচ পরস্পরবিরহব্যাপকত্বরূপঃ দ্বিতীয়োঽপি বিকল্পঃ সর্ব্বথা নিরস্তঃ।৩৭

৩৮। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া ব্যাঘাতং পরিহৃত্য সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া ব্যাঘাতং দূষয়ন্ আহ—**নাপি তৃতীয়ঃ** ইতি। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি ন ব্যাঘাতঃ ইত্যর্থঃ। কুতঃ ন ব্যাঘাতঃ? ইত্যত আহ—**তস্য** ইতি। "তস্য"—পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বস্য। **ব্যাঘাতাপ্রয়োজকত্বাৎ** ইতি। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ অভাবে সাধ্যে ন ব্যাপ্যত্বাভাবাপত্তিঃ। নন্থ যদি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বম্ অঙ্গীকৃত্যাপি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি প্রপঞ্চে সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ অভাবঃ অভ্যুপগম্যেত তর্হি তয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বমেব ভজ্যেত। যতঃ যো যদভাবসমানাধিকরণস্বাভাবকঃ সঃ ন তদভাবব্যাপ্যঃ ইতি ব্যাপ্তেঃ সম্ভবাৎ। তথাচ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বস্য কুতঃ ন ব্যাঘাতপ্রয়োজকতা? ইত্যাশঙ্ক্য 'যো যদভাবসমানাধিকরণেতি ব্যাপ্তৌ ব্যভিচারম্ আহ—**গোত্বাশ্বত্বয়োঃ** ইত্যাদি। যথা গোত্বাভাবব্যাপ্যম্ অশ্বত্বম্, অশ্বত্বাভাবব্যাপ্যং চ গোত্বম্ এবং পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি গোত্বাভাবাশ্বত্বাভাবয়োঃ দ্বয়োঃ উষ্ট্রাদিষু—**সহোপলম্ভাৎ** উষ্ট্রাদৌ একস্মিন্ এব ধর্ম্মিণি গোত্বাভাবস্য অশ্বত্বাভাবস্য চ দর্শনাৎ প্রদর্শিতায়াঃ ব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারাৎ ন ব্যাঘাতপ্রয়োজকতা। তথা সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেঽপি সত্ত্বাভাবাসত্ত্বাভাবয়োঃ একত্র ধর্ম্মিণি প্রপঞ্চে সম্ভবাৎ ন ব্যাঘাতঃ। তথাচ ব্যাঘাতপ্রয়োজকীভূতব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারেণ মূলশৈথিল্যম্ ইতি ভাবঃ।৩৮

৩৯। পূর্ব্বপক্ষিণা যৎ **অর্থান্তরত্বম্** আশংকিতং তদুদ্ধারায় পূর্ব্বপক্ষিবাক্যম্ অনুবদতি—"**যৎ চ**" ইতি। পূর্ব্বপক্ষিবাক্যং চ পূর্ব্বপক্ষ-

গ্রন্থে এব কৃতব্যাখ্যানম্ ইতি তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্। প্রপঞ্চে সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবসাধনেঽপি ব্রহ্মবৎ প্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্বসম্ভবাৎ ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাম্ আশয়ং দূষয়তি—"**তৎ ন**" ইতি। "**একেনৈব**" ইতি। একেনৈব সদ্রূপেণ ব্রহ্মণা "**সর্ব্বানুগতেন**" সর্ব্বত্র ঘটাদিষু তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন সম্বদ্ধতয়া বিশেষণতয়া ভানযোগ্যেন "**সর্ব্বত্র সৎপ্রতীতিঃ**" ঘটঃ সন্ ইত্যাদিরূপা যা প্রতীতিঃ তস্যাঃ "**উপপত্তৌ**" সিদ্ধায়াং ব্রহ্মণঃ সদ্রূপত্বমিব প্রপঞ্চস্য সদ্রূপতাকল্পনে মানাভাবাৎ। সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতেস্তু সদ্রূপব্রহ্মণা এব উপপাদিতত্বাৎ। তথাপি প্রপঞ্চস্য সৎস্বভাবতাকল্পনে গৌরবং স্যাৎ ইতি ভাবঃ। প্রপঞ্চে প্রত্যক্ষযোগ্যসত্ত্বস্য নির্ব্বক্তুম্ অশক্যতয়া প্রপঞ্চে সদ্রূপত্বপ্রতীতেঃ ভ্রমত্বস্য অগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ। প্রপঞ্চস্য সৎস্বভাবতাকল্পনে সাধকাভাবম্ উক্ত্বা বাধকম্ আহ—"**অনুগতব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাৎ চ**" ইতি। দ্রব্যাদিকং সৎ, জাতিঃ সতী, সমবায়ঃ সন্ ইত্যাদ্যনুগতপ্রতীতিজন্যানুগতব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। প্রতীতেঃ বিষয়নিয়ম্যত্বেন বিষয়বৈলক্ষণ্যেঽপি প্রতীতেঃ অবৈলক্ষণ্যে সদাকারবাদিবৌদ্ধমতপ্রবেশাপত্তেঃ। সৎসদিতিপ্রতীত্যনুগত্যৈব সৎসদিতিব্যবহারানুগতিঃ। তত্রৈব হি প্রতীতেরানুগত্যং যত্র বিশেষণস্য বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধস্য অনুগতিঃ, প্রপঞ্চান্তর্গতপ্রত্যেকবস্তুনঃ সৎস্বরূপতাকল্পনে বিশেষণস্য অননুগমঃ, সত্তাজাত্যঙ্গীকারপক্ষে বিশেষণানুগমেঽপি সম্বন্ধস্য অননুগমঃ। তথাহি সদাকারপ্রতীতিঃ যদা দ্রব্যে গুণে কর্ম্মণি বা তদা সমবায়েন সত্তাজাতিঃ বিশেষণম্, যদা দ্রব্যত্বাদৌ সদাকারঃ প্রত্যয়ঃ তদা সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধেন সত্তাজাতিঃ বিশেষণম্ ইতি বক্তব্যম্। তথাচ বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধবৈলক্ষণ্যেঽপি প্রতীতেঃ অবিলক্ষণত্বম্ অনুপপন্নমেব। সম্বন্ধবৈলক্ষণ্যেন প্রতীতিবৈলক্ষণ্যস্য আবশ্যকত্বাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যাদিসাধারণসৎপ্রতীতেঃ অনুগতায়াঃ অনুপপত্তেঃ। বেদান্তিমতে তু সদ্রূপে ব্রহ্মণি সর্ব্বেষাং দ্রব্যাদীনাং

তাদাত্ম্যেন অধ্যস্ততয়া আধ্যাসিকসম্বন্ধস্য চ সর্ব্বত্র অবিশেষাৎ সর্ব্বত্র দ্রব্যাদিষু সৎ সৎ ইত্যনুগতপ্রতীত্যুপপত্তৌ ন কিঞ্চিৎ বাধকম্ ।৩৯

তাৎপর্য্য ।

সিদ্ধান্তপক্ষ ।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বই মিথ্যাত্ব এই মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বের যাহা আপত্তি তাহা কথিত হইয়াছে, এক্ষণে উক্ত আপত্তির খণ্ডন কথিত হইতেছে। যথা—

পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আপত্তি অসঙ্গত। সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে সদসত্ত্বানধিকরণত্বই অনির্ব্বাচ্যত্ব এবং তাহাই মিথ্যাত্ব বলিলে কোন দোষ হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষত্রয়ের মধ্যে এই দ্বিতীয় পক্ষটী নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে। তাহার কারণ—

ব্যাঘাত দোষ উদ্ধারার্থ ব্যাঘাতের ত্রিবিধ হেতু নির্ণয়।

এই প্রথমতঃ, পূর্ব্বপক্ষিগণ যে **ব্যাঘাতদোষ** দিয়াছিলেন তাহা ইহাতে ঘটে না। কিন্তু কেন এই ব্যাঘাতদোষ ঘটে না, তাহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম কি তাহা দেখা আবশ্যক।

(১) সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব, আর অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের অভাবরূপ, সুতরাং একটীর অভাব সাধন করিলে অপর ধর্ম্মটী অপরিহার্য্য হয়, আর সেইজন্য প্রপঞ্চে ব্যাঘাত হয়।

(২) অথবা সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব আর অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব—আর এজন্য সত্ত্বাভাবের সাধন করিলে তাহার ব্যাপক ধর্ম্ম অসত্ত্ব-অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, আর অসত্ত্বাভাবের সাধন করিলে তাহার ব্যাপক ধর্ম্ম সত্ত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপে দুইটী ধর্ম্ম পরস্পরের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক বলিয়া প্রপঞ্চে ব্যাঘাত হয়।

(৩) অথবা সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব আর অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য সত্ত্ব এইরূপ দুইটী ধর্ম্ম পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য বলিয়া সত্ত্বের অভাব সাধন

করিলে তাহার ব্যাপ্য অসত্ত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যে দুই ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব এক ধর্ম্মীতে থাকে তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য হইতে পারে না। পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য ধর্ম্মদ্বয়ের অভাব এক ধর্ম্মীতে থাকে না। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য বলিয়া ব্যাঘাত * দোষ হয়।

প্রতিকূল তর্কই ব্যাঘাত।

সত্ত্বাসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের পরস্পরবিরহরূপতা, পরস্পরবিরহব্যাপকতা ও

---

* এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সিদ্ধান্তীর সম্মত মিথ্যাত্বের লক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী যে ব্যাঘাত, অর্থান্তর ও সাধ্যবৈকল্যাদি দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ব্যাঘাত দোষটী গৌতমীয় ন্যায়শাস্ত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক নামক পদার্থের অন্তর্গত একপ্রকার তর্ক। ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপকের যে আরোপ তাহাই তর্ক, এজন্য ইহা প্রমাও নহে, ভ্রমও নহে। মতান্তরে ইহা ভ্রমরূপ। ইহার অর্থ অনিষ্টপ্রসঙ্গ। অর্থান্তর ও সাধ্যবৈকল্যাদি দোষ কিন্তু তর্ক নহে। তাহারা নিগ্রহস্থান নামক গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত একটী পদার্থ। তর্ক নানাপ্রকার। কোনমতে তর্ক পাঁচ প্রকার, যথা—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ। কোনমতে আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রতিবন্দী ও ব্যাঘাত এই ছয় প্রকার। কোনমতে ইহা একাদশ প্রকার, যথা—ব্যাঘাত, আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রিকা, অনবস্থা, প্রতিবন্দী, কল্পনালাঘব, কল্পনাগৌরব, উৎসর্গ, অপবাদ এবং বৈয়াত্য। নিগ্রহস্থান ২২ প্রকার, যথা—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্তি, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত এবং হেত্বাভাস। বাদী বা প্রতিবাদীর যাহা পরাজয়ের হেতু তাহাই নিগ্রহস্থান।

এই হেত্বাভাস আবার মূলতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—অনৈকান্ত বা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত। তন্মধ্যে সব্যভিচারটী আবার—সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী—এই তিন প্রকার। বিরুদ্ধ এক প্রকার, সৎপ্রতিপক্ষ এক প্রকার, অসিদ্ধ মূলতঃ তিন প্রকার, যথা—আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, এবং বাধিত এক প্রকার। অসিদ্ধের অন্তর্গত আশ্রয়াসিদ্ধ আবার দুই প্রকার, যথা—অসৎপক্ষ এবং সিদ্ধসাধন, অসিদ্ধের অন্তর্গত স্বরূপাসিদ্ধ চারি প্রকার, যথা—সাধনাপ্রসিদ্ধ, বিশেষণাসিদ্ধ, বিশেষ্যাসিদ্ধ ও ভাগাসিদ্ধ এব অসিদ্ধের অন্তর্গত ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ দুই প্রকার, যথা—ব্যর্থবিশেষণহেতু এবং সাধ্যাপ্রসিদ্ধি বা সাধ্যবৈকল্য। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ হেত্বাভাস ১৪ প্রকার। ইহাও নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত বলিয়া (২১ + ১৪ = ৩৫) নিগ্রহস্থান সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ প্রকার। ইহাদের পরিচয় প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র মধ্যে দ্রষ্টব্য।

পরস্পরবিরহব্যাপ্যতা এই তিনটী ব্যাঘাতরূপ তর্কে হেতু। সত্ত্ব ও অসত্ত্বের মধ্যে এক ধর্ম্মের অভাবে অপর ধর্ম্মের সদ্‌ভাব অপরিহার্য্য বলিয়া মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষ প্রপঞ্চে এতাদৃশ অভাব দুইটীর অনুপপত্তি হয়। ইহাই হইল প্রতিকূল তর্ক। এতাদৃশ প্রতিকূল তর্কই ব্যাঘাত। আর এই ব্যাঘাতে উক্ত বিকল্পত্রয়ই তিনটী হেতু হয়। সুতরাং এই প্রতিকূল তর্কের আকার এইরূপ হইবে—

পরস্পরবিরহরূপে প্রতিকূল তর্ক।

প্রথম—সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই ধর্ম্ম দুইটী পরস্পরবিরহরূপ হইলে সেই ব্যাঘাত নামক প্রতিকূল তর্কের আকার হইবে—(১) অসত্ত্ব যদি সত্ত্বাভাবসমানাধিকরণস্বাভাবক হয়, তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবরূপ হইতে পারিবে না। যে যদভাবসমানাধিকরণস্বাভাবক, সে তাহার অভাবরূপ নহে। যেমন সত্ত্বের অভাবের অধিকরণে যদি অসত্ত্বের অভাব থাকে, তবে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম পরস্পর অভাবরূপ হইতে পারে না, যেমন সত্ত্ব। অর্থাৎ সত্ত্বের অভাবাধিকরণে সত্ত্বের অভাব আছে, সুতরাং সত্ত্ব সত্ত্বের অভাবরূপ নহে। এইরূপ (২) সত্ত্ব যদি অসত্ত্বাভাবসমানাধিকরণস্বাভাবক হয়, তবে সত্ত্ব অসত্ত্বভাবরূপ হইবে না। অর্থাৎ অসত্ত্বের অভাবাধি-করণে যদি সত্ত্বের অভাব থাকে, তবে অসত্ত্ব ও সত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবরূপ হইতে পারে না, যেমন অসত্ত্ব। অসত্ত্ব ধর্ম্মটী যেমন অসত্ত্বা-ভাবরূপ নহে, সেইরূপ সত্ত্ব ধর্ম্মটীও অসত্ত্বাভাবরূপ হইতে পারিবে না। ইহাই হইল পরস্পরের বিরহরূপ প্রথম পক্ষে প্রতিকূল তর্কদ্বয়।

পরস্পরবিরহব্যাপকরূপে প্রতিকূল তর্ক।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এই ধর্ম্ম দুইটী যদি পরস্পরবিরহব্যাপক হয়, তাহা হইলে সেই তর্কের আকার হইবে—(১) অসত্ত্ব যদি সত্ত্বাভাবসমানাধিকরণস্বাভাবক হয়, তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হইতে পারে না, যেমন সত্ত্ব। অর্থাৎ যেমন

সত্ত্বাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব হয় না, সেইরূপ অসত্ত্বও ব্যাপক হইবে না। এইরূপ (২) দ্বিতীয় তর্কেও সত্ত্ব যদি অসত্ত্বাভাবসমানাধিকরণস্বাভাবক হয়—তবে সত্ত্বও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক হইতে পারে না।

পরস্পরবিরহব্যাপ্যরূপে প্রতিকূল তর্ক।

আর তৃতীয় পক্ষে, অর্থাৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় যদি পরস্পরবিরহব্যাপ্য হয়, তাহা হইলে, সেই তর্কের আকার হইবে—(১) অসত্ত্ব যদি সত্ত্বাভাব-সমানাধিকরণস্বাভাবক হয়, তবে অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য হইবে না। এইরূপ (২) সত্ত্ব যদি অসত্ত্বাভাবসমানাধিকরণস্বাভাবক হয়, তবে সত্ত্ব অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী পক্ষে ছয়টী তর্কের ফল।

এইরূপে উক্ত তিনটী পক্ষে ছয়টী তর্ক হইল। আর তদ্দ্বারা সত্ত্বা-ভাব এবং অসত্ত্বাভাবের সামানাধিকরণ্যাভাব সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ সত্ত্বা-ভাব ও অসত্ত্বাভাব একাধিকরণে থাকিতে পারে না—ইহাই সিদ্ধ হইল। আর তজ্জন্য এই ছয়টী তর্ক, প্রপঞ্চরূপ পক্ষে সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব এই উভয় সাধ্যের অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইল। প্রকৃতানুমানে **ব্যাঘাত উদ্ভাবনকারীর ইহাই অভিপ্রায়।**

প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত হয় না।

এখন সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উক্ত তিনটী পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষটী অবলম্বন করিয়া ব্যাঘাত দোষ পূর্ব্বপক্ষী দিয়াছেন—তাহাই জিজ্ঞাস্য। যদি পূর্ব্বপক্ষী প্রথম পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে। কারণ, সিদ্ধান্তিগণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়কে পরস্পরের অত্যন্তাভাবস্বরূপ স্বীকার করেন না। সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব—এরূপ কখনই তাঁহারা অঙ্গীকার করেন না।

সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব।

ইহার হেতু সিদ্ধান্তীর মতে **ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপই সত্ত্ব,** আর এই

ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই যে অসত্ত্ব, তাহা নহে। **অদ্বৈতবাদীর মতে অসত্ত্বের স্বরূপ** এই যে, "ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্" অর্থাৎ কোন ধর্ম্মিনিষ্ঠ যে সত্ত্ব, তদ্রূপে প্রতীয়মানত্বের অত্যন্তাভাব। তাহাতে হইল এই যে, যাহা কোনস্থলেই সদ্রূপে প্রতীয়মান হয় না, তাহাই অসৎ। এই যে প্রতীতি তাহা ভ্রমপ্রমাসাধারণ প্রতীতিমাত্র বুঝিতে হইবে। যেহেতু শশবিষাণাদি যে অসদ্ বস্তু, তাহার সদ্রূপে ভ্রমপ্রতীতি ও প্রমাপ্রতীতি, উভয়ই হয় না। ঘটাদি ব্যাবহারিক বস্তু সদ্রূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া প্রতীয়মানত্বের অভাব নাই। সুতরাং অসৎ বলা যায় না। আর সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব অদ্বৈতবাদীর অভিমত সত্ত্ব নহে। এজন্য সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব হইল না।

"ক্বচিদপি উপাধৌ" পদের সার্থকতা।

ঘটাদি যেমন সদ্রূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ঘটাদিগত গুরুত্বাদি ধর্ম্মও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে আরোপিত বলিয়া ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যগত যে সত্ত্ব, তাহা ঘটধর্ম্ম গুরুত্বাদিতে আরোপিত হইয়া ঘটগত গুরুত্বাদি ধর্ম্মও সদ্রূপে (সত্ত্বেন) প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঘটে ও তাহার ধর্ম্ম গুরুত্বাদিতে পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্ব নাই, ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সত্ত্বই ঘটে ও তাহার ধর্ম্মসমূহে আরোপিত হইয়া সদ্রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ঘটাদি দৃশ্যে যে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয়তা আছে, তাহাতে "ঘটঃ সন্" এইরূপ সর্ব্বমতসিদ্ধ প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কিন্তু গুরুত্বাদি অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মসমূহের সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয়তাতে কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু গুরুত্বাদি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার "গুরুত্বং সৎ" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এবং "গুরুত্বং সৎ" এইরূপ অনুমিতিও হইতে পারে না। যেহেতু পক্ষ যে গুরুত্ব তাহাই অসিদ্ধ। এজন্য পতনাদিলিঙ্গক ঘট গুরু—এইরূপ অনুমিতি হইতে পারে। কিন্তু মাত্রগুরুত্বে সত্ত্বপ্রকারক অনুমিতি হইতে পারে না। বস্তুতঃ এইজন্য "ক্বচিদপ্যুপাধৌ" এইটী সত্ত্বের বিশেষণ

দেওয়া হইয়াছে, আর তাহাতে ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যগত যে সত্ত্ব সেই সত্ত্ব লইয়া "ঘটগুরুত্বং সৎ" এইরূপ প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু "গুরুত্বং সৎ" এইরূপ স্বতঃ প্রতীত হইতে পারে না। অতীন্দ্রিয় গুরুত্ব, যাহাতে আশ্রিত হইয়া অনুমিত হইবে, তাহার সত্ত্ব লইয়াই সদ্রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

"সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্ব" পদের অর্থ।

"সত্ত্বেন প্রতীতির" অর্থ সংতাদাত্ম্যে প্রতীতির যোগ্যতা। অর্থাৎ সদ্‌বস্তুর সঙ্গে অভেদে প্রতীতির যোগ্য হওয়া। অধিষ্ঠানচৈতন্যই সৎ, আর তাহাতে আরোপিত বস্তুমাত্র ঘট ও ঘটাদির ধর্ম্ম সৎ নহে, অর্থাৎ ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক বস্তু মাত্র অধিষ্ঠানের সদ্রূপতা লইয়াই সদ্রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক বস্তুতে পৃথক্ সত্তা নাই। সদ্রূপ অধিষ্ঠানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আরোপই, আরোপিত বস্তুর সদ্রূপে প্রতীতিযোগ্য হইবার কারণ। সিদ্ধান্তীর মতে যাহা সদ্‌বস্তুতে আরোপিত নহে, আর এজন্য যাহা সত্ত্বরূপে প্রতীত হইবার অযোগ্য **তাহাই অসৎ**। যেমন, শশবিষাণাদি, সদ্‌বস্তুতে আরোপিত নহে, আর তজ্জন্য সত্ত্বরূপে প্রতীত হইবার যোগ্যও নহে। এজন্য শশবিষাণাদি অসৎ। সিদ্ধান্তী সদ্রূপে প্রতীত হইবার যোগ্য বস্তুকেই সৎ বলেন না। যাহা তিনকালে অবাধ্য **তাহাই সৎ**—ইহাই বলেন। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—ব্যাবহারিক বস্তু তিনকালে অবাধ্য নহে বলিয়া সৎ বলা যায় না, এবং সদ্রূপে প্রতীত হইবার অযোগ্যও নহে বলিয়া অসৎও বলা যায় না। এইরূপ হইবার কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর পরস্পরের অভাবস্বরূপ নহে। এখন তাহা হইলে হইল এই যে, ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণ হইয়া যাহা কোন ধর্ম্মিনিষ্ঠ সত্তার দ্বারা সত্ত্বরূপে প্রতীতিযোগ্য, তাহাই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব, তাহাই অনির্ব্বাচ্যত্ব বা **মিথ্যাত্ব**। আর উক্তরূপ মিথ্যাত্বই প্রকৃতানুমানে

সাধ্য ; সুতরাং প্রপঞ্চ ত্রিকালাবাধ্যও নহে এবং সদ্রূপে প্রতীতির অযোগ্যও নহে । **ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়।** ত্রিকালাবাধ্যত্বের অত্যন্তাভাব ও সংতাদাত্ম্য—এই উভয় ধর্ম্মবত্ত্বই মিথ্যাত্ব। আর তাহার সম্বন্ধী যে প্রপঞ্চ তাহাই পক্ষ। ইহাই উভয়াভাব-সাধ্য-পক্ষের নিষ্কর্ষ।. সিদ্ধান্তী পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মদ্বয়বিবক্ষায় দোষ নাই। তাহার ইহাই তাৎপর্য্য ।৩৫

দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যদোষ পরিহার।

এজন্য মূলকারের এই উভয়াভাবসাধ্যের পরিষ্কার উক্তরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বের অত্যন্তাভাব ও সংতাদাত্ম্য এই উভয়বত্ত্বই সাধ্য। আর এজন্য পূর্ব্বপক্ষী যে শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে **সাধ্যবৈকল্য** দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা আর হইল না। মাধ্ব, সত্ত্ব ও অসত্ত্বের যে অবাধ্যত্ব ও বাধ্যত্বরূপ অর্থ লইয়া শুক্তিরজতে সাধ্যবৈকল্যরূপ দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় না বুঝিয়া। সিদ্ধান্তী, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের যে নির্ব্বচন করিয়াছেন, অর্থাৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব এবং সতের সহিত তাদাত্ম্যরূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহাতে শুক্তিরজতে সাধ্যবৈকল্য হইতে পারে না। কারণ, শুক্তিরজত তিন-কালে অবাধ্য নহে বলিয়া তাহাতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব আছে, এবং সদ্রূপে প্রতীত হয় বলিয়া তাহাতে অসত্ত্বেরও অত্যন্তাভাব আছে। সুতরাং দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইল না।

বিরহস্বরূপ পক্ষের উপসংহার।

যদি সিদ্ধান্তী বাধ্যত্বই অসত্ত্ব বলিতেন, তবে, শুক্তিতে বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব আছে বলিয়া অসত্ত্বের অভাব থাকিতে পারিত না, কিন্তু বাধ্যত্বই অসত্ত্ব নহে, পরন্তু সদ্রূপে প্রতীতিযোগ্যত্বাভাবই অসত্ত্ব। তাহারও বিশদ-ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতাদৃশ অসৎ শশবিষাণাদিই হইয়া থাকে, শুক্তিরজত নহে। আর এজন্য পূর্ব্বপক্ষী যে ব্যাঘাতদোষ

উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, ব্যাঘাত যে তিন রূপে হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্যাঘাতের প্রয়োজক উক্ত তিনটী রূপই প্রকৃতস্থলে নাই। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষী যে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের নির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব ও অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব। কিন্তু ইহা সিদ্ধান্তীর অভিমত নহে। সুতরাং পরস্পরবিরহরূপ হইল না। এজন্য পরস্পরবিরহরূপতাপ্রযুক্ত প্রথম প্রকারে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রথম পক্ষাবলম্বনে যে তর্কদ্বয়, তাহা ইষ্টাপত্তিপরাহত হইল।

বিরহব্যাপক পক্ষের উপসংহার।

আর যে দ্বিতীয়রূপে ব্যাঘাতের কথা বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব ও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব—এই যে পরস্পরবিরহব্যাপকতারূপ দ্বিতীয় কল্প বলা হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতস্থলে হইতে পারে না। কারণ, পরস্পরের বিরহের ব্যাপকতা নাই। যেহেতু ব্যভিচার দোষে উক্ত ব্যাপকতা ভঙ্গ হইয়াছে। কারণ, সত্ত্বাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব বলিতে কি বুঝা যায়? যে যে স্থলে সত্ত্বাভাব সেই স্থলে অসত্ত্ব, ইহা যদি নিয়মিতভাবে সিদ্ধ হয়, তবেই ব্যাপক হইতে পারে। কিন্তু তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, সিদ্ধান্তীর অভিমত সত্ত্বের অত্যন্তাভাববান্ যে শুক্তিরজত, তাহাতে সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই, যেহেতু শুক্তিরজত সদ্রূপে প্রতীতই হয়। উক্ত প্রতীতির যোগ্যত্বাভাবকে অসত্ত্ব বলা হইয়াছে। তাহা শুক্তিরজতে কোথায়? সুতরাং সত্ত্বাভাববিশিষ্ট শুক্তিরজতে সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া সত্ত্বাভাবের ব্যাপক আর অসত্ত্ব হইতে পারিল না। সুতরাং ব্যভিচার হইল। সত্ত্বাভাব অসত্ত্বের ব্যাপ্য না হইয়া ব্যভিচারী হইয়া গেল। **ব্যাপ্য পদের অর্থ—অব্যভিচারী।** ব্যভিচারী হইলে আর ব্যাপ্য হয় না। সুতরাং ব্যভিচারপ্রযুক্ত ব্যাপ্তি নাই বলিয়া ব্যাপ্তির নিরূপকত্বরূপ ব্যাপকত্ব থাকিল না। এইরূপ সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্বের অভাব-

বিশিষ্ট যে শুক্তিরজত, তাহাতে সিদ্ধান্তীর অভিমত সত্ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব ধর্ম্ম আর হইল না। সুতরাং অসত্ত্বাভাব সত্ত্বের ব্যাপ্য না হইয়া ব্যভিচারী হইয়াছে। এজন্য ব্যাপ্তি নাই বলিয়া ব্যাপ্তির নিরূপকতারূপ ব্যাপকতাও নাই। সুতরাং দ্বিতীয় কল্পোক্ত যে তর্কদ্বয়, তাহাও ইষ্টাপত্তিপরাহতই বুঝিতে হইবে।

বিরহব্যাপ্য পক্ষের উপসংহার।

আর যে তৃতীয়রূপে ব্যাঘাত হইতে পারে বলা হইয়াছে, সেই পক্ষে অর্থাৎ অসত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য সত্ত্ব এবং সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব—এই যে পক্ষ এই পক্ষ অত্যন্ত অসমীচীন। কারণ, পরস্পরবিরহের ব্যাপ্যতা ব্যাঘাতের প্রযোজকই নহে। যেহেতু গোত্ব ও অশ্বত্ব পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইয়াও সেই গোত্ব ও অশ্বত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অভাব একই উষ্ট্রাদি ধর্ম্মীতে থাকে। যেহেতু, যে যে স্থলে গোত্ব, সেই স্থলে অশ্বত্বাভাব, এজন্য গোত্ব অশ্বত্বাভাবের ব্যাপ্য এবং যে যে স্থলে অশ্বত্ব সেইস্থলে গোত্বাভাব, সুতরাং অশ্বত্ব গোত্বাভাবের ব্যাপ্য। এইরূপে গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহের ব্যাপ্য হইয়াও যেমন তদুভয়ের অভাব এক উষ্ট্রাদিধর্ম্মীতে সম্ভাবিত হয়, তদ্রূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম, পরস্পর পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য হইয়াও এক প্রপঞ্চ ধর্ম্মীতে উভয়ের অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হইতে পারিবে। সুতরাং যে দুই ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব এক ধর্ম্মীতে থাকে, তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অভাবের ব্যাপ্য হইতে পারে না— এরূপ আপত্তিই করা চলে না। সুতরাং তৃতীয় কল্পের পূর্ব্বোক্ত তর্কদ্বয় হইতেই পারে না। তাদৃশ আপত্তিই অসঙ্গত।

অভিপ্রায় এই যে অসত্ত্ব ধর্ম্ম যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণস্বাভাবক হয়, অর্থাৎ যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাবের অধিকরণে অসত্ত্বেরও অত্যন্তাভাব থাকে—(ইহাই তর্কের আপাদক) তাহা হইলে অসত্ত্ব সত্ত্বাত্যন্তাভাবের ব্যাপ্য হইবে না—এই আপাদ্যের আপত্তি করা চলিতে পারে না।

যেহেতু ব্যাপক সত্ত্বাত্যন্তাভাবটী ব্যাপ্য অসত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ হইয়াছে—ইহাই ত দোষ, পূর্ব্বপক্ষী বলিবেন ; কিন্তু তাহা দোষ হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপক ব্যাপ্য অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি হইলেও তাহাতে ব্যাপ্যতার ভঙ্গ হয় না। ব্যাপ্য নাই, ব্যাপক আছে—এরূপ কোনস্থলে হইলে তাহাতে ব্যাপ্তির ভঙ্গ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা মূলশৈথিল্য দোষদুষ্ট। এজন্য সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য অসত্ত্ব, তুচ্ছ শশবিষাণাদিতে দেখান যাইতে পারে। তুচ্ছে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্ব দুই ধর্ম্মই আছে। প্রপঞ্চে উভয় ধর্ম্মেরই অভাব আছে। সুতরাং যে যদভাবসমানাধিকরণ-স্বাভাবক সে তদভাবের ব্যাপ্য হয় না, অর্থাৎ সত্ত্বাভাবের অধিকরণে অসত্ত্বেরও অভাব আছে বলিয়া অসত্ত্ব, সত্ত্বাভাবের ব্যাপ্য হইবে না—এই যে ব্যাপ্তি, তাহা ব্যভিচারী। এই ব্যভিচার দেখাইবার জন্য মূলকার গোত্ব ও অশ্বত্বের উদাহরণ দিয়াছেন। আর তদ্দ্বারাই ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় পক্ষোক্ত তর্কদ্বয়ে মূলীভূত যে ব্যাপ্তি, অর্থাৎ আপাদ্য আপাদকের ব্যাপ্তি, তাহা ব্যভিচার দোষদুষ্ট বলিয়া মূলশৈথিল্য দোষ হইয়াছে। তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তি ব্যভিচার-দুষ্ট হইলে **মূলশৈথিল্য দোষ** হয়। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম পরস্পর বিরহব্যাপ্য হইলেও ব্যাঘাতের প্রয়োজক নহে। কারণ, সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব শুক্তিরজতেই সম্ভাবিত হয়। অতএব উভয়াভাব-পক্ষে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদত্ত ব্যাঘাত দোষ আর হইল না।

মাধ্বকর্ত্তৃক বিরহব্যাপ্যপক্ষের পুনর্ব্বার সমর্থন।

পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব বলেন যে, সিদ্ধান্তীর উক্তরূপ অসত্ত্বের নিরূপণ অসমীচীন। কারণ, যদিও সিদ্ধান্তী অসত্ত্বনিরূপণ উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্বম্ অসত্ত্বম্" অর্থাৎ যে কোনও ধর্ম্মিনিষ্ঠ যে সত্ত্ব তৎপ্রকারে প্রতীয়মানত্বাভাবই অসত্ত্ব, আর

তাহা হইলে "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এইরূপ সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত আপত্তি আর হইতে পারে না; কারণ, এই আপত্তিতে আপাদ্য আপাদকের অভেদ হইয়া গেল, যেহেতু অসতের অর্থও প্রতীত না হওয়া, আর "ন প্রতীয়েত" এই কথার অর্থও প্রতীত না হওয়া, অর্থাৎ আপাদক—"অসৎ" অর্থ প্রতীত না হওয়া, আর আপাদ্য "ন প্রতীয়েত" অর্থও প্রতীত না হওয়া। সুতরাং সিদ্ধান্তী যেরূপ অসত্ত্ব নিরূপণ করিয়া দোষের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। **এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী** বলেন যে, পূর্ব্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ "অসৎ চেৎ" ইহার অর্থ যদি অসৎ হয়, অর্থাৎ কোন উপাধিতে অর্থাৎ সকল উপাধিতেই সত্ত্বপ্রকারে অপ্রতীয়মান যদি হয়, তবে "ন প্রতীয়েত" অর্থাৎ অপরোক্ষ-রূপে প্রতীত হইবে না। এইরূপে আপাদ্য ও আপাদক ভিন্নই হইয়া গেল। অভিপ্রায় এই যে, যাহা অসৎ তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং আপাদ্য আপাদক এক হইল না—"সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানং চেৎ স্যাৎ প্রত্যক্ষং ন স্যাৎ" এইরূপ তর্কে পর্য্যবসিত হইল। অতএব "ক্বচিদপি উপাধৌ অপ্রতীয়মানত্ব" ইহা প্রত্যক্ষপরোক্ষসাধারণ অপ্রতীয়মানত্ব, কিন্তু "ন প্রতীয়েত" এস্থলে কেবল প্রত্যক্ষ মাত্রকেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" এই আপত্তিতে আর কোন দোষ নাই।

উভয়াভাবপক্ষের উপসংহারবাক্যে বিশিষ্টাভাববত্ত্বের শঙ্কা।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, সদসত্ত্বানধিকরণত্বের দ্বিতীয় প্রকার অর্থ যে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এই অভাবদ্বয়ই সদসত্ত্বা-নধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব—এই উভয়াভাবরূপ সাধ্য দেখাইতে যাইয়া সিদ্ধান্তী যে "তথা চ ত্রিকালাবাধ্যত্ববিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপং সাধ্যং পর্য্যবসিতম্" (৩৪ বাক্য) এইরূপ বিশিষ্টা-ভাবে উপসংহার করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া সঙ্গত হয়? কারণ, উক্ত

সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ অভাবদ্বয়কে সাধ্য করিয়া তাহাকে "ত্রিকালাবাধ্যত্ববিলক্ষণত্বে সতি" এইরূপে বলায় উক্ত অভাব দুইটীকে বিশেষ্যবিশেষণভাবেই বলা হইল। যেহেতু সত্যন্তভাগ বিশেষণরূপে প্রতীত হয়, সতি-সপ্তমীর অর্থই বৈশিষ্ট্য। যদিও "সত্ত্বাত্যন্তাভাবে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাব" এইরূপ বলা হয় নাই, তথাপি "ত্রিকালাবাধ্য-বিলক্ষণত্বে সতি" এইরূপ বলাতেও পূর্ব্বোক্তরূপই অর্থ হইবে। কারণ, "ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি" এরূপ বলিলেও সত্ত্বাত্যন্তাভাবকেই পাওয়া যায়, যেহেতু ত্রিকালাবাধ্যই সৎ, আর এখানে বিলক্ষণত্বপদের অর্থ ভেদ, সুতরাং সতের ভেদই ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্ব অংশের অর্থ। ধর্ম্মীর ভেদ ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবস্বরূপ হয় বলিয়া এস্থলে সতের ভেদ সত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাবই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার কারণ, ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বের অর্থ যদি সতের অন্যোন্যাভাব ধরা যায়, তাহা হইলে পরে বক্তব্য "সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং বা সাধ্যং" এই বাক্যের পুনরুক্তি দোষ হয়। অতএব ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বের অর্থ—অত্যন্তাভাব। সুতরাং "ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি" ইহার অর্থ হইল—সত্ত্বাত্যন্তাভাবে। আর "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্বেন প্রতীয়-মানত্ব" বলায় অসত্ত্বাত্যন্তাভাবকে পাওয়া যায়। কারণ, উক্তরূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব, আর অপ্রতীয়মানত্বের অভাবই প্রতীয়মানত্ব অর্থাৎ অসত্ত্বের অভাব। এখন সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তা-ভাবকে সাধ্য করিলে একটী বিশিষ্ট অভাবকেই পাওয়া গেল। আর এই বিশিষ্টাভাবই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব পদের তৃতীয় প্রকার অর্থ। গ্রন্থকার এরূপ অর্থও সঙ্গত বা অভীষ্ট বলিয়াছেন। সুতরাং সদসত্ত্বা-নধিকরণত্ব পদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার অর্থ অভিন্ন হইয়া যাইতেছে। আর তজ্জন্য **তৃতীয় পক্ষটী পুনরুক্তি দোষদুষ্ট হইয়া পড়িতেছে,** ইত্যাদি।

উক্ত শঙ্কার উত্তর।

ইহার উত্তর এই যে, এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ, ইহা "সতি সপ্তমীর" প্রয়োগ নহে। যেহেতু "ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি" ইহার অর্থ এইরূপ, যথা—"ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্ব" শব্দের অর্থ—ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ যে সত্ত্ব তাহার যে অত্যন্তাভাব তাহা, এবং "সতি" পদের অন্তর্গত "সৎ" অংশের অর্থ—বিদ্যমান। আর "সতি" পদের সপ্তমী বিভক্তির অর্থ আশ্রয়। ইহা "ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্ব" এবং "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্ব"—এতদ্ উভয়গত যে উভয়ত্ব, সেই উভয়ত্বের আধার বা আশ্রয়। সুতরাং এখানে সত্ত্বাত্যন্তাভাবের সহিত অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের বিশেষণবিশেষ্য সম্বন্ধ নহে, কিন্তু আধার-আধেয় ভাব থাকিল। **আধার-আধেয় ভাব হইলে আর একটী বিশিষ্টাভাবের আশঙ্কা থাকিতে পারে না।** অর্থাৎ এখানে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এই উভয়কেই সাধ্য করা হইয়াছে। আর তজ্জন্য উক্ত পুনরুক্তি শঙ্কা ব্যর্থ।

উভয়াভাবপক্ষে অর্থান্তরদোষের শঙ্কা।

৩৯। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় ছিল যে, সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব, এক ধর্ম্মীতে থাকিলেও ধর্ম্মীর সদ্রূপতার হানি হয় না। যেমন নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্ত্ব ও অসত্ত্বধর্ম্ম না থাকিয়াও ব্রহ্ম সদ্রূপ হইতে পারিল, তদ্রূপ প্রপঞ্চরূপ ধর্ম্মীতেও সত্ত্ব ও অসত্ত্বধর্ম্ম না থাকিয়া প্রপঞ্চ সদ্রূপ হইতে পারিবে। অর্থাৎ প্রপঞ্চে মিথ্যাত্বসাধনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মিথ্যাত্বের বিরোধী সদ্রূপত্ব লইয়াই সিদ্ধান্তীর মিথ্যাত্বানুমান পর্য্যবসিত হইল। ইহাতে মিথ্যাত্বরূপ প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া, সদ্রূপ ব্রহ্মের মত প্রপঞ্চের সদ্রূপতাই সিদ্ধ হইল বলিয়া **অর্থান্তরই** হইল। উদ্দেশ্যভূত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ সিদ্ধ হওয়ার নামই অর্থান্তর। এই অর্থান্তর হইলে সিদ্ধান্তীর অনুমান আর সার্থক হইল না।

উক্ত অর্থান্তর শঙ্কার সমাধান।

যদি বলা যায়—প্রপঞ্চ ব্রহ্মের মত সদ্রূপ হইবে—তাহাতে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া প্রপঞ্চের সদ্রূপতাসিদ্ধির দ্বারা অর্থান্তর কিরূপে বলিবে? এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষই প্রপঞ্চের সদ্রূপতাতে প্রমাণ, ইত্যাদি।

কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, প্রপঞ্চের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুর সৎস্বভাবতা স্বীকার না করিয়াও অর্থাৎ প্রপঞ্চের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তু সদ্রূপ না হইলেও সর্ব্বপ্রপঞ্চানুগত এক ব্রহ্মের সদ্রূপতার দ্বারাই প্রপঞ্চান্ত-র্গত প্রত্যেক বস্তুর সৎপ্রতীতি ও সদ্রূপে ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক বস্তুর সদ্রূপে প্রতীতি ও ব্যবহারের জন্য অনন্ত সদ্রূপতা কল্পনা করা অপেক্ষা সর্ব্বপ্রপঞ্চানুগত এক ব্রহ্মকেই সদ্রূপ বলিলে চলিতে পারে। সুতরাং প্রপঞ্চের সদ্রূপতার প্রতীতি ও ব্যবহারের অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত প্রপঞ্চের প্রত্যেক বস্তুকে সদ্রূপ বলা, অর্থাৎ অনন্ত সদ্রূপ কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এক মাত্র ব্রহ্মের সদ্রূপতার দ্বারাই সমস্ত প্রপঞ্চের সদ্রূপতা-প্রতীতি ও ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, ইহাতে বহু লাঘবই হয়। সুতরাং প্রপঞ্চের সদ্রূপতাতে বাধক রহিয়াছে বলিয়া প্রপঞ্চকে সদ্রূপ বলা যায় না। আর এজন্য অর্থান্তরও হয় না। ব্রহ্মে সদ্রূপত্ব প্রমিত, তাহা ভ্রান্ত নহে। আর জগতের সদ্রূপত্বপ্রতীতি যে ভ্রম, তাহা অগ্রে বলা যাইবে। প্রপঞ্চের এই সত্ত্বাভাবসাধ্যক অনুমানই প্রপঞ্চের সদ্রূপত্বাভাবে পর্য্যবসিত হইবে। যেহেতু অনেক সৎ কল্পনাই বাধক তর্ক। অনেক সৎ-কল্পনারূপ বাধক তর্কসহকারে প্রপঞ্চের সত্ত্বাভাবানুমানই প্রপঞ্চের সদ্রূপত্বাভাবের গ্রাহক হইবে। সুতরাং **প্রপঞ্চের সদ্রূপতার দ্বারা অর্থান্তর হইতে পারে না।** "ঘটঃ সন্, পটঃ সন্," এইরূপ সমস্ত সদাকার বুদ্ধিতে সদ্রূপ ব্রহ্মই সমস্ত প্রপঞ্চে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানীভূত সদ্রূপ ব্রহ্মে সমস্ত

প্রপঞ্চই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আরোপিত বলিয়া সদ্রূপ অধিষ্ঠানই সর্ব্বত্র সৎ-প্রতীতিতে বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। আর তাহাতে অতি লাঘব হয়। প্রপঞ্চের প্রত্যেক বস্তুকে সদ্রূপ বলিতে গেলে **অনন্ত সদ্রূপতা কল্পনা হয়, তাহা মহাগৌরব।**

প্রত্যক্ষদ্বারাও প্রপঞ্চের সদ্রূপতা সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায় "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রমিতত্ব ও সাক্ষিত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মের যেরূপ সদ্রূপতা সিদ্ধ আছে, সেইরূপ প্রপঞ্চেরও "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমিতত্বপ্রযুক্ত তাহারও সদ্রূপতা সিদ্ধ হইবে? কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, **প্রত্যক্ষাদির যে ব্যাবহারিক প্রামাণ্য পারমার্থিক নহে, তাহা অগ্রে বলা যাইবে।** সুতরাং ব্যাবহারমাত্রসাধক অপারমার্থিক প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা প্রপঞ্চের সদ্রূপতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মের সদ্রূপতা ব্যবহার-মাত্রসাধক—প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ এরূপ নহে। তাহা তত্ত্বাবেদক শ্রুতি-প্রমিত। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সত্তাজাতিপ্রযুক্ত প্রপঞ্চের সদ্রূপতা সিদ্ধ হয় না।

আর **তার্কিকগণ** যে, সত্তাজাতির সম্বন্ধপ্রযুক্ত ঘটপটাদির সদ্রূপতা-প্রতীতি হইয়া থাকে—বলেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম যখন সদ্রূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ "দ্রব্যং সৎ, গুণঃ সন্, কর্ম্ম সৎ" এইরূপ প্রতীত হয়, সেই স্থলে সমবায়সম্বন্ধে সত্তাজাতি বিশেষণ হয়। আর সামান্যাদি যখন সদ্রূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ "জাতিঃ সতী, দ্রব্যত্বং সৎ, সমবায়ঃ সন্, বিশেষঃ সন্" এইরূপ প্রতীত হয়, তখন সত্তাজাতি সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ একার্থসমবায় সম্বন্ধে বিশেষণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে "দ্রব্যং সৎ" ও "দ্রব্যত্বং সৎ" এইরূপ অনুগত প্রতীতিতে বিশেষণ সত্তা অনুগত হইলেও সম্বন্ধ অনুগত নহে। পূর্ব্বস্থলে সমবায় এবং দ্বিতীয় স্থলে একার্থসমবায় সম্বন্ধ হইয়া থাকে। সম্বন্ধের অনুগতি

ভিন্ন অনুগত প্রতীতি হইতে পারে না। হইলে, অর্থাৎ **অনুগত-বিষয়নিরপেক্ষই অনুগতপ্রতীতি স্বীকার করিলে বৌদ্ধ-মতে প্রবেশ হয়।** অনুগতরূপে প্রতীতিতে বিশেষণ ও সম্বন্ধ উভয়ই অনুগত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু উভয়ই প্রতীতির বিষয়। কিন্তু সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রপঞ্চানুগত হইয়া ভাসমান হইলে যেমন বিশেষণের অনুগতি, সেইরূপ সম্বন্ধেরও অনুগতি রক্ষিত হয়। সর্ব্বত্র প্রপঞ্চে সদ্রূপ প্রতীতিতে এক সদ্রূপ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিশেষণরূপে প্রতীত হয়, এবং এক সৎতাদাত্ম্যসম্বন্ধেই প্রতীত হয়। যেহেতু ব্রহ্মে সমস্ত প্রপঞ্চ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আরোপিত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঘটাদি দ্রব্য যেমন ব্রহ্মে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে আরোপিত, তদ্রূপ ঘটত্বাদি সামান্যও ব্রহ্মে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আরোপিত। এইজন্য মূলকার **"একেনৈব সর্ব্বানুগতেন"** এই কথাই বলিয়াছেন।

তার্কিক মতে দোষ।

আর **তার্কিকমতে দোষ হয়** এই যে, তাহাতে অনুগত ব্যব-হারের অভাবপ্রসঙ্গ হয়। বিশেষণ ও সম্বন্ধের অনুগতি ভিন্ন অনুগত-প্রতীতি হয় না, **তার্কিকমতে সম্বন্ধের অনুগতি নাই।** "ঘটঃ সনঃ" ইত্যাদি অনুগত সৎপ্রতীতিতে সম্বন্ধের অনুগতি নাই বলিয়া অনুগত প্রতীতি হইতে পারে না।

মাধ্বমতেও দোষ।

আর **মাধ্বমতেও** প্রপঞ্চের প্রত্যেক বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ সৎস্বরূপ বলিলে তদ্দ্বারা অনুগত সৎপ্রতীতি হইতে পারে না। অনুগত বিষয় বিনা অনুগত প্রতীতি হয় না। বিষয় অনুগত না থাকিয়াও যদি প্রতীতি অনুগত হয়, তবে বিষয়নিরপেক্ষ প্রতীতি স্বীকার করা হয়, এবং তাহার ফলে বৌদ্ধমতে প্রবেশ হয়, অর্থাৎ প্রতীতির দ্বারা আর বিষয়ের ব্যবস্থা হয় না। **মাধ্বমতে** বাধ্যত্বাভাবই সত্ত্ব, এবং বাধ্যত্বই

অসত্ত্ব। সুতরাং "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতিতে বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ব-**বৈশিষ্ট্য** সিদ্ধ হয় না। বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ব যে প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না তাহা প্রত্যক্ষবাধোদ্ধার পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে বলা যাইবে। এই প্রতীতিতে সদ্রূপ শুদ্ধ ব্রহ্মই তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। আর **তার্কিকাদির** মতেও শুদ্ধ সত্তাজাতিই বিশেষণ হয়। কিন্তু বাধ্যত্বাভাবরূপ যে সত্ত্ব সেই সত্ত্ববৈশিষ্ট্য উক্ত "ঘটঃ সন্" প্রতীতিদ্বারা সিদ্ধ হইল কিরূপে? আর "ঘটঃ অবাধ্যঃ" এই প্রতীতির দ্বারাও বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ববৈশিষ্ট্য সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত প্রতীতি অবাধ্যব্রহ্মতাদাত্ম্যবিষয়ক বলিয়াই উপপন্ন হয়। সুতরাং বাধ্যত্বাভাবের সহিত প্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্য উক্ত প্রতীতির বিষয় হয়—ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। "সন্ ঘটঃ" এই প্রতীতির অনুরোধে সদ্রূপ ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের তাদাত্ম্য বিষয় হইয়া থাকে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর তদ্দ্বারাই "ঘটঃ অবাধ্যঃ" এই প্রতীতিও উপপন্ন হইতেছে, আর বৃথা বাধ্যত্বাভাব ও প্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক উক্ত প্রতীতি বলিতে যাইব কেন? সুতরাং **মাধ্বগণের** উক্ত আপত্তি বা অর্থান্তরতা প্রদর্শন অকিঞ্চিৎকর। আর **তার্কিকমতে** সত্তাজাতিদ্বারা যে সৎপ্রতীতির উৎপাদন, তাহা যে অসঙ্গত, তাহা বলাই হইয়াছে।

অর্থান্তর দোষোদ্ধারের নিষ্কর্ষ।

এই অর্থান্তর দোষ উদ্ধারের নিষ্কর্ষ এই যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম না থাকিয়াও নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম সদ্রূপ, তাহা শ্রুতিপ্রমিত, আর সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম না থাকিয়াও প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মের ন্যায় সদ্রূপ হইতে পারিবে, তাহাতে প্রমাণাভাব ও অনুগত ব্যবহারের উচ্ছেদরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গস্বরূপ বহু বাধা আছে। এজন্য প্রকৃতানুমানদ্বারা প্রপঞ্চের সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব সিদ্ধ হইতে কোন বাধক নাই। সুতরাং উভয়াভাব-পক্ষে অর্থান্তরতা দোষ হইতে পারে না।৩৯

সিদ্ধান্তপক্ষে সাধ্যান্তর নির্দ্দেশ।

সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং বা সাধ্যম্।৪০। তথা চ উভয়াত্মকত্বে অন্যতরাত্মকত্বে বা তাদৃগ্‌ভেদাসম্ভবেন তাভ্যাম্ অর্থান্তরানবকাশঃ। ৪১। ন চ অসত্ত্বব্যতিরেকাংশস্য অসদ্‌ভেদস্য চ প্রপঞ্চে সিদ্ধত্বেন অংশতঃ সিদ্ধসাধনম্ ইতি বাচ্যম্; গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং সমানাধিকৃতত্বাৎ ইতি ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে তার্কিকাদ্যঙ্গীকৃতস্য ভিন্নত্বস্য সিদ্ধৌ অপি উদ্দেশ্যপ্রতীত্যসিদ্ধেঃ যথা ন সিদ্ধসাধনং, তথা প্রকৃতেঽপি মিলিতপ্রতীতেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনম্। ৪২। যথা চ তত্রাভেদে* ঘটঃ কুম্ভঃ ইতি সামানাধিকরণ্যপ্রতীতেঃ অদর্শনেন মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা, তথা প্রকৃতেঽপি সত্ত্বরহিতে তুচ্ছে দৃশ্যত্বাদর্শনেন মিলিতস্য তৎপ্রযোজকতয়া মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা ইতি সমানম্। ৪৩॥

অনুবাদ।

৪০। "যেমন ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাহাতে সত্ত্বধর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্ম সদ্রূপ বলিয়া মিথ্যা নহে—সেইরূপ প্রপঞ্চে সত্তারূপ ধর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্মের মত প্রপঞ্চ সদ্রূপ হইতে পারিবে, আর তাহাতে প্রপঞ্চের, ব্রহ্মের মত সত্যত্বও উপপন্ন হইবে,—"এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী অর্থান্তরতা দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধান্তীও তাহার সমাধান বলিয়াছেন। সম্প্রতি প্রপঞ্চে সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম না থাকিলেও ব্রহ্মের মত সদ্রূপ বলিয়া প্রপঞ্চের অমিথ্যাত্ব উপপন্ন হয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত আশঙ্কা স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তী "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" এই ন্যায়ে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় সাধ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য সাধ্য

---

* তত্রাভেদে=তত্ত্বাভেদে—ইতি পাঠান্তরম্।

নির্দ্দেশ করিতেছেন, যাহাতে আর অর্থান্তরতা দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারিবে না। সেই সাধ্যটী হইতেছে—সতের ভেদ ও অসতের ভেদরূপ ধর্ম্মদ্বয়। ইহাই মূলকার **"সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতি-যোগিকভেদদ্বয়ং বা সাধ্যং"** এই বাক্যে বলিয়াছেন।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রপঞ্চ সত্ত্বরূপ ধর্ম্মরহিত হইয়াও ব্রহ্মের মত সদ্রূপ হইতে পারিবে—এরূপ আশঙ্কা পূর্ব্বপক্ষী করিতে পারিলেও প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিকভেদ সিদ্ধ হইলে সেই প্রপঞ্চকে আর কোনরূপে সদ্রূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, সদ্‌ভিন্ন প্রপঞ্চ সৎ ইহা কেহই বলিতে সমর্থ হয় না।৪০

৪১। এখন সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় সাধ্য পরিত্যাগ করিয়া সৎপ্রতিযোগিক ও অসৎপ্রতিযোগিক ভেদদ্বয়ই সাধ্য বলিয়া বিবক্ষিত এরূপ বলা হইয়াছে। এই সাধ্যের অন্তর্গত ভেদটী আত্যন্তিক ভেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার অর্থ—সদ্ বস্তুতে অবৃত্তি যে সদ্‌ভেদ তাহাই আত্যন্তিক সদ্‌ভেদ। এইরূপ অসদ্ বস্তুতে অবৃত্তি যে অসদ্‌ভেদ তাহাই আত্যন্তিক অসদ্‌ভেদ। সুতরাং হইল এই যে, সদ্-বস্তুতে অবৃত্তি সদ্‌ভেদ ও অসদ্ বস্তুতে অবৃত্তি অসদ্‌ভেদ এই ভেদদ্বয়ই সাধ্য। ইহাই **তথা চ**—এই বাক্যে বলিতেছেন। এই বাক্যের অর্থ—উক্ত রূপ ভেদদ্বয়কে সাধ্যরূপে বিবক্ষা করাতে। **"উভয়াত্মকত্বে"**—অর্থ—প্রপঞ্চকে উভয়াত্মক বলিয়া স্বীকার করিলে, অর্থাৎ প্রপঞ্চ সদ-সদাত্মক এরূপ স্বীকার করিলে, এবং **"অন্যতরাত্মকত্বে"** অর্থ—প্রপঞ্চ সন্মাত্রাত্মক অথবা অসন্মাত্রাত্মক বলিয়া স্বীকার করিলে **"তাদৃগ্‌ভেদা-সম্ভবেন"**—সদাত্মক প্রপঞ্চে তাদৃগ্‌ভেদ অর্থাৎ সৎপ্রতিযোগিক আত্য-ন্তিক ভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগিক আত্যান্তিক ভেদ—এই ভেদদ্বয় পূর্ব্বপক্ষীর মতে অসিদ্ধ বলিয়া এবং প্রপঞ্চ সন্মাত্রাত্মক হইলেও সৎ-প্রতিযোগিক আত্যন্তিকভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগিক আত্যন্তিকভেদ

পূর্ব্বপক্ষীর মতে অসিদ্ধ বলিয়া এবং প্রপঞ্চ অসন্মাত্রাত্মক হইলে উক্তরূপ ভেদদ্বয় অসিদ্ধ বলিয়া। **"তাভ্যাং"** অর্থ—প্রপঞ্চের উভয়াত্মকত্ব অর্থাৎ সদসদাত্মকত্ব এবং অন্যতরাত্মকত্ব অর্থাৎ প্রপঞ্চের সন্মাত্রাত্মকত্ব অথবা অসন্মাত্রাত্মকত্ব লইয়া। **"অর্থান্তরানবকাশঃ"** অর্থ—অর্থান্তরতা দোষের সম্ভাবনা নাই। ইহা হইলে পূর্ব্বপক্ষিগণ আর অর্থান্তরতা দোষ দেখাইতে পারিবেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রপঞ্চে সৎ ও অসতের আত্যন্তিক ভেদ সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চকে সদসৎস্বরূপ স্বীকার করিয়া অর্থান্তরতা দোষের উদ্ভাবন হইতে পারে না। এইরূপ প্রপঞ্চকে কেবল সৎস্বরূপ অথবা কেবল অসৎস্বরূপ স্বীকার করিয়াও অর্থান্তরতা দোষের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে না।

এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্যটীকাগ্রন্থে প্রপঞ্চকে উভয়াত্মক অর্থাৎ সদসদাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—শুক্তিতে যখন রজতভ্রম হয়, তখন পারমার্থিক সত্য শুক্তিরূপ ধর্ম্মীতে পারমার্থিক সত্য রজতত্ব ধর্ম্ম অলীকসম্বন্ধে ভাসমান হইয়া থাকে। রজতত্বপ্রতিযোগিক শুক্ত্যনুযোগিক সমবায় অলীক। এই সম্বন্ধ অলীক হইলেও সদ্‌বস্তুর দ্বারা উপরক্ত বলিয়া ভাসমান হইয়া থাকে। সদ্‌বস্তুর দ্বারা উপরক্ত অসৎসম্বন্ধ ভাসমান হয়। অসৎসম্বন্ধ, সম্বন্ধী সদ্‌বস্তুর সহিত ভাসমান হইতে পারে। কিন্তু অসৎসম্বন্ধী ভাসমান হইতে পারে না—ইহাই তাঁহাদের মত। আর এজন্য ভ্রমবিষয়ীভূত অলীক-সংসর্গবিশিষ্টরূপে প্রপঞ্চও অলীক বা অসৎ। আর অন্যরূপে অর্থাৎ প্রপঞ্চ স্বরূপতঃ সৎ। আর এইরূপে উক্ত তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে প্রপঞ্চসদসদাত্মক হইয়া থাকে। এই সদসদাত্মক প্রপঞ্চবাদিগণের মতেও প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিক ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়রূপ সাধ্য সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চ মিথ্যারূপেই পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু অর্থান্তরতার কোন অবকাশ থাকিবে না।

আর টীকাকারের মতে ভ্রমবিষয়কসংসর্গ অলীক হইলেও নব্য-তার্কিকগণের মতে ভ্রমবিষয়ীভূত সংসর্গও দেশান্তরস্থিত বলিয়া সত্য ; সুতরাং প্রপঞ্চ সত্যই বটে ; অর্থাৎ সদাত্মকই বটে। এইরূপে যাঁহারা প্রপঞ্চকে সন্মাত্রাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিক আত্যন্তিক ভেদ সিদ্ধি হইলে সেই প্রপঞ্চ মিথ্যারূপেই পর্য্যবসিত হইবে—আর তাহা সদ্রূপ বলিয়া অর্থান্তরতা দোষের অবকাশ থাকিবে না। আর সাকারবাদী বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বাহ্য অর্থ নাই। বিজ্ঞানই জ্ঞেয়রূপে ভাসমান হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন—বিষয় যদি বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তবে বিষয় আর জ্ঞেয় হইতে পারিবে না। যেহেতু বিজ্ঞানমাত্রই জ্ঞেয় হইয়া থাকে। এজন্য তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অসদ্রূপতাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং "প্রপঞ্চ অসন্মাত্রাত্মক" এই বৌদ্ধমতে প্রপঞ্চে অসৎ-প্রতিযোগিক আত্যন্তিকভেদরূপ সাধ্য সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চ মিথ্যাই হইয়া পড়িবে, কিন্তু অর্থান্তরতাদোষের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপে প্রপঞ্চের সদসদ্-উভয়াত্মকত্ববাদী তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে বা সদা-ত্মকত্ববাদী মাধ্বাদি তার্কিক মতে, অথবা অসদাত্মকত্ববাদী বৌদ্ধমতে প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়রূপ সাধ্যসিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই লব্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু সৎ, অসৎ ও সদসৎ এই কোটিত্রয় হইতে উত্তীর্ণবস্তুই অনির্ব্বাচ্য বা মিথ্যা। আর যদিও এইরূপে প্রপঞ্চে সত্ত্বধর্ম্মের অভাব ব্রহ্মের ন্যায় প্রপঞ্চে সদ্রূপতার বিঘাতক না হয়, তথাপি প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিকভেদ সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চের সদ্রূপতার উপমর্দ্দন অবশ্যই করিবে। ইহাই হইল সাধ্যান্তর, অনুধাবনে মূলকারের অভিপ্রায়।৪১

৪২। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে সাধ্য করিলে অথবা সৎপ্রতিযোগিক ও অসৎপ্রতিযোগিক ভেদদ্বয়কে সাধ্য

করিলে অর্থান্তরতা দোষ হয় না—ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত দ্বিবিধ সাধ্যপক্ষেই পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণ যে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের আশঙ্কা করিয়া থাকেন, তাহার পরিহার করিবার জন্য মূলকার, পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণের বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন—**ন চ অসত্ত্বব্যতিরেকাংশস্য........বাচ্যম্।** ইহার অর্থ—অভাবদ্বয়সাধ্যপক্ষে অসত্ত্বধর্ম্মের অভাবরূপসাধ্যাংশ অথবা ভেদদ্বয়সাধ্যপক্ষে অসদ্‌ধর্ম্মীর ভেদরূপ সাধ্যাংশ প্রপঞ্চরূপ পক্ষে অর্থাৎ ধর্ম্মীতে মাধ্বগণের মতে সিদ্ধই আছে বলিয়া সাধ্যের একাংশের সিদ্ধিপ্রযুক্ত অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ ঘটিতেছে, ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণ প্রপঞ্চকে সন্মাত্রস্বরূপ স্বীকার করেন বলিয়া তাহাতে অসত্ত্বত্যন্তাভাব বা অসদ্‌ভেদ সিদ্ধই আছে, বলেন।

এস্থলে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ-উদ্ভাবনকারী পূর্ব্বপক্ষিগণের প্রতি বক্তব্য এই যে, সন্মাত্রস্বরূপ প্রপঞ্চে অত্যন্তাভাবদ্বয় সাধ্যের অন্তর্গত কেবল অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের অথবা ভেদদ্বয়সাধ্যের অন্তর্গত কেবল অসদ্‌ভেদের সিদ্ধি আছে বলিয়া উক্ত দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না, কারণ সিদ্ধসাধনতা দোষ তবেই হইতে পারিত, যদি কেবল অসত্ত্বাত্যন্তাভাব বা অসদ্‌ভেদমাত্রই সাধ্য হইত। কিন্তু মাধ্বমতে প্রপঞ্চে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও সদ্‌ভেদ্—অসিদ্ধ। এই অসিদ্ধ সত্ত্বাত্যন্তাভাবের সহিত অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসিদ্ধ সদ্‌ভেদের সহিত অসদ্‌ভেদ সাধ্যরূপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং অসিদ্ধ সত্ত্বাত্যন্তাভাব বা সদ্‌ভেদের সহিত কথিত অসত্ত্বাত্যন্তাভাব বা অসদভেদ সিদ্ধ হইলেও অসিদ্ধই বটে। অসিদ্ধ সহচরিত সিদ্ধও অসিদ্ধ। সুতরাং অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা নাই—আর এজন্য পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণের আশংকাই অসঙ্গত।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণ বলেন যে, ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, সিদ্ধধর্ম্ম অসিদ্ধ ধর্ম্মের সহিত উচ্চারিত হইলেই অসিদ্ধ হয় না। যদি অসিদ্ধ ধর্ম্মের সহিত উচ্চরিত সিদ্ধ ধর্ম্ম ও অসিদ্ধ হইত, তবে "পর্ব্বতো

বহ্নিমান্ পাষাণবাংশ্চ” এইরূপ অনুমানস্থলেও পর্ব্বতে বহ্নিমত্ত্ব ধর্ম্ম অসিদ্ধ আছে বলিয়া বহ্নিমত্ত্ব সহোচ্চারিত সিদ্ধ পাষাণবত্ত্ব ধর্ম্মও অসিদ্ধই হইত। সুতরাং উক্ত অনুমানস্থলে আর অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করা যাইত না। কিন্তু পর্ব্বতে পাষাণবত্ত্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ বলিয়া অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ সর্ব্বমতসিদ্ধই বটে।

পূর্ব্বপক্ষিগণের এইরূপ সমাধানে পুনর্ব্বার আপত্তি হয় যে, যদি পূর্ব্বপক্ষিগণের প্রদর্শিতরূপে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ হয়, তবে, “পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে, গন্ধবত্ত্বাৎ,” এইরূপ নির্দ্দোষ প্রসিদ্ধানুমানেও সিদ্ধসাধনতা দোষ হইয়া পড়ে। কারণ, পৃথিব্যাদি নয়টী দ্রব্য, এবং গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই চতুর্দ্দশটী পদার্থের মধ্যে পৃথিবীভিন্ন জলাদি ত্রয়োদশটী পদার্থের ভেদ উক্ত অনুমানে সাধ্য হইয়াছে, আর তাহা “ঘটো ন জলাদিঃ” এইরূপ প্রতীতিদ্বারা ঘটত্বাবচ্ছেদে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধই আছে। এজন্য ঘটরূপ পৃথিবীতে উক্ত ত্রয়োদশ ভেদ সিদ্ধবলিয়া অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষই হইতেছে। আর তাহাতে উক্ত নির্দ্দোষ অনুমানও দুষ্টই হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব বলেন যে, এরূপ আশঙ্কাও অসঙ্গত। কারণ, “পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে” এইরূপ অনুমানস্থলে জলাদি ত্রয়োদশটী পদার্থের ভেদের মধ্যে একটী ভেদও পৃথিবীত্ব ধর্ম্মোপহিত ধর্ম্মীতে সিদ্ধ নাই। অর্থাৎ “ঘটো ন জলাদিঃ” এইরূপ প্রতীতি প্রসিদ্ধ থাকিলেও “পৃথিবী ন জলং এইরূপ প্রতীতি প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনাও নাই। আর এজন্য “পৃথিবী ইতরেভ্যঃ ভিদ্যতে” এই অনুমানকে দুষ্ট বলা যাইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতস্থলে প্রপঞ্চরূপ ধর্ম্মীতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব বা সদ্‌ভেদ মাধ্বমতে সিদ্ধ না থাকিলেও সাধ্যাংশঅসত্ত্বাত্যন্তাভাব বা অসদ্‌ভেদ সিদ্ধই আছে বলিয়া অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ অবশ্যই হইবে। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণের এইরূপ আশংকার সমাধান করিবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—"**গুণাদিকং..........ন সিদ্ধসাধনম্।**" ইহাতে মূলকারের অভিপ্রায় এই যে, যদি নানা ধর্ম্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক হয়, অথবা যদি নানা ধর্ম্ম পক্ষতাবচ্ছেদক হয়, তবেই অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বপক্ষী সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নানা মনে করিয়া অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিন্তু, তাহা নহে। প্রকৃতস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের নানাত্ব নাই। এজন্য অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা নাই। কারণ, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অথবা সৎপ্রতিযোগিকভেদ ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ের উভয়ত্বরূপে সিদ্ধিই অনুমিতির উদ্দেশ্য। প্রত্যেকরূপে সিদ্ধি অনুমিতির উদ্দেশ্য নহে। উভয়ত্বধর্ম্মসাধ্যতাবচ্ছেদক একটীই হইতেছে নানা নহে। উভয়ত্বরূপে সাধ্যসিদ্ধি অনুমিতির উদ্দেশ্য বলিয়া প্রত্যেকরূপে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, যেস্থলে উভয়ত্বরূপে সাধ্যসিদ্ধি অনুমিতির উদ্দেশ্য হয়, সেস্থলে প্রত্যেকরূপে সিদ্ধি যে প্রতিবন্ধক হয় না, তাহাই দেখাইবার জন্য মূলকার দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন—**গুণাদিকম্** ইত্যাদি।

এই দৃষ্টান্তের অর্থ এই যে, "**গুণাদিকং** অর্থাৎ গুণ, ক্রিয়া, জাতি, বিশিষ্টরূপ, অবয়বী ও অংশী, **গুণ্যাদিনা** অর্থাৎ গুণীর দ্বারা, ক্রিয়াবানের দ্বারা, ব্যক্তিদ্বারা, কেবলরূপের দ্বারা, অবয়বের দ্বারা, অংশ দ্বারা, **ভিন্নাভিন্নং** অর্থাৎ ভেদাভেদ-উভয়বৎ। তাহাতে হইল এই যে, গুণ গুণিপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ-উভয়বান্, ক্রিয়া ক্রিয়াবৎপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ উভয়বতী, জাতি ব্যক্তিপ্রতিযোগিকভেদাভেদ-উভয়বতী, বিশিষ্টরূপ কেবলরূপপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ-উভয়বৎ, অবয়বী অবয়বপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ-উভয়বান্, অংশী অংশপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ উভয়বান্, ইত্যাদি।

এখন **গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং** এই অনুমানের প্রতি যে হেতু প্রদত্ত হইয়াছে তাহা **"সমানাধিকৃতত্ব"**। ইহার অর্থ—এক বিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্ব নহে। যেহেতু এরূপ বলিলে "ঘটঃ কলসঃ" ইত্যাদি স্থলে একবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্ব আছে। ঘট ও কলস—পদ দুইটী এক প্রথমা-বিভক্ত্যন্ত হইয়াছে। ঘট ও কলস এই দুইটী পদদ্বারা একটী ব্যক্তিকেই বুঝায়, অর্থাৎ পদ দুইটীর অর্থ অত্যন্ত অভিন্ন। এজন্য ভেদাভেদ উভয়-বত্ত্বরূপ সাধ্য উক্তস্থলে থাকিতেছে না। একবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্বরূপ হেতু "ঘটঃ কলসঃ" ইত্যাদিস্থলে আছে, কিন্তু ভেদাভেদ উভয়বত্ত্বরূপ সাধ্য নাই বলিয়া উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইতেছে, এই ব্যভিচার দোষ নিবন্ধন একবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্ব হেতু হইতে পারে না, অর্থাৎ সমানাধি-কৃতত্বের অর্থ—একবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্ব হইতে পারে না।

এইরূপ সমানাধিকৃতত্ব যে হেতুটী তাহার অর্থ "বিশেষণবিশেষ্যভাবে ব্যবহ্রিয়মানত্ব"ও বলা যায় না। কারণ, তাহাতেও পূর্ব্ববৎ ব্যভিচার দোষই হয়। "ভূতলে ঘটঃ" ইত্যাদি স্থলে 'ভূতলে' পদের অর্থ যে ভূতল-নিরূপিতবৃত্তিতা, তাহা ঘটের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলেও সাধ্য যে ভেদাভেদ তাহা নাই বলিয়া ব্যভিচারী হইতেছে।

এজন্য উক্ত সমানাধিকৃতত্ব হেতুর অর্থ বলিতে হইবে **"অভেদ-সংসর্গকধীবিশেষ্যত্বযোগ্যত্ব"** অর্থাৎ অভেদসম্বন্ধে জ্ঞানের বিশেষ্য-ত্বের যোগ্যতা। এই অভেদসংসর্গকধীবিশেষ্যত্বযোগ্যত্ব "ঘটঃ কলসঃ" ইত্যাদিস্থলে নাই বলিয়া আর ব্যভিচার দোষের সম্ভাবনা নাই।

আর এই অভেদসংসর্গকধী অর্থাৎ বুদ্ধি প্রমারূপই বুঝিতে হইবে, আর তাহাতে অভেদসংসর্গক প্রমাবিশেষ্যত্বযোগত্বই অর্থ হইবে। প্রমারূপ না বলিলে অভেদসংসর্গক ভ্রমের বিশেষ্যত্ব লইয়া "ঘটঃ পটঃ" ইত্যাদিস্থলে ব্যভিচার দোষ হইয়া পড়ে।

এখন কথা হইতেছে যে, প্রকৃতস্থলে গুণগুণীপ্রভৃতির অভেদসংসর্গক

প্রমার বিশেষ্যযোগ্যত্বই ভেদাভেদসাধক হেতু হইবে। আর এই গুণ-গুণ্যাদির অভেদসংসর্গক প্রমা তার্কিকাদির মতে অসিদ্ধ। যেহেতু তার্কিকগণ গুণগুণ্যাদির অত্যন্তভেদই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের অভেদবুদ্ধি প্রমারূপ হইতেই পারে না। সেজন্য হেতুর অপ্রসিদ্ধিদোষ হয়। তার্কিকগণের মতে হেতুর অপ্রসিদ্ধিদোষবারণের জন্য, অভেদ-সংসর্গকপ্রমাপদের অর্থ এইরূপ বলিতে হইবে যে, তার্কিকগণের অভিমত সমবায় ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধভিন্ন যে সংযোগাদি সম্বন্ধ, সেই যোগাদি সম্বন্ধের অন্যতম সম্বন্ধে গুণ্যাদি বিশেষণক যে বুদ্ধি তদ্‌ভিন্ন গুণ্যাদি বিশেষণক যে বুদ্ধি, তাহাই এস্থলে গুণগুণ্যাদির অভেদসংসর্গক প্রমাশব্দদ্বার বুঝিতে হইবে।

"ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে" অর্থাৎ ভেদাভেদবাদী ভট্ট সাংখ্য পাতিঞ্জল বৌদ্ধ মাধ্ব প্রভৃতি তার্কিকগণের প্রতি "গুণাদিকং গুণ্যা-দিনা ভিন্নাভিন্নং সমানাধিকৃতত্বাৎ" এইরূপ ন্যায় প্রয়োগ করিলে **"তার্কিকাদ্যঙ্গীকৃত"** অর্থাৎ গুণগুণীপ্রভৃতির ভেদ তার্কিকগণের মতে সিদ্ধ থাকিলেও এই ভেদাভেদ অনুমানে যেমন অংশতঃসিদ্ধসাধন হয় না; কারণ **"উদ্দেশ্যপ্রতীত্যসিদ্ধেঃ"** অর্থাৎ উক্ত ন্যায়প্রয়োগের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত যে গুণাগুণ্যাদির ভেদাভেদ-উভয়বত্বপ্রতীতি তাহার অসিদ্ধিই আছে; ভেদাভেদ উভয়বত্বপ্রতীতি উক্ত ন্যায়প্রয়োগের উদ্দেশ্য বলিয়া ভেদ মাত্রের বা অভেদমাত্রের সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় নাই। এজন্য **"যথা ন সিদ্ধসাধনম্"** যেমন এই স্থলে তার্কিকগণ সিদ্ধ-সাধনতা দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না, **"তথা প্রকৃতেঽপি"** সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও উক্ত মিথ্যাত্বসাধক ন্যায়প্রয়োগেও, **"মিলিত-প্রতীতেঃ"** মিলিতপ্রতীতির অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তা-ভাবরূপ-উভয়বত্ত্ব প্রতীতির অথবা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদরূপ উভয়বত্ত্ব প্রতীতির **"উদ্দেশ্যত্বাৎ"** অর্থাৎ উক্ত মিথ্যাত্বসাধক ন্যায়প্রয়োগ-

তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত বলিয়া, **"ন সিদ্ধসাধনম্"** অর্থাৎ সিদ্ধসাধন দোষ হয় না। অর্থাৎ উভয়ত্বরূপে অনুমিতি হইতে গেলে প্রত্যেকরূপে সিদ্ধি তাহার প্রতিবন্ধক হয় না। এজন্য প্রকৃতস্থলেও মাধ্বপ্রভৃতি প্রতিবাদি-গণ অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, এস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নানা হয় নাই, কিন্তু উভয়ত্বরূপ একটী ধর্ম্মই সাধ্যত্বাবচ্ছেদক হইয়াছে। এরূপ হইলেও যদি মিথ্যাত্বসাধক ন্যায়প্রয়োগে মাধ্বগণ অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করেন, তবে মাধ্বগণের "গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং, সমানাধিকৃতত্বাৎ" এই ন্যায়প্রয়োগেও অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ দুষ্পরিহর হইয়া উঠিবে। কারণ, মাধ্বগণও গুণাদির সহিত গুণ্যাদির ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য স্বীকার করিয়া থাকেন। **প্রমাণপদ্ধতি** নামক গ্রন্থে **জয়তীর্থাচার্য্য** বলিয়াছেন—গুণাদির সহিত গুণ্যাদির অভেদ-নিবন্ধন সমবায় হইতে পারে না, ইত্যাদি।৪২

৪৩। "গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নম্" এই ভেদাভেদবাদি-গণের প্রয়োগকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষের নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানের সহিত ভেদাভেদানুমানের বৈষম্য আশংকা করিয়া মূলকার সমাধান করিতে-ছেন—**"যথা চ"** ইতি। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অনুমানে অথবা সৎপ্রতিযোগিকভেদ ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ের অনুমানে ভেদাভেদানুমান দৃষ্টান্তটী সঙ্গত নহে। অর্থাৎ ভেদাভেদ অনুমানরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের পরিহার করা সমীচীন হয় নাই। কারণ, ভেদাভেদনুমানে তার্কিকগণের স্বীকৃত গুণাদির সহিত গুণ্যাদির ভেদরূপ সাধ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণাদির সহিত গুণ্যাদির অভেদমাত্র সাধ্য-রূপে নির্দ্দেশ করিলে সেই অভেদমাত্র সাধ্য সমানাধিকৃতত্বরূপ হেতুর

প্রতি আর প্রয়োজক হইতে পারে না। এজন্য সমানাধিকৃতত্ব হেতুর প্রতি, সাধ্যের প্রয়োজকত্বলাভের নিমিত্ত গুণ্যাদির সহিত গুণাদির ভেদকেও সাধ্যমধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে "গুণাদিকং গুণ্যাদিনা অভিন্নম্" মাত্র এইরূপ যদি ন্যায়প্রয়োগ করা হইত তবে, সাধ্যটী হেতুর অপ্রয়োজক হইয়া পড়িত, যেহেতু অত্যন্ত অভেদরূপ সাধ্যবান্ ঘটকলসাদিতে অর্থাৎ ঘট ও কলস অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া "ঘটঃ কলসঃ" এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না, এজন্য সমানাধিকৃতত্বহেতু এস্থলে থাকে না। সুতরাং অত্যন্ত অভেদমাত্র সাধ্য সমানাধিকৃতত্বরূপ হেতুর প্রতি অপ্রয়োজকই হইয়া পড়ে। এই হেতু "ভিন্নাভিন্নং" এইরূপ সাধ্যনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর তাহাতে সমানাধিকৃতত্বরূপ হেতুর প্রতি সাধ্যের অপ্রয়োজকত্ব নিরাসের জন্য ভেদাভেদ উভয়বত্ত্বপ্রতীতি উক্ত ন্যায়বাক্যের তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত করা হইয়াছে। ভেদাভেদ-উভয়কে সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ করাতে উক্ত হেতুর প্রতি অপ্রয়োজকত্ব নিরস্ত হইয়াছে। কারণ, "ঘটঃ কলসঃ" এইস্থলে সমানাধিকৃতত্ব হেতু যেমন নাই, সেইরূপ ভেদাভেদরূপ সাধ্যও নাই। অত্যন্ত অভেদ মাত্রই আছে। সুতরাং অপ্রয়োজকতার শঙ্কাই হইতে পারে না। এজন্য ভেদাভেদবাদিগণের প্রয়োগে অভেদমাত্রকে সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া ভেদাভেদ উভয়কে সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতস্থলে অর্থাৎ প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব মাত্রকে অথবা সদ্‌ভেদ মাত্রকে সাধ্যরূপে নির্দ্দেশ করিলে দৃশ্যত্বরূপ হেতুর প্রতি সাধ্যের অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, দৃশ্যত্বরূপ হেতুটী ব্রহ্মভিন্ন সর্ব্বত্র আছে বলিয়া মাত্র সত্ত্বাত্যন্তাভাব বা মাত্র সদ্‌ভেদ, দৃশ্যত্ব হেতুর প্রয়োজক হইতে পারে। এজন্য মিলিতপ্রতীতি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। ইহাই হইল—দৃষ্টান্তীকৃত গুণাদিকং ইত্যাদি অনুমানের সহিত প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানের বৈষম্য।

এইরূপে যাঁহারা প্রকৃতানুমানে বৈষম্য আশঙ্কা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটে মূলকার প্রকৃতানুমানের সাম্য উপপাদন করিতেছেন—**"তত্র"** ইত্যাদি। "তত্র" অর্থাৎ ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে **"অভেদে"** অর্থাৎ অত্যন্ত অভেদে, "ঘটঃ কুম্ভঃ" ইতি সামানাধিকরণ্য-প্রতীতেঃ অদর্শনেন অর্থাৎ ঘটঃ কুম্ভঃ এইরূপ ভেদসমানাধিকরণ অভেদসংসর্গক প্রতীতি হয় না বলিয়া **"মিলিতসিদ্ধিঃ"** মিলিতের সিদ্ধি অর্থাৎ গুণাদিতে গুণ্যাদির ভেদাভেদ উভয়বত্ত্বরূপ মিলিতের সিদ্ধি—প্রতীতি **"উদ্দেশ্যা"** অর্থাৎ ভেদাভেদবাদিগণের ন্যায় বাক্য-প্রয়োগের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত; কারণ, উক্ত মিলিত ভেদাভেদ-উভয়বত্ত্বরূপ সাধ্যটীই সমানাধিকৃতত্বরূপ হেতুর প্রয়োজক হইয়া থাকে। অর্থাৎ সামানাধিকৃতত্বরূপ হেতুর প্রয়োজক বলিয়া উক্ত প্রয়োগে মিলিত প্রতীতি উদ্দেশ্য হইয়াছে।

যেরূপ ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে হেতুর প্রয়োজকরূপে মিলিত সাধ্যের প্রতীতি উদ্দেশ্য হইয়াছে **"তথা প্রকৃতেঽপি"**—সেইরূপ প্রকৃত-স্থলেও অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়সাধনে অথবা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদরূপ ধর্ম্মদ্বয়সাধনেও দৃশ্যত্বহেতুর প্রয়োজক-রূপে মিলিতপ্রতীতি উদ্দেশ্য হইয়াছে, কিন্তু সত্ত্বাত্যন্তাভাবমাত্র বা সদ্‌ভেদমাত্র সাধ্য হইতে পারে না। কারণ, তাদৃশসাধ্য দৃশ্যত্বরূপ হেতুর প্রতি অপ্রয়োজক।

যেরূপে কেবলমাত্র সত্ত্বাত্যন্তাভাব বা সদ্‌ভেদরূপ সাধ্য হেতুর প্রতি অপ্রয়োজক হইয়া থাকে, তাহা দেখাইবার জন্য মূলকার বলিতেছেন—**"সত্ত্বরহিতে"** ইত্যাদি। "সত্ত্বরহিতে" ইহার অর্থ—সত্ত্বরূপ ধর্ম্মের অত্যন্তাভাববিশিষ্টে, অথবা সৎপ্রতিযোগিকভেদবিশিষ্টে, **"তুচ্ছে"** অর্থাৎ অলীক শশবিষাণাদিতে **"দৃশ্যত্বাদর্শনেন"** অর্থাৎ দৃশ্যত্বরূপ হেতুর অবিদ্যমানতাপ্রযুক্ত **"মিলিতস্য"** অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও

অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অথবা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের, **"তৎপ্রয়োজকতয়া"** অর্থাৎ (তস্য) দৃশ্যত্বরূপ হেতুর প্রয়োজক বলিয়া অর্থাৎ উপপাদক বলিয়া ব্যাপক ধর্ম্মই ব্যাপ্য ধর্ম্মের উপপাদক হইয়া থাকে। এজন্য **"মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা"** অর্থাৎ উভয়ত্বরূপে উক্ত সাধ্যের প্রতীতিই "উদ্দেশ্যা" অর্থাৎ উক্ত প্রয়োগের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতা, **"ইতি সমানম্"** অর্থাৎ ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগের মত সিদ্ধান্তীর অভিমত প্রয়োগেও হেতুর উপপাদকরূপে মিলিতসাধ্যপ্রতীতির উদ্দেশ্যতা আছে। ইহাই হইল দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সাম্য।

ইহার অভিপ্রায় এই—সিদ্ধান্তীর অভিমত প্রকৃত প্রয়োগ, মাত্র সত্ত্বাত্যন্তাভাব অথবা মাত্র সৎপ্রতিযোগিকভেদ সাধ্য হইলে সত্ত্বধর্ম্মরহিত বা সদ্‌ভিন্ন তুচ্ছ শশবিষাণাদিতে সত্ত্বাভাব বা সদ্‌ভেদরূপ সাধ্য থাকিলেও দৃশ্যত্বরূপ হেতু তাহাতে নাই বলিয়া সেই দৃশ্যত্বরূপ হেতুর প্রতি উক্ত সাধ্যের প্রয়োজকত্ব সম্ভাবিত হয় না। শশবিষাণাদি কেন দৃশ্য নহে, তাহার উপপত্তি অগ্রে বিশদরূপে বলা যাইবে। জ্ঞানবিষয়ত্বই দৃশ্যত্ব। শশবিষাণাদি জ্ঞানের বিষয় নহে, কিন্তু বিকল্পবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। বিকল্পবৃত্তি যে জ্ঞান নহে, তাহাও বিশদরূপে বলা হইয়াছে।

এইরূপে দৃশ্যত্বহেতুর প্রতি সাধ্যের অপ্রয়োজকত্ব নিরাস করিবার জন্য অসত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসদ্‌ভেদ সাধ্যকোটিতে প্রবেশ করান হইয়াছে। আর তাহাতে সাধ্যের অপ্রয়োজকতারও নিরাস হইয়াছে। কারণ, দৃশ্যত্বরূপ হেতুর অভাববিশিষ্ট তুচ্ছ শশবিষাণাদিতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় বা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদরূপ ধর্ম্মদ্বয়রূপ সাধ্য নাই; এজন্য অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কাই নাই। শশবিষাণাদিতে অসত্ত্বই আছে, অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাব নাই। শশবিষাণাদি অসৎই বটে, এজন্য তাহাতে অসতের ভেদ নাই।

ফলকথা এই যে, শশবিষাণাদি অলীকবস্তুকে দৃশ্য মনে করিয়া মাধ্ব আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু সিদ্ধান্তী শশবিষাণাদিতে দৃশ্যত্ব নাই বলিয়া উক্ত আপত্তির পরিহার করিলেন ।৪৩

টীকা ।

৪০ । নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি সত্ত্বধর্ম্মরাহিত্যেঽপি সদ্রূপতয়া যথা অমিথ্যাত্বং তথা প্রপঞ্চস্য সত্ত্বধর্ম্মরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরত্বম্ উক্তং পূর্ব্বপক্ষিণা, সমাহিতং চ সিদ্ধান্তিনা। ইদানীং সত্ত্বধর্ম্মরাহিত্যেঽপি প্রপঞ্চস্য সদ্রূপতয়া অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরত্বম্ অঙ্গীকৃত্যাঽপি "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়েন সাধ্যান্তরম্ আহ সিদ্ধান্তী—**"সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং বা" সাধ্যম্**"। ভেদশ্চাত্র আত্যন্তিকভেদঃ বোদ্ধব্যঃ। তথাচ সদবৃত্তিঃ সদ্‌ভেদঃ, অসদবৃত্তিঃ অসদ্‌ভেদঃ ইতি ভেদদ্বয়ং সাধ্যম্। অয়ম্ আশয়ঃ—সত্ত্বধর্ম্মরাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্বং প্রপঞ্চস্য কথঞ্চিৎ বক্তুম্ উৎসহেতাঽপি প্রপঞ্চে সৎপতিযোগিকভেদসিদ্ধৌ প্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্বং বক্তুং ন কথমপি শক্যেত। সদ্‌ভিন্নোঽপি প্রপঞ্চঃ সন্ ইতি কথম্ অনুন্মত্তঃ প্রভাষেত ইতি ।৪০

৪১। সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়ং সাধ্যং পরিত্যজ্য সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়স্য সাধ্যত্বে যথা অর্থান্তরানবকাশঃ তথৈব বিবৃণোতি—**"তথাচ"** ইতি—ভেদদ্বয়স্য সাধ্যত্ববিবক্ষায়াং চ ইতি। **"উভয়াত্মকত্বে"**—প্রপঞ্চস্য উভয়াত্মকত্বে, সদসদাত্মকত্বে ইত্যর্থঃ। **"অন্যতরাত্মকত্বে"**—প্রপঞ্চস্য সন্মাত্রাত্মকত্বে, অসন্মাত্রাত্মকত্বে বা ইত্যর্থঃ। **"তাদৃগ্‌ভেদাসম্ভবেন"**—সদসদাত্মকপ্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকাত্যন্তিকভেদদ্বয়াসম্ভবেন প্রপঞ্চস্য সন্মাত্রাত্মকত্বে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়াসম্ভবেন, প্রপঞ্চস্য অসন্মাত্রাত্মকত্বে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকাত্যন্তিকভেদদ্বয়াসম্ভ-

বেন ইত্যর্থঃ। **"তাভ্যাম্"** ইতি—উভয়াত্মকত্বান্যতরাত্মকত্বাভ্যাম্, প্রপঞ্চস্য উভয়াত্মকত্বং সদসদাত্মকত্বম্ আদায়, প্রপঞ্চস্য অন্যতরাত্মকত্বং সন্মাত্রাত্মকত্বম্ অসন্মাত্রাত্মকত্বম্ বা আদায় **"অর্থান্তরানবকাশঃ"**—অর্থান্তরত্বস্য ন অবকাশঃ। পূর্ব্বপক্ষিভিঃ প্রপঞ্চস্য অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরত্বং বক্তুং ন শক্যতে।

অয়ং ভাবঃ—তাৎপর্য্যটীকাকৃতাং বাচস্পতিমিশ্রাণাং মতে শুক্তৌ রজতভ্রমে পরমার্থসত্যে ধর্ম্মিণি শুক্তিরূপে পারমার্থিকমেব রজতত্বম্ অলীকসম্বন্ধেন ভাসতে। রজতত্বপ্রতিযোগিকশুক্ত্যনুযোগিকসমবায়স্য অলীকত্বাৎ। অলীকঃ এব সম্বন্ধঃ সদুপরাগেণ ভাসতে। সদনুপরক্তস্যৈব অলীকস্য সংসর্গাতিরিক্তরূপেণ ভানবিরোধাৎ। তথাচ ভ্রমবিষয়ীভূতালীকসংসর্গবিশিষ্টরূপেণ প্রপঞ্চোঽপি অলীকঃ। রূপান্তরেণ তু প্রপঞ্চঃ সন্ এব। তথাচ টীকাকৃন্মতে প্রপঞ্চঃ সদসদাত্মকঃ। এবং চ তন্মতানুসারেণ সদসদাত্মকে প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকাত্যন্তিকভেদদ্বয়রূপে সাধ্যে সিদ্ধে প্রপঞ্চস্য বলাৎ মিথ্যাত্বমেব পর্য্যবস্যতি। ন পুনঃ অর্থান্তরতায়াঃ অবকাশঃ। টীকাকৃন্মতে ভ্রমবিষয়সংসর্গস্য অলীকত্বেঽপি নব্যতার্কিকাদিমতে ভ্রমবিষয়ীভূতোঽপি সংসর্গঃ দেশান্তরস্থত্বাৎ সত্যঃ এব, ইতি প্রপঞ্চঃ সত্যঃ এব ইতি প্রপঞ্চস্য সদাত্মকত্বে, সদাত্মকে প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিকাত্যন্তিকভেদসিদ্ধৌ তাদৃশপ্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বে এব পর্য্যবসানম্, ন পুনঃ অর্থান্তরতায়াঃ অবকাশঃ। সাকারবাদিবৌদ্ধমতে বিজ্ঞানাৎ ব্যতিরিক্তঃ বাহ্যঃ অর্থঃ নাস্তি, বিজ্ঞানমেব জ্ঞেয়রূপেণ প্রতিভাসতে। বিষয়স্য বিজ্ঞানাৎ ভিন্নত্বে জ্ঞেয়ত্বানুপপত্তেঃ বিজ্ঞানাতিরিক্তপ্রপঞ্চস্য অসত্ত্বমেব। তথা চ প্রপঞ্চস্য অসদাত্মকত্ববাদিবৌদ্ধমতে অসৎপ্রতিযোগিকাত্যন্তভেদে সাধ্যে সিদ্ধে তাদৃক্প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমেব আয়াতি, ন পুনঃ অর্থান্তরতায়াঃ অবসরঃ। এবং চ প্রপঞ্চস্য সদসদুভয়াত্মকত্ববাদি-তাৎপর্য্য-টীকা-

রুন্মতে সদসতোঃ অন্যতরাত্মকত্ববাদি-মাধ্বাদি-নব্যতার্কিকমতে বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতে চ প্রপঞ্চে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিক-ভেদদ্বয়রূপে সাধ্যে সিদ্ধে প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমেব আয়াতি ন অর্থান্তর-তায়াঃ অবকাশঃ। সদসদাদিকোটিত্রয়োত্তীর্ণমেব অনির্ব্বাচ্যত্বং মিথ্যাত্বম্ ইতি ভাবঃ। তথা চ প্রপঞ্চে সত্ত্বধর্ম্মরাহিত্যস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মবৎ সদ্রূপত্বানুপমর্দ্দকত্বেঽপি সদ্ভেদস্য সদ্রূপত্বোপমর্দ্দকত্বোপপত্তেঃ। ইতি সাধ্যান্তরানুধাবনে বীজম্ অনুসন্ধেয়ম্ ।৪১

৪২। সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য সাধ্যত্বে সৎপ্রতি-যোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়স্য সাধ্যত্বে বা ন অর্থান্তরতায়াঃ অবকাশঃ ইতি উক্তম্। ইদানীম্ নিরুক্তে দ্বিবিধেঽপি সাধ্যে পূর্ব্ব-পক্ষিণা আশঙ্কিতং সিদ্ধসাধনম্ উদ্ধর্ত্তুম্ তদীয়বাক্যম্ অনুবদন্ আহ—**"ন চ অসত্ত্বব্যতিরেকাংশস্য"** ইত্যাদি।

অত্র ইয়ং আশঙ্কা মাধ্বানাম্—সদ্রূপে প্রপঞ্চে সাধ্যান্তর্গতস্য কেবলস্য অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য, সাধ্যান্তর্গতস্য কেবলস্য অসদ্ভেদস্য বা সিদ্ধত্বেন অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ। ন চ কেবলস্য অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য অসদ্ভেদস্য বা প্রপঞ্চে সিদ্ধত্বেঽপি প্রপঞ্চে অসিদ্ধেন সত্ত্বাত্যন্তাভাবেন সদ্ভেদেন বা সহ উচ্যমানত্বাৎ সিদ্ধস্যাপি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য অসদ্-ভেদস্য চ অসিদ্ধত্বমেব ইতি ন অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা ইতি বাচ্যম্। ন হি সিদ্ধম্ অসিদ্ধেন সহ উচ্চরিতম্ অসিদ্ধম্ ভবতি। অসিদ্ধত্বে বা "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ পাষাণবাংশ্চ" ইত্যত্রাপি সিদ্ধসাধনতা ন উদ্ভাব্যেত। ন চ এবং সতি "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে" ইত্যত্রাপি জলাদিত্রয়োদশ-ভেদানাং সাধ্যত্বাৎ জলাদ্যেকৈকান্যোন্যাভাবানামপি "ঘটো ন জলাদিঃ" ইতি প্রতীত্যা ঘটত্বাবচ্ছেদেন পৃথিব্যাং সিদ্ধত্বাৎ অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ ইতি "পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে" ইতি অনুমানং দুষ্টং স্যাৎ ইতি বাচ্যম্। "পৃথিবীতরভিন্না" ইত্যত্র তু জলাদ্যেকৈকান্যোন্যাভাবোঽপি

ন পৃথিবীত্বোপহিতে সিদ্ধঃ—ইতি ন অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা, অতঃ ন উক্তানুমানস্য দুষ্টতা। প্রকৃতে চ তথাত্বাভাবাৎ অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা স্যাদেব ইতি পূর্ব্বপক্ষিণাং ভাবঃ।

তথা চ সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়সাধ্যস্য যোঽংশঃ অসত্ত্বাত্যন্তাভাবঃ তস্য প্রপঞ্চে পক্ষে মাধ্বমতে সিদ্ধত্বেন, অংশে সিদ্ধসাধনতা এবং সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়রূপসাধ্যস্য যোঽংশঃ অসৎপ্রতিযোগিকভেদঃ তস্য প্রপঞ্চে পক্ষে মাধ্বমতে সিদ্ধত্বেন অংশে সিদ্ধসাধনতা স্যাৎ, সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মস্য নানাত্বাৎ। পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম্মস্য নানাত্বে, সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মস্য বা নানাত্বে অংশে সিদ্ধসাধনতায়াঃ সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ।

সিদ্ধান্তস্তু নাত্র সাধ্যতাবচ্ছেদকনানাত্বম্, যেন অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাশংকা স্যাৎ, কিন্তু সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়স্য বা উভয়ত্বরূপেণ অনুমিতেঃ উদ্দেশ্যত্বাৎ প্রত্যেকরূপেণ সিদ্ধেঃ অনুমানাপ্রতিবন্ধকত্বাৎ। এতদেব দৃষ্টান্তেন বিস্পষ্টয়ন্ আহ—"**গুণাদিকম্**" ইতি। "**গুণাদিকং**" গুণঃ, ক্রিয়া, জাতিঃ, বিশিষ্টরূপম্, অবয়বী, অংশী ইতি, "**গুণ্যাদিণা**"—গুণিনা, ক্রিয়াবতা, ব্যক্ত্যা, কেবলরূপেণ, অবয়বেন, অংশেন ইতি, "**ভিন্নাভিন্নং**" ভেদাভেদোভয়বৎ। তথাচ গুণঃ গুণিপ্রতিযোগিকভেদাভেদোভয়বান্, ক্রিয়া ক্রিয়াবৎপ্রতিযোগিকভেদাভেদোভয়বতী, জাতিঃ ব্যক্তিপ্রতিযোগিকভেদাভেদোভয়বতী ইতি রীত্যা প্রয়োগো বোধ্যঃ। "**সমানাধিকৃতত্বাৎ ইতি**" ইতি। সমানাধিকৃতত্বং ন তাবৎ একবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্বং; "ঘটঃ কলসঃ" ইত্যত্র একবিভক্ত্যন্তপদবাচ্যত্বেঽপি ভেদাভেদোভয়বত্ত্বাভাবেন ব্যভিচারাপত্তেঃ। নাপি বিশেষণবিশেষ্যভাবেন ব্যবহ্রিয়মাণত্বং, "ভূতলে ঘটঃ" ইত্যত্র ভূতলনিরূপিতবৃত্তিতায়াঃ ঘটবিশেষণত্বেন ব্যবহৃতাবপি ভেদাভেদয়োঃ অভাবাৎ ব্যভিচারতাদবস্থ্যাৎ।

অতঃ সমানাধিকৃতত্বম্ অভেদসংসর্গকধীবিশেষ্যত্বযোগ্যত্বম্। তৎ চ "ভূতলে ঘটঃ" ইত্যাদৌ নাস্তি—ইতি ন ব্যভিচারশঙ্কাবসরঃ। অভেদসংসর্গকধীঃ প্রমারূপা গ্রাহ্যা। তথাচ অভেদসংসর্গকপ্রমাবিশেষ্যত্বযোগ্যত্বং সমানাধিকৃতত্বম্। অন্যথা অভেদসংসর্গকভ্রমম্ আদায় "ঘটঃ পটঃ" ইত্যত্র ব্যভিচারপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তার্কিকাদিমতে গুণগুণিনোঃ অভেদসংসর্গকপ্রমায়াঃ অপ্রসিদ্ধ্যা হেতোঃ অপ্রসিদ্ধিঃ ইতি বাচ্যম্। অভেদসংসর্গকপ্রমাশব্দেন অত্র তার্কিকাদ্যঙ্গীকৃতসমবায়তাদাত্ম্যভিন্না যে সংযোগাদয়ঃ সম্বন্ধাঃ তেষাম্ অন্যতমসম্বন্ধেন গুণ্যাদিবিশেষণিকা যা ধীঃ তদন্যা গুণ্যাদিবিশেষণিকা যা ধীঃ সৈব মতদ্বয়সাধারণত্বায় বিবক্ষিতা ইতি ভাবঃ।

অয়মর্থঃ—যথাহি **"ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে"**—ভেদাভেদবাদিভিঃ বৌদ্ধভট্টসাংখ্যপাতঞ্জলমাধ্বাদিভিঃ তার্কিকাদীন্ প্রতি ক্রিয়মাণে ন্যায়প্রয়োগে **"তার্কিকাদ্যঙ্গীকৃতস্য"** ভিন্নত্বস্য গুণগুণ্যাদ্যোঃ **ভিন্নত্বস্য** সাধ্যাংশস্য ভিন্নাভিন্নম্ ইতি সাধ্যে ভিন্নত্ববিশেষণস্য ইতি যাবৎ, **"সিদ্ধৌ অপি"** নিশ্চিতত্বেঽপি **"উদ্দেশ্যপ্রতীত্যসিদ্ধেঃ"**—উক্তন্যায়প্রয়োগতাৎপর্য্যবিষয়ীভূতায়াঃ গুণাদৌ গুণ্যাদিপ্রতিযোগিকভেদাভেদোভয়বত্তাপ্রতীতেঃ অসিদ্ধেঃ, ভেদাভেদোভয়বত্ত্বপ্রতীতেঃ উদ্দেশ্যত্বেন, প্রত্যেকরূপেণ সিদ্ধেঃ অপ্রতিবন্ধকত্বাৎ **"যথা ন সিদ্ধসাধনম্"** তার্কিকাদিভিঃ ভট্টমাধ্বাদিকং প্রতি উদ্ভাবয়িতুম্ শক্যম্ **"তথা প্রকৃতেঽপি"** উক্তমিথ্যাত্বসাধকন্যায়প্রয়োগেঽপি, **"মিলিতপ্রতীতেঃ"** সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপোভয়বত্ত্বপ্রতীতেঃ সদ্‌ভেদাসদ্‌ভেদরূপোভয়বত্ত্বপ্রতীতেঃ **"উদ্দেশ্যত্বাৎ"** উক্তপ্রয়োগতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ **"ন সিদ্ধসাধনম্"**, উভয়ত্বরূপেণ অনুমিতৌ প্রত্যেকরূপেণ সিদ্ধেঃ অদূষণত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনং মাধ্বাদিভিঃ উদ্ভাবয়িতুং শক্যম্, অন্যথা দৃষ্টান্তীকৃতন্যায়প্রয়োগে মাধ্বসম্মতেঽপি সিদ্ধসাধনতাদোষস্য দুষ্পরিহরত্বাপত্তেঃ। মাধ্বৈরপি

গুণাদীনাং গুণ্যাদিভিঃ ভেদাভেদস্য অঙ্গীকৃতত্বাৎ। উক্তং চ "**প্রমাণপদ্ধতৌ জয়তীর্থাচার্য্যৈঃ** "গুণাদীনাং গুণ্যাদিভিঃ অভেদেন সমবায়াভাবাৎ" ইতি; তথাচ অত্র ন সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মনানাত্বম্ ইতি ভাবঃ। উভয়ত্বস্যৈব সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাৎ।৪২

৪৩। ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগদৃষ্টান্তেন প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতাদোষং নিরস্য পুনঃ প্রকৃতানুমানে ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগবৈষম্যম্ আশঙ্ক্য সমাধত্তে—**"যথা চ"** তত্র ইতি। সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়সাধনে সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়সাধনে বা ভেদাভেদানুমানদৃষ্টান্তঃ ন যুক্তঃ। ভেদাভেদানুমানে হি তার্কিকাদিভিঃ অঙ্গীকৃতং ভেদাংশং পরিত্যজ্য অভেদমাত্রস্য সাধ্যত্বে সমানাধিকৃতত্বরূপহেতুং প্রতি অভেদরূপসাধ্যস্য প্রয়োজকত্বাভাবপ্রসঙ্গভয়েন হেতুং প্রতি সাধ্যস্য প্রয়োজকত্বলাভায়ৈব ভেদস্যাপি সাধ্যকুক্ষৌ প্রক্ষেপঃ। তথাহি গুণাদিকং গুণ্যাদিনা অভিন্নম্ ইত্যেব প্রয়োগে কৃতে অভেদরূপসাধ্যবতি ঘটঃ কলসঃ ইতি প্রয়োগাদর্শনেন সমানাধিকৃতত্বহেতোঃ তত্র অভাবাৎ অভেদরূপসাধ্যস্য সমানাধিকৃতত্বরূপহেতুং প্রতি প্রয়োজকত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ ভিন্নাভিন্নম্ ইত্যেব প্রয়োগঃ কৃতঃ। তথা চ সমানাধিকৃতত্বরূপহেতুং প্রতি সাধ্যস্য অপ্রয়োজকত্বনিরাসায় ভেদাভেদোভয়বত্ত্বপ্রতীতিঃ তত্র উদ্দেশ্যা। ঘটঃ কলসঃ ইত্যাদৌ সমানাধিকৃতত্বরূপহেত্বভাববতি ভেদাভেদরূপসাধ্যস্যাপি অভাবাৎ ন অপ্রয়োজকত্বশঙ্কা। প্রকৃতে তু সত্ত্বাত্যন্তাভাবমাত্রস্য সদ্‌ভেদমাত্রস্য বা সাধ্যত্বে ন দৃশ্যত্বহেতুং প্রতি সাধ্যস্য অপ্রয়োজকত্বশঙ্কা সম্ভবতি। দৃশ্যত্বস্য হেতোঃ ব্রহ্মভিন্নসকলনিষ্ঠত্বেন সত্ত্বাত্যন্তাভাবমাত্রস্য সদ্‌ভেদমাত্রস্য বা দৃশ্যত্বপ্রয়োজকত্বসম্ভবাৎ ন মিলিতপ্রতীতিঃ উদ্দেশ্যা ভবিতুম্ অর্হতি ইতি প্রকৃতে বৈষম্যম্ আশঙ্কমানং প্রতি সাম্যম্ উপপাদয়তি—**তত্র** ইত্যাদি। ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে ইত্যর্থঃ। **"অভেদে"** অত্যন্তাভেদে। **"ঘটঃ কুম্ভঃ" ইতি সমানাধিকরণ্য-**

প্রতীতেঃ অদর্শনেন "ঘটঃ কুম্ভঃ" ইত্যাকারকভেদসমানাধিকরণাভেদসংসর্গবিষয়কপ্রতীতেঃ অদর্শনেন **"মিলিতসিদ্ধিঃ"** মিলিতস্য গুণাদৌ গুণ্যাদেঃ ভেদাভেদোভয়বত্ত্বস্য সিদ্ধিঃ প্রতীতিঃ **"উদ্দেশ্যা"** ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগতাৎপর্য্যবিষয়ীভূতা, সমানাধিকৃতত্বরূপহেতোঃ প্রয়োজকতয়া ইতি শেষঃ। সমানাধিকৃতত্বরূপহেতোঃ প্রয়োজকতয়া ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে মিলিতপ্রতীতিঃ উদ্দেশ্যা ইতি ভাবঃ। যথা ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে হেতুপ্রয়োজকতয়া মিলিতসাধ্যপ্রতীতিঃ উদ্দেশ্যা **"তথা প্রকৃতেঽপি"** সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়সাধনেঽপি সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদরূপধর্ম্মদ্বয়সাধনেঽপি বা হেতুপ্রয়োজকতয়া মিলিতসাধ্যপ্রতীতিঃ উদ্দেশ্যা। ন সত্ত্বাত্যন্তাভাবমাত্রস্য সৎপ্রতিযোগিকভেদমাত্রস্য বা সাধ্যত্বং সম্ভবতি। তাদৃক্সাধ্যস্য হেতুং প্রতি অপ্রয়োজকত্বাপাতাৎ। যথা চ হেতুং প্রতি অপ্রয়োজকত্বং তথা দর্শয়ন্ আহ—**"সত্ত্বরহিতে"** ইতি। সত্ত্বাত্যন্তাভাববতি সদ্ভেদবতি বা **"তুচ্ছে"** অলীকে শশবিষাণাদৌ **"দৃশ্যত্বাদর্শনেন"** দৃশ্যত্বস্য হেতোঃ "অদর্শনেন" অবিদ্যমানত্বেন **"মিলিতস্য"** সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদরূপধর্ম্মদ্বয়স্য বা **"তৎপ্রয়োজকতয়া"** তস্য হেতোঃ দৃশ্যত্বস্য প্রয়োজকতয়া উপপাদকতয়া ব্যাপকস্য ব্যাপ্যোপপাদকত্বাৎ ইতি ভাবঃ **"মিলিতসিদ্ধিঃ উদ্দেশ্যা"** উভয়ত্বেন রূপেণ সাধ্যপ্রতীতিঃ উদ্দেশ্যা উক্তপ্রয়োগতাৎপর্য্যবিষয়ীভূতা, **"ইতি সমানম্"**—ভেদাভেদবাদিপ্রয়োগে ইব সিদ্ধান্ত্যভিমতপ্রয়োগেঽপি—হেতোঃ উপপাদকতয়া মিলিতসাধ্যপ্রতীতেঃ উদ্দেশ্যত্বম্ ইতি সমানম্।

অয়ং ভাবঃ—সিদ্ধান্ত্যভিমতপ্রকৃতপ্রয়োগে সত্ত্বাত্যন্তাভাবমাত্রস্য সৎপ্রতিযোগিকভেদমাত্রস্য বা সাধ্যত্বে সত্ত্বাভাববতি সদ্ভিন্নে বা তুচ্ছে শশবিষাণাদৌ সত্যপি সাধ্যে দৃশ্যত্বস্য হেতোঃ অবিদ্যমানত্বেন হেতুং

প্রতি তাদৃক্‌সাধ্যস্থ অপ্রয়োজকত্বং স্যাৎ ইতি হেতুং প্রতি সাধ্যস্য অপ্রয়োজকত্বনিরাশায় অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য অসদ্‌ভেদস্য বা সাধ্যকোটৌ প্রবেশঃ। তথা সতি দৃশ্যত্বরূপহেত্বভাববতি তুচ্ছে শশবিষাণাদৌ সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়ং সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতি-যোগিকাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়ং বা সাধ্যং নাস্তি ইতি অপ্রয়োজকত্বশঙ্কা নিরাকৃতা ।৪৩

তাৎপর্য্য (৪০—৪৩)

মিথ্যাত্বানুমানে ভেদঘটিত সাধ্যস্বীকার।

পূর্ব্বোক্ত প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বানুমানে অত্যন্তাভাবঘটিত সাধ্য পরিত্যাগ করিয়া এবার অন্যোন্যাভাবঘটিত সাধ্য স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তী স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এতদর্থে বলিতেছেন—

ভেদঘটিত সাধ্যে অর্থান্তর হয় না।

আর যদি উক্ত অত্যন্তাভাবদ্বয়কে সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিলে অর্থান্তর দোষ স্বীকার করিতেই হয়, তাহা হইলে সৎপ্রতিযোগিক ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ই সাধ্য বলিব। সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অত্যন্তাভাবই মিথ্যাত্ব না বলিয়া সৎ ও অসৎ ধর্ম্মীদ্বয়ের ভেদদ্বয়ই মিথ্যাত্ব এইরূপ বলিব। ইহাতে প্রপঞ্চের সদ্রূপতার সম্ভাবনাই হইতে পারে না। এই ভেদদ্বয়কে সাধ্য করিলে আর অত্যন্তাভাবসাধ্যকস্থলে যেরূপ **অর্থান্তর** সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা হইতে আর পারিবে না।

কারণ, যদি প্রপঞ্চ সদসদাত্মক হয়, অথবা সৎস্বরূপ বা অসৎস্বরূপ হয়, তবে সৎপ্রতিযোগিক ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয় থাকিতে পারে না। যেহেতু সৎপ্রতিযোগিকভেদ ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদ প্রপঞ্চে সিদ্ধ হইলে প্রপঞ্চকে সদসদাত্মক বলা যায় না, অথবা সৎস্বরূপ বা অসৎস্বরূপও বলা যায় না; সদাত্মক বস্তুতে সতের ভেদ থাকে না, অসদাত্মক বস্তুতে অসতের ভেদও থাকে না। সুতরাং প্রপঞ্চকে

সদসদাত্মক অথবা সদাত্মক স্বীকার করিয়া আর **অর্থান্তরতা** বলা যায় না। যেহেতু উভয়ভেদ থাকিলে আর সদ্রূপ হইতে পারে না। সুতরাং প্রপঞ্চকে উভয়াত্মক বা অন্যতরাত্মক বলা যায় না। এইরূপ **ব্যাঘাত** ও দৃষ্টান্তে **সাধ্যবৈকল্য দোষও** হইতে পারে না। ইহাদের পরিহার অত্যন্তাভাবদ্বয় সাধ্যকস্থলে যেরূপ বলা হইয়াছে এস্থলে সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

মাধ্বমতে ও বাচস্পতিমিশ্রমতে জগতের স্বরূপ।

মাধ্বমতে প্রপঞ্চকে **সদাত্মক** বলা হয়, আর ন্যায়পেটিকাকার **বাচস্পতিমিশ্রের মতে** প্রপঞ্চকে **সদসদাত্মক** বলা হয়, যেহেতু ন্যায়পেটিকাকারের মতে ভ্রমবিষয়ীভূত সংসর্গ অলীক বলিয়া অলীক-সংসর্গবিশিষ্ট প্রপঞ্চও অলীক, অর্থাৎ অসৎ, আর অন্যরূপে সৎ—এইরূপে প্রপঞ্চকে সদসৎ বলা হয়। আর নবীনতার্কিকমতে ভ্রমবিষয়ীভূত সংসর্গও দেশান্তরস্থিত বলিয়া সৎ, সুতরাং প্রপঞ্চ **সৎই** বটে। আর **বৌদ্ধমতে** প্রপঞ্চ জ্ঞানাতিরিক্তরূপে অলীক, সুতরাং **অসৎ**—ইহাই প্রপঞ্চের উভয়াত্মকতা এবং অন্যতরাত্মকতাবদিগণের মত। আর যদি সৎপ্রতি-যোগিকভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগিকভেদরূপ মিথ্যাত্বকে সাধ্য করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বাদিগণের কাহারও মতে অর্থান্তরতা দোষ হয় না।

সিদ্ধসাধনতানির্ণয় ও অংশতঃসিদ্ধসাধনতাদোষের পরিহার।

আর এস্থলে যদি পূর্ব্বপক্ষী **অংশতঃসিদ্ধসাধনতা** দোষের আশংকা করেন, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই উভয় সাধ্য হয়, অথবা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ এই উভয়ভেদ সাধ্য হয়, তবে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসতের ভেদ পক্ষীকৃত প্রপঞ্চে পূর্ব্বপক্ষীর মতে সিদ্ধ আছে বলিয়া সাধ্যের একাংশ-সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রকৃতানুমানে সিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন পূর্ব্বপক্ষী যে করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, **পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম্ম-**

সামানাধিকরণ্যে সাধ্যাসিদ্ধি থাকিলেই সিদ্ধসাধন হয়, যেহেতু পক্ষতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণ সাধ্যসিদ্ধই অনুমিতির ফল। কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধ না হইয়া পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি-মাত্রে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয় না। ইহা হইলে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিতেও সিদ্ধসাধনতা দোষ হইত। যেহেতু ধূমবত্ত্ব পুরস্কারে ধূমবদ্-বস্তুমাত্রে বহ্নির নিশ্চয় আছে বলিয়া ধূমবত্ত্বরূপে পর্ব্বতেও ত বহ্নি নিশ্চয় আছে। কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদক যে পর্ব্বতত্ব সেই পর্ব্বতত্ব-পুরস্কারে পর্ব্বতে বহ্নির নিশ্চয় নাই। ধূমবত্ত্বপুরস্কারে পর্ব্বতে বহ্নির নিশ্চয় থাকিলে বহ্নিতে ধূমসামানাধিকরণ্য গৃহীত হইলেও পর্ব্বতত্ব-সামানাধিকরণ্য বহ্নিতে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং পক্ষতাবচ্ছেদক-পর্ব্বতত্ব-সমানাধিকরণ বহ্নি এই অনুমিতির ফল ধূমবত্ত্বপুরস্কারে পর্ব্বতে বহ্নিনিশ্চয়দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সেইরূপ প্রকৃতস্থলে উভয়াত্যন্তা-ভাব সাধ্য, আর উভয়ত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক, এই সাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট সাধ্য যদি পক্ষতাবচ্ছেদকসমানাধিকরণ বলিয়া সিদ্ধ হয়, তবে অনু-মিতির ফল চরিতার্থ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। সাধ্য-তাবচ্ছেদকবিশিষ্ট সাধ্যের সিদ্ধি না হইলে সিদ্ধসাধনতা হয় না। প্রকৃতস্থলে সমূহালম্বন একটী অনুমিতি অভিপ্রেত। এই সমূহালম্বন একটী জ্ঞান, খণ্ডশঃ সত্ত্বাত্যন্তাভাবজ্ঞান বা অসত্ত্বাত্যন্তাভাবজ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ হয় না। অতএব সিদ্ধসাধনতাদোষ হয় না।

ব্যর্থবিশেষণতা দোষও হয় না।

আর এই সমূহালম্বন-অনুমিতি অভিপ্রেত বলিয়া প্রকৃতানুমানে **ব্যর্থবিশেষণতা দোষও** হয় না। যদি বলা হয়—প্রপঞ্চে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বা প্রপঞ্চে অসতের ভেদ—ইহা পর্ব্বপক্ষী মাধ্ব ত স্বীকারই করেন। আর যাহা তিনি স্বীকার করেন তাহা আবার সাধ্যাংশে প্রবেশ করান হইল কেন? সুতরাং উহা ত ব্যর্থ ই হইতেছে।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, মিলিত সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত, তাহা প্রত্যেকের সিদ্ধির দ্বারা চরিতার্থ হয় না। মিলিত-সিদ্ধি উদ্দেশ্য কেন—তাহা ইতঃপর বলা হইবে। পূর্ব্বপক্ষী যে অংশতঃ-সিদ্ধসাধন দোষ বলিয়াছিলেন, তাহা যে দোষ নহে, তাহা বলা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধান্তসমর্থন।

আর যদি দোষই হয়, তবে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত **গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নভিন্নং সমানাধিকৃতত্বাৎ** এই ভেদাভেদবাদিকর্ত্তৃক তার্কিকগণের প্রতি যে অনুমানপ্রয়োগ, তাহাতেও অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ হওয়া উচিত। যেহেতু তার্কিকগণ গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকারই করেন। তার্কিকমতে গুণ গুণীর ভেদই ইষ্ট। সুতরাং তার্কিকগণের নিকট যে অনুমানপ্রয়োগ, তাহাতে আর ভিন্নাভিন্নত্বকে সাধ্য করিবার প্রয়োজন কি ? "অভিন্নং" এই মাত্র সাধ্য করিলেই ত চলিতে পারিত। সুতরাং উভয়ত্বরূপে অনুমিতিতে প্রত্যেকরূপে সিদ্ধি প্রতিবন্ধকই নহে। অর্থাৎ সাধ্যের একাংশের সিদ্ধিতে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা হয় না।

অসদ্‌ভেদকে সাধ্যমধ্যে প্রবেশের উদ্দেশ্য।

যদি বলা যায় **সময়নিয়ত ব্যাপকই ব্যাপ্যের উপপাদক** হয় বলিয়া সদন্যত্বই দৃশ্যত্বের সমনিয়ত ব্যাপক, সুতরাং দৃশ্যত্ব-হেতুর উপপাদক বা প্রয়োজকরূপে সদন্যত্বমাত্রই সাধ্য হওয়া উচিত। অসদন্যত্বকে সাধ্যকোটিতে প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন কি ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সদন্যত্বমাত্র দৃশ্যত্ব-হেতুর প্রয়োজক হইতে পারে না। কারণ, সদন্যত্ব তুচ্ছেও আছে, তাহাতে দৃশ্যত্ব নাই। সুতরাং সদন্যত্ব দৃশ্যত্বের সমনিয়ত ব্যাপকরূপ উপপাদক বা প্রয়োজক হইল না। **মাধ্বগণ অসৎ তুচ্ছকেও দৃশ্য বলেন** বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তীর অভিমত যে দৃশ্যত্ব-হেতু, তাহা তুচ্ছে নাই। ইহা দৃশ্যত্ব-

হেতুর উপপাদনপ্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে। এইরূপ সত্ত্বাত্যন্তাভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবমাত্রই দৃশ্যত্বের প্রয়োজক নহে। সত্ত্বাত্যন্তাভাবপ্রযুক্তই যদি দৃশ্যত্ব হইত, তবে তুচ্ছও দৃশ্য হইত। যেহেতু তুচ্ছেও সত্ত্বাত্যন্তাভাব আছে। সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদনিষ্ঠ যে উভয়ত্ব সেই উভয়ত্ববিশিষ্টই দৃশ্যত্বের উপপাদক। যেমন সমানাধিকৃতত্বকে হেতু করিয়া ভেদাভেদ অনুমান করা হইয়া থাকে।

ভেদাভেদানুমানে সমানাধিকৃতত্ব হেতুতে ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক ;

সমানাধিকৃতত্বপদের অর্থ—সামানাধিকরণ্যপ্রতীতির বিশেষ্যত্ব। এই সামানাধিকরণ্যপ্রতীতির বিশেষ্যত্ব যদি ভেদাভেদ উভয় না থাকিয়াও হয়, তবে অত্যন্ত অভিন্ন "ঘটঃ কুম্ভঃ" এইরূপ স্থলেও সমানাধিকৃতত্ব হউক, এবং অত্যন্তভিন্ন "ঘটঃ পটঃ" এইরূপ স্থলেও হউক। এইরূপ তর্কদ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া ভেদাভেদ উভয়ই উক্ত হেতুর উপপাদক হইয়া থাকে। সেইরূপ দৃশ্যত্ব যদি সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ এই উভয়বিনাই থাকে, অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই উভয় বিনাই থাকে, তবে দৃশ্যত্ব তুচ্ছেও থাকিতে পারিবে এবং ব্রহ্মেও থাকিতে পারিবে। কারণ, কেবল সদ্‌ভেদ ও সত্ত্বাত্যন্তাভাব তুচ্ছে আছে, এবং কেবল অসদ্‌ভেদ ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব ব্রহ্মে আছে। এই তর্কদ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ উভয়, অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভব উভয়—দৃশ্যত্ব-হেতুর উপপাদক হইবে।

পূর্ব্বপক্ষীর মতে প্রত্যেকরূপে সাধ্যের আপত্তি নাই।

যদি বলা যায়—সতের ভেদ ও অসতের ভেদ—এই উভয় এবং সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এই উভয়, দৃশ্যত্বহেতুর উপপাদক হইলেও প্রত্যেকরূপে সাধ্য হইতে আপত্তি কি? দৃষ্টান্তস্থলে যেমন ভেদাভেদ উভয়, সমানাধিকৃতত্বের উপপাদক হইলেও প্রত্যেকরূপে সাধ্য

হইতে পারে, যেহেতু দৃষ্টান্তে ও দার্ষ্টান্তিকে প্রত্যেকরূপে সাধ্য করিয়াও ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কের অবতারণা হইতে পারে। যেমন দৃষ্টান্তস্থলে "নীলাদিকং ঘটাদিনা ভিন্নাভিন্নং, সমানাধিকৃতত্বাৎ," এই অনুমানে ঘটাদি যদি নীলাদি হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে সমানাধিকৃতও হইতে পারিবে না। যেমন "ঘটঃ ঘট" সমানাধিকৃত নয়। যেহেতু "ঘটো ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতি হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সমানাধিকৃতত্ব-পদের অর্থ—সামানাধিকরণ্যপ্রতীতির বিশেষ্যত্ব। সুতরাং ঘটাদিসামানাধিকরণ্যপ্রতীতির বিশেষ্যত্বরূপ ঘটাদির সমানাধিকৃতত্ব যদি ঘটাদির ভেদ বিনাও হয়, তবে উক্ত সমানাধিকৃতত্ব কুম্ভাদিতেও থাকুক। অর্থাৎ "ঘটঃ কুম্ভঃ" এইরূপ প্রতীতি হউক। আর যদি ঘটাদিসামানাধিকরণ্যপ্রতীতির বিশেষ্যত্ব ঘটাদির অভেদ বিনাও থাকিতে পারে, তবে উক্ত সমানাধিকৃতত্ব পটাদিবৃত্তিও হউক। অর্থাৎ "ঘটঃ পটঃ" এইরূপ প্রতীতি হউক। আর ঘটাদি যদি নীলাদি হইতে অভিন্ন না হয়, তাহা হইলেও উক্ত সমানাধিকৃত হইতে পারে না, যেমন ঘট ও পট। যেহেতু "ঘটঃ পটঃ" এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেকরূপে ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কের অবতারণা হয় বলিয়া প্রত্যেকরূপে সাধ্য হইতে পারে। যথা "নীলাদিকং ঘটাদিনা ভিন্নং, অভিন্নং চ, সমানাধিকৃতত্বাৎ," এইরূপ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে এক অনুমানদ্বারা ভেদ ও অভেদের সিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং ভেদ ও অভেদগত উভয়ত্বপুরস্কারে উভয় সাধ্য করিবার আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ ভেদ ও অভেদ এই উভয়গত উভয়ত্বপুরস্কারে এক সমূহালম্বন অনুমিতি করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ দার্ষ্টান্তিকেও প্রপঞ্চরূপ পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ রূপে এক অনুমিতিদ্বারা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের অনুমিতি হইতে পারে। যেহেতু ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কের সম্ভাবনা পৃথক্ পৃথক্‌রূপেও হয়। যেমন—প্রপঞ্চ যদি সৎ হয়, তবে দৃশ্য হইতে পারিবে না, যেমন

ব্রহ্ম; এবং প্রপঞ্চ যদি অসৎ হয়, তবে দৃশ্য হইতে হইতে পারিবে না, যেমন তুচ্ছশশবিষাণাদি। দৃশ্যত্ব যদি সদ্ভেদ ও সত্ত্বাত্যন্তাভাব বিনাও থাকিতে পারে, তাহা হইলে দৃশ্যত্ব ব্রহ্মবৃত্তি হউক। আর দৃশ্যত্ব যদি অসদ্ভেদ বা অসত্ত্বাত্যন্তাভাব বিনাও থাকিতে পারে, তবে তুচ্ছবৃত্তি হউক, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষ—সিদ্ধান্তী লাঘবতর্কও দেখাইতে পারে না।

যদি সিদ্ধান্তী বলেন—উভয়ত্বরূপে এক অনুমিতি করিলে লাঘব হয় বলিয়া ন্যায়প্রয়োগ উভয়ত্বরূপেই করিব; কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ, এক অনুমানদ্বারাই সদ্ভেদ ও অসদ্ভেদের সিদ্ধি হইতে পারে বলিয়া উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যক অনুমান করা ব্যর্থ। আর উভয়ত্বরূপে ন্যায়প্রয়োগ করিলেও উভয়ের অন্তর্গত প্রত্যেক অংশে অপ্রয়োজকত্ব-শঙ্কা করিলে শঙ্কানিবারণের জন্য প্রত্যেক অংশের তর্ক উপন্যাস করিতে হইবে। আর তাহাতে প্রত্যেকবিষয়ক অনুমিতিদ্বয় হইয়া পড়িবে, সুতরাং লাঘব থাকিল কোথায়?

পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

ইহাও কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না। উভয়ত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যক অনুমিতিস্থলে উভয়ত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যক ন্যায়প্রয়োগই হইবে। প্রত্যেক অংশের অপ্রয়োজকত্বশঙ্কা অসাম্প্রদায়িক হয় বলিয়া এরূপ শঙ্কাই হইতে পারে না। এজন্য প্রত্যেকসাধ্যক অনুমিতির উৎপত্তিও হইতে পারে না।

উভয়ত্বরূপে অনুমিতিতে লাঘবই হয়।

আসল কথা এই যে, যথাকথঞ্চিৎ সাধ্যের সিদ্ধি অনুমিতির প্রয়োজন নহে, তাদৃশ অনুমিতির দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলেও বাদি-বিজয়াদি হইতে পারে না। উদ্দেশ্যীভূত ধর্ম্মের অনুমিতির দ্বারাই অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়। সুতরাং প্রত্যেকরূপে ন্যায়প্রয়োগ না হইলে

প্রত্যেকরূপে অনুমিতিটী উদ্দেশ্য হয় না। আর যাহা উদ্দেশ্য নহে তাহার সিদ্ধি করিলে অভিলষিত সিদ্ধি হইল না, সুতরাং প্রত্যেকরূপে অনুমিতির উৎপত্তি হইলেও উক্ত অনুমিতিদ্বয় ন্যায়বাক্যতাৎপর্য্যের অবিষয় বলিয়া উভয়ত্বাবচ্ছিন্নবিধেয়ক অনুমিতিই ন্যায়বাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত হয়, আর তজ্জন্য ন্যায়বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতকে উদ্দেশ্য বলা যায়। এজন্য সিদ্ধান্তীর মতে উভয়ত্বরূপে অনুমিতিরই লাঘব রহিল।

পূর্ব্বপক্ষীকর্তৃক পুনরায় গৌরবশঙ্কা ও তন্নিরাস।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দৃষ্টান্তানুমিতিতে "ভেদাভেদবৎ" এইরূপ সাধ্য বলিব, কিন্তু ভেদাভেদ-উভয়বৎ—এরূপ বলিব না, এবং দার্ষ্টান্তিক স্থলেও "সদসদ্‌ভিন্নং" এইরূপ বলিব, কিন্তু সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ উভয়বৎ —এরূপ বলিব না,—এইরূপ ন্যায়প্রয়োগ করিলে গৌরব হয়।

ইহাও কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন না। কারণ, উভয়ত্বরূপে ন্যায়বাক্যপ্রয়োগ না করিলে সিদ্ধসাধনদোষ হইয়া পড়ে। এজন্য লাঘব অকিঞ্চিৎকর। উদ্দেশ্যপ্রতীতির বিরোধী লাঘব কোনস্থলেই আদরণীয় নহে। সমূহালম্বন-অনুমিতিমাত্র উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উভয়ত্বরূপ ধর্ম্ম-পুরস্কারে উভয়ের সমূহালম্বন-অনুমিতি উদ্দেশ্য। উভয়ত্বপুরস্কারে সাধ্য না করিলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। যেমন **"বাঙ্মনসে অনিত্যে"** এইরূপ সমূহালম্বন-অনুমিতিতে বাক্‌মাত্রে অনিত্যত্ব সিদ্ধ আছে বলিয়া অনুমিতি হইতে পারে না—ইহাই নব্যতার্কিকগণের অভিপ্রায়। ইহাই হইল সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এই উভয়ই মিথ্যাত্ব—এই মতসমর্থনে যুক্তি।

সিদ্ধসাধনতাসম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষীর মত ও তাহার অনবকাশ।

অতএব পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন—নানাধর্ম্ম পক্ষতাবচ্ছেদক হইলে পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট কোন অধিকরণে সাধ্যসিদ্ধি হইলে সেই পক্ষাংশে

সিদ্ধসাধনদোষ হয় বলিয়া যেমন অংশতঃসিদ্ধসাধনতা স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নানা হইলেও যে কোন সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম্মবিশিষ্ট সাধ্য, পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট কোন ধর্ম্মীতে থাকিলে অর্থাৎ সিদ্ধসাধ্য-পক্ষস্থলে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষই হইবে, সাধ্যতাবচ্ছে-দকাবচ্ছিন্নের পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সিদ্ধি সিদ্ধসাধনতার বীজ, তাহা উভয় স্থলেই তুল্য—ইত্যাদি, তাহার আর প্রকৃতস্থলে অবকাশ রহিল না। কারণ, প্রকৃতস্থলে নানাধর্ম্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক নহে, পরন্তু সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ—এতদ্ উভয়গত উভয়ত্বই সাধ্যতাবচ্ছেদক। উভয়ত্বরূপে অনুমিতি করিতে হইলে প্রত্যেক ধর্ম্মের সিদ্ধি লইয়া অংশতঃসিদ্ধ-সাধনতা দোষ হয় না। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত এস্থলে **অংশতঃ-সিদ্ধসাধনতা দোষ** কোনরূপেই হইতে পারিল না। ইহাই হইল সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এতদুভয়ত্বই মিথ্যাত্ব—এই পক্ষের পূর্ব্বপক্ষীয় আপত্তির খণ্ডন।

ভেদাভেদমতবাদ বিচার।

এইবার "**গুণাদিকং গুণ্যাদিনা ভিন্নাভিন্নং, সমানাধিকৃতত্বাৎ**" এই অনুমান সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

"গুণাদি" পদের অর্থ—গুণকে আদি করিয়া যাহারা তাহারা। সুতরাং গুণ (রূপাদি) আদিপদে—ক্রিয়া (উৎক্ষেপণাদি), জাতি (ঘটত্বাদি), বিশিষ্টরূপ (গুণকর্ম্মাণ্যত্ব বিশিষ্ট সত্তা প্রভৃতি), অবয়বী (ঘটাদি), অংশী (ধান্যরাশি প্রভৃতি) বুঝিতে হইবে। "গুণ্যাদি" পদের অর্থ—গুণীকে আদি করিয়া যাহারা তাহারা। সুতরাং—গুণী (ঘটাদি দ্রব্য) এবং আদি পদে—ক্রিয়াবান্ (ঘটাদি দ্রব্য), ব্যক্তি (গো ঘটাদি ব্যক্তি), কেবলরূপ (সত্তাদি), অবয়ব (মৃত্তিকা কপালাদি), অংশ (ধান্যাদি) বুঝিতে হইবে। সুতরাং ভেদাভেদসাধক এই অনুমানটীর যেরূপ আকার হইবে তাহা এই—

ভেদাভেদসাধক অনুমান।

গুণ গুণবানের সহিত ভিন্নাভিন্ন, (প্রতিজ্ঞা)
ক্রিয়া ক্রিয়াবানের সহিত ভিন্নাভিন্ন, ”
জাতি ব্যক্তির সহিত ভিন্নাভিন্ন, ”
বিশিষ্টরূপ সামান্যরূপের সহিত ভিন্নাভিন্ন, ”
অবয়বী সাবয়বের সহিত ভিন্নাভিন্ন, ”
অংশী স্বাংশের সহিত ভিন্নাভিন্ন। ”
যেহেতু সমানাধিকৃতত্ব রহিয়াছে। (হেতু)

এই ভিন্নাভিন্ন পদটী কর্ম্মধারয়সমাসনিষ্পন্ন। অর্থাৎ যে ভিন্ন সেই অভিন্ন। এই জন্য ভিন্নাভিন্ন শব্দের অর্থ—ভেদাভেদ উভয়বান্। আর তাহাতে—

গুণ—গুণিপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ উভয়বান্ (প্রতিজ্ঞা)
ক্রিয়া—ক্রিয়াবৎ প্রতিযোগিক ভেদাভেদ উভয়বতী ”

এইরূপ উক্ত অনুমানের প্রতিজ্ঞাবাক্যের আকার বুঝিতে হইবে।

সমানাধিকৃতত্ব হেতুর অর্থ।

এখন হেতু যে "সমানাধিকৃতত্ব" তাহার অর্থ—অভেদসংসর্গকধী-বিষয়তাযোগ্যত্ব। অর্থাৎ অভেদসম্বন্ধে যে প্রমারূপ জ্ঞান, সেই জ্ঞানের যে বিশেষ্যত্ব, সেই বিশেষ্যত্বের যোগ্যত্বই সমানাধিকৃতত্ব। সুতরাং সমানাধিকৃতত্ব এই হেতুটীর অর্থ হইল এই যে, অভেদসম্বন্ধে গুণ্যাদি-বিশেষণকধীবিশেষ্যত্বযোগ্যত্ব। এই যোগ্যত্ব, গুণাদি যে পক্ষ, তাহাতে আছে। অর্থাৎ অভেদসংসর্গক গুণ্যাদিবিশেষণক প্রমারূপ জ্ঞান-বিশেষ্যত্বযোগ্যত্ব ধর্ম্মটী, বিশেষ্য যে গুণাদি, তাহাতে আছে। যেমন "নীলো ঘটঃ" স্থলে অভেদসংসর্গক ঘটপ্রকারক যে প্রমা, তাহার বিশেষ্য নীল, এবং বিশেষণ ঘট।

এখন উক্ত হেতুদ্বারা ভেদাভেদরূপ সাধ্য সিদ্ধ হইবে। পক্ষ যে

গুণাদি তাহাতে গুণী প্রভৃতির ভেদাভেদ এই উভয়রূপ সাধ্য না থাকিলে উক্তরূপ সমানাধিকৃতত্বও গুণাদিতে থাকিতে পারে না। একথা বিশদরূপে পরে বলা যাইবে।

সমানাধিকৃতত্বহেতুর অন্তর্গত ধী অর্থাৎ জ্ঞানপদের অর্থ প্রমারূপ জ্ঞান—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। **ধী-পদে এই প্রমারূপ জ্ঞানকে গ্রহণ না করিলে ভ্রমরূপ জ্ঞানের বিশেষ্যত্ব লইয়া হেতুর ব্যভিচার দোষ হয়।** অর্থাৎ অভেদসংসর্গক ভ্রমজ্ঞানের বিশেষ্যত্ব ভেদাভেদরূপ সাধ্যে না থাকিয়াও অত্যন্তভেদস্থলে থাকিতে পারে বলিয়া ব্যভিচার দোষ হয়। যেমন "ঘটঃ পটঃ" এইরূপ অভেদসম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞানের বিশেষ্যতা ঘটে আছে, কিন্তু তাহাতে পটের অত্যন্ত ভেদই আছে, পরন্তু ভেদাভেদ উভয় নাই।

সমানাধিকৃতত্ব হেতুতে আপত্তি ও তন্নিরাস।

এখন এই হেতুতে আপত্তি এই যে, তার্কিকমতে এই হেতুটী অপ্রসিদ্ধ। তার্কিকগণ গুণ ও গুণীর মধ্যে অত্যন্তভেদ স্বীকার করেন বলিয়া অভেদসংসর্গক প্রমা তাঁহাদের মতে হইতে পারে না। অভেদ-সম্বন্ধে ঘটপ্রকারক প্রমার বিশেষ্যতা নীলাদি গুণে থাকিতে পারে না। যেহেতু তাঁহাদের মতে নীল গুণ ও ঘট অত্যন্ত ভিন্ন। অত্যন্ত ভিন্ন বস্তুর অভেদে প্রমাজ্ঞান হইতে পারে না। তথায় অভেদ জ্ঞান হইলে ভ্রম হইবে। আর তাহাতে যে ব্যভিচার হয়—তাহা বলাই হইয়াছে। আর প্রমা হইলে ভেদসম্বন্ধেই হইবে। সুতরাং যথাশ্রুত হেতুটী তার্কিকগণের মতে অপ্রসিদ্ধ। সমবায়সংসর্গক গুণ্যাদিবিশেষণক প্রমার বিশেষ্যত্ব গুণাদিতে তার্কিকমতে থাকিলেও সিদ্ধান্তীর মতে সমবায় অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাদৃশ হেতুও অপ্রসিদ্ধ, এজন্য উভয়মত-সাধারণ হেতুটী হইল না। কিন্তু তাহাই দেখাইতে হইবে।

এখন উক্ত হেতুটীকে উভয়মতপ্রসিদ্ধ করিয়া বলিতে গেলে এইরূপ

বলিতে হইবে যে, তার্কিকাদিসম্মত সমবায় ও তাদাত্ম্য ভিন্ন যে সংযোগাদি অর্থাৎ সংযোগ, স্বরূপ ও কালিকাদি সম্বন্ধ, তাহাদের অন্যতম সম্বন্ধে গুণ্যাদিবিশেষণক যে প্রমারূপ জ্ঞান, তদ্‌ভিন্ন যে গুণ্যাদিবিশেষণক প্রমারূপ জ্ঞান তাহার বিশেষ্যত্বই সমানাধিকৃতত্ব হইবে। আর তাহা হইলে ইহাই হইল **হেতুর নিকৃষ্ট অর্থ**। আর এতাদৃশ হেতু উভয় মতেই প্রসিদ্ধ।

ভেদাভেদসাধক অনুমানের দৃষ্টান্ত।

প্রদর্শিত অনুমানে অন্বয়দৃষ্টান্ত সম্ভাবিত নহে বলিয়া **ব্যতিরেক দৃষ্টান্তই** গ্রহণ করিতে হইবে। আর এজন্য হেতুতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই দেখাইতে হইবে। সেই ব্যাপ্তি এই—যাহা গুণিপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ উভয়াভাববান্ তাহা গুণিবিশেষণক প্রমাবিশেষ্যত্বাভাববান্। অর্থাৎ যাহাতে গুণীর ভেদাভেদ নাই তাহাতে গুণিবিশেষণক প্রমাজ্ঞানের বিশেষ্যতাও নাই। যেমন "ঘটঃ ঘটঃ" এবং "ঘটঃ পটঃ" ইত্যাদি।

উক্ত অনুমানে অপ্রয়োজকত্ব শঙ্কানিরাস।

তাহার পর এই হেতুটীকে অপ্রয়োজকও বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ গুণ্যাদিপ্রতিযোগিক ভেদাভেদ উভয়বত্ত্ব সাধ্যটী উক্ত ধীবিশেষ্যত্বরূপ হেতুর প্রয়োজক হইতে কোন প্রমাণ নাই—এরূপ নহে। তাদৃশ সাধ্যটী যে হেতুর প্রয়োজক, তাহাতে লাঘবজ্ঞানসহকৃত অনুমানই প্রমাণ।

প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, নীলগুণ ও ঘটের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলে "ঘটঃ ন নীলঃ" এইরূপ ঘটে নীলগুণের ভেদবুদ্ধিতে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে নীলগুণপ্রকারক নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ বলিবার আবশ্যকতা হয় না যে, "ঘটঃ ন নীলঃ" এই স্থলে ঘটে নীলগুণসমবায়ীর ভেদবুদ্ধিতে, ঘটে নীলগুণসমবায়ীর তাদাত্ম্য-নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক। যেহেতু সমবায় অলীক। সুতরাং প্রতিবধ্য

প্রতিবন্ধকভাবগ্রহ অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর যাঁহারা সমবায় স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে গৌরবও হয়। কারণ, নীলগুণসমবায়ীর ভেদবুদ্ধিতে নীলগুণসমবায়ীর তাদাত্ম্যনিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক, ইহা ত তাঁহাদের বলিতে হইবেই। আরও বলিতে হইবে যে, ঘটাদিতে নীল-গুণের ভেদবুদ্ধিতে ঘটাদিতে নীলগুণের তাদাত্ম্যনিশ্চয়ও প্রতিবন্ধক। যেহেতু তার্কিকগণের মতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অলীক নহে। সুতরাং প্রতিবদ্ধ্যপ্রতিবন্ধকভাব দুইটী কল্পনা করিতে হইল, আর ইহাই তার্কিকগণের মতে গৌরব।

তার্কিকমতে সমবায়সম্বন্ধস্থলে ভেদ স্বীকারে মহা গৌরব।

তার্কিকগণের মতে আরও গৌরব এই যে, নীলাদিসমবায়বিষয়ক বিশিষ্টজ্ঞানমাত্রে কারণত্ব ও প্রতিবন্ধকত্ব প্রভৃতি অতিরিক্ত কল্পনীয় হইবে। সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধি-করণতা এবং তাদৃশ প্রতিযোগিতা ও অধিকরণতার অত্যন্তাভাব, এবং তাদৃশ প্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা অধিক কল্পনা করিতে হইবে। আর সমবায়সম্বন্ধে নীলবিশিষ্টের ভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হইবে। সমবায়ত্বরূপ অখণ্ড ধর্ম্মও কল্পনা করিতে হইবে। আর তাহার অভাব ও তদ্-বিষয়তাদিও অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপে মহাগৌরবই হইয়া পড়িবে।

তাদাত্ম্যসম্বন্ধবাদীর মতে উক্ত গৌরব নাই।

আর তাদাত্ম্যসম্বন্ধবাদীর মতে উক্ত গৌরব কিছুই স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং "নিরুক্তবিশেষণতাক ধীবিশেষ্যতা কিঞ্চিৎপ্রয়োজ্যা, ব্যতিরেকিত্বাৎ"—এই অনুমান, নীলাদিগুণে ঘটভেদবিশিষ্টঘটতাদাত্ম্য-কেই অর্থাৎ ঘটের ভেদাভেদকেই উক্ত ধীবিশেষ্যতার প্রয়োজক বলিলে লাঘব হয়। এই লাঘবজ্ঞানসহকারে তাদৃশবিশেষ্যত্বে তাদৃশ তাদাত্ম্যই

অর্থাৎ ভেদাভেদই প্রযোজক। ইহাই উক্ত অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়। সুতরাং লাঘবজ্ঞানসহকৃত অনুমান, প্রযোজকতার গ্রাহক রহিয়াছে বলিয়া **হেতু অপ্রযোজক নহে।** অর্থাৎ হেতু প্রযোজকশূন্য নহে। এই অনুমানে সাধ্যের একাংশ ঘটতাদাত্ম্যমাত্রই তাদৃশ ধীবিশেষ্যতার প্রযোজক হইতে পারে না। যেহেতু ঘটে ঘটতাদাত্ম্য থাকিয়াও তাদৃশ ধীবিশেষ্যত্ব নাই, অর্থাৎ "ঘটো ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতি হয় না। এজন্য ভেদও প্রযোজকশরীরে প্রবিষ্ট হইবে। অর্থাৎ ঘটভেদবিশিষ্ট ঘটতাদাত্ম্য প্রযোজক হইবে, মাত্র তাদাত্ম্য প্রযোজক নহে। এইজন্য ভেদটী উভয়সিদ্ধ হইলেও হেতুর প্রযোজক বলিয়া ভিন্নাভিন্নানুমানে ভেদকেও সাধ্যরূপে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ **ভেদ না থাকিয়া কেবল অভেদ থাকিলে সমানাধিকৃতত্ব থাকে না।**

ভেদাভেদ সম্বন্ধস্থাপনে কোথায় ভেদ এবং কোথায় অভেদ সাধনীয়।

এখন গুণ গুণীর সহিত ভিন্নাভিন্ন—এরূপ অনুমানে তার্কিকমতে ভেদ সিদ্ধ আছে, অভেদও সিদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবানের ভিন্নাভিন্ন—এই অনুমানে তার্কিকমতে ভেদসিদ্ধ আছে, অভেদ সিদ্ধ করিতে হইবে। জাতি ব্যক্তির সহিত ভিন্নাভিন্ন—এই অনুমানে তার্কিকমতে ভেদ সিদ্ধ আছে, অভেদ সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বিশিষ্টরূপ কেবলরূপের সহিত ভিন্নাভিন্ন—এরূপ অনুমানে তার্কিকমতে অভেদই সিদ্ধ আছে, ভেদ অসিদ্ধ, সুতরাং ভেদই সিদ্ধ করিতে হইবে। যেহেতু তার্কিকগণ বিশিষ্টরূপকে কেবলরূপের সহিত অভিন্নই বলিয়া থাকেন। বিশিষ্টসত্তা শুদ্ধসত্তা হইতে অনতিরিক্ত—এই তাঁহাদের মত। সুতরাং বিশিষ্টপক্ষকানুমানে অর্থাৎ "বিশিষ্টং কেবলেন সহ ভিন্নাভিন্নং" এই অনুমানদ্বারা যদি ভিন্নাভিন্ন সিদ্ধ হয়, তবে তার্কিকগণের অনভিমত ভেদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ **গুণ, ক্রিয়া ও জাতিস্থলে তাঁহারা ভেদ মানিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভেদ**

মানাইবার আবশ্যকতা হইতেছে, এবং **বিশিষ্টস্থলে তাঁহারা অভেদ মানিয়াছেন, মাত্র ভেদ মানাইতে হইবে।** আর তাহা হইলে সর্ব্বস্থলেই ভেদাভেদ সিদ্ধ হইবে।

তার্কিককর্তৃক বিশিষ্টরূপ ও কেবলরূপের ভেদস্বীকারে গৌরব।

তার্কিকগণ বলেন—বিশিষ্টরূপ কেবলরূপ হইতে ভিন্ন স্বীকার করিলে দোষ এই যে, একটী ঘটের তত্তৎক্ষণবিশিষ্টরূপ কেবলঘট হইতে ভিন্ন অসংখ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে মহাগৌরবই হয়। **বিশিষ্টরূপ কেবলরূপ হইতে অনতিরিক্ত** হইলে আর এই গৌরব স্বীকার করিতে হয় না। ইহাই তাঁহাদের মত।

ভেদাভেদবাদীর মতে উক্ত ভেদস্বীকারে গৌরব হয় না।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, এ গৌরব দোষাবহ নহে। কারণ, যদি তাদৃশ বিশিষ্ট অনন্তরূপ 'কেবল ঘট' হইতে ভিন্ন স্বীকার না করা যায়, তবে "কেবলঘটবিশিষ্ট" বুদ্ধি হইতে তাদৃশ "বিশিষ্টঘটবিশিষ্ট" বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হয় না। এজন্য **বিশিষ্টঘটকে শুদ্ধঘট হইতে ভিন্নই বলিতে হইবে।**

তার্কিকের স্বপক্ষসমর্থন।

তার্কিকগণ বলেন যে, উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্য বিশিষ্টঘটকে কেবলঘট হইতে ভিন্ন বলিবার আবশ্যকতা নাই। **বিশিষ্ট-বিষয়ক বুদ্ধিতে তত্তৎক্ষণবৈশিষ্ট্য অধিক** অবগাহন করে বলিয়া **বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ** হইতে পারে। সুতরাং তত্তৎক্ষণবৈশিষ্ট্য-বিষয়কত্বপ্রযুক্তই কেবলজ্ঞান হইতে বিশিষ্টজ্ঞান ভিন্ন হইবে।

তার্কিকপক্ষখণ্ডন।

ভেদাভেদবাদিগণ বলেন—তার্কিকগণের এই উত্তর সমীচীন নহে। কারণ, "**বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরং**" এই রীতিতে "তৎক্ষণবিশিষ্টঘটবৎ ভূতল" এই জ্ঞানে তৎক্ষণবৈশিষ্ট্যবিষয়কত্ব আছে

বলিয়া বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবিষয়তাশালীতৎক্ষণবিশিষ্টঘটবৎ ভূতল—এতাদৃশ-জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য অনুপপন্ন হয়।

তার্কিককর্তৃক ক্ষণবৈশিষ্ট্যস্বীকারদ্বারা স্বপক্ষসমর্থন।

তার্কিক বলেন—বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞানে অর্থাৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-রীতিতে 'তৎক্ষণবিশিষ্টঘটবৎ ভূতল' এই জ্ঞানে তৎক্ষণবিশিষ্টঘট বিশেষণ হয়। এই বিশেষণে বিশেষণতা ধর্ম্ম আছে। আর এই বিশেষণতার অব-চ্ছেদকতা তৎক্ষণে আছে, অর্থাৎ তৎক্ষণটী বিশেষণতার অবচ্ছেদক হয়। বিশেষণতাবচ্ছেদকতাও বিশেষণতাবিশেষই বটে। কিন্তু বিশেষ্যে বিশেষণ—এই রীতিতে 'তৎক্ষণবিশিষ্টঘটবৎ ভূতল' এই জ্ঞানে শুদ্ধঘট বিশেষণ হইয়াছে বলিয়া তৎক্ষণে বিশেষণতাবচ্ছেদকতারূপ বিশেষণতা-বিশেষ নাই। সুতরাং এই **বিশেষণতাবচ্ছেদকতার বৈলক্ষণ্য-প্রযুক্তই জ্ঞানদ্বয়ের বৈলক্ষণ্য থাকিবে।**

তার্কিকের উক্ত সমর্থন খণ্ডন।

ভেদাভেদবাদী বলেন—ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, জ্ঞানের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহা অনুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয়। যেমন 'তৎ-ক্ষণবিশিষ্টবান্‌কে আমি জানি'—এইরূপ অনুব্যবসায়দ্বারা জ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধ গৃহীত হয়। এই সম্বন্ধ তার্কিকমতে বিষয়তাত্বরূপে এবং আমাদের মতে তাদাত্ম্যত্বরূপে হয়। কিন্তু বিশেষণতাবচ্ছেদকতাত্বরূপে বিশেষ্যতা-ত্বরূপে প্রকারতাত্বরূপে বা সাংসর্গিকবিষয়তাত্ব প্রভৃতি অখণ্ডধর্ম্মরূপে গৃহীত হয় না। সুতরাং ঘটনিষ্ঠবিশেষণতাবচ্ছেদকত্বরূপ বিশেষণতা-বিশেষ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবিষয়তাশালী জ্ঞানে ভাসমান হয়। আর "বিশেষ্যে বিশেষণম্" এই রীতিতে উক্ত বিশেষণতাবিশেষ ভাসমান হয় না—এইরূপ তার্কিকের উক্তি নিরর্থক। যেহেতু অনুব্যবসায়জ্ঞানে জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ বিশেষণতাবচ্ছেদকত্বরূপে ভাসমান হয় না। সুতরাং **এক ঘটেরই তত্তৎক্ষণবিশিষ্ট অনন্তরূপ গৌরব**

হইলেও প্রামাণিক, এজন্য তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই অনন্তস্বরূপ স্বীকার না করিলে কেবলঘটবিশিষ্ট বুদ্ধি ও তত্তৎক্ষণবিশিষ্টঘটবিশিষ্ট বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য নির্ব্বাহ হয় না।

অবচ্ছেদকভেদে ভেদাভেদবিচার।

এখন তার্কিক বলেন—ভেদ ও অভেদের একই ধর্ম্মী ও একই প্রতিযোগী—ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? যে ধর্ম্মীতে যে প্রতিযোগীর ভেদ, সেই ধর্ম্মীতে সেই প্রতিযোগীর অভেদ কিরূপে সিদ্ধ হয়? **অবচ্ছেদকভেদ** স্বীকার করিয়া একই ধর্ম্মীতে একই প্রতিযোগীর ভেদ ও অভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু অবচ্ছেদকভেদ স্বীকার না করিয়া এতাদৃশ ভেদ ও অভেদ ত স্বীকার করা যাইতে পারে না।

চিন্তামণিমতে অবচ্ছেদকভেদনিরপেক্ষই ভেদাভেদ।

যদি বলা যায়—অবচ্ছেদকভেদ স্বীকার করিয়াই ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিব? তাহা হইলে **চিন্তামণিকারের** উক্তির সহিত বিরোধ ঘটে। যেহেতু চিন্তামণিকার **ব্যাপ্তিপূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থে** "মূলে বৃক্ষঃ কপিসংযোগবান্ ন" এইরূপ অবাধিত প্রতীতি-অনুসারে কপিসংযোগবান্ বৃক্ষে তাহার ভেদও আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভেদাভেদমতের **শঙ্কা করিয়াছেন;** আর অবচ্ছেদকভেদ স্বীকার করিয়া ভেদাভেদমতের পরিহার বলিয়াছেন। ইহাতে চিন্তামণিকারের অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, **ভেদাভেদমত অবচ্ছেদকভেদনিরপেক্ষই বটে।** অন্ততঃ চিন্তামণিকার তাহাই স্বীকার করিয়াছেন।

বাচস্পতিবাক্যদ্বারা চিন্তামণির অভিপ্রায়প্রকাশ।

আর যদি বলা যায় যে, ভেদাভেদমত দেখাইতে যাইয়া বাচস্পতিমিশ্রও ত অবচ্ছেদকভেদেই ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"কার্য্যাত্মনা তু নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা।"

বাচস্পতিমিশ্র এই ভেদাভেদমতের কারিকাদ্বারা অবচ্ছেদক-ভেদেই ভেদাভেদ বলিয়াছেন। সুতরাং ভেদাভেদবাদিগণ যখন অবচ্ছেদকভেদেই ভেদাভেদ স্বীকার করেন, তখন চিন্তামণিকারের উক্তির দ্বারা অবচ্ছেদকভেদনিরপেক্ষ ভেদাভেদমত স্বীকার করা যাইতে পারে না। এজন্য চিন্তামণিবাক্যের অর্থাৎ **"ন চ এবং ভেদাভেদঃ"** এই বাক্যের এই অভিপ্রায় বলিতে হইবে যে, অবচ্ছেদকভেদ স্বীকার না করিলে ভেদাভেদ দোষ হয়। এই ভেদাভেদ দোষরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই দোষ পদটীদ্বারা **"ভেদাভেদঃ দোষঃ এব"** এইরূপে উক্ত বাক্যের পূর্ণতা করিতে হইবে। আর অবচ্ছেদকভেদ স্বীকার করিলে ভেদাভেদস্বীকার দোষ নহে। ইহাই চিন্তামণিবাক্যের অভিপ্রায়। সুতরাং **অবচ্ছেদকভেদেই ভেদাভেদ বলাই সঙ্গত।**

অবচ্ছেদকভেদে ভেদাভেদস্বীকারে সিদ্ধসাধনতা।

ভেদাভেদবাদী বলেন—একথাও অসঙ্গত। কারণ, অবচ্ছেদকভেদে গুণগুণ্যাদির ভেদাভেদ অনুমান করিলে তার্কিকগণ সিদ্ধসাধনই বলিতে পারেন। যেহেতু তার্কিকগণও অবচ্ছেদকভেদে ভেদাভেদ ত স্বীকার করিয়াই থাকেন। এজন্য তার্কিকগণের প্রতি উক্ত ভেদাভেদ অনুমান সিদ্ধসাধনতাদোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং এই সিদ্ধসাধনতাদোষ বারণ করিবার জন্য **এক অবচ্ছেদেই ভেদাভেদ বলিতে হইবে।** কুণ্ডলত্বাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীতে কটকের হেমত্বরূপে অভেদ স্বীকার করিলে হেমত্ব-রূপে কটকের ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। কুণ্ডলে কটকের হেমত্বরূপে ভেদ এবং সেই হেমত্বরূপেই অভেদ। যে সুবর্ণ পূর্ব্বে কটকাদিরূপে ছিল, পরে কুণ্ডলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কটকাদিরই কুণ্ডলে সুবর্ণত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপে অভেদ। ইহা অগ্রে বিশদরূপে কথিত হইবে। কুণ্ডল-ত্বাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীতে কটকের হেমত্বরূপে অভেদ স্বীকার করিয়া তাহাতে কটকের হেমত্বরূপে ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। না করিলে "হেম-

কুণ্ডলম্” এইরূপ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতির উপপত্তি হয় না। যেহেতু তদ্রূপাবচ্ছিন্নে তদ্রূপাবচ্ছিন্নের সমানাধিকরণ্যপ্রতীতিতে, তদ্রূপাবচ্ছিন্নে তদ্রূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদাভেদ প্রযোজক। কিঞ্চিৎরূপে ভেদ এবং অপররূপে অভেদ থাকিলে তদ্দ্বারা সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি উপপন্ন হয় না। যেমন “ঘটঃ কলসঃ” এইস্থলে দ্রব্যত্ব ও ঘটত্বরূপে ভেদ থাকিলেও, অর্থাৎ “দ্রব্যং ন ঘটঃ” এইরূপ প্রতীত হইলেও “ঘটঃ কলসঃ” এই সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি হয় না। যে কোনরূপে ভেদাভেদ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতির প্রযোজক হইলে “ঘটঃ কলসঃ” এস্থলেও সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি হওয়া উচিত ছিল। এজন্য, অর্থাৎ সিদ্ধসাধনতা-বারণজন্য একরূপেই ভেদাভেদ বলিতে হইবে।

বাচস্পতিমতেও অবচ্ছেদকনিরপেক্ষ ভেদাভেদ।

আর যদি বলা যায় তাহাতে “কার্য্যাত্মনা” ইত্যাদি বাচস্পতি-কারিকার বিরোধ হয়, উক্ত কারিকাতে রূপভেদে ভেদাভেদ বলা হইয়াছে, একরূপে বলা হয় নাই, তবে বাচস্পতিবাক্যের এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, সিদ্ধসাধনতাভয়ে যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না। যথা—**“কার্য্যাত্মনা নানাত্বম্”** ইহার অর্থ এই যে, কার্য্যমাত্রগত ধর্ম্ম কটকত্ব ও কুণ্ডলত্বাদিরূপে কটককুণ্ডলাদির পরস্পর ভেদমাত্রই আছে, অভেদ নহে। এজন্য “কটকং কুণ্ডলম্” এরূপ সামানাধিকরণ্য-প্রতীতি হয় না। আর **“অভেদঃ কারণাত্মনা”** এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত “কার্য্যাত্মনা” এই কথাটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে। আর তাহাতে অর্থ এই হইবে যে, কারণগতরূপদ্বারাও কার্য্যমাত্রগতরূপদ্বারা অর্থাৎ হেমত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপে কটক ও কুণ্ডলের অভেদ আছে, এবং পূর্ব্বোক্ত ভেদও এইস্থলে অনুষঙ্গ করিতে হইবে; তাহাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে—ইহাই সিদ্ধ হইবে। আর **“হেমাত্মনা যথা অভেদঃ”** এই-স্থলে একটী “অপি” পদ অধ্যাহার করিতে হইবে। অর্থাৎ “অভেদোঽপি”

করিতে হইবে। আর তদ্দ্বারা ভেদও লব্ধ হইবে। অর্থাৎ ভেদ ও অভেদ—এই দুই বুঝিতে হইবে। সুতরাং কারণগত ও কার্য্যমাত্রগতধর্ম্ম হেমত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপে কটক ও কুণ্ডলের ভেদাভেদ হয়। অভিপ্রায় এই যে, **কুণ্ডলত্বাবচ্ছেদে কুণ্ডলে হেমত্বাবচ্ছিন্ন কটকের ভেদাভেদ আছে।** এইজন্য "হেমকুণ্ডলম্" এইরূপ প্রত্যয় হইয়া থাকে। আর **"কুণ্ডলাত্মাত্মনা ভিদা"** এই স্থলে একটী "এব-কার" অধ্যাহার করিতে হইবে। তাহাতে "ভেদঃ এব" এই অর্থ হইবে। **কার্য্যমাত্রগতধর্ম্ম কটকত্বকুণ্ডলাত্বাদিরূপে ভেদই হইবে,** অভেদ হইবে না। এইরূপই বাচস্পতিকারিকার অর্থ বুঝিতে হইবে।

বাচস্পতিবাক্যের অন্যথাব্যাখ্যায় দোষ নাই।

এতাদৃশ রীতিতে কারিকার ব্যাখ্যান করাতে অধ্যাহারাদি ক্লেশ আছে—এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। যেহেতু, বাচস্পতিমিশ্র নিজেই **উক্ত কারিকার ব্যাখ্যানে ভামতীতে বলিয়াছেন—** হাটকত্বরূপেই কটকাদির কুণ্ডলত্বাদিবিশিষ্টে অভেদ, কিন্তু কটকত্বরূপে কটকাদির কুণ্ডলত্বাদিবিশিষ্টে অভেদ নহে। কটকত্বরূপে ভেদই হইবে। অভেদ হইবে না। এইরূপ হাটকত্বাদিরূপে কটকাদির কুণ্ডলত্বাদিবিশিষ্টে ভেদও আছে। যেহেতু হাটকত্বরূপে জ্ঞাত হইলেও কুণ্ডলত্বাদিরূপে জিজ্ঞাসা উদিত হইয়া থাকে। যদি ভেদ না থাকিত, তবে হাটকত্বরূপে জ্ঞাত হইলে কুণ্ডলত্বরূপে জ্ঞাতই হইত। আর তাহাতে কুণ্ডলত্বরূপে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারিত না।

অবচ্ছেদকনিরপেক্ষ ভেদাভেদে তার্কিকের আপত্তি।

কিন্তু তার্কিক বলেন—ইহা অসঙ্গত। কারণ, কটক ও কুণ্ডলের হাটকত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপে যে অভেদ বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত। যেহেতু **ভিন্নদেশস্থিতরূপে যুগপৎ অনুভূয়মান যে কটক ও কুণ্ডল, তাহাদের কখনও অভেদপ্রতীতি হইতে পারে না।**

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, যে হাটক পূর্ব্বে কটকাদি-রূপে স্থিত ছিল, পরে কুণ্ডলাদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কটকাদিরই সেই কুণ্ডলাদিতে হাটকত্ব কুণ্ডলত্বরূপে অভেদ বলা হইয়াছে। যেহেতু **"তদ্ হাটকম্ ইদং কুণ্ডলম্"**—ইত্যাদি প্রতীতি সর্ব্বজনসিদ্ধ। কিন্তু কটকত্ব কুণ্ডলত্বাদিরূপে অভেদ নহে। সেস্থলে অত্যন্ত ভেদই প্রতীত হইয়া থাকে। **"ইদং কুণ্ডলম্" "তৎ কটকম্"** এইরূপ ভেদপ্রতীতি সর্ব্বজনসিদ্ধ। আর তাহাতে **অভিপ্রায় এই** স্থিরীকৃত হইল যে, এক উপাদানব্যক্তির দ্বারা যুগপৎ বা ক্রমে যে কার্য্যগুলি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কার্য্যগুলির পরস্পরের মধ্যে কার্য্যমাত্রগতরূপে পরস্পর ভেদই বটে, আর কার্য্যমাত্রগতরূপ ও উপাদানগতরূপদ্বারা পরস্পর ভেদাভেদ। অতএব এক ঘটরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন যে রূপ ও রস, তাহারাও রূপত্ব ও রসত্বরূপে পরস্পর ভিন্নই বটে, কিন্তু ঘটত্ব ও রূপত্ব এতদুভয়রূপে রসে রূপের ভেদাভেদ আছে।

তার্কিকগণের পুনর্ব্বার আপত্তি।

তার্কিকগণ বলেন যে—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—যুগপৎ বা ক্রমিক যে সমস্ত কার্য্য এক উপাদানব্যক্তির দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কার্য্য-সমূহের মধ্যে উপাদেয়মাত্রগতরূপে পরস্পর ভেদই হইবে, আর উপাদানগতরূপ ও উপাদেয়গতরূপদ্বারা একটী উপাদেয়ের সহিত আর একটী উপাদেয়ের ভেদাভেদ হইবে—ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু **"ইদং কুণ্ডলং কটকং স্থিতম্"** অর্থাৎ এই কুণ্ডলটী কটক ছিল এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদনিয়ম কিরূপে রক্ষিত হইল?

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদভেদবাদী এতদুত্তরে বলেন যে, এই কুণ্ডল কটক ছিল—এইরূপ প্রতীতিতে কুণ্ডলে কটকত্বোপলক্ষিত ধর্ম্মীর অভেদ প্রতীত হইলেও

কটকত্বোপহিত ধর্ম্মীর সহিত কুণ্ডলত্বোপহিত ধর্ম্মীর ভেদই আছে। সুতরাং উপাদেয়মাত্রগত ধর্ম্মপুরস্কারে উপাদেয়দ্বয়ের ভেদই হইবে—এই নিয়মের কোন ক্ষতি হইল না। আর উপাদানগতরূপ এবং উপাদেয়-গতরূপ এতদুভয় ধর্ম্মপুরস্কারে একটী উপাদয়ের সহিত আর একটী উপাদয়ের ভেদাভেদ হইবে—ইহাই ত নিয়ম, ইহারও আর ভঙ্গ হইল না। **"তদ্ হাটকমিদং কুণ্ডলম্"** এইরূপ প্রতীতিদ্বারা এই ভেদাভেদ সিদ্ধ আছে—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইজন্যই ভেদাভেদবাদী উক্ত কারিকাতে **"হেমাত্মনা যথা অভেদঃ"** এইস্থলে হেমত্ব কুণ্ডলত্ব ধর্ম্মপুরস্কারে অভেদ, অর্থাৎ অভেদও আছে, অর্থাৎ ভেদাভেদ আছে—এইরূপ অর্থ করেন—বুঝিতে হইবে। আর কার্য্যমাত্রগত ধর্ম্ম যে কটকত্ব ও কুণ্ডলত্ব তদ্ধর্ম্মপুরস্কারে পরস্পর ভেদই হইবে। সুতরাং উক্ত কারিকাতে একোপাদানক নানা কার্য্যদৃষ্টান্তদ্বারা কারণগত ও কার্য্য-গতরূপদ্বারা ভেদাভেদ সিদ্ধ হয়; আর ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিবলেই ভেদাভেদ সিদ্ধ।

এই কারণে ভেদ ও অভেদ অর্থাৎ ভাব ও অভাব, অবচ্ছেদকভেদ বিনাই, এক ধর্ম্মীতে এক প্রতিযোগীর হইতে পারে না, যেহেতু ভাবাভাব বিরুদ্ধ—ইত্যাদি তার্কিকের আপত্তিও আর চলে না। কারণ, **বিরোধ প্রমাণবলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।** প্রকৃতস্থলে সামানাধি-করণ্যপ্রত্যয়বলে ভেদাভেদসিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে অবচ্ছেদকভেদ আর থাকে না। একাবচ্ছেদে সংযোগ ও তদভাব বিরুদ্ধ—ইহা অনুভবানুসারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর ঘটত্ব ও ঘটত্বাভাব অব-চ্ছেদকনিরপেক্ষই বিরুদ্ধ—ইহা যেমন অনুভববলেই স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবচ্ছেদকভেদ বিনাই অর্থাৎ একাবচ্ছেদে গুণগুণ্যাদিস্থলে **ভেদ ও অভেদ অবিরুদ্ধ—ইহাও সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি-বলেই সিদ্ধ** হইয়া থাকে। যেহেতু অত্যন্তাভেদে ও অত্যন্তভেদে

উক্ত সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয় হয় না। ইহা ভামতীনিবন্ধে **বাচস্পতি-মিশ্র** বলিয়াছেন। যথা—"বিরুদ্ধ ইহা আমাদের কোথায় প্রতীত হয়? যাহা প্রমাণগোচর নহে তাহাই বিরুদ্ধ। প্রকৃত ভেদাভেদস্থলে ভেদ ও অভেদের সাধক প্রমাণ আছে বলিয়া বিরোধ নাই। সামানাধিকরণ্য-প্রতীতিতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই ভাসমান" ইত্যাদি। তাঁহার কথা এই—

তাদৃশ ভেদাভেদে বাচস্পতিমিশ্রের সম্মতি।

"বিরুদ্ধম্ ইতি নঃ ক প্রত্যয়ঃ? যন্ন প্রমাণগোচরঃ। প্রকৃতে চ প্রমাণসত্ত্বাৎ ন বিরোধপ্রত্যয়ঃ। সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে হি ভেদাভেদৌ ভাসেতে।"

তার্কিকের পুনর্ব্বার আপত্তি।

এখন তার্কিক বলিতেছেন—সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিতে ভেদাভেদ ভাসমান হইল কিরূপে? ইহা অসঙ্গত। যেহেতু ভেদাভেদের যে কোন **একবত্তাজ্ঞানের প্রতি অপরবত্তানিশ্চয় বিরোধী।** সুতরাং ভেদ ও অভেদ একনিশ্চয়ের বিষয়ীভূত হইবে কিরূপে?

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদাভেদবাদী বলেন—ভেদ ও অভেদকে একনিশ্চয়ের বিষয় বলিয়া স্বীকার না করিলে অন্য প্রকারে সামানাধিকরণ্যপ্রতীতির উপপত্তিই হইতে পারে না। এজন্য **গুণগুণ্যাদিস্থলে ভেদাভেদের বিরোধিতা নাই**—এইরূপই বলিব।

তার্কিকের আপত্তি।

কিন্তু তার্কিক বলেন—এরূপও বলা যায় না। কারণ, গুণগুণ্যাদি-স্থলে ভেদাভেদ যদি একনিশ্চয়ের বিষয়ীভূত হয়, অর্থাৎ যদি বিরোধিতা না থাকে, তবে **"ঘটো ন নীলঃ"** এইরূপ বাক্যজন্য জ্ঞানকালে **"ঘটঃ নীলঃ"** এইরূপ প্রমাজ্ঞানের আপত্তি হউক। যেহেতু গুণগুণ্যাদিস্থলে ভেদাভেদের বিরোধিতা নাই?

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদাভেদবাদী বলেন—ভেদ ও অভেদের মধ্যে একপ্রকারক জ্ঞান-সামগ্রী অপরপ্রকারক জ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু ভেদাভেদের মধ্যে এক-সংসর্গকজ্ঞানসামগ্রী অপর সংসর্গকজ্ঞানের বিরোধী নহে। ভেদাভেদ-বাদিগণ ভেদ ও অভেদের সংসর্গরূপেই ভান স্বীকার করিয়া থাকেন। সংসর্গরূপে ভান হইতেই ভেদ ও অভেদ অবিরোধী, কিন্তু প্রকাররূপে ভান হইতে নহে। ভেদপ্রকারক বুদ্ধিতে অভেদপ্রকারক নিশ্চয় বিরোধী বটে, কিন্তু **অভেদসংসর্গকনিশ্চয় বিরোধী নহে**

তার্কিকের আপত্তি।

তার্কিক বলেন—এরূপও বলা যায় না। কারণ, ভেদ ও অভেদের মধ্যে একপ্রকারক জ্ঞানসামগ্রী অপরপ্রকারক বুদ্ধিতে যেমন বিরোধী, তদ্রূপ **একসংসর্গক জ্ঞানসামগ্রীরও উক্ত বিরোধিতা আছে।** এই বিরোধিতা অনুভবসিদ্ধ। ঘট অভেদসম্বন্ধে নীলবিশিষ্ট—এইরূপ জ্ঞানকালে ঘট ভেদসম্বন্ধে নীলবিশিষ্ট—এইরূপ জ্ঞান যেমন হইতে পারে না, তদ্রূপ "ঘটঃ ন নীলঃ" এইরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে, সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে, সংসর্গরূপে অভেদ ভাসমান হইলেও ভেদ ভাসমান হইবে—ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই ভাসমান হয়—এরূপ বাচস্পতির উক্তি অসঙ্গত।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, না—তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীতে একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর সংসর্গ ও প্রকার-সাধারণ ভেদাভেদবিষয়ক নিশ্চয় অসম্ভাবিত হইলেও **"ঘটো নীলঃ"** এইরূপ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে ভেদসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট অভেদ-

বিষয়তাতে বাধা নাই। যেহেতু "নীলভেদবিশিষ্ট দ্রব্য ও নীলঘট" এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে কোন বাধা নাই।

তার্কিকের আপত্তি।

তার্কিক বলেন—**"ঘটঃ নীলঃ"** ইত্যাদি জ্ঞানে ভেদসমানাধিরণ অভেদবিষয়তাও সম্ভাবিত নহে, যেহেতু ঘটত্ববিশিষ্টে ভেদসমানাধিকরণ অভেদ বিষয়ীভূত হইলে, ঘটত্ববিশিষ্টে ভেদও বিষয়ীভূত হইবে। ভেদসমানাধিকরণ অভেদ, ভেদবিষয়ীভূত না হইলে বিষয়ীভূতই হইতে পারে না। সুতরাং ঘটত্ববিশিষ্টে ভেদসমানাধিকরণ অভেদ বিষয়ীভূত হইতে হইলে পূর্ব্বে ঘটত্ববিশিষ্টে ভেদনিশ্চয় আবশ্যক। যেহেতু ঘটত্ববিশিষ্টে নীলভেদের সংশয় হইলে ঘটত্ববিশিষ্টে নীলের ভেদসমানাধিকরণ অভেদসংসর্গক নিশ্চয় অনুপপন্ন। ভেদসমানাধিকরণ অভেদসংসর্গক নিশ্চয় হইতে হইলে ভেদনিশ্চয়টী তাহার কারণ হয়। যাহার সংশয় যাহার প্রতিবন্ধক, তাহার নিশ্চয় তাহার কারণ। ইহাই **অনুমানদীধিতে** উক্ত আছে যে, সাধ্যসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট হেতুর, পক্ষে নিশ্চয়, পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় বিনা অনুপপন্ন। বহ্নিসামানাধিকরণ্যবিশিষ্ট ধূমবান্ পর্ব্বত—এইরূপ নিশ্চয়ে পর্ব্বতাংশে বিশিষ্টধূমটী প্রকারীভূত হইয়াছে বলিয়া, বহ্নিও পর্ব্বতে প্রকারীভূত হইয়াছে। সুতরাং "ঘটো নীলঃ" এইস্থলে ঘটত্ববিশিষ্টে নীলের বিশিষ্ট অভেদ অর্থাৎ ভেদসমানাধিকরণ অভেদসংসর্গ হইয়াছে বলিয়া ভেদও সংসর্গ হইয়াছে। আর এজন্য ঘটে ভেদসংসর্গক জ্ঞানে ভেদসংসর্গক নীলপ্রকারক জ্ঞানই হেতু। কিন্তু ভেদপ্রকারক জ্ঞানকে হেতু বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং ভেদাভেদবাদী যে বলিয়াছিলেন, ভেদ ও অভেদের মধ্যে একপ্রকারক জ্ঞানসামগ্রী অপরপ্রকারক জ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু **ভেদাভেদের মধ্যে একসংসর্গক জ্ঞানসামগ্রী অপরসংসর্গক জ্ঞানের বিরোধী নহে—ইহা অসঙ্গত।**

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, তার্কিকগণের একথাও অসঙ্গত। কারণ, তার্কিকগণ যে দোষ দিয়াছেন, তাহা ভেদসামানাধিকরণ্য-বিশিষ্ট অভেদবিষয়তাতে সঙ্গত হইলেও **ভেদসামানাধিকরণ্যোপলক্ষিত অভেদবিষয়তাতে উক্ত দোষ হইতে পারে না।**

আর তার্কিকগণ যে বলিয়াছিলেন—সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে সংসর্গরূপে অভেদের ভান হইলেও সংসর্গরূপে ভেদের ভান হইতে পারে না, তাহা অসঙ্গত। কারণ, ভেদের ভান না হইলে সামানাধিকরণ্য-প্রতীতি উপপন্নই হয় না। বিশিষ্টধীমাত্রে বিশেষ্যে বিশেষণের ভেদ-সমানাধিকরণ সম্বন্ধই বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। তাহা স্বীকার না করিলে তদ্ঘটে তদ্ঘটের সংযোগ থাকাতেও অর্থাৎ ঘটভূতলসংযোগ ঘট ও ভূতল উভয়নিষ্ঠ হইলেও সেই উভয়নিষ্ঠ সংযোগদ্বারা "ভূতল ঘটবৎ"—এইরূপ প্রতীতিই হয়, কিন্তু **"ঘটঃ ঘটবান্"** এরূপ প্রতীতি হয় না। প্রতীতি হইলে তাহা ভ্রম হয়, প্রমারূপ হয় না। তদ্ঘটভিন্নই সংযোগাদিসম্বন্ধে তদ্ঘটবান্—এইরূপ প্রমাপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং সংযোগাদিসম্বন্ধদ্বারা "তদ্ঘটঃ তদ্ঘটবান্" এইরূপ প্রমা-প্রতীতি হইতে পারে না। অথচ তদ্ঘটভিন্ন বস্তু, সংযোগাদিসম্বন্ধে তদ্-ঘটবান্ এইরূপ প্রমাপ্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ বিশিষ্টপ্রতীতির ব্যবস্থাসিদ্ধি করিবার জন্য **বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রে বিশেষ্যে বিশেষণের ভেদসমানাধিকরণ সম্বন্ধই বিষয়ীভূত হইয়া থাকে**—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে তদ্ঘটে ঘটভূতলসংযোগ থাকিলেও সেই ঘটনিষ্ঠ সংযোগ ঘটভেদ-সমানাধিকরণসংযোগ নয়। এজন্য **তদ্ঘটঃ তদ্ঘটবান্** এই বিশিষ্টবুদ্ধি-প্রমা হইতে পারে না। ঘটভেদসমানাধিকরণ ঘটসংযোগ ভূতলাদিতেই সম্ভব। তদ্ঘটভেদসমানাধিকরণ সংযোগ, তদ্ঘটব্যতিরিক্ত অপর

ঘটাদিতে ও ভূতলাদিতে সম্ভব। তদ্‌ঘটে সম্ভাবিত নহে। এজন্য "তদ্-ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এইরূপ প্রতীতি প্রমা হইতে পারে না।

সুতরাং ভেদসমানাধিকরণ সংযোগ লইয়াই বিশিষ্টপ্রতীতি হইয়া থাকে। অভেদসমানাধিকরণসংযোগ বিশিষ্টপ্রতীতির নির্ব্বাহক নহে। নির্ব্বাহক হইলে **"তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এইরূপ প্রমাপ্রতীতির আপত্তি হইয়া যাইত।**

তার্কিকের আপত্তি।

তার্কিকগণ বলেন যে, তদ্‌ঘটভেদসামাধিকরণ্য, তদ্‌ঘটসংযোগেও আছে, যেহেতু তদ্‌ঘটসংযোগটী যেমন তদ্‌ঘটে আছে, তদ্রূপ তদ্‌ঘটভিন্ন ভূতলাদিতেও আছে। একই সংযোগব্যক্তি উভয়ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তদ্‌ঘটসংযোগ তদ্‌ঘটভেদসমানাধিকরণ হইলই বটে। আর তাহাতে সংযোগসম্বন্ধে **"তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এই প্রতীতির প্রমাত্বের আপত্তি রহিয়াই গেল।**

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদাভেদবাদী বলেন—এরূপ আপত্তি হয় না। কারণ, তদ্‌ঘটে যে সংযোগ,. তাহা তদ্‌ঘটভেদোপলক্ষিত অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট। কিন্তু তদ্‌ঘটভেদবিশিষ্ট অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট নহে। অধিকরণাংশে ভেদ বিশেষণরূপে ভান হয় নাই। কিন্তু উপলক্ষণরূপে ভান হইয়াছে। সংযোগসম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতি তদ্‌ঘটভেদবিশিষ্ট অধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সংযোগসম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। আর তদ্‌ঘটভেদবিশিষ্ট অধিকরণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট সংযোগ তদ্‌ঘটে নাই। এজন্য **"তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এই বুদ্ধি প্রমা হইতে পারে না।**

তার্কিকের আপত্তি।

তার্কিকগণ বলেন যে, সংযোগসম্বন্ধে **তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্** এইরূপ প্রমাপ্রতীতি হয় না বলিয়া **কেবল সংযোগসম্বন্ধস্থলেই ভেদ-**

সমানাধিকরণ সংযোগসম্বন্ধই বিশিষ্টপ্রতীতির নিয়ামক হইবে, অন্যত্র ইহা স্বীকার করিব কেন ?

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদাভেদবাদী বলেন—এরূপ বলা যায় না। যেহেতু বাধক না থাকিলে প্রমাণ সামান্যগ্রাহী হইয়া থাকে। প্রমাণদ্বারা সামান্যরূপে সিদ্ধিই প্রমাণের স্বভাব। কেবল বাধক থাকিলে তাহার অন্যথা হয়। এজন্য বিশিষ্টপ্রতীতিমাত্রে উক্ত প্রতীতির নির্ব্বাহক সম্বন্ধ, ভেদ-সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। এজন্য **অভেদসম্বন্ধ ভেদসমানাধি-করণ হইলেই বিশিষ্টপ্রতীতির নিয়ামক** হইবে। আর তজ্জন্য "ঘটো ঘটঃ" এরূপ অভেদসম্বন্ধে প্রমাপ্রতীতি হইতে পারে না।

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে তার্কিকগণ বলেন যে, **"তদ্‌ঘটঃ তৎকম্বুগ্রীবাদিমান্‌"** ইত্যাদি প্রতীতিতে ঘটত্ব কম্বুগ্রীবাদিমত্বরূপে ঘট ও কম্বুগ্রীবাদি-মানের ভেদ আছে বলিয়া ভেদসমানাধিকরণ অভেদ অর্থাৎ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে প্রমাত্ব যেমন সম্ভাবিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংযোগসম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ তৎকম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বান্‌" এইরূপ প্রতীতিও প্রমা হউক। যেহেতু এস্থলেও ঘটত্ব কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বরূপে ভেদ সম্ভাবিত হয় বলিয়া বিশেষ্য বিশেষণভেদসমানাধিকরণ সংযোগসম্বন্ধ সম্ভাবিত হইতেছে।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ইহাতে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, এ কথা অসঙ্গত। কারণ, ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন ধর্ম্মদ্বয়, যেস্থলে, বিশেষণতার বা বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে, সেইস্থলে ব্যাপ্য ধর্ম্মটী ভেদের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদক বা অনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। ব্যাপক ধর্ম্মটী প্রতিযোগিতার বা অনুযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না। ব্যাপক ধর্ম্মটী, মাত্র প্রতিযোগীর বিশেষণরূপে ভাসমান হইতে পারে, কিন্তু

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না—ইহাই নিয়ম। যেহেতু দ্রব্যের অধিকরণে—"দ্রব্যং ঘটো নাস্তি" এইরূপ প্রমাপ্রতীতি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। "দ্রব্যং ঘটো নাস্তি" এস্থলে দ্রব্যত্ব ও ঘটত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে দ্রব্যত্ব ব্যাপক ও ঘটত্ব ব্যাপ্য। এই **ব্যাপ্য ধর্ম্ম ঘটত্বই—"দ্রব্যং ঘটো নাস্তি" এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, কিন্তু ব্যাপক ধর্ম্ম দ্রব্যত্ব এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক নহে।** যদি দ্রব্যত্ব অবচ্ছেদক হইত, তবে, দ্রব্যবিশিষ্ট অধিকরণে—আর "দ্রব্যং ঘটো নাস্তি" এই অভাবটী বাধিত বলিয়া উক্ত প্রতীতি প্রমারূপ হইত না।

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকনিরূপণে পক্ষধরমিশ্রের মতও সিদ্ধান্তীর অনুকূল।

আর ব্যাপকধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যাপ্যধর্ম্মকেও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তাহা কেবল ব্যাপ্য ধর্ম্ম অপেক্ষা গুরুভূত। এজন্য **পক্ষধরমিশ্র** প্রভৃতি আচার্য্যগণও **"প্রমেয়ঃ ঘটো নাস্তি"** ইত্যাদি স্থলে—প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্মকে উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রমেয়ত্বোপলক্ষিত ঘটত্বাদি ধর্ম্মকেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিয়াছেন। "প্রমেয়ঃ ঘটো নাস্তি" এইস্থলে মাত্র ঘটত্বধর্ম্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, **প্রমেয়ত্ব প্রতিযোগীর বিশেষণ মাত্র।** সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ তৎকম্বুগ্রীবাদিমত্বান্" ইত্যাদি স্থলেও ব্যাপ্যধর্ম্ম তদ্‌ব্যক্তিত্বই প্রতিযোগিতার ও অনুযোগিতার অবচ্ছেদক হয় বলিয়া তদ্‌ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মীতে তদ্‌ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদ বাধিত। আর এই বিশিষ্টবুদ্ধির নিয়ামকরূপে ভাসমান ভেদ বাধিত বলিয়া বাধিত ভেদবিষয়ক প্রতীতির প্রমাত্ব সম্ভাবিত হয় না। এইরূপ **তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এইরূপ বুদ্ধিও প্রমা হইতে পারে না।** যেহেতু বিশিষ্টবুদ্ধির নিয়ামকরূপে যে ভেদ ভাসমান

হইবে, তাহা বাধিত। যেমন "তদ্ব্যক্তিঃ তদ্ব্যক্তিমতী" এইরূপ প্রমাপ্রতীতি হয় না।

তার্কিকের আপত্তি ;

ইহাতে তার্কিকগণ শঙ্কা করেন যে, ভেদসমানাধিকরণ সম্বন্ধই যদি বিশিষ্টপ্রতীতির নিয়ামক হয়, তবে **সমবায়সম্বন্ধে "কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটবান্" এইরূপ বিশিষ্টপ্রতীতিও প্রমারূপ হউক।** বিশেষণের ভেদ বিশেষ্যে নাই বলিয়া সমবায়সম্বন্ধে "ঘটো ঘটবান্" এইরূপ প্রমা প্রতীতি হইতে না পারিলেও "কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটবান্" এরূপ প্রমা প্রতীতি হইতে বাধা নাই। যেহেতু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব ও ঘটত্ব ভিন্নধর্ম্ম। আর সমবায়সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ বলিয়া ঘটীয় সমবায়সম্বন্ধও ঘটে আছে। সুতরাং ঘটের ভেদ ও ঘটের সমবায় কম্বুগ্রীবাদিমানে আছে বলিয়া "কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটবান্" এই প্রতীতি প্রমারূপ হওয়া উচিত।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদাভেদবাদী এতদুত্তরে বলেন—এরূপ আশঙ্কা অসমীচীন। কারণ, সংযোগ ও সমবায়—এই উভয় সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ হইলেও যেমন ঘট ও ভূতলের সংযোগসম্বন্ধকে লইয়া "ঘটসংযোগবদ্ ভূতলম্" এইরূপ প্রমাপ্রতীতি হয়, সেইরূপ "ভূতলসংযোগী ঘটঃ" এইরূপে প্রমাপ্রতীতিও হয়। কিন্তু ঘট ও কপালের সমবায়সম্বন্ধ লইয়া **"ঘটসমবায়ি কপালম্" এইরূপই প্রমাপ্রতীতি হইয়া থাকে,** কিন্তু **"কপালসমবায়ী ঘটঃ" এইরূপ প্রমাপ্রতীতি হয় না।** ইহার কারণ, এই যে ঘটে ঘটপ্রতিযোগিক সমবায়ের অনুযোগিত্ব নাই। এজন্য "কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটবান্" এইরূপ প্রমাপ্রতীতি হইতে পারে না।

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে পুনর্ব্বার তার্কিকগণ শঙ্কা করেন যে, যদিও বিশিষ্টবুদ্ধিতে বিশেষ্যে বিশেষণের ভেদ থাকা আবশ্যক, **তথাপি বিশিষ্টবুদ্ধিতে**

সংসর্গরূপে ভেদ ভাসমান হইবার আবশ্যকতা নাই। যেহেতু বিশিষ্টবুদ্ধিতে বিশেষ্যটী যদি বস্তুতঃ বিশেষণ হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহা বিশেষণসম্বন্ধী হয়, তবে, সেই বিশেষ্যে সেই বিশেষণের বিশিষ্টজ্ঞান প্রমারূপ হইবে। প্রমারূপ বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষ্যে বিশেষণের ভেদ ভাসমান হইবার আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ, বিশেষ্যে বিশেষণের ভেদ থাকা চাই। আর এইরূপে বিশেষ্যে বিশেষণের ভেদ, বিশিষ্ট-জ্ঞানের বিষয় না হইলেও সংযোগসম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধিরও অপ্রমাত্ব রক্ষিত হইল। যেহেতু তদ্‌ঘটে তদ্‌ঘটের বস্তুগত্যা ভেদ নাই, ইত্যাদি।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদাভেদবাদী বলেন—তার্কিকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ, এইরূপ বলিলে **প্রমাত্বের পারিভাষিকত্বের আপত্তি হয়।** অর্থাৎ প্রমাপদের মুখ্য অর্থ রক্ষিত হয় না। প্রমাপদের মুখ্য অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান। "প্র" উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্ট এবং "মা" পদের অর্থ জ্ঞান। অবাধিতবিষয়কত্বই জ্ঞানের এই প্রকর্ষ। আর এই প্রকর্ষ অর্থাৎ জ্ঞানের অবাধিতবিষয়কত্ব সংযোগসম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এই ভ্রমজ্ঞানেও আছে। যেহেতু তদ্‌ঘটের সংযোগ তদ্‌ঘটেও আছে। সংযোগ দ্বিষ্ঠ ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আর যদি বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রে বিশেষণের ভেদটী ভাসমান হইয়া থাকে—এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায়, তবেই সংযোগ-সম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান", এই জ্ঞানের বাধিতার্থকত্ব সম্ভাবিত হয়। যেহেতু তদ্‌ঘটে তদ্‌ঘটের ভেদ নাই, অথচ সেই ভেদ ভাসমান হইয়া বিশিষ্টপ্রতীতি হইতেছে। আর যদি বিশিষ্টজ্ঞানে ভেদ ভাসমান না হয়, তবে, বিশেষ্যবিশেষন ও তাহার সংযোগসম্বন্ধ প্রকৃতস্থলে অবাধিতই বটে, সুতরাং এই জ্ঞান ভ্রম হইতে পারে না। জ্ঞান অবাধিতবিষয়ক হইয়াও যদি প্রমা না হয়, তবে, প্রমাপদের পারি-

ভাষিক অর্থই স্বীকার করা হইল, মুখ্য অর্থ পরিত্যক্ত হইল। এইরূপ **ভ্রমপদেরও মুখ্য অর্থ ত্যাগ** করিয়া পারিভাষিক অর্থ তার্কিক-গণকে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, প্রমাপদের যে অর্থ তাহার বিপরীত অর্থই ভ্রমপদের মুখ্য অর্থ। আর তাহাতে হইল এই যে, বাধিতার্থ বিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম। অবাধিতবিষয়ক জ্ঞান প্রমা, আর তাহার বিপরীত বাধিতবিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম। সংযোগ সম্বন্ধে "তদ্ঘটঃ তদ্ঘটবান্" এই জ্ঞানের বিষয় বাধিত নহে। যদি বিশেষণের ভেদ বিশিষ্টজ্ঞানে ভাস-মান হইত, তবে এস্থলে সেই ভেদটী বাধিত বলিয়া বাধিতার্থবিষয়কত্বও রক্ষিত হইত। কিন্তু তার্কিকগণ বিশিষ্টবুদ্ধিতে বিশেষণের ভেদ ভাসমান হয় না—এইরূপ বলিয়া থাকেন। সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে "তদ্ঘটঃ তদ্ঘটবান্" এই বিশিষ্টপ্রতীতির বিষয় অবাধিত হইয়াও উক্ত বিশিষ্টপ্রতীতি ভ্রমরূপ হইল। আর ইহাই তার্কিকগণ স্বীকার করিতে-ছেন। সুতরাং ভ্রমপদেরও পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতেছেন। এজন্য প্রমা ও ভ্রমপদের মুখ্যার্থতা রক্ষা করিবার জন্য তার্কিকগণকেও **বিশিষ্টপ্রতীতিমাত্রে বিশেষণের ভেদ ভাসমান হয়**—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। **অতএব বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রে ভেদ-সমানাধিকরণ সম্বন্ধই ভাসমান হয়—এই নিয়ম অক্ষুণ্ণই রহিল।**

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে তার্কিকগণ বলেন যে, ভেদাভেদবাদীর একথা সঙ্গত নহে। কারণ, মাত্র সংযোগসম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতি হইতে গেলেই প্রতিযোগীর ভেদসমানাধিকরণ সংযোগ উক্ত বিশিষ্টপ্রতীতির নিয়ামক হইবে, অর্থাৎ ভেদও ভাসমান হইবে, কিন্তু অন্যত্র প্রতিযোগীর ভেদসমানাধিকরণ সম্বন্ধ বিশিষ্টপ্রতীতির নিয়ামক হয় না। অর্থাৎ সংযোগাতিরিক্তসম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতে ভেদ ভাসমান হইবার আবশ্যকতা নাই। যেমন "**ঘটা-**

ভাবঃ ঘটাভাববান্‌" এইরূপ বিশিষ্টপ্রমাপ্রতীতিতে বিশেষ্য ও বিশেষণের একত্বপ্রযুক্ত আর ভেদটী জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এস্থলেও ভেদ ভাসমান হইলে উক্ত বিশিষ্টপ্রতীতির ভ্রমত্ব আপত্তিই হইয়া থাকে। এজন্য যেমন "ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্‌" এইরূপ বিশিষ্টপ্রতীতিতে ভেদ ভাসমান হয় না, সেইরূপ **"নীলঃ ঘটঃ" ইত্যাদি বিশিষ্টপ্রতীতেও ভেদ ভাসমান হইবে না**, বলিতে হইবে। সুতরাং গুণগুণ্যাদির ভেদাভেদসম্বন্ধও সিদ্ধ হইবে না।

আর যে বলা হইয়াছিল—বাধক না থাকিলে প্রমাণসমূহ সামান্যের গ্রাহক হইয়া থাকে, সুতরাং বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রেই ভেদ ভাসমান হইবে ইত্যাদি, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, **"ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্‌" এই বিশিষ্টপ্রতীতি ভেদ ভাসমান না হইয়াই হইল।** সুতরাং বাধক নাই—একথা বলা যায় না। ভেদ ভাসমান করিতে গেলে উক্ত বিশিষ্টপ্রতীতির ভ্রমত্ব আপত্তি বাধক হইয়া পড়ে।

আর বিশিষ্টপ্রতীতির **একরূপত্বনির্ব্বাহের জন্য ও সংযোগসম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতেও প্রতিযোগীর ভেদ ভাসমান হয় আর ইহা বলিবার প্রয়োজনীয়তা নাই।**

আর এরূপও বলা যাইতে পারে যে, কোন বিশিষ্টবুদ্ধিতেই ভেদ ভাসমান হইবে না; কারণ, "ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্‌" এই স্থলে ভেদ ভাসমান না হইয়াই প্রমারূপ বিশিষ্টবুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রের একরূপতানির্ব্বাহের জন্য আর কোন স্থলেই বিশিষ্টবুদ্ধিতে ভেদ ভাসমান হয়—এরূপ বলা যাইতে পারে না।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, ভেদ ভাসমান না হইয়াই যদি বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে, তবে **"তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্‌" এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধিরও প্রমাত্ব আপত্তি হইয়া পড়ে।**

তার্কিকের আপত্তি।

কিন্তু তার্কিকগণ বলেন—ভেদাভেদবাদীর এ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, তদ্‌ঘটপ্রকারক জ্ঞানের প্রমাত্ব বলিতে গেলে তাহা এইরূপ বলিতে হইবে যে, সংযোগাদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদ্‌ঘটনিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানিরূপিত যে অনুযোগিতা, সেই অনুযোগিতাবিশিষ্ট ধর্ম্মীতে সংযোগাদিসম্বন্ধে তদ্‌ঘটপ্রকারক যে জ্ঞান, তাহাই প্রমা এবং **তাদৃশ জ্ঞানত্বই প্রমাত্ব।** উক্তরূপ অনুযোগিতা তদ্‌ঘটে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তদ্‌ঘটভিন্ন বস্তুতেই স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু তদ্‌ঘটে তদ্‌ঘটের সংযোগ এইরূপ প্রতীতি নাই। "তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এই প্রতীতির প্রমাত্বনিবারণের জন্য প্রমাত্বকে উক্তরূপই বলিতে হইবে।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

কিন্তু ইহাতে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, যদি তৎপ্রতিযোগিক সম্বন্ধের অনুযোগিতা প্রতিযোগিভিন্নেই থাকে—এই নিয়ম স্বীকার করা যায়, এবং তদনুসারে "তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটবান্" এই প্রতীতির প্রমাত্ব বারণ করা যায়, তবে, **"ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্" এই জ্ঞানেরও আর প্রমাত্ব থাকিতে পারে না।** কারণ, ঘটাভাববিশিষ্ট ঘটাভাব বলিতে গেলে বৈশিষ্ট্যের অনুযোগী ও প্রতিযোগী একই হইয়া পড়ে, ভিন্ন হয় না। এজন্য "ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্" এই প্রতীতিরও প্রমাত্ব থাকিতে পারে না।

তার্কিকের আপত্তি।

তার্কিকগণ বলেন যে, ভেদাভেদবাদীর এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ, তৎপ্রতিযোগিক সম্বন্ধের অনুযোগিতা প্রতিযোগিভিন্নেই থাকিবে—**এই যে নিয়ম, তাহা সমস্ত সম্বন্ধস্থলে নহে।** অর্থাৎ তাহা যাবৎ সম্বন্ধ লইয়া প্রমাত্বস্থলে নহে। কিন্তু প্রতীতির অনুরোধে সম্বন্ধভেদ

লইয়া প্রমাত্বও ভিন্নভিন্নই হইয়া থাকে। **এজন্য "ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্" এরূপ প্রতীতির অপ্রমাত্ব হইতে পারে না ;** কারণ, বিশেষণতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাভাবনিষ্ঠ প্রতিযোগিতানিরূপিত অনুযোগিতা ঘটাভাবেও স্বীকৃত হইয়া থাকে। যেহেতু ঘটাভাবে তাহার সম্বন্ধ আছে এইরূপ প্রতীতি সর্ব্বসম্মত। সুতরাং "ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্" এই প্রতীতির প্রমাত্ব হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং বিশিষ্টপ্রতীতিমাত্রেই ভেদ ভাসমান হয় এই যে, ভেদাভেদবাদীর নিয়ম তাহা সঙ্গত নহে।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, না, একথা সঙ্গত নহে। কারণ, **"ঘটাভাবঃ ঘটাভাববান্"** এইস্থলে যে ঘটাভাব বিশেষণ ও বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইয়াছে, তাহা একইরূপে বিশেষণ ও বিশেষ্য হয় নাই। রূপভেদ না থাকিলে বিশেষণ—বিশেষ্যভাব হয় না। যেমন **"মাম্ অহং জানামি"** ইত্যাদি স্থলে অহং পদার্থ একইরূপে কর্ত্তা ও কর্ম্ম হয় নাই। রূপভেদেই কর্ত্তৃতা ও কর্ম্মতা বুঝিতে হইবে। রূপভেদ স্বীকার না করিলে কর্ত্তা ও কর্ম্মের অত্যন্ত অভেদ হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে **"পরসমবেত-ক্রিয়াজন্য-ফলশালিত্বরূপ"** কর্ম্মত্ব অহং পদার্থে অসম্ভাবিত হইবে। এইরূপ প্রকৃত-স্থলেও বিশেষ্য ও বিশেষণের রূপভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঘটাভাবে বিশেষ্যতাটী যদি ঘট-প্রতিযোগিক অভাবত্বরূপে হয়, তবে ঘট-প্রতিযোগিক অভাবত্বরূপেই তাহাতে বিশেষণতা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইতে ভিন্নই বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিতে হইবে। ঘটপ্রতিযোগিক অভাবত্ব বিশেষণতাবচ্ছেদক না হইয়া ঘট-বিরোধী অভাবত্বাদি ধর্ম্ম বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইবে। সুতরাং **বিভিন্নরূপেই বিশেষণবিশেষ্যভাব হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম।** আর তজ্জন্য ভেদ ভাসমান না হইয়া বিশেষ্যবিশেষণভাব

অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং বিশিষ্টবুদ্ধিতে ভেদ ভাসমান হইয়া থাকে—এই নিয়ম অক্ষতই রহিল।

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে তার্কিক আপত্তি করেন যে, বিভিন্নরূপেই বিশেষ্যবিশেষণ-ভাব হয়—এই নিয়ম স্বীকার করিলে **"কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটঃ" "কম্বুগ্রীবাদিমান্ তদ্ ঘটবান্" "তদ্ ঘটঃ ঘটবান্" ইত্যাদি প্রতীতিরও প্রমাত্ব** ভেদাভেদবাদীর মতে দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। যেহেতু উদাহৃত স্থল গুলিতে বিশেষ্য ও বিশেষণ বিভিন্নরূপাবচ্ছিন্ন হইয়াছে।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, ইহা আপত্তিই হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত রূপে প্রমাত্ব আমাদের ইষ্ট। অর্থাৎ **"কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটঃ ইত্যাদি প্রতীতি প্রমা বলিয়াই আমরা স্বীকার করি।** উদাহৃত স্থলত্রয়ে ভেদাভেদবাদী প্রমাত্বই স্বীকার করেন বলিয়া আর "কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতির প্রমাত্ববারণ করিবার জন্য বিশেষ্যবিশেষণের ভেদাঘটিত প্রমাত্ব বলিবার আবশ্যকতা নাই। উদাহৃতস্থলে বিশেষ্যবিশেষণের স্বারসিকভেদ না থাকিলেও ঔপাধিকভেদ সম্ভাবিতই বটে। বিশেষ্য ও বিশেষণ এক ব্যক্তি হইলেও বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ও বিশেষণতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বিভিন্ন হইয়াছে। সুতরাং ভিন্নরূপাবচ্ছিন্ন বিশেষ্য বিশেষণেরও ভেদ আছে। এজন্য উদাহৃতস্থলে প্রমাত্ব অব্যাহত রহিল।

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে তার্কিক আপত্তি করেন যে, **"কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটঃ** এই-রূপ প্রতীতিতে বিশেষ্য ও বিশেষণ একটী ধর্ম্মীই হইয়াছে। কম্বুগ্রীবাদি-বিশিষ্টও যে ব্যক্তি, ঘটত্ববিশিষ্টও সেই ব্যক্তি। এই বিশেষ্যবিশেষণের তাদাত্ম্যসম্বন্ধই উক্ত প্রতীতিতে সংসর্গরূপে ভাসমান হইয়া থাকে।

কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট তদ্‌ঘটব্যক্তিতে ঘটত্ববিশিষ্ট তদ্‌ঘটব্যক্তির তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ, ব্যক্তি জ্ঞানদশাতেই জ্ঞাত হইয়াছে বলিয়া ঐ সংসর্গ আর অজ্ঞাত বলা যাইতে পারে না। বিশেষ্য ও বিশেষণ এক ব্যক্তি বলিয়া যেমন তাহাদের অজ্ঞাতত্ব সম্ভাবিত নহে, সেইরূপ তাহাদের তাদাত্ম্যও ব্যক্তি-জ্ঞানদশাতে জ্ঞাত বলিয়া তাহারও অজ্ঞাতত্ব সম্ভাবিত নহে। সুতরাং অজ্ঞাতবিষয়কত্বঘটিত যে প্রমাত্ব তাহা প্রদর্শিত আদ্যপ্রতীতিতে কিরূপে সম্ভাবিত হইল? সুতরাং ভেদাভেদবাদী, প্রদর্শিতস্থলে প্রমাত্বই ইষ্ট—ইহা কিরূপে বলিলেন? তাঁহারা প্রমাজ্ঞানের যেমন অবাধিতার্থকত্ব স্বীকার করেন সেইরূপ অজ্ঞাতার্থকত্বও স্বীকার করিয়া থাকেন।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, যে বিশেষ্যবিশেষণ ব্যক্তির তাদাত্ম্য বলা হইয়াছে, সেই বিশেষ্যবিশেষণ যদি একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইত তবে, তাহাদের তাদাত্ম্যও জ্ঞাতই হইত বলিয়া তাদৃশ তাদাত্ম্য-বিষয়কপ্রতীতির প্রমাত্ব সম্ভাবিত হইত না। যেমন "তদ্‌ঘটঃ তদ্‌ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতির প্রমাত্ব সম্ভাবিত হয় না। কিন্তু প্রদর্শিতস্থলে কম্বুগ্রীবাদিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যক ঘটত্বাবচ্ছিন্নবিশেষণক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বিশেষ্যবিশেষণব্যক্তির জ্ঞানদশাতে অজ্ঞাত বলিয়া উক্ত **অজ্ঞাত তাদাত্ম্যবিষয়ক প্রতীতির প্রমাত্ব সম্ভাবিত হইল।** এইরূপে পূর্ব্বপ্রদর্শিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতীতির প্রমাত্বও রক্ষিত হইল।

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে তার্কিক আপত্তি করেন যে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে "কম্বুগ্রীবাদি-মান্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতির প্রমাত্ব রক্ষিত হইলেও **সমবায়সম্বন্ধে উক্ত প্রতীতির প্রমাত্ব** কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তদ্‌ঘটে, তদ্‌ঘটের বা ঘটান্তরের সমবায় সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভেদাভেদ-বাদীর মতে সমবায়সম্বন্ধেও উক্ত প্রতীতির প্রমাত্ব আপত্তি হইয়া পড়ে।

কারণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ এক অভিন্ন হইলেও বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ও বিশেষণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিভিন্নই হইয়াছে।

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, সমবায়সম্বন্ধে **"তদ্‌ঘটঃ ঘটবান্"** ইত্যাদি প্রতীতির প্রমাত্ব পূর্ব্বপক্ষী তার্কিকের মতেও দুষ্পরিহার্য্যই বটে; কারণ, ঘটে ঘটান্তরের সমবায় থাকে না বলিয়া উক্ত প্রতীতির প্রমাত্ব পূর্ব্বপক্ষী তার্কিকের অনভিলষিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর মতে **সমবায়ের একত্বনিবন্ধন** অর্থাৎ ঘটে ঘটত্বাদির যে সমবায় তাহাই ঘটান্তরেরও সমবায় হয় বলিয়া, তদ্‌ঘটে ঘটান্তরের সমবায় আছে, সুতরাং উক্ত প্রতীতির প্রমাত্ব পূর্ব্বপক্ষীর মতেও থাকিয়াই গেল। আর যদি পূর্ব্বপক্ষী সমবায়কে নানা বলেন, তাহা হইলে তদ্‌ঘটে ঘটান্তরের সমবায় না থাকিলেও তদ্‌ঘটীয় সমবায়ই দ্বিষ্ঠ বলিয়া তদ্‌ঘটেও আছে, সুতরাং সমবায়ের নানাত্ব স্বীকার করিলেও পূর্ব্বপক্ষীর মতে উক্ত প্রতীতির অর্থাৎ **সমবায়-সম্বন্ধে তদ্‌ঘটঃ ঘটবান্ এই প্রতীতির প্রমাত্ব থাকিয়াই গেল।**

তার্কিকের আপত্তি ও সমাধান।

তার্কিক এই দোষ বারণের জন্য যদি বলেন যে, সমবায়-নানাই বটে, তাহতে সমবায়ের একত্বনিবন্ধন যে দোষ, তাহা আর হয় না। আর সমবায়ের নানাত্ব হইলেও সমবায়ের দ্বিষ্ঠত্বপ্রযুক্ত যে দোষ তাহাও হয় না; কারণ, **তদ্‌ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ের অনুযোগিতা তদ্‌ঘটে থাকে না**—ইত্যাদি, তবে আর ভেদাভেদ-বাদীর মতেও সমবায়সম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ ঘটবান্" আপত্তি করা যাইতে পারে না। যেহেতু, তদ্‌ঘটপ্রতিযোগিতাবিশিষ্ট অনুযোগিতা তদ্‌ঘটে থাকে না। যেমন বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়ধর্ম্মিক জ্ঞানই প্রমা হইয়া

থাকে, কিন্তু জ্ঞানধর্ম্মিক বিষয়ের প্রমাত্ব হয় না, অর্থাৎ বিষয়তাসম্বন্ধটী বিষয়ানুযোগিক বটে, কিন্তু জ্ঞানানুযোগিক নহে, সেইরূপ সমবায় সম্বন্ধে কপালেই ঘটের প্রমাত্ব, কিন্তু ঘটে কপালের প্রমাত্ব হয় না। অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে ঘট কপালে থাকে, কপাল ঘটে থাকে না।

ভেদাভেদবাদীর অভিপ্রায়।

ভেদাভেদবাদী বলেন যে, বস্তুতঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রমাত্বের লক্ষণে ঔপাধিক-অনৌপাধিকসাধারণ ভেদমাত্রের নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ **তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রমারূপ বিশিষ্টপ্রতীতে যে ভেদ ভাসমান হইবে, তাহা ঔপাধিক বা অনৌপাধিক ভেদমাত্র।** এজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তদ্‌ঘটঃ ঘটবান্ ইত্যাদি প্রতীতির প্রমাত্ব রক্ষিতই হইল। ঘটত্ব ও তদ্‌ঘটত্বরূপ উপাধিদ্বয়ের ভেদনিবন্ধন ঘট ও তদ্‌ঘটের অনৌপাধিক অর্থাৎ স্বারসিক ভেদ সম্ভাবিত না হইলেও ঔপাধিকভেদ সম্ভাবিত হইল। আর তাদাত্ম্যভিন্ন সম্বন্ধে প্রমাত্বের লক্ষণে অনৌপাধিক ভেদ নিবেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাদাত্ম্যভিন্ন সম্বন্ধে প্রমারূপ যে বিশিষ্টপ্রতীতি তাহাতে যে ভেদ ভাসমান হইবে, তাহা অনৌপাধিক ভেদ। অর্থাৎ ঔপাধিক ভেদ ভিন্ন ভেদ। এজন্য সমবায়-সম্বন্ধে "তদ্‌ঘটঃ ঘটবান্" এই প্রতীতির আর প্রমাত্ব আপত্তি হয় না। কারণ, ঘটত্ব ও তদ্‌ঘটত্ববিশিষ্ট যে ঘট ও তদ্‌ঘট, তাহাদের ঔপাধিক ভেদই হইয়াছে, অনৌপাধিক ভেদ নাই। সুতরাং সমবায়সম্বন্ধে উক্ত প্রতীতির প্রমাত্বের আপত্তি হয় না।

ঔপাধিকভেদনিরূপণ।

এক্ষণে তার্কিক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ঔপাধিক ভেদ কাহাকে বলে? যদি বলা যায়, উপাধির ভেদনিবন্ধন যে উপহিত ধর্ম্মীর ভেদ তাহাই—ঔপাধিক ভেদ। যেমন "ঘটো দ্রব্যম্" এইরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতিতে যে বিশেষ্য ও বিশেষণের ভেদ

ভাসমান হইয়াছে, তাহা **ঔপাধিক ভেদ।** কারণ, এস্থলে ঘটত্ব ও দ্রব্যত্বরূপ উপাধিদ্বয়ের ভেদনিবন্ধনই ঘট ও দ্রব্যরূপ উপহিত ধর্ম্মীদ্বয়ের ভেদ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "ঘটো দ্রব্যম্" এস্থলে যদি এই ঔপাধিক ভেদ না থাকিত, তবে যেমন "ঘটঃ ঘটঃ, দ্রব্যং দ্রব্যম্" এইরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতি হয় না, তদ্রূপ "ঘটো দ্রব্যম্" এস্থলেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিশিষ্টপ্রতীতি হইতে পারিত না। দ্রব্যত্ব ও ঘটত্ব এই বিভিন্নরূপে ঘটের সহিত দ্রব্যের ভেদ অনুভবসিদ্ধ। আর এইজন্যই "ঘটো ঘটঃ" এই জ্ঞান প্রমা হয় না, কিন্তু "দ্রব্যং ঘটঃ" এই জ্ঞান প্রমা হয়। **ঔপাধিক ভেদ স্বীকার না করিলে যেমন "ঘটো ঘটঃ" এইরূপ প্রমাপ্রতীতি হইতে পারে না, তদ্রূপ "দ্রব্যং ঘটঃ" এই প্রতীতিও প্রমা হইতে পারিত না।** অতএব ঔপাধিক ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে তার্কিক আপত্তি করেন যে, যদি এইরূপে ঘট ও দ্রব্যের মধ্যে ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করা যায়, তবে, যেরূপ **"দ্রব্যত্বং ন ঘটত্বম্" এই প্রমাপ্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ ত "দ্রব্যং ন ঘটঃ এই প্রমাপ্রতীতি হয় না।** ঔপাধিকভেদ আছে অথচ তাহার প্রতীতি হইবে না, ইহাত সঙ্গত নহে।*

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ইহার উত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, "নঞ"পদদ্বারা অথবা "ভেদাদি"পদদ্বারা ভেদ ভাসমান হইতে গেলে সেই ভাসমান ভেদটী তাদাত্ম্যবিরোধিত্ববিশিষ্ট ভেদই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাদাত্ম্যবিরোধিত্ব-

---

* এস্থলে ঔপাধিকভেদ মীমাংসকের মতে স্বীকার্য্য এবং তার্কিকমতে অস্বীকার্য্য, এতৎসংক্রান্ত একটী সুদীর্ঘ বিচার আছে, তাহা লঘুচন্দ্রিকামধ্যে দ্রষ্টব্য। মীমাংসক বহু যুক্তির দ্বারা তার্কিককে তাহা স্বীকার করাইয়াছেন।

বিশিষ্টভেদই "নঞ্"পদ বা "ভেদাদি"পদদ্বারা বুঝাইয়া থাকে। দ্রব্য ও ঘটের ঔপাধিকভেদ থাকিলেও তাদাত্ম্যবিরোধিত্ববিশিষ্ট ভেদ নয় বলিয়া তাহা এস্থলে ভাসমান হইতে পারে না। এজন্য **"দ্রব্যং ন ঘটঃ" এই প্রতীতি হয় না। এইরূপ "দ্রব্যভিন্নঃ ঘটঃ" এইরূপ প্রতীতিও হয় না।** ভেদ ও অত্যন্তাভাব—এই উভয়ই নঞ্‌পদের শক্যার্থ। ভেদ ও অত্যন্তাভাবে "নঞ্"পদের শক্তি আছে। নঞ্‌পদের এই উভয়বিধ শক্য যে ভেদ ও অত্যন্তাভাব, তাহাতে অভাবত্ব ধর্ম্ম-পুরস্কারে নঞ্‌পদের একটী শক্তিই লাঘবতঃ স্বীকার করা হয়। আর নঞ্‌পদদ্বারা ভেদ ভাসমান হইতে গেলে সেই ভেদে যেমন তাদাত্ম্য-বিরোধিত্ব ভান হয়, তদ্রূপ অত্যন্তাভাবেও প্রতিযোগিবিরোধিত্বের ভান হইবে।

তার্কিকের আপত্তি।

কিন্তু ইহাতে তার্কিকগণ আপত্তি করেন যে, অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিবিরোধিত্ব ত সম্ভাবিত নহে। যেহেতু অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তুর অত্যন্তাভাবে প্রতিযোগিবিরোধ বাধিত বলিয়া প্রতিযোগিবিরোধের ভান হইতে পারে না। **অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু ও তাহার অত্যন্তা-ভাব একই অধিকরণে থাকে বলিয়া ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগি- বাধিতা নাই**—ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে **একাধিকরণে অবৃত্তিত্বই বিরোধিত্ব নহে।** কিন্তু একাবচ্ছেদে একাধিকরণে অবৃত্তিত্বও বিরোধিত্ব। অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু তাহার অভাবের সহিত একাধিকরণ-বৃত্তি হইলেও একাবচ্ছেদে একাধিকরণবৃত্তি হয় না। অব্যাপ্যবৃত্তি বস্তু যে অবচ্ছেদে যে অধিকরণে থাকে সেই অবচ্ছেদে সেই অধিকরণে

তাহার অভাব থাকে না। সুতরাং অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থের অভাবস্থলেও সেই অভাবের প্রতিযোগিবিরোধিতা ভাসমান হইতে পারে।

তার্কিকের আপত্তি।

ইহাতে পুনরায় তার্কিক বলেন যে, নঞ্‌পদের অভাবত্বরূপে ভেদে ও অত্যন্তাভাবে শক্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বেই ভেদাভেদ-বাদী বলিয়াছেন। সুতরাং নঞ্‌পদের শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অভাবত্ব। কিন্তু তাদাত্ম্যবিরোধিত্ব বা প্রতিযোগিবিরোধিত্ব নঞ্‌পদের শক্যতাব-চ্ছেদক ধর্ম্ম নহে। অর্থাৎ অভাবত্বরূপে নঞ্‌পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে, তাদাত্ম্যবিরোধিত্ব বা প্রতিযোগিবিরোধিত্বরূপে নহে। সুতরাং প্রতিযোগিবিরোধ নঞ্‌পদের শক্য বা শক্যতাবচ্ছেদক নহে বলিয়া নঞ্‌ পদের দ্বারা উপস্থাপিত হইতে পারে না। এজন্য উক্ত বিরোধ নঞ্‌ পদের অর্থই নহে। তাহা অপদার্থ। সুতরাং **নঞ্‌ঘটিত বাক্যদ্বারা শাব্দবোধে উক্ত বিরোধ ভাসমান হইবে কিরূপে?**

ভেদাভেদবাদীর সমাধান।

ভেদাভেদবাদী এতদুত্তরে বলেন যে, অপদার্থ যে বিরোধ তাহা যদিও প্রকারীভূত হইয়া শাব্দবোধে ভাসমান হয় না, তথাপি শাব্দ-বোধের অনুকূল আকাংক্ষাবশতঃ নঞ্‌ঘটিত বাক্যস্থলে উক্ত বিরোধিতা সংসর্গরূপে শাব্দবোধে ভাসমান হইয়া থাকে। নঞ্‌ঘটিত বাক্যদ্বারা অভাববিশিষ্ট শাব্দবুদ্ধিতে স্বরূপসম্বন্ধমাত্র অভাবের সংসর্গরূপে ভাসমান না হইয়া তাদাত্ম্যবিরোধিস্বরূপত্বপুরস্কারে বা প্রতিযোগিবিরোধিস্বরূপত্ব-পুরস্কারে স্বরূপসম্বন্ধ অভাবের সংসর্গরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। ভেদের বিশিষ্টবুদ্ধিতে তাদাত্ম্যবিরোধিস্বরূপত্বপুরস্কারে স্বরূপসম্বন্ধ এবং অত্যন্তা-ভাবের বিশিষ্টবুদ্ধিতে প্রতিযোগিবিরোধিস্বরূপত্বপুরস্কারে স্বরূপসম্বন্ধ ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং **সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়ই ভাসমান হইয়া থাকে**—এই যে

বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছিলেন—তাহা সঙ্গতই বটে। অতএব **"দ্রব্যং ন ঘটঃ"** এইরূপ প্রমাপ্রতীতির আর আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, তাদাত্ম্যবিরোধিত্ববিশিষ্ট ভেদ এইস্থলে বাধিত বলিয়া শাব্দবোধে ভাসমান হইতে পারে না।

ভেদাভেদবাদীর অভিপ্রায় সংকলন।

এইরূপে সমস্ত বিশিষ্টবুদ্ধিতে ভেদসমানাধিকরণ সম্বন্ধই ভাসমান হইয়া থাকে বলিয়া **অভেদসম্বন্ধে বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে গেলেও ভেদসমানাধিকরণ অভেদই সম্বন্ধরূপে ভাসমান হইবে। ইহাই ভেদাভেদবাদিগণের অভিপ্রায়।** যাহা প্রমাণসিদ্ধ তাহাতে বিরোধের অবসর নাই। যাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে তাহাই বিরুদ্ধ। প্রদর্শিত অনুমানপ্রমাণদ্বারা গুণগুণ্যাদির বিশিষ্টবুদ্ধিতে ভেদসমানাধিকরণ অভেদই যে সংসর্গরূপেভাসমান হইবে—তাহা সিদ্ধ হইল।

ভেদাভেদ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রায়।

এই **ভেদাভেদের অবিরোধ অদ্বৈতবাদিগণেরও অভিপ্রেত।** তবে এই ভেদাভেদের অবিরোধসম্বন্ধে **তাঁহাদিগের বক্তব্য** এই যে, যেমন বেদান্তমতে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ ও তাহার ব্যাবহারিক অভাব একই অধিকরণে থাকে—ইহা মিথ্যত্বসাধক প্রমাণসিদ্ধ, সেইরূপ ভেদ ও অভেদও একই অধিকরণে ভেদাভেদসাধক অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভেদ ও অভেদের ভিন্নসত্তাস্বীকারদ্বারা অদ্বৈতমতে অবিরোধ।

অথবা এরূপও বলা যায় যে, **ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অধিকরণে যে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অভাব আছে, তাহা পারমার্থিক, সুতরাং ব্যাবহারিক বস্তুর অধিকরণে পারমার্থিক অভাব আছে বলিয়া বিরোধ নাই,** যেহেতু ভিন্নসত্তাক

ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ নহে, ইত্যাদি। সেইরূপ গুণগুণ্যাদিস্থলেও সমানাধিকরণ ভেদ ও অভেদের ভিন্নসত্তা স্বীকার করিয়া অবিরোধ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ **ভেদ প্রাতিভাসিক আর অভেদ ব্যাবহারিক বলা যাইতে পারে।** যেহেতু অবয়ব হইতে অবয়বীর ভেদ, গুণ হইতে গুণীর ভেদ, ব্যাবহারদশাতেই বিচারদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, এজন্য তাদৃশ ভেদ প্রাতিভাসিক হইয়া থাকে। আর অভেদ ব্যবহারকালে বাধিত হয় না বলিয়া ব্যাবহারিক হইয়া থাকে। এইরূপে ভেদ ও অভেদের ভিন্নসত্তাপ্রযুক্ত অবিরোধ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অদ্বৈতমতে ভেদাভেদবাদের অন্যরূপে অবিরোধ।

আরও কথা এই যে ভেদ ও অভেদের ভেদত্ব ও অভেদত্বরূপেই বিরোধ, কিন্তু **ভেদত্ব ও তাদাত্ম্যত্বরূপে বিরোধ নাই।** সুতরাং **প্রদর্শিতরূপে ভেদাভেদের অবিরোধ বেদান্তীরও সম্মত।**

অদ্বৈতমতে ভেদাভেদ বিচারের সারসংক্ষেপ।

সারসংক্ষেপ এই যে, যদি ভেদ ও অভেদ উভয়ই তুল্যসত্তাক বলা যায়, তবে তাহারা উভয়েই মিথ্যা, আর যদি ন্যূনসত্তাক ভেদ ও অধিকসত্তাক অভেদ বলা হয়, তবে অভেদই সত্য, আর ভেদ মিথ্যা। অর্থাৎ **বেদান্তীর মতে সম্বন্ধমাত্রই মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয়। কেবল অভেদ কখন সম্বন্ধ হয় না।**

ভেদাভেদবিচারের উপসংহার।

এখন এই ভেদাভেদবিচারের উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সৎপ্রতিযোগিক ভেদ ও অসৎপ্রতিযোগিক ভেদ এই উভয়কেই উভয়ত্বরূপে সাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া, ভেদমাত্রের সিদ্ধির দ্বারা যে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষের আশংকা করা হইয়াছিল, তাহা আর এস্থলে হইল না। যেমন গুণ ও গুণীর ভেদ ও অভেদ এই উভয়কে উভয়ত্বরূপে সাধ্য করা হইয়াছে বলিয়া কেবল ভেদমাত্রের সিদ্ধিপ্রযুক্ত মীমাংসকের

ভেদাভেদসাধক অনুমানটী তার্কিকের নিকট অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষে দুষ্ট হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এই উপলক্ষ্যে **মীমাংসকগণ তার্কিকগণের সমুদায় আপত্তি খণ্ডন করিয়া গুণগুণী প্রভৃতির ভেদাভেদসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন।** এই খণ্ডনের প্রণালীই উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব অদ্বৈতবাদী প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বানুমানপ্রসঙ্গে যে মিথ্যাত্ব নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া সৎপ্রতিযোগিকভেদ ও অসৎপ্রতিযোগিকভেদ অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই মিলিত উভয়কেই মিথ্যাত্ব বলিয়াছিলেন, তাহাতে ন্যায়ামৃতকার ব্যাসাচার্য্যপ্রমুখ মাধ্বগণ যে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ দেখাইয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে—ইহাই এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল। যাহা হউক, এই ভেদাভেদবিচারটী টীকাকার পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয় পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কিত অংশতঃসিদ্ধসাধনতানিরাসপ্রসঙ্গে টীকামধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সূক্ষ্মবিচার অপর কোন দার্শনিক গ্রন্থে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

ব্যাঘাতসংক্রান্ত অতিরিক্ত বিচার।

এখন সদসত্ত্বানধিকরণত্ব পদের অর্থ যে সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় বলা হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত ব্যাঘাত দোষ সম্বন্ধেও বিশেষভাবে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক।

মাধ্বমতে অত্যন্তাভাবের নির্ব্বচন ও ব্যাঘাত নির্ণয়।

প্রথম ব্যাঘাতসম্বন্ধে আলোচ্য। পূর্ব্বপক্ষী এই যে ব্যাঘাতদোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা যদি সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অত্যন্তাভাবরূপ হয়, তবেই সম্ভব হয়। কিন্তু ভেদাদিরূপ হইয়া ব্যাঘাত হয় না। যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের ভেদাদিরূপ হয় না। অর্থাৎ সত্ত্বের ভেদ অসত্ত্ব ও অসত্ত্বের ভেদ সত্ত্ব এরূপ বলা যায় না। কারণ, **ভেদের সহিত প্রতিযোগী এক অধিকরণেই থাকিতে**

পারে। যেমন, ঘটের ভেদ ও ঘট একই ভূতলে থাকে। এইরূপ সত্ত্বের প্রাগ্‌ভাবই অসত্ত্ব বা সত্ত্বের ধ্বংসই অসত্ত্ব এরূপও বলা যায় না। এজন্য সত্ত্বের অত্যন্তাভাবস্বরূপ অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবস্বরূপ সত্ত্ব—এইরূপ পরস্পরের বিরহস্বরূপ হইলে ব্যাঘাত হইবে, অথবা সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপক হইলেও ব্যাঘাত হইবে।

মাধ্বমতেও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সত্ত্ব বলায় আপত্তি।

কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষীর মতে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্বস্বরূপ হইবে কিরূপে? পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বগণ **অপ্রামাণিক বস্তুকেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী** বলিয়া স্বীকার করেন, অলীকবস্তুরই অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে বলেন, অর্থাৎ "শশবিষাণাদি নাস্তি" এইরূপ অলীকবস্তুরই অত্যন্তাভাব হয়—এইরূপ স্বীকার করেন। কিন্তু সত্ত্বধর্ম্ম অলীকবস্তু নহে বলিয়া সত্ত্বের অত্যন্তাভাব হয় না। যেহেতু ঘটপদাদি সদ্‌বস্তুতে সত্ত্বধর্ম্ম প্রামাণিক অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ। এইরূপ অসত্ত্ব-ধর্ম্ম, শশবিষাণাদি তুচ্ছবস্তুতে প্রামাণিক বলিয়া অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবও সম্ভাবিত নহে। সুতরাং সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব এরূপ মাধ্বমতে বলা যায় না।

তার্কিকমতে মাধ্ব প্রবিষ্ট হইলেও আপত্তি।

যদি বলা যায়—যেমন তার্কিকগণ প্রামাণিক বস্তুরই অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষী মাধ্বও তার্কিকমতে প্রবিষ্ট হইয়াই সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব বলিবেন। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব এই তার্কিকমতে প্রবেশ করিতে পারেন না। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব অগ্রে যাইয়া এইরূপ বলিবেন যে, "আবশ্যকত্বপ্রযুক্ত এবং লাঘবপ্রযুক্ত অসত্ত্বা-ভাবই সত্ত্ব এবং সত্ত্বাভাবই অসত্ত্ব—ইহা স্বীকার করিতে হইবে।" আর এই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ই প্রামাণিক, আর অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী পূর্ব্বপক্ষীর মতে প্রামাণিক হয় না। আর তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব

তার্কিকমতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রামাণিকবস্তুর অত্যন্তাভাব বলিতে পারেন না। এজন্ত পূর্ব্বপক্ষীকে বলিতে হইবে—**অসদ্বস্তুতেও আরোপিত সত্ত্ব আছে।** আর সেই আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাবই **অসত্ত্ব।** আর **সদ্বস্তুতেও আরোপিত অসত্ত্ব আছে,** আর তাহার অত্যন্তাভাবই **সত্ত্ব**—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষী বলিবেন। আরোপিত বস্তু অসদ্ বলিয়া তাহার অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হইতে পারে। অর্থাৎ সদ্বস্তুতে আরোপিত যে অসত্ত্ব ধর্ম্ম, তাহা অলীক বলিয়া তাহার অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হয় এবং তাহাই **সত্ত্ব,** এবং অসতে আরোপিত যে সত্ত্ব তাহা অলীক বলিয়া তাহার অত্যন্তাভাব সম্ভাবিত হয় এবং তাহাই **অসত্ত্ব।** আর তাহা হইলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সত্ত্ব। সুতরাং দেখা যাইতেছে **আরোপিত সত্ত্বাসত্ত্বের অত্যন্তাভাব লইয়াই ব্যাঘাত হইল, বস্তুভূত সত্ত্ব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব লইয়া ব্যাঘাত হইল না।** সুতরাং প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত ব্যাঘাত অকিঞ্চিৎকর। যেহেতু আরোপিত অলীক সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অত্যন্তাভাবস্বরূপ হইলেও বস্তুভূত সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের অত্যন্তাভাবই সম্ভাবিত নহে, সুতরাং ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা নাই। ইহাই হইল সিদ্ধান্তীকর্ত্তৃক **পূর্ব্ব**পক্ষী মাধ্বের প্রতি আপত্তি।

বিরহব্যাপকত্ব স্বীকারদ্বারা মাধ্বকর্ত্তৃক উহার সমাধান।

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব সমাধান করেন যে, তাঁহারা যে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়কে পরস্পরাত্যন্তাভাবরূপ বলিয়াছেন, তাহার নিষ্কর্ষ **পরস্পর অত্যন্তাভাবের ব্যাপক।** কিন্তু পরস্পরাত্যন্তাভাবরূপতা নহে। তাহাতে হইল এই যে, যেস্থলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব সেস্থলে বাস্তব অসত্ত্ব এবং যেস্থলে আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সেস্থলে বাস্তব সত্ত্ব। ইহাই সেই ব্যাপকতা। অলীক শশবিষাণাদি বস্তুতে

সত্ত্ব আরোপিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অলীক শশবিষাণাদিতে আছে বলিয়া তাহাতে বস্তুভূত অসত্ত্ব আছে, এবং সদ্‌বস্তুতে আরোপিত অসত্ত্ব আছে বলিয়া তাহার অত্যন্তাভাব তাহাতে আছে এবং বস্তুভূত সত্ত্বধর্ম্মও তাহাতে আছে—ইহাই নিয়ম।

মাধ্বমতে বিরহব্যাপকতায় ব্যভিচারশঙ্কা।

তবে ইহাতে জিজ্ঞাসা হয় এই যে, ঘটাদি সদ্‌বস্তুতে বাস্তব সত্ত্ব আছে এবং আরোপিত অসত্ত্বাত্যন্তাভাবও আছে; তদ্রূপ সেই ঘটাদি-সদ্বস্তুতে আরোপিত সত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাবও আছে বলা যায়। সুতরাং তাহাতে বাস্তব অসত্ত্ব থাকিবে কি করিয়া? তাহাতে ত বাস্তব সত্ত্বই রহিয়াছে? অর্থাৎ ঘটাদিতে আরোপিত সত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাব আছে অথচ তাহাতে বাস্তব অসত্ত্বধর্ম্ম নাই, সুতরাং প্রদর্শিত ব্যাপকতার ভঙ্গ হইল। এইরূপ তুচ্ছবস্তুতে বাস্তব অসত্ত্ব আছে এবং আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব আছে; তদ্রূপ আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবও আছে বলা যায়। সুতরাং বাস্তব সত্ত্ব থাকিবে কি করিয়া? তাহাতে বাস্তব অসত্ত্বই আছে। সুতরাং উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইল। আর তাহা হইলে আরোপিত সত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব ও আরোপিত অসত্ত্বধর্ম্মের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক সত্ত্বধর্ম্ম—এইরূপ পরস্পর বিরহ-ব্যাপকতাই বা থাকিল কিরূপে?

মাধ্বকর্ত্তৃক বিরহব্যাপকতায় উক্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিরাস।

কিন্তু এরূপও প্রশ্ন হয় না। যেহেতু অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর আরোপ-পূর্ব্বক প্রতীত হয় বলিয়া যেমন প্রতিযোগীর সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ আছে, তদ্রূপ প্রতিযোগীর আরোপে যে প্রধান, তাহার সহিতও অত্যন্তাভাবের বিরোধ স্বীকার করিতে হইবে। আরোপিত বস্তুটী **প্রতিযোগী,** এবং যাহার আরোপ হয় তাহাই **প্রধান** হয়। প্রকৃতস্থলে

আরোপিত সত্ত্বটী প্রতিযোগী, আর অনারোপিত অর্থাৎ বাস্তব সত্ত্বটী প্রধান হয়। যেমন "ভূতলে ঘটো নাস্তি" এস্থলে ভূতলনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী আরোপিত ঘট, যেহেতু প্রতিযোগী—ঘটের আরোপ ভূতলে করিয়াই অত্যন্তাভাব প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী আরোপিত ঘটকেই বলিতে হইবে। এই আরোপের প্রধানীভূত বাস্তব ঘট। সুতরাং ভূতলনিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব তাহা যেমন প্রতিযোগী-আরোপিত ঘটের বিরোধী, তদ্রূপ বাস্তব যে প্রধান ঘট, তাহারও বিরোধী। ইহার ফলে হইল এই যে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব বলিতে গেলে আরোপিত সত্ত্বই সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে এবং বাস্তবসত্ত্ব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী না হইলেও প্রতিযোগীর আরোপে প্রধানীভূত হয়। এই সত্ত্বাত্যন্তাভাব, আরোপিত সত্ত্ব এবং প্রধানীভূত সত্ত্ব—এই উভয়েরই বিরোধী। সুতরাং ঘটে প্রধানীভূত বাস্তব সত্ত্ব আছে বলিয়া ঘটে আরোপিত সত্ত্ব বলিতে পারা যায় না; অর্থাৎ সত্ত্বের আরোপ হইতে পারে না। যাহাতে যে ধর্ম্ম বস্তুভূত তাহাতে সেই ধর্ম্ম আরোপিত হইতে পারে না। এজন্য অত্যন্তাভাবটী আরোপিত সত্ত্ব এবং প্রধানীভূত সত্ত্ব—উভয়েরই বিরোধী। সুতরাং মাধ্বমতে ব্যভিচার হইল না।

মাধ্বকর্ত্তৃক তুচ্ছান্তর্ভাবে উক্ত শঙ্কার নিরাস।

এইরূপ তুচ্ছে, অসত্ত্বারোপের প্রধানীভূত যে বাস্তব অসত্ত্ব তাহা আছে বলিয়া আরোপিত অসত্ত্ব বলিতে পারা যায় না। অর্থাৎ তাহাতে অসত্ত্বের আরোপ হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই তাহাতেই সেই ধর্ম্মের আরোপ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত ব্যাপকতা-নিয়মের ব্যভিচার হইল না। তাহাতে পরস্পরবিরহব্যাপকতাপ্রযুক্ত সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বিরোধ রহিয়াই গেল। সুতরাং ব্যাপকতার ভঙ্গ দেখাইতে যাইয়া যে বলা হইয়াছিল—বাস্তব সদ্‌বস্তুতে আরোপিত অসত্ত্বের

অত্যন্তাভাব যেমন আছে, তদ্রূপ আরোপিত সত্ত্বেরও অত্যন্তাভাব আছে, আর আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলে বাস্তব অসত্ত্ব থাকিবে, কিন্তু বাস্তব সদ্‌বস্তুতে তাহা নাই—এরূপ আর বলা গেল না। যেহেতু বাস্তব সদ্‌বস্তুতে সত্ত্বের আরোপ হইতে পারে না বলিয়া আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাবও হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে যে ধর্ম্ম বাস্তব, তাহাতে তাহা আরোপিত হয় না। অতএব প্রদর্শিত ব্যাপকতার ব্যভিচার হইল না।

বিরোধিতাসম্বন্ধে মাধ্বমতের নিষ্কর্ষ।

স্বতরাং এখন ইহাতে প্রশ্নই হয় না যে, সত্ত্বারোপে প্রধানীভূত যে বাস্তব সত্ত্ব, তাহা ঘটে আছে, আর সেইস্থলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাবও আছে, এবং তুচ্ছেও প্রধানীভূত বাস্তব অসত্ত্ব আছে এবং আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব আছে, স্বতরাং প্রতিযোগীর আরোপে প্রধানের সহিত বিরোধিতা থাকিল না বলিয়া প্রদর্শিত ব্যাপকতার ভঙ্গ হইল।

যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যেস্থলে প্রধানীভূত বাস্তব সত্ত্ব, সেস্থলে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব নাই—ইহার অভিপ্রায় এই যে, অধিকরণে প্রতিযোগীর আরোপপূর্ব্বক অভাব প্রতীতিবিষয় হইয়া থাকে। যেস্থলে ঘটে প্রধানীভূত বাস্তব সত্ত্ব আছে, সেস্থলে সত্ত্বের আরোপই হইতে পারে না বলিয়া আরোপিত সত্ত্বের নিষেধ করা যায় না, এবং তুচ্ছেও প্রধানীভূত বাস্তব অসত্ত্ব আছে, সেস্থলে অসত্ত্বের আরোপপূর্ব্বক নিষেধ করা যায় না। এজন্য সদ্বস্তুতে আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং তুচ্ছে আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব নাই বলিয়া পূর্ব্বপ্রদর্শিত পরস্পরবিরহব্যাপকত্বের বিরোধ নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল—আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেই সত্ত্ব থাকিবে, এবং আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলে অসত্ত্ব থাকিবে, অর্থাৎ আরোপিত অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক সত্ত্ব হইবে, এবং

আরোপিত সত্ত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপক অসত্ত্ব হইবে, তাহার আর ভঙ্গ হইল না। ফল এই হইল যে, যেস্থলে আরোপের প্রধানীভূত ধর্ম্ম থাকে সেস্থলে আর তাহার আরোপ হয় না।

মাধ্বকর্তৃক ভগবানে দোষাত্যন্তাভাব সমর্থন।

আর ইহাতে মাধ্বমতে ভগবানের দোষাত্যন্তাভাবরূপ যে লক্ষণ, তাহা অসঙ্গত—এই আপত্তিও নিরস্ত হইল। আপত্তিবাদীরা বলেন যে, দোষ যদি প্রামাণিক হয়, তবে মাধ্বমতে তাহার অত্যন্তাভাব হয় না। এজন্য আরোপিত দোষেরই অত্যন্তাভাব বলিতে হইবে। **আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাবই ভগবানের লক্ষণ** বুঝিতে হইবে।

জীবে ভগবল্লক্ষণের অতিব্যাপ্তিশঙ্কা ও তাহার নিরাস।

আর তাহা হইলে জীবে ভগবল্লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু জীবেও আরোপিতদোষের অত্যন্তাভাব আছে—এইরূপ আপত্তিও নিরস্ত হইল। ইহার কারণ, জীবে বাস্তব দোষ আছে বলিয়া তাহাতে দোষের আরোপ হইতে পারে না। যেহেতু অত্যন্তাভাব আরোপিত প্রতিযোগীর ও প্রতিযোগীর আরোপে প্রধানীভূত বস্তর বিরোধী হইয়া থাকে। দোষের আরোপে প্রধানীভূত যে বাস্তব দোষ, তাহা জীবে আছে বলিয়া তাহাতে দোষের আরোপপূর্ব্বক নিষেধ করা যায় না। আর এজন্য আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাব জীবে নাই। সুতরাং জীবে ভগবল্লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইতে পারিল না।

মাধ্বকর্তৃক ভগবল্লক্ষণের সঙ্গতি প্রদর্শন।

ভগবানে বাস্তব দোষ নাই বলিয়া তাহাতে আরোপিত দোষের নিষেধ সম্ভাবিত হয়। যেহেতু অত্যন্তাভাব প্রতিযোগ্যারোপের প্রধানের সহিত বিরোধী। দোষের আরোপে প্রধানীভূত বাস্তব দোষ ভগবানে নাই বলিয়া ভগবল্লক্ষণ সঙ্গত হইল। অতএব আরোপিত বিষেয়রই অত্যন্তাভাব হয়, অনারোপিত অর্থাৎ প্রামাণিকের অত্যন্তা-

ভাব হইতেই পারে না। **তার্কিকগণ কিন্তু প্রমাণিকেরই অত্যন্তাভাব স্বীকার করেন**, তাহা সুতরাং অসঙ্গত। মাধ্বমতে অলীক অর্থাৎ শশবিষাণ এবং আরোপিত বস্তু অভিন্ন বস্তু। সুতরাং অলীক অর্থাৎ অপ্রামাণিকেরই অত্যন্তাভাব স্বীকার করা হয়।

এবিষয়ে সিদ্ধান্তীর মত।

সিদ্ধান্তী একথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অলীক ও আরোপিত অভিন্ন নহে। অত্যন্তাভাব অলীকের হয় না, আরোপিত সদ্বস্তুরই হয়। অতএব সিদ্ধান্তীর মতে আরোপিত দোষের অত্যন্তাভাবই ভগবল্লক্ষণ—ইহা অসঙ্গত হয়।

আর তাহা হইলে আরোপিত অলীকবস্তুরই অত্যন্তাভাব হয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া পূর্ব্বপক্ষী যে সত্ত্ব ও অসত্ত্বধর্ম্মদ্বয়কে পরস্পরাত্যন্তাভাবের ব্যাপক দেখাইয়াছিলেন, আর যে প্রকৃত মিথ্যাত্বানুমানেও ব্যাঘাত দোষের অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা আর হইল না। সিদ্ধান্তী অলীকের অত্যন্তাভাব স্বীকার করেন না বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত রীতি অনুসারে সত্ত্ব ও অসত্ত্বধর্ম্মদ্বয় পরস্পরাত্যন্তাভাবের ব্যাপকও হয় না—আর তাহাতে ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনাও থাকে না।

সিদ্ধান্তীর প্রতি তরঙ্গিণীকারের আপত্তি।

পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব কিন্তু বলেন যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম পরস্পরাত্যন্তাভাবের স্বরূপ হইয়া থাকে—ইহা সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতেই হইবে, যেহেতু **"অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত"** এই বলিয়া যে সিদ্ধান্তী আপত্তি দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ যাহা অসৎ তাহা প্রতীত হয় না, তাহাতে অপ্রতীতির প্রযোজক অসত্ত্ব বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অসৎ হইলে অপ্রতীত হইবে—বলা হইয়াছে। আর এই অসত্ত্বটী সিদ্ধান্তীর মতে অপ্রতীতিঘটিত। যেহেতু সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন—**"ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্বই অসত্ত্ব"**, আর আপত্তিতে দেখাইতে-

ছেন—অসৎ হইলে প্রতীত হইবে না। সুতরাং "অসৎ হইলে" ইত্যাদির অর্থ এই হয়—"ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানং চেৎ অপ্রতীয়মানং স্যাৎ" অর্থাৎ অপ্রতীয়মান হইলে অপ্রতীয়মান হইবে। এইরূপে আপাদ্য ও আপাদকেরও অভেদ হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু আপত্তির দোষ। অতএব সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহরূপত্বই সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু সিদ্ধান্তী অপ্রতীতিঘটিত অসত্ত্ব-নিরূপণ করিতে পারেন না। তরঙ্গিণীকারের ইহাই আপত্তি।

সিদ্ধান্তীর সমাধান।

কিন্তু সিদ্ধান্তী বলেন "সত্ত্বেন অপ্রতীয়মানত্ব" বলায় "অপ্রতীয়মান হইলে অপ্রতীয়মান হইবে—এইরূপ আপাদ্য আপাদকেরও অভেদ হইয়া পড়ে" ইত্যাদি—পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি স্থান পায় না। কারণ, "অসৎ চেৎ ন প্রতীয়েত" অর্থাৎ যাহা অসৎ তাহা প্রতীত হয় না—এই সিদ্ধান্তীর প্রদর্শিত আপত্তির অর্থ—যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা যে কোন ধর্ম্মীতে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না। আর "ন প্রতীয়েত" ইহার অর্থ অপরোক্ষরূপে প্রতীত হয় না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রতীতির বিষয় হয় না। সুতরাং আপাদ্য হইল—প্রত্যক্ষ প্রতীতির অবিষয় এবং আপাদক হইল—সত্ত্ব-প্রকারক প্রতীতির অবিষয়, অর্থাৎ যাহা সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় না তাহা প্রত্যক্ষ প্রতীতির বিষয় হয় না। এজন্য আপাদ্য আপাদক পৃথক্ই হইল। অতএব সত্ত্বাসত্ত্বের পরস্পরবিরহরূপত্বপ্রযুক্ত পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত যে ব্যাঘাতদোষ তাহা সিদ্ধান্তীর মতে সম্ভবই হয় না। পূর্ব্বপক্ষী তরঙ্গিণীকার সিদ্ধান্তীর মতে ব্যাঘাত দোষ অখণ্ডিত রাখিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্তীর আশয় না বুঝিয়াই করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তা-ভাব—এতদুভয় অথবা সদ্ভেদ ও অসদ্ভেদ—এতদুভয় মিথ্যাত্ব, ইহাতে ব্যাঘাত দোষের (১৮৬পৃঃ ২৭ বাক্য) সম্ভাবনাই নাই।

বিশিষ্টসাধ্যপক্ষও সঙ্গত।

অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং সাধ্যম্—ইত্যপি সাধু ।৪৪। ন চ মিলিতস্য বিশিষ্টস্য বা সাধ্যত্বে তস্য কুত্রাপি অপ্রসিদ্ধ্যা অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং, প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা মিলিতস্য বিশিষ্টস্য বা সাধনে শশশৃঙ্গয়োঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ—ইতি বাচ্যম্; তথাবিধপ্রসিদ্ধেঃ শুক্তিরূপ্যে এব উক্তত্বাৎ ।৪৫ ন চ নির্ধর্ম্মকত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাসত্ত্বরূপধর্ম্মদ্বয়শূন্যত্বেন তত্র অতিব্যাপ্তিঃ, সদ্রূপত্বেন ব্রহ্মণঃ তদত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ, নির্ধর্ম্মকত্বেনৈব অভাবরূপধর্ম্মানধিকরণত্বাৎ চ ইতি দিক্ ।৪৬ (২৭৩-৩৬৮ পৃঃ)

ইতি মিথ্যাত্বনিরূপণে প্রথমমিথ্যাত্বলক্ষণম্।

অনুবাদ।

৪৪। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয় প্রকৃত মিথ্যত্বানুমানে সাধ্য হইলে তাহাতে ব্যাঘাত, অর্থান্তর, অংশতঃসিদ্ধসাধনতা ও সাধ্যবৈকল্যরূপ চারিটী দোষ, যাহা পূর্ব্বপক্ষী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার নিরাকরণ সিদ্ধান্তী করিয়াছেন। এজন্য উভয়সাধ্যতাপক্ষ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর যেরূপে উভয়সাধ্যতাপক্ষ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইরূপে সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষও নির্দ্দোষ। কারণ, প্রদর্শিত রীতি অনুসারে এই বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষেও ব্যাঘাতাদি দোষের সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ উভয়সাধ্যতাপক্ষে যেরূপে ব্যাঘাতাদি দোষ সম্ভাবিত নহে, বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষেও সেইরূপেই ব্যাঘাতাদি দোষের সম্ভাবনা নাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য মূলকার—**অতএব** এইরূপ বলিয়া বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ উভয়সাধ্যতাপক্ষে পূর্ব্বপক্ষী যেরূপ অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন সেইরূপ সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষোদ্ভাবনের সম্ভাবনা নাই। কারণ, বিশিষ্ট-ধর্ম্মটী এক, নানা নহে। অভাবদ্বয়ের সাধ্যতাপক্ষে—যেমন সাধ্যতাব-চ্ছেদকধর্ম্ম দুইটী হইয়াছিল, বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম তদ্রূপ দুইটি হয় না, কিন্তু একটীই হইয়া থাকে। এই সাধ্যতাবচ্ছেদক-বিশিষ্ট সাধ্যের একত্বপ্রযুক্ত অংশতঃসিদ্ধসাধনতা হইতে পারে না।

পক্ষতাবচ্ছেদকধর্ম্মের নানাত্বপ্রযুক্ত যেমন অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মের নানাত্বপ্রযুক্তও অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে—ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে; প্রকৃতস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মের একত্বপ্রযুক্ত তাহা হইল না। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, বিশিষ্ট, বিশেষণাদির স্বরূপ নহে, কিন্তু বিশেষণাদি হইতে অতিরিক্ত। যদি বিশিষ্টকে বিশেষণাদি হইতে অনতিরিক্ত ধরা যায়, তবে এই বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষেও উভয়সাধ্যতাপক্ষের মত অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনা হইতে পারিবে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বিশিষ্টকে অতিরিক্ত মনে করিয়া অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষের উদ্ভাবন করেন নাই।

আর এস্থলে ব্যাঘাত, অর্থান্তর ও সাধ্যবৈকল্য এই তিনটী দোষ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারেই সমাহিত হইতে পারে—ইহাই মনে করিয়া মূলকার বলিতেছেন—**বিশিষ্টং সাধ্যম্—ইত্যপি সাধু।**

৪৫। অভাবদ্বয়ের সাধ্যতাপক্ষে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত ব্যাঘাতাদি দোষের পরিহার সিদ্ধান্তী যে ভাবে করিয়াছিলেন, এই বিশিষ্টসাধ্যতা-পক্ষেও সেই ভাবেই ব্যাঘাতাদি দোষ পরিহৃত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিহারাসহিষ্ণু পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব এই বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষে নূতন দোষের

অবতারণা করিতেছেন। সেই নূতন দোষটী—অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা। **"ন চ"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষের অবতারণা করিয়া তাহার পরিহার বলিতেছেন।

যদিও ন্যায়ামৃতগ্রন্থে বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষেই এই অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষ দেখান হইয়াছে, উভয়সাধ্যতাপক্ষে দেখান হয় নাই, তথাপি মূলকার—পূর্ব্বপক্ষের চমৎকারিত্বসাধনের জন্য উভয়পক্ষেই অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষের যোজনা করিয়া পরিহার করিতেছেন—**মিলিতস্য** ইত্যাদি। "মিলিতস্য" অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের, "বিশিষ্টস্য" অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্টের, "সাধ্যত্বে" অর্থাৎ সাধ্যতা স্বীকার করিলে "তস্য" অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ সাধ্যের "কুত্রাপি অপ্রসিদ্ধ্যা" অর্থাৎ সর্ব্বত্র অপ্রসিদ্ধিনিবন্ধন,—কি সৎ, কি অসৎ, কোন ধর্ম্মীতে উক্তরূপ সাধ্যদ্বয় প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমিত নহে বলিয়া অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষ হইতেছে। এই অপ্রসিদ্ধবিশেষণতা দোষের অর্থ—সাধ্যাপ্রসিদ্ধি। কোন ধর্ম্মীতেই উক্তরূপ সাধ্য দুইটী প্রমিত নহে। এজন্য অন্বয়দৃষ্টান্ত সম্ভাবিত নহে বলিয়া ব্যাপ্তিগ্রহ সম্ভাবিত হয় না। আর তাহাতে ব্যাপ্তির অগ্রহরূপ দোষপ্রদর্শনই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। যেমন উভয়াভাবরূপ সাধ্যটী কোন ধর্ম্মীতে প্রমিত নহে, তদ্রূপ অভাববিশিষ্ট অভাবরূপ সাধ্যটীও কোন ধর্ম্মীতে প্রমিত নহে।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর আশয়ের অবতারণা করিতেছেন—**প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা** ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি সিদ্ধান্তী এরূপ বলেন যে, উক্তরূপ সাধ্যদ্বয় কোন এক ধর্ম্মীতে প্রমিত না হইলেও খণ্ডশরূপে অর্থাৎ অভাবদ্বয়সাধ্যতাপক্ষে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসদ্‌বস্তুতে, এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সদ্‌বস্তুতে প্রমিত আছে বলিয়া অভাবদ্বয়সাধ্যটী অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ অপ্রমিত নহে, এইরূপ বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষেও বিশেষণাংশ ও

বিশেষ্যাংশ পৃথক্ পৃথগ্ভাবে অসৎ ও সদ্‌বস্তুতে প্রমিত আছে বলিয়া বিশিষ্টরূপ সাধ্যদ্বয়কে অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রমিত বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহা অসঙ্গত। যেহেতু এইরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধি সম্ভাবিত হইলে "ভূঃ শশীয়বিষাণোল্লিখিতা" এইরূপ সাধ্যও প্রসিদ্ধ হইতে পারিবে। কারণ, শশ ও শৃঙ্গ পৃথক্ পৃথগ্ভাবে প্রমিতই বটে। যদিও নানাধর্ম্মের সাধ্যতাপক্ষে প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রসিদ্ধি লইয়া সাধ্য-প্রসিদ্ধি হইতে পারে, আর এজন্য সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্যন্তাভাব-সাধ্যতাপক্ষে প্রত্যেক অভাবের পৃথক্ পৃথক্ প্রসিদ্ধি লইয়া সাধ্য-প্রসিদ্ধি হইতে পারে, সুতরাং অভাবদ্বয়ের সাধ্যতাপক্ষে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ না হইলেও বিশিষ্ট অভাবের সাধ্যতাপক্ষে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইবেই। কারণ, বিশিষ্ট একবস্তু, তাহার খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধি সম্ভাবিত নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষী ন্যায়ামৃতকারের অভিপ্রায়।

কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধিকার অভাবদ্বয়ের সাধ্যতাপক্ষে এবং বিশিষ্ট অভাবের সাধ্যতাপক্ষে উভয়স্থলেই সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ যোজনা করিয়া তাহার পরিহার দেখাইয়াছেন। এজন্য মূল পঙ্‌ক্তির এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যে, যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই ধর্ম্মদ্বয় সাধ্য হয় এবং সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বান্তাভাবের পৃথক্ পৃথক্ প্রসিদ্ধি লইয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধি উপপাদন করা যায়, তবে **শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ** অর্থাৎ শশীয় ও শৃঙ্গ এই দুইটীরও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সিদ্ধি হইতে পারিবে। যেরূপ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শশীয় ও শৃঙ্গ—এই দুইটী কোথাও প্রমিত নহে বলিয়া শশীয় ও শৃঙ্গকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্য করিলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইবে, তদ্রূপ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে সাধ্য করিলে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইবে। সুতরাং প্রত্যেকের প্রসিদ্ধি লইয়া মিলিত অর্থাৎ উভয়ের সাধন করিলে প্রত্যেকের প্রসিদ্ধি লইয়া শশীয়শৃঙ্গসাধনও হইবে। ইহাই মূলকারের অভিমত **একটি অর্থ**।

এইরূপ সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্ট অভাবের সাধ্যতাপক্ষে যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবের খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধি লইয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধি করা যায়, তবে শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃঙ্গকেও সংযোগাদি সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া শশ ও শৃঙ্গের প্রত্যেকের প্রসিদ্ধিনিবন্ধন সাধ্য-প্রসিদ্ধি হইতে পারিবে। ইহাই মূলকারের **দ্বিতীয় প্রকার অর্থ**। সুতরাং **শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ** এইরূপ আপত্তিটী উভয় পক্ষেই অর্থাৎ উভয়াভাবসাধ্যতাপক্ষে ও বিশিষ্টাভাবসাধ্যতাপক্ষে অর্থভেদে মূলকার যোজনা করিয়াছেন।

ন্যায়ামৃতকার যদিও সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষটী বিশিষ্টসাধ্যতাপক্ষেই প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি মূলকার পূর্ব্বপক্ষেরও উপপাদন করিতে যাইয়া "শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ" এই আপত্তিবাক্যের অর্থদ্বয় গ্রহণ করিয়া উভয়পক্ষেই যোজনা করিয়াছেন। এজন্য পূর্ব্বপক্ষী ন্যায়ামৃত-কারের পূর্ব্বপক্ষেও ন্যূনতা সূচিত হইয়াছে।

ন চ ইত্যাদি **বাচ্যম্** এই পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী ন্যায়ামৃত-কারের প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপন করিয়া মূলকার তাহার পরিহার বলিতেছেন—**তথাবিধপ্রসিদ্ধেঃ শুক্তিরূপ্যে এব উক্তত্বাৎ**। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়ের সাধ্যতাপক্ষে পূর্ব্বপক্ষী দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে যে সাধ্যবৈকল্য দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহার পরিহারে প্রবৃত্ত হইয়া দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে অভাবদ্বয়রূপ সাধ্যের সিদ্ধি বলা হইয়াছে। সেই বাক্যটী এই "তথাচ ত্রিকালাবাধ্য-বিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপং সাধ্যং পর্য্য-বসিতম্, এবং চ সতি শুক্তিরূপ্যে ন সাধ্যবৈকল্যমপি, বাধ্যত্বরূপা-সত্ত্বব্যতিরেকস্য সাধ্যাপ্রবেশাৎ"। (২৪০পৃঃ ৩৪ বাক্য) ইহার অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

সিদ্ধান্তীর মতে ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব, শুক্তিরজত আরোপিত

বলিয়া অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারদ্বারা বাধিত হয়, সুতরাং শুক্তিরজতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবই আছে, অর্থাৎ শুক্তিরজত বাধ্য বলিয়া অবাধ্যরূপ সৎ নহে। আর "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বই অসত্ত্ব" অর্থাৎ শুক্তিরজত সদ্রূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বের অনধিকরণ নহে, এজন্য শুক্তিরজত অসদ্-বিলক্ষণও বটে। এইরূপে শুক্তিরজতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তা-ভাবরূপ সাধ্য প্রসিদ্ধই আছে। ইহা বিশদভাবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাই মূলকার বলিতেছেন—**"উক্তত্বাৎ"** অর্থাৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এস্থলে ন্যায়ামৃতকারের অভিপ্রায় এই যে, "সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধী-নিষেধেব অপ্রতিযোগিত্বই **সত্ত্ব** এবং সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধী নিষেধের প্রতি-যোগিত্বই **অসত্ত্ব**। ন্যায়ামৃতকার সত্ত্বনিরূপণ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

ত্রিকালসর্ব্বদেশীয়নিষেধাপ্রতিযোগিতা।
সত্ত্বোচ্যতেঽধ্যস্ততুচ্ছে, তং প্রতি প্রতিযোগিনী॥

অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালে ও সর্ব্বদেশে বিদ্যমান নিষেধের অপ্রতিযোগিতাই সত্তা এবং অধ্যস্ত শুক্তিরজতাদি ও তুচ্ছ শশবিষাণাদি ত্রিকালসর্ব্বদেশীয় নিষেধের প্রতিযোগী। "তং প্রতি" অর্থ—ত্রিকালসর্ব্বদেশীয় নিষেধের প্রতি।

এইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই ধর্ম্মদ্বয়ের নির্ব্বচন করিয়া ন্যায়ামৃতকার সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অত্যন্তাভাবস্বরূপ অথবা পরস্পরের অত্যন্তাভাবের ব্যাপকস্বরূপ বলিয়া প্রকৃতস্থলে ব্যাঘাতাদি দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর মূলকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পূর্ব্বোক্তরূপে নিরূপণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত ব্যাঘাতাদি দোষের নিবারণ করিয়াছেন। সুতরাং নিষ্কর্ষ এই হইতেছে যে, মাধ্ব-মতে সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধী নিষেধের অপ্রতিযোগিত্বই সত্ত্ব এবং সিদ্ধান্তীর মতে ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব। মাধ্বমতে সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধী নিষেধের প্রতি-

যোগিত্বই অসত্ত্ব এবং সিদ্ধান্তীর মতে "ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্ব"ই অসত্ত্ব। মাধ্বমতে আরোপিত শুক্তিরজতাদি ও অলীক শশবিষাণাদি ভিন্ন সমস্তই সৎ, আর সিদ্ধান্তীর মতে কেবল ব্রহ্মই সৎ। মাধ্বমতে আরোপিত শুক্তিরজতাদি ও অলীক শশবিষাণাদি অসৎ, আর সিদ্ধান্তীর মতে কেবল অলীক শশবিষাণাদিই অসৎ। মাধ্বমতে সৎ ও অসৎ ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই সম্ভাবিত নহে, যেহেতু সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পর বিরহস্বরূপ বা পরস্পরবিরহব্যাপকস্বরূপ। সুতরাং "পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ" এই রীতি অনুসারে সৎ ও অসৎ এই বিভাগদ্বয়াতিরিক্ত তৃতীয় বিভাগ সম্ভাবিত নহে। আর সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরের অত্যন্তাভাবস্বরূপও নহে, বা অত্যন্তাভাবের ব্যাপকও নহে; এজন্য "পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারন্তরস্থিতিঃ" এই রীতি প্রযুক্ত হয় না। এজন্য সৎ ও অসৎ এই ভাগদ্বয়ব্যতিরিক্ত আরোপিত শুক্তিরজতাদি ও ব্যাবহারিক বিয়দাদি বস্তু, প্রদর্শিত সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ। এজন্য সিদ্ধান্তীর মতে সৎ ও অসৎ ও সদসদ্‌বিলক্ষণ এই ভাগত্রয় সিদ্ধ হয়। এইরূপে শুক্তিরজতে প্রদর্শিত সাধ্যের প্রসিদ্ধি থাকিল।৪৫

৪৬। ইতঃ পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষী আশংকা করিয়াছিলেন যে, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম যেমন সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়রহিত হইয়াও সদ্রূপ অর্থাৎ অমিথ্যা, সেইরূপ প্রপঞ্চও সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ধর্ম্মরহিত হইয়া ব্রহ্মেরই মত সদ্রূপ অর্থাৎ অমিথ্যা হউক। আর তাহাতে অদ্বৈতবাদীর অনুমানে অর্থান্তর দোষই হইবে, ইত্যাদি; আর সিদ্ধান্তীও পূর্ব্বেই উক্ত শঙ্কার সমাধানও করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পূর্ব্বপক্ষী নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে এই মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তিপ্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া যদি তাহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের অভাব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাবই মিথ্যাত্ব বলিয়া এই মিথ্যাত্ব লক্ষণ ব্রহ্মে

থাকিল, আর তজ্জন্য মিথ্যাত্বলক্ষণটী অতিব্যাপ্তি-দোষদুষ্টই হইবে—ইহাই আশঙ্কা করিতেছেন—**ন চ নির্ধর্ম্মকত্বাৎ** ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, অদ্বৈতবাদী শুদ্ধব্রহ্মে সত্ত্বাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারেন না; করিলে আর ব্রহ্মের শুদ্ধতা থাকে না। উপহিত ব্রহ্মেই সত্ত্বাদি ধর্ম্মসম্বন্ধ সম্ভাবিত হয়। সুতরাং সত্ত্বাদি ধর্ম্মের অভাবঘটিত মিথ্যাত্বলক্ষণের শুদ্ধব্রহ্মে অতিব্যাপ্তি হইবে। সদ্রূপ যে শুদ্ধব্রহ্ম তাহা সত্ত্বাদি ধর্ম্মরহিতই বটে—ইত্যাদি।

বস্তুতঃ পূর্ব্বপক্ষী যে, মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ইহাই এস্থলে মূলকার বলিতেছেন—**সদ্রূপত্বেন** ইত্যাদি। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—প্রদর্শিত অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম সদ্রূপ। এই সদ্রূপতার অর্থ—বাধ্যত্বাভাব। বাধ্যত্বাভাবই সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব। কিন্তু সত্ত্ব কোন একটী ভাবরূপ ধর্ম্ম নহে। সুতরাং ইহা অভাবরূপ পদার্থ। আর, এজন্য ব্রহ্ম যে নির্ধর্ম্মক অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মরহিত তাহার অর্থ—ভাবরূপ সর্ব্ব ধর্ম্মরহিত। ব্রহ্ম ভাবরূপ ধর্ম্মরহিত হইলেও অভাবরূপ ধর্ম্মরহিত নহে। এজন্য বাধ্যত্বাভাবরূপ যে সত্ত্ব নামক ধর্ম্ম, তাহা ব্রহ্মে আছে। আর তজ্জন্য সত্ত্বাভাবঘটিত মিথ্যাত্ব ব্রহ্মে নাই। সুতরাং মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। অতএব অর্থ হইল—ব্রহ্মের সদ্রূপতাপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাধ্যত্বা-ভাববত্ত্বাপ্রযুক্ত আর ব্রহ্মে **তদত্যন্তাভাব** অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবের অধিকরণতা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মে বাধ্যত্বাভাব আছে বলিয়া তাহাতে বাধ্যত্বাভাবের অভাব অর্থাৎ বাধ্যত্ব আর থাকিতে পারে না।

আর যদি এস্থলে এরূপ আশঙ্কা করা যায় যে, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ব ধর্ম্মই বা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? ভাব যেমন ধর্ম্ম, অভাবও ত সেইরূপই ধর্ম্ম। ধর্ম্মদৃষ্টিতে ইহাদের কোনরূপ বিশেষ ত নাই? তাহার পর "**কেবলঃ নির্গুণশ্চ**" এই শ্রুতিই ব্রহ্মের

নির্ধর্ম্মকতাতে প্রমাণ। যদি ব্রহ্মে ভাবভূত ধর্ম্ম নাই—এইরূপ বলা যায়, তবে শ্রুতির অন্তর্গত গুণপদের অর্থ—ভাবভূত ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আর ভাবমাত্রই গুণপদের অর্থ—এরূপ বলিবার কোন প্রমাণও নাই। প্রত্যুত তাহাতে নির্গুণশ্রুতির অন্তর্গত গুণপদের লক্ষণাদোষই স্বীকার করিতে হয়। ভাবের ন্যায় অভাবও ধর্ম্ম, এজন্য অভাবও গুণই হইতেছে। যেহেতু আশ্রিতবস্তুমাত্রই অপ্রধান বলিয়া গুণপদবাচ্য হয়। আশ্রিত ভাব বস্তুমাত্রই গুণ অথবা বৈশেষিকমতপ্রসিদ্ধ ২৪টী ধর্ম্মই গুণ—এরূপ বলিলে গুণপদের লক্ষণা দোষ হইয়া পড়ে। এজন্য ভাবস্বরূপ ধর্ম্ম যেমন নির্গুণ ব্রহ্মে স্বীকার করা যায় না, তদ্রূপ অভাবরূপ ধর্ম্মও নির্গুণ ব্রহ্মে স্বীকার করা যায় না।

আর যদি ভাবের ন্যায় অভাবেও যুক্তি তুল্যই বটে—এরূপ কেহ আশঙ্কা করেন, তবে আর বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ব নির্গুণ ব্রহ্মে স্বীকার করা যায় না। এই কারণে মূলকার ইহার অন্যরূপ সমাধান বলিতেছেন—**নির্ধর্ম্মকত্বেন** ইত্যাদি। ইহার অর্থ—ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক অর্থাৎ ব্রহ্মে ভাবভূত বা অভাবভূত ধর্ম্ম নাই। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বলিয়া যদি তাহাতে ভাবরূপ ধর্ম্মের মত অভাবরূপ ধর্ম্মও না থাকে, তবে সত্ত্বাভাবরূপ ধর্ম্মও ব্রহ্মে থাকিবে না, সুতরাং সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাবরূপ যে মিথ্যাত্ব, তাহাও আর ব্রহ্মে থাকিল না। আর তজ্জন্য ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তিশঙ্কাই উদিত হইতে পারে না। অর্থাৎ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্ম নাই বলিয়া সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব ব্রহ্মে আছে, এজন্য মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়াছিল, আর সিদ্ধান্তী উক্ত নির্গুণ শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মে ভাব ও অভাব উভয়বিধ ধর্ম্ম নাই—ইহা বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি শঙ্কা পরিহার করিলেন।৪৬

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথশর্ম্ম-
বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধির প্রথমমিথ্যাত্বলক্ষণের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা।

৪৪। যতঃ সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য সাধ্যত্বপক্ষে পূর্ব্বপক্ষিণা উদ্ভাবিতস্য ব্যাঘাতার্থান্তরাংশতঃসিদ্ধসাধনসাধ্যবৈকল্যাখ্য-দোষচতুষ্টয়স্য নিরস্তত্বেন অভাবদ্বয়াত্মকসাধ্যস্য সাধুত্বং সিদ্ধম্, অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপবিশিষ্টম্ অপি সাধ্যং সাধু ইত্যাহ মূলকারঃ—**অতএব** ইত্যাদি। ব্যাঘাতার্থান্তরসাধ্য-বৈকল্যানাং প্রদর্শিতরীত্যৈব অস্মিন্ পক্ষেঽপি নিরাসসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ। অভাবদ্বয়স্য সাধ্যত্বে যথা অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাদোষস্য সম্ভবঃ, ন তু তথা বিশিষ্টস্য সাধ্যত্বে। বিশিষ্টস্য একস্য সাধ্যত্বে সাধ্য-তাবচ্ছেদকৈক্যেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যস্য অসিদ্ধেঃ ন অংশতঃ সিদ্ধসাধনতাবকাশঃ। পক্ষতাবচ্ছেদকনানাত্বে ইব সাধ্যতাবচ্ছেদক-নানাত্বেঽপি অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা সম্ভবতি ইত্যুক্তম্। প্রকৃতে তু সাধ্য-তাবচ্ছেদকৈক্যাৎ ন অংশতঃ সিদ্ধসাধনত্বম্ ইতি ভাবঃ। বিশিষ্টং ন বিশেষণাদ্যাত্মকং কিন্তু অতিরিক্তম্ ইতি অভিপ্রেত্য ইদং মন্তব্যম্। তথা চ ব্যাঘাতার্থান্তরসাধ্যবৈকল্যানাং পূর্ব্বোক্তরীত্যা পরিহৃতত্বাৎ অংশতঃ সিদ্ধসাধনতায়াশ্চ অসম্ভবাৎ বিশিষ্টস্য সাধ্যত্বে ন কোঽপি দোষঃ ইত্যতঃ আহ—**ইত্যপি সাধুঃ** ইতি।৪৪

৪৫। অভাবদ্বয়স্য সাধ্যত্বে ইব বিশিষ্টাভাবস্য সাধ্যত্বেঽপি পূর্ব্বপক্ষিপ্রদর্শিতদোষানাং পরিহৃতত্বাৎ পরিহারম্ অমৃষ্যমাণ ইব পূর্ব্বপক্ষী কুশকাশাবলম্বনন্যায়েন দ্বিবিধসাধ্যসাধারণম্ অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণতাখ্যদোষান্তরং শঙ্কতে—“**ন চ**” ইতি। **মিলিতস্য** অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য উভয়স্য, অথবা **বিশিষ্টস্য** সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপবিশিষ্টস্য, সাধ্যত্বে তস্য দ্বিবিধস্য সাধ্যস্য **কুত্রাপি অপ্রসিদ্ধ্যা** সর্ব্বত্রা-প্রসিদ্ধ্যা সতি অসতি বা একস্মিন্ অধিকরণে অপ্রসিদ্ধ্যা **অপ্রসিদ্ধ-**

বিশেষণত্বম্ কস্মিন্নপি ধর্ম্মিণি সাধ্যাপ্রসিদ্ধিঃ সাধ্যরূপবিশেষণস্য অপ্রমিতত্বাৎ অন্বয়দৃষ্টান্তাভাবেন ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবাৎ ব্যাপ্ত্যগ্রহপর্য্যবসিতঃ দোষঃ ইতি ভাবঃ।

নন্থ পূর্ব্বপক্ষিণাম্ ইয়ম্ আশঙ্কা ন যুজ্যতে। যথা—সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য সাধ্যত্বে সত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য শশবিষাণাদৌ অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য চ ব্রহ্মণি প্রমিতত্বেন ন সাধ্যাপ্রসিদ্ধিঃ, নানাধর্ম্মস্য সাধ্যত্বে প্রত্যেকপ্রসিদ্ধ্যা সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ সম্ভাব্যতে। যথা "পৃথিবী ইতরভিন্না, পৃথিবীত্বাৎ", ইত্যত্র পৃথিবীতরজলাদিত্রয়োদশপদার্থপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবানাং প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা, পৃথিবীতরভেদরূপসাধ্যস্য কথঞ্চিৎ প্রসিদ্ধিঃ সম্ভাব্যতে, একাধিকরণবৃত্তিতয়া ত্রয়োদশভেদানাং সাধ্যত্বেন বিভিন্নে অধিকরণে একৈকশঃ ভেদানাং প্রসিদ্ধৌ অপি বস্তুতঃ সাধ্যাপ্রসিদ্ধেঃ, তথা প্রকৃতস্থলেঽপি উভয়সাধ্যতাপক্ষেঽপি প্রত্যেকপ্রসিদ্ধিম্ আদায় সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ সম্ভাব্যতে, তস্মাৎ ন অভাবদ্বয়সাধ্যতাপক্ষে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিঃ দোষঃ।

যদ্যপি নানাধর্ম্মাণাং সাধ্যত্বে প্রত্যেকপ্রসিদ্ধ্যা সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ সম্ভাব্যতে তথাপি ন বিশিষ্টস্য সাধ্যত্বে প্রত্যেকপ্রসিদ্ধ্যা সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ সম্ভাব্যেত। বিশিষ্টস্য একত্বেন খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধেঃ অসম্ভবাৎ ইতি ন্যায়ামৃতকৃতাম্ আশয়ঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধিকৃতস্তু অভাবদ্বয়সাধ্যতাপক্ষে বিশিষ্টস্য সাধ্যতাপক্ষে চ উভয়ত্রাপি উক্তসাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষং যোজয়ন্তঃ পরিহরন্তি। তেষাম্ অয়ম্ আশয়ঃ—সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপবিশিষ্টস্য সাধ্যত্বপক্ষে যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ উপপাদ্যেত, তর্হি **শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ** শশীয়ত্ববিশিষ্টশৃঙ্গস্য সংযোগাদিসম্বন্ধেন সাধ্যত্বে শশশৃঙ্গয়োঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধ্যা সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। যদি বা সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য

সাধ্যত্বে সত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্য চ খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ্যা সাধ্য-প্রসিদ্ধিঃ উপপাদ্যেত, তর্হি **শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ**, শশীয়ং শৃঙ্গং চেতি দ্বয়োঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন সাধনম্ অপি স্যাৎ ইত্যর্থঃ। যথা চ তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন শশীয়স্য শৃঙ্গস্য চ কুত্রাপি অপ্রমিতত্বেন সাধ্যাপ্রসিদ্ধিঃ, তথা সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য, কুত্রাপি অপ্রমিতত্বেন উভয়স্য সাধ্যত্বপক্ষেঽপি সাধ্যাপ্রসিদ্ধিঃ এব। তথাচ মূলগ্রন্থোক্তস্য শশীয়-শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ ইত্যস্য দ্বৌ অর্থৌ। শশীয়ত্ববিশিষ্টশৃঙ্গস্য সংযোগাদি-সম্বন্ধেন সাধনম্ ইতি একোঽর্থঃ, তথা শশীয়ং শৃঙ্গঞ্চেতি দ্বয়োঃ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধেন সাধনম্ অপরোঽর্থঃ। তথাচ সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদূষণং ন্যায়ামৃতকৃতা যদ্যপি বিশিষ্টস্য সাধ্যত্বে এব উক্তম্, তথাপি সিদ্ধিকৃদ্ভিঃ উভয়সাধ্যত্ব-পক্ষেঽপি দৃষ্টান্তবাক্যস্য অর্থদ্বয়ম্ আদায় যোজিতম্। এতেন পূর্ব্বপক্ষ-প্রদর্শনেঽপি ন্যায়ামৃতকৃতাং ন্যূনত্বং সূচিতম্।

"ন চ মিলিতস্য" ইত্যাদি "শশীয়শৃঙ্গসাধনমপি স্যাৎ" ইত্যন্তেন পূর্ব্বপক্ষিণাম্ ন্যায়ামৃতকৃতাম্ সাধ্যাপ্রসিদ্ধেঃ উপবর্ণনম্ উপস্থাপ্য পরি-হরন্তি—**তথাবিধপ্রসিদ্ধেঃ শুক্তিরূপ্যে এব উক্তত্বাৎ**। "তথা-বিধপ্রসিদ্ধেঃ—সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়স্য সাধ্যত্বপক্ষে পূর্ব্বপক্ষিণা আশঙ্কিতস্য দৃষ্টান্তীকৃতশুক্তিরজতে সাধ্যবৈকল্যস্য পরিহার-মুখেন শুক্তিরজতে অভাবদ্বয়রূপসাধ্যস্য সিদ্ধেঃ উক্তত্বাৎ। "ত্রিকালা-বাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপং সাধ্যং পর্য্যবসিতম্, এবং চ সতি শুক্তিরূপ্যে ন সাধ্যবৈকল্যমপি, বাধ্যত্ব-রূপাসত্ত্বব্যতিরেকস্য সাধ্যাপ্রবেশাৎ" ইত্যাদিগ্রন্থজাতেন ইতি ভাবঃ।

ন্যায়ামৃতকৃদ্ভিঃ সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধিনিষেধাপ্রতিযোগিত্বপ্রতিযোগিত্বা-ভ্যাং সত্ত্বাসত্ত্বে নিরূপয়দ্ভিঃ—

ত্রিকালসর্ব্বদেশীয়নিষেধাপ্রতিযোগিতা।
সত্ত্বোচ্যতেঽধ্যস্ততুচ্ছে তৎ প্রতি প্রতিযোগিনী॥" ইত্যুক্তম্।

তেন ন্যায়ামৃতকৃৎপ্রদর্শিতদিশা সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া ব্যাঘাতসাধ্যাপ্রসিদ্ধিসাধ্যবৈকল্যাদীনাং সম্ভবেঽপি সত্ত্বাসত্ত্বে অন্যথা-নিরূপয়দ্ভিঃ মূলকৃদ্ভিঃ ব্যাঘাতসাধ্যবৈকল্যাদিদোষাণাং পরিহারঃ কৃতঃ। মাধ্বমতে সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধিনিষেধাপ্রতিযোগিত্বং সত্ত্বং, সিদ্ধান্তিমতে ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্ত্বং, মাধ্বমতে সর্ব্বদেশকালসম্বন্ধিনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ অসত্ত্বং, সিদ্ধান্তিমতে ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্ অসত্ত্বম্। তথাচ মাধ্বমতে আরোপিতং শুক্তিরজতাদি অলীকং শশ-বিষাণাদি চ বিহায় সর্ব্বং সৎ, সিদ্ধান্তিমতে কেবলং ব্রহ্মৈব সৎ, মাধ্বমতে আরোপিতশুক্তিরজতাদি অলীকং শশবিষাণাদি চ অসৎ, সিদ্ধান্তিমতে অলীকং শশবিষাণাদি এব অসৎ। আরোপিতংশুক্তিরজতাদি ব্যাবহারিকং চ বিয়দাদি বস্তু সদসদ্বিলক্ষণমেব। তথাচ সিদ্ধান্তিমতে সৎ-অসৎ-সদসদ্বিলক্ষণম্ ইতি ভাগত্রয়ং সিধ্যতি, মাধ্বমতে সৎ-অসৎ ইতি ভাগ-দ্বয়মেব পর্য্যবস্যতি। তেন মাধ্বমতে সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপক-তয়া পরস্পরবিরহরূপতয়া বা সদসদ্বিলক্ষণস্য কস্যচিৎ অসম্ভবঃ। সিদ্ধান্তিমতে নিরুক্তয়োঃ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাদীনাম্ অসম্ভবাৎ সদসদ্বিলক্ষণমপি কিঞ্চিৎ সম্ভবত্যেব। আরোপিতং শুক্তিরজতাদি বাধকজ্ঞানবাধ্যত্বেন অবাধ্যরূপাৎ সতঃ বিলক্ষণম্, শুক্তিরজতং সৎ ইতি সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীত্যা চ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণরূপাৎ অসতঃ বিলক্ষণম্; তথাচ সদসদ্বিলক্ষণত্বস্য শুক্তিরূপ্যাদৌ সিদ্ধত্বেন ন সাধ্যা-প্রসিদ্ধিদোষঃ।৪৫

৪৬। পূর্ব্বপক্ষিণা নির্ধর্ম্মকস্য ব্রহ্মণঃ সত্ত্বাসত্ত্বধর্ম্মদ্বয়রাহিত্যেঽপি সদ্রূপত্ববৎ প্রপঞ্চস্য সত্ত্বাসত্ত্বধর্ম্মদ্বয়রাহিত্যেঽপি ব্রহ্মবৎ সদ্রূপত্বেন অমিথ্যাত্বোপপত্ত্যা অর্থান্তরম্ উক্তম্ অধস্তাৎ, সমাহিতং চ তত্রৈব সিদ্ধান্তিনা। ইদানীং নির্ধর্ম্মকত্বেন ব্রহ্মণি সত্ত্বাসত্ত্বধর্ম্মদ্বয়রাহিত্যাঙ্গী-কারে প্রদর্শিতমিথ্যাত্বলক্ষণস্য তত্রৈব অতিব্যাপ্তিঃ ইতি প্রদর্শয়িতুং পূর্ব্ব-

পক্ষী শঙ্কতে—**ন চ নির্ধর্ম্মকত্বাৎ** ইত্যাদি। সিদ্ধান্তিনা শুদ্ধে ব্রহ্মণি সত্ত্বাদিধর্ম্মসম্বন্ধঃ নাঙ্গীক্রিয়তে। সত্ত্বাদিধর্ম্মসম্বন্ধস্তু সত্ত্বাদ্যুপহিতে এব ব্রহ্মণি সম্ভবতি। তথাচ সত্ত্বাদিধর্ম্মাভাবঘটিতমিথ্যাত্বলক্ষণস্য শুদ্ধে ব্রহ্মণি সত্ত্বাৎ অতিব্যাপ্তিরেব। সদ্রূপং শুদ্ধং ব্রহ্ম সত্ত্বাদিধর্ম্মশূন্যমেব ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বপক্ষিণা যৎ লক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিরূপদূষণম্ উক্তং তন্ন ইত্যর্থঃ। কুতঃ **তন্ন**—ইত্যাহ—মূলকারঃ—**সদ্রূপত্বেন** ইতি। **সদ্রূপত্বেন**—বাধ্যত্বাভাববত্বেন, **তদত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ**—বাধ্যত্বাভাবাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বাৎ। বাধ্যত্বাভাবঃ এব ব্রহ্মণি ন তু তদত্যন্তাভাবঃ। বাধ্যত্বাভাবঃ এব হি সত্ত্বম্, ন তু ভাবরূপঃ কশ্চিদ্ ধর্ম্মঃ। তথাচ ব্রহ্মণঃ ভাবরূপধর্ম্মানাশ্রয়ত্বেঽপি অভাবরূপধর্ম্মাশ্রয়ত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ। বাধ্যত্বাভাবরূপসত্ত্বস্য ব্রহ্মণি অভ্যুপগমেন সত্ত্বাভাব-ঘটিতমিথ্যাত্বলক্ষণস্য তত্র অভাবাৎ ইতি ভাবঃ।

নন্বু সিদ্ধান্তিনা বাধ্যত্বাভাবরূপং সত্ত্বং নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি কথম্ অঙ্গী-ক্রিয়তে? ভাববৎ অভাবস্যাপি ধর্ম্মত্বাবিশেষাৎ। "নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মণঃ নির্ধর্ম্মকত্বং সিদ্ধম্। তত্র শ্রুতৌ গুণপদস্য ভাবমাত্রার্থকত্বে ন কিমপি প্রমাণং পশ্যামঃ। ভাববৎ অভাবস্যাপি ধর্ম্মত্বাবিশেষেণ গুণত্বাৎ। আশ্রিতবস্তুমাত্রস্যৈব অপ্রধানত্বেন গুণত্বাৎ। গুণপদস্য ভাবমাত্রপরত্বে চতুর্ব্বিংশতিগুণমাত্রপরত্বে বা গুণপদস্য লক্ষণাপ্রসঙ্গাৎ। ভাবভূতঃ ধর্ম্মঃ যথা ব্রহ্মণি ন অভ্যুপগম্যতে তথা অভাবরূপোঽপি ধর্ম্মঃ ব্রহ্মণি ন অভ্যুপগন্তব্যঃ। ভাবে ইব অভাবেঽপি যুক্তেঃ তৌল্যাৎ—ইতি চেৎ? তত্র আহ—**নির্ধর্ম্মকত্বেনৈব** ইতি। ব্রহ্মণঃ নির্ধর্ম্মক-ত্বেন ভাবভূতস্য অভাবভূতধর্ম্মস্য বা অনধিকরণত্বেন **অভাবরূপ-ধর্ম্মানধিকরণত্বাৎ চ** সত্ত্বাভাবরূপধর্ম্মস্যাপি অনধিকরণত্বাৎ ন অতি-ব্যাপ্তিশঙ্কাঽপি ইতি ভাবঃ। নির্ধর্ম্মকে ব্রহ্মণি সত্ত্বাসত্ত্বে ন স্তঃ ইতি কৃত্বা ব্রহ্মণি সত্ত্বাভাবাসত্ত্বাভাবরূপমিথ্যাত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিঃ আশংকিতা,

সিদ্ধান্তিনা নির্গুণশ্রুত্যা ভাবাভাবোভয়বিধধর্ম্মানাস্পদত্বেন ব্রহ্মণি মিথ্যাত্বলক্ষণস্য অতিব্যাপ্তিশঙ্কা এব নাস্তি ইতি সমাহিতা।৪৬

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম-বিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধি বালবোধিন্যাং প্রথম-মিথ্যাত্বলক্ষণবিবরণম্।

তাৎপর্য্য।

বিশিষ্টসাধ্যক পক্ষও সমীচীন।

৪৪। এইরূপ তৃতীয়পক্ষও সমীচীন, অর্থাৎ "সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপই মিথ্যাত্ব" ইহাই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব এই তৃতীয়পক্ষও নির্দ্দোষ। পূর্ব্বে সদ্ভেদ ও অসদ্ভেদ এই উভয়ই মিথ্যাত্ব, অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই উভয়ই মিথ্যাত্ব—এই মিলিত পক্ষ যে নির্দ্দোষ তাহা দেখান হইয়াছে, সম্প্রতি উক্ত বিশিষ্ট-পক্ষও যে নির্দ্দোষ তাহাই বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক সাধ্যাপ্রসিদ্ধি শঙ্কা।

পূর্ব্বপক্ষিগণ এস্থলে শঙ্কা করেন যে, সৎ ও অসৎ এই দুই প্রকারই বস্তু হইতে পারে। তন্মধ্যে অসৎ বলিতে ত্রৈকালিক সর্ব্বদেশীয় অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিকে বুঝায়, অর্থাৎ যাহা কোনও কালে কোনও দেশেই থাকে না তাহাই অসৎ। তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বাধ্য। আর সৎ বলিতে পূর্ব্বোক্ত অসৎ বস্তু হইতে যাহা ভিন্ন তাহাকে বুঝায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাবই সত্ত্ব বস্তুকে বুঝায়। সুতরাং কি সদ্-বস্তুতে অথবা কি অসদ্বস্তুতে এই মিলিত বা বিশিষ্ট সাধ্য সম্ভব হয় না। সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব অথবা সত্ত্বাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব সদ্-বস্তুতে অথবা অসদ্বস্তুতে কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। এজন্য **অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণত্ব** অর্থাৎ সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হয়। অবশ্য উভয়সাধ্যকপক্ষে অপ্রসিদ্ধসাধ্যতা দোষের বারণ পূর্ব্বে করা হইলেও বিশিষ্টসাধ্যকপক্ষে

সাধ্যের অপ্রসিদ্ধতা দোষ অপরিহার্য্য। কারণ, বিশিষ্টসাধ্যক পক্ষে সাধ্যরূপ পক্ষবিশেষণ কোথাও প্রসিদ্ধ নহে।

পূর্ব্বপক্ষ—খণ্ডশঃ সিদ্ধির দ্বারাও সাধ্যপ্রসিদ্ধি হয় না।

আর যদি সিদ্ধান্তী এই মিলিত বা বিশিষ্টসাধ্যটীকে খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধি-দ্বারা এই সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ বারণ করিতে চান, তাহা হইলে শশ ও শৃঙ্গের প্রত্যেকের প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া শশীয়শৃঙ্গানুমানেও সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি দোষ বারণ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃঙ্গের সংযোগাদিসম্বন্ধে অনুমিতি হউক? অথবা উভয়সাধ্যতা স্থলে শশীয় ও শৃঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ প্রসিদ্ধ বলিয়া শশীয় ও শৃঙ্গ এতদুভয়ের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কোন এক ধর্ম্মীতে অনুমান হউক? কিন্তু শশীয়ত্ববিশিষ্ট শৃঙ্গ কোথাও প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া যেমন সংযোগাদিসম্বন্ধে তাহার অনুমান হইতে পারে না, অথবা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শশীয় ও শৃঙ্গ এতদুভয় অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহার অনুমান হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও অনুমান হইতে পারিবে না।

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত সাধ্যাপ্রসিদ্ধি আপত্তির নিরাস।

পূর্ব্বপক্ষীর এই আশংকা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ, শুক্তিরজতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এই ধর্ম্মদ্বয়ই দেখান হইয়াছে। এই সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাব শুক্তিরজতেই প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব পূর্ব্বপক্ষীর মতসিদ্ধ নহে, কিন্তু ত্রিকালা-বাধ্যত্বই সত্ত্ব বলা হয়। এই ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব শুক্তিরজতে নাই। আর সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিযোগ্যত্বাভাবই অসত্ত্ব, কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর মত-সিদ্ধ অসত্ত্ব নহে। এজন্য শুক্তিরজত সদ্রূপে প্রতীত হয় বলিয়া তাহাতে অসত্ত্বের অভাবও আছে। সুতরাং মিলিতপক্ষে ও বিশিষ্টপক্ষে **সাধ্যের অপ্রসিদ্ধির কোন আশংকা নাই।** যেহেতু শুক্তি-রজতে তাহা প্রসিদ্ধ।

সিদ্ধান্ত—বিশিষ্টসাধ্যপক্ষে ব্যাঘাতদোষও হয় না।

আর ইহাতে ব্যাঘাত দোষও নাই। কারণ, পূর্ব্বপক্ষী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব অসত্ত্ব ও তাদৃশ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব সত্ত্ব মনে করিয়া ব্যাঘাত দোষ দিয়াছিলেন। আর তাহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মদ্বয় পরস্পরবিরহস্বরূপ অথবা পরস্পর-বিরহব্যাপকস্বরূপ হইবে—ইহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তী যেরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের নির্ব্বচন করিয়াছেন, তাহাতে পরস্পরবিরহ-রূপাদি না হওয়ায় ব্যাঘাত হইতে পারে না—তাহাও বলাই হইয়াছে। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব পরস্পর অভাবরূপ নহে বলিয়া বিশেষ্যবিশেষণভাব হইতে পারে।

সিদ্ধান্ত—বিশিষ্টসাধ্যপক্ষে অর্থান্তরতা দোষও হয় না।

আর এপক্ষে অর্থান্তরতা দোষও নাই। অর্থাৎ প্রপঞ্চ সত্ত্বাত্যন্তা-ভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাববান্ হইয়াও নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের ন্যায় সদ্রূপ হইতে পারিবে—ইত্যাদি, তাহাও সঙ্গত নহে। ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকতা ও সদ্রূপতাতে শ্রুতি ও যুক্তিই প্রমাণ। প্রপঞ্চের নির্ধর্ম্মকতা ও সদ্রূপতা সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ—ইহাও বলাই হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত—এই পক্ষে দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষও হয় না।

আর পূর্ব্বপক্ষী শুক্তিরজতে যে সাধ্যবৈকল্য দোষ দিয়াছিলেন, অর্থাৎ শুক্তিরজত মাধ্বমতে অসৎ বলিয়া, আর বিশিষ্টসাধ্যের বিশেষ্যাংশ অসত্ত্বাত্যন্তাভাব শুক্তিরজতে নাই বলিয়া বিশিষ্টসাধ্যও নাই—ইত্যাদি, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, **সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি-যোগ্যত্বাভাবই অসত্ত্ব**; শুক্তিরজত সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হয় অর্থাৎ "শুক্তিরজতং সৎ" এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বিশেষ্য যে অসত্ত্বাত্যন্তাভাব তাহা শুক্তিরজতে আছে। সুতরাং সাধ্যবৈকল্য দোষও হইল না।

সিদ্ধান্ত—এই পক্ষে অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষও হয় না।

আর বিশিষ্টসাধ্যপক্ষে অংশতঃ সিদ্ধসাধনতা দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না; কারণ, বিশিষ্টসাধ্যপক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম একটী, কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদকের নানাত্ব লইয়াই অংশতঃসিদ্ধসাধনতা দোষ পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ভাবিতই হইতে পারে না।

সিদ্ধান্ত—এই পক্ষে ব্যর্থবিশেষণতা দোষও হয় না।

আর এই পক্ষে ব্যর্থবিশেষণতা দোষ যে নাই, তাহা পূর্ব্বপক্ষ-প্রস্তাবেই বলা হইয়াছে। আর সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ, যাহা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছিলেন—তাহা শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে বারণ করা হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয় পক্ষের ন্যায় এই তৃতীয় পক্ষও নির্দ্দোষ।

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি শঙ্কা।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সত্ত্বাসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়রাহিত্যই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেও সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় নাই বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের তাহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেও সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্ম্মের অভাব আছে। সুতরাং ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া যাউক।

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত অতিব্যাপ্তিশঙ্কার নিরাস।

কিন্তু একথা বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম সদ্রূপ বলিয়া সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, বাধ্যত্বা-ভাববত্ত্বই ব্রহ্মের সদ্রূপত্ব। ব্রহ্ম ভাবরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় না হইলেও বাধ্যত্বাভাবস্বরূপ অভাবরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত সাধ্যে যে সত্ত্বাত্যন্তাভাব বলা হইয়াছে, তাহা ত্রিকালাবাধ্যত্বা-ভাব। ত্রিকালাবাধ্য ব্রহ্মে ত্রিকালাবাধ্যত্বাভাব নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বাধ্যত্বাভাবই ব্রহ্মের সদ্রূপতা, সুতরাং বাধ্যত্বা-ভাবের অভাব ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। আর বাধ্যত্বাভাব ব্রহ্মে আছে বলিয়া ব্রহ্মের সধর্ম্মকত্বাপত্তি হয় না। কারণ, অভাব অধিকরণ-

স্বরূপ হইয়া থাকে। ভাবরূপ ধর্ম্ম যে সত্ত্ব অর্থাৎ সত্তা জাতি প্রভৃতি, তাহাই ব্রহ্মে নাই। কিন্তু ত্রিকালবাধ্যত্বাভাবরূপ যে সত্ত্ব, তাহা ব্রহ্মে আছে। সেই যে সত্ত্বের অভাব অর্থাৎ ত্রিকালবাধ্যত্বাভাবাভাব, তাহা ব্রহ্মে নাই। সুতরাং বিশিষ্টসাধ্যের বিশেষণ যে সত্ত্বাভাব, অর্থাৎ ত্রিকালবাধ্যত্বাভাবাভাব, তাহা ব্রহ্মে না থাকায় বিশেষণের অভাব হইল। আর এই বিশেষণের অভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টের অভাবই সুতরাং ব্রহ্মে থাকিল। অর্থাৎ ব্রহ্মে মিথ্যাত্বের অভাব থাকিল। অতএব মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি আর ব্রহ্মে হইতে পারিল না।

পূর্ব্বপক্ষ—প্রকারান্তরে মিথ্যাত্বলক্ষণে অতিব্যাপ্তি শঙ্কা।

সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন—ব্রহ্মে ত্রিকালবাধ্যত্বাভাব ধর্ম্ম আছে বলিয়াই ব্রহ্ম ধর্ম্মবান্ নহে, যেহেতু অভাব অধিকরণস্বরূপ। তাহা হইলে বাধ্যত্বাভাব ব্রহ্মস্বরূপ হইল। আর অভেদে আধারাধেয় ভাব থাকে না বলিয়া বাধ্যত্বাভাবের অভাব ব্রহ্মে থাকিল, অর্থাৎ বাধ্যত্বাভাবে বাধ্যত্বাভাব থাকে না। সুতরাং তাহার অভাবই থাকে। এজন্য বাধ্যত্বাভাবস্বরূপ ব্রহ্মে ব্যাধ্যত্বাভাব থাকিল না। অর্থাৎ ব্রহ্মে বাধ্যত্বই থাকিল। সুতরাং ব্রহ্মে এই মিথ্যাত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইল?

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত অতিব্যাপ্তিশঙ্কার নিরাস।

এরূপ কিন্তু বলা যায় না। কারণ, সংযোগাদি সম্বন্ধের ন্যায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধও কোন কোন স্থলে অধারতার নিয়ামক হইয়া থাকে। আর **ভট্টমতে অভাব ও অধিকরণের তাদাত্ম্যসম্বন্ধই স্বীকার** করা হইয়া থাকে। আর তার্কিক মতেও "ঘটাভাবে ঘটো নাস্তি" ইত্যাদি স্বীকার করা হয়। এই আধার আধেয়ভাবে প্রতীতিবশতঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধকেও আধারতার নিয়ামক বলিতে হইবে। সুতরাং বাধ্যত্বাভাব ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও বাধ্যত্বাভাব তাহাতে থাকিতে

পারিল। অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে বাধ্যত্ব নাই—এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বাধ্যত্বাভাবের অভাব ব্রহ্মে আছে—এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণই নাই।

পূর্ব্বপক্ষ—আত্মাশ্রয়দোষের শঙ্কা।

আর বাধ্যত্বাভাবই সত্ত্ব, এই অভিপ্রায়ে মূলকার দ্বিতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণে সত্যত্বধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে, ভাবরূপ ধর্ম্মের অধিকরণ ব্রহ্ম না হইলেও অভাবরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে থাকে—ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং মিথ্যাত্বঘটক সত্ত্বাত্যন্তাভাবের অন্তর্গত সত্ত্বটী ত্রিকালবাধ্যত্বাভাবই বুঝিতে হইবে। আর ইহাতে এই দোষ হয় যে, বাধ্যত্বাভাবই যদি সত্ত্ব হয়, আর সত্ত্বা-ত্যন্তাভাবঘটিত যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে **আত্মাশ্রয় দোষ হয়।** যেহেতু বাধ্যত্বই মিথ্যাত্ব। আর বাধ্যত্বাভাবাভাব বাধ্যত্বই বটে, সুতরাং বাধ্যত্বগ্রহসাপেক্ষ বাধ্যত্বগ্রহ হইল বলিয়া আত্মাশ্রয় হইল।

সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক উক্ত শঙ্কার নিরাস।

এরূপ শঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ, যদি সদসদ্‌বিলক্ষণত্বই বাধ্যত্ব বলা যাইত, আর তাহার অভাব অবাধ্যত্ব বলা যাইত, তবেই আত্মাশ্রয় দোষ হইত। কিন্তু এই প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণে বাধ্যপদের অর্থ—জ্ঞাননিবর্ত্ত্য। এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বই বাধ্যত্ব, সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব বাধ্যত্ব নহে। এই জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপ বাধ্যত্বের অত্যন্তাভাব সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব-লক্ষণে প্রবিষ্ট। সুতরাং উক্তরূপ শঙ্কা ব্যর্থ।

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্বে ব্যাঘাত শঙ্কা।

আর যদি বল—বাধ্যত্বাভাবরূপ ধর্ম্মও ত শুদ্ধব্রহ্মে নাই। অর্থাৎ অভাবরূপ ধর্ম্ম যখন ব্রহ্মে স্বীকার করিলে, তখন ভাবরূপ ধর্ম্ম স্বীকারেই বা বাধা কি? যেহেতু ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্বের ব্যাঘাত উভয়পক্ষেই তুল্য। ভাবরূপ ধর্ম্ম থাকিলে যেমন ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্ব থাকিতে পারে না, তদ্রূপ অভাবরূপ ধর্ম্ম মানিলেও ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্ব থাকিতে পারে না।

"কেবলো নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতিতে গুণপদের ভাবমাত্র অর্থ করিলে গুণপদের লক্ষণা দোষ দুর্ব্বার হইবে। এজন্য বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্বও ব্রহ্মে নাই। সুতরাং লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ব্রহ্মে রহিয়াই গেল।

সিদ্ধান্ত—উক্ত শঙ্কার নিরাস।

এতদুত্তরে সিদ্ধান্তীর ব্যক্তব্য এই যে, **অধিকরণস্বরূপ অভাব ও অতিরিক্ত অভাব এক নহে।** সুতরাং মূলকার যদিও পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অনুসারেই উত্তর দিতে যাইতেছেন, তথাপি অধিকরণীভূত ব্রহ্মস্বরূপ অভাব ও অতিরিক্ত অভাব যে একরূপ নহে, তাহা অগ্রে দ্বিতীয় লক্ষণে বিশদ করিয়া বলা হইবে। সম্প্রতি পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি অনুসারে ভাবাভাব উভয়বিধ ধর্ম্মই ব্রহ্মে নাই—ইহাই স্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তী উত্তর করিতেছেন যে, ব্রহ্ম যখন নির্ধর্ম্মক তখন তাহাতে ভাব ও অভাব কোন ধর্ম্মই থাকিতে পারে না। সত্ত্ব ও অসত্ত্বধর্ম্ম যেমন ব্রহ্মে নাই, তদ্রূপ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এই অভাবরূপ ধর্ম্মও ব্রহ্মে নাই। যদি পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মকে নির্ধর্ম্মক বলিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার অসঙ্গত হইবে। কারণ, সত্ত্বের অধিকরণ যেমন ব্রহ্ম হয় না, তদ্রূপ সত্ত্বাভাবের অধিকরণও ব্রহ্ম হয় না। সত্ত্বাভাবরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে স্বীকার করিয়া পূর্ব্বপক্ষী মিথ্যাত্বলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দিয়াছেন, তাহা এহেতু অসঙ্গতই হইল। যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, তাহাতে ভাব ও অভাবরূপ কোন ধর্ম্মই নাই, ইত্যাদি।

প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণের উপসংহার।

এক্ষণে অনির্ব্বাচ্যত্ব অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব—এই প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণের উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাত্ব বলিতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব—এতদুভয়, অথবা সদ্‌ভেদ ও অসদ্‌ভেদ এতদুভয় বুঝিতে হইবে; কিংবা সত্ত্বাত্যন্তাভাববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তা-

ভাবরূপ একটী বিশিষ্টপদার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বাত্যন্তাভাবকে মিথ্যাত্ব বলা যায় না। পূর্ব্বপক্ষী মাধ্ব—

"তৎ হি কিম্ (১) সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবঃ, উত, (২) সত্ত্বাত্যন্তাভাবা-সত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্ম্মদ্বয়ম্, আহোস্বিৎ, (৩) সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্"—

এই ১৮৬ পৃষ্ঠায় ২৭ সংখ্যক বাক্যে মিথ্যাত্বের লক্ষণনির্ণয়োপলক্ষ্যে যে তিনটী বিকল্প করিয়া সিদ্ধান্তীর উপর আক্ষেপ করিয়াছিলেন, সিদ্ধান্তী তাহার উত্তরে প্রথম বিকল্পটী পরিত্যাগ করিয়া শেষ দুইটীতে ইষ্টাপত্তি করিয়া মিথ্যাত্বের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। অদ্বৈত সিদ্ধ করিবার জন্য যে দ্বৈতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি প্রয়োজন, আর তজ্জন্য যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান প্রদর্শন করা হইয়াছিল, সেই অনুমানের সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, তাহার নির্ব্বচন এই প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণদ্বারা করা হইল। মিথ্যাত্বের এই লক্ষণটী পূজ্যপাদ পদ্মপাদাচার্য্যের সম্মত লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় লক্ষণশাস্ত্রি শ্রীচরণান্তেবাসি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম-বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি তাৎপর্য্যপ্রকাশে প্রথমমিথ্যাত্বলক্ষণ সমাপ্ত।